পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

তৎপুত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"মেঘ যেমন সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই অক্ষয় ভারত বৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের আশ্রয় স্থান হইবেক"। মহাভারত।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন আর্ট প্রিণ্টিং সিণ্ডীকেট্‌ হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

ভূমিকা।

পুরাণ সংগ্রহের চতুর্থ ভাগে বনপর্ব্বান্তর্গত আরণ্যক, কিম্মীরবধ, অর্জ্জুনাভিগমন, কৈরাত, ইন্দ্রলোকাভিগমন, নলোপাখ্যান ও তীর্থযাত্রা পর্ব্ব, এই কএকটি পর্ব্বাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ব্বক মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। মহাভারতীয় বনপর্ব্বেও ব্যাসদেবের কবিত্বশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হ[illegible]র আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে কি সাংসারিক, কি পারমার্থিক, সকল বিষয়েই বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা উৎপন্ন হয়। বিশেষতঃ তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধ স্থানসকল দর্পণের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে সভ্যতার যে কত দূর বৃদ্ধি হইয়াছিল, এই পর্ব্ব তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ।

সারস্বতাশ্রম
১৭৮২ শকাব্দাঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সূচিপত্র।

মহাভারতান্তর্গত বনপর্ব্ব।

সূচিপত্র

প্রকরণ	পৃষ্ঠা

সূচিপত্র।

সূচিপত্র।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা

বনপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

বনপর্ব্ব।

আরণ্যক পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী এবং বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজরাজ! দুরাত্মারা অমাত্যগণসমভিব্যাহারে আমার পূর্ব্ব পিতামহ পাণ্ডবগণকে কপট দ্যূতে পরাজিত করিয়া নানাবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ দ্বারা তাঁহাদের সহিত বৈরভাব উদ্ভাবিত করিলে পর, তাঁহারা রোষাবেশে কি করিয়াছিলেন? সেই ইন্দ্রসদৃশ প্রতাপশালী পাণ্ডুনন্দনগণ সহসা ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট ও দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারে অরণ্যমধ্যে কালযাপন করিলেন? তৎকালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন; সেই শৌর্য্যশালী মহাত্মারা কোন্ বনে কোন্ স্থানে কিরূপ আচরণে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন? কি প্রকারেই বা সকল রমণীর শিরোমণি, রাজপুত্রী, পতিপরায়ণা, মহাভাগা, দ্রৌপদী নিতান্ত সুখোচিতা হইয়াও নিদারুণ বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন? হে তপোধন! এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন; আপনার নিকট সেই অমিততেজাঃ বীর পুরুষগণের চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কপট দ্যূতে পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিলে পর, তাঁহারা জাতক্রোধ হইয়া শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে বর্দ্ধমান পুরদ্বার দিয়া হস্তিনা নগর হইতে বহির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভৃত্য স্ত্রীগণ সমভিব্যাহারে ত্বরিত রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদের অনুগামী হইল। পুরবাসিগণ তাঁহাদের বনগমনবার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া নির্ভয়চিত্তে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে বারংবার অভিযোগ করিয়া কহিতে লাগিলেন। যেখানে শকুনির শিক্ষিত দুরাত্মা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দুঃশাসনের সাহায্যে রাজ্য করিতে অভিলাষী, সেখানে আমাদের কুল ও গৃহপ্রভৃতি সমুদায়ই নষ্ট হইয়াছে। পাপসহায় পাপাত্মা দুর্য্যোধন যেখানে রাজ্য করে, সেখানে সুখের কথা দূরে থাকুক, কুল, আচার, ধর্ম্ম, অর্থপ্রভৃতি কিছুই থাকে না, ঐ

পাপাত্মা গুরুজনদ্বেষী, আচারভ্রষ্ট, সৌহার্দ্দশূন্য, অর্থলুব্ধ, অহঙ্কৃত, নীচপ্রকৃতি ও নিষ্ঠুর। ঐ দুরাত্মার শাসনে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল একবারে উৎসন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব করুণার্দ্রহৃদয় জিতেন্দ্রিয় কীর্ত্তিমান্ ধর্ম্মাচারপরায়ণ মহাত্মা পাণ্ডবগণ যেখানে গমন করিতেছেন, আমরাও সকলে সেইখানে গমন করি; পৌরগণ এই কথা বলিয়া, পাণ্ডবগণের সমীপে গমনপূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, হে ক্ষমাস্পদ মহাত্মাগণ! আপনারা এই দুঃখভাগিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? আমরাও আপনাদের অনুগামী হইব। নির্দ্দয় শত্রুগণ অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক আপনাদিগকে পরাভব করিয়াছে শ্রবণ করিয়া, আমরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। আমরা আপনাদিগের ভক্ত, অনুরক্ত, সুহৃদ্, প্রিয়কারী এবং সতত শুভানুধ্যায়ী; আপনারা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমরা সেই ন্যায়পরাঙ্মুখ কুরুরাজের অধিকারে বাস করিলে নিশ্চয়ই সমূলে বিনষ্ট হইব। হে পাণ্ডবগণ! গুণ ও দোষ সৎ ও অসৎ সংসর্গ হইতে যেরূপ সংক্রামিত হয়, শ্রবণ করুন। যেমন বস্ত্র, জল, তিল ও ভূমি কুসুমসংসর্গে সুরভিত হইয়া উঠে, সেইরূপ সংসর্গজনিত গুণ অন্যকেও গুণবান্ করিতে পারে। মূঢ়সমাগম কেবল মোহজালের আকর, আর নিত্য সাধুসমাগম কেবল ধর্ম্মের আবহ; অতএব প্রজ্ঞাশীল, বৃদ্ধ, সুশীল ও শমপরায়ণ সাধুগণের সহবাসই কর্ত্তব্য। যাহাদিগের কুল, কর্ম্ম ও বিদ্যা, এই তিনই পরিশুদ্ধ, তাহাদিগেরই সেবা করা উচিত; তাহাদিগের সহবাস শাস্ত্রালোচনা অপেক্ষাও গরীয়ান্। আপনারা পুণ্যশীল, আমরা সৎকর্ম্মপরিবর্জ্জিত হইলেও পুণ্যশীলগণের সহবাসে পুণ্য লাভ করিতে পারিব, কিন্তু পাপসেবায় নিরত থাকিলে আরও পাপপঙ্কে পতিত হইতে হইবে। অসাধু ব্যক্তিকে দর্শন, স্পর্শ এবং তাহার সহিত আলাপ ও সহবাস করিলেই ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়। পুরুষগণের বুদ্ধি অধমসমাগমে অধম, মধ্যমসমাগমে মধ্যম ও উত্তমসমাগমে উত্তম হইয়া উঠে। মহাত্মগণ যে সকল গুণ ধর্ম্মকামার্থসম্ভূত, লোকাচারনিয়ন্ত্রিত, বেদোক্ত এবং শিষ্টসম্মত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা সেই সমস্ত গুণে গুণবান্; আমরা শ্রেয়োভিলাষী, সুতরাং আপনাদের সহিত বাস করিতে বাসনা করি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরাই ধন্য, কেন না আমাদের যে সকল গুণ বাস্তবিক নাই, ব্রাহ্মণপ্রভৃতি প্রজাগণ স্নেহ ও কারুণ্য রসপরবশ হইয়া তাহাও কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব আমি ভ্রাতৃগণের সহিত সকলকে যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনারা আমার প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পা করিয়া তাহার অন্যথা করিবেন না। পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, জননী কুন্তী এবং অনেকানেক বন্ধুবান্ধবগণ হস্তিনানগরে রহিলেন; তাঁহারা শোকসন্তাপে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, আপ-

নারা সকলে মিলিত হইয়া অন্ততঃ আমাদের হিতকামনায় তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আমি বন্ধুবান্ধবগণকে আপনাদের সমীপে সমর্পণ করিলাম; আপনারা তাঁহাদের প্রতি স্নেহান্বিত হইয়া আমাদের সহগমনে নিবৃত্ত হউন; তাহা হইলেই আমার তুষ্টিসাধন ও সৎকার করা হয়।

ধর্ম্মরাজ প্রজাগণকে এইরূপ আমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিলে, তাহারা একত্র হইয়া "হা রাজন্!" বলিয়া অতি করুণ স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল এবং কৌন্তেয়গণের গুণরাশি স্মরণপূর্ব্বক অতি কাতরচিত্তে অগত্যা প্রতিনিবৃত্ত হইল। পৌরগণ প্রতিনিবৃত্ত হইলে, পাণ্ডবেরা রথারোহণপূর্ব্বক জাহ্নবীতীরে প্রমাণ নামে মহাবট লক্ষ্য করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দিবাবসানে তথায় উপস্থিত হইয়া পবিত্র জল স্পর্শ করিলেন এবং কেবল ঐ জলমাত্র পান করিয়া অতিকষ্টে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিলেন। কতকগুলি সাগ্নিক ও অনাগ্নিক ব্রাহ্মণ স্নেহবশতঃ বন্ধুবান্ধবগণ সমভিব্যাহারে তাঁহাদের অনুগামী হইয়াছিলেন; রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল ব্রহ্মবাদিগণে পরিবৃত হইয়া সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ হোমাগ্নি প্রজ্বলনপূর্ব্বক ব্রহ্মবাদিসহকৃত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ও আশ্বাসন বাক্যে কুরুকুলচূড়ামণি ধর্ম্মরাজের চিত্ত বিনোদন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রজনী প্রভাত হইলে, ভিক্ষাভোগী ব্রাহ্মণগণ বনগমনোন্মুখ পাণ্ডবগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমরা গতসর্ব্বস্ব, হৃতরাজ্য, শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে ফলমূলামিষাহারী হইয়া অরণ্যে গমন করিতেছি। অরণ্য ... জন্তুপরিপূর্ণ অতি ভয়ঙ্কর স্থান; তথায় গমন করিলে আপনাদের ক্লেশের পরিসীমা থাকিবে না; ব্রাহ্মণগণের ক্লেশে আমার কথা দূরে থাকুক, দেবতাগণকেও অবসন্ন হইতে হয়; অতএব আপনারা এই স্থান হইতেই প্রতিনিবৃত্ত হউন।

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, রাজন্! আপনাদের যে গতি, আমরাও সেই গতি প্রাপ্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি। আমরা ধর্ম্মদর্শী ও আপনার নিতান্ত অনুরক্ত; আমাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত নহে। দেবতারাও অনুরক্তগণ বিশেষতঃ ধর্ম্মচারী ব্রাহ্মণগণের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি ব্রাহ্মণগণের প্রতি যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকি, কিন্তু এই নিরবলম্ব অবস্থা আমাকে অবসন্ন করিতেছে। যাঁহারা ফল, মূল ও মৃগ আহরণ করিয়া আপনাদিগকে প্রতিপালন করিবেন, সেই ভ্রাতৃগণ দ্রৌপদীর নিগ্রহ ও রাজ্যাপহরণজনিত শোক দুঃখে

বিমোহিত আছেন, আমি তাঁহাদিগকে ক্লেশকর কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারিব না।

ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহারাজ! আমাদের ভরণপোষণজন্য চিন্তা করিবেন না, আমরা স্বয়ং অন্নাহরণপূর্ব্বক জীবন ধারণ করিয়া জপ ও ধ্যান দ্বারা আপনাদের মঙ্গল বিধান এবং মনোহর উপাখ্যান কথন দ্বারা চিত্ত বিনোদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দ্বিজগণ হইতে আমার সকল শোক সন্তাপ দূরীভূত হইবে, তাহার সন্দেহ কি? কিন্তু আমি আপনার অসমর্থতাবশতঃ তদ্বিষয়ে হতাশ হইতেছি। হে বিপ্রগণ! আপনারা কেবল আমার প্রতি অনুরাগ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ ভোগ ও স্বয়ং আহরণ করিয়া ভোজন করিবেন, ইহা আমি কিপ্রকারে দর্শন করিব? আঃ! পাপাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ! তোমাদিগকে ধিক্; এই বলিয়া শোকাভিভূত হইয়া ভূমিতলে উপবিষ্ট হইলেন।

তখন অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ সাংখ্যযোগকুশল শৌনক নামা দ্বিজ যুধিষ্ঠিরকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! শোকস্থান সহস্র সহস্র এবং ভয়স্থান শত শত আছে। উহারা মূঢ় ব্যক্তিকেই প্রতিদিন আক্রমণ করে, পণ্ডিতের কিছুই করিতে পারে না। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা জ্ঞানবিরুদ্ধ, বহু দোষাকর, অশ্রেয়স্কর কর্ম্মে কদাচ আসক্ত হন না। হে রাজন্! আপনার বুদ্ধি অষ্টাঙ্গসম্পন্ন অশিবনাশিনী ও শ্রুতিস্মৃতির অনুগামিনী; অতএব ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কি অর্থকৃচ্ছ্র, কি দুর্গতি, কি আত্মীয় জনের বিপদ্, কি শারীরিক ও মানসিক দুঃখ, কিছুতেই অবসন্ন হন না। পূর্ব্বকালে মহাত্মা জনক যে সকল আত্মব্যবস্থাপক শ্লোক গান করিয়া গিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন; বিশ্বসংসার শারীরিক ও মানসিক এই দ্বিবিধ দুঃখে পীড়িত হইয়া আছে, যে উপায় দ্বারা তাহার প্রত্যেক বা সমুদায় উপশম করা যায়, তাহা কহিতেছি। ব্যাধি, অনিষ্টাপাত, পরিশ্রম ও ইষ্টবিনাশ, এই চতুর্ব্বিধ কারণ শারীরিক দুঃখের প্রবর্ত্তক। প্রতীকার দ্বারা ব্যাধির ও অনুধ্যান দ্বারা আধির শান্তি হয়। এই নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ বৈদ্যেরা প্রথমেই প্রিয় কথন ও ভোগ্য বিষয় প্রদান করিয়া মানবের মানসিক দুঃখ প্রশমিত করেন। যেমন অয়ঃপিণ্ড পরিতপ্ত হইলে তদ্দ্বারা কুম্ভস্থিত জলও উত্তপ্ত হইয়া উঠে, সেইরূপ মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে শরীরও পরিতাপিত হয়। যেমন জল দ্বারা অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা মানসিক দুঃখ বিনাশ করিবে। মনোব্যথা প্রশমিত হইলে শারীরিক দুঃখও বিনষ্ট হইয়া যায়। স্নেহ মানসিক দুঃখের মূল; জন্তুগণ স্নেহপরতন্ত্র হইয়া দুঃখ প্রাপ্ত হয়; স্নেহ কেবল দুঃখেরই মূল এমত নহে, উহা ভয়, শোক, হর্ষ এবং আয়াসেরও প্রবর্ত্তক। স্নেহ হইতে মনের বিকৃতি ও বিষয়াসক্তি উৎপন্ন হয়; এই দুই দোষের মধ্যে প্রথমটী অতিশয় গুরু। কোটরস্থিত

অগ্নি যেমন বৃক্ষের সমুদায় অংশ ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ বিষয়াসক্তি অত্যল্প হইলেও সমুদায় ধর্ম্মার্থ ধ্বংস করিয়া থাকে। বিষয় হইতে বিমুক্ত হইলেই বিষয়ত্যাগী হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বিষয়সমাগমসময়েও দোষদর্শী, নির্ব্বিরোধ ও নিরবগ্রহ হয়, সেই ব্যক্তিই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ করে। অতএব অর্থসঞ্চয় দ্বারা মিত্রগণ হইতে স্নেহ লাভ করিবার অভিলাষ করিবে না; এবং জ্ঞান দ্বারা স্বীয় স্নেহকে বিনিবর্ত্তিত করিবে। জল যেমন পদ্মপত্রে সংসক্ত হইতে পারে না, সেইরূপ স্নেহও জ্ঞানবান্, কৃতাত্মা, শাস্ত্রজ্ঞ যোগীতে আসক্ত হইতে পারে না।

বিষয়ানুরাগ হইতে কামনা উৎপন্ন হয়, কামনা হইতে ইচ্ছা জন্মে, ইচ্ছা হইতে তৃষ্ণা সংবৰ্দ্ধিত হয়। এই সর্ব্বপাপময়ী তৃষ্ণা নিয়ত উদ্বেগকরী, অধর্ম্মবহুলা এবং পাপপ্রসবিনী। দুর্ম্মতিগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না, পুরুষ জীর্ণ হইলেও যে জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগস্বরূপ তৃষ্ণাকে যে ব্যক্তি পরিত্যাগ করিতে পারে, সেই যথার্থ সুখী। এই তৃষ্ণা নরগণের পরিমিত দেহের অন্তর্গত বটে, কিন্তু ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই; ইহা অযোনিজ অনলের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে বিনষ্ট করে। কাষ্ঠ যেমন অসমুত্থিত হুতাশনে দগ্ধ হয়, সেইরূপ অকৃতাত্মা ব্যক্তি সহজাত লোভ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাণিগণ যেমন মৃত্যুকে ভয় করে, সেইরূপ অর্থবান্ ব্যক্তি রাজা, সলিল, অগ্নি, চোর ও স্বজন হইতে প্রতিনিয়ত ভয় প্রাপ্ত হয়। যেমন আমিষ আকাশে থাকিলে পক্ষিগণ, ভূতলে শ্বাপদগণ ও সলিলে মৎসগণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধনবান্ ব্যক্তি যেখানে থাকুক, সর্ব্বত্রই আক্রান্ত হয়। কোন কোন ব্যক্তির অর্থ কেবল অনর্থেরই মূল হইয়া উঠে। যে মনুষ্য অর্থে একান্ত আসক্ত, সে অন্য কোন প্রকার শ্রেয়ঃই লাভ করিতে পারে না। এই জন্য প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সর্ব্বপ্রকার অর্থাগমকে লোভ, মোহ, কৃপণতা, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগের মলীভূত বলিয়া জানেন। লোকে অর্থের উপার্জ্জন, রক্ষণ ও ব্যয়, এই তিন বিষয়েই যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে। অনেকে অর্থের নিমিত্ত প্রাণপর্য্যন্তও পরিত্যাগ করে। অজ্ঞ ব্যক্তিরা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত অতিকষ্টে অর্থরূপ শত্রুকে লাভ ও তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু উহা যে প্রাণনাশেরও কারণ হইয়া উঠে, তাহা একবারও চিন্তা করে না।

মূঢ় ব্যক্তিরাই অসন্তোষপরায়ণ হয়, পণ্ডিতগণ সতত সন্তুষ্ট থাকেন; পিপাসার অন্ত নাই; সন্তোষই পরম সুখ; এই জন্য পণ্ডিতগণ এই সংসারে সন্তোষকে প্রধান করিয়া জানেন।

রূপ, যৌবন, রত্নসঞ্চয়, ঐশ্বর্য্য এবং প্রিয় নিবাস সকলই অনিত্য; পণ্ডিতগণ এই সমস্ত অচিরস্থায়ী বিষয়ে কদাচ লোভ করেন না। ধনসঞ্চয় সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে; কোন সঞ্চয়ী ব্যক্তিকেই নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না; এই

নিমিত্ত ধার্ম্মিক পুরুষেরা অর্থোপার্জ্জন-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। যিনি ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার নিমিত্ত অর্থোপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহার সে চেষ্টা না করাই শ্রেয়ঃ। পঙ্ক-লিপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রক্ষালন করা অপেক্ষা পঙ্ক স্পর্শ না করাই উচিত। অতএব হে যুধিষ্ঠির! আপনি সকল বিষয়ে নিস্পৃহ হউন; যদি ধর্ম্মোপার্জ্জনে অভি-লাষ থাকে, তাহা হইলে অর্থাকাঙ্ক্ষা পরি ত্যাগ করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! স্বয়ং উপভোগ করিবার নিমিত্ত অর্থলাভের ইচ্ছা করিতেছি না। আমার অর্থাকাঙ্ক্ষা কেবল বিপ্রগণের ভরণপোষণ করিবার নিমিত্ত, লোভপ্রযুক্ত নহে। মাদৃশ গৃহস্থেরা অনু-গত জনের ভরণপোষণ না করিরা কিরূপে ক্ষান্ত থাকিতে পারে? দেখিতে পাওয়া যায়, যে সকল প্রাণীই বিভাগ করিয়া ভোজন করে এবং যাঁহারা স্বয়ং পাক করেন না, গৃহস্থগণ তাঁহাদিগকে অন্ন দান করিয়া থাকেন। সাধুগণের গৃহের তৃণ, ভূমি, জল ও সুনৃত বাক্য, এই চারি দ্রব্যের কোন কালেই অপ্রতুল থাকে না। গৃহস্থ ব্যক্তি পীড়িত ব্যক্তিকে শয্যা, শ্রান্ত ব্যক্তিকে আসন, তৃষিত ব্যক্তিকে পানীয়, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে ভোজন ও অভ্যাগত ব্যক্তিকে নয়ন, মনঃ, প্রিয় বচন এবং উত্থান-পূর্ব্বক আসন প্রদান করিবেন. ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। প্রত্যুত্থানপূর্ব্বক সকলের সমীপে গমন ও ন্যায়তঃ সকলের অর্চ্চনা করা উচিত। অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতি, অতিথি, বান্ধব, পুত্র, কলত্র, ও ভৃত্যগণ ইহারা সৎকার প্রাপ্ত না হইলে গৃহস্থকে দগ্ধ করে। আপনার নিমিত্ত অন্ন পাক করিবে না, বৃথা পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধিপূর্ব্বক বপন করা হয় নাই, স্বয়ং তাহা উপযোগ করিবে না। সায়ং ও প্রাতঃকালে কুক্কুর. চণ্ডাল এবং পক্ষিগণের উদ্দেশে ভূমিতে অন্নবপনরূপ বৈশ্বদেব নামক বলি প্রদান করিবে। ভুক্তশেষ বিঘস ও যজ্ঞশেষ অমৃতস্বরূপ হয়; অতএব লোকে প্রতিদিন বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে। গৃহস্থ সকল কর্ম্মে চক্ষুঃ ও মনঃ প্রদান করিবে, সতত সুনৃতবাদী হইবে, এবং সযত্ন ও পঞ্চদক্ষিণ হইয়া অনুগমন ও উপাসনা করিবে। যে ব্যক্তি অদৃষ্টপূর্ব্বক শ্রান্ত পথিককে অবিশ্রান্ত অন্ন দান করেন, তিনিই মহৎপুণ্যফল লাভ করেন। হে বিপ্র! যিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া এই প্রকার ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহার ধর্ম্মই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হইয়াছে; মহাশয়! আপনি কি বোধ করেন?

শৌনক কহিলেন, হা! কি কষ্টের বিষয়! এ জগতে কিছুরই সামঞ্জস্য নাই, সাধু ব্যক্তি যে কর্ম্মে লজ্জিত হন, অস-জ্জনেরা তাহাতে পরিতুষ্ট থাকে। মোহ, রাগ ও বিষয়ের বশবর্ত্তী মূঢ় লোক শিশ্নো-দরপরায়ণ হইয়া জীবন ধারণ করে। যেমন দুষ্ট অশ্ব সারথিকে কুপথে লইয়া যায়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়গণ ভ্রান্তচেতাঃ মনুষ্যকে কুপথগামী করে। ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়

প্রাপ্ত হইলেই তাহাদের নিকট পূর্ব্বসংকল্প জনিত মনের প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। মূঢ় ব্যক্তির মনঃ যখন ইন্দ্রিয়বিষয়ভোগে ধাবিত হয়, তৎকালে তাহার ঔৎসুক্য ও প্রবৃত্তি জন্মিয়া দেয়। তদনন্তর ঐ মূঢ় সংকল্পের বীজভূত কামনাকর্ত্তৃক বিষয়শরে বিদ্ধ হইয়া জ্যোতির্লুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় লোভাগ্নিতে পতিত হয়, এবং পরে যথেচ্ছ আহার বিহারে মুগ্ধ হইয়া ভোগসুখে এরূপ নিমগ্ন থাকে যে, আপনাকেও বুঝিতে পারে না। অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই প্রকারে ইহ সংসারে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণা দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া নানারূপ ধারণপূর্ব্বক কখন জলে, কখন ভূতলে, কখন বা আকাশে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মা অবধি তৃণপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। হে যুধিষ্ঠির! মূঢ়গণের গতি এইপ্রকার; এক্ষণে পণ্ডিতগণের বিষয় শ্রবণ কর। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা মোক্ষলাভের আকাঙ্ক্ষায় সতত সাবধান হইয়া কল্যাণকর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব হে রাজন্! আপনি কর্ম্মকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক এই বেদবাক্যের অনুবর্ত্তী হউন। অভিমানসহকারে ধর্ম্মাচরণ করিবে না। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপঃ, সত্য, ক্ষমা, দম এবং অলোভ, এই অষ্টপ্রকার ধর্ম্মের পথ। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব চতুষ্টয় পিতৃলোকগমনের উপায়; অভিমান পরিত্যাগ করিয়া কেবল কর্ত্তব্য বোধে তাহারই অনুষ্ঠান করা উচিত। আর উত্তর চতুষ্টয় দেবলোকগমনের উপায়; সাধুগণ সতত এই উপায়চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অতএব বিশুদ্ধাত্মা হইয়া এই অষ্টবিধ উপায়ের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহারা সংসার জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সম্যক্‌রূপে সংকল্প, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ব্রতবিশেষানুষ্ঠান, গুরুসেবা, নিয়মিত আহার, অধ্যয়ন, কর্ম্মপরিত্যাগ ও চিত্তনিরোধ করিয়া থাকেন। দেবতারা রাগদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত হইয়া ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন। সাধ্যগণ, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহারা যোগসম্পত্তি দ্বারাই এই সকল প্রজা পালন করিতেছেন। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনিও সেই প্রকার শম অবলম্বন করিয়া তপঃসিদ্ধি ও যোগসিদ্ধির চেষ্টা করুন। আপনি পিতৃময়ী, মাতৃময়ী ও কর্ম্মময়ী সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে দ্বিজগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত তপঃসিদ্ধির অন্বেষণ করুন। সিদ্ধ ব্যক্তিরা যাহা ইচ্ছা করেন; তপঃপ্রভাবে তাহাই করিতে পারেন; অতএব তপস্যা অবলম্বন করিয়া আত্মমনোরথ সফল করুন।

তৃতীয় অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শৌনক এই প্রকার কহিলে পর, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসমক্ষে পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আমার অনুগমন করিতেছেন। আমি অতি দুঃখী ও দানশক্তিরহিত, ইঁহাদিগকে পালন করিতে নিতান্ত অসমর্থ; কিন্তু পরিত্যাগ

করিতেও পারি না, এক্ষণে আমার কি করা কর্ত্তব্য ?

ধার্ম্মিকবর ধৌম্য মুহূর্ত্তকাল ধর্ম্মানুগত উপায় চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, প্রথমে ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ক্ষুধায় সাতিশয় কাতর হইতে লাগিল; তখন ভূতপ্রসবিতা সূর্য্য করুণাপরতন্ত্র হইয়া উত্তরায়ণে গমনপূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা তেজঃ, ও রস উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণায়নে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রবি ক্ষেত্রভূত হইলে, চন্দ্রমাঃ আকাশ হইতে তেজঃ উদ্ধৃত করিয়া সলিলদ্বারা ওষধি উৎপাদন করিলেন। তদনন্তর বীজসকল নির্গত হইল। সূর্য্য পরিশেষে চন্দ্রমার তেজঃ দ্বারা নিষিক্ত ও পবিত্র মধুরাদি রসসম্পন্ন ওষধিরূপে পরিণত হইয়া পার্থিব প্রাণিগণের অন্নস্বরূপ হন। এই সূর্য্যাত্মক অন্ন প্রাণিগণের প্রাণ ধারণের উপায়। অতএব হে রাজন্! সূর্য্যই সর্ব্ব প্রাণীর পিতা। তুমি তাঁহার শরণাপন্ন হও। বিশুদ্ধ বংশজাত বিশুদ্ধকর্ম্মা মহাত্মা ভূপতিগণ সমুচিত তপশ্চর্য্যা দ্বারা প্রজাগণকে পরিত্রাণ করেন। ভীম, কার্ত্তবীর্য্য, বৈণ্য ও নহুষ ইঁহারা তপস্যা, যোগ এবং সমাধি দ্বারা প্রজাগণকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হে ধর্ম্মাত্মন্! আপনিও তাঁহাদিগের ন্যায় ও সৎকর্ম্মানুশীলন দ্বারা বিশুদ্ধ হইয়াছেন; এক্ষণে তপোনুষ্ঠান করিয়া ধর্ম্মতঃ দ্বিজাতিগণের ভরণ পোষণ করুন।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! কুরুচূড়ামণি রাজা যুধিষ্ঠির বিপ্রগণের নিমিত্ত কিরূপে বিচিত্রদর্শন সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহাত্মা ধৌম্য কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের যে এক শত অষ্ট নাম কহিয়াছিলেন, তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করি; আপনি অবহিত সমাহিত ও শুচি হইয়া শ্রবণ করুন।

ধৌম্য কহিলেন, ওঁ সূর্য্য, অর্য্যমা, ভগ, ত্বষ্টা, পূষা, অর্ক, সবিতা, রবি, গভস্তিমান্, অজ, কাল, মৃত্যু, ধাতা, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, আকাশ, বায়ু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গারক, ইন্দ্র, বিবস্বান্, দীপ্তাংশু, শুচি, শৌরি, শনৈশ্চর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্নি, জাঠরাগ্নি, ঐন্ধনাগ্নি, তেজঃপতি, ধর্ম্মধ্বজ, বেদকর্ত্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সংবৎসরকর, অশ্বত্থ, কালচক্র, বিভাবসু, ব্যক্তাব্যক্ত পুরুষ, শাশ্বতযোগী, কালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্ম্মা, তমোনুদ, বরুণ, সাগর, অংশ, জীমূত, জীবন, অরিহা, ভূতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সংবর্ত্তক, বহ্নি, সর্ব্বাদি, অলোলুপ, অনন্ত, কপিল, ভানু, কামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মনঃ, সুপর্ণ, ভূতাদি, শীঘ্রগ, ধন্বন্তরি, ধূমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাত্মা, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বর্গদ্বার, প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, ত্রিপিষ্টপ, দেহকর্ত্তা, প্রশান্তাত্মা, বিশ্বাত্মা, বিশ্বতোমুখ,

চরাচরাত্মা, সূক্ষ্মাত্মা ও মৈত্রেয়। স্বয়ম্ভু, অমিততেজাঃ সূর্য্যের এই অষ্টোত্তর শত নাম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। আমি হিতের নিমিত্ত সুরগণ, পিতৃগণ ও যক্ষগণ-কর্ত্তৃক সেবিত, অসুর, নিশাচর ও সিদ্ধগণ-কর্ত্তৃক বন্দিত, এবং কনক ও হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন ভাস্করকে প্রণিপাত করি। যে ব্যক্তি সূর্য্যোদয়সময়ে সুসমাহিত হইয়া সূর্য্যদেবের এই অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করে, তাহার পুত্র, কলত্র, ধন, রত্ন, ধৃতি, ও মেধা ও জাতিস্মরত্ব লাভ হয়। পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া দেবেশ্বর দিবাকরের এই স্তোত্র কীর্ত্তন করিলে শোক, বন, অগ্নি ও সাগর হইতে পরিত্রাণ এবং অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের তৎকালোচিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযত চিত্তে পুষ্পোপহার ও বলিদ্বারা দিবাকরের অর্চ্চনা করিয়া তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি জলে অবগাহনপূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া প্রাণায়ামসহকারে একাগ্রচিত্তে পবিত্র বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে ভানো! তুমি জগতের চক্ষুঃ, তুমি সকল দেহীর আত্মা, তুমি সকল জীবের জনক এবং ক্রিয়াবানের ক্রিয়া; তুমি সাংখ্যদিগের গতি ও যোগিগণের প্রধান আশ্রয়; তোমার পথ অনাবৃত ও অনর্গল; তুমিই মুমুক্ষুদিগের গতি, তুমি লোকসকল ধারণ, প্রকাশ, পবিত্র ও অকপটে প্রতিপালন করিতেছ; বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আপন আপন শাখাবিহিত মন্ত্র দ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করেন ও বাঞ্ছিত ফল-প্রার্থনায় তোমার অপ্রতিহতগতি দিব্য রথের অনুগমন করিয়া থাকেন; সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, গুহ্যক ও পন্নগগণ, নারায়ণ, ইন্দ্র, ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতা ও বৈমানিকগণ তোমাকে কামনা করিয়া সিদ্ধ প্রাপ্ত হইয়াছেন; প্রধান প্রধান বিদ্যাধরগণ দিব্য মন্দারমালা দ্বারা তোমার অর্চ্চনা করিয়া আপনাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন; গুহ্যক, দিব্য ও মানুষ, সপ্ত পিতৃগণ, বসু, মরুৎ, রুদ্র, সাধ্য এবং মরীচিপায়ী বালিখিল্যপ্রভৃতি সিদ্ধগণ তোমার পূজা করিয়া প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন; যাহা তোমাতে নাই, তাহা ব্রহ্মলোকপ্রভৃতি সপ্ত লোকে নাই; অন্যান্য অনেক তেজস্বী ও মহৎ মহৎ জীব আছে, কিন্তু তোমার যে প্রকার দীপ্তি ও প্রভাব তাহা আর কাহারও নাই; তোমাতেই সত্য, সত্ত্ব, সকল জ্যোতিঃ ও সমুদায় সাত্ত্বিক ভাব আছে; তুমিই সকল জ্যোতির অধীশ্বর; নারায়ণ যদ্দারা দানবগণের দর্পহারী হইয়াছেন, বিশ্বকর্ম্মা তোমারই তেজঃ দ্বারা সেই সুনাভ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; তুমি নিদাঘ-সময়ে রশ্মি দ্বারা তেজঃ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার বর্ষাকালে সমুদায় প্রাণী ও ওষধিগণকে বিতরণ কর; তোমার কিরণজালের মধ্যে কতকগুলি উত্তাপ প্রদান করে, আর কতকগুলি দহনশক্তি ধারণ করে, আর কতকগুলি ঘনীভূত হইয়া বর্ষাকালে গর্জ্জন, বিদ্যোতন ও বারি বর্ষণ করে; শীতবাতার্দ্দিত ব্যক্তিরা তোমার করনিকরদ্বারা

যেরূপ সুখানুভব করে, কি অগ্নি, কি প্রাবরণ, কি কম্বল, কিছুই সেরূপ সুখ প্রদান করিতে পারে না। তুমি ব্যোম দশদ্বাপী পৃথিবীকে কিরণ দ্বারা উদ্ভাসিত কর; তুমি একমাত্র ভুবনত্রয়ের শুভদাতা; যদ্যপি তোমার উদয় না হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অন্ধতামসে আবৃত হইয়া থাকে ও পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থকামেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ তোমার প্রসাদে আধান, পশুবন্ধ, ইষ্টি, মন্ত্র, যজ্ঞ, তপঃপ্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করেন; কালজ্ঞ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, তুমিই সহস্র-যুগপরিমিত ব্রাহ্ম দিবসের আদি ও অন্ত; তুমি সমুদায় মনু, মনুপুত্র মানব, মন্বন্তর ও সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর; তোমার ক্রোধবিনিঃসৃত সংবর্ত্তকাগ্নি সংহারসময়ে সমুদায় সংসার ভস্মসাৎ করে; তোমার দীধিতিসমুৎপন্ন নানাবর্ণ মেঘ ঐরাবত ও অশনি-সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইয়া ভূতসমুদায়ের উপপ্লব প্রদর্শন করে, এবং তুমি আপনাকে দ্বাদশধা করিয়া দ্বাদশ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক স্বীয় রশ্মি দ্বারা সমুদায় সাগর শোষণ করিয়া থাক; তুমিই ইন্দ্র, তুমি বিষ্ণু, তুমি রুদ্র, তুমি প্রজাপতি, তুমি অগ্নি, তুমি সূক্ষ্ম মনঃ, তুমি প্রভু, তুমি সনাতন ব্রহ্ম; তুমি হংস, সবিতা, ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি; তুমি বিবস্বান্, মিহির, পূষা, মিত্র এবং ধর্ম্ম; তুমি সহস্র-রশ্মি আদিত্য, তপন ও কিরণাধিরাজ; তুমি মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ; তুমি দিবাকর, সপ্তসপ্তি, ধামকেশী, বিরোচন; তুমি আশুগামী, তমোহন্তা ও হরিতাশ্ব; যে ব্যক্তি অনির্ব্বিণ্ণ ও অনহঙ্কারী হইয়া ষষ্ঠী বা সপ্তমীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমার পূজা করে, সে লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয়; যে বা অনন্যমনাঃ হইয়া তোমার বন্দনা করে, তাহার আধি, ব্যাধি ও আপদ্ দূরীভূত হয়; তোমার ভক্তসকল রোগ ও পাপবিবর্জ্জিত এবং চিরজীবী হইয়া সুখে কালযাপন করে; আমি শ্রদ্ধাসৎকারে আতিথ্য করিবার নিমিত্ত অন্ন কামনা করিতেছি, হে অন্নপতে! আমাকে অন্ন প্রদান কর। তোমার চরণাশ্রিত অনুচরগণকে ও মাঠর, অরুণ, দণ্ড প্রভৃতিকে নমস্কার করি; ক্ষুভা ও মৈত্রী প্রভৃতি ভূতমাতৃগণকে প্রণাম করি; আমি তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলাম; তাঁহারা আমাকে রক্ষা করুন।

দিবাকর যুধিষ্ঠিরের স্তবে প্রীত হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় দীপ্যমান শরীরে তাঁহার সমীপে আবির্ভূত হইলেন ও কহিলেন, তোমার সমুদায় অভিলাষ সফল হইবে; আমি দ্বাদশ বৎসর অন্ন প্রদান করিব। হে নরাধিপ! আমার প্রদত্ত তাম্রনির্ম্মিত এই স্থালী গ্রহণ কর; পাঞ্চালী অনাহারা হইয়া যাবৎ এই পাত্র রক্ষা করিবে, তাবৎ পাকশালায় পক্ব ফল, শাক, আমিষপ্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। ত্রয়োদশ বৎসর পূর্ণ হইলে পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। ভগবান্ মরীচিমালী ইহা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

যে কোন ব্যক্তি বাঞ্ছিত ফল প্রার্থনায় পবিত্র মনে এই স্তোত্র পাঠ করেন, ভগ-

বান্ সহস্রদীধিতি তাঁহাকে তাহাই প্রদান করেন এবং তাহার মনোরথ অসুলভ হইলেও পরিপূর্ণ করেন। প্রতিদিন ইহা ধারণ বা শ্রবণ করিলে, পুত্রার্থী পুত্র, ধনার্থী ধন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যা লাভ করেন। যদি স্ত্রী কিংবা পুরুষ প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে ইহা পাঠ করেন, তাহা হইলে আপদ্ ও বন্ধন হইতে মুক্ত হন। প্রথমে ব্রহ্মা এই স্তব মহাত্মা ইন্দ্রকে প্রদান করিয়াছিলেন, অনন্তর নারদ ইন্দ্র হইতে এবং ধৌম্য নারদ হইতে প্রাপ্ত হন; রাজা যুধিষ্ঠির ধৌম্যের নিকটে এই স্তোত্র প্রাপ্ত হইয়া আপ্তকাম হইয়াছেন। যিনি ইহা পাঠ করেন, তিনি সংগ্রামে জয় প্রাপ্ত হন, বিপুল ধন লাভ করেন এবং সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সূর্য্যলোকে গমন করেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মাত্মা কৌন্তেয় বরলাভানন্তর জল হইতে উত্থিত হইয়া ধৌম্যের পাদবন্দন-পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিয়া দ্রৌপদীর সমীপে গমন করিলেন। পাঞ্চালী তাঁহার বন্দনা করিলে, তিনি পাকশালায় গমন করিয়া পাকক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন। সেই চতুর্ব্বিধ অন্ন অত্যল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইলেও অক্ষয়রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত। তিনি সেই অন্ন দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইতেন। তাঁহারা ভোজন করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ বিঘস নামক ভুক্তশেষ স্বয়ং ভোজন করিতেন। তদনন্তর দ্রৌপদী ভোজন করিলে সেই অন্ন নিঃশেষ হইয়া যাইত। দিবাকরসমপ্রভ যুধিষ্ঠির দিবাকর হইতে এইরূপে পূর্ণকাম হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন প্রদানপূর্ব্বক গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। পাণ্ডবগণ তিথিনক্ষত্রবিশেষে ও পর্ব্বাহে পুরোহিতের অনুবর্ত্তী হইয়া বিধি, মন্ত্র ও প্রমাণানুসারে যজ্ঞার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর স্বস্ত্যয়নপূর্ব্বক ধৌম্য সমভিব্যাহারে দ্বিজগণে পরিবৃত হইয়া কাম্যক বনে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে পর, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ধর্ম্মাত্মা অগাধবুদ্ধি বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে বিদুর! তোমার বুদ্ধি শুক্রাচার্য্যের বুদ্ধির ন্যায় পরিশুদ্ধ, তুমি ধর্ম্মের সূক্ষ্মতা বিলক্ষণ অবগত আছ ও সমুদায় কুরুবংশীয়দিগের প্রতি তোমার সমান ভাব দৃষ্ট হইতেছে; অতএব যাহাতে উভয় কুলের হিত হইতে পারে, ঈদৃশ পরামর্শ প্রদান কর। দেখ, যাহা হইবার হইয়াছে, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? পৌরগণ কিরূপে আমাদিগের বশবর্ত্তী হইবে? হে ক্ষত্তঃ! যাহাতে তাহারা আমাদিগকে সমূলে উন্মূলন না করে, এমত উপায় উদ্ভাবন করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর।

বিদুর কহিলেন, হে নরেন্দ্র! ধর্ম্মবিৎ পণ্ডিতগণ ত্রিবর্গ ও রাজ্যকে ধর্ম্মমূল কহিয়া থাকেন; অতএব আপনি ধর্ম্মপথ অবলম্বনপূর্ব্বক যথাশক্তিপ্রভাবে স্বীয় পুত্রগণ ও

পাণ্ডবদিগকে প্রতিপালন করুন। দেখুন, শকুনিপ্রমুখ পাপাত্মাগণ সভামধ্যে অধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছে। আপনার পুত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিয়া কপট দ্যূতে পরাজয় করিয়াছে। হে মহারাজ! আমি আপনাদের এই দুষ্কর্ম্মের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত এক উপায় স্থির করিয়াছি; উহা অবলম্বন করিলে, আপনার পুত্র স্বকৃত পাপপুঞ্জ হইতে মুক্ত ও জনসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইতে পারিবে। হে রাজন্! আপনি পাণ্ডবগণকে যাহা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা তৎসমুদায় পুনঃ-প্রাপ্ত হউন। হে ভূপতে! স্বধনে পরি-তৃপ্ত হওয়া ও পরধনে লোভ না করাই রাজাদিগের পরম ধর্ম্ম। পাণ্ডবগণের তুষ্টি-সম্পাদন ও শকুনির অবমাননা করা আপনার প্রধান কর্ম্ম, ইহা হইলে আপনার যশের হানি, জ্ঞাতিভেদ বা ধর্ম্মলোপ হইবে না। হে মহীপাল! যদি আপনি স্বীয় পুত্রগণের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হয়েন, তবে সত্বরে আমার বাক্যানুসারে কর্ম্ম করুন, নতুবা নিশ্চয়ই কুরুকুলের বিনাশ হইবে। ভীমসেন ও অর্জ্জুন ক্রুদ্ধ হইলে কখনই শত্রুগণের শেষ রাখিবেন না। শরাসনশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব যাহা-দের ধনুঃ এবং অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ ধনঞ্জয় ও বাহুবলশালী বৃকোদর যাহাদের যোদ্ধা, এই ভূমণ্ডলে তাহাদের অসাধ্য কি আছে; আমি দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র আপনার হিত সাধনার্থে কহিয়াছিলাম, উহাকে পরিত্যাগ করুন; আপনি তখন আমার সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করেন নাই; এক্ষণে আপনাকে পুনরায় অন্য এক হিত বাক্য কহিলাম, যদি তদনুসারে কার্য্য না করেন, পশ্চাৎ পরিতাপ করিতে হইবে। যদি আপনার পুত্র সন্তুষ্ট চিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র রাজ্য ভোগ করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে আপনার আর সন্তাপের বিষয় থাকিবে না। নচেৎ দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের হস্তে আধিপত্য সমর্পণ করুন। অজাতশত্রু পাণ্ডুতনয় রাগদ্বেষশূন্য হইয়া ধর্ম্মতঃ পৃথিবী শাসন করুন; তাহা হইলে সমস্ত ভূপালগণ বৈশ্যগণের ন্যায় আমাদের উপাসনা করিবেন; দুর্য্যোধন, শকুনি ও সূতপুত্র কর্ণ প্রীতিপূর্ব্বক পাণ্ডব-গণের শরণাগত হউক এবং দুঃশাসন সভামধ্যে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক। হে রাজন্! আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা করিয়া রাজ্যে অভিষেক করুন। হে মহারাজ! আপনি আমাকে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম; এক্ষণে তদনু-সারে কার্য্য করিলেই কৃতকার্য্য হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদুর! তুমি যৎকালে সভামধ্যে আমার ও পাণ্ডব-গণের সমক্ষে এই সমস্ত কথা কহিয়াছিলে, তৎকালে এ সকল পাণ্ডবগণের হিতকর ও আমাদের অহিতকর বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু স্পষ্টই বোধ হইল, তুমি পাণ্ডব-গণের হিতার্থেই এই সকল কথা কহিতেছ, আমাদের হিত সাধনে তোমার অণুমাত্রও যত্ন নাই। আমি কিরূপে পাণ্ডবগণের

নিমিত্ত স্বীয় পুত্র পরিত্যাগ করিব? পাণ্ডবেরাও আমার পুত্র বটে, কিন্তু দুর্য্যোধন আমার দেহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। হে বিদুর! কোন্ সমদর্শী ব্যক্তি পরের নিমিত্ত আপনার দেহ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ প্রদান করেন? হে ক্ষত্তঃ! কিন্তু আমি তোমার যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকি, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে অহিতকর কপট উপদেশ দিতেছ; অতএব তুমি এই স্থানেই থাক, বা অন্য কোন স্থানে গমন কর, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; বুঝিলাম, কুলটা স্ত্রীকে উত্তমরূপে সান্ত্বনা করিলেও সে স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই কথা কহিয়া, সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা বিদুরও "একান্ত হইবার নহে" এই কথা বলিতে বলিতে পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে পাণ্ডবেরা কাম্যক-বনবাসোদ্দেশে অনুচরগণ-সমভিব্যাহারে জাহ্নবীকূল হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন। তাঁহারা ক্রমে স্বরস্বতী, দৃশদ্বতী ও যমুনায় স্নান করিয়া ক্রমাগত পশ্চিমমুখে এক বন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সরস্বতীতীরস্থিত মরুস্থলসমীপে মুনিজনপ্রিয় কাম্যক বন নিরীক্ষণ করিলেন। মহাবীর পাণ্ডবগণ মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ সেই কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন; মুনিগণ তাঁহাদের সমভিব্যাহারে বাস করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সতত পাণ্ডবগণ-দর্শনলালস মহামতি বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণযুক্ত স্যন্দনে আরোহণ করিয়া ঐশ্বর্য্যশালী কাম্যক বনে গমন করিলেন।

তথায় গিয়া দেখিলেন, ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন নির্জ্জনে দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট আছেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠির দূর হইতে বিদুরকে শীঘ্র আগমন করিতে দেখিয়া, ভ্রাতা ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, হে বৃকোদর! ক্ষত্তা এখানে আগমন করিয়া না জানি আমাদিগকে কি বলিবেন। উনি কি শকুনির বচনানুসারে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিতে আসিতেছেন? হীনমতি শকুনি কি দ্যূতে আমাদের অস্ত্রশস্ত্রও জয় করিবে? হে ভীম! কেহ আমাকে আহ্বান করিলে, আমি প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না; কিন্তু গাণ্ডীব পরহস্তগত হইলে আমাদের রাজ্য লাভ করা নিতান্ত দুষ্কর হইবে।

অনন্তর পাণ্ডবগণ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিদুরকে আনয়ন করিলেন। বিদুর পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া পরম সুখে তাঁহাদের সহিত একত্র আসীন হইলেন। মহামতি ক্ষত্তা কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিলে পর, পাণ্ডবগণ তাঁহার আগমনকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তিনি আদ্যোপান্ত ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

মহাতেজাঃ অম্বিকানন্দন এই বলিয়া, বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং "হে ভ্রাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর" বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আমি ক্ষান্ত হইয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু; আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরতকুল তিলক! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়ই আমার পক্ষে সমান; কিন্তু অদ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন দেখিয়া আমার মনঃ তাহাদেরপ্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা পরম পবিত্র কর্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল। ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর আসিয়াছেন, উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম সুহৃৎ ও একান্ত হিতৈষী; উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কৃতনিশ্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিত মন্ত্রণা কর। হে সুহৃদ্গণ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত সন্তপ্ত ও একান্ত মূর্চ্ছিত হইব, সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহাদিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।

তখন শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিই তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইব।

তখন দুঃশাসন শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! আমরা সকলেই একমত অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা অপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যূতে পরাজয় করা যাইবে।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতিপ্রহৃষ্ট মনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ! তোমরা আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ কর। আমরা কিঙ্করের ন্যায় মহারাজের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব, উঁহার অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না। এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি। পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না; যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যথিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবে। দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন, কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল, এবং ক্রোধভরে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করাতে আমার নিতান্ত অপ্রীত জন্মিয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্বীয় দুঃখ স্মরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই বৈরনির্যাতন করিবে। হে রাজন্! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে? তুমি ঐ দুরাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর; নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তুমি ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণও আমাদের ন্যায় সাধু। হে প্রাজ্ঞবর! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়; তুমি সেই অধর্ম্ম্য ও কীর্ত্তিলোপকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। হে রাজন্! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি তাহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব তোমার এই দুষ্ট পুত্র দুর্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক। যদি উহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে।

মহাতেজাঃ অম্বিকানন্দন এই বলিয়া, বিদুরকে ক্রোড়ে আনয়নপূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ করিলেন, এবং "হে ভ্রাতঃ! আমার অপরাধ ক্ষমা কর" বলিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বিদুর কহিলেন, হে রাজন্! আমি ক্ষান্ত হইয়াছি, আপনি আমার পরম গুরু; আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া ত্বরায় এখানে আসিয়াছি। হে ভরতকুল তিলক! পাণ্ডবগণ ও আপনার পুত্রগণ উভয়ই আমার পক্ষে সমান; কিন্তু অদ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে দীন দেখিয়া আমার মনঃ তাহাদেরপ্রতি অধিক আকৃষ্ট হইয়াছে; অতএব তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা পরম পবিত্র কর্ম্ম। দেখুন, ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরা সততই দীনগণের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। মহাত্মা বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিয়া সমুচ্ছলিত আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পুনরায় বিদুর আসিয়াছেন এবং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়াছেন শুনিয়া, যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইল। মহামোহে অভিভূত দুরাত্মা দুর্য্যোধন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিল। ঐ দেখ, ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী বিদ্বান্ বিদুর আসিয়াছেন, উনি পাণ্ডুপুত্রগণের পরম সুহৃৎ ও একান্ত হিতৈষী; উনি যে পর্য্যন্ত পিতাকে পাণ্ডবানয়নে কৃতনিশ্চয় না করেন, তাবৎ আমার হিত মন্ত্রণা কর। হে সুহৃদ্‌গণ! যদি আমি পাণ্ডবগণকে পুনরায় এখানে আগত দেখি, তাহা হইলে নিতান্ত সন্তপ্ত ও একান্ত মূর্চ্ছিত হইব, সন্দেহ নাই। অধিক কি বলিব, বরং উদ্বন্ধন, বিষ, শস্ত্র বা অগ্নিদ্বারা প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তথাপি তাহাদিগকে সম্পত্তিশালী দেখিতে পারিব না।

তখন শকুনি দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে রাজন্! তুমি কি নিমিত্ত নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় এইরূপ অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ? পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপরায়ণ, তাহারা যখন প্রতিশ্রুত হইয়া গিয়াছে, তখন কদাচ তোমার পিতার অনুরোধে এখানে আসিবে না। তবে যদিই তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের বচনানুরোধে স্বীয় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এখানে আইসে, তাহা হইলে আমরা সকলে একমত হইয়া মহারাজের অভিপ্রায়ানুসারে গোপনে কেবল পাণ্ডবগণের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইব।

তখন দুঃশাসন শকুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল! আপনি যাহা যখন কহেন, তাহা আমার নিতান্ত উপযুক্ত ও বুদ্ধিবৃত্তির একমাত্র কার্য্য বলিয়া বোধ হয়।

কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! আমরা সকলেই একমত অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার অভীষ্ট চিন্তা করিতেছি। তাহারা অপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করিয়া কদাচ আসিবে না, যদিও মোহপ্রযুক্ত আইসে, তাহা হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কপটদ্যুতে পরাজয় করা যাইবে।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অনতিপ্রহৃষ্ট মনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন কর্ণ দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে দুঃশাসন, শকুনি ও দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভূপতিগণ! তোমরা আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্যে অসম্মত হইয়াছ, এক্ষণে আমার আর এক মত শ্রবণ কর। আমরা কিঙ্করের ন্যায় মহারাজের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব, উঁহার অধীন না হইলে কখনই প্রিয় হইতে পারিব না। এক্ষণে চল, সকলে একত্র হইয়া বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণ করিয়া কাননস্থ পাণ্ডবগণকে নিধন করিতে গমন করি। পাণ্ডবগণ শমনভবনে গমন করিলে উভয় কুলের মধ্যে আর কোন বিবাদ থাকিবে না; যে পর্য্যন্ত পাণ্ডবগণ ব্যথিত, শোকযুক্ত ও মিত্রবিহীন থাকে, তাবৎ আমার এই মতানুসারে কর্ম্ম করিতে পারিবে। দুর্য্যোধন, শকুনি ও দুঃশাসন, কর্ণের এই বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্টচিত্তে বারংবার ঐ বাক্যের প্রশংসা করিয়া তাহাতে অনুমোদন করিল, এবং ক্রোধভরে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিব্য চক্ষুঃ দ্বারা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহাদিগের নিকট আগমন পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন। পরিশেষে প্রজ্ঞাচক্ষুঃ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন।

অষ্টম অধ্যায়।

হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! আমি সমস্ত কৌরবগণের হিতার্থে যাহা কহিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। হে মহাবাহো! পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া বনে গমন করাতে আমার নিতান্ত অপ্রীতি জন্মিয়াছে। ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাহারা অশেষবিধ স্বীয় দুঃখ স্মরণে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অবশ্যই বৈরনির্যাতন করিবে। হে রাজন্! তোমার পুত্র দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; ঐ পাপাত্মা কি নিমিত্ত রাজ্যলোভে প্রতিদিন পাণ্ডবগণের হিংসা করে? তুমি ঐ দুরাত্মাকে নিবারণ করিয়া ক্ষান্ত কর; নচেৎ ও বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে গিয়া আপনিই কালগ্রাসে পতিত হইবে, সন্দেহই নাই। হে মহারাজ! তুমি ও মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণও আমাদের ন্যায় সাধু। হে প্রাজ্ঞবর! স্বজনের সহিত বিবাদ নিতান্ত নিন্দনীয়; তুমি সেই অধর্ম্ম্য ও কীর্ত্তিলোপকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইও না। হে রাজন্! লোকে পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ অনুরাগ করে, তুমি তাহার বিপরীত করিলে নিতান্ত অন্যায়াচরণ করা হইবে, সন্দেহ নাই।

অতএব তোমার এই দুষ্ট পুত্র দুর্য্যোধন একাকী পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক। যদি উহার হৃদয়ে পাণ্ডবগণের সহিত একত্র বাসনিবন্ধন স্নেহের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে তুমি কৃতকার্য্য হইবে।

কিন্তু সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার জন্মাবধি যেরূপ স্বভাব হইয়া থাকে, সে না মরিলে তাহা কদাচ যায় না। যাহা হউক, এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও তুমি এ বিষয়ে কি বিবেচনা করিতেছ? যাহাতে উত্তর কালে তোমাদের মঙ্গল হয়, এমত উপায় স্থির কর।

নবম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্ দেবর্ষে! দ্যূতে আমার তাদৃশী ইচ্ছা ছিল না, বোধ হয়, বিধাতা আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া দেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও গান্ধারী ইঁহাদিগেরও এবিষয়ে কিছুমাত্র স্পৃহা ছিল না। তৎকালে সকলের বুদ্ধিভ্রংশপ্রযুক্তই দ্যূতারম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে আমি সবিশেষ জানিয়াও স্নেহবশতঃ নিতান্ত দুর্ব্বোধ দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ। ব্যাসদেব প্রত্যুত্তর করিলেন, মহারাজ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাতে কোন সংশয় নাই। পুত্রই শ্রেষ্ঠ পদার্থ, ইহলোকে পুত্র অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদার্থ আর কিছুই নাই। অধিক কি, গোমাতা সুরভী অজস্র অশ্রুপাতদ্বারা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রেরও এই বিষয়ে সম্যক্ বোধ জন্মাইয়া দেন। তদবধি ইন্দ্রদেব পুত্র অপেক্ষা অন্যবিধ সমৃদ্ধ পদার্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন না। এক্ষণে ইন্দ্রসুরভিসংবাদ নামক অত্যুত্তম এক উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে একদা দেবলোকে সুরভী রোদন করিতেছিলেন, দেবরাজ তদ্দর্শনে কারুণ্যরসপরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভে! তুমি কিনিমিত্ত রোদন করিতেছ? দেবতা, মনুষ্য ও নাগগণের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? সুরভী কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! ত্রিলোকমধ্যে কুত্রাপি অশুভ ঘটনা দৃষ্ট হইতেছে না। আমি কেবল পুত্রদুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতেছি। ঐ দেখুন, নির্দ্দয় লোকেরা লাঙ্গলে নিযুক্ত করিয়া কশাঘাতদ্বারা আমার দুর্ব্বল পুত্রদিগকে প্রহার ও সমধিক যন্ত্রণা দিতেছে দেখিয়া, আমি সাতিশয় করুণাবিষ্ট হইয়াছি, আমার মনঃ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইতেছে। ইহাদিগের মধ্যে একটি মহাবল, এই নিমিত্ত সমধিক ভার বহন করিতে সমর্থ; দ্বিতীয়টি নিতান্ত দুর্ব্বল, কৃশ ও শিরাব্যাপ্ত শরীর; সুতরাং অতি কষ্টে অল্প ভার বহন করিতেছে। হে দেবরাজ! দেখুন, কশাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়াও ভার বহন করিতে সমর্থ হইতেছে না; এই নিমিত্ত আমি শোকে অভিভূত ও দুঃখে পীড়িত হইয়া অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতেছি। ইন্দ্র কহিলেন, হে শোভনে! তোমার আহত সহস্র পুত্রের মধ্যে যদি একটি বিনষ্টই হয়, তাহাতে ক্ষোভ বা পরিতাপের বিষয় কি? সুরভী প্রত্যুত্তর করিলেন, হে শক্র! যদিচ আমার পুত্র সহস্রসংখ্যক, তথাচ তাহাদিগের উপর আমার আন্তরিক ভাব একরূপই আছে, কিন্তু তন্মধ্যে যে দীন ও সাধু, আমি তাহাকে সমধিক কৃপা করিয়া থাকি।

ব্যাসদেব এইরূপে উপাখ্যান সমাপন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! দেবরাজ ইন্দ্র সুরভীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তদবধি তিনি পুত্রকে প্রাণাধিক বলিয়া স্বীকার করিলেন। তৎপরে কৃষীবলের বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অজস্র মুষলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

হে নরনাথ! সুরভী যেরূপ কহিয়াছিলেন, সেইরূপ তোমারও যেন পুত্রগণের প্রতি আন্তরিক ভাব সমান থাকে, বিশেষতঃ সহায়হীন দীনের প্রতি সমধিক কৃপাদৃষ্টি করা কর্ত্তব্য। দেখ, আমি তোমাকে ও মহামতি বিদুরকে পুত্রসদৃশ জ্ঞান করি, কখন ভিন্ন বোধ করি না; অতএব স্নেহবশতঃ যাহা বলি, তাহা প্রতিপালন কর। তোমার এক শত এক পুত্র, কিন্তু পাণ্ডুরাজের কেবল পাঁচ পুত্র, তাহারাও নিতান্ত দুর্ভর দুঃখভারে আক্রান্ত ও হীনবল হইয়া আছে। ঐ নিরাশ্রয় পুত্রপঞ্চক কিপ্রকারে জীবিত থাকিবে ও কিরূপেই বা অভ্যুদয় লাভ করিবে, এই চিন্তায় আমার মনঃ সাতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। হে মহারাজ! যদি তুমি কৌরবদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে শান্ত ও ক্ষান্ত হইতে আদেশ কর।

দশম অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি ও এই সকল মহীপালেরাও তাহার মর্ম্মগ্রহ করিয়াছেন। কৌরবহিতার্থে আপনি যেরূপ সদ্বিবেচনা করিয়াছেন, মহামতি বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যও আমাকে তাহাই কহিয়াছেন। অতএব যদি আমি আপনার অনুগ্রহভাজন হই ও কুরুগণের প্রতি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ থাকে, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বিশেষরূপে অনুশাসন করুন।

ব্যাসদেব কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মৈত্রেয় পাণ্ডবগণের অন্বেষণ করিয়া আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত এখানে আসিতেছেন; তিনি কুলের হিতার্থে তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুরূপ অনুশাসন করিবেন। মহারাজ! তিনি যে কার্য্যের আদেশ করিবেন, তাহা অবিশঙ্কিত চিত্তে নির্ব্বাহ করিতে হইবে; তদীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, তিনি ক্রোধভরে তোমার পুত্রকে অভিসম্পাত করিবেন, সন্দেহ নাই। মহামুনি ব্যাসদেব এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, মহর্ষি মৈত্রেয় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার পুত্র দুর্য্যোধন অর্ঘ্যাদি প্রদানপূর্ব্বক মহর্ষির সৎকার করিলেন। তিনি যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিগতক্লম হইলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কুরুজাঙ্গল হইতে আসিবার সময় পথিমধ্যে ত কোন প্রকার কষ্ট হয় নাই? পাণ্ডবেরা ত কুশলে আছেন? তাঁহারা কি প্রতিজ্ঞা

ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করেন ? কৌরবদিগের সৌভ্রাত্র ত উচ্ছিন্ন হইবে না।

মৈত্রেয় কহিলেন, মহারাজ! তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে একদা কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ কাম্যক বনে বাস করিতেছেন। সেই জটাজিনধারী তপোবননিবাসী মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত কতিপয় তাপস সমাগত হইলেন। তথায় তোমার পুত্রগণের গর্হিতাচরণের বিষয় শ্রবণ করিয়া সেই কপটদ্যূতরূপ অন্যায়াচরণ-নিবন্ধন মহৎ ভয় উপস্থিত হইল। অনন্তর কুরুকুলের কুশলার্থে আমি তোমার নিকট আগমন করিয়াছি, হে মহারাজ! তোমার প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি ও স্নেহ আছে; এই নিমিত্ত বলিতেছি, তুমি ও ভীষ্ম জীবিত থাকিতে তোমার পুত্রেরা পরস্পর এরূপ বিরোধ করে, ইহা নিতান্ত যুক্তি-বিরুদ্ধ, তাহার সন্দেহ নাই। তুমি স্বয়ং সন্ধিবিগ্রহকার্য্যে অদ্বিতীয় হইয়া, উপস্থিত এই ঘোরতর অনয়ের প্রতি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ ? হে কুরুনন্দন! সভামধ্যে যে সকল দুষ্ট-লোকাচরিত বিগর্হিত কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, অনুক্ষণ তপস্বিসংসর্গ করিলেও তোমার সেই দোষধ্বান্ত অপসৃত হইবে না।

অনন্তর ভগবান্ মৈত্রেয় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মধুর বাক্যে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! আমি তোমাকে হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি পাণ্ডবদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিও না। কুরুকুল, পাণ্ডবকুল ও পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের প্রিয় কার্য্য সাধনে তৎপর হও। সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবেরা মহাবল পরাক্রান্ত, অনুপম যোদ্ধা, সত্যসন্ধ, দৃঢ়কায়, বজ্রসারপ্রাণ ও পুরুষকারসম্পন্ন; তাঁহারা দেবদ্বেষী হিড়িম্ব, বক, কিম্মীর-প্রভৃতি কামরূপী রাক্ষসসকল নিহত করিয়াছেন। একদা সেই মহাত্মারা রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, পথিমধ্যে দুরাত্মা কিম্মীর নিশাচর তাঁহাদিগের মার্গাবরোধ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান হইল। ব্যাঘ্র যেমন অবলীলাক্রমে ক্ষুদ্রপ্রাণ মৃগকুল নির্ম্মূল করে, তদ্রূপ প্রিয়সাহস রণবিশারদ ভীমসেন সেই দুর্ব্বৃত্ত নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ে নির্গত হইয়া অমিত বলশালী জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়াছেন, তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছ ? বাসুদেব তাঁহার পরম আত্মীয় ও দ্রৌপদেরা তাঁহার শ্যালক। অতএব জরামরণশালী মনুষ্যের মধ্যে এমন বীর কে আছে যে, ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। হে রাজন্! আমি বলিতেছি, অবিলম্বে পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি কর, ক্রোধের বশবর্ত্তী হইও না।

দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধন মৈত্রেয়ের বচন শ্রবণ করিয়া করিকরাকার স্বীয় ঊরুদেশে করাঘাত করিল ও হাসিতে হাসিতে চরণাঙ্গুষ্ঠদ্বারা ভূমি বিলিখন করিয়া অবাঙ্মুখে রহিল, কিছুমাত্র উত্তর করিল না। মহামুনি মৈত্রেয় দুর্য্যোধনের এইরূপ উপেক্ষা সন্দ-

শনে যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ ও বিধিকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আচমনপূর্ব্বক তাহাকে অভিসম্পাত করিলেন; হে অভিমানিন্ ধার্ত্তরাষ্ট্র! তুমি আমাকে অনাদর করিয়া যেমন আমার বাক্যে উপেক্ষা করিলে, অচিরাৎ সেই অভিমানের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। অনতিকালমধ্যে ত্বদীয়-বিদ্রোহ-মূল ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সেই যুদ্ধে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন গদাঘাতে তোমার উরু ভগ্ন করিবেন”। মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র মুনির শাপ শ্রবণে ভীত হইয়া বহুবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন ও শাপ বিমোচনের নিমিত্ত অশেষপ্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। মৈত্রেয় কহিলেন, রাজন্! যদি তোমার পুত্র পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহা হইলে শাপ বিমোচন হইবে, নতুবা কখন আমার এ শাপ নিষ্ফল হইবে না। তখন ধৃতরাষ্ট্র মৈত্রেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! ভীমসেন কিরূপে কিন্মীর নামক নিশাচরকে নিপাতিত করিয়াছিলেন? মুনি কহিলেন, তোমার পুত্র আমার বাক্যে আস্থা করে নাই; অতএব আমি আর কিছুই বলিব না। আমি প্রস্থান করিলে তুমি বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিও, তিনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত তোমার নিকট বর্ণন করিবেন। এই কথা বলিয়া মৈত্রেয় স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, দুর্য্যোধন সাতিশয় উৎকলিকাকুল হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

আরণ্যকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

কিন্মীরবধ পর্ব্বাধ্যায়।

একাদশ অধ্যায়।

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! কিরূপে ভীমের সহিত কিন্মীর নিশাচরের যুদ্ধ ঘটনা হয় ও রাক্ষসই বা কিরূপে নিধন প্রাপ্ত হয়? আমি তাহা আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিতে অভিলাস করি, তুমি সবিস্তারে বর্ণন কর। বিদুর কহিলেন, মহারাজ! ভীমের কার্য্যসকল অলৌকিক; তাহা শ্রবণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রায়ই কথাপ্রসঙ্গে ঐ সকল বিষয় বর্ণিত হইয়া থাকে।

হে রাজেন্দ্র! দ্যূতপরাজিত পাণ্ডবেরা এস্থান হইতে নির্ব্বাসিত হইলে তিন দিবস অহোরাত্র গমন করিয়া অতিভীষণ নিশীথ-সময়ে নরমাংসলোলুপ ভয়ঙ্কর নিশাচরগণ-সমাকীর্ণ কাম্যকবনে উত্তীর্ণ হইলেন। তাপসগণ ও বনচারী গোপসকল নিশাচর-ভয়ে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক দূরতর প্রদেশে প্রস্থান করিয়াছে। পাণ্ডবেরা তথায় প্রবেশ করিবামাত্র উল্মুকধারী প্রচণ্ডাকৃতি প্রদীপ্তনয়ন এক রাক্ষসকে সম্মুখীন দেখিলেন। তাহার আরক্ত চক্ষুর্দ্বয় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রদীপ্ত; শিরোরুহ সকল সুদীর্ঘ ও উজ্জ্বল এবং দশনরাজি সাতিশয় ধবলবর্ণ; দেখিবামাত্র বোধ হয়, যেন নিবিড় জলদাবলীতে সূর্য্যকিরণ, তড়িন্মালা ও বলাকাপংক্তি সম্পৃক্ত হইয়াছে। সে

সুদীর্ঘ বাহুযুগল বিস্তার ও ভয়ানক মুখমণ্ডল ব্যাদানপূর্ব্বক পাণ্ডবদিগের পথাবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া নানাপ্রকার রাক্ষসীমায়া বিস্তার ও ঘোরতর ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। তাহার নিনাদে তত্রত্য সমস্ত জলচর ও স্থলচর বিহঙ্গমগণ সন্ত্রস্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগ, মহিষ, শার্দ্দূল, বরাহ, ভল্লুকপ্রভৃতি জন্তুসকল শশব্যস্ত হইয়া ইতস্ততঃ ধাবমান হওয়াতে বনস্থল সমাকুল ও অত্যন্ত উপদ্রুতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। বিপ্রকৃষ্ট লতাসকল তাহার ঊরুবাতাভিহত হইয়া তাম্রবর্ণ পল্লবরূপ বাহুদ্বারা পাদপদিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তৎকালে সেই মহাবেগবান্ মারুতে রাশি রাশি ধূলী সমুত্থিত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। ঘোরতর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইল। সেই দুর্বৃত্ত পাণ্ডবারি পাণ্ডবদিগের বনবাসের বিলক্ষণ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া উঠিল। পাণ্ডবেরা তাহাকে জানিতে পারেন নাই; কিন্তু সে দূর হইতে কৃষ্ণাজিনধারী পাণ্ডবদিগকে লক্ষ্য করিয়া মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায় সেই বনের দ্বার অবরোধ করিয়া রহিল। কমললোচনা দ্রৌপদী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ত্রস্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নয়নযুগল নিমীলন করিবামাত্র পাণ্ডবেরা ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ করিলেন। একে দুঃশাসনের আকর্ষণে তদীয় কেশপাশ বিকীর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে আবার তিনি নিশাচর দর্শনে ভীত ও পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যস্থিত হইয়া রহিলেন। ইহাতে বোধ হইতে লাগিল, যেন পর্ব্বতমধ্যগত স্রোতস্বতী সমধিক সমাকুল হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর ধৌম্য মহাশয় নিশাচরনাশক বিবিধ মন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবদিগের সমক্ষে সেই ঘোরতর রাক্ষসী মায়ার নিরাকরণ করিলেন। মায়া বিনষ্ট হইলে সেই কামরূপী মহাবল পরাক্রান্ত লোহিতলোচন নিশাচরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার পুত্র? তোমার কি কার্য্য করিতে হইবে বল? রাক্ষস কহিল, আমি বকের ভ্রাতা, নাম কির্ম্মীর; এই জনশূন্য কাম্যক বন আমার আবাসস্থান, প্রতিদিন যুদ্ধনির্জ্জিত নরমাংস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করি। তোমরা কে আমার ভোক্ষ্যভূত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ? অতএব তোমাদের সকলকেই যুদ্ধে পরাভব করিয়া সুস্থ শরীরে ভক্ষণ করিব।

যুধিষ্ঠির সেই দুরাত্মার নিষ্ঠুর বচন শ্রবণ করিয়া স্বীয় নাম গোত্রপ্রভৃতি সমস্ত পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। কহিলেন, আমি পাণ্ডুর তনয়, আমার নাম ধর্ম্মরাজ, বোধ হয়, শুনিয়া থাকিবে। আমি হৃতরাজ্য হইয়া বনবাস বাসনায় ভীমার্জ্জুনপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে তোমার অধিকারে আসিয়াছি। কির্ম্মীর কহিল, কি সৌভাগ্যের বিষয়, দেবানুগ্রহে আমার চিরাভীষ্ট বস্তু অদ্য গৃহে উপস্থিত হইয়াছে। ভীমের বধার্থে উদায়ুধ হইয়া সমস্ত পৃথিবী পরি-

ভ্রমণ করিতেছি, কুত্রাপি তাহাকে দেখিতে পাই নাই, অদ্য ভাগ্যক্রমে বহুকালের পর মদায় ভ্রাতৃনিহন্তা সেই দুরাচারকে প্রাপ্ত হইয়াছি। যে দুরাত্মা ভীম বেত্রকীয় বনে কপট ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমার ভ্রাতা বকের প্রাণ সংহার করিয়াছে; যাহার স্বীয় বল নাই, কেবল বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে আমার প্রিয়সখ হিড়িম্বকে নিহত করিয়া তাঁহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে, সেই পাষণ্ড অস্মৎপ্রচারকাল অর্দ্ধরাত্রে মদ্ভুজরক্ষিত এই বনে স্বয়ং সমাগত হইয়াছে, অতএব অদ্য চিরসম্ভূত বৈরানল নির্ব্বাণ করিব। অদ্য ইহার অপরিমিত শোণিতসলিলে ভ্রাতা ও বন্ধুর তর্পণ করিয়া আমি তাহাদিগের নিকট অঋণী হইব। আজি বদ্ধমূল-রাক্ষসকুল-কণ্টক ভীমসেনকে কালভবনে প্রেরণ করিয়া শান্তি লাভ করিব। হে যুধিষ্ঠির! যদিও ভীমসেন আমার ভ্রাতার নিকট পরিত্রাণ পাইয়াছে, কিন্তু যেমন অগস্ত্য মহাসুরকে জীর্ণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ আমি তোমার সমক্ষে বৃকোদরকে ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিব। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির রাক্ষস-কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া ক্রোধভরে তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, তোমার এই দুষ্টাভিসন্ধি কখনই সিদ্ধ হইবে না।

অনন্তর মহাবাহু ভীম এক প্রকাণ্ড দশব্যামপরিমিত মহীরুহ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন। বিজয়ী অর্জ্জনও নিমেষমধ্যে বজ্রের ন্যায় সুদৃঢ় গাণ্ডীব শরাসনে জ্যারোপণ করিলেন। ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করিয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে রাক্ষসসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া "তিষ্ঠ তিষ্ঠ" এই কথা কহিলেন। পরে ক্রোধভরে বাহ্বাস্ফোটন, করতলে কর বিমর্দ্দন ও দশনে ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক পাদপায়ুধসহায় হইয়া বেগে রাক্ষসের নিকট গমন করিলেন। ইন্দ্র যেমন প্রচণ্ড বেগে বজ্রাঘাত করেন, তদ্রূপ ভীমসেন কালদণ্ডসদৃশ সেই মহীরুহদ্বারা রাক্ষসের মস্তকে আঘাত করিলেন। সে অব্যাকুলিতচিত্তে ভীমকৃত প্রহারের নিরাকরণপূর্ব্বক জ্বলিত কুলিশের ন্যায় প্রদীপ্ত উল্মুক অস্ত্র নিক্ষেপ করিল। ভীম বাম পাদদ্বারা তাহা দূরীকৃত করিয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। ক্রোধপূর্ণ কির্ম্মীর এক বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ যমের ন্যায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পূর্ব্বে স্ত্রীর নিমিত্ত বালী ও সুগ্রীবের যেমন ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, তদ্রূপ ভীম ও কির্ম্মীরের তুমুল বৃক্ষযুদ্ধ হইতে লাগিল, সেই যুদ্ধে অগণ্য বন্য পাদপ বিনষ্ট হইল। যেমন মত্তমাতঙ্গযূথের বিলোড়নে কমলিনীদল বিদলিত হইয়া যায়, সেইরূপ উক্ত বীরযুগলের মস্তকাঘাতে মহীরুহ সকল শতধা বিদীর্ণ ও উন্মূলিত হইতে লাগিল। অনেকানেক পাদপ মুঞ্জ তৃণের ন্যায় জর্জ্জরীভূত হইয়া চীরসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। এইরূপে মুহূর্ত্তকাল উভয়ের বৃক্ষযুদ্ধ হইল। অনন্তর নিশাচর রোষপরবশ হইয়া এক শিলা উত্তোলনপূর্ব্বক ভীমের প্রতি নিক্ষেপ করিল। মহাবল

ভীম তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না দেখিয়া, সেই দুর্ত্ত অধিকতর কোপাবিষ্ট হইল। রাহু যেমন বাহুপ্রসারণপূর্ব্বক সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত ধাবমান হয়, তদ্রূপ সে ভীমাভিমুখে বেগে ধাবমান হইল। তখন তাঁহারা বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ ও আকর্ষণ করাতে প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। নখদংষ্ট্রায়ুধ ভীষণাকার ব্যাঘ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের যুদ্ধ অতীব ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। অসাধারণ বলদর্পিত বৃকোদর সভামধ্যে দ্রৌপদীর আনয়ন ও দুর্য্যোধনকৃত নানাপ্রকার অবমাননাবশতঃ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে যেমন এক মত্ত মাতঙ্গ বিদীর্ণগণ্ড অপর মত্ত মাতঙ্গকে করদ্বারা আক্রমণ করে, তদ্রূপ ভীমসেন রাক্ষসকে ও রাক্ষস ভীমসেনকে বাহু দ্বারা আক্রমণ করিতে লাগিল। রাক্ষস তাঁহাকে আক্রমণ করিলে তিনি বাহুবলে তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। সেই পরাক্রান্ত বীরযুগলের ভুজনিষ্পেষণহেতু ঘোরতর চটপট ধ্বনি হইতে লাগিল। যেমন প্রচণ্ড বায়ু বৃক্ষকে ঘূর্ণিত করে, তদ্রূপ মহাবল ভীম রাক্ষসের মধ্যদেশ গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে চালিত করিতে লাগিলেন। নিশাচর ভীমের ঘর্ষণে নিতান্ত দুর্ব্বল ও কম্পিত হইয়াও প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বৃকোদর রাক্ষসকে একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া পশুবন্ধনের ন্যায় ভুজপাশে বন্ধন করিলে, সে তখন তুমুল ভেরীনির্ঘোষের ন্যায় চীৎকারস্বরে আর্ত্ত নিনাদ করিতে লাগিল। ভীম পুনর্ব্বার তাহাকে ঘূর্ণিত করাতে, সে কম্পিত ও বিচেতন হইয়া পড়িল। বৃকোদর এইরূপে তাহাকে জ্ঞানশূন্য ও অবসন্ন জানিয়া তদীয় কটীদেশে জানু প্রদানপূর্ব্বক হস্তদ্বারা গলদেশ নিপীড়ন করিয়া পশুর ন্যায় বধ করিলেন। পরিশেষে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত ও নয়নযুগল বিদ্ধ করিয়া ভূতলে ঘর্ষণ করিতে করিতে এই কথা কহিলেন, অরে পাপাত্মা রাক্ষসাধম! তুই যমসদনে গমন করিলেও হিড়িম্ব ও বক কখন অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে না। অনন্তর অমর্ষপূর্ণ বৃকোদর বস্ত্রাভরণবিহীন, বিকম্পিতকলেবর ও গতাসু সেই রাক্ষসকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই কৃষ্ণকায় নিশাচর পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে নরেন্দ্রপুত্রেরা দ্রৌপদীকে অগ্রে করিয়া ভীমের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া দ্বৈতবনে চলিলেন।

হে মনুজাধিপ! ভীম জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে যুদ্ধে কিৰ্ম্মীরকে নিহত ও কাম্যক বন নিষ্কণ্টক করিলে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে নানা প্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে বৃকোদরের প্রশংসা করিয়া নির্ব্বিঘ্নে নিষ্কণ্টক অরণ্যানী প্রবেশ করিলেন। হে মহারাজ! গমনকালে আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই ভীষণমূর্ত্তি দুরাত্মা কিৰ্ম্মীর ভীমকর্ত্তৃক নিহত হইয়া মহাবনে পতিত রহিয়াছে ও যে সকল

ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট ভীমের উক্ত লোকাতীত কার্য্য শ্রুত হইয়াছি। রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের নিকট সমস্ত কির্ম্মীরবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইলেন।

কির্ম্মীরবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভোজ, অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা, দুঃখসন্তপ্ত পাণ্ডবগণ প্রব্রজ্যাশ্রম অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া দর্শনার্থ মহাবনে যাত্রা করিলেন। পাঞ্চালের জ্ঞাতিবর্গ, চেদিদেশাধিপতি ধৃষ্টকেতু ও ত্রিলোকবিশ্রুত মহাবীর্য্য কৈকেয়, ইঁহারা রোষকষায়িত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে নিন্দা করিতে করিতে পাণ্ডব সন্নিধানে গমন করিলেন ও উচিত কর্ত্তব্যতার আন্দোলন করিয়া অনতিকালমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে পুরস্কৃত ও যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। সকলে উপবেশন করিলে, কৃষ্ণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিয়া অতিদীন মনে কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! পৃথিবী অবশ্যই দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই দুষ্টচতুষ্টয়ের শোণিত পান করিবে। আমরা ইহাদিগকে রণশায়ী করিয়া ইহাদিগের অনুগত লোক ও অন্যান্য নৃপতিবর্গকে পরাজয়পূর্ব্বক আপনাকে রাজ্যে অভিষেক করিব। মহারাজ! যে ব্যক্তি ঘৃণিত লোকের অনুগামী হয়, সেও বধ্য, এই সনাতন ধর্ম্ম।

এই সমস্ত কথা কহিতে কহিতে কৃষ্ণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তৎকালে বোধ হইল যেন, তিনি লোকসকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। অর্জ্জুন সেই অমিততেজাঃ, প্রজাপতিপতি, ত্রিলোকনাথ কৃষ্ণকে রোষাবিষ্ট দেখিয়া তদীয় পূর্ব্ব দেহের কর্ম্মসমুদায় কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ! পূর্ব্বে তুমি যত্র সায়ং গৃহ মুনি হইয়া দশ সহস্র বৎসর গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিয়াছিলে। তুমি পুষ্কর তীর্থে কেবল জল পান করিয়া একাদশ সহস্র বৎসর বাস করিয়াছিলে। তুমি অতি বিস্তীর্ণ বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক শত বৎসর এক পদে দণ্ডায়মান ছিলে। তুমি সরস্বতীতীরে উত্তরীয়-বস্ত্রবিবর্জ্জিত, শীর্ণ ও শিরাব্যাপ্তশরীর হইয়া দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞকালে অবস্থান করিয়াছিলে। তুমি সাধুজনসেব্য প্রভাস তীর্থে যজ্ঞারম্ভ করিয়া দেবপরিমিত দশ সহস্র বৎসর একপদে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ! ব্যাস আমাকে কহিয়াছেন যে, লোকপ্রবৃত্তি উদ্দীপিত করাই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য। হে কেশব! তুমি ক্ষেত্রজ্ঞ,

সর্ব্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমি তপোনিধান ও নিত্য যজ্ঞস্বরূপ। তুমি ভৌম নরককে উন্মূলিত করিয়া মণিময় কুণ্ডল আহরণপূর্ব্বক অতি পবিত্র প্রাথমিক অশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে নরোত্তম! তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যদানবদল সংহারপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রদান করিয়াছ। তুমি নরকলেবর পরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যলোকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছ। হে পুরুষোত্তম! তুমিই নারায়ণ, হরি, ব্রহ্মা, সোম, সূর্য্য, ধর্ম্ম, বিধাতা, যম, অনল, অনিল, বৈশ্রবণ, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দশ দিক্, অজ, চরাচরগুরু ও স্রষ্টা। তুমি পরম পবিত্র চৈত্ররথ কাননে বহুবিধ যজ্ঞদ্বারা উৎকৃষ্ট দেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়াছ। তুমি প্রতিযজ্ঞে যথাযোগ্য ভাগানুসারে শত সহস্র সুবর্ণ দান করিয়াছ। হে যাদবনন্দন! তুমি দেবমাতা অদিতির গর্ভে পুত্ররূপে উদ্ভূত হইয়া ইন্দ্রকনিষ্ঠ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছ। তুমি অল্পবয়স্ক বালক হইয়া তিন পদে পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গকে আক্রমণ করিয়াছ। তুমি স্বর্গ, আকাশ ও সূর্য্যলোকে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বকীয় তেজঃ-দ্বারা দিবাকরকে প্রদীপ্ত করিয়াছ। তুমি সহস্র সহস্রবার প্রাদুর্ভূত হইয়া অধর্ম্মপরায়ণ অসুরগণকে সংহার করিয়াছ। তুমি মৌরব, পাশ, নিসুন্দ ও নরক নামক অসুরদিগকে নিহত করিয়া, প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেশের গমনমার্গ নিষ্কণ্টক করিয়াছ। তুমি জারুথী-দেশে আহ্বৃতি, ক্রাথ, সপক্ষ শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য ও শতধন্বাকে পরাজয় করিয়াছ। তুমি জলধরবৎ গভীর রবসম্পন্ন সূর্য্যসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক রুক্মিরাজকে পরাজয় করিয়া তদীয় ভগিনী রুক্মিণীকে সহধর্ম্মিণী করিয়াছ। তুমি রোষাবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন, কসেরুমান্, যবন, সৌভপতি শাল্ব ও সৌভনগর সংহার করিয়াছ। তুমি ইরাবতীতে কার্ত্তবীর্য্যসম বীর্য্যবান্ ভোজরাজ গোপতি ও তালকেতুকে বিনাশ করিয়াছ। তুমি পবিত্রা ভগবতী ঋষিকা ও দ্বারকা নগরীকে আত্মসাৎ করিয়া মহাসাগরের অন্তর্গত করিবে। হে মধুসূদন! তুমি নৃশংসাচার, কপট ব্যবহার, ক্রোধ ও মাৎসর্য্যের বিষয়ীভূত নহ এবং মিথ্যা কথা কদাচ মুখে উচ্চারণ কর না। মহর্ষিগণ যজ্ঞায়তন-স্থিত প্রভাপুঞ্জোদ্ভাসিত তোমার সম্মুখীন হইয়া অভয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে ভূতভাবন! প্রলয় কাল উপস্থিত হইলে তুমি ভূতজাত সঙ্কুচিত করিয়া ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করিয়াছিলে। সর্ব্বজগতের স্রষ্টা চরাচরগুরু ব্রহ্মা যুগপ্রারম্ভে তোমার নাভিসরোরুহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন। অতি দুর্দ্দান্ত মধু ও কৈটভ নামক দানবদ্বয় ব্রহ্মাকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদ্দর্শনে তুমি ক্রোধজ্বলিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণি ত্রিলোচনকে স্বীয় ললাটদেশ হইতে প্রাদুর্ভূত করিয়াছিলে। আমি নারদমুখে শুনিয়াছি, ব্রহ্মা ও শম্ভু এইরূপে তোমারই দেহ হইতে সম্ভূত হইয়া তোমারই আজ্ঞা

পালন করিয়া থাকেন। হে নারায়ণ! তুমি পূর্ব্বে চৈত্ররথ কাননে ভূরিদক্ষিণ মহাসত্র অনুষ্ঠান করিয়াছিলে। তুমি বাল্য কালে বলদেবের সহায়তা লাভ করিয়া যে সমস্ত অলোক সামান্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছিলে, তাহা কোনকালেই হয় নাই, ও হইবে ইহাও সম্ভবপর নহে। তুমি বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলে। অর্জ্জুন এই রূপে কৃষ্ণের স্তুতিবাদ করিয়া তুষ্ণীভূত হইয়া রহিলেন।

অনন্তর কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পার্থ! তুমি আমার, আমি তোমার; আমার অধিকৃত সমস্ত দ্রব্যে তোমার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। তোমাকে দ্বেষ করিলে আমাকেও দ্বেষ করা হয়। তুমি নর, আমি নারায়ণ। আমরা কালক্রমে নরনারায়ণরূপে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছি। আমাদের অন্তর অবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। ফলতঃ তোমাতে ও আমাতে কিছুমাত্র বিভিন্নতা নাই।

নারায়ণের বাক্যাবসানে ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক পরিবেষ্টিতা শরণার্থিণী দ্রৌপদী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই বীরসমবায়ে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সুখাসীন পুণ্ডরীকাক্ষকে কহিলেন, হে মধুসূদন! অসিতদেবল তোমাকে প্রজা-সৃষ্টি বিষয়ে প্রজাপতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। জামদগ্ন্য তোমাকে বিষ্ণু, যজ্ঞ, যাগকর্ত্তা ও যজনীয় কহিয়াছেন। মহর্ষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। কশ্যপ কহিয়াছেন, তুমি সত্য হইতে যজ্ঞরূপে অবতীর্ণ হইয়াছ। হে ভূতভাবন ভগবন্! নারদ তোমাকে সাধ্যদেব ও প্রমথগণের ঈশ্বরের ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাদৃশ বালকেরা ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করে, হে পুরুষপ্রধান! তুমিও সেইরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দকে লইয়া বারংবার ক্রীড়া করিয়া থাক। তুমি সনাতন পুরুষ; তোমার মস্তকদ্বারা স্বরলোক ও পাদদ্বয়দ্বারা ভূলোক ব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক তোমার জঠরদেশে অবস্থিতি করিতেছে। তুমিই তপঃক্লেশাভিতপ্ত ও আত্মদর্শনপরিতৃপ্ত তাপসগণের একমাত্র গতি। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমিই সর্ব্ব ধর্ম্মোপপন্ন পুণ্যশালী সমরশূর রাজর্ষিদিগের অদ্বিতীয় আশ্রয়। তুমি প্রভু, বিভু ও ভূতাত্মা; তুমিই ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছ। লোকপাল, লোকসমুদায়, নক্ষত্রগণ, দশ দিক্, আকাশ, চন্দ্র ও সূর্য্য এই সমুদায় তোমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। ভূতনিবহের মর্ত্ত্যতা ও নির্জ্জরগণের অমরত্বপ্রভৃতি আলোকসামান্য কার্য্য সকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে মধুসূদন! তুমি কি দিব্য, কি মানুষ, সকল ভূতেরই ঈশ্বর; অতএব আমি এক্ষণে প্রণয়প্রযুক্ত তোমার সমক্ষে দুঃখ প্রকাশ করি। হে কৃষ্ণ! আমি পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী এবং তোমার প্রিয়সখী হইয়াও কি সভামধ্যে দুষ্ট দুঃশাসনকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারি? তৎকালে আমি স্ত্রীধর্ম্ম-

সম্পন্না শোণিতোক্ষিতা একবস্ত্রা ছিলাম। পাপপরায়ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ রাজসভামধ্যে আমাকে কম্পমানা ও রজস্বলা দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল। হায়! কি দুর্ভাগ্য! পাণ্ডব, পাঞ্চাল ও যাদবেরা জীবিত থাকিতেও ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা আমাকে দাসীভাবে উপভোগ করিতে অভিলাষী হইল! হে জনার্দ্দন! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূ হই, তথাচ তাহারা আমাকে বলপূর্ব্বক দাসী করিতে চাহিল। আমি মহাবল পাণ্ডুনন্দনদিগকে যথোচিত নিন্দা করি; কারণ তাঁহারা স্বীয় যশস্বিনী সহধর্ম্মিণীকে দুঃসহ দুঃখ-ভারাক্রান্ত দেখিয়াও অনায়াসে তুষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিলেন। হা! মহাবীর ভীমসেনের বাহুবলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্; কারণ তাঁহারা আমাকে তুচ্ছ জনকর্ত্তৃক অপমানিত ও অভিভূত দেখিয়াও অক্লেশে উপেক্ষা করিলেন। এই সাধুজনাচরিত সনাতন ধর্ম্ম পূর্ব্বাপর প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, ভর্ত্তা ক্ষীণবল হইলেও ভার্য্যাকে রক্ষা করিবে। ভার্য্যা রক্ষিতা হইলে প্রজার রক্ষা হয়, প্রজা রক্ষা হইলে আত্মা রক্ষিত হইয়া থাকে। আত্মা ভার্য্যার উদরে জন্ম পরিগ্রহ করে বলিয়া, ভার্য্যা জায়াশব্দে অভিহিতা হইয়া থাকে; কিন্তু ভার্য্যা কর্ত্তৃক ভর্ত্তার রক্ষা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। হে মধুসূদন! পাণ্ডবেরা শরণাগত ব্যক্তিকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না, কিন্তু আমি শরণার্থিণী হইলেও ইঁহারা তৎকালে আমাকে আশ্রয় দেন নাই। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, বৃকোদর হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক ও কনিষ্ঠ সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা, এই পঞ্চ পুত্র পঞ্চ পতির ঔরসে আমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে; ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত আমাকে রক্ষা করা বিধেয়। হে কৃষ্ণ! প্রদ্যুম্নের ন্যায় আমার পুত্রগণও তোমার স্নেহভাজন; ইহারা ধনুর্ব্বেদ বিশারদ ও সংগ্রামে শত্রুগণের অজেয়; অতএব কি নিমিত্ত দুর্ব্বল দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের অত্যাচার সহ্য করিব। দুরাচার পামরেরা অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যাপহরণ এবং পাণ্ডবদিগকে দাসস্থানে পরিগণিত করিয়াছে। আমি একবস্ত্রা ও রজস্বলা ছিলাম; দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকেও সভামধ্যে আনিয়াছিল। হা! মহাবল পরাক্রান্ত অরাতিকুল-কাল বৃকোদর ও অর্জ্জুন বর্ত্তমান থাকিতে ক্ষীণমতি হীনবল দুর্য্যোধন এখন জীবিত রহিয়াছে! অতএব ভীমসেনের সেই অমিত বাহুবলে ও অর্জ্জুনের অসামান্য পুরুষকারে ধিক্। পূর্ব্বে ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধন অধ্যয়নে বর্ত্তমান ধৃতব্রত অপোগণ্ড পাণ্ডবগণকে মাতৃসমভিব্যাহারে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছিল। ঐ পাপাত্মা বহু পরিমাণে ভীমসেনের অন্নে যে নবীন তীক্ষ্ণ কালকূট প্রদান করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলেও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠে। কিন্তু ভীমসেনের আয়ুঃশেষ আছে বলিয়া তাহা অক্লেশে জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। বৃকোদর

সাতিশয় বিশ্বস্ত-চিত্তে গঙ্গাতটে নিদ্রিত ছিলেন, ইত্যবসরে দুর্য্যোধন আসিয়া ইঁহার কর চরণ বন্ধনপূর্ব্বক স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিয়া প্রত্যাগমন করিল। পরে ভীম সংজ্ঞা লাভ করিয়া বন্ধনচ্ছেদন-পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিলেন। একদা মহাবিষ কাল ভুজঙ্গদ্বারা প্রসুপ্ত ভীমের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করাইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাতেও শত্রুনাশন বৃকোদরের মৃত্যু হয় নাই। পরে জাগরিত হইয়া সর্পগণকে বিনষ্ট ও দুর্য্যোধনের দয়িত সারথিকে বাম হস্ত-দ্বারা সংহার করিলেন। ঐ নরাধম বারণাবত নগরে জতুগৃহে জননী সমভিব্যাহারে সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবদিগকে দগ্ধ করিবার অভিলাষে অগ্নি প্রদান করিয়াছিল। হে কৃষ্ণ! কোন্ ব্যক্তি এইরূপ কুৎসিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারে! হুতাশন প্রজ্বলিত হইলে অতি দীনা উপায়বিহীনা আর্য্যা কুন্তী সাতিশয় ভীত হইয়া রোদন করিতে করিতে এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলেন; "হা হতাস্মি, হায় কি হইল! অদ্য এই প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইব! আমি অনাথা ও অশরণা, বুঝি, আজি সন্তানগণের সহিত ভস্মসাৎ হইতে হইল!" তখন ভীমপরাক্রম ভীম ভ্রাতৃগণ ও জননীকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! আপনাদিগের কিছুমাত্র শঙ্কা নাই, আমি পক্ষিরাজ গরুড়ের ন্যায় উৎপতিত হইতেছি। এই বলিয়া জননীকে বাম কক্ষে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দক্ষিণ কক্ষে, নকুল ও সহদেবকে দুই স্কন্ধে এবং অর্জ্জুনকে পৃষ্ঠদেশে লইয়া প্রদীপ্ত পাবক হইতে মহাবেগে বহির্গত হইয়াছিলেন। অনন্তর ইঁহারা সেই যামিনীযোগে জননী সমভিব্যাহারে নিকটবর্ত্তী হিড়িম্ববন-নামক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। ইতিমধ্যে হিড়িম্বা নাম্নী এক রাক্ষসী তথায় আগমনপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে মাতার সহিত ক্ষিতিতলে অধিশয়ান দেখিয়া মদনবাণে আহত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। সে ভীমসেনকে বরণ করিবার মানসে কোমল-করপল্লবদ্বারা ইঁহার চরণদ্বয় উৎসঙ্গে লইয়া অতি প্রহৃষ্ট মনে সংবাহন করিতে লাগিল। সুপ্তোত্থিত ভীমসেন তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া, হে সুন্দরি! তুমি আমার নিকট কি অভিলাষ করিতেছ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কামরূপিণী রাক্ষসী কহিল, হে মহাভাগ! আমার মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতা হিড়িম্ব এখনই তোমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিবেন; অতএব অবিলম্বে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। তখন ভীমসেন সাতিশয় গর্ব্বপূর্ব্বক রাক্ষসীকে কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি তন্নিমিত্ত ভীত বা শঙ্কিত হইব না; তোমার ভ্রাতা আসিলে আমি অবশ্যই তাহাকে সংহার করিব।

তখন ভীমদর্শন রাক্ষসাধম হিড়িম্ব উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া মহানাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তথায় আগমন করিল এবং নিজ ভগিনী হিড়িম্বাকে সম্বো-

ধন করিয়া কহিল, হিড়িম্বে! তুমি কাহার সহিত কথোপকথন করিতেছ, তাহাকে অবিলম্বে আমার নিকট আনয়ন কর, ভক্ষণ করিব। দয়ার্দ্রহৃদয়া হিড়িম্বা অনুকম্পা-পরবশ হইয়া তাহার কথায় কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। তখন হিড়িম্ব নিশাচর ক্রোধভরে ঘোরতর সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহাবেগে ভীমের অভিমুখে আগমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার কর গ্রহণ ও অশনিসম সুদৃঢ় অপর করদ্বারা ইঁহাকে অতি কঠিন আঘাত করিল। ভীমসেন প্রথমতঃ রাক্ষস আসিয়া কর গ্রহণ করিয়াছে, ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া রোষভরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। যেমন বৃত্র ও বাসবের অতুল যুদ্ধ হইয়াছিল, সেইরূপ ভীমও হিড়িম্বের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে সেই বলশূন্য পুণ্যজনের প্রাণ সংহার করিলেন।

অনন্তর ভীম ঘটোৎকচজননী হিড়িম্বাকে লইয়া মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণসন্দোহ-সমভিব্যাহারে একচক্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তৎকালে হিতানুধ্যানপরায়ণ ভগবান্ বাদরায়ণি মন্ত্রী হইয়া ইঁহাদিগের সমভিব্যাহারী হইয়াছিলেন। অনন্তর ঐ নগরীতে হিড়িম্বতুল্য মহাবল পরাক্রান্ত ভীষণাকার বক নামক এক রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইলে, ভীমসেন তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করিয়া ভ্রাতৃবর্গের সহিত দ্রুপদপুরে প্রবেশ করিলেন। হে জনার্দ্দন! যেরূপে তুমি ভীষ্মকাত্মজা রুক্মিণীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলে, সেইরূপ সব্যসাচী অর্জ্জুনও বারণাবত-নগরে বাস করিয়া স্বয়ংবরসময়ে নিতান্ত দুষ্কর কর্ম্ম সকল সম্পাদন ও অভ্যাগত ভূপালবর্গের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া আমাকে লাভ করিয়াছেন। হে মধুসূদন! আমি এইরূপ বহুতর ক্লেশপরম্পরাদ্বারা ক্লিশ্যমানা ও অতি দুঃখিতা হইয়া কুন্তী দেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়ের সহিত কালাতিপাত করিতেছি। আমি হীন জন-কর্ত্তৃক অবমানিত ও বহুবিধ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তথাচ সিংহবদ্বল-বিক্রমশালী মহাবীর পাণ্ডবেরা আমাকে কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছেন, বলিতে পারি না। হে কৃষ্ণ! আমি এই সমস্ত দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিয়া দুর্ব্বল পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের প্রতি অতি দীর্ঘকাল রোষাবিষ্ট হইয়াছি। দেখ, প্রখ্যাত মহৎ বংশে আমার জন্ম, আমি দিব্য বিধানানুসারে পাণ্ডবদিগের সহধর্ম্মিণী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ হইয়াছি, তথাচ পঞ্চ পাণ্ডবদিগের সমক্ষে দুষ্ট দুঃশাসন আমার কেশাকর্ষণ করিল!

মৃদুমধুর ভাষিণী দ্রৌপদী এইরূপ অনুতাপসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়া কমলকোষতুল্য কোমল করতলদ্বারা মুখমণ্ডল আচ্ছাদন-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নবিগলিত অজস্র অশ্রুবিন্দুদ্বারা সুজাত পীন স্তনযুগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। অনন্তর নয়নজল উন্মোচন করিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধভরে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে কৃপাময়! এক্ষণে বোধ হইতেছে, আমি

পতিপুত্র-বিহীন; আমার বন্ধু নাই, ভ্রাতা নাই, পিতা নাই ও তুমিও আমার পক্ষে নাই। তোমরা সকলে তৎকালে আমাকে পরাভূতা দেখিয়াও যে বিশোকের ন্যায় অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছিলে ও কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, সেই সকল দুঃখ আমার হৃদয়-মন্দিরে অদ্যাপি জাগরূক রহিয়াছে। হে কৃষ্ণ! তুমিই কেবল সম্বন্ধ, গৌরব, সখ্যভাব ও প্রভুত্ব এই কারণচতুষ্টয়দ্বারা প্রতিদিন আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ।

তখন শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরসমবায়-মধ্যে কৃষ্ণাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যাহাদিগের উপর রোষ-পরবশ হইয়াছ, তাহাদিগের পত্নীগণ স্ব স্ব বল্লভদিগকে অর্জ্জুনশর-সংবিদ্ধ, শোণিত-পরিপ্লুত ও ধরাতলে পতিত দেখিয়া এইরূপ নিরন্তর নয়নজল বিসর্জ্জন করিবে। আমি ক্ষমতানুসারে পাণ্ডবদিগের উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে কদাচ ত্রুটি করিব না; এক্ষণে আর শোক করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, তুমি রাজমহিষী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে কৃষ্ণে! আকাশ পতিত, হিমাচল বিশীর্ণ, সমুদ্র শুষ্ক ও ভূমণ্ডল খণ্ড খণ্ড হইলেও আমার এই বাক্য কদাচ ব্যর্থ হইবে না।

পাঞ্চালী কৃষ্ণের এইরূপ প্রত্যুত্তর কর্ণগোচর করিয়া সাচীকৃত মুখে অর্জ্জুনের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে আর রোদন করিও না, কৃষ্ণ যাহা কহিলেন, ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না। অনন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিলেন, হে ভগিনি! আমি দ্রোণকে বিনাশ করিব; শিখণ্ডী ভীষ্মকে, ভীমসেন দুর্য্যোধনকে ও ধনঞ্জয় কর্ণকে সংহার করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের কথা দূরে থাকুক, আমরা রামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া রণস্থলে দণ্ডায়মান হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রেরও জয় করিবার সম্ভাবনা থাকে না। ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা কহিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে, অন্যান্য বীরগণ কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে বসুধাধিপ! যদ্যপি আমি সে সময়ে দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে আপনাকে এ ক্লেশ ভোগ করিতে হইত না। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন অথবা অন্যান্য কৌরবগণ আমাকে আহ্বান না করিলেও আমি দ্যূতস্থানে আগমন করিতাম এবং তোমার নিমিত্ত ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বাহ্লীক ও রাজা ধৃত-রাষ্ট্রকে আনয়ন করিয়া বহু দোষ প্রদর্শন-পূর্ব্বক দ্যূতে প্রয়োজন নাই বলিয়া পুত্র-গণের পরস্পর দ্যূতক্রীড়া নিবারণ করা-ইতাম। অধিক কি কহিব, যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া, মহারাজ! আপনি রাজ্য-ভ্রষ্ট হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছেন। যে সকল দোষ স্পর্শ করিয়া বীরসেনসুত রাজ্যচ্যুত হইয়াছিল, যে সকল দোষ

স্পর্শ করিলে লোকের অতর্কিত বিনাশ ঘটিয়া থাকে, সেই সকল দোষোদ্ভাবন করিলে কদাচ তাহারা দ্যূতে প্রবৃত্ত হইত না। স্ত্রী, দ্যূত, মৃগয়া ও সুরাপান, এই কামসমুত্থিত ব্যসনচতুষ্টয়দ্বারা লোক সকল শ্রীভ্রষ্ট হয়। পণ্ডিতগণ উক্ত চতুর্ব্বিধ ব্যসনই বহু দুঃখাকর ও দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ দ্যূতজ্ঞ ব্যক্তিকর্ত্তৃকই দ্যূতক্রীড়ায় সবিশেষ দোষ সমুদ্ভূত হইয়াছে। দ্যূতক্রীড়ায় এক দিবসেই দ্রব্যনাশ, বিপদ্, অভুক্ত অর্থের বিনাশ, বাক্‌পারুষ্য ও অন্যান্য বহুবিধ আনুসঙ্গিক দোষ ঘটিয়া থাকে। অম্বিকাতনয়ের নিকট এই সকল দোষ ব্যক্ত করিলে তিনি কখনই দ্যূতে রত হইতেন না। হে রাজেন্দ্র! সেই সময়ে যদ্যপি রাজা ধৃতরাষ্ট্র মধুর ও হিতকর মদীয় বাক্য গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে কুরুকুলের কুশল ও ধর্ম্ম বর্দ্ধন হইত; নতুবা আমি বলপূর্ব্বক তাঁহার নিগ্রহ করিতাম। ইহাতে তত্রস্থ সমস্ত দ্যূত-পরায়ণ মিত্রাভিমানী অমিত্রগণ তাঁহার সহায়তা করিলে, তাহাদিগকেও শমন-সদনের আতিথ্য গ্রহণ করাইতাম। কি কহিব, আমি তৎকালে আনর্ত্ত দেশে অনুপস্থিত ছিলাম; এই নিমিত্তই আপনারা দুরোদরজনিত বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। আমি দ্বারকায় আসিয়া যুযুধানের সকাশে শ্রবণ করিলাম, আপনি দুস্তর বিপৎসাগরে মগ্ন হইয়াছেন; অতএব আপনাকে দেখিবার নিমিত্ত অতিমাত্র আকুল হৃদয়ে সত্বরে আসিতেছি। আহা! আপনারা সকলে কি ক্লেশই ভোগ করিতেছেন। হায়! আপনাদিগকে বিপন্ন দেখিতে হইল!

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যদুকুলাবতংস! তুমি কি নিমিত্ত আনর্ত্ত দেশে অনুপস্থিত হইয়াছিলে ও কোন্ স্থানেই বা প্রবাস করিয়া কি কি কার্য্য সাধন করিলে? কৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! শাল্বের সৌভ নগর বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলাম; সেই কামচারী নগর উৎসন্ন করিয়া আসিতেছি। এক্ষণে তাহার কারণ শ্রবণ করুন, আপনি রাজসূয় যজ্ঞে আমাকে অর্ঘ্য দান করিলে, অতি তেজস্বী দমঘোষ-নন্দন শিশুপাল রোষ-পরবশ হইয়া তাহা সহ্য করিতে না পারাতে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট করিয়াছিলাম। আমি খাণ্ডবপ্রস্থে থাকিতে থাকিতেই সৌভরাজ শাল্ব, শিশুপালবধ-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষাবেশে অধীশ্বঃশূন্য দ্বারকা নগরী আক্রমণ করিলে বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু নৃশংস শাল্ব সেই সকল তরুণ-বয়স্ক বৃষ্ণি-বীরগণের প্রাণ সংহার-পূর্ব্বক নগরীস্থ সমস্ত উপবন ছিন্ন ভিন্ন করিয়া কহিয়াছিল, 'হে আনর্ত্তবাসিগণ! তোমরা সত্য করিয়া বল, সেই বৃষ্ণিকুলাধম মূঢ়াত্মা বাসুদেব কোথায়? সে যেখানে আছে, আমি সেই খানে গমন করিয়া যুদ্ধে সেই যুদ্ধার্থীর দর্প চূর্ণ করিব; আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আয়ুধ গ্রহণ করিয়া কহিতেছি, আজি সেই কংস-

কেশি-নিসূদন দুষ্ট মধুসূদনকে বিনষ্ট না করিয়া বিনিবৃত্ত হইব না। শিশুপাল বধ হইয়াছে শুনিয়া আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে; অতএব আমি সেই পাপকর্ম্মা বিশ্বাসঘাতী বাসুদেবকে অদ্য সেই প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিব। সে সংগ্রাম না করিয়া অনভিজ্ঞ বালক, ভ্রাতা শিশুপাল মহীপালকে বধ করিয়াছে; আমি তাহাকে নষ্ট করিয়া অবশ্যই বৈর নির্যাতন করিব। এইরূপ বহুবিধ কটূক্তি সহকারে পুনরায় "সে কোথায়?" "সে কোথায়?" বলিয়া আমার সহিত রণ বাসনায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। অনন্তর আমাকে ভৎর্সনা করিয়া কামচারী সৌভ-নগরের সহিত আকাশে আরোহণ করিল। আমি আগমন করিয়া সেই দুরাত্মার যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম। আনর্ত্ত দেশের প্রতি উপদ্রব, আমার ভৎর্সনা ও সেই পাপাত্মার অসহ্য অহঙ্কারের বিষয় অবগত হইয়া, রোষাকুলিত চিত্তে তাহার প্রাণসংহারে কৃতসংকল্প হইয়া তাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে সাগরাবর্ত্তে দৃষ্টিগোচর করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খনাদ-দ্বারা সমরে আহ্বান করিলাম। তথায় দুরন্ত দানবগণের সহিত মুহূর্ত্তমাত্র আমার যুদ্ধ হইলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ পরাভূত ও নিপাতিত হইল। হে আর্য্য! আমি এই অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুরোধে তৎকালে উপস্থিত হইতে পারি নাই; অনন্তর অবিনয়-জনিত দ্যূতক্রীড়ার বিষয় অবগত হইয়া আপনাদের দর্শনমানসে সত্বরে হস্তিনা নগরে আগমন করিয়াছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! সৌভবধের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত শ্রবণে আমার মনঃ একান্ত অপরিতৃপ্ত হইয়াছে, অতএব সবিস্তরে কীর্ত্তন কর।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! দুরাত্মা শাল্ব, আমি শ্রুতশ্রবা-নন্দনকে বিনাশ করিয়াছি শ্রবণ করিয়া দ্বারাবতী নগরে আগমন করিল। দুষ্টাত্মা দানব সেই আকাশগামী সৌভপুরীতে ব্যূহ সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং তন্মধ্যে থাকিয়া দ্বারকার চতুর্দ্দিক্ অবরোধ করিয়া বলপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। আমাদের দ্বারকাপুরী চতুর্দ্দিকে পতাকা, তোরণ, উপশল্য, রথ্যা, অট্টালিকা ও গোপুরপ্রভৃতি নগরশোভা-সম্পাদক মনোহর দ্রব্যজাতে সুশোভিত; চক্র, লগুড়, তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভুশুণ্ডী, অশ্মগুড়ক, খড়্গ, চর্ম্ম ও পরশুপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও ভেরী, পনব, ঢক্কাপ্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রে সমাকীর্ণ ও শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হইল। গদ, শাম্ব, উদ্ধবপ্রভৃতি অরিনিবারণ-সমর্থ বিখ্যাত কুলপ্রসূত ও প্রদর্শিতবিক্রম বীর পুরুষগণ বহুবিধ রথ, পতাকা, অশ্ব ও সৈন্য লইয়া সর্ব্বদা ঐ পুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। কামচারী সৌভ পুরের সমাগম হওয়াতে, প্রমত্ত থাকিলে নরাধিপ শাল্ব নিশ্চয়ই পরাভব করিবে ইহা বিবেচনা করিয়া উগ্রসেন, উদ্ধবপ্রভৃতি বৃষ্ণি ও

অন্ধকবংশীয় সমস্ত প্রমাদরক্ষক বীর পুরুষগণ সুরাপান নিষেধ করিয়া দিলেন এবং অহোরাত্র অপ্রমত্ত ও সর্ব্বদা সাবধান হইয়া রহিলেন। দ্বারকাস্থ সমস্ত নট এবং নর্ত্তক ও গায়নগণকে তাহাদের চিরসঞ্চিত ধনের সহিত অতি যত্নপূর্ব্বক নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া সমুদায় সংক্রম ভগ্ন, নৌকার গমনাগমন প্রতিষিদ্ধ ও সমুদায় পরিখা উত্তম রূপে বজ্রসম কীলায়িত হইল। চতুর্দ্দিকে অতি গভীর কূপ ও ক্রোশব্যাপী নানাবিধ নিবিড় মহীরুহ দ্বারা সেই স্থান দুরধিগম্য ও অনাক্রমণীয় হইয়া উঠিল। আমাদিগের দুর্গ সহজেই দুর্গম, সুরক্ষিত ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, তাহাতে আবার তৎকালে বিশেষরূপে সজ্জিত ও বীরগণকর্ত্তৃক সংরক্ষিত হওয়াতে ইন্দ্রভবনের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তৎকালে কেহই সঙ্কেত-মুদ্রা প্রদর্শন না করিয়া নগরে প্রবিষ্ট বা তথা হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। সমুদায় রথ্যা, অনুরথ্যা ও চত্বরে প্রভূত হস্ত্যশ্বসম্পন্ন দৃষ্টপরাক্রম সৈন্যসমূহ সমবহিত হইয়া সমুপস্থিত রহিল। সৈন্যগণকে যথানিয়মে বেতন, অস্ত্র শস্ত্র ও পরিচ্ছদ প্রদান করিয়া অতি যত্নপূর্ব্বক প্রণয়সহকারে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। সুবর্ণ বা রৌপ্য ভিন্ন কাহারও বেতন ছিল না। অনুগ্রহ করিয়া বা বেতন না লইয়া কেহ কর্ম্ম করিত না ও সকলেরই পরাক্রম দর্শন করিয়া নিযুক্ত করা গিয়াছিল। হে মহারাজ! নরপতি আহুক এইরূপে সুবিখ্যাত সমৃদ্ধিশালী দ্বারকা-নগর তৎকালে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রাজেন্দ্র! সৌভপতি শাল্ব প্রভৃত হস্ত্যশ্বযুক্ত সৈন্য লইয়া দ্বারকা পুরী আক্রমণ করিতে আগমন করিয়া চতুরঙ্গবলশালিনী সেনাকে শ্মশান, দেবতাস্থান, বল্মীক ও চৈত্য-বৃক্ষতল ব্যতীত প্রভূত জলাশয় সম্পন্ন সমস্থানে সন্নিবেশিত করিল। সমুদায় নগরমার্গ সৈন্যবিভাগদ্বারা ব্যাপ্ত ও শাল্বশিবিরে যাতায়াতের পথ সকল একবারে অবরুদ্ধ হইয়া গেল। এইরূপে শাল্ব নরপতি সর্ব্বায়ুধ-সম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, বিচিত্র রথ, নাগ, অশ্ব, পদাতি, ধ্বজ, বর্ম্ম ও কার্ম্মুকে অভিব্যাপ্ত, বীরলক্ষণে লক্ষিত, মহাবল পরাক্রান্ত সৈন্যসমূহ-সমভিব্যাহারে পতগেন্দ্র গরুড়ের ন্যায় বেগে আগমন করিয়া দ্বারকা নগর আক্রমণ করিল।

তখন বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ শাল্বরাজের সমূহ-সৈন্য-সমাগম সমাচার শ্রবণে বহির্গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ আরম্ভ করিল। মহারথ চারুদেষ্ণ, শাম্ব ও প্রদ্যুম্ন, শাল্বরাজের আক্রমণ সহিতে না পারিয়া বিচিত্র ভূষণ ধারণ, বর্ম্ম পরিধান ও রথারোহণ-পূর্ব্বক বহুসংখ্যক বিপক্ষ সৈনিক পুরুষের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তখন জাম্ববতীনন্দন শাম্ব কার্ম্মুকগ্রহণপূর্ব্বক শাল্বরাজের সচিব চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধির সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়া বৃষ্টিধারার ন্যায় বাণ

বর্ষণ করিতে লাগিল। সেনাপতি ক্ষেম-বৃদ্ধি পর্ব্বতরাজ হিমাচলের ন্যায় নিশ্চল হইয়া সেই বাণ-বর্ষণ অনায়াসে সহ্য করিয়া শাম্বের উপর দুর্ভেদ্য মায়াময় শরজাল নিক্ষেপ করিলে, শাম্বও স্বীয় মায়াপ্রভাবে সেনাপতির সেই মায়া-শরজাল নিবারণ করিয়া তদীয় রথোপরি এককালে সহস্র সহস্র শর বিমোচন করিল। চমূপতি ক্ষেমবৃদ্ধি শাম্বশরে বিদ্ধ ও একান্ত ব্যথিত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন-পরায়ণ হইল।

শাল্বরাজের সেনাপতি পলায়ন করিলে, বেগবান্ নামে অসুর, আমার পুত্র শাম্বকে আক্রমণ করিতে বেগে ধাবমান হইল। বৃষ্ণি-বংশাবতংস প্রভূত বলশালী শাম্ব অনায়াসে সেই বেগবানের বেগ সহ্য করিয়া, সত্বরে তাহার উপর এক গদা নিক্ষেপ করিল। মহাবীর বেগবান্ শাম্বের গদা-ঘাতে একান্ত আহত, নিতান্ত অভিভূত ও বাতাহত জীর্ণমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, শাম্ব সেই সুমহান্ সৈন্যসমূহমধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল।

এদিকে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ বিবিন্ধ্য-নামা দানব চারুদেষ্ণের সহিত বৃত্রবাসবের ন্যায় ঘোরতর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই মহাবল পরা-ক্রান্ত বীরদ্বয় পরস্পর সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন-পূর্ব্বক পরস্পরের প্রতি শরাঘাত করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন চারুদেষ্ণ সূর্য্যাগ্নিসম তেজস্বী এক আশুগ মন্ত্রপূত করিয়া শরা-সনে সংযোগ পূর্ব্বক ক্রোধভরে বিবিন্ধ্যের উপর নিক্ষেপ করিল। সে বাণাঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইল।

তখন মহারাজ শাল্ব, বিবিন্ধ্য নিহত ও সেনা সমুদায় বিক্ষোভিত হইয়াছে দেখিয়া, কামচারী সৌভপুরে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্বারকায় আগমন করিল। দ্বারকাবাসী সমস্ত সৈন্যদল শাল্বরাজকে সৌভস্থ দেখিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিত হইলে, মহাবাহু প্রদ্যুম্ন নগর হইতে বহির্গত হইয়া সেনাগণকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, হে যাদবগণ! আমি সংগ্রামে সৌভ নগরস্থ শাল্বরাজকে নিবারণ করিতেছি; তোমরা স্থির হইয়া অবলোকন কর, আজি আমি দুরাত্মা শাল্বকে ভীষণ ভুজঙ্গাকার শরদ্বারা সৌভনগরের সংগ্রামে বিনষ্ট ও তদীয় সৈন্য সমুদায় সংহার করিব। তোমরা সকলে সাতিশয় উৎকলিকাকুল ও ভয়াভিভূত হইও না। হে পাণ্ডুনন্দন! মহাবীর প্রদ্যুম্ন হৃষ্ট-চিত্তে এই কথা কহিলে, দ্বারকাবাসী সমুদায় সৈন্যদল সুস্থির হইয়া সাতিশয় সাহস-সহকারে নিরুদ্বেগে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন বর্ম্মিত অশ্বগণযুক্ত কাঞ্চনরথে আরোহণ-পূর্ব্বক ব্যাদিতানন শমনের ন্যায় মকরধ্বজ উত্তোলন করিয়া শত্রুসমক্ষে গমন করিল। খড়্গ-তূণধারী, বদ্ধ-গোধাঙ্গুলিত্র, মহাবীর প্রদ্যুম্ন বিদ্যুন্ন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন

চাপ আস্ফালন ও তাহাতে টঙ্কার প্রদান-পূর্ব্বক সৌভবাসী সমস্ত দৈত্যদলকে মোহিত করিল। প্রদ্যুম্ন তখন এরূপ চতুরতা-সহকারে শত্রুগণের প্রতি বাণ-বর্ষণ ও শরাসনে শর সন্ধান করিতে লাগিল যে, কেহই তাহার ভেদ বোধ করিতে পারিল না। তৎকালে তাহার মুখবর্ণব্যত্যয় বা গাত্রচালনা কিছুই লক্ষিত হয় নাই; কেবল তাহার সিংহের ন্যায় গভীর গর্জ্জন শ্রবণে অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ হইতে লাগিল। কাঞ্চনময় ধ্বজ-যষ্টির অগ্রভাগে বিরাজমান, ব্যায়তানন, সমস্ত জলজন্তু অপেক্ষা ভয়ানকাকার, কৃত্রিম মকর সন্দর্শনে শাল্বরাজের সৈন্য সকল সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইল।

তখন অরাতি নিপাতন প্রদ্যুম্ন যুদ্ধাভিলাষে শাল্বের সমীপে সত্বরে সমুপস্থিত হইল। মদমত্ত শাল্ব প্রদ্যুম্নের আগমনে নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, ক্রোধভরে কামচারী সৌভপুর হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে বলির সহিত ইন্দ্রের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে মহাবীর শাল্ব ও প্রদ্যুম্নের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত শাল্ব মায়ানির্ম্মিত সুবর্ণময় ধ্বজ-পতাকাশালী রথে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের উপর শর নিক্ষেপ করিলে, প্রদ্যুম্নও তাহাকে পরাভব করিবার বাসনায় বেগে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। সৌভরাজ সেই সকল শর অনায়াসে সহ্য করিয়া আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর অগ্নিসদৃশ প্রদীপ্ত বাণ সমুদায় নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন অনায়াসে সেই সমস্ত শর ছেদন করিলে, শাল্ব পুনরায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন শাল্বরাজের শরে সমুদ্বেজিত হইয়া সত্বরে তাহার উপর এক মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিল। অনন্তর মর্ম্মভেদী শর সত্বরে বর্ম্ম ভেদ করিয়া শাল্বরাজের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র সে মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইল। শাল্বরাজ বিচেতন হইয়া নিপতিত হইলে অন্যান্য দানবেন্দ্রগণ পাদাঘাতে বসুন্ধরাকে বিদীর্ণ করিয়া বেগে রণস্থল হইতে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। মহাবল পরাক্রান্ত শাল্ব কিয়ৎক্ষণ পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থানপূর্ব্বক প্রদ্যুম্নের জত্রুদেশে তীক্ষ্ণশর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহাবাহু প্রদ্যুম্ন শাল্বের বাণে জর্জ্জরিত ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল। তখন সৌভাধিপতি তাহার অবস্থা সন্দর্শনে সাতিশয় প্রফুল্ল হইয়া দিগন্তব্যাপী ঘোরতর সিংহনাদ পূর্ব্বক পুনরায় সত্বরে তাহার উপর তীক্ষ্ণ বাণ সকল নিক্ষেপ করিল। প্রদ্যুম্ন সমরাঙ্গনে শাল্বের শরে অনবরত আহত হইয়া একবারে নিশ্চেষ্ট ও মোহিত হইয়া পড়িল।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, এইরূপে বীর-বরাগ্রগণ্য প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে মূর্চ্ছিত হইলে, বৃষ্ণি-বংশীয় বীরগণ নিতান্ত ভগ্নোৎসাহ ও একান্ত ব্যথিত হইল। বৃষ্ণি ও অন্ধক-

পক্ষীয় সমুদায় সৈন্য হাহাকার করিতে লাগিল, ও শত্রুপক্ষীয় সমস্ত লোক সাতিশয় প্রীতি লাভ করিল। প্রদ্যুম্নকে মোহিত দেখিয়া তাহার সারথি সুশিক্ষিত দারুক-নন্দন সত্বরে তাহাকে রথে আরোহণ করাইয়া রণভূমি হইতে নিঃসারিত করিল। সারথি রথ লইয়া রণস্থল হইতে অনতিদূরে গমন করিলেই প্রদ্যুম্ন চেতনা প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে কহিতে লাগিল, হে সূতপুত্র! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে লইয়া সমরভূমি হইতে প্রস্থান করিলে? এ কদাচ বৃষ্ণি-বংশীয় বীরগণের ধর্ম্ম নহে। তুমি রণস্থলে শাল্বকে দেখিয়া কি মুগ্ধ হইয়াছ? অথবা তুমল সংগ্রাম সন্দর্শনে বিষণ্ণ হইয়া এরূপ অন্যায় আচরণ করিয়াছ? সত্য করিয়া বল।

তখন সারথি কহিল, হে কেশবনন্দন! আমার মোহ বা ভয় কিছুই হয় নাই; কেবল পাপাত্মা শাল্ব অতিশয় বলবান্ ও আপনিও শরাঘাতে মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া, আমি আপনাকে লইয়া শনৈঃ শনৈঃ পলায়ন করিতেছি। হে মহাত্মন্! রথী মূর্চ্ছিত হইলে তাঁহাকে রক্ষা করা সারথির কর্ত্তব্য কর্ম্ম। হে আয়ুষ্মন্! আমি আপনার যেরূপ রক্ষণীয়, আপনিও আমার তদ্রূপ; এই নিমিত্তই আমি আপনাকে লইয়া অপসৃত হইয়াছি। হে মহাবাহো! আপনি একাকী ও দানবেরা বহুসংখ্যক, এই বিষম সংখ্যা দেখিয়া আমি আপনাকে রথে লইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছি।

প্রদ্যুম্ন দারুকাত্মজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে পুনরায় রণস্থলে রথ লইয়া গমন করিতে আদেশ করিল এবং কহিল, হে সূতনন্দন! তুমি আর কখন এমন কর্ম্ম করিও না; আমি জীবিত থাকিতে কদাচ রথ লইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইও না। যে ব্যক্তি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে এবং যে ব্যক্তি নিপতিত, শরণাপন্ন, স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক ও রথশূন্য বা ভগ্নায়ুধ যোদ্ধাকে বিনষ্ট করে, সে দুরাত্মা কখনই বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত নহে। হে দারুকতনয়! তুমি সূতকুলে সমুৎপন্ন ও সারথ্য কর্ম্মে সুশিক্ষিত; বিশেষতঃ বৃষ্ণিবংশীয়গণের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছ; অতএব আর কখন সমরস্থল হইতে রথীকে লইয়া এরূপ প্রতিনিবৃত্ত হইও না। দেখ, আমি রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছি; শত্রুগণ আমার পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়াছে; এই কথা শুনিয়া দুরাধর্ষ গদাগ্রজ মাধব, কেশবাগ্রজ মহাবাহু বলদেব, শিনির নপ্তা মহাধনুর্দ্ধর নরসিংহ, মহাবীর শাম্ব, চারুদেষ্ণ, গদ, সারণ ও মহাবাহু অক্রূর আমাকে কি বলিবেন? বৃষ্ণিবংশীয় বীর পুরুষদিগের স্ত্রীগণ আমাকে মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষাভিমানী মহাবীর বলিয়া জানেন; তাঁহারাই বা আমাকে কি বলিবেন? তাঁহারা কখনই আমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন না; প্রত্যুত নিশ্চয়ই তাঁহারা কহিবেন, ঐ প্রদ্যুম্ন ভীত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতেছে, ইহাকে ধিক্। হে সূততনয়! ধিগ্বাক্যে পরিহাস করা আমার বা মদ্বিধ ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু অপেক্ষাও

গুরুতর ; অতএব তুমি আর কখন রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিও না। বিশেষতঃ মধুসূদন আমার প্রতি সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া ভরতকুলাগ্রগণ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন ; অতএব রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করা আমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। মহাবীর হৃদিকানন্দন কৃতবর্ম্মা শাল্বের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছিলেন ; আমি তাঁহাকে 'আপনি থাকুন, আমি গিয়া সত্বরে পরাজয় করিতেছি' বলিয়া নিবারণ করিলাম। তিনি তখন আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট মুখ দেখাইব ; শঙ্খচক্র-গদাধারী দুর্দ্ধর্ষ কৃষ্ণ প্রত্যাগমন করিলে তাঁহাকে কি কহিব ? এবং সাত্যকি, বলদেব ও অন্যান্য বৃষ্ণ্যন্ধকবংশীয় বীর পুরুষগণ সতত আমার বলবীর্য্যে স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেই বা কি বলিব ? হে সূতনন্দন ! যদি অরিকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে আহত আমাকে তুমি রণস্থল হইতে অপসৃত করিয়া লইয়া যাও, তবে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব তুমি রথ লইয়া পুনর্ব্বার রণস্থলে গমন কর। নিতান্ত আপৎকালেও রণ হইতে এরূপ পলায়ন করা অকর্ত্তব্য। আমি রণ হইতে পলায়িত ও শত্রুকর্ত্তৃক পৃষ্ঠদেশে অভ্যাহত হইয়া জীবন রক্ষা করা লাভ জ্ঞান করি না। হে সূতপুত্র ! তুমি কি কদাচ আমাকে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কাপুরুষের ন্যায় পলায়ন করিতে দেখিয়াছ ? হে দারুকনন্দন ! যখন আমি নিতান্ত যুদ্ধাভিলাষী হইয়াছি, তখন আমাকে লইয়া তোমার সংগ্রাম পরিত্যাগ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য ; অতএব তুমি শীঘ্র রণস্থলে গমন কর।

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! দারুকনন্দন প্রদ্যুম্নের বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃদু-মধুর স্বরে কহিতে লাগিল, হে রুক্মিণীনন্দন! আমি সংগ্রামে অশ্ব চালন করিতে কিছুমাত্র ভয় করি না ও বৃষ্ণিবংশীয়দিগের যুদ্ধব্যবহার বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি, কিন্তু যৎকালে আপনি শাল্বের তীক্ষ্ণশরে আহত ও একান্ত অভিভূত হইয়াছিলেন, তখন সারথি সর্ব্বতোভাবে রথীকে রক্ষা করিবে, ইহা সারথিদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য ; এই উপদেশ মদীয় স্মৃতিপথে আরূঢ় হওয়াতে আমি রথ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি লব্ধসংজ্ঞ হইয়াছেন ; স্বেচ্ছানুসারে আমার অশ্ব চালনবিষয়ে নৈপুণ্য অবলোকন করুন। আমি দারুক হইতে জন্ম গ্রহণ ও শিক্ষা লাভ করিয়াছি ; নির্ভয়চিত্তে শাল্বরাজের প্রভূততর সৈন্য-সমূহ-মধ্যে প্রবেশ করিতেছি, দেখুন।

দারুকনন্দন এই বলিয়া, রশ্মি গ্রহণ-পূর্ব্বক অশ্ব চালন করিয়া যমক, যমকেতর, সব্য ও দক্ষিণপ্রভৃতি বিবিধ বিচিত্র মণ্ডল-গতি প্রদর্শন করিল। অশ্বগণ রশ্মি সঞ্চালন ও কষাঘাত-দ্বারা সারথির হস্তলাঘব বুঝিতে পারিয়া মহাবেগে গমন করিতে

লাগিল; দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা ক্ষুর-দ্বারা ভূতল স্পর্শ না করিয়া রোষভরে আকাশমার্গেই গমন করিতেছে। দারুক নন্দন সত্বরে শাল্বরাজের সৈন্যগণকে অপসব্যস্থ করিল; তদ্দর্শনে সকলে অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইল। তখন মহারাজ শাল্ব প্রদ্যুম্নের এইরূপ বিস্ময়কর কার্য্য দেখিয়া তাহার সারথির প্রতি তিনটী তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল। দারুকনন্দন শাল্বের বাণাঘাত গণ্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ অপসব্য হইতে অপসৃত হইল। সৌভরাজ পুনরায় আমার পুত্রের উপর বহুবিধ শর বর্ষণ করিতে লাগিল। তখন রুক্মিণীনন্দন প্রদ্যুম্ন হস্তলাঘব প্রদর্শনপূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে অর্দ্ধপথেই সেই সমুদায় শর ছেদন করিল। শাল্ব নৃপতি আপনার বাণসমুদায় ব্যর্থ দেখিয়া আসুরী মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় শরাসনে শর সন্ধান করিলে প্রদ্যুম্ন, দৈতেয় অস্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া ব্রাহ্ম অস্ত্র-দ্বারা তাহা অর্দ্ধপথে ছেদনপূর্ব্বক শাল্বের উপর অন্যান্য তীক্ষ্ণ অস্ত্র সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিল। সেই সমস্ত রুধিরপায়ী বাণ মস্তক, বক্ষঃ ও বক্ত্রে নিপতিত হইয়া ভূপতি শাল্বকে মূর্চ্ছিত ও ধরাতলে নিপাতিত করিল। নৃশংস শাল্ব নৃপতি নিপতিত হইয়াছে দেখিয়া প্রদ্যুম্ন আর এক অরাতি-নিপাতন শর সন্ধান করিল।

সমুদায় যাদবকর্ত্তৃক পূজিত ও আশীবিষবিষাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত সেই শর শরাসনে আরোপিত হইবামাত্র অন্তরীক্ষে হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র হইয়া নারদ ও বায়ুকে তথায় প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা রুক্মিণী নন্দন প্রদ্যুম্নের নিকট আগমন করিয়া তাহাকে দেবগণোপদিষ্ট বাক্য কহিতে লাগিলেন, হে মহাবীর! যদিও জগতীতলে এই বাণের অবধ্য কেহই নাই, তথাপি শাল্বরাজ কদাচ তোমার বধ্য নহে। ধাতা রণস্থলে কৃষ্ণের হস্তেই ইহার মৃত্যু নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন; কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। অতএব তুমি এই অমোঘবাণের প্রতিসংহার কর। প্রদ্যুম্ন তাঁহাদের বচনানুসারে অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট শরের প্রতিসংহার-পূর্ব্বক তূণমধ্যে সংস্থাপন করিল। তখন প্রদ্যুম্ন-শর-পীড়িত দুরাত্মা শাল্ব চেতনা লাভ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে সৌভপুরে আরোহণ করিয়া, দ্বারকাপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে গমন করিল।

বিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্! শাল্বের প্রস্থানান্তর আপনার রাজসূয় যজ্ঞাবসানে আমি দ্বারাবতী প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলাম; দ্বারকার সে শোভা নাই, বেদপাঠধ্বনি ও বষট্‌কার আর শ্রুতিগোচর হয় না, বরবর্ণিনী কামিনীগণের বেশ ভূষা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং তত্রত্য উপবন সকল অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন যৎপরোনাস্তি সন্দিহান হইয়া হৃদিকানন্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে

নরশার্দ্দূল! বৃষ্ণিবংশীয় নরনারীদিগকে অত্যন্ত অস্বস্থ দেখিতেছি; ইহার কারণ কি? বল। হার্দ্দিক্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া শাল্বরাজকর্ত্তৃক দ্বারকার অবরোধ ও বিমোচন পর্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিলেন। তদনন্তর আমি, রাজা আহুক, আনকদুন্দুভি, সকল বৃষ্ণিপ্রবীর ও পুরবাসী লোকদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া কহিলাম, হে যাদবগণ! তোমরা অপ্রমত্ত চিত্তে নগরে কালযাপন করিও, আমি শাল্বের বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইয়া চলিলাম, তাহাকে নিহত না করিয়া কখন দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিব না। আমি শাল্বসহ সৌভনগর সমভূমি করিয়া তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব; তোমরা এক্ষণে এই শত্রুভীষণা মহানিনাদ দুন্দুভিধ্বনি আরম্ভ কর। হে ভরতর্ষভ! তাঁহারা সকলে আমার বাক্যে আশ্বাসিত ও হৃষ্টচিত্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক আমাকে কহিলেন, তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর; অচিরাৎ শত্রু বিনষ্ট করিতে পারিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমি সেই পরমাহ্লাদিত বীরপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদে অভিনন্দিত হইয়া দ্বিজবরগণের নামোল্লেখপূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত সুগ্রীবসংযুক্ত রথে অধিরূঢ় হইলাম। তাহার নির্ঘোষে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং আমিও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিতে লাগিলাম। অনন্তর নিখিল চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিয়া ক্রমে ক্রমে নানা দেশ, তরুরাজি-বিরাজিত, ভূধরশ্রেণী-সুশোভিত সরোবর ও নদী সকল উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে মার্ত্তিকাবত নগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় শ্রবণ করিলাম যে, শাল্বরাজ সৌভনগরে আরূঢ় হইয়া সাগরান্তিকে গমন করিতেছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। সে প্রথমতঃ মহোর্ম্মির কুক্ষিতে যাইয়া পরে সৌভ আশ্রয় করিয়া সমুদ্রনাভিতে উপস্থিত হইল। সেই দুরাত্মা দূর হইতে আমাকে অবলোকন করিয়া হাসিতে হাসিতে বারংবার যুদ্ধার্থে আহ্বান করিতে লাগিল। আমি যুদ্ধে আহূত হইয়া শার্ঙ্গে জ্যারোপণপূর্ব্বক মর্ম্মভেদী বাণ সকল পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু তাহার একটীও পুর প্রাপ্ত হইল না, তদ্দর্শনে আমার রোষাবেশ হইল। তখন সেই দৈত্যাপসদও রোষপরবশ হইয়া আমার উপর অনবরত শরধারা বর্ষণ পূর্ব্বক মদীয় সৈনিক পুরুষ, সারথি ও অশ্ব সকল শরজালে আকীর্ণ করিল। তথাপি আমরা কিঞ্চিন্মাত্রও চিন্তিত না হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। পরে শাল্বের পদানুগ বীরপুরুষেরা আনতপর্ব্ব শত সহস্র শর যুগপৎ আমার উপর নিক্ষেপ করিল। তাহাদিগের মর্ম্মভেদী শরজালে আমার অশ্ব, রথ এবং দারুক প্রভৃতি সমুদায়ই আচ্ছাদিত ও এককালে অদৃশ্য হইল। ফলতঃ অশ্ব, রথ, সারথি ও সৈনিকেরা যে কে কোথায় রহিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং আমিও দৃষ্টির বহির্ভূত হইলাম। অনন্তর দিব্য শরাসনে মন্ত্রপূত অযুত শর সন্ধান-

পূর্ব্বক যথাবিধি নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম। হে ভারত! সৌভনগর প্রায় এক ক্রোশ ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিল, সুতরাং তথায় আমার সৈন্যদিগের গমন কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। রঙ্গভূমির সম্মুখস্থিত লোকেরা সিংহনাদ সদৃশ গম্ভীরস্বরে আমাকে আহ্লাদিত করিতে লাগিল। আমার করাগ্রবিনির্ম্মুক্ত শরসমূহ দানবদলের অঙ্গে শলভের ন্যায় প্রবিষ্ট হইল। তীক্ষ্ণধার বিশিখবিদ্ধ দানবসৈন্যের হলহলা শব্দে সৌভনগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল এবং ছিন্নভুজস্কন্ধ কবন্ধাকৃতি দানবেরা ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া সমুদ্রে নিপতিত হইবামাত্র জলচর জন্তুগণে ভক্ষণ করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি কুন্দেন্দুসমপ্রভ পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনি করিলাম। সৌভপতি স্বীয় সৈনিকপুরুষদিগকে নিপতিত দেখিয়া মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সেই যুদ্ধে অনবরত গদা, হল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, কুলিশ, পাশ, শর, পট্টিশ ও ভুষুণ্ডি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র নিপতিত হইতে লাগিল। আমি মায়াবলে শীঘ্র সেই দানবী মায়ার নিরাকরণ করিলে, সে গিরিশৃঙ্গদ্বারা যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল। অনন্তর কখন সমুদায় জগৎ গাঢ় তিমিরে আবৃত, কখন বা উজ্জ্বল আলোকে প্রদীপ্ত, কখন দুর্দ্দিন, কখন বা সুদিন, কখন শীতল, কখন বা উষ্ণ, কখন অঙ্গার, কখন বা পাংশু ও শস্ত্র সকল বর্ষণ হইতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপ মায়াবল আশ্রয় করিয়া, সে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। আমি সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াবলেই তৎসমুদায় বিনষ্ট করিলাম এবং সময়ানুসারে ঘোরতর বাণযুদ্ধদ্বারা চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলাম। হে মহারাজ! অনন্তর আকাশমণ্ডলে শত সূর্য্য সমুদিত হইল ও সহস্রাযুত তারকাপরিবৃত শত নিশাকর দীপ্তি পাইতে লাগিল। দিবারাত্র বা দিক্ সকল নির্ণীত হইল না। ইহাতে আমি মোহিত হইয়া প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম। হে কৌন্তেয়! অনিলপ্রভাবে যেমন কার্পাস উড্ডীন হয় তদ্রূপ সেই অস্ত্রজাত মহাবেগে সঞ্চারিত হইলে সেই যুদ্ধ তুমুল ও লোমহর্ষণ হইয়া উঠিল। হে রাজেন্দ্র! আলোক পাইয়া পুনর্ব্বার আমি শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন্! মহারিপু শাল্বরাজ আমার সহিত এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া পরিশেষে আকাশমার্গে প্রস্থান করিল। সেই বিজিগীষু মন্দবুদ্ধি রোষপরবশ হইয়া গদা, শূল, অসি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল আমার প্রতি নিক্ষেপ করিবামাত্র আমি তৎক্ষণাৎ সমুদায় আকাশগামী অস্ত্রের নিরাকরণ-পূর্ব্বক অন্তরীক্ষেই খণ্ড খণ্ড করিলাম, তাহাতে নভোমণ্ডল মহানিনাদে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অনন্তর সৌভেশ্বর নতপর্ব্ব শত সহস্র শরদ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও সারথিকে আকীর্ণ করাতে দারুক ভয়বিহ্বল হইয়া আমাকে কহিল, হে বীর! শাল্বের বাণে যৎপরো-

নাস্তি নিপীড়িত হইয়াছি, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে, আর অবস্থিতি করিতে পারি না, তবে কেবল রণ ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে নাই বলিয়া রহিয়াছি। সারথির এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, যে দারুকের আপাদ-মস্তক সমস্ত শরীর বাণে বিদ্ধ রহিয়াছে। সে দুর্ব্বিষহ বাণপীড়ায় নিতান্ত পীড়িত হইয়া রশ্মি ধারণ-পূর্ব্বক অনবরত রক্ত বমন করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত হওয়াতে যেন বৃষ্টিধারা-বিগলিত গৈরিকধাতুনিস্রবসংযুক্ত পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। হে মহারাজ! সারথিকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া আমি অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম।

অনন্তর দ্বারকানিবাসী এক জন আহুক-পরিচারক রথারোহণ-পূর্ব্বক বিষণ্ণ ভাবে সত্বরে আসিয়া সুহৃদের ন্যায় গদ্ গদ স্বরে আমাকে কহিতে লাগিল, হে মহাবীর কেশব! পিতৃসখ দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে যাহা কহিয়াছেন, শ্রবণ করুন।

হে বৃষ্ণিনন্দন! অদ্য আপনার অনুপস্থিতিরূপ অবকাশে শাল্বরাজ দ্বারকায় উপনীত হইয়া বলপূর্ব্বক শূরসুতকে নিহত করিয়াছে; অতএব যুদ্ধে আর প্রয়োজন নাই, আপনি ক্ষান্ত হউন, এক্ষণে দ্বারকা রক্ষা করাই আপনার প্রধান কার্য্য। আমি আগন্তুকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় দুর্ম্মনাঃ হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিতে পারিলাম না। সেই মহদপ্রিয় বাক্য শুনিয়া সাত্যকি, বলদেব ও মহারথ প্রদ্যুম্নকে মনে মনে কতই নিন্দা করিতে লাগিলাম, যেহেতু আমি তাঁহাদিগের প্রতি দ্বারকা ও পিতার রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ করিয়া সৌভ নিপাতনে নির্গত হইয়াছিলাম। এক্ষণে মহাবল বলদেব, সাত্যকি, রৌক্মিণেয়, চারুদেষ্ণ ও শাম্ব প্রভৃতি বীর পুরুষেরা জীবিত আছেন কি না, এই ভাবনায় আমার অন্তঃকরণ একান্ত উদ্ভ্রান্ত হইল। তাঁহারা সকলে জীবিত থাকিতে স্বয়ং বজ্রধারীও শূরসুতকে নিহত করিতে সমর্থ হয়েন না। অতএব এখন নিশ্চয় বুঝিলাম যে, শূরসুত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং বলদেব-প্রমুখ সকলেই সমরে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাজ! অনুক্ষণ সেই অতর্কিতচর সর্ব্বনাশ চিন্তা করিয়া আমি নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পুনরায় শাল্বসহ সমরসাগরে অবগাহন করিতেছি, ইত্যবসরে দেখিলাম, ক্ষীণপুণ্য যযাতি যেমন স্বর্গচ্যুত হইয়া মহীতলে পতিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সৌভ হইতে শূরসুত নিপতিত হইতেছেন। তাঁহার উষ্ণীষ মলীমস, পরিধেয় বস্ত্র শিথিল ও মূর্দ্ধজ সকল ইতস্ততঃ বিপ্রকীর্ণ হইয়াছে। পতনকালে তদীয় বাহুযুগল ও পাদদ্বয় প্রসারিত হওয়াতে তাঁহার রূপ শকুনির রূপের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল, তদ্দর্শনে আমার করতল হইতে শার্ঙ্গ স্খলিত হইল ও আমি মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া রথোপস্থে উপবেশন করিলাম। আমাকে মৃতকল্প দেখিয়া সৈন্যেরা হাহাকার করিতে লাগিল। হে মহাবাহো! শূলপট্টিশ-ধারী

শত্রুপক্ষীয় লোকেরা পিতাকে অত্যন্ত আঘাত করাতে আমার চৈতন্যলোপ হইয়া গেল।

ক্রমে মূর্চ্ছার অপনয় হইলে চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলাম, কিন্তু কোথায় বা সৌভ নগর, কোথায় বা সেই দুর্জ্জয় শত্রু শাল্ব ও কোথায় বা বৃদ্ধ পিতা শূরসুত, সকলই স্বপ্নের ন্যায় জ্ঞান হইতে লাগিল। তখন নিশ্চয় জানিলাম যে, ইহা কেবল মায়ামাত্র। এইরূপে লব্ধসংজ্ঞ হইয়া পুনর্ব্বার বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলাম।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর আমি রুচির কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সুরারি অসুরদিগের মস্তক ছেদন করিয়া সৌভ হইতে পাতিত এবং শাল্বরাজের বিনাশার্থ আশীবিষাকার ঊর্দ্ধগামী সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ নিক্ষেপ করিলাম। কিন্তু মায়াবলে সৌভ নগর যে কোথায় অন্তর্হিত হইল, কিছুই জানিতে না পারিয়া আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। তৎপরে অতি ভীষণাকার দানবেরা আসিয়া আমার সমক্ষে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহাদিগের বধার্থ সত্বরে শব্দসাহ অস্ত্র যোজনা করিবামাত্র শব্দ নিবৃত্ত ও শব্দকারী দানবেরাও নিহত হইল। সে শব্দ নিরস্ত হইলে অন্যত্র অপর শব্দ সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। এইরূপ অম্বরতল, ভূমণ্ডল, তির্য্যক্ প্রদেশ ও দশ দিক্, সর্ব্বত্র দানবনাদে নিনাদিত হইল। আমিও শরাঘাতে দুর্ব্বৃত্ত দানবদল নিহত করিলাম।

অনন্তর পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়া পুনরায় দৃষ্টিমোহয়িতা কামচারী সৌভ নগর দর্শন করিলাম। তথায় সেই দারুণাকৃতি দানবদল শিলাবর্ষণ-দ্বারা আমাকে আচ্ছন্ন করিলে, আমি বল্মীকের ন্যায় শিলাপরিবৃত হইয়া পর্ব্বততুল্য উপচীয়মান হইলাম ও আমার অশ্ব, রথ, সারথি, সকলেই শিলাখণ্ডে আচ্ছাদিত হইল। আমাকে শিলাবগুণ্ঠিত দেখিয়া বৃষ্ণিপ্রবীর মদীয় সৈনিকেরা সহসা ভয় পাইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। হে রাজন্! আমি দৃষ্টির অগোচর হইবামাত্র ত্রিদশালয়, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল হাহাকার শব্দে পরিপূর্ণ হইল। বান্ধবগণ আমার অদর্শনজনিত শোকে বিষণ্ণ হইয়া অশ্রুমুখে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বিপক্ষেরা হর্ষসাগরে ও আত্মীয়গণ বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি পশ্চাৎ শ্রবণ করিলাম, শাল্বরাজ এইরূপে জয় লাভ করিয়াছিল।

অনন্তর আমি ইন্দ্রদয়িত পাষাণবিদারক বজ্র উত্তোলন-পূর্ব্বক শিলা সকল খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ অশ্ব সকল দুর্ভর ভূধরভারে নিতান্ত আর্ত্ত ও একান্ত কম্পিতকলেবর হইয়াছিল। যেমন মেঘাবরণ বিদারণ-পূর্ব্বক সমুদিত-কমলিনী-নায়ক নিরীক্ষণ করিয়া লোকের অন্তঃকরণ প্রীতিপ্রফুল্ল হয়, তদ্রূপ আমাকে পর্ব্বত বিনির্ম্মুক্ত দেখিয়া, বান্ধবগণ হর্ষে পুলকিত হইলেন। সারথি পর্ব্বত-নিপীড়িত অশ্বগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তৎ-

কালোচিত বাক্যে আমাকে কহিল, হে বৃষ্ণিপ্রবীর! ঐ দেখ, সৌভপতি শাল্ব সচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতেছে, অতএব উপেক্ষার আর প্রয়োজন নাই; সরল ভাব ও বন্ধুতা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়-সহকারে শাল্বের প্রাণ সংহার কর, উহাকে জীবিত রাখা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ বোধ হইতেছে না। হে বীর! শত্রু সর্ব্বতোভাবে বধার্হ, সে দুর্ব্বল হইলেও বলবানের অনুপেক্ষণীয়। যে ব্যক্তি ত্বদীয় পাদপীঠে নতশিরাঃ হইয়া থাকিত, সেই এক্ষণে রণস্থলে উপনীত হইয়া তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেছে, অতঃপর আর কালাতিক্রম করা বিধেয় হয় না; তুমি শীঘ্র উহার বধসাধনে যত্নবান্ হও। হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ! যে তোমার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে ও যৎকর্ত্তৃক দ্বারকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সখা বিবেচনা করিও না, সেই দুরাত্মা কখনই ঋজুতায় বশীভূত হইবে না।

হে কৌন্তেয়! আমি সারথির এবম্বিধ বাক্য শ্রবণে সমুদায় উপদেশ যথার্থ বিবেচনা করিয়া সৌভ নিপাতনে ও শাল্ববধে কৃতনিশ্চয় হইয়া দারুককে কহিলাম, সারথে! তুমি মুহূর্ত্তকাল অবস্থিতি কর, আমি সকল নিপাত করিতেছি। অনন্তর দানবান্তকারী, অপ্রতিহতগতি, দিব্য আগ্নেয়াস্ত্র শরাসনে যোজনা করিলাম এবং যক্ষ, রাক্ষস, দানব ও বিপক্ষ রাজগণের ভস্মান্তকারী, অরাতিকুল-বিমর্দ্দন, সাক্ষাৎ কৃতান্তস্বরূপ, ক্ষুরধার চক্রকে অনুমন্ত্রণ-পূর্ব্বক, তুমি স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে সৌভ নগর ও তত্রস্থ সমস্ত রিপুগণ নিহত কর, এই কথা বলিয়া বাহুবলে সুদর্শনকে সৌভের প্রতি প্রেরণ করিলাম। সুদর্শন ব্যোমতলে উপনীত হইয়া যুগান্তকালোদিত দ্বিতীয় আদিত্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। করপত্র যেমন বিশাল দারু বিদারণ করে, তদ্রূপ সুদর্শন সৌভনগরের মধ্য স্থল বিদীর্ণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিল। ত্রিপুর যেমন মহাদেবের শরাঘাতে নিপতিত হইয়াছিল, সেইরূপ সুদর্শনদ্বারা দ্বিধাকৃত সৌভনগরও ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর চক্র আমার নিকট প্রত্যাগমন করিলে, আমি তাহাকে গ্রহণ করিয়া শাল্বোদ্দেশে নিক্ষেপ করিলাম। চক্র শাল্বকে দ্বিধাকৃত ও সমরশায়ী করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল দেখিয়া, ভগ্নমনোরথ উৎকলিকাকুল দানবেরা মদীয় শরনিপীড়িত হইয়া হাহকারপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। অনন্তর আমি সৌভসমীপে রথ সংস্থাপনপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিয়া বান্ধবগণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলাম। তত্রত্য স্ত্রীগণ, মেরু-শিখরাকার ভগ্ন অট্টালিকার গোপুর সকল দহ্যমান হইতেছে, নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। এইরূপে সৌভ নিপতিত ও শাল্ব নরাধিপ নিহত হইলে, দ্বারকায় প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সুহৃদ্‌বর্গের প্রীতি বর্দ্ধন করিলাম। হে রাজন! এই সমস্ত কারণবশতঃ আমি বারণাবতে আগমন করিতে পারি নাই, যদি তৎকালে উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে দুরাত্মা দুর্য্যোধন জীবিত থাকিত না; অথবা স্যুদশিব-বিধা-

ক্ষিনী দ্যূতক্রীড়া কদাচ ঘটিত না ; এক্ষণে কি করিব, সেতু ভিন্ন হইলে, জলবেগ নিবারণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া- তাঁহাকে অভিবাদন ও অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে যথাবিধি আমন্ত্রণপূর্ব্বক বিদায় হইলেন। ধর্ম্মরাজ ও ভীমসেন তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, অর্জ্জুন আলিঙ্গন, নকুল ও সহদেব অভিবাদন, ধৌম্য তাঁহার যথোচিত সম্মান এবং দ্রৌপদী প্রণয়সুশীতল অশ্রুবিমোচন-দ্বারা কৃষ্ণের সৎকার করিলেন। পুরুষোত্তম মধুসূদন পাণ্ডবগণকর্ত্তৃক এইরূপ পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক সুভদ্রা ও অভিমন্যু-সমভিব্যাহারে সুগ্রীব-সংযুক্ত মনোহর কাঞ্চনরথে আরোহণ-পূর্ব্বক দ্বারকায় যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণ প্রস্থান করিলে ধৃষ্টদ্যুম্ন আত্মীয় স্বজন-সমভিব্যাহারে স্বপুরে ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডবদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় ভগিনী নকুলভার্য্যা করেণুমতীকে লইয়া রমণীয় শক্তিমতী নগরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কেকয়েরা যুধিষ্ঠিরের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও জনপদ-বাসীদিগকে পুনঃ পুনঃ বিদায় করিলেও তাঁহারা কোন ক্রমে পাণ্ডবসহবাস পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া একত্র কাম্যকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করিয়া ভৃত্যবর্গের প্রতি রথ-সজ্জা করিবার আদেশ দিলেন।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব প্রস্থান করিলে ভূপতিসঙ্কাশ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্য বেদবেদাঙ্গাদিবেত্তা ব্রাহ্মণগণকে অষ্টাধিকশত সুবর্ণ, বসন ও গো সমূহ প্রদান করিয়া, মনোজ্ঞ তুরঙ্গযোজিত মহামূল্য রথে আরোহণপূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলেন। বিংশতি জন অনুচর, ধনুঃ, শর, মৌর্ব্বী, শস্ত্র ও যন্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া অনুবর্ত্তী হইল এবং ইন্দ্রসেন ত্বরাপূর্ব্বক রাজপুত্রীর বস্ত্রনিচয়, ধাত্রী, দাসী ও ভূষণ লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক পশ্চাৎ গমন করিল। মহাত্মা পৌরগণ যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলে, কুরুজাঙ্গলের প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণগণ প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান রাখিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত তাঁহাদিগের সৎকার সমাধানপূর্ব্বক কুরুজাঙ্গলবাসীদিগকে নয়নগোচর করিয়া গমনে বিরত হইলেন। পুত্রকে নয়নগোচর করিলে পিতার যেরূপ ভাবোদয় হয়, কুরুজাঙ্গলবাসী প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তাদৃশ ভাব প্রকটিত হইতে লাগিল। প্রজাগণও পুত্রের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের চতুর্দ্দিকে লজ্জিত ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া গলদশ্রুমুখে কহিতে লাগিল, "হা নাথ! হা ধর্ম্ম! আপনি পুত্রসদৃশ প্রজাগণ, পৌরজন ও জনপদবাসী লোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন

করিতেছেন। নৃশংসবুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকে ধিক্; সেই পাপাত্মারা এই ধর্ম্মাত্মার ঈদৃশ অনর্থ চিন্তা করিতেছে। সৎকর্ম্মশালী মহাত্মা ধর্ম্মরাজ কৈলাসসদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্থ নগর ও দেবরক্ষিত ময়-দানব-বিনির্ম্মিত অপ্রতিম সুরসভাসদৃশ সভা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে গমন করিতেছেন?

তাঁহাদের বাক্যাবসানে মহাতেজাঃ অর্জ্জুন উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে দ্বিজাতিগণ! হে ধর্ম্মার্থবিৎ তপস্বিগণ! রাজা যুধিষ্ঠির অরণ্যমধ্যে বাস করিয়া বলপূর্ব্বক অরাতিগণের যশোরাশি গ্রহণ করিবেন। যাহাতে আমাদিগের এই উৎকৃষ্ট মনোরথ সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, আপনারা সকলে প্রসন্ন হইয়া একবাক্যে তাহাই বলুন।

অর্জ্জুনের বাক্যাবসানে ব্রাহ্মণেরা সকলেই বিষণ্ণ ভাবে অভিনন্দন-পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে প্রদক্ষিণ করিলে, রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিলেন। অনন্তর তাঁহারা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে প্রিয়সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুরুজাঙ্গলনিবাসীরা প্রস্থান করিলে, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে কহিতে লাগিলেন, আমাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বিপিনে বাস করিতে হইবে, অতএব নানাবিধ মৃগপক্ষি-সমাকীর্ণ, বহু পুষ্পফলোপেত, সজ্জনগণাশ্রিত, কল্যাণকর, এক স্থান অন্বেষণ কর, যে স্থানে আমরা সুখসচ্ছন্দে এই কয়েক বৎসর অতিবাহিত করিতে পারি।

ধনঞ্জয় মনস্বী মানবগুরু ধর্ম্মরাজকে গুরুজনোচিত সম্মান করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনি প্রতিনিয়ত দ্বৈপায়নপ্রভৃতি বৃদ্ধ মহর্ষিগণ ও ব্রাহ্মণনিবহের সহবাস লাভ করিয়া থাকেন; মনুষ্যলোকে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। বিশেষতঃ যিনি প্রতিদিন ব্রহ্মলোক, দেবলোক, গন্ধর্ব্বলোক, অপ্সরোলোকপ্রভৃতি সকল ভুবনের সর্ব্ব স্থানে পর্য্যটন করেন, সেই মহাতপাঃ নারদ আপনার উপাসিত; আপনি ব্রাহ্মণগণের অনুভাব ও প্রভাব বিশেষরূপে অবগত আছেন; কোন স্থানে গমন করিলে সুখ সচ্ছন্দতা লাভ হইতে পারিবে, তাহা আপনিই জানেন; অতএব আপনি যে স্থানে বাস করিতে বাসনা করেন, আমরাও তথায় বাস করিব। কিন্তু অনতিদূরবর্ত্তী, সাধুজনাকীর্ণ, জলাশয়শালী, ফলকুসুম-শোভিত ও দ্বিজগণ-নিষেবিত দ্বৈতবন অতি পবিত্র স্থান; যদ্যপি আপনি অনুমতি করেন, তবে ঐ স্থানে বাস করিলে অনায়াসে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইতে পারিবে, সন্দেহ নাই। ইহা শ্রবণ করিয়া যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পার্থ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাতে আমি সম্মত আছি, অতএব চল, এক্ষণে আমরা দ্বৈতবনে গমন করি।

অনন্তর ধর্ম্মচারী পাণ্ডবগণ পবিত্র

সরোগণ্ডিত সুরম্য দ্বৈতবনে বাস করিবার অভিলাষে সাগ্নিক, নিরগ্নিক, স্বাধ্যায়ী, ভিক্ষু এবং অন্যান্য শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে দ্বৈতবনে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন; বর্ষাপ্রারম্ভে তমাল, তাল, আম্র, মধূক, নীপ, কদম্ব, সর্জ্জ, অর্জ্জুন, কর্ণিকার প্রভৃতি মহীরুহ সকল প্রফুল্ল কুসুমসমূহে সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে; ময়ূর, দাত্যূহ, চকোর, কোকিল প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ উত্তুঙ্গ পাদপশিখরে উপবেশন করিয়া মধুর স্বরে গান করিতেছে; গিরিবরাকার মদমত্ত মাতঙ্গগণ করেণুযূথের সহিত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। মনোহর ভোগবতাতীরে চীরজটাধারী পুণ্যাত্মা ধার্ম্মিকদিগের আশ্রমে কত শত সিদ্ধর্ষিগণ অবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর মহাত্মা অজাতশত্রু, ভ্রাতা ও অন্যান্য সমভিব্যাহারীদিগের সহিত রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল, যেন অমরনাথ অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিলেন। সিদ্ধচারণগণ মনস্বী যুধিষ্ঠিরের দর্শনমানসে আগমন করিলেন ও বনবাসীরা তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অভিবাদনপূর্ব্বক সকলের সহিত কাননমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও অনুচরগণ একান্ত ক্লান্ত হইয়া ফলকুসুমসুশোভিত মহীরুহমূলে উপবেশন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণ আসিয়া যথাযোগ্য সম্মান-পুরঃসর স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাগিরি যেমন করিবরসমূহে বেষ্টিত হইয়া শোভমান হয়, তদ্রূপ পাণ্ডবগণ-পরিবেষ্টিত সেই লতাবনত মহাবৃক্ষও সুশোভিত হইয়াছিল।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুখাসীন ইন্দ্রসম নরেন্দ্রপুত্র পাণ্ডবগণ স্বাস্থ্যদায়ক সরস্বতীতীরস্থ শালবনে অবস্থিতি করিয়া অতিকষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। মহানুভব যুধিষ্ঠির সেই কাননমধ্যে যতি, মুনি ও বরিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে প্রভূততর ফলমূল-দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন ও সমৃদ্ধতেজাঃ ধৌম্য মহাশয় মহারণ্যবাসী পাণ্ডবগণের ইষ্টি, পৈত্র ও দৈবক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করাইতেন।

একদা অলোকসামান্য জ্বলিতহুতাশনসদৃশ প্রভাসম্পন্ন পুরাণ ঋষি মহাত্মা মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবসকাশে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সুরঋষি মানবপূজিত মহামুনিকে পূজা করিলে, তিনি তপস্বিসমাজমধ্যগত পাণ্ডবগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামচন্দ্রকে স্মরণপূর্ব্বক হাস্য করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বিমনাঃ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি কি জন্য তপস্বিগণ-সমক্ষে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন? তপস্বিগণ আপনার হাস্য দেখিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বৎস! আমি

আহ্লাদিত হই নাই, হাস্যও করি নাই এবং হর্ষজনিত দর্পও আমাকে অভিভূত করে নাই; অদ্য তোমার এই আপদ্ অবলোকন করাতে সত্যব্রত দাশরথি আজি আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইলেন। তিনি ধনুর্দ্ধর ইন্দ্রের সমান, শমনের নেতা, নমুচির হন্তা, মহাত্মা ও নিষ্পাপ; পুরাকালে তাঁহাকেও পিতার আদেশক্রমে লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের কাননমধ্যে পর্য্যটন করিতে দেখিয়াছি। সেই মহানুভব রামচন্দ্র সমরে দুর্জ্জয় হইয়াও নানাবিধ ভোগ-সুখ পরিত্যাগপূর্ব্বক বনচারী হইয়াছিলেন। নাভাগ, ভগীরথ প্রভৃতি মহাত্মারা সসাগরা ধরিত্রীর একাধিপতি হইয়াও সত্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত লোক জয় করিয়াছিলেন। সকলে যাঁহাকে অলর্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিত, সেই কাশিকরূষরাজ সমস্ত রাজ্য ও ধন পরিত্যাগ করিয়া সত্যব্রত প্রতিপালন করিয়াছিলেন। বিধাতা যে নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আকাশেই প্রকাশমান হইতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত পর্ব্বত তুল্যকায় নাগ সকল বিধাতার অনুশাসনেই চলিতেছে; সমস্ত ভূতগণ বিধিকৃত বিধানের অনুবর্ত্তী হইয়াই স্বকুলোচিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে। ইঁহারা কেহ কখন অধর্ম্ম আচরণ করেন নাই; অতএব সমর্থ হইয়াছি বলিয়া কদাচ অধর্ম্মাচরণ করিবে না। হে কৌন্তেয়! তুমি সত্য, ধর্ম্ম, সদ্ব্যবহার ও লজ্জা-দ্বারা সকল লোককে অতিক্রম করিয়াছ; তোমার তেজঃ ও যশঃ প্রচণ্ড দিনপতির ন্যায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে ক্লেশকর বনবাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, পুনরায় পুরুষকার সহকারে কৌরবগণের দেদীপ্যমান রাজলক্ষ্মী গ্রহণ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তপস্বিগণ-সমক্ষে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সকলকে সম্ভাষণ করিয়া উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পাণ্ডবগণ দ্বৈতবনে বাস করিলে সেই মহারণ্য ব্রাহ্মণগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের উচ্চারিত ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মলোকের ন্যায় পবিত্র হইয়া উঠিল। এক দিকে শ্রুতিসুখাবহ মনোহর ব্রাহ্মণগণোচ্চারিত ঋক্, যজুঃ, সামধ্বনি, অন্য দিকে নরেন্দ্রনন্দনগণের শরাসন-বিনিঃসৃত অতি ভীষণ জ্যানির্ঘোষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। ফলতঃ ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল।

একদা রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া সায়ন্তন বিধির অনুষ্ঠান করিতেছেন; এমত সময়ে দাল্ভ্যবংশীয় বক নামক মুনি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! দ্বৈতবনবাসী তপস্বীদিগের হোমবেলা সমুপস্থিত; দেখুন, হোমহুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে; আপনার রক্ষিত ভৃগু, অঙ্গিরাঃ বশিষ্ঠ,

কশ্যপ, অগস্ত্য ও অত্রিবংশীয় ব্রতধারী তপস্বিগণ এবং ব্রাহ্মণপুঙ্গবেরা আপনার সহিত মিলিত হইয়া এই পরম পবিত্র দ্বৈতবনে ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন। এই অবসরে আমি আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ সদুপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যেমন হুতাশন সমীরণসহকৃত হইয়া অরণ্যানী দগ্ধ করে, সেইরূপ ব্রহ্মতেজঃ ও ক্ষত্রতেজঃ পরস্পর মিলিত হইলে উগ্রতর হইয়া অরাতিগণকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। কেহই ব্রাহ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া এই লোক বা পরলোক জয় করিতে পারে না; যিনি ধর্ম্মার্থবিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া মোহজাল ছেদন করিয়াছেন, রাজারা সেই দ্বিজকে লাভ করিয়াই সপত্নগণের সংহার সাধন করেন। বলি-রাজ প্রজাপালন-নিবন্ধন মোক্ষ ধর্ম্ম আচরণ করিবার জন্য ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য তীর্থের সেবা করেন নাই। তাঁহার কামনা পরিপূর্ণ ও রাজলক্ষ্মী অক্ষয় হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণপ্রসাদে সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে তিনি ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদোষ ব্যবহার করিয়াই একবারে বিনষ্ট হইয়া গেলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী পৃথিবী দ্বিজসেবা-পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে ভজনা করে না; ব্রাহ্মণ যাঁহাকে নীতিশিক্ষায় সুশিক্ষিত করেন, সসাগরা ধরা তাঁহারই নিকটে নত হইয়া থাকে। অঙ্কুশাহত কুঞ্জর যেমন হীনবল হয়, সেইরূপ সঙ্গ্রামসময়ে ব্রাহ্মণবিহীন ক্ষত্রিয়েরা ক্ষীণবল হইয়া থাকে। অনুপম ব্রাহ্মণের কৃপাবলোকন ও অপ্রতিম ক্ষাত্রবল একত্র মিলিত হইলে সংসারের সুখসচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়। যেমন অনলরাশি অনিলসাহায্যে দাহ্য বস্তু দগ্ধ করে, সেইরূপ রাজমণ্ডল ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া ফেলে। মেধাবী ব্যক্তি অলব্ধ বিষয়ের লাভ ও লব্ধ বিষয়ের পরিবর্দ্ধনজন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট যথার্থ হিতকর ও জ্ঞানজনক উপদেশ গ্রহণ করিবে। অতএব আপনিও অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি, প্রাপ্ত বিষয়ের উন্নতি ও যথাযোগ্য পাত্রে দানের নিমিত্ত যশস্বী, বেদবিৎ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে ভক্তিশ্রদ্ধা করুন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! আপনি সতত ব্রাহ্মণগণের প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন, এইজন্য আপনার যশোরাশি সর্ব্বলোকে প্রথিত ও দীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে।

অনন্তর ব্রাহ্মণগণ দাল্ভ্যবংশীয় বক মুনিকে পূজা করিলেন এবং তিনি রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সকলে অধিকতর প্রীতমনাঃ হইলেন। যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের অর্চ্চনা করেন, সেইরূপ দ্বৈপায়ন, নারদ, জামদগ্ন্য, পৃথুশ্রবাঃ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতাঃ, সহস্রপাৎ, কর্ণশ্রবাঃ, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারীত, স্থূলকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক্, সুবাক্, বৃহদশ্ব, বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতাঃ, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন প্রভৃতি মুনিগণ ও অনেকানেক ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যথাযোগ্য সৎকার করিলেন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, শোকাভিভূত বনবাসী পাণ্ডবগণ সায়ং সময়ে কৃষ্ণার সহিত উপবিষ্ট হইয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিলেন। অনন্তর মনোরমা বিদ্যাবতী পতিব্রতা পাঞ্চালী যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি নাথ! দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নৃশংস! আমাদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট, অজিনধারী ও বনচারী করিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত বা অনুতাপিত হয় নাই। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; তথাপি সে দুর্ম্মতি যখন তোমার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিল, তখন তাহার হৃদয় লৌহনির্ম্মিত, সন্দেহ নাই। হা নাথ! তুমি কখন দুঃখের মুখাবলোকন কর নাই, কিন্তু এক্ষণে সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন সুহৃদ্গণের সহিত একত্র আসীন হইয়া তোমাকে দুর্ভেদ্য দুঃখশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইয়াছে। তুমি যখন বনগমনের নিমিত্ত মৃগচর্ম্ম পরিধান করিয়া নির্গত হইলে, তখন কেবল দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজন কঠোরহৃদয় পাপাত্মার অশ্রুপাত হয় নাই; কিন্তু আর সমুদায় কৌরবেরই নয়ন হইতে অবিরল-ধারে শোকসলিল বিগলিত হইয়াছিল। হে মহাভাগ! তোমার এই নূতন শয্যা ও কুশময় আসন অবলোকন করিয়া সেই পুরাতন শয্যা ও নানাবিধ রত্নমণ্ডিত সিংহাসন আমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইতেছে। আমি আর শোকবেগ সংবরণ করিতে পারি না। হা নাথ! পূর্ব্বে তোমাকে সভামধ্যে রাজমণ্ডলীতে পরিবৃত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া কিরূপে শান্তি লাভ করিতে পারি? পূর্ব্বে তোমাকে চন্দনচর্চ্চিত, সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ও শুভ্র কৌশেয় বসনে সুসজ্জিত দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে ধূলিধূসরকলেবর ও চীরধারী দেখিতে হইল! হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে তোমার গৃহে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থেরা সুবর্ণপাত্রে অভিলাষানুরূপ সুস্বাদু দোষহীন অন্ন-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন এবং যথাযোগ্য সহস্র প্রকার সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, এক্ষণে সে সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া, কি আমার অন্তঃকরণে শান্তির উদয় হইতে পারে? কুণ্ডলধারী যুবা সূপকার সকল তোমার যে ভ্রাতৃগণকে সমীচীনরূপে প্রস্তুত নানাবিধ অন্ন ভোজন করাইত, সেই দুঃখানভিজ্ঞ চিরসুখী ভ্রাতৃগণ এক্ষণে বন্য ফলমূলাদিদ্বারা জীবন ধারণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া আমার শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। যে ভীমসেন বিবিধ যান ও উচ্চাবচ বসনদ্বারা সৎকার প্রাপ্ত হইতেন, ও যিনি সমরে সমস্ত কুরুকুলকে উন্মূলিত করিতে পারেন, তিনি এক্ষণে বনবাসী হইয়া স্বয়ং দাসোচিত কর্ম্ম সকল নির্ব্বাহ করিতেছেন, ইহা দর্শন করিয়াও কেন তোমার রোষানল প্রজ্বলিত হইতেছে না? তিনি কেবল

তোমার প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়া ঈদৃশ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছেন। যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু অর্জ্জুনের সমকক্ষ; যিনি শরসন্ধানে লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত সমরে কালান্তক যমোপম, যাঁহার শস্ত্রপ্রতাপে সমস্ত পার্থিব অবনত হইয়া তোমার যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছিল, যিনি এক রথে দেবতা, মনুষ্য ও সর্পগণকে পরাজয় করিয়া দেবদানব-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছেন, যিনি অদ্ভুতাকার রথ, তুরঙ্গ ও মাতঙ্গে পরিবৃত হইয়া সমরে বিচরণ করিতেন, যিনি ভূপতিগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি এককালে পঞ্চ শত শর নিক্ষেপ করিতে পারেন, হা নাথ! তিনি তপস্বিবেশে বনবাসী হইয়াছেন দেখিয়াও কেন তোমার ক্রোধপাবক প্রদীপ্ত হইতেছে না? শ্যামকলেবর তরুণবয়স্ক নকুল ও প্রিয়দর্শন শৌর্য্যশালী সহদেব, এই সুকুমার মাদ্রীকুমারদ্বয় চিরসুখী হইয়াও বনবাসক্লেশে অতিমাত্র ক্লিষ্ট হইতেছেন, ইহা দেখিয়া কি নিমিত্ত ক্ষমাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ, বলিতে পারি না। আমি দ্রুপদরাজদুহিতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী, ও ব্রতশালিনী হইয়া বনচারিণী হইলাম, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? হে পাণ্ডবনাথ! যখন আমাকে ও ভ্রাতৃগণকে এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত দেখিয়াও তোমার মনঃ ব্যথিত হইতেছে না, তখন বুঝিলাম, তুমি নিতান্ত ক্রোধশূন্য, তাহার সন্দেহ নাই। লোকে প্রসিদ্ধই আছে, ক্রোধশূন্য ক্ষত্রিয় নাই, কিন্তু তোমাতে তাহার বৈপরীত্য দেখিতেছি। যে ক্ষত্রিয় সমুচিত সময়ে তেজঃ প্রদর্শন না করে, সে সমুদায় লোকের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হয়; অতএব শত্রুগণের প্রতি ক্ষমা করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। এক্ষণে তেজঃ প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করাই উচিত কর্ম্ম, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু সময় বিশেষে ক্ষমাও অবলম্বন করিতে হইবে, কেন না, যে ক্ষত্রিয় ক্ষমাকালে ক্ষমাবলম্বন না করেন, তিনি সর্ব্বভূতের অপ্রিয় হইয়া ইহ কালে বা পরকালে বিনাশ প্রাপ্ত হন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, এই স্থলে পৌরাণিকেরা বলিপ্রহ্লাদসংবাদ-নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এক্ষণে তাহা বর্ণন করি, শ্রবণ করুন। একদা দানবরাজ বলি, ধর্ম্মজ্ঞ স্বীয় পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! ক্ষমা ও তেজঃ এই উভয়ের মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয়স্কর? এবিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিয়াছে, আপনি অনুকম্পা প্রদর্শনপূর্ব্বক আদ্যোপান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করুন। আপনি এবিষয়ে যাহা শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া আদেশ করিবেন, আমি মহাশয়ের নিদেশানুসারে অসন্দিগ্ধ চিত্তে তাহারই সম্যক্ অনুষ্ঠান করিব। সর্ব্বজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলি-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত

হইয়া কহিলেন, হে বৎস! নিরবচ্ছিন্ন তেজঃ আশ্রয় করিলে কদাচ শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না এবং একমাত্র ক্ষমা অবলম্বনেও শুভ লাভের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত কেবল ক্ষমা আশ্রয় করিয়া কাল যাপন করে, সে বহুবিধ দোষের আকর হইয়া উঠে। ভৃত্য, উদাসীন ও শত্রুগণ তাহাকে অনায়াসেই পরাভব করিয়া থাকে; কোন ব্যক্তিই তাহার বশীভূত হয় না; এই নিমিত্ত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতেরা নিরন্তর ক্ষমা অবলম্বন করা অতি বিগর্হিত কর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভৃত্যেরা ক্ষমাশীল প্রভুকে অনাদর করিয়া বহুবিধ দোষজনক কর্ম্ম করিয়া থাকে। ক্ষুদ্রাশয় লোকেরা সতত তাঁহার অর্থ অপহরণ করিবার অভিলাষ করে। হীনমতি অধিকৃত পুরুষেরা ক্ষমাপর প্রভুর যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয়ন, আসন, ভোজন, পান ও অন্যান্য উপকরণ দ্রব্য সকল স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণ করে। তাহারা স্বামীর আদেশ লাভ করিয়াও আদিষ্ট দেয় দ্রব্যজাত অন্যকে প্রদান করিতে পরাঙ্মুখ হয়। তাহারা তাঁহাকে সমুচিত উপচার-দ্বারা কদাচ অর্চ্চনা করে না। হে বৎস! লোকে যে অবজ্ঞাকে মরণ অপেক্ষাও গর্হিত বিবেচনা করিয়া থাকে, ক্ষমাপর প্রভুকে সেই অবজ্ঞার ভাজন হইতে হয়। প্রেষ্য, পুত্র, ভৃত্য ও উদাসীন, সকলেই ঈদৃশ ক্ষমাশীল স্বামীকে কটু বাক্য প্রয়োগ করে। তাঁহাকে পরাভব করিয়া সকলেই তদীয় ভার্য্যাকে গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ও তাঁহার ভার্য্যাও স্বেচ্ছাচারিণী হয়। যদি ক্ষমাপর প্রভু দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্প দণ্ডও না করেন, তাহা হইলে সে ক্রমশঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া বহুবিধ দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহারই অপকার করিতে চেষ্টা করে। অতএব হে বৈরোচনে! ক্ষমাশীল ব্যক্তির এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ দৃষ্ট হইতেছে।

এক্ষণে ক্ষমাহীন ব্যক্তিদিগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর, রজোগুণপরিবৃত ক্রোধী যদি নিরবচ্ছিন্ন স্বীয় তেজ-দ্বারা দণ্ডার্হ বা দণ্ডানর্হ উভয়বিধ ব্যক্তির প্রতি নানাপ্রকার দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে তাঁহার বান্ধববর্গের সহিত বিরোধ হইয়া উঠে। তিনি ক্রমশঃ আত্মীয় ও অন্যান্য লোক হইতে বিরাগ সংগ্রহ করিতে থাকেন ও অনেকেরই অবমাননা করেন, সুতরাং তাঁহাকে অর্থহান, তিরস্কার, অনাদর, সন্তাপ, দ্বেষ এবং মোহের বিষয়ীভূত হইতে হয় ও অনেকেই তাঁহার শত্রুশ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া উঠে। যিনি ক্রোধভরে অন্যায়-পূর্ব্বক মনুষ্যকে বহুবিধ দণ্ডপ্রদান করেন, তিনি অচিরাৎ স্বজন, ধন ও প্রাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হয়েন, সন্দেহ নাই। যিনি উপকর্ত্তা ও হন্তা উভয়ের প্রতি নিরবচ্ছিন্ন তেজই প্রকাশ করিয়া থাকেন, গৃহান্তর্গত ভুজঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই ভীত হয়। যাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া সকলেরই শঙ্কা উপস্থিত হয়, তাঁহার আর ঐশ্বর্য্য লাভের প্রত্যাশা করা

কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। সুযোগ পাইলেই লোকে তাঁহার অপকার করিতে কোন ক্রমে ত্রুটি করে না। অতএব এক বারে তেজঃ প্রদর্শন করা অথবা এক বারে মৃদু স্বভাব অবলম্বন করা উভয়ই একান্ত বিরুদ্ধ; হে বৎস! সময়ানুসারে তেজস্বিতা বা মৃদু ভাব আশ্রয় করিবে। যিনি যথাযোগ্য কালে মৃদুভাবাবলম্বী বা রোষপরবশ হয়েন, তিনিই ইহ কাল ও পর কালে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন।'

পণ্ডিতেরা যাহা অপরিত্যাজ্য ও অনুল্লঙ্ঘনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, এক্ষণে সবিস্তরে সেই সমস্ত ক্ষমার অবসর কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎস! পূর্ব্বে যে ব্যক্তি তোমার বহুবিধ উপকার সাধন করিয়া পরে কোন গুরুতর অপরাধে পতিত হয়, তাহার উপকার করিয়া সেই অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ অন্যের নিকটে অপরাধী হয়, তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ সকলে শ্রেয়স্করী বুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। কিন্তু যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহার অপলাপে প্রবৃত্ত হয়, অপকার অল্প হইলেও সেই সকল পাপাত্মা কুটিল লোকদিগকে সংহার করিবে। প্রথমাপরাধে সকল প্রাণীকেই ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু দ্বিতীয়াপরাধ অণুমাত্র হইলেও অপরাধীকে বধ্য বলিয়া স্থির করিবে। যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ কোন প্রকার অপরাধ করে, তাহা হইলে উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে ক্ষমা করা বিধেয়। সামরূপ উপায় দ্বারা কি উগ্রস্বভাব, কি মৃদুস্বভাবসম্পন্ন, সকলকেই সংহার করা যায়। জগতীতলে সামের অসাধ্য কিছুই নাই, অতএব সামই বলীয়ান্ উপায়। তথাপি দেশ, কাল ও স্বীয় বলাবল বিবেচনা করিয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, কারণ দেশ কাল ভিন্ন অন্য পদার্থে এ বিষয়ের ফলোপযোগিতা কিছুমাত্র নাই, অতএব দেশ কালের প্রতীক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এইরূপ লোকভয়েরও অপেক্ষা করিয়া অপরাধীকে ক্ষমা করিবে! হে বৎস! ক্ষমার এই সমস্ত অবসর নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; ইহার বিপরীত হইলেই তেজঃ প্রকাশের অবসর বিবেচনা করিবে।

দ্রৌপদী এইরূপে উল্লিখিত উপাখ্যান সমাপন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহারাজ! আমার বোধ হয়, আপনার তেজঃ প্রকাশেরই সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা নিয়তই অর্থগৃধ্নু হইয়া তোমাদিগের নানাপ্রকার অপকার করিয়া আসিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে ক্ষমা করা আর কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। এক্ষণে তেজের সময় উপস্থিত, তেজঃ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। মৃদু হইলে লোকে অবজ্ঞা করে ও উগ্র-স্বভাবসম্পন্ন হইলে তাহাকে দেখিয়া সকলেই শঙ্কিত হয়, অতএব সময়ানুসারে যিনি মৃদুতা বা উগ্রতা প্রকাশ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ প্রকৃতিরঞ্জন মহীপতি, তাহার সন্দেহ নাই!

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়ে! ক্রোধ মনুষ্যকে সংহার করে ও ক্রোধই মঙ্গলের কারণ হয়, সুতরাং সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা ক্রোধ হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করিতে সমর্থ হয়, তাহারই মঙ্গল; কিন্তু যাহার ক্রোধাবেগ ধারণ করিবার সামর্থ্য নাই, নিদারুণ ক্রোধ তাহারই অমঙ্গলের কারণ হয়। ক্রোধই প্রজাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে; অতএব হে শোভনে! মাদৃশ ব্যক্তি কিরূপে লোক-বিনাশন ক্রোধহুতাশন অবলম্বন করিয়া কালাতিপাত করিবে? মানবগণ ক্রোধাবিষ্ট হইলে অশেষবিধ পাপানুষ্ঠান ও গুরুজনদিগেরও প্রাণ বিনাশ করিতে পারে; অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ লোকেরও অবমাননা করিয়া থাকে। রোষপরবশ ব্যক্তির কদাচ বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান ও অকার্য্যের বিচারণা থাকে না। সে ক্রোধপূর্ব্বক অবধ্যের বধ ও বধ্যের সৎকার করিয়া থাকে। অধিক কি, ক্রোধানল উত্তেজিত হইলে ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অনায়াসে আপনাকেও শমনসদনে প্রেরণ করে। এই সমস্ত দোষ প্রদর্শনপূর্ব্বক অশেষ জ্ঞানশালী পণ্ডিতেরা ক্রোধকে পরাজয় করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিতেছেন; অতএব এই সকল দোষ দেখিয়া আমি কিরূপে সাধুজন-বিগর্হিত ক্রোধ অবলম্বন করি। হে দ্রৌপদি! এই সমস্ত বিষয় পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া আমি ক্রোধানল শীতল করিয়াছি। যে ব্যক্তি ক্রোধীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ না করে, সে আত্ম-পর উভয়কেই মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে; সুতরাং সে ব্যক্তি আত্ম পর উভয়েরই উপকারক হইয়া উঠে। যদি রোষপরবশ দুর্ব্বল মূঢ় ব্যক্তি বলবান্ লোকের নিকট পরাভূত হইয়া ক্লেশ ভোগ করে, তাহা হইলে সে স্বতঃই আত্মহত্যা করিয়া থাকে। সেই অসংযত চিত্ত আত্ম-ঘাতীর পরলোক নষ্ট হয়; অতএব হে দ্রৌপদি! দুর্ব্বলের ক্রোধ সংবরণ করাই বিধেয়। বলশালী বিদ্বান্ ব্যক্তি অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যদি ক্রোধপরবশ ও ক্লেশ-দাতাকে বিনাশ করিতে উদ্যত না হন, তাহা হইলে তিনি পরলোকে আনন্দ-সন্দোহ লাভ করিয়া সুখে কাল যাপন করেন। অতএব আপৎকাল উপস্থিত হইলে বলবান্ ও দুর্ব্বল উভয়েই পীড়য়িতাকে ক্ষমা করিবে। সাধু লোকেরা জিত-ক্রোধ ব্যক্তিকে সাতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন। ক্ষমাপর সজ্জন ব্যক্তির নিশ্চয়ই জয় লাভ হইয়া থাকে। মিথ্যা অপেক্ষা সত্যই শত গুণে শ্রেষ্ঠ ও নৃশংসাচার অপেক্ষা অনৃশংসতাই নিতান্ত শ্রেয়ঃ। হে দ্রৌপদি! মাদৃশ ব্যক্তিরা দুর্য্যোধন হইতে নিধন প্রাপ্ত হইলেও বহু দোষাকর সাধু-বিগর্হিত ক্রোধকে কিরূপে প্রকাশ করিবে। যিনি বুদ্ধিবলে প্রবল ক্রোধ বশীভূত করিতে সমর্থ হন, যাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের সঞ্চার থাকে না, তত্ত্বদর্শী পণ্ডি-

তেরা তাঁহাকেই তেজস্বী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। হে সুন্দরি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি প্রণালী-ক্রমে কদাচ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারে না, মর্য্যাদারও অপেক্ষা রাখে না এবং অবধ্যের বধ ও গুরুজনের পীড়া প্রদানে রত থাকে; অতএব তেজস্বী পুরুষ অবশ্যই ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। দেখ, ক্রোধাভিভূত ব্যক্তি দক্ষতা, অমর্ষ, শৌর্য্য ও আশুকারিতা এই কয়েকটি তেজোগুণ কোন ক্রমেই লাভ করিতে পারে না। ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে লোকে তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু রোষপরায়ণ ব্যক্তির পক্ষে যথাকালোপপন্ন সেই তেজঃ একান্ত দুঃসহ হইয়া উঠে। মূর্খেরাই ক্রোধকে তেজঃ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকে। বিধাতা লোক সংহারার্থ মানবগণের মনোমধ্যে রজোগুণ-পরিণাম ক্রোধ বিধান করিয়া দিয়াছেন। অতএব সুশীল ব্যক্তি এক কালে ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে; যদি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ হয়, তাহাও করিবে, তথাপি কোন ক্রমে ক্রোধাবিষ্ট হইবে না। হে পাঞ্চালি! হীনমতি মূঢ় ব্যক্তিই ক্ষমার্জ্জবাদি গুণ সকল লঙ্ঘন করিয়া থাকে; কিন্তু মাদৃশ ধীমান্ লোকের এরূপ গুণগ্রাম অতিক্রম করা কোনক্রমেই উচিত নহে। যদি মনুষ্যমধ্যে কোন ব্যক্তি সর্ব্বংসহা পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল না হইত, তাহা হইলে সন্ধি স্থাপনের কথা দূরে থাকুক, কেবল ক্রোধমূলক যুদ্ধই উপস্থিত হইত। তাপিত হইলেই তাপ প্রদান করিবে, ও গুরু-কর্ত্তৃক হত হইলেই তাঁহাকে আঘাত করিবে, কেহ আক্রোশ করিলে তাহার উপর আক্রোশ প্রকাশ করিবে, হিংসা করিলেই হিংসা করিবে, এইরূপ রীতিপদ্ধতির অনুসরণ করিলে সমুদায় জগৎ বিনষ্ট ও অধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইত। হে পাঞ্চালি! এইরূপে লোকসকল কোপাবিষ্ট হইলে পিতা পুত্রদিগকে ও পুত্রেরা পিতাকে, ভর্ত্তা ভার্য্যাকে ও ভার্য্যা ভর্ত্তাকে বিনষ্ট করিত, তাহা হইলে একবারে সৃষ্টির লোপ হইয়া যাইত, আর কাহারও উৎপত্তি হইত না। হে শোভনে! প্রজাদিগের জন্মের কারণ সন্ধি, তাহার অন্যথা হইলে তাহাদিগের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া সমস্ত সংসার ভস্মসাৎ করিত ও অভ্যুদয়ের আর সম্ভাবনা থাকিত না। হে দ্রুপদরাজতনয়ে! এই জগতীতলে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমাশীল লোক সমুদয় বিদ্যমান থাকাতেই প্রজাগণের জন্ম ও শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। সর্ব্বপ্রকার আপদেই ক্ষমা করা বিধেয়, কারণ ক্ষমাশীল ব্যক্তিই ভূতসৃষ্টির প্রধান কারণ। যে ব্যক্তি আক্রুষ্ট, তাড়িত ও ক্রুদ্ধ হইয়াও বলিষ্ঠের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি প্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ক্রোধকে জয় করিয়া ক্ষমাশালী হয়, সেই ব্যক্তিই বিদ্বান্ ও শ্রেষ্ঠ; তাহারই সনাতন লোক লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অল্প-বিজ্ঞানসম্পন্ন রোষপর ব্যক্তির ইহকাল ও পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হয়। মহাত্মা কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির এক গাথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। ক্ষমা ধর্ম্ম, ক্ষমা যজ্ঞ,

ক্ষমা বেদ ও ক্ষমাই শাস্ত্র, যিনি ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, তিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন ! ক্ষমা ব্রহ্ম ও সত্য, ক্ষমা ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমা তপঃ ও শৌচ এবং ক্ষমাই এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ক্ষমাশীল ব্যক্তি যজ্ঞবেত্তা, বেদবেত্তা ও তপস্বীদিগের লোক অপেক্ষা উপরিতন লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যজুর্ব্বেদবিহিত কর্ম্মকারী ও অন্যান্য কর্ম্মশীল ব্যক্তিদিগের লোক সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের লোক ব্রহ্মলোকেই প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হইয়া রহিয়াছে। ক্ষমা তেজস্বীদিগের তেজঃস্বরূপ ও তপস্বীগণের ব্রহ্মস্বরূপ। সত্যপরায়ণ ব্যক্তিদিগের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ ও ক্ষমাই শান্তি। অতএব মদ্বিধ লোক এক্ষণে কিরূপে ক্ষমা পরিত্যাগ করিতে পারে ? হে কৃষ্ণে ! ক্ষমাতেই সত্য, ব্রহ্ম, যজ্ঞ ও লোক সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে। জ্ঞানসম্পন্ন সৎপুরুষেরা সতত ক্ষমা প্রদর্শন করেন বলিয়া, তাঁহাদের শাশ্বত ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়। ক্ষমাপর ব্যক্তিদিগের উভয় লোকই হস্তগত; তাঁহারা ইহ কালে সম্মান ও পরকালে শ্রেয়সী গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ক্রোধ ক্ষমাপ্রভাবে পরাহত হয়, তাঁহাদিগের পরম পবিত্র লোক লাভ হইয়া থাকে, সুতরাং ক্ষমাই শ্রেষ্ঠ পদার্থ। হে দ্রৌপদি ! মহর্ষি কাশ্যপ ক্ষমাশীল ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে সতত এই গাথা গান করিয়া থাকেন। এক্ষণে তুমি ক্ষমা বিষয়ক গাথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক সন্তোষ অবলম্বন কর। পিতামহ ভীষ্ম ও দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ইঁহারা শান্তিকে পূজ্য বলিয়া স্বীকার করিবেন। আচার্য্য কৃপ, বিদুর, সঞ্জয়, সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, আমাদিগের পিতামহ ব্যাস, ইঁহারাও প্রতিনিয়ত শান্তির কথা উত্থাপন করিয়া প্রশংসা করেন। এক্ষণে আমার বোধ হইতেছে, এই সকল ব্যক্তিদ্বারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বা তাঁহার পুত্র শান্তিপথে প্রেরিত হইলে আমাদিগকে রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, কিন্তু লোভপরতন্ত্র হইলে অবশ্যই বিনাশ ঘটিবে, সন্দেহ নাই। হে দ্রৌপদি ! ভরতবংশীয়দিগের বিনাশের নিমিত্ত এই নিদারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে; বলিতে কি, আমি পূর্ব্বেই ইহা অবধারিত করিয়া রাখিয়াছি। সুযোধন রাজকার্য্যে নিতান্ত অযোগ্য, এই নিমিত্ত সে কদাচ ক্ষমাবলম্বন করিবে না, কিন্তু আমি তাহাদিগের মধ্যে যোগ্যপাত্র, এই জন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে। ক্ষমা ও অনৃশংসতা মহাত্মাদিগের চরিত্রস্বরূপ ও সনাতন ধর্ম্ম; অতএব আমি এক্ষণে প্রকৃতরূপে ক্ষমা অবলম্বন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে নাথ ! যাঁহারা মোহ উৎপাদন করিয়া বলপূর্ব্বক রাজ্যাক্রমণরূপ পিতৃ-পরম্পরাগত কর্ত্তব্য কর্ম্মে তোমার বুদ্ধিক্রম জন্মাইতেছেন, সেই ধাতা

ও বিধাতা উভয়কেই আমার নমস্কার। কর্ম্মই উত্তম মধ্যম প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ লোকপ্রাপ্তির সাধন ও কর্ম্মের ফল অপরিহার্য্য। লোক মোহবশতঃ মোক্ষলাভের অভিলাষ করিয়া থাকে। কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম, দয়া, ক্ষমা, সরলতা ও লোকাপবাদ-ভীরুতা অবলম্বনপূর্ব্বক কেহ কখন ইহ লোকে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। হে মহারাজ! তুমি ও তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত সুখোচিত হইয়াও ঈদৃশ দুঃসহ দুরবস্থায় নিপতিত হইয়াছ, ইহাই তাহার প্রমাণ। কি রাজ্য শাসনকালে, কি বিবাসনসময়ে, কখনই তোমরা ধর্ম্ম অপেক্ষা আর কিছুই প্রিয়তর বলিয়া জানিতে না, বরং জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে সমধিক প্রিয়তর বোধ করিয়া থাক। তোমার রাজ্য ও জীবন কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত; ইহা ব্রাহ্মণ, গুরু ও দেবতারা জানেন। আমি বিলক্ষণ জানি; তুমি ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে, তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। আর্য্যগণের সমীপে শ্রবণ করিয়াছি, যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করেন, ধর্ম্ম তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখিতেছি, ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিতেছেন না। যেমন স্বকীয় ছায়া মানবের অনুগামিনী হয়, তদ্রূপ তোমার অসাধারণ বুদ্ধি নিয়ত ধর্ম্মেরই অনুবর্ত্তিনী হইতেছে। হে নাথ! তুমি সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করিয়াও কি সমকক্ষ, কি কনিষ্ঠ, কি শ্রেষ্ঠ, কাহারও অবমাননা কর নাই ও কখন তোমার অভিমান বা দর্পও দৃষ্ট হয় নাই। তুমি সর্ব্বদা স্বাহাকার, স্বধাবাচন ও পূজাদ্বারা দ্বিজ, দেবতা এবং পিতৃগণের সেবা করিয়া থাক। সর্ব্বপ্রকার উপভোগদ্বারা ব্রাহ্মণ, যতি, সন্ন্যাসী ও গৃহস্থদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া স্বর্ণময় পাত্রে ভোজন প্রদান করিতে; আমি তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতাম। তুমি বানপ্রস্থদিগকে স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত পাত্র সকল প্রদান করিতে। ব্রাহ্মণগণকে তোমার অদেয় কিছুই ছিল না। তুমি শান্তির নিমিত্ত অতিথি ও অন্যান্য প্রাণিগণের তৃপ্ত্যুদ্দেশে বৈশ্বদেববলি প্রদান করিয়া শিষ্টাচার সহকারে সময়াতিপাত করিতে। এই দস্যুসমাকীর্ণ জনশূন্য মহারণ্যেও তোমার যাগ, পশুবন্ধন, কাম্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া, পাকযজ্ঞ ও যজ্ঞকর্ম্ম সকল নিরন্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াও তোমার কর্ম্ম অবসন্ন হয় নাই। তুমি অশ্বমেধ, গোমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক-প্রভৃতি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকল অনুষ্ঠান করিয়া নিরন্তর ইষ্ট সাধন করিতে, তথাপি বিষম অক্ষপরাজয়ে এরূপ বিপরীত বুদ্ধি হইয়াছিল যে, বিপক্ষগণ পণে পরাজয় করিয়া রাজ্য, ধন, আয়ুধ, ভ্রাতৃগণ ও আমাকে অনায়াসে গ্রহণ করিল। হে রাজন্! তুমি ঋজুতা, মৃদুতা, বদান্যতা, লজ্জাশীলতা ও সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছ, তথাপি দ্যূতব্যসন জনিত বিপরীত বুদ্ধি কিপ্রকারে উপস্থিত হইল; আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এক্ষণে তোমার ঈদৃশ দুঃখ ও অপ্রতীকার্য্য আপদ্ অবলোকন করিয়া, নিতান্ত মোহ-পাশে বদ্ধ হইতেছি, আর শোকাবেগ সংবরণ করিতে পারি না। হে ধর্ম্মরাজ! এস্থলে সকলে এই পুরাতন ইতিহাস উদা-হরণরূপে কহিয়া থাকেন যে, সমুদায় লোক ঈশ্বরের বশীভূত হইয়া চলে; তিনি সমস্ত প্রাণীর প্রিয়াপ্রিয় ও সুখদুঃখের বিধাতা; তিনি পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে সমুদায় বিধান করেন। যেমন সূত্রধর দারুময়ী নারী নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল যোজনা করে, সেইরূপ বিধাতা এই সমুদায় জীবের অবয়ব সৃষ্টি করেন; তিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বভূতে ব্যাপ্ত হইয়া ইহ সংসারে শুভাশুভ বিধান করিতেছেন। সকলই তন্তুবদ্ধ শকুনির ন্যায় পরাধীন; কেহই আপনার বা অন্যের প্রতি প্রভুত্ব করিতে পারে না। লোক সকল সূত্র-গ্রথিত মণির ন্যায় ও নস্যাসংযত বৃষের ন্যায় নিয়ন্ত্রিত হইয়া ঈশ্বরের শাসনেই চলি-তেছে; কারণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তন্ময়। যেমন বৃক্ষ কূল হইতে প্রবাহে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তমাত্রও স্থির হয় না, তদ্রূপ মনুষ্যবর্গ স্বতন্ত্র হইয়া ক্ষণমাত্রও অতিবাহিত করিতে পারে না। অজ্ঞান-তিমিরাবৃত জন্তুগণ স্বীয় সুখদুঃখের ঈশ্বর হইতে পারে না; তাহারা ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া স্বর্গ ও নরকে গমন করে। হে পাণ্ডবরাজ! যেমন তৃণের অগ্রভাগ প্রবল বায়ুর বশবর্ত্তী হয়, তদ্রূপ সমস্ত চরাচর ধাতার বশীভূত হইয়া চলিতেছে। ঈশ্বর মানবগণকে পুণ্য কর্ম্মে অথবা পাপাচারে অনুরক্ত করিয়া সমুদায় চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু এই পরমেশ্বর, ইহা বলিয়া কেহই লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয় না। মহাভূত ও অহঙ্কারাদিরূপ তদীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহই চিদাত্মার আভাসস্বরূপ বীজনিবাপস্থান সংজ্ঞিত হইয়া, কর্ত্তা হই-তেছে; তিনি তদ্দ্বারাই শুভাশুভ ফলোৎ-পাদক কর্ম্ম করাইতেছেন। দেখ, ঈশ্বর কি আশ্চর্য্য মায়াপ্রভাব বিস্তার করিয়া-ছেন! তিনি আত্মমায়ায় মোহিত করিয়া ভূতদ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করিতেছেন। তত্ত্বদর্শী মুনিগণ এই ভূতসৃষ্টি সকল স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের ন্যায় দর্শন করেন, কিন্তু বায়ু-বেগের ন্যায় ভিন্ন প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মানবগণ ভূতজাতকে নিত্য, শুচি ও সুখস্বরূপ বিবেচনা করেন, কিন্তু ঈশ্বর সেই সকলকে অহঙ্কারাদি-দ্বারা উৎপন্ন ও জরাজীর্ণত্বাদিদ্বারা বিকৃত করিতে থাকেন। যেমন কাষ্ঠদ্বারা পাষাণ ও লৌহদ্বারা লৌহ ছিন্ন হয়, সেই প্রকার ভগবান স্বয়ম্ভু মায়াসহকারে ভূত-দ্বারা ভূতগণকে বিনষ্ট করেন। যেমন বালক ক্রীড়নক-দ্বারা ক্রীড়া করে, তদ্রূপ স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবান্ প্রভু কখন সংযোগ, কখন বা বিয়োগ করিয়া ভূতগণদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। হে রাজন্! ধাতা ভূতগণের প্রতি পিতামাতার ন্যায় স্নেহ-পর নহেন, তিনি রোষাবিষ্ট হইয়া ইতর জনের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুশীল, লজ্জাশালী আর্য্যগণ কষ্ট-

স্পষ্টে জীবন যাপন করেন, আর পাপাত্মারা বিষয়বাসনায় বিহ্বল হইয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছে; ইহাই কি পরমেশ্বরের অপক্ষপাতিতা! হে মহারাজ! আপনার বিপদ্ এবং দুর্য্যোধনের সম্পদ্ অবলোকন করিয়া, সেই বিষমদর্শী বিধাতাকে তিরস্কার করি। তিনি আর্য্যশাস্ত্রোলঙ্ঘী, ক্রূর, লোভপরবশ, অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনকে রাজ্যধন প্রদান করিয়া কি ফল ভোগ করিতেছেন? যদি অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল কেবল কর্ত্তাকেই ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে নিয়োগকর্ত্তা ঈশ্বরও তজ্জন্য পাপে লিপ্ত হন, সন্দেহ নাই। যদ্যপি ঈশ্বর প্রয়োজনকর্ত্তা হইয়াও কর্ম্মজনিত পাপ ভোগ না করেন, বলই তাহার কারণ বলিতে হইবে; অতএব হে মহারাজ! দুর্ব্বল জনেরাই একান্ত অধীন ও নিতান্ত শোচনীয়।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা সুকুমার ও সুবিন্যস্ত বটে, কিন্তু নাস্তিক মতানুমত। আমি ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করি না; কিন্তু দাতব্য বলিয়া দান করি, যষ্টব্য বলিয়া যজ্ঞ কয়িয়া থাকি। ফল থাকুক্, আর নাই থাকুক্, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া যে সকল কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য, আমি তাহা যথাশক্তি অনুষ্ঠান করি। হে চারুনিতম্বিনি! আমি সাধুজনাচরিত ব্যবহার দৃষ্টে ও শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মাচরণ করি; কোন প্রকার ফল প্রত্যাশা করি না; আমার মনঃ স্বভাবতই কেবল ধর্ম্মানুরাগী। হে কৃষ্ণে! যে ব্যক্তি স্বর্গাদি ফললাভলোভে ধর্ম্মাচরণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম্মবণিক্, সুতরাং সে মুখ্য ফলানধিকারী ও ধার্ম্মিকসমাজে জঘন্যরূপে পরিগণিত; সে কদাচ প্রকৃত ধর্ম্মফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। যে পাপমতি নাস্তিকতাপ্রযুক্ত ধর্ম্মের প্রতি সন্দিহান হয়, তাহারও ধর্ম্মজনিত ফল লাভের প্রত্যাশা থাকে না। আমি বেদ-নির্দ্দিষ্ট প্রমাণানুসারে কহিতেছি, কদাচ ধর্ম্মের প্রতি সন্দেহ করিবে না, যেহেতু ধর্ম্মাভিশঙ্কী ব্যক্তি তির্য্যগ্‌গতি প্রাপ্ত হয় এবং যে বিবেকহীনমতি ধর্ম্মে অবিশ্বাস বা আর্ষ মতে অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, সে ব্যক্তি বেদবহিষ্কৃত শূদ্রের ন্যায় অজর ও অমরলোক হইতে অপসারিত হয়। হে পাঞ্চালি! যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ও বেদধ্যায়ী হয়, ধর্ম্মচারীরা সেই রাজষিকে স্থবিরমধ্যে পরিগণিত করেন। যে মূঢ় শাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া ধর্ম্মে অশ্রদ্ধা করে, সে ব্যক্তি শূদ্র ও তস্কর হইতেও পাপীয়ান্। হে কল্যাণি! তুমি ত প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মপ্রভাবে চিরজীবিতা লাভ করিয়াছেন। ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, নারদ, লোমশ, শুক, ও অন্যান্য বিশুদ্ধচেতাঃ ঋষিগণ ধর্ম্মপ্রভাবে দিব্য যোগসম্পন্ন হইয়া শাপপ্রদানে ও অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াছেন এবং দেবতা অপেক্ষাও অধিকতর গৌরব লাভ করিয়াছেন। এই সকল

অমরবদ্বিখ্যাত বেদার্থবেত্তা ঋষিগণ সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য ধর্ম্ম বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব হে রাজ্ঞি! ভ্রান্ত চিত্তে ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ধাতার তিরস্কার করা উচিত নহে। বালকেরা তত্ত্বজ্ঞানী-দিগকে উন্মত্ত জ্ঞান করে, তাহারা ধর্ম্মা-চরণে সন্দিহান হইয়া অন্যের নিকট প্রমাণ অন্বেষণ করে না; কেবল আত্মবিনিশ্চিত প্রমাণে সাতিশয় গর্ব্বিত হইয়া ধর্ম্মের অবমাননা করে ও কেবল ইন্দ্রিয়সুখ-সম্বন্ধ লৌকিক বিষয়ই অঙ্গীকার করিয়া থাকে; কিন্তু অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মুগ্ধ হইয়া যায়। যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রতি সংশয়ান হয়, সে পাপাত্মার প্রায়শ্চিত্ত নাই; সে কেবল অর্থচিন্তায় মগ্ন হইয়া কাল যাপন করে; কদাচ পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয় না। যে মূঢ় প্রমাণ-পরাঙ্মুখ হইয়া বেদার্থের নিন্দা করে এবং কাম ও লোভের একান্ত বশংবদ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নিরয়গামী হয়। হে কল্যাণি! প্রশস্তমতি ব্যক্তি নিরন্তর অসন্দিগ্ধ চিত্তে ধর্ম্মেরই সেবা করে, সে পরকালে ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। যে ব্যক্তি আর্ষ প্রমাণ ও সমুদায় শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হয়, সে মূঢ় জন্ম-জন্মান্তরেও শুভ লাভ করিতে পারে না। হে ভাবিনি! যে ব্যক্তি আর্ষ প্রমাণ বা শিষ্টাচার-পরম্পরার বশবর্ত্তী না হয়, তাহার ইহকাল ও পরকাল উভয়ই নষ্ট হয়; অতএব হে পাঞ্চালি! সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব-দর্শী ঋষিগণ-কর্ত্তৃক আচরিত পুরাতন ধর্ম্মে কদাচ অবিশ্বাস করিও না। সাগরপার-লিপ্সু বণিক্‌দিগের তরণির ন্যায় সুর-লোক-গমনোন্মুখ মানবগণের ধর্ম্মই এক-মাত্র ভেলা। হে অনিন্দিতে! যদি ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিদিগের ধর্ম্মাচরণ বিফল হয়, তাহা হইলে এই জগৎ অসীম তমঃস্তোমে নিমগ্ন হইয়া যায়; কোন ব্যক্তিই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না, কেবল পশুর ন্যায় জীবন ধারণ করে, বিদ্যাশূন্য হয় ও কোন ফলই লাভ করিতে পারে না। যদি তপঃ, ব্রহ্ম-চর্য্য, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, দান ও ঋজুতা-প্রভৃতি ধর্ম্ম সকল বিফল হয় ও ফলপ্রসবিনী ক্রিয়া প্রতারণায় পর্য্যবসান হয়, তাহা হইলে লোকপরম্পরায় কদাচ ধর্ম্ম প্রতিপালন করিত না এবং ঋষি, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ প্রভুত্বশালী হইয়াও কি নিমিত্ত আদরপূর্ব্বক ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন? তাঁহারা, বিধাতা ধর্ম্মের ফল প্রদান করেন জানিয়া ধর্ম্মাচরণ করিয়া থাকেন; ধর্ম্মই সনাতন সুখ। ধর্ম্ম কখন বিফল হয় না ও অধর্ম্মও ফলবান্ হয় না। তপস্যাও এই প্রকার। হে স্মেরমুখি! তুমি আপনার ও প্রতাপবান্ ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছ, ধর্ম্মাচরণ করিলে তাহার ফললাভ হয় কি না, তোমরাই তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত। ধীর ব্যক্তি কর্ম্মের অত্যল্পমাত্র ফল প্রাপ্ত হইলেই সন্তুষ্ট থাকেন। সমধিক ফললাভ করিলেও মূর্খদিগের সন্তোষলাভ হয় না; সুতরাং তাহারা মরণোত্তর জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কিছুমাত্র ধর্ম্মজনিত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে ভাবিনি! দেবতারাও

পুণ্য ও পাপ কর্ম্মের ফলোদয়, জন্ম ও মৃত্যু বিশেষরূপে অবগত নহেন। যে ব্যক্তি এই সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও অন্য ব্যক্তিদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সে ব্যক্তি কল্পসহস্রেও শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয় না। গূঢ়মায় দেব সমূহ ঐ সকল ধর্ম্ম্য কর্ম্ম রক্ষা করেন; শান্ত ও দান্ত দ্বিজগণ তপঃপ্রভাবে বিগত-পাপ ও ধ্যানফল সম্পন্ন হইয়া তাহা দর্শন করেন। ফল দর্শন না হইলেও ধর্ম্ম বা দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা করা উচিত নহে। অসূয়া-বর্জ্জিত হইয়া প্রযত্নসহকারে যাগ ও দান করা কর্ত্তব্য; যেহেতু ইহাই সনাতন ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও কর্ম্মের ফল ইহ লোকেও দৃষ্ট হইতেছে। হে কৃষ্ণে! ব্রহ্মা পুত্রদিগকে যাহা কহিয়াছেন ও মহর্ষি কশ্যপ যাহা অবগত আছেন, তদ্দ্বারা তোমার সংশয় শিশিরের ন্যায় বিনষ্ট হউক। সকল বিষয়ই রীতিমত শাস্ত্রানুসারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে; তুমি নাস্তিক্য ভাব পরিত্যাগ কর; সকল ভূতের ঈশ্বর ধাতাকে তিরস্কার করিও না। তাঁহাকে বিশেষরূপে জানিতে অভিলাষ কর ও নমস্কার কর; তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি যেন আর না হয়। ভক্ত ব্যক্তি মরণশীল হইয়াও যাঁহার প্রসাদে অমরত্ব প্রাপ্ত হয়. সেই পরম দেবতাকে কোন প্রকারে অবমাননা করিও না।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে পার্থ! আমি ধর্ম্মের অবমাননা বা নিন্দা করি না এবং সর্ব্বভূতেশ্বর প্রজাপতিরও অপমান করিতে পারি না, কেবল দুঃখার্ত্ত হইয়াছি বলিয়া এরূপ বিলাপ করিতেছি; পুনরায় আরও বিলাপ করিব, সুস্থির মনে শ্রবণ কর। হে অরাতি-নিসূদন! এই জন্মমরণ-শালী সংসারে জ্ঞানবান্দিগের কর্ম্ম করাই কর্ত্তব্য; যেহেতু কি স্থাবর, কি ইতর জন, সকলই কর্ম্মবিহীন হইয়া কালযাপন করিতে পারেন। পশুগণ মাতৃস্তন পান অবধি ছায়োপসেবন প্রভৃতি বিবিধ কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বিশেষতঃ জঙ্গমদিগের মধ্যে মনুষ্যগণ কর্ম্মদ্বারা ইহলোক ও পরলোকে আপনার জীবিকা লাভ করিবার বাসনা করে। হে ভরতকুলাগ্রগণ্য! সমস্ত প্রাণী-রাই প্রাক্তন কর্ম্মজনিত সংস্কার অবলম্বন-পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ ফল লাভ করিয়া থাকে। যেমন বক জলে থাকিয়া পূর্ব্ব সংস্কারানুসারে আপনার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ কি ধাতা, কি বিধাতা, সকলেই স্বকীয় পূর্ব্ব সংকল্পবশতঃ কর্ম্ম করেন ও অন্যান্য প্রাণি-সকলেও আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মসংস্কার-প্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। কর্ম্মপরাঙ্মুখ ব্যক্তিরা কখনই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না; তন্নিমিত্ত সকলেরই কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য; দৈবপর হইয়া কর্ম্ম করিতে বিমুখ হওয়া কোনক্রমেই উচিত নহে; অতএব হে ধর্ম্মরাজ! তুমি সতত কর্ম্মানু-ষ্ঠানে নিযুক্ত হও, কদাচ গ্লানিযুক্ত হইও না। নিরন্তর কর্ম্ম সকল সমাধান করিয়া কৃতকার্য্য হও। কর্ম্মানুষ্ঠানজ্ঞ ব্যক্তি

সহস্রের মধ্যে একজন আছে কি না; সন্দেহ। অর্থের রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধি-করণেও কর্ম্মের আবশ্যকতা আছে, কেন না, দৈবপর হইয়া উপার্জ্জন না করিলে অর্থ অক্ষয় হয় না, দেখ, কেবল ব্যয় করিলে হিমাচলও ক্ষয় হইয়া যায়। প্রজাগণ যদি ভূমণ্ডলে আসিয়া কর্ম্ম না করিত, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম্ম নিষ্ফল হইলে তাহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারিত না। আমরা এমত অনেক লোক দেখিতে পাই, যাহারা অকিঞ্চিৎকর কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকে; কিন্তু কর্ম্ম না করিলে লোকে কোন প্রকারেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না। অদৃষ্টপর ও চার্ব্বাকমতাবলম্বী এই উভয় প্রকার লোকই শঠ; কেবল কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই প্রশংসাভাজন হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ান থাকে, সে দুর্ব্বুদ্ধি জলমধ্যস্থ আম-ঘটের ন্যায় অবসন্ন হইয়া যায়। ঐরূপ হঠবাদী ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে সমর্থ হইয়াও যদি আলস্যে তাহা পরিত্যাগ করে, তবে অনাথ দুর্ব্বলের ন্যায় অচির কালমধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! মনুষ্য অকস্মাৎ যে অর্থ লাভ করে, তাহাকে হঠপ্রাপ্ত বলা যায়; উহা কাহারও যত্নে উপার্জ্জিত নহে। পুরুষ দৈববশে যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাই দিষ্টলব্ধ বলিয়া নিশ্চিত হয়; স্বয়ং কর্ম্ম করিয়া যে ফল লাভ করে, তাহাকে প্রত্যক্ষ ও পৌরুষলব্ধ কহে এবং স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণবশতঃ যাহা লাভ করে, তাহাকে স্বভাবজ ফল কহিয়া থাকে। হে পুরুষসত্তম! লোকে এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ, স্বভাবতঃ ও কর্ম্মদ্বারা যাহা লাভ করে, তাহা তাহার জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল। সর্ব্ব ভূতেশ্বর বিধাতাও কর্ম্মাধীন হইয়া মনুষ্যগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান করিয়া থাকেন। মনুষ্য যে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্ম করে, উহা পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মের ফল, কিন্তু বিধাতৃ-বিহিত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। শরীরি-গণের দেহ বিধাতার কর্ম্ম সাধনের কারণ-স্বরূপ। দেহ স্বয়ং অবশ; বিধাতা উহাকে যে কার্য্যে প্রেরণ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে। হে নাথ! সর্ব্বভূতেশ্বর বিধাতা স্বয়ং সর্ব্ব কর্ম্মের নিযোক্তা হইয়া অনাত্মবশ জীবগণকে সেই সকল কর্ম্মে প্রেরণ করেন। তিনিই স্বয়ং মনে মনে অর্থ নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ম্ম করাইয়া তাহা লাভ করেন; মনুষ্য কেবল তাহার কারণমাত্র। যে সকল আগার ও নগর প্রস্তুত হইয়াছে, উহারও কারণ, কর্ম্ম। অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম যে কত প্রকার, তাহার সংখ্যা করা যায় না। পণ্ডিত ব্যক্তি বুদ্ধিদ্বারা তিলে তৈল, গাবীতে দুগ্ধ ও কাষ্ঠে পাবক সমুৎপন্ন হয় বুঝিতে পারিয়া ঐ সমুদায় প্রস্তুত করিবার উপায়ও স্থির করেন; পরে স্থিরীকৃত উপায়সহকারে কার্য্যসিদ্ধিবিষয়ে প্রবৃত্ত হন। হে রাজন্! এইরূপে প্রাণিগণ কর্ম্মসিদ্ধি করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কর্ত্তা কার্য্যকুশল হইলে কর্ম্ম সুসম্পন্ন ও ও সাধুফলপ্রদ হয়, কিন্তু কর্ত্তা কার্য্যাক্ষম হইলে বিস্তর ফল ভেদ হইয়া থাকে। যদি পুরুষকার কর্ম্মসাধ্যবিষয়ে ব্যর্থ হইত, তাহা হইলে যাগ ও তড়াগখননাদি কর্ম্মের ফললাভে কেহ প্রবৃত্ত হইত না। পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা; এই নিমিত্তই কর্ম্ম সিদ্ধ হইলে পুরুষের প্রশংসা হয়; অসিদ্ধ হইলে "এবিষয়ে কি কেহ কর্ত্তা ছিল না?" বলিয়া নিন্দা করে। কেহ কেহ কহেন, সকল কর্ম্মই হঠবশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে; কেহ কেহ কহেন, সকলই দৈবপ্রভাবে হয়; কেহ বা কহেন, মনুষ্যের প্রযত্নেই কার্য্য সকল সিদ্ধ হয়। কেহ কেহ এই ত্রিবিধ কারণদ্বারা কার্য্য সুসম্পন্ন হয় বলিয়া স্বীকার করেন না, কিন্তু দৈব ও হঠাদি সকলই প্রাক্তন কর্ম্মের অন্তর্ভূত হয়, উহা ভিন্ন আর কিছুই কারণ হইতে পারে না। যাঁহারা হঠ ও দিষ্টকে অর্থসিদ্ধির কারণ বলেন ও যে তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিরা জানেন যে, মনুষ্য দৈব, হঠ ও স্বভাব এই তিন প্রকার কারণেই ফল প্রাপ্ত হয়, প্রাক্তন কর্ম্ম কারণ নহে, তাঁহারা কিন্তু বিলক্ষণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত। দেখ, যদি বিধাতা সমস্ত প্রাণিগণকে তাহাদিগের জন্মান্তরীণ কর্ম্মানুসারে ফল প্রদান না করিতেন, তাহা হইলে মনুষ্য যেরূপ বিষয়াভিলাষে কর্ম্ম করিত, তাহাই প্রাপ্ত হইত। অর্থসিদ্ধি ও অর্থের অসিদ্ধি ঐ তিনটী দ্বারাই হইয়া থাকে, কিন্তু উহার মুখ্য কারণ প্রাক্তন কর্ম্ম, ইহা যাঁহারা স্বীকার না করেন, তাহারা দেহতুল্য জড় পদার্থ। ভগবন্ মনুও কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। হে মহারাজ! পুরুষ দৈবপর হইয়া একান্ত নিশ্চেষ্ট হইলে অবশ্যই পরাভূত ও দুঃস্থ হয়; কর্ম্ম করিলে প্রায়ই ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু অসম্যক্‌কারী ব্যক্তি কখনই অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে না। অঙ্গভঙ্গপ্রযুক্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় বলিয়া কদাচ কর্ম্মের বৈয়র্থ্য স্বীকার করা যায় না, যেহেতু প্রায়শ্চিত্ত করিলে অবশ্যই ফললাভ হয়, অতএব কর্ম্ম কদাচ ফলশূন্য নহে। কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে যদি ফল প্রাপ্ত না হয়, তাহাতেও কোন দোষ হইতে পারে না। যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কেবল শয়ান থাকে, তাহাতে অলক্ষ্মীর আবেশ হয়। আর যে পুরুষ কার্য্যদক্ষ, সে নিশ্চয়ই আপন কর্ম্মের ফল লাভ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। সংশয়ই অনর্থের মূল; অসংশয় চিত্তে কর্ম্ম করিলে অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু নিতান্ত সংশয়বিহীন ধীর ব্যক্তি সংসারে অতি দুর্ল্লভ। হে মহারাজ! সম্প্রতি আমাদের এই মহান্ অনর্থ সমুপস্থিত হইয়াছে। যদি তুমি পুরুষকার অবলম্বন কর, তাহা হইলে নিঃসন্দেহই এই অনর্থ নাশ হইবে। পাছে কর্ম্ম সফল না হয়, এই ভাবিয়া যদি তুমি, বৃকোদর, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব নিশ্চেষ্ট থাক, তাহা হইলে রাজ্য প্রাপ্তির আশা একবারে দূর হইয়া যায়, কিন্তু ইহা তোমাদের পক্ষে অতি অন্যায়। এখন

অন্যের কর্ম্ম সফল হইতেছে, তখন আমাদের চেষ্টা কেনই নিরর্থক হইবে? কর্ম্ম করিলে শীঘ্রই হউক কিম্বা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই তাহার ফল লাভ হয়। দেখ, কৃষক লাঙ্গলদ্বারা পৃথিবী কর্ষণ করিয়া শস্য বপনপূর্ব্বক নিশ্চেষ্ট হইয়া কেবল বৃষ্টির অপেক্ষা করে। যদিও বৃষ্টি না হয়, তাহাতে কৃষকের তত ক্ষোভ হয় না; সে মনে করে যে, "পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছি, সফল হইল না, ইহাতে আমার কোন অপরাধ নাই।" পণ্ডিত ব্যক্তি, "পুরুষের যাহা কর্ত্তব্য. তাহা যথাসাধ্য করিয়াছি, এক্ষণে সফল না হইল, ইহাতে আমি কোন ক্রমে অপরাধী নাই," এই বিবেচনা করিয়া আত্মনিন্দা করেন না। আমি কর্ম্ম করিলে অর্থসিদ্ধি হয় না, এই বলিয়া কর্ম্মে বৈরাগ্য প্রকাশ করিবে না। ফলসিদ্ধিবিষয়ে পুরুষকার ও অবৈরাগ্য এই দুইটী কারণ আছে। কর্ম্মসিদ্ধি হউক, বা না হউক, কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সমুদায় কারণ একত্র হইলে অবশ্যই কর্ম্মসিদ্ধি হয়; প্রধান অঙ্গের অভাব থাকিলে কর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল হয় না, হয়ত একেবারেই কর্ম্ম নিষ্ফল হইয়া যায়; কর্ম্ম আরম্ভ না করিলে ফল বা শৌর্য্যাদি গুণ কিছুই দৃষ্ট হয় না। মনুষ্য আপনার কল্যাণ লাভের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে দেশ, কাল, উপায় ও মঙ্গল প্রয়োগ করিবে। পরাক্রমই কার্য্যসাধনের মুখ্য উপায়, ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইতেছে; অতএব পরাক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া কর্ম্ম করিবে। বুদ্ধিমান্ লোক যে ব্যক্তিতে বহু গুণসংযুক্ত মঙ্গল লাভের চিহ্ন দেখেন, তাহা হইতে সাম, দান ও ভেদ এই তিন উপায় দ্বারা অর্থলাভের আকাঙ্ক্ষা করেন। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, যদি সমুদ্র বা পর্ব্বতও অপকারক হয়, তাহাদিগেরও ব্যসন বা বিবাসনের চেষ্টা করিবে। যে ব্যক্তি সতত শত্রুগণের ছিদ্রান্বেষণে সমুত্থিত হইয়া থাকে, সে আপনার ও অমাত্যগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্ত হয়। পুরুষ কদাপি অশক্ত বলিয়া আত্মার অবমাননা করিবে না; আত্মাবমানী ব্যক্তি কখন উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে না। হে রাজন্! লোকের স্বাভাবিকী ফলসিদ্ধি এই প্রকার হইয়া থাকে; কিন্তু কালও অবস্থার বিরাগানুসারে ঐ সিদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পরিণত হয়, সন্দেহ নাই।

হে ভরতবংশাবতংস! পূর্ব্বে পিতা এক জন পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে আপনার ভবনে বাস করাইয়াছিলেন; তিনি এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতি তাঁহার নিকট কহিয়াছিলেন ও ভ্রাতৃগণকে অভ্যাস করাইয়াছিলেন, আমিও তৎকালে তাঁহাদের নিকট ইহা শ্রবণ করিয়াছিলাম। হে মহারাজ! আমি যখন ঐ সমস্ত বিষয় শুনিবার মানসে কোন কার্য্যোদ্দেশে পিতার ক্রোড়ে গিয়া বসিতাম, তখন সেই ব্রাহ্মণ আমাকে সান্ত্বনা করিয়া এই সকল নীতি কহিতেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ক্রোধনস্বভাব ভীমসেন যাজ্ঞসেনীর বাক্য শ্রবণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! ধর্ম্মানপেত সৎপুরুষোচিত রাজ্যলাভ-পদ্ধতী অবলম্বন করুন। দেখুন, ধর্ম্মার্থকাম বিহীন হইয়া আমাদের তপোবনে বাস করিবার আবশ্যকতা কি? দুরাত্মা দুর্য্যোধন ধর্ম্ম, আর্জ্জব বা তেজঃপ্রভাবে আমাদের রাজ্য গ্রহণ করে নাই; কেবল কপট দ্যূতক্রীড়া করিয়া উহা অপহরণ করিয়াছে। গোমায়ু যেমন সিংহের আমিষ গ্রহণ করে ও দুর্ব্বল কুক্কুর যেমন বলবান্দিগের আমিষ অপহরণ করে, তদ্রূপ আমাদের রাজ্য সেই দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি কিনিমিত্ত অল্পমাত্র ধর্ম্ম রক্ষানুরোধে ধর্ম্ম কামের উৎপাদক রাজ্যরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইতেছেন? গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আমাদের রাজ্য রক্ষা করিত, ইন্দ্রও বলপূর্ব্বক উহা অপহরণ করিতে পারেন নাই; কেবল অনবধানতা-প্রযুক্তই উহা আমাদের সমক্ষে বিপক্ষ-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে। যেমন কুণি ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে বিল্ব ও পঙ্গুদিগের নিকট হইতে ধেনু সকল অপহৃত হয়, তদ্রূপ আপনার নিমিত্তই আমাদের রাজ্য অপহৃত হইয়াছে। হে মহারাজ! আপনি ধর্ম্মাভিলাষী; আপনার প্রিয় সাধনের নিমিত্তই আমরা ঈদৃশ ব্যসনাপন্ন হইয়াছি। আমরা আপনার শমপথানুগত বচনানুসারে আত্মসংযম করিয়া কেবল মিত্রগণের দুঃখ ও শত্রুদিগের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছি। হে রাজন্! আমরা আপনার শমপথাবলম্বী বচনানুসারে তৎকালে ধৃতরাষ্ট্রতনয়-গণকে বিনাশ করি নাই, সেই মর্ম্মচ্ছেদী কর্ম্ম স্মরণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতাপিত হইতেছি। হে মহারাজ! এক্ষণে এই দুর্ব্বল জনাচরিত বলবান্দিগের নিতান্ত অপ্রিয় মৃগচর্য্যারূপ বনবাসে অশেষ ক্লেশ অনুভব করুন। কি কৃষ্ণ, কি অর্জ্জুন, কি অভিমন্যু, কি সৃঞ্জয়গণ, কি আমি, কি মাদ্রীসুতদ্বয়, কেহই আপনার এই অবস্থার অভিনন্দন করিবে না। আপনি কি ধর্ম্মরক্ষানুরোধে সতত ব্রতকর্ষিত হইয়া বৈরাগ্যপথাবলম্বনপূর্ব্বক নিতান্ত পৌরুষশূন্য মনুষ্যের ন্যায় কালযাপন করিবেন? হে পাণ্ডবরাজ! যে সকল কাপুরুষ আপনাদিগের বংশলক্ষ্মীর প্রত্যুদ্ধরণে অসমর্থ, তাহারাই নিতান্ত নিষ্ফল ও স্বার্থঘাতক বৈরাগ্যকে প্রিয় জ্ঞান করে; কিন্তু আপনি জ্ঞানবান্, কার্য্যসাধনে সমর্থ ও আমাদিগের পুরুষকারাভিজ্ঞ হইয়াও কেবল অনৃশংসতানুরোধে এই অনর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন না। দেখুন, আমরা বৈরনির্য্যাতনে সমর্থ হইয়াও ক্ষমাপথ অবলম্বন করাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগকে নিতান্ত অশক্ত জ্ঞান করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের সংগ্রামে প্রাণ-

ত্যাগ করা দুঃখাবহ নহে। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে আমরা সকলেই নিহত হই, তাহাও শ্রেয়ঃ; কারণ তাহা হইলে পরকালে সম্পত্তি লাভ হইবে। কিম্বা যদি আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংগ্রামে নিহত করিয়া সমস্ত পৃথিবী লাভ করিতে পারি, তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর। স্বধর্ম্মানুষ্ঠান, বিপুল কীর্ত্তি-লাভ ও বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত আমাদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আমরা কর্ত্তব্য বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনাদিগের নিমিত্ত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, যদি শত্রুগণ আমাদিগকে পরাজয় করিয়া রাজ্য লাভ করে, তাহাও আমাদের প্রশংসার বিষয়; উহাতে কিছুমাত্র নিন্দা নাই। যে ধর্ম্মদ্বারা মিত্রগণের বা আপনার কষ্ট হয়, তাহাকে ব্যসন কহে, উহাই কুধর্ম্ম, কখনই ধর্ম্ম নহে। যেমন সুখ ও দুঃখ মৃত ব্যক্তিকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ সতত ধর্ম্মচিন্তানিরত পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কেবল ধর্ম্মের নিমিত্তই অর্থোপার্জ্জন করে, সে অশেষ ক্লেশভোগী হয়; যেমন অন্ধ ব্যক্তি সূর্য্যের প্রভা জানিতে পারে না, তদ্রূপ সেই অপণ্ডিত ব্যক্তি ধর্ম্মোপার্জ্জনের প্রয়োজন বুঝিতে অসমর্থ হয়। যে ব্যক্তির অর্থ কেবল আত্মভোগেই পর্য্য-বসিত হয়, সে অর্থোপার্জ্জনের আবশ্যকতা জানিতে পারে না; যেমন রক্ষকগণ অরণ্যে গোরক্ষণ করে, তদ্রূপ ঐ পামর কেবল অর্থ রক্ষা করিয়াই জীবন যাপন করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও কাম পরিত্যাগ করিয়া কেবল অর্থোপার্জ্জনে নিরন্তর রত থাকে, সেই দুরাত্মা ব্রহ্মহার ন্যায় সর্ব্বভূতের বধ্য। আর যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল কামার্থী হইয়া কাল যাপন করে, তাহার মিত্রনাশ ও সে ধর্ম্মার্থবিহীন হইয়া থাকে।

যেমন মৎস্যকুল বারি শুষ্ক হইলে কাল গ্রাসে পতিত হয়, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মার্থবিহীন দুরাত্মা স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া পরিশেষে কামাবসানে নিধন প্রাপ্ত হয়। এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ধর্ম্মার্থ সংগ্রহে কখনই প্রমত্ত হয়েন না। যেমন অরণি পাবকোৎপাদনের হেতু, তদ্রূপ ধর্ম্মও অর্থ, কামের প্রকৃতি। ধর্ম্ম অর্থের মূল, অর্থও ধর্ম্মোৎপাদনের হেতু; যেমন মেঘ ও সমুদ্র পরস্পর পরস্পরের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে, তদ্রূপ ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের পোষকতা করে। স্রক্-চন্দনাদিরূপ দ্রব্যস্পর্শ বা স্বর্ণাদিরূপ অর্থ লাভ হইলে মনুষ্যের যে প্রীতি জন্মে তাহারই নাম কাম। কাম মনুষ্যের চিত্তে সমুদিত হয়, উহার শরীর নাই। বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জনদ্বারা অর্থার্থী ব্যক্তির অর্থ লাভ হয়; অর্থ হইতে কামার্থীর কাম লাভ হয়, কিন্তু কাম হইতে অন্য কোন ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। যেমন কাষ্ঠ-সমুৎপন্ন ভস্ম হইতে ভস্মান্তর লাভের সম্ভাবনা থাকে না, তদ্রূপ কাম হইতে কামান্তর লাভ হয় না; কামই প্রীতি-সমুৎপাদক ফল। যেমন বৈতংসিক বিহঙ্গমগণের প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ

অধর্ম্ম সর্ব্বভূতের হিংসা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি কাম ও লোভের পরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুরাত্মা ইহ কালে ও পরকালে সর্ব্বভূতের বধ্য হয়।

হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, স্ত্রী, ধন, গো, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্য-জাত হইতেই কাম সমুৎপন্ন হয়, আপনি ইহা সবিশেষ অবগত আছেন এবং দ্রব্যের প্রকৃতি ও ভূয়সী বিকৃতিও উত্তমরূপ জানেন। জরা বা মরণদ্বারা ঐ সমুদায় দ্রব্যের অদর্শন বা বিয়োগকে অনর্থ বলা যায়; সেই মহান্ অনর্থ এক্ষণে আমাদিগের সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব অনর্থ নিবারণ করা সর্ব্বোতোভাবে বিধেয়।

হে মহারাজ! পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মনঃ ও হৃদয় স্ব স্ব বিষয়ে বর্ত্তমান থাকিয়া যে প্রীতি উপভোগ করে, তাহারই নাম কাম, উহাই ধর্ম্মের এক উৎকৃষ্ট ফল। মনুষ্য এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই তিনের উপর পৃথক্ পৃথক্ রূপে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কেবল ধর্ম্মপর বা কেবল কামপর হইবে না; সতত সমভাবে এই ত্রিবর্গের অনুশীলন করিবে। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মানুষ্ঠান, মধ্যাহ্নে অর্থচিন্তা ও অপরাহ্নে কামানুশীলন করিবে। অতএব হে রাজন্! উক্ত রূপে কাল বিভাগ করিয়া যথাসময়ে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই সেবা করা পণ্ডিতগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি মহোদয়জনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া মোক্ষোপায় জ্ঞান অবলম্বন-পূর্ব্বক সুখাভিলাষী হয়, তাহার পক্ষে মোক্ষই শ্রেয়ঃ। আপনি মোক্ষোপার্জ্জন বা মহোদয় লাভের জন্য সাতিশয় যত্ন করুন; কিন্তু সেই শ্রেয়স্কর, মোক্ষ গৃহস্থাশ্রমবাসীর [illegible] আতুর ব্যক্তির জীবনের ন্যায় নিরন্তর দুঃখদায়ক হইয়া উঠে। আপনি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত আছেন এবং সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান [illegible] থাকেন, ইহা জানিয়া আপনার [illegible] আপনাকে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত [illegible] করিতেছেন। দান, যজ্ঞ, [illegible] পূজা, বেদাধ্যয়ন ও আর্জ্জব, এই [illegible] প্রধান ধর্ম্ম, ইহা ইহ কাল ও [illegible] বলবান্ থাকে। কিন্তু অর্থবিহীন [illegible] অন্যান্য সমুদায় গুণে গুণবান্ হইলেও ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারে না। [illegible] এই জগতের মূল; ধর্ম্মাপেক্ষা কিছুই [illegible]-কৃষ্ট নহে। বিপুল অর্থ থাকিলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই অর্থ ভৈক্ষচর্য্যা বা কাতরতা অবলম্বনদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না; উহা কেবল ধর্ম্মাচরণ করিলেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে পুরুষপ্রধান! যাচ্ঞাদ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা আপনার পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; ভিক্ষাবৃত্তি কেবল ব্রাহ্মণেরই নির্দ্ধারিত আছে; অতএব আপনি তেজদ্বারা অর্থ লাভ করিতে চেষ্টা করুন। ক্ষত্রিয়ের ভৈক্ষচর্য্যা বা বৈশ্য ও শূদ্রের ন্যায় কোন প্রকার জীবিকা নির্দ্ধারিত নাই; কেবল স্বকীয় বলই তাহাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। অতএব হে মহারাজ! আপনি স্বধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ব্বক সমাগত শত্রুগণকে সংহার করিয়া আমার ও অর্জ্জু-

নের সহায়তায় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের সৈন্য সকল নাশ করুন।

বিদ্বানেরা প্রভুত্বকেই ধর্ম্ম কহেন; অতএব আপনি প্রভুত্ব লাভে যত্ন করুন; অনীশ্বর হইয়া থাকা উচিত নহে। হে রাজেন্দ্র! যে হিংসাদ্বারা লোক সকল ভীত ও উদ্বিগ্ন হয়, সেই হিংসাপ্রধান ক্ষত্রিয়কুলে সমুৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব সাবধান হইয়া কুলোচিত সনাতন ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন; প্রজাপালনদ্বারা নানাবিধ ফল লাভ করা আপনার পক্ষে নিন্দনীয় নহে; কারণ উহা ক্ষত্রিয়ের কুলক্রমাগত নিত্য ধর্ম্ম। যদি আপনি প্রজাপালনে পরাঙ্মুখ হন, তাহা হইলে জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন, যেহেতু মনুষ্য স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে কখনই প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। তন্নিমিত্ত আপনি মনের শৈথিল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষাত্র তেজঃ অবলম্বন-পূর্ব্বক ধুরন্ধরের ন্যায় ভূভার বহন করুন। কোন রাজা কোন কালেই কেবল ধর্ম্মাবলম্বন-পূর্ব্বক পৃথিবী বা অসীম ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারেন নাই। যেমন ব্যাধ ভক্ষ্যরূপ প্রলোভন প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃগগণের প্রাণ সংহার করিয়া আপনার আহার লাভ করে, তদ্রূপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শত্রুপক্ষীয় লুব্ধচেতাঃ ক্ষুদ্রাশয় জনগণকে উৎকোচ প্রদানপূর্ব্বক ভেদোৎপাদন করিয়া অনায়াসেই রাজ্য প্রাপ্ত হন। অসুরগণ দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন; তথাপি দেবগণ কৌশল করিয়া অনায়াসে তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। হে মহাবাহো! এইরূপে বলবান্ ব্যক্তির নিকট সকলই সুসাধ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনি কৌশলে শত্রুগণের প্রাণ সংহার করুন। এই ভূমণ্ডলে অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধর ও আমার তুল্য গদাযুদ্ধবিশারদ কেহই নাই। বলবান্ ব্যক্তি পুরুষসংঘ বা শত্রুপক্ষীয়দের কোন প্রকার অনুসন্ধান দ্বারা যুদ্ধ করে না, কেবল বলপূর্ব্বকই সংগ্রাম করিয়া থাকে; অতএব হে মহারাজ! আপনি বল প্রকাশ করুন। বলই অর্থের মূল; বল ভিন্ন আর সমুদায়ই হেমন্তকালীন বৃক্ষচ্ছায়ার ন্যায় কোন প্রকার উপকারজনক হয় না। যেমন কৃষক অধিক শস্য লাভাকাঙ্ক্ষায় অল্প বীজ বপন করে, তদ্রূপ অর্থাভিলাষী ব্যক্তির সমধিক অর্থলাভের নিমিত্ত অল্প অর্থ পরিত্যাগ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু যেখানে অর্থ ত্যাগ করিলে তাহার সমান বা তদপেক্ষা অধিকতর লাভের সম্ভাবনা নাই, সে স্থানে প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অর্থ পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে; যেহেতু উহা কেবল খরকণ্ডূয়নের ন্যায় পরিণামে দুঃখজনক হইয়া উঠে।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! এই প্রকার যদি অল্প ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধিকতর ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। পণ্ডিত ব্যক্তিরা মিত্রবল-সম্পন্ন অমিত্রের মিত্রভেদ করিয়া থাকেন, কারণ মিত্রগণ ভিন্ন হইয়া পরিত্যাগ করিলে, যুবা ব্যক্তিও অবশ হয়। হে রাজন্! বলবান্ ব্যক্তি বলপূর্ব্বক

যুদ্ধ করিয়াই প্রজাগণকে বশীভূত করে; সে কখন উহাদিগকে নিগ্রহ বা প্রিয় সম্ভাষণদ্বারা বশীভূত করে না। যেমন বহুসংখ্যক মধুমক্ষিকা একত্র হইয়া মধুগ্রাহীর প্রাণ সংহার করে, তদ্রূপ অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তি সমবেত হইলে বলবান্ শত্রুকেও শমনসদনে গমন করিতে হয়। যেমন সূর্য্য স্বীয় কিরণদ্বারা পৃথিবীর রস শোষণ করিয়া প্রজাগণকে পালন করেন, তদ্রূপ আপনি যুদ্ধে শত্রুগণকে বশীভূত করিয়া প্রতিপালন করুন। হে মহারাজ! আমরা শ্রবণ করিয়াছি যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় যথানিয়মে প্রজা পালন করিলে অনাদি স্বকীয় ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়। ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া বা তাহাদের নিকট পরাভূত হইয়া যেমন সদ্গতি লাভ করে, তপোনুষ্ঠানদ্বারা কদাচ তাদৃশ গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। লোকে আপনার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া নিশ্চয় করিয়াছে যে, সূর্য্য হইতে প্রভা ও চন্দ্রমাঃ হইতে শোভাও অপগত হইল, আর থাকে না। হে মহারাজ! এক্ষণে যাবতীয় সভামধ্যে কেবল আপনার প্রশংসা ও বিপক্ষগণের নিন্দারই আলোচনা হইতেছে। আপনি মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, কাম বা অর্থের জন্য কদাচ মিথ্যা কথা প্রয়োগ করেন নাই, এই নিমিত্তই সমস্ত ব্রাহ্মণ ও কুরুগণ একত্র হইয়া হৃষ্টচিত্তে সতত আপনারই সত্যপরায়ণতার আন্দোলন করিয়া থাকেন। রাজ্য লাভ করিবার নিমিত্ত রাজার যে অণুমাত্র পাপ সমুৎপন্ন হয়, তিনি পশ্চাৎ বিপুলদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা তাহার অপনোদন করেন। লোকে ব্রাহ্মণগণকে বহুসংখ্যক গ্রাম ও সহস্র সহস্র গো দান করিয়া রাহুবিনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় পাপ সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। হে কুরুনন্দন! সমস্ত পৌর এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃদ্ধ ও বালকগণ-সমভিব্যাহারে আপনারই প্রশংসা করিতেছেন। কুক্কুরচর্ম্মে ক্ষীর, শূদ্রমুখে বেদ, চোরে সত্য ও নারীতে বল সংযুক্ত হইলে যেরূপ ঘৃণাকর ও দুঃখদায়ক হয়, দুরাত্মা দুর্য্যোধনে রাজ্যভার অর্পিত হইয়া তদ্রূপ হইয়াছে; হে মহারাজ! আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই সতত এই কথার আন্দোলন করিতেছে। হায়! আপনি আপন বুদ্ধিতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আমাদের সহিত এই দুরবস্থাগ্রস্ত হওয়াতে, আমরা সকলেই এককালে বিনষ্ট হইলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধন প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্বরে সর্ব্বোপকরণসম্পন্ন শীঘ্রগামী স্যন্দনে আরোহণ করুন ও অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল পরাক্রান্ত ভ্রাতৃবর্গে পরিবৃত হইয়া অদ্যই হস্তিনা-নগরে গমন করিতে প্রবৃত্ত হউন। যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সুরগণ সমভিব্যাহারে অসুরগণকে সংহার করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অরাতিকুল সমূলে নির্ম্মূল করিয়া দুরাত্মা দুর্য্যোধন হইতে রাজ্য গ্রহণ করুন। হে রাজন্! এই ভূমণ্ডলে

কোন ব্যক্তিই গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত আশীবিষ-সদৃশ বিচিত্রপুঙ্খ অর্জ্জুনের শর সমূহ সহ্য করিতে পারে না। আমি যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া গদা ঘূর্ণন করিলে তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে, এমন কোন বীর, কি মাতঙ্গ বা অশ্ব এই জগতীলে অদ্যাপি জন্ম গ্রহণ করে নাই। হে মহারাজ! আমরা, সৃঞ্জয়গণ, কেকয়বংশীয়গণ ও বৃষ্ণিবংশা-বতংস কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া ও বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত-সমভিব্যাহারে দৃঢ়তর যত্নসহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, কি নিমিত্ত শত্রুহস্তগত রাজ্যের প্রত্যুদ্ধরণে অক্ষম হইব?

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভাব সত্য-ব্রত যুধিষ্ঠির ভীমসেনের বাক্য শ্রবণান্তর ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! আমি তোমার বাক্যরূপ শল্য-দ্বারা ব্যথিত হইয়াও তোমাকে অভিযোগ করিতে পারি না; আমার অন্যায়াচরণেই তোমরা এরূপ বিষাদসাগরে পতিত হইয়াছ, তাহার সন্দেহ নাই। আমি দুর্য্যোধনের রাজ্যজিহীর্ষু হইয়া অক্ষ গ্রহণ করিয়া ছিলাম, ইহা জানিতে পারিয়া ধূর্ত্ত শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া আমার সহিত অক্ষক্রীড়া করিতে লাগিল। আমি শঠতা করিতে অক্ষম, কিন্তু শঠশিরোমণি সৌবল সভামধ্যে শঠতাসহকারে অক্ষ সমূহ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক জয় লাভ করিল। আমি যখন তাহার কুটিলতা বুঝিতে পারিয়া অক্ষ-গুলিকে তদীয় অভিলাষানুরূপ অযুগ ও যুগবদ্ধ হইতে দেখিলাম, তখন আমার নিবৃত্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ক্রোধো-দয় হইয়া আমার ধৈর্য্য বিনষ্ট করায় আমি নিবৃত্ত হইতে অসমর্থ হইয়াছিলাম। আত্মার ধৈর্য্যলোপ হইলে কি পৌরুষ, কি অভিমান, কি বীরত্ব কিছুতেই তাহাকে সংযত করিতে পারে না। বোধ হয়, এইপ্রকার ভবিতব্যতাই ছিল, তন্নিমিত্তই তোমার কথাতে দোষারোপ করিতে পারি না। যখন দুর্য্যোধন রাজ্য হরণাভিলাষে আমাদিগকে ব্যসনে নিমগ্ন করিয়া দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছিল, তখন দ্রৌপদী হইতেই আমরা পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলাম।

আমরা পুনর্ব্বার দ্যূতের নিমিত্ত সভা-মধ্যে সমাগত হইলে, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যো-ধন ভরতগণের সমক্ষে কহিল যে, "হে অজাতশত্রো! দ্যূতে পরাজিত হইলে তোমাকে ও তোমার ভ্রাতৃগণকে দ্বাদশ বৎসর বনবাসে এবং এক বৎসর অজ্ঞাত-বাসে কাল যাপন করিতে হইবে; যদ্যপি ভারতচরেরা তোমার অজ্ঞাতবাস জানিতে পারে, তাহা হইলে পুনরায় দ্বাদশ বর্ষ অরণ্যে ও একবর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে; আর যদ্যপি তোমরা আমাদিগের চরগণকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের অজ্ঞাতে ঐ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিতে পার, তাহা হইলে পঞ্চনদ দেশ নিশ্চয়ই তোমা-দের হইবে। যদি আমাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলেও এইরূপ

আচরণ করিব ; এই একমাত্র পণ স্থির করিলাম।” ইহা শ্রবণ করিয়া তুমি ও ধনঞ্জয় কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান না করায়, আমিও সেই পণে অনুমোদন করিলাম।

তখন দুর্য্যোধনও শান্তির নিমিত্ত কিঞ্চিন্মাত্র চিন্তা না করিয়া সাতিশয় ক্রোধ-পরতন্ত্র হইয়া উঠিল ও আপনার বশতাপন্ন কৌরবগণকে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। পরিশেষে আমাদিগের দ্যূতক্রীড়া অতি জঘন্য হইলে, আমরাই পরাজিত হইয়া বিবাসিত হইলাম। এইরূপ নিষ্কাশিত হইয়া বহু ক্লেশে জঘন্য বেশে দেশে দেশে ও বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। কোন্ ব্যক্তি সাধুগণের সমক্ষে ঈদৃশী প্রতিজ্ঞা করিয়া পুনরায় রাজ্য লাভের নিমিত্ত উহা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে ? আর্য্য ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মপথ অতিক্রম করিয়া রাজ্যলাভ করা, মরণ অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়া উঠে। হে ভীম ! তুমি যখন দ্যূতস্থলে পরিঘাস্ত্র পরিমার্জ্জিত করিয়া আমার বাহুদ্বয় ভস্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছিলে, তখন কেবল ধনঞ্জয় তোমাকে নিবারণ করিয়াছিল ; কিন্তু যদি তুমি তখন বীরত্ব প্রকাশ করিতে, তাহা হইলে কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটনা হইতে পারিত না। তুমি সকলের পৌরুষজ্ঞ হইয়া কি নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে এরূপ বাক্য বলিতে বিরত ছিলে ? এক্ষণে কালকল্প বিপদ্ প্রাপ্ত হইয়া আমার প্রতি ঈদৃশ বাক্যবাণ প্রয়োগ করিলে কি হইবে ? হে ভীম ! আমরা যে, যাজ্ঞসেনীর তাদৃশ দুরবস্থা দর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলাম, সেই দুঃখই এক্ষণে বিষরসের ন্যায় আমার হৃদয় জীর্ণ ও কায় শীর্ণ করিতেছে। হে ভরতপ্রবীর ! যেমন কৃষীবলেরা বীজ বপন করিয়া ফলরাশির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ তুমি সুখোদয়ের সময় প্রতীক্ষা কর। কৌরববীরমধ্যে যে সকল কথা কহিয়াছ, আজি তদনুযায়ী কর্ম্ম করা কোন ক্রমে উচিত নহে। যদি প্রতারিত ব্যক্তি অরি-কুলকে বলসম্পন্ন জানিয়া তৎক্ষণাৎ ছেদ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পুরুষ-কার নানা গুণে মণ্ডিত ও জীবলোকে জীবন ধারণ সফল হইয়া উঠে ; সেই ব্যক্তিই সমগ্র রাজলক্ষ্মী প্রাপ্ত হইতে পারে, শত্রুগণও তাহার নিকট অবনত হইয়া থাকে ; যেমন অমরবর্গ ইন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মিত্রগণ শীঘ্র তাহার বশবর্ত্তী হইয়া জীবনকাল অতিবাহিত করে। হে বীর ! নিশ্চয় বোধ করিবে যে, আমার প্রতিজ্ঞা কদাচ মিথ্যা হইবে না। আমি দেবত্ব ও জীবন অপেক্ষাও ধর্ম্মকে প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া থাকি। রাজ্য, ধন, পুত্র ও যশঃ এই সমস্ত বস্তু সত্যের এক কণারও সদৃশ হইতে পারে না।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে মহারাজ ! ফেনের ন্যায় অসার ও ফলের ন্যায় পতনশীল মানব-গণ কালের বশীভূত হইয়া কালকে প্রত্যক্ষ বোধ করে, কিন্তু সে কাল শরের ন্যায়

শীঘ্রগামী, স্রোতের ন্যায় নিত্যবাহী, অনন্ত, অপ্রমেয় ও সর্ব্বান্তকারী; অতএব ঈদৃশ কালে সন্ধি করা নিতান্ত নিষ্ফল। হে রাজন্! যেমন অঞ্জনচূর্ণ সূচীদ্বারা ক্রমে ক্রমে অপহৃত হইলে তাহার শেষ হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ ক্ষণবিনশ্বর মানবগণের এই অনন্ত কাল প্রতীক্ষা করা সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তির পরমায়ুঃ অপরিমিত, অথবা যে ব্যক্তি পরমায়ুর পরিমাণ অবগত হইয়াছে ও সমুদয় বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহারই সময় প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত। হে মহারাজ! হয় ত এই ত্রয়োদশ বর্ষ প্রতীক্ষা করিতেই সমস্ত আয়ুঃ পর্য্যবসান হইয়া আমাদিগকেও কালের করাল বদনে প্রবেশ করিতে হইবে। মৃত্যু শরীরিগণের শরীরে নিয়তই আশ্রয় করিয়া আছে; অতএব আমাদের মরণের অব্যবহিত পূর্ব্বেই রাজ্যলাভঘটনা হইতে পারে। যে ব্যক্তি শৌর্য্যাদি গুণবিরহের জন্য লোকের নিকট অবিদিত ও বৈর নির্যাতন করিতে অসমর্থ হইয়া পরমোৎকৃষ্ট কীর্ত্তি লাভ করিতে পারে না, সে কেবল ভূমির ভারস্বরূপ হইয়া পরিশেষে বলীবর্দ্দের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে পুরুষ ক্ষীণবল, নিরুদ্যোগী ও বৈরনির্যাতনে পরাঙ্মুখ হয়, সেই দুর্জ্জাত পুরুষের জন্ম কোন কর্ম্মেরই নহে।

হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় সুবর্ণের অদ্বিতীয় অধিকারী ও কীর্ত্তি রাজকুলোচিত; অতএব আপনি সংগ্রামে শত্রু নাশ করিয়া নিজ ভুজার্জ্জিত ঐশ্বর্য্য উপভোগ করুন। যে পুরুষ প্রতারকের প্রাণসংহার করিয়া সদ্যই নরকে গমন করে, তাহার সেই নরকও স্বর্গের সমান বোধ হইতে থাকে। হে মহারাজ! অমর্ষজনিত সন্তাপ হুতাশন অপেক্ষাও সমধিক দীপ্তিমান্, আমি দিবানিশি সেই সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়া শয়ন পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়াছি। ধনুর্গুণ বিকর্ষণে বরিষ্ঠ ও সিংহসম বিক্রমশালী এই ধনঞ্জয় একাকী সমস্ত ধনুর্দ্ধরকে সংহার করিতে পারে, কিন্তু এক্ষণে যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত ও মত্তহস্তীর ন্যায় মনস্তাপে পরিতাপিত হইতেছে। নকুল, সহদেব ও বীরপ্রসবিনী বৃদ্ধমাতা, আপনার প্রিয়-কামনায় জড় ও মূকের ন্যায় হইয়া রহিয়াছেন। সৃঞ্জয়গণ প্রভৃতি বান্ধবেরা এক্ষণে আপনার হিতচিন্তায় রত হইয়া কালাতিপাত করিতেছেন; আমি ও প্রতিবিন্ধ্যজননী দ্রৌপদী নিতান্ত সন্তাপিত হইয়া বনবাসক্লেশ সহ্য করিতেছি। হে মহারাজ! এই বীরেরা সকলেই সংগ্রামপ্রিয়, কিন্তু সম্প্রতি বিপন্ন হইয়া হীনবলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন; অতএব এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, তাহা সকলেরই অভিপ্রেত হইবে, সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! দুর্ব্বল নীচ জনেরা আমাদের রাজ্য অপহরণ করিয়া সুখসচ্ছন্দে ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর বিপদ্ আর কি হইবে। হে অসত্যভীরো! আপনি স্বীয় স্বভাবদোষে দয়ালুতা নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতেছেন, কিন্তু অন্য

কেহ এ বিষয়ে আপনাকে প্রশংসা করিতেছে না। আপনার বুদ্ধি অর্থজ্ঞানশূন্য, বেদাক্ষরমাত্রাভ্যাসী, অত্যন্ত কুৎসিত শ্রোত্রিয়ের ন্যায় কেবল গুরূপদিষ্ট মনুবচন বহন করিতেছে, কিন্তু তত্ত্বার্থ পরিদর্শন করিতে সমর্থ নহে। আপনি ব্রাহ্মণের ন্যায় দয়াময় হইয়া কি নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম গ্রহণ করিলেন; ক্ষত্রকুলে প্রায়ই ক্রূরবুদ্ধি পুরুষেরা জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে, আপনি ভগবান্ মনুপ্রণীত রাজধর্ম্ম শ্রবণ করিয়াছেন, তথাপি ক্রূর, প্রতারক, অশান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে কি নিমিত্ত ক্ষমা করিতেছেন? হে পুরুষব্যাঘ্র! কর্ত্তব্য বিষয়ে কি অজগর সর্পের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবেন? আপনি আমাদিগকে সংগোপন রাখিবার অভিলাষী হইয়া এক মুষ্টি তৃণদ্বারা হিমালয়কে আবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যেমন দিনকর গগনমণ্ডলে কদাচ আচ্ছন্ন হইতে পারে না, তদ্রূপ আপনি বুদ্ধি, বল, শাস্ত্র ও আভিজাত্যসম্পন্ন এবং বিখ্যাত হইয়া এই পৃথিবীতে ছদ্মবেশে কখন অজ্ঞাতচর্য্যা আচরণ করিতে পারিবেন না। অনূপজাত শাখাপুষ্পপলাশ-শালী শালসদৃশ ও ঐরাবতের ন্যায় বিশ্রুতকীর্ত্তি অর্জ্জুন কি প্রকারে অজ্ঞাত হইয়া বিচরণ করিবে? নকুল ও সহদেব এই সিংহসঙ্কাশ শিশুদ্বয়ই বা কি প্রকারে অজ্ঞাতচারী হইবে? পুণ্যকীর্ত্তি বীরপ্রসবিণী দ্রৌপদীই বা কি প্রকারে আত্মগোপন করিবেন? আমি কৌমারাবস্থা অবধি নিখিল প্রজামণ্ডলীর মধ্যে বিখ্যাত ও সর্ব্বসমক্ষে পরিচিত হইয়া আসিয়াছি; এক্ষণে তৃণদ্বারা সুমেরু-গোপনের ন্যায় আমার অজ্ঞাতচর্য্যা অতি অসম্ভব। আমরা অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছি; তাহারা এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রের অনুগত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তাহারা আমাদের নিকট পরাভূত ও বিবাসিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা ধৃতরাষ্ট্রের হিতৈষী হইয়া আমাদিগের পরাভবচেষ্টা না করিয়া কদাচ ক্ষান্ত হইবে না। তাহারা অবশ্যই আমাদের অন্বেষণের নিমিত্ত ছদ্মচারী চরগণ প্রেরণ করিবে। তাহারা আমাদিগকে জানিতে পারিয়া বিপক্ষদের নিকট প্রকাশ করিলে অবশ্যই মহৎ ভয় সমুপস্থিত হইবে। মহারাজ! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমন পূতিকরঞ্জলতা সোম লতার প্রতিনিধি হয়, সেইরূপ এক এক মাস এক এক বৎসরের প্রতিনিধি হইতে পারে; এমতে আমরা ত্রয়োদশ মাস সম্যক্‌রূপে বনে বাস করিয়াছি, অতএব এই ত্রয়োদশ মাস ত্রয়োদশ বর্ষ বলিয়া গণনা করুন। অথবা আপনি শত্রুনাশে কৃতসংকল্প হউন, কেন না, উত্তম ভারবাহী বৃষভকে পর্য্যাপ্ত রূপে তৃপ্তিজনক ভোজন প্রদান করিলে মিথ্যা বচনজনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। সংগ্রাম ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের আর ধর্ম্ম নাই।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির ভীমবাক্য শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, "আমি রাজধর্ম্ম ও বর্ণবিনিশ্চয়ে শ্রবণ করিয়াছি যে, যে ব্যক্তি উভয় ও বর্ত্তমান কাল সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। আমি ধর্ম্মের অতি সূক্ষ্ম দুর্ব্বিগাহ গতি জানিয়া বলপূর্ব্বক কিরূপে তদ্বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইব।" তিনি মুহূর্ত্তকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা নিশ্চয়পূর্ব্বক ভীমকে কহিলেল, হে মহাবাহো! তুমি যাহা কহিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি আর একটী কথা বলি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। হে ভারত! যে সকল কার্য্য কেবল সাহসপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সমুদায়ই মহাপাপে পরিপূর্ণ; সুতরাং তদ্দ্বারা অন্তরাত্মা যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হন। আর উত্তম মন্ত্রণাপূর্ব্বক পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসেই অর্থসিদ্ধি হয় এবং দৈবও তদ্বিষয়ে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। তুমি বলদর্পিত হইয়া চপলতাপ্রযুক্ত যে অসমসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার মানস করিতেছ, তাহাতে আমার যে কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ কর।

ভূরিশ্রবাঃ, শল্য, জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, মহাবল দ্রোণাত্মজ এবং দুর্য্যোধনপ্রমুখ অতি দুরাধর্ষ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ সকলেই অস্ত্রবিদ্যা-বিশারদ এবং সতত আততায়ী। যে সকল রাজগণকে আমরা উৎপীড়িত করিয়াছি, এক্ষণে তাহারা জাতস্নেহ হইয়া কৌরবপক্ষ আশ্রয় করিয়াছে ও দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পূর্ণকোষ ও সৈন্যসমেত হইয়া নিরন্তর তদীয় হিত সাধনে তৎপর রহিয়াছে, অতএব তাহারা রণস্থলে কোনক্রমেই আমাদিগের সহায়তা করিবে না। কৌরবেরা আপন সৈনিকদিগের পুত্র ও অমাত্য প্রভৃতি সকলকেই উত্তমরূপে পরিচ্ছদ এবং ভোগসুখে সন্তুষ্ট রাখিয়াছে। দুর্য্যোধন বীর পুরুষদিগের প্রতি যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, তাঁহারা কৌরবহিতার্থে সংগ্রামস্থলে দুস্ত্যজ্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও পরাঙ্মুখ হইবেন না। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের স্নেহ উভয়পক্ষে সমান হইলেও রাজপ্রদত্ত গ্রাসাচ্ছাদনরূপ ঋণ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহারা সকলেই ধৈর্য্যপরায়ণ, দিব্যাস্ত্রবেত্তা ও সবাসব দেবগণের অজেয়। অস্ত্রবিশারদ মহারথ কর্ণ সর্ব্বদাই অমর্ষপ্রদীপ্ত ও অভেদ্য কবচে তদীয় শরীর আবৃত হইয়া রহিয়াছে; তাঁহার সম্মুখীন হওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার। তুমি সহায়বিহীন ও বলহীন হইয়া এই সকল মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগকে সমরে পরাভব করিয়া দুর্য্যোধন-নিধনে কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। হে বৃকোদর! অধিক কি বলিব, সকল ধনুর্দ্ধরাগ্রণী কর্ণের

অলোক-সামান্য রণনৈপুণ্য চিন্তা করিয়া এক কালে আমার নিদ্রা উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ক্রোধ-পরীতচেতাঃ ভীমসেন জ্যেষ্ঠের ঐ সকল বচন শ্রবণ করিয়া ত্রস্ত ও বিমনাঃ হইয়া তূষ্ণীম্ভাবে রহিলেন। পাণ্ডবদ্বয় এই সকল কথাপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, ইত্যবসরে মহাযোগী ব্যাসদেব তথায় উপনীত হইলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন পাণ্ডবগণ-কর্ত্তৃক যথাযোগ্য পূজিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অভিগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে নরর্ষভ! আমি স্বীয় মনীষা-প্রভাবে তোমার অন্তঃকরণের ভাব বুঝিতে পারিয়া শীঘ্র সমাগত হইয়াছি। তুমি যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, দ্রোণপুত্র, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন হইতে ভয়াশঙ্কা করিয়াছ, আমি বিধিবোধিত কর্ম্মদ্বারা তাহার নিরাকরণ করিব। হে রাজেন্দ্র! যদ্দারা উক্ত ভয় বিনাশিত হইতে পারে, তাহা শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, আর চিন্তার প্রয়োজন নাই।

অনন্তর বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে একান্তে লইয়া যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিতে লাগিলেন; হে ভরতসত্তম! আমি তোমাকে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধিস্বরূপ প্রতিস্মৃতি নাম্নী বিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি ইহা গ্রহণ কর। পরে মহাবাহু অর্জ্জুন এই বিদ্যা পাইয়া অস্ত্রহেতু সাধনা করিলে মহাদেব ও মহেন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিবে। অর্জ্জুন তপস্যা ও বিক্রমপ্রভাবে বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজ প্রভৃতি সুরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হইবে। সে সামান্য মনুষ্য নহে, চিরন্তন মহাতেজাঃ ঋষি; ভগবান্ নারায়ণ ইহার সহায়, ইহাকে কেহই জয় করিতে পারিবে না। এই অর্জ্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও লোকপালগণের নিকট হইতে অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া মহৎ কার্য্য সকল সম্পন্ন করিবে। হে কৌন্তেয়! এক্ষণে তুমি আপনাদিগের বসোপযোগী অন্য এক বন অন্বেষণ কর, কারণ এক স্থানে চিরবাস প্রীতিকর হয় না; তুমি বেদবেদাঙ্গ-পারগ অনেকানেক ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণ করিতেছ। তাহাতে তপস্বী-দিগের উদ্বেগ জন্মে, লতা ঔষধি সকল বিনষ্ট হইতে থাকে ও অনন্যগতি মৃগগণের জীবিকা নির্ব্বাহ সুকঠিন হইয়া উঠে।

লোকতত্ত্বজ্ঞ ভগবান্ ব্যাস প্রসন্নহৃদয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে এই রূপে অনুত্তম বিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। মেধাবী যুধিষ্ঠিরও সংযত-চিত্তে ঋষিদত্ত সেই মন্ত্র ধারণ করিলেন এবং নিবিষ্টমনাঃ হইয়া সময়ে সময়ে সেই বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিলেন। তিনি ব্যাস-বাক্যে মুদ্রিত হইয়া দ্বৈতবন হইতে সরস্বতী নদীর উপকূলসন্নিহিত কাম্যক বনে যাত্রা করিলেন। বেদবেদাঙ্গ-বিশারদ তাপস ও ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। অনন্তর মহাত্মা পাণ্ডবেরা কাম্যক বনে উত্তীর্ণ হইয়া অমাত্য ও ভৃত্য-সমভিব্যাহারে বাস করিতে লাগিলেন। সেই ধনুর্ব্বেদ-পারগ বীর পুরুষেরা প্রতিদিন বেদ শ্রবণ, মৃগার্থী হইয়া বিশুদ্ধ শরশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক

মৃগয়া বিচরণ এবং পিতৃলোক ও দেবলোকদিগের যথাবিধি তর্পণ করিয়া সেই কাম্যক বনে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্যাসবাক্য স্মরণ ও মুহূর্ত্তকাল বনবাসের বিষয় চিন্তা করিয়া নির্জ্জনে সহাস্য বদনে সান্ত্ববাদ প্রয়োগ এবং হস্ত-দ্বারা গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও অশ্বত্থামা ইঁহারা পূর্ণচতুষ্পাদ ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ অধিকার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারাই ব্রাহ্ম, দৈব ও মানুষ প্রভৃতি অস্ত্র সমূহের ধারণগ্রহণরূপ প্রয়োগ ও পরপ্রযুক্ত অস্ত্রের প্রতীকার এই সমস্ত বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন। দুর্য্যোধন ইঁহাদিগকে সান্ত্বনা, প্রচুর অর্থ দান ও সন্তুষ্ট করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিয়া থাকে এবং যোদ্ধৃবর্গের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত আছে। আচার্য্যেরাও সম্মানিত ও সন্তুষ্ট হইয়া শান্ত ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে প্রতিপূজিত হইয়া আপনাদিগের বল বীর্য্য প্রকাশ করিবেন। এক্ষণে গ্রামনগর-সংযুক্ত, সাগর, বন ও আকরপরিবৃত এই অখণ্ড মহীমণ্ডল দুর্য্যোধনের অধিকৃত হইয়াছে। হে অর্জ্জুন! তুমিই আমাদিগের প্রিয় পাত্র এবং তোমাতেই সমগ্র ভার সমর্পিত হইয়াছে। এক্ষণে সময়োচিত কর্ত্তব্য নিরূপণ করিয়া কহিতেছি, শ্রবণ কর। আমি মহর্ষি বেদব্যাস হইতে রহস্যবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছি, ঐ বিদ্যা প্রয়োগ করিলে সমস্ত বিশ্ব উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুমি ঐ বিদ্যাসংযুক্ত ও সুসমাহিত হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ-পূর্ব্বক যথাকালে দেবতাদিগের প্রসাদলাভ অপেক্ষা করিবে; অতএব এক্ষণে ধনুঃ, কবচ ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সাধুব্রতধারী মুনি হইয়া উত্তর দিকে প্রস্থান কর, কিন্তু কাহাকেও পথ প্রদান করিও না। পূর্ব্বে দেবগণ বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া ইন্দ্রকে সমস্ত দিব্যাস্ত্ররূপ সামর্থ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন। তুমি এক স্থানস্থ সেই সমস্ত অস্ত্র দেবরাজ হইতেই প্রাপ্ত হইবে, অতএব তাঁহার নিকটে গমন কর, তিনিই তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি অদ্যই দীক্ষিত হইয়া পুরন্দরকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত যাত্রা কর।

এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে রহস্যবিদ্যা অধ্যয়ন করাইলেন। অনন্তর অর্জ্জুনকে ব্যাসবিহিত নিয়মানুসারে দীক্ষিত ও কায়মনোবাক্যে সংযত করিয়া প্রস্থানের আদেশ প্রদান করিলেন। অর্জ্জুন ঐরূপ আদিষ্ট হইয়া পুরন্দর সন্দর্শনার্থ গাণ্ডীব, অক্ষয় তূণীর, কবচ, চর্ম্ম ও গোধাঙ্গুলিত্র ধারণপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর নিষ্ক-দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে স্বস্তিবাচন করাইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বধ-সাধনার্থ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। এই অবসরে সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ ও

অন্তর্হিত ভূতেরা গৃহীতশরাসন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, "হে মহাবীর! অনতিকালমধ্যেই তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর ব্রাহ্মণেরা "তুমি প্রস্থান কর, নিশ্চয় তোমার জয় লাভ হইবে" এই বলিয়া অর্জ্জুনের প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিলেন। দ্রৌপদী মহাকায় অর্জ্জুনকে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া কারুণ্য রসে সকলের মনঃ অভিষিক্ত করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহো! তুমি জন্ম গ্রহণ করিলে আর্য্যা কুন্তী যাহা অভিলাষ করিয়াছিলেন ও তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তৎ সমুদায় সফল হউক। এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন ক্ষত্রিয়কুলে আর কাহারও জন্ম না হয়। যাঁহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, সেই ব্রাহ্মণদিগকে প্রতিনিয়ত নমস্কার করি। পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজসভায় বহুবিধ অযুক্ত বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আমাকে "গরু, গরু" বলিয়া যে উপহাস করিয়াছিল, সেই দুরপনেয় দুঃখ অপেক্ষা এক্ষণে তোমার বিয়োগজনিত দুঃখ গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তোমার ভ্রাতৃগণ বারংবার তোমারই বীরকার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত হইবেন। হে নাথ! তুমি দীর্ঘ প্রবাসজনিত প্রয়াস স্বীকার করিলে আমাদিগের ভোগ, ধন বা জীবনে কদাচ সন্তোষ জন্মিবে না। আমাদিগের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য এই সমস্ত একমাত্র তোমাতেই সমাহিত হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও। তুমি যে কার্য্য সাধন করিতে উদ্যত হইয়াছ, উহা বলবানেরই কার্য্য, অতএব তুমি জয় লাভের নিমিত্ত নির্ব্বিঘ্নে শীঘ্র প্রস্থান কর। ধাতা ও বিধাতাকে নমস্কার করি, তুমি প্রবাসে যাত্রা কর; মঙ্গল হইবে। হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, দ্যুতি, উত্তমা, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও সরস্বতী ইঁহারা গমন কালে পথিমধ্যে তোমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি জ্যেষ্ঠের অর্চ্চনা ও আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাক, অতএব আমি তোমার শান্তি লাভার্থ বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণকে আরাধনা করিব। অন্তরীক্ষচর, পার্থিব, দিব্য এবং অন্যান্য বিঘ্নকর ভূতগণ তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

যশস্বিনী দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়া বিরত হইলে মহাবীর পার্থ ভ্রাতৃগণ ও পুরোহিত ধৌম্য মহাশয়কে প্রদক্ষিণ করিয়া রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যাত্রা করিলেন। ভূতগণ ইন্দ্রযোগযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত তেজঃপুঞ্জকলেবর অর্জ্জুনকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তদীয় গমনমার্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন তিনি তপস্বিগণ-নিষেবিত বহুসংখ্যক অচল অতিক্রম করিয়া এক দিবসমধ্যে অতি পবিত্র দেবগণ-পরিবৃত দিব্য হিমাচলে উপনীত হইলেন। অনন্তর ধনঞ্জয় বেগে হিমালয় ও গন্ধমাদন পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অহোরাত্র অতন্দ্রিত হইয়া দুর্গম স্থান সকল অতিক্রম করিয়া পরিশেষে

ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ হইতে "তিষ্ঠ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন তরুতলে ব্রাহ্ম শ্রী-সম্পন্ন, পিঙ্গলবর্ণ, সুদীর্ঘজটাভার ধারী, কৃশকায় এক তপস্বীকে দেখিতে পাইলেন। তপস্বী অর্জ্জুনকে তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত! ক্ষত্রিয় ব্রতধারী হইয়া ধনুঃ, বর্ম্ম ও শরগ্রহণপূর্ব্বক পরিকরে অসিকোষ বন্ধন করিয়া এস্থানে আগমন করিলে, তুমি কে? ইহা শান্তপ্রকৃতি বিনীতক্রোধ তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের আশ্রম; এখানে সঙ্গ্রামপ্রসঙ্গ সুদূরপরাহত, অতএব শস্ত্রের আবশ্যকতা নাই, সুতরাং ধনুর্ব্বাণ ধারণ করা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন। এক্ষণে শরাসন দূরে নিক্ষেপ কর, তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ।

অসামান্য ওজঃ ও তেজঃসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সহাস্য আস্যে এইরূপ কহিলেও দৃঢ়ব্রত অর্জ্জুনকে কোন ক্রমেই ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না। অনন্তর প্রীত ও প্রসন্নমনে কহিলেন, হে বৎস! তুমি অভীষ্ট হিতকর বর প্রার্থনা কর, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। তখন কুরুকুলতিলক মহাবীর অর্জ্জুন কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণতিপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! আমি আপনার নিকট সমগ্র অস্ত্র শিক্ষা করিবার অভিলাষে আসিয়াছি, আপনি অনুকম্পা প্রকাশপূর্ব্বক আমাকে এই বর প্রদান করুন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রীতমনে সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, বৎস! তুমি এই স্থলে আগমন করিয়াছ, তোমার অস্ত্র শস্ত্রে আর কি প্রয়োজন? এক্ষণে অভীষ্ট লোক লাভে যত্ন কর, তুমি পরম গতি প্রাপ্ত হইয়াছ। ধনঞ্জয় কহিলেন, ভগবন্! আমি লোভ, কাম, দেবত্ব ও সুখ প্রাপ্তির প্রত্যাশা করি না; দেবতাদিগের ঐশ্বর্য্যকেও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বিবেচনা করি। আমি ভ্রাতৃবর্গকে অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া বৈরনির্য্যাতনের নিমিত্ত আসিয়াছি, ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে ত্রিলোকমধ্যে চিরকাল আমার এই অপযশঃ বর্ত্তমান থাকিবে। সর্ব্বলোকপূজিত দেবরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া অর্জ্জুনকে মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! তুমি যৎকালে ত্রিশূলধারী ভূতনাথ শঙ্করের সন্দর্শন পাইবে, আমি সেই অবসরে তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র প্রদান করিব। অতএব তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন কর; তাঁহার সন্দর্শনে তোমার সমুদায় অভীষ্টসিদ্ধি হইবে। দেবরাজ ইন্দ্র ধনঞ্জয়কে এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া তিরোহিত হইলে তিনি যোগ সাধনে মনোনিবেশ-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুনাভিগমনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

কৈরাত পর্ব্বাধ্যায়।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! অক্লিষ্টকর্ম্মা দীর্ঘবাহু অর্জ্জুন কিরূপে অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? কিরূপে মনুষ্যশূন্য বনে নির্ভীকের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন? তথায় থাকিয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন? আর কিরূপেই বা ভগবান্ ভবানীপতি ও সুররাজ ইন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি সমুদায় দিব্য ও মানুষ বৃত্তান্ত অবগত আছেন; আমি সেই সমুদায় বৃত্তান্ত আপনার নিকট শ্রবণ করিতে বাসনা করি, আর অস্ত্রবিদগ্রগণ্য, সংগ্রামে অপরাজিত মহাবীর ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত যে অত্যাশ্চর্য্য লোমহর্ষণ তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন; যাহা শ্রবণ করিবামাত্র মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের যুগপৎ দৈন্য, হর্ষ ও বিস্ময়বশতঃ হৃৎকম্প হইয়াছিল; আপনি ঐ বৃত্তান্ত ও অর্জ্জুনের অন্যান্য সমুদায় কার্য্য বর্ণন করুন। হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অণুমাত্রও নিন্দার কার্য্য নাই, অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় চরিত্রও সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! আমি দেবাদিদেব মহাদেবের সহিত মহাত্মা অর্জ্জুনের সমাগম ও গাত্রসংস্পর্শ প্রভৃতি সমুদায় দিব্য অদ্ভুত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অমিততেজাঃ মহারথ অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে দিব্য গাণ্ডীব ধনুঃ ও কনকমুষ্টিযুক্ত খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি এবং সুররাজ পুরন্দরের সন্দর্শনজন্য স্বকার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্থিরসংকল্প হইয়া একাকী সত্বরে হিমাচলের উদ্দেশে উত্তর মুখে প্রস্থান করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে কণ্টকাকীর্ণ সিদ্ধচারণ-গণনিষেবিত অরণ্যানী অতিক্রম করিয়া সেই নির্জ্জন কাননে প্রবেশ করিবামাত্র আকাশে শঙ্খনাদ ও পটহধ্বনি হইল, ভূতলে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল ও মেঘজাল চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিল।

তখন ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সেই মহাগিরি হিমাচলের সমীপবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যানী সমুদায় অতিক্রমপূর্ব্বক গিরিপৃষ্ঠে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ঐ পর্ব্বতে পুষ্পাভারাবনত বৃক্ষ সমুদায়ের উপরিভাগে নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ নিরন্তর সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। বিপুল আবর্ত্তবতী স্রোতস্বতী সকল চতুর্দ্দিকে শোভমান হইতেছে। ঐ নিম্নগা সমুদায়ের জল অতি পবিত্র, সুশীতল ও বৈদুর্য্য মণির ন্যায় নির্ম্মলপ্রভ; উভয় পার্শ্বে মনোহর বনরাজি বিরাজিত রহিয়াছে এবং হংস, কারণ্ডব, সারস, ক্রৌঞ্চ, পুংস্কোকিল, ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণ চতুর্দ্দিকে কলকণ্ঠে সতত সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। মহামনাঃ অর্জ্জুন তদ্দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন।

তখন তিনি সেই পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ পরম রমণীয় বনোদ্দেশে দর্ভময় বাস পরিধানপূর্ব্বক দণ্ড ও অজিনে মণ্ডিত হইয়া ভূতলে পতিত স্বয়ং বিশীর্ণ পত্রমাত্র উপযোগ করিয়া ঘোরতর তপোনুষ্ঠান আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রথম মাসে ত্রিরাত্রান্তর, দ্বিতীয় মাসে ষড়্রাত্রান্তর এবং তৃতীয় মাসে পক্ষান্তরে ফল ভক্ষণ করিয়া তপশ্চরণ করিলেন। চতুর্থ মাস সমুপস্থিত হইলে কেবল বায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধহস্তে পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্র-ভাগমাত্রে পৃথিবী স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। সতত অবগাহন করাতে তাঁহার মস্তকস্থিত জটাকলাপ বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন সমুদায় মহর্ষিগণ একত্র মিলিত হইয়া মহাত্মা অর্জ্জুনের কঠোর তপস্যার বিষয় জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ও প্রণতি পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে দেবেশ্বর! মহাতেজাঃ অর্জ্জুন হিমাচলে ঘোরতর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক ধূমায়িতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তাঁহার কি অভিপ্রায় কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু তপঃপ্রভাবে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়াছি। অতএব আপনি উঁহাকে নিবৃত্ত করুন।

সর্ব্বভূতপতি; বিশুদ্ধাত্মা মহর্ষিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তপোধনগণ! তোমরা অর্জ্জুনের নিমিত্ত বিষণ্ণ হইও না, সত্বরে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর। আমি মহাত্মা ধনঞ্জয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়াছি। স্বর্গ, আয়ুঃ বা ঐশ্বর্য্য লাভে তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই। আমি অদ্যই তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।

তখন সত্যবাদী মহর্ষিগণ মহাদেবের বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা মহর্ষিগণ স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে সর্ব্ব-পাপান্তক ভগবান্ পশুপতি কিরাতবেশ ধারণপূর্ব্বক কাঞ্চনদ্রুমের ন্যায় ও দ্বিতীয় সুমেরু পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি পিণাক শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শর সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বসমবেশধারিণী উমা দেবী-সমভিব্যাহারে সহস্র সহস্র অঙ্গনাগণে পরিবৃত হইয়া দেদীপ্যমান দহনের ন্যায় মহাবেগে অর্জ্জুনের তপোবনে গমন করিলেন। ভূতগণ নানা বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। কিরাতবেশধারী ভগবান্ ভূতপতির সমাগমে সেই প্রদেশ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যেই সমুদায় বন নিস্তব্ধ হইল; প্রস্রবণের শব্দ, বিহঙ্গমগণের নিনাদ একবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কিরাতরূপী ভগবান্ ভবানীপতি ক্রমে ক্রমে পার্থের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, অদ্ভুতদর্শন মূক নামে এক দানব বরাহরূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে সংহার করণার্থ লক্ষ্য করিতেছে। অর্জ্জুন তদ্দর্শনে গাণ্ডীব

ধনুঃ ও আশীবিষসদৃশ শর সমুদায় গ্রহণ করিয়া শরাসনে জ্যা আরোপণ ও টঙ্কার প্রদানপূর্ব্বক সেই কপট বরাহকে কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! আমি তোর কোন অপকার করি নাই, তথাপি তুই আমাকে সংহার করিতে বাসনা করিতেছিস্; অতএব আমি অগ্রেই তোকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

তখন কিরাতবেশধারী শঙ্কর দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুনকে বরাহের উপরি শর নিক্ষেপ করিতে সমুদ্যত দেখিয়া তাঁহাকে নিবারণপূর্ব্বক কহিলেন, হে তাপস! আমি অগ্রে এই ইন্দ্রকীলসদৃশ প্রভাসম্পন্ন বরাহকে লক্ষ্য করিয়াছি। অর্জ্জুন তাঁহার বাক্যে অনাদর করিয়া বরাহের উপর শর নিক্ষেপ করিলেন। কিরাতও সেই বরাহের উপর তৎক্ষণাৎ বজ্রের ন্যায় অগ্নিশিখার ন্যায় এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই উভয় নিক্ষিপ্ত শরদ্বয় শৈলসদৃশ সুদৃঢ় ও সুবিস্তৃত মূক দানবের গাত্রে এককালে নিপতিত হইল। পর্ব্বতে বজ্রনিপাত হইলে যেরূপ নির্ঘোষ হয়, মূকের গাত্রে সেই শরদ্বয় পতিত হওয়াতে তদ্রূপ ঘোরতর শব্দ হইয়া উঠিল। পরে সেই বরাহরূপী দানব অন্যান্য বহুবিধ পন্নগ সদৃশ দীপ্তাস্য শরনিকরে বিদ্ধ হইয়া ভয়ঙ্কর রাক্ষসরূপ ধারণপূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

অনন্তর অরাতি-নিপাতন অর্জ্জুন স্ত্রীগণপরিবৃত কিরাতবেশধারী মহাদেবকে দেখিতে পাইয়া প্রীত মনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কনকপ্রভ পুরুষ! তুমি কে, এই ঘোরতর নির্জ্জন কাননে স্ত্রীগণ-সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছ? তোমার কি কিছুমাত্র ভয় হইতেছে না? তুমি কি নিমিত্ত আমার লক্ষিতপূর্ব্ব মৃগের উপর শর নিক্ষেপ করিলে? ঐ বরাহরূপী রাক্ষস যদৃচ্ছাক্রমেই হউক, আর আমাকে পরাভব করিবার মানসেই হউক, এখানে আসিতেছিল, এই অবকাশে আমি উহাকে লক্ষ্য করিয়াছিলাম। তাহাতে তুমি আজি আমার সহিত মৃগয়াধর্ম্মের বিরুদ্ধ আচরণ করিয়াছ; অতএব আমি তোমার প্রাণ সংহার করিব।

কিরাত সব্যসাচী ধনঞ্জয়ের এই বাক্য শ্রবণানন্তর হাসিতে হাসিতে মিষ্ট বাক্যে কহিলেন, হে বীর! আমার নিমিত্ত তোমাকে ভীত হইতে হইবে না, এই বন সমীপস্থ ভূমি আমাদের আবাস-স্থান; আমরা সতত এই বহুসত্ত্বযুক্ত বনে বাস করিয়া থাকি। তুমি অগ্নিতুল্য তেজস্বী, সুকুমার ও সুখোচিত হইয়া কি নিমিত্ত দুষ্কর অরণ্যবাস স্বীকার করিয়া এই জনশূন্য বনে একাকী বিচরণ করিতেছ?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি গাণ্ডীব ধনুঃ ও অগ্নিতুল্য অস্ত্র সমুদায় অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় এই মহারণ্যে বাস করিতেছি। এই মহা জন্তু রাক্ষস মৃগরূপ ধারণ পূর্ব্বক আমাকে সংহার করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল; এক্ষণে আমি উহার প্রাণ সংহার করিলাম।

কিরাত কহিলেন, হে তাপস! আমি অগ্রে শরাসননির্ম্মুক্ত শর সমূহদ্বারা উহাকে

শমন-সদনে প্রেরণ করিয়াছি। ঐ মৃগকে আমিই পূর্ব্বে লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ও আমারই শরাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। হে মন্দাত্মন্! আপনার বলে অবলিপ্ত হইয়া স্বীয় দোষ অন্যের উপর আরোপ করা কোন মতেই উচিত নহে; তুমি নিতান্ত গর্ব্বিত; অতএব আমি তোমাকে অদ্যই যমভবনে প্রেরণ করিব। স্থির হও, আমি তোমার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতেছি; তুমিও সাধ্যানুসারে আমার প্রতি শর সন্ধান করিতে ক্রটি করিও না। অর্জ্জুন কিরাতের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রোষভরে তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিরাত প্রসন্ন মনে অনায়াসেই সেই শর সমুদায় সহ্য করিয়া কহিলেন, অরে মন্দমতে! আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর; তোর নিকট নারাচ প্রভৃতি যে সমুদায় মর্ম্মবিদারক অস্ত্র শস্ত্র আছে, সমুদায়ই আমার উপর নিক্ষেপ কর্। মহাবীর অর্জ্জুন কিরাতের এইবাক্য শ্রবণে সহসা বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন রোষপরবশ সেই বীর পুরুষদ্বয় আশীবিষ-সদৃশ শর সমূহদ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুন যত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, কিরাতরূপী শঙ্কর অনায়াসেই তৎসমুদায় সহ্য করিলেন। ভগবান্ পিনাকপাণি অনায়াসেই অর্জ্জুনের শরনিকর সহ্য করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থির হইয়া অক্ষত কলেবরে দণ্ডায়মান রহিলেন। অর্জ্জুন আপনার বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইল দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট-চিত্তে সাধু সাধু বলিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, ইনি কে! কি দেবাদিদেব রুদ্র বা অন্য কোন দেবতা, কি যক্ষ অথবা অসুর হইবেন। শুনিয়াছি, গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়ে দেবগণের সমাগম আছে। ভূতনাথ পিনাকপাণি ব্যতীত আমার সহস্র সহস্র শরনিকর সহ্য করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই। যদি ইনি মহাদেব ব্যতীত অন্য কোন দেবতা, কিম্বা যক্ষ হন, আমি অবশ্যই ইঁহাকে তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে শমনসদনে প্রেরণ করিব। মহাবীর অর্জ্জুন এই স্থির করিয়া পরম হৃষ্ট মনে সূর্য্যকিরণের ন্যায় মর্ম্মভেদী শত শত নারাচ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত যেমন শিলা-বর্ষণ সহ্য করে, তদ্রূপ ভগবান্ শূলপাণি অনায়াসে সেই অর্জ্জুন নির্ম্মুক্ত নারাচনিকর সহ্য করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই অর্জ্জুনের সমুদায় বাণ নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন অর্জ্জুন শরক্ষয় সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইলেন এবং যিনি খাণ্ডবদাহন সময়ে উঁহাকে অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিয়াছিলেন, সেই হুতাশনকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমার সমুদায় বাণ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, এখন কি নিক্ষেপ করিব। আর এই পুরুষই বা কে? আমার সমুদায় বাণ গ্রাস করিল। যেমন শূলাগ্র-দ্বারা কুঞ্জরকে সংহার করে, তদ্রূপ শরাসন-কোটিদ্বারা ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করি। অর্জ্জুন ইহা স্থির করিয়া কিরাতকে শরাসন-কোটিদ্বারা গ্রহণ ও জ্যাপাশদ্বারা আকর্ষণ

করিয়া তাহার উপর বজ্রপাতসদৃশ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী মহাদেব তৎক্ষণাৎ অর্জ্জুনের সেই শরাসন বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন; কার্ম্মুক পরহস্তগত হইল দেখিয়া ধনঞ্জয় খড়্গ ধারণপূর্ব্বক মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইলেন এবং তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলপূর্ব্বক কিরাতের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে অসিবর মহাদেবের মস্তক স্পর্শমাত্র ভগ্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তখন মহাবীর ধনঞ্জয় বৃক্ষ ও শিলা সকল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিরাতরূপী ভগবান্ ভূতনাথ অনায়াসেই সেই অর্জ্জুন নিক্ষিপ্ত বৃক্ষ ও শিলা সকল সহ্য করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ সেই দুর্দ্ধর্ষ কিরাতের গাত্রে বজ্রসদৃশ মুষ্টিপ্রহার করিলে কিরাতরূপী শঙ্করও পার্থের উপর দারুণ মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিলেন। যুধ্যমান মহাবীর পার্থ ও কিরাতের পরস্পার মুষ্টিপ্রহারে রণক্ষেত্রে ঘোরতর চট্‌চটা শব্দ সমুত্থিত হইল। পূর্ব্বে বৃত্রাসুর ও বাসবের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, কিরাত ও অর্জ্জুনের সেইরূপ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল। প্রভূত পরাক্রমশালী অর্জ্জুন কিরাতের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলে কিরাতও তাঁহার উরঃস্থলে দৃঢ়তর আঘাত করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরপুরুষদ্বয়ের পরস্পর ভুজনিষ্পেষ ও বক্ষসংঘর্ষণে উভয়েরই গাত্র হইতে সধুম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন মহাদেব বলপূর্ব্বক অর্জ্জুনের গাত্র নিষ্পীড়ন করাতে তাঁহার চিত্ত বিমোহন হইল। মহাদেবের নিদারুণ পীড়নে গাত্রসংরোধ হওয়াতে অর্জ্জুন নিরুচ্ছ্বাস হইয়া পিণ্ডীকৃত ও গতসত্ত্বের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। তিনি ক্ষণকাল পরে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক রুধিরাক্ত কলেবরে দুঃখিত চিত্তে মৃণ্ময় স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া মাল্যদ্বারা শরণ্য ভগবান্ পিনাকীকে অর্চ্চনা করিলেন। পূজাবসানে স্বদত্ত মাল্য কিরাতের শিরোভাগে শোভমান হইতেছে দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানের উদয় হইল, তখন তিনি সেই কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের চরণতলে নিপতিত হইলেন।

দেবাদিদেব মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সেই তপঃক্ষীণাঙ্গ অর্জ্জুনকে বিস্ময়ান্বিত অবলোকন করিয়া মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হে ফাল্গুন! আমি তোমার এই অলোক-সামন্য কর্ম্ম সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তোমার ন্যায় শৌর্য্যশালী ও ধৃতিমান্ ক্ষত্রিয় আর কেহই নাই। অদ্য তোমার ও আমার তেজঃ এবং বীর্য্য সমান বোধ হইল। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; হে বিশালাক্ষ! আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি; তুমি আমাকে অবলোকন কর। তুমি পুরাতন ঋষি। দেবগণ তোমার শত্রু হইলেও তুমি অনায়াসে তাহাদিগকে সংগ্রামে পরাজয় করিতে পারিবে। আমি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তোমাকে অনিবারিত অস্ত্র প্রদান করিলাম কেবল তুমি সেই অস্ত্র ধারণে সমর্থ হইবে।

তখন পরপুরঞ্জয় পার্থ উমা দেবী সমভিব্যাহারী শূলপাণি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ করিয়া জানুদ্বারা ভূতল স্পর্শন-পুরঃসর প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষে স্তব করিতে লাগিলেন, হে কপর্দ্দিন্! হে সর্ব্বদেবেশ! হে ভগনেত্র-নিপাতন! হে দেবদেব! হে মহাদেব! হে নীলকণ্ঠ! হে জটাধর! হে ত্র্যম্বক! আপনি সমুদায় কারণের শ্রেষ্ঠ; আপনি দেবগণের গতি; সমুদায় জগৎ আপনা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে; এই ত্রিলোকীমধ্যে কি দেব, কি অসুর, কি মানব আপনার জেতা কেহই নাই। হে বিষ্ণুরূপ শিব! হে শিবরূপ বিষ্ণো! হে দক্ষযজ্ঞবিনাশন! হে হরিরুদ্র! তোমাকে নমস্কার; হে ললাটাক্ষ! হে সর্ব্ব! হে বর্ষক! হে শূলপাণে! হে পিনাকধারিন্! হে সূর্য্য! হে মার্জ্জালীয়! হে বেধঃ! হে ভগবন্! হে সর্ব্ব ভূতমহেশ্বর! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে হর! আপনি গণেশ, জগতের শম্ভু, লোককারণের কারণ, প্রধান পুরুষের শ্রেষ্ঠ, পরম শ্রেষ্ঠ ও সূক্ষ্মতর। হে শঙ্কর! আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন! হে দেবেশ! আমি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়াই দয়িত তাপসদিগের উত্তম আলয় এই মহাপর্ব্বতে আগমন করিয়াছি; হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বলোকনমস্কৃত; আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। হে মহাদেব! আমি অসমসাহসিক কর্ম্ম করিয়া আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; আমাকে ক্ষমা করুন। হে উমাবল্লভ! আমি অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আপনার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন; আমার সেই অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

তখন মহাতেজাঃ ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি হাস্যবদনে অর্জ্জুনের বাহু ধারণপূর্ব্বক 'ক্ষমা করিলাম' বলিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রীতিপ্রসন্ন মনে সান্ত্বনা করিয়া পুনরায় কহিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

হে ধনঞ্জয়! তুমি পূর্ব্ব জন্মে নরনামা মহাপুরুষ ছিলে এবং নারায়ণ-সমভিব্যাহারে অনেক অযুত বৎসর তপস্যা করিয়াছিলে। তুমি ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু এই উভয় ব্যক্তিতেই পরম তেজঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে; তোমরাই তেজঃপ্রভাবে এই জগতের ভার বহন করিতেছ। হে প্রভো! তুমি শক্রাভিষেক-সময়ে জলদের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনশালী মহাশরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নারায়ণ-সমভিব্যাহারে দানবগণকে বিনাশ করিয়াছিলে। এই তোমার করোচিত সেই গাণ্ডীব ধনুঃ, যাহা আমি মায়াপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে কুরুনন্দন! তোমার তূণীরদ্বয় পুনরায় অক্ষয় ও শরীর রোগশূন্য হইবে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তুমি যথার্থ পরাক্রমশালী, তাহার সন্দেহ নাই; এক্ষণে স্বাভিলষিত বর গ্রহণ কর। হে অরাতিনিসূদন! এই মর্ত্ত্য লোকে তোমার সদৃশ পুরুষ আর কেহই নাই; স্বর্গেও তোমা অপেক্ষা প্রধান ক্ষত্রিয় নয়নগোচর হয় না।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ভগবন্! যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বর প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, প্রসন্ন হইয়া সেই ব্রহ্মশিরো নামক ঘোরদর্শন পাশুপত অস্ত্র প্রদান করুন। যে ভীমপরাক্রম অস্ত্র যুগান্তসময়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এককালে সংহার করিয়া থাকে। আমি ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আপনার প্রসাদে যে অস্ত্রদ্বারা কর্ণ, ভীষ্ম, কৃপ ও দ্রোণকে পরাজয় করিব। আমি যে অস্ত্রদ্বারা দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও পন্নগগণকে সংগ্রামে দগ্ধ করিব। যে অস্ত্র মন্ত্রপূত করিলে সহস্র সহস্র শূল, উগ্রদর্শন গদা ও আশীবিষ-সদৃশ বাণ রাশি রাশি সমুৎপন্ন হয়। আমি যে অস্ত্র লইয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিব। হে ভগনেত্রহন্ ভগবন্! আমার এই প্রথম অভিলাষ; আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এই বিষয়ে কৃতকৃত্য ও সমর্থ করুন।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্থ! আমি তোমাকে সেই পরম দয়িত পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিতেছি। তুমি উহা ধারণ, মোক্ষণ ও প্রতিসংহার করিতে সমর্থ হইবে। মনুষ্যগণের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও পবন ইঁহারাও এই অস্ত্রাভিজ্ঞ নহেন। তুমি এই অস্ত্র কদাপি সহসা কোন পুরুষের উপর নিক্ষেপ করিও না, ইহা অল্প তেজস্ক ব্যক্তির উপর নিপতিত হইলে সমস্ত জগৎ বিনাশ করিবে। চরাচরমধ্যে এই অস্ত্রের অবধ্য কেহই নাই। মনঃ, চক্ষুঃ, বাক্য বা শরাসনদ্বারা এই বাণ প্রয়োগ করিলে অবশ্যই শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়া যায়।

ধনঞ্জয়, মহাদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর শুচি হইয়া তাঁহার সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে বিশ্বেশ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উক্ত অস্ত্রবিষয়িণী শিক্ষা প্রদান করুন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে সেই মূর্ত্তিমান্ শমনসোদর অস্ত্র অর্জ্জুনকে প্রদান করিলেন। তখন সেই অদ্ভুত অস্ত্র ত্র্যম্বক উমাপতির ন্যায় অর্জ্জুনকেও ভজনা করিল; অর্জ্জুনও প্রীতিপ্রসন্ন মনে উহা গ্রহণ করিলেন। এই রূপে অর্জ্জুন অস্ত্র প্রাপ্ত হইবামাত্র পর্ব্বত, কানন, আকর, সাগর, নগর, গ্রামসমন্বিত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত হইতে লাগিল; সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরিনিনাদ সমুত্থিত হইয়া উঠিল এবং বারংবার নির্ঘাত শব্দ হইতে লাগিল। দেবদানবগণ সেই জাজ্বল্যমান মূর্ত্তিমান্ ঘোর অস্ত্র অর্জ্জুনের পার্শ্বস্থ হইয়াছে, দেখিলেন। দেবাদিদেব মহাদেব অমিততেজাঃ অর্জ্জুনের গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র তদীয় শরীরস্থ সমস্ত অশুভ বিনষ্ট হইয়া গেল। তখন ভগবান্ শূলপাণি অর্জ্জুনকে স্বর্গে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন; পাণ্ডুনন্দনও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাদ্যুতি সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ভগবান ভবানী-

পতি এইরূপে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দানব ও পিশাচগণের অন্তকারী মহাধনুঃ গাণ্ডীব প্রদান করিয়া তাঁহার সমক্ষেই উমাদেবী সমভিব্যাহারে সেই পতগ মহর্ষিগণোপসেবিত গিরিবরাগ্রগণ্য হিমাচল পরিত্যাগপূর্ব্বক আকাশমার্গে প্রস্থান করিলেন।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এইরূপে পিনাকপাণি পশুপতি অস্তাচলগমনোন্মুখ ভাস্করের ন্যায় দেখিতে দেখিতেই অর্জ্জুনের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন তিনি, আমি সাক্ষাৎ শঙ্করকে নিরীক্ষণ করিলাম, বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ান্বিত হইলেন ও মনে করিলেন, আমি ধন্য ও অনুগৃহীত; যেহেতু অদ্য সর্ব্ব ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতিকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ও করদ্বারা স্পর্শ করিলাম। এত দিনের পর আমি কৃতার্থ হইলাম, সংগ্রামে শত্রুগণ পরাজিত হইল এবং প্রয়োজনও সিদ্ধ হইল।

অমিততেজাঃ অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে জলাধিপতি বরুণদেব বৈদূর্য্য মণিসন্নিভ অঙ্গলাবণ্যদ্বারা চতুর্দ্দিক্ সমুজ্জ্বল করিয়া নানাবিধ জলজন্তু, নাগ, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দৈবতগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর অদ্ভুতদর্শন শ্রীমান্ ধনেশ্বর কুবের জাম্বুনদসদৃশ অঙ্গপ্রভাদ্বারা আকাশমার্গ সমুদ্দ্যোতিত করিয়া উজ্জ্বল বিমানে আরোহণপূর্ব্বক যক্ষগণ সমভিব্যাহারে অর্জ্জুনকে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। পরে সর্ব্বভূতবিনাশকারী, অচিন্ত্যাত্মা, দণ্ডপাণি, শ্রীমান্, ধর্ম্মরাজ যম, নরমূর্ত্তিধর লোক ভাবন পিতৃগণ সমভিব্যাহারে বিমানালোকে গুহ্যক, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ প্রভৃতি সমুদায় লোক আলোকময় করিয়া যুগান্তকালীন দ্বিতীয় মার্ত্তণ্ডের ন্যায় অর্জ্জুনসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই দীপ্তিশালী বিচিত্র মহাগিরি শিখরে আসীন হইয়া তপোবল সম্পন্ন অর্জ্জুনকে দেখিতে লাগিলেন। এমন সময়ে ভগবান্ সুররাজ ইন্দ্র মহেন্দ্রাণী সমভিব্যাহারে অমরগণে পরিবৃত হইয়া ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ ছত্র ধ্রিয়মাণ হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তারকারাজ চন্দ্রমাঃ শ্বেতবর্ণ মেঘে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি হিমাচলের শৃঙ্গে গমনপূর্ব্বক সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিলেন।

তখন দক্ষিণ দিক্স্থিত পরম ধর্ম্মজ্ঞ ধীমান্ যম মেঘগম্ভীর স্বরে অর্জ্জুনকে কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! দেখ, আমরা সমস্ত লোকপাল এখানে আসিয়াছি, তুমি দিব্য জ্ঞানার্হ; আমরা তোমাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি পূর্ব্ব জন্মে মহাবল পরাক্রান্ত অমিতাত্মা নর নামে মহর্ষি ছিলে; কেবল ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে মর্ত্ত্য কলেবর পরি-

গ্রহ করিয়াছ। তুমি বসুসম্ভূত মহাবীর্য্য সম্পন্ন পরম ধর্ম্মাত্মা পিতামহ ভীষ্মকে সংগ্রামে পরাজয় করিবে, দ্রোণরক্ষিত ক্ষত্রিয়গণ তোমার শরানলে দগ্ধ হইবে। যে সমস্ত মহাবীর্য্য-সম্পন্ন দানবদল মনুষ্যলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, তাহারা ও নিবাতকবচ-প্রভৃতি অন্যান্য দানবগণ তোমার হস্তেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবে। সর্ব্ব লোকতপনশীল আমার পিতা সূর্য্যদেবের অংশসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণ তোমারই বধ্য। যাঁহারা দেব, দানব ও রাক্ষসগণের অংশে মানববংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংগ্রামে তোমা-কর্ত্তৃক নিপাতিত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মফল-বিনির্জ্জিত গতি প্রাপ্ত হইবেন। তোমার কীর্ত্তি অক্ষয় হইয়া চিরকাল ভূমণ্ডলে বিরাজমান থাকিবে। তুমি সাক্ষাৎ মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়াছ; তুমি বিষ্ণু-সমভিব্যাহারে ভূভার হরণ করিবে। হে মহাবাহো; তুমি আমার এই অপ্রতিবারণীয় দণ্ড গ্রহণ কর, ইহা-দ্বারা তুমি সুমহৎ কর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিবে। তখন অর্জ্জুন পরম প্রীত মনে ত্যাগ ও প্রতিসংহারের মন্ত্রসহ সেই যমদত্ত দণ্ড বিধিবৎ গ্রহণ করিলেন।

তখন পশ্চিম দিক্‌স্থিত জলধরের ন্যায় শ্যামকলেবর জলেশ্বর বরুণদেব কহিতে লাগিলেন, হে পার্থ! তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ ও ক্ষত্রধর্ম্মাবলম্বী। আমি জলাধিপতি বরুণ, তোমার নিকট আসিয়াছি। হে পৃথু-তাম্রাক্ষ! আমি তোমাকে ত্যাগ ও প্রতি-সংহারের মন্ত্র-সমভিব্যাহারে অনিবার্য্য বরুণপাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। আমি তারকাসুরসংগ্রামে এই পাশ-দ্বারা সহস্র মহাবল পরাক্রান্ত দানবগণকে বদ্ধ করিয়াছিলাম। হে মহাসত্ত্ব! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই পাশ প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই পাশ-দ্বারা যমকে বদ্ধ করিতে অভিলাষী হইলে, তিনিও পরিত্রাণ পাইতে পারিবেন না। তুমি এই অস্ত্র লইয়া সংগ্রামে বিচরণ করিলে, পৃথ্বী নিঃক্ষত্রিয়া হইবে, সন্দেহ নাই।

এইরূপে যম ও বরুণ অর্জ্জুনকে দিব্যাস্ত্র প্রদান করিলে কৈলাসাচল-নিবাসী ধনাধ্যক্ষ কুবের কহিতে লাগিলেন, হে মহাবল পরাক্রান্ত মহাপ্রাজ্ঞ পাণ্ডুতনয়! আমি কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়া থাকি, অদ্য তোমার সহিত সন্দর্শন হওয়াতে তদ্রূপ প্রীত হইলাম। হে সব্যসাচিন্! হে মহাবাহো! হে পূর্ব্বদেবসনাতন! তুমি পূরাকল্পে প্রত্যহ আমাদের সহিত তপস্যা করিয়াছিলে। এক্ষণে তোমার সহিত সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে; এই দিব্য অস্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই অস্ত্র-দ্বারা মনুষ্য ভিন্ন অন্যান্য দুর্জ্জয় যোদ্ধাকেও পরাজয় করিতে পারিবে এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমুদায় সৈন্যগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিবে। অতএব তুমি এই অরাতিকুল-নাশক অন্তর্দ্ধান-কারী ওজঃ, তেজঃ ও দ্যুতিকর মদীয় প্রিয়তম প্রস্বাপন অস্ত্র গ্রহণ কর। মহাত্মা শঙ্করের ত্রিপুর বিনাশকালে আমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া

মহাসুরগণকে দগ্ধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে এই অস্ত্র তোমার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে। হে সত্যপরাক্রম! তুমিই এই অস্ত্র ধারণে সমর্থ। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কুবেরের বাক্যাবসানে যথানিয়মে তদীয় দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র অক্লিষ্টকর্ম্মা পার্থকে মেঘদুন্দুভি-গভীর স্বরে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু কৌন্তেয়! তুমি পুরাতন মহর্ষি, এক্ষণে উৎকৃষ্ট সিদ্ধি লাভপূর্ব্বক দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে অরাতি-নিপাতন! তোমাকে দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিতে হইবে; অতএব সজ্জীভূত হও। মাতলি তোমার নিমিত্ত রথ লইয়া ভূতলে আগমন করিবে। তুমি সেই রথে আরোহণ-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিলে তথায় আমি তোমাকে দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রদান করিব।

ধীমান্ কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় সেই সমুদায় লোকপালকে গিরিশিখরে সমবেত দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং কায়মনোবাক্যে জল ও ফলদ্বারা তাহাদিগকে বিধিবৎ পূজা করিলেন। অনন্তর সুরগণ মহাবীর ধনঞ্জয়কে সম্ভাষণপূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনও দেবগণ হইতে দিব্য অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে কৃতার্থ ও পূর্ণাভিলাষ বোধ করিলেন।

কৈরাতপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! লোকপালেরা প্রস্থান করিলে শত্রুবিনাশন অর্জ্জুন দেবরাজরথের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, ইত্যবসরে মাতলি রথ লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বায়ুবেগগতি দশ সহস্র তুরঙ্গমে সেই দৃষ্টি-বিলোভন মায়াময় রথ বহন করিতেছে। তাহার প্রচণ্ড বেগে জলদমালা ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল এবং ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনসদৃশ নির্ঘোষে দিক্ সকল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তন্মধ্যে অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র সকল এবং মহাকায় জ্বলিতানন অতি ভীষণকায় নাগগণ ও ধবলোপল সমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে, দেখিলেন। অনন্তর পার্থ কনকভূষণ-ভূষিত ইন্দীবরশ্যাম বৈজয়ন্তী পতাকা বিরাজিত রথে উজ্জ্বল সুবর্ণালঙ্কৃত সারথিকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবতা বিতর্ক করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মাতলি বিনীত ভাবে অর্জ্জুনসমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন; হে রূপনিধান শক্রাত্মজ! দেবরাজ তোমাকে

দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র তদীয় রথে আরোহণ কর। তোমার পিতা অমররাজ আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, কুন্তীতনয়কে এখানে আনয়ন কর; দেবতারা সকলে তাঁহাকে অবলোকন করিবেন। সম্প্রতি ত্রিদশাধিপতি, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া তোমার দিদৃক্ষায় কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তাঁহার আদেশক্রমে অচিরাৎ ভূলোক পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার সমভিব্যাহারে দেবলোকে প্রস্থান কর, তথায় লব্ধাস্ত্র হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিবে। অর্জ্জুন কহিলেন, মাতলে! তুমি রথারোহণ-পূর্ব্বক ঘোটক সকল সুস্থির করিলে পশ্চাৎ সুকৃতী ব্যক্তি যেমন সৎপথে অরোহণ করে, তদ্রূপ আমি দেবরথে আরূঢ় হইব। এই অনুত্তম রথ শত শত অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞেরও দুর্লভ; মহাভাগ যাগশীল রাজগণ এবং দেবদানবেরা ইহাতে আরোহণ করিতে পারেন না। ইহাতে তপো-বিবর্জ্জিত জনগণের আরোহণপ্রত্যাশা দূরে থাকুক তাঁহারা এই দিব্য মহারথ দর্শন বা স্পর্শ করিতে সমর্থ হয়েন না।

ইন্দ্রসারথি মাতলি অর্জ্জুনের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক রশ্মিদ্বারা অশ্ব সকল সংযত করিলেন। অর্জ্জুন হৃষ্ট মনে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইয়া নিয়মিত জপ সমাপন করিলেন এবং যথাবিধি পিতৃতর্পণ করিয়া শৈলরাজ মন্দারের স্তুতিবাদপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে গিরীন্দ্র! তুমি স্বর্গাভিলাষী পুণ্যশীল সাধু লোকদিগের আশ্রয়; তোমার প্রসাদে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় সকল সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া অমরগণ-সমভিব্যাহারে সচ্ছন্দে বিহার করিতেছেন। তোমাতে নানা তীর্থ বিরাজিত রহিয়াছে। অদ্রিরাজ! আমি তোমার নিকট পরম সুখে বাস করিয়াছিলাম, অধুনা তোমাকে আমন্ত্রণ করিয়া গমন করিতেছি। আমি তোমার সানু, কুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ ও অনেকানেক পুণ্যতীর্থ সন্দর্শন করিয়াছি; ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া নানা প্রকার সুগন্ধি সুমধুর ফল ভক্ষণ করিয়াছি; সুধাসোদর ত্বদীয় শরীর-বিনিঃসৃত সুগন্ধ প্রস্রবণোদকে পিপাসা শান্তি করিয়াছি; যেমন শিশু সন্তান পিতার ক্রোড়ে সুখে কাল যাপন করে, তদ্রূপ আমি তোমার অঙ্কে নিঃশঙ্কে অবস্থিতি করিয়াছি। আমি এত দিন বেদধ্বনি-নিনাদিত অপ্সরোগণ-সমাকীর্ণ পরম রমণীয় ত্বদীয় সানুদেশে সুখে বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে বিদায় হই।

অর্জ্জুন শৈলাধিপের নিকট এই রূপে বিদায় লইয়া ভাস্করের ন্যায় মহারথ উদ্ভাসিত করিয়া তদুপরি অধিরূঢ় হইলেন। ধীমান্ কুরুনন্দন সেই সূর্য্যসঙ্কাশ দিব্য রথে নীত হইয়া আকাশপথে গমন করিলেন, তিনি ক্রমে ক্রমে মর্ত্ত্যলোকদিগের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া অদ্ভুতরূপ সহস্র সহস্র বিমান সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় সূর্য্য, চন্দ্র বা পাবকের আলোক নাই; লোক সকল কেবল স্ব স্ব পুণ্যা-

ভূত প্রভা দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। যে সকল তারকামণ্ডল বাস্তবিক বৃহৎ হইলেও বিপ্রকৃষ্টত্ব-প্রযুক্ত দীপের ন্যায় অতীব ক্ষুদ্রতর প্রতীয়মান হইয়া থাকে, তথায় তাহারা স্ব স্ব কক্ষে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও বৃহদাকার-সম্পন্ন। যে সমস্ত মহাবীর সিদ্ধ রাজর্ষিগণ রণস্থলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, দেখিলেন যে, তাঁহারা সকলে নিজ নিজ স্থানে স্বকীয় প্রভাপুঞ্জে প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব তপোবলে স্বর্গ জয় করিয়া তথায় উপনীত হইয়াছেন। অর্জ্জুন ঐ সকল গুহ্যক, ঋষি, অপ্সরোগণ ও আত্মপ্রভ লোকসমূহ সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করাতে, মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে যে সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ, সেই সকল পুণ্যশীলেরা সুকৃত ফলে এই তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে ব্যবস্থিতি করিতেছেন।

অনন্তর কুরুপাণ্ডব-সত্তম অর্জ্জুন দ্বারদেশস্থিত কৈলাস-প্রতিম চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত গজ অবলোকন করিলেন। তিনি সিদ্ধমার্গে উপনীত হইয়া পার্থিবোত্তম মান্ধাতার ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। মহাযশাঃ অর্জ্জুন এইরূপে সকল রাজলোক অতিক্রম করিয়া সুরলোকে উত্তীর্ণ হইয়া পরম রমণীয় ইন্দ্রপুরী অমরাবতী সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাযশাঃ অর্জ্জুন সিদ্ধচারণ-গণ পরিসেবিত, সকল ঋতুজাত কুসুমোপশোভিত পবিত্র তরুরাজি-বিরাজিত সুরম্য অমরাবতী অবলোকন করিলেন। তথায় সুগন্ধি কুসুমসম্পৃক্ত অতি পবিত্র সুগন্ধ গন্ধবহ সর্ব্বদাই মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতেছে; তিনি পরম প্রীতিকর নন্দন বনে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, অপ্সরোগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে ও ধীরসমীরণসঞ্চালিত কুসুমিত পাদপগণ যেন হস্তদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তথায় কেবল পুণ্যশীলেরাই গমন করিতে পারেন, নতুবা যাঁহারা তপোবিহীন, হুতাশনে কদাচ আহুতি প্রদান করেন নাই ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, মহেন্দ্রলোক তাঁহাদিগের দুরধিগম্য। যাগ, যজ্ঞ ও ব্রতবিহীন, বেদশ্রুতিবিবর্জিত, তীর্থে অনাপ্লুত, অদাতা, যজ্ঞহন্তা, সুরাপায়ী এবং গুরুতল্পসেবী এই সকল দুরাত্মারা কখনই ইন্দ্রলোক সন্দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্য গীতনিনাদিত মনোহর নন্দনোদ্যান বিলোকনানন্তর অমরাবতী পুরী প্রবেশ করিয়া সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাচারী দেববিমান নয়নগোচর করিলেন। তাহার মধ্যে কতকগুলি অবস্থিত, কতকগুলি কৃতগতি ও কতকগুলি আগত হইতেছে।

অর্জ্জুন অমরাবতী প্রবেশ করিলে, অন্যান্য গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব

করিতে লাগিল; কুসুমসৌরভ-বাহী পবিত্র বায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার পূজা করিলেন এবং সকলে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তদীয় স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অভ্যর্থনার্থ দিব্য বাদ্যধ্বনি ও শঙ্খ দুন্দুভিনিনাদ আরম্ভ হইল।

এইরূপে অর্জ্জুন চতুর্দ্দিক্ হইতে স্তূয়মান হইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে অতি বিস্তীর্ণ নক্ষত্রপথে গমন করিলেন। তথায় সাধ্য, বিশ্ব, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্র, ব্রহ্মর্ষি দিলীপপ্রমুখ রাজর্ষিগণ, তুম্বুরু, নারদ ও হাহা হূহূ প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সহিত সমাগত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন যে, বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ এবং ঋগ্যজুঃসামবেত্তা দ্বিজবরেরা তাঁহার পিতা পাকশাসনের স্তব করিতেছেন, মস্তকোপরি হেমদণ্ড, পাণ্ডরবর্ণ আতপত্র শোভিত হইতেছে এবং পার্শ্বে দিব্য গন্ধাধিবাসিত সুচারু চামর ব্যজন করিতেছে। তখন পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন বিনীত ভাবে সুররাজ-সমীপে আগমন পূর্ব্বক নতমস্তক হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। দেবরাজও সেই প্রশ্রয়াবনত আত্মজকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক অঙ্কে লইয়া তদীয় কর গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় দেবর্ষিসেবিত পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

অর্জ্জুন সুররাজ-নিয়োগানুসারে তদীয় আসনে সমধিরূঢ় হইয়া দ্বিতীয় বাসবের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্নেহবশতঃ বজ্রকিণাঙ্কিত করদ্বারা অর্জ্জুনের শুভানন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং শরনিক্ষেপ ও জ্যাকর্ষণ-কঠিন হিরন্ময় স্তম্ভপ্রতিম সুদীর্ঘ তদীয় বাহুযুগল বিমর্দ্দন করিয়া বাহুস্ফোটন করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্ল লোচনে সহাস্য বদনে অর্জ্জুনকে বারংবার নয়নগোচর করিয়াও তৃপ্তির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলেন না। যেমন চতুর্দ্দশীতে সূর্য্যশশধরের একত্র সমুদয় হইলে নভোমণ্ডল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করে, তদ্রূপ পিতাপুত্রে একাসনোপবিষ্ট হইয়া সভামণ্ডল উদ্ভাসিত করিলেন। তথায় সামগান-কুশল তুম্বুরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব সকল মধুর স্বরে সাম গান করিতে লাগিল এবং ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়ম্প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, দণ্ডগৌরী, বরূথিনী, গোপালী, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা ও সহা প্রভৃতি কমললোচনা কলকণ্ঠী নর্ত্তকীগণ সিদ্ধ পুরুষদিগের চিত্তানুরঞ্জন করিবার নিমিত্ত স্থানে স্থানে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহাদিগের সুললিত নিতম্বাভিনয়, কম্পবান্ পয়োধর ও মনোহর হাব ভাব বিলাস এবং কটাক্ষ বিক্ষেপে সকলের চিত্ত চঞ্চল ও মনঃ মোহিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, দেবতারা ইন্দ্রকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ·

পূর্ব্বক অর্জ্জুনের অর্চ্চনা করিলেন এবং পাদ্য ও আচমনীয় প্রদান করিয়া পুরন্দর-গৃহে প্রবেশ করাইলেন; বীরবর পার্থ এই-রূপে সম্পূজিত হইয়া মহাস্ত্র সমূহের প্রয়োগ ও সংহার শিক্ষা করিয়া পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ইন্দ্রের নিকট বজ্র ও অশনি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়া ভ্রাতৃবর্গকে স্মরণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের নিয়োগানুসারে সুখে তথায় পঞ্চবর্ষ অতি-বাহিত করিলেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনকে কৃতাস্ত্র জানিয়া একদা তাঁহাকে কহিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি চিত্রসেনের নিকট নিখিল নৃত্য, গীত ও নরলোকা-প্রসিদ্ধ বাদ্য সকল শিক্ষা কর, অবশ্যই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। দেবরাজ এই কথা বলিয়া চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের সহিত পার্থের সখ্য বিধান করিয়া দিলে, তিনি তখন অভিনব সখা চিত্রসেন-সমভিব্যাহারে নিরাময়ে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সুররাজ ইন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ তাঁহাকে নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষায় আদেশ করিতেন, তথাপি তিনি ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখলাভ করিতে পারিতেন না। কারণ দ্যূত-কারিত দুঃসহ দুঃখ যন্ত্রণা তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরূক ছিল। তিনি সর্ব্বদাই কেবল দুঃশাসন, ও শকুনির বধ চিন্তা করিয়া ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইতেন। কখন কখন প্রীত হইয়া অনুপম গান্ধর্ব্ব নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করিতেন। অর্জ্জুন সঙ্গীত-বিদ্যায় সুশিক্ষিত এবং নৃত্য গীতের যথার্থ গুণজ্ঞ হইয়াও মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণকে অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া সুখলাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জ্জুনের মনঃ উর্ব্বশীতে আসক্ত হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র প্রথমতঃ চিত্রসেনকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বরাজ! অদ্য তুমি অপ্সরোবরা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর এবং সে এখানে আসিয়া যেন ফাল্গুনের মনোরথ সফল করে, ইহাও আদেশ করিবে। তুমি যেমন আমার নিয়োগতন্ত্র হইয়া সৎকার-পূর্ব্বক পার্থকে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়াছ, তদ্রূপ তাহাকে রমণীজনের হাবভাবাদি পরিচয়ে সুনিপুণ করিয়া দাও। গন্ধর্ব্বরাজ ইন্দ্রের আজ্ঞা পাইবামাত্র "যে আজ্ঞা" বলিয়া, উর্ব্বশীর নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে নেত্রগোচর করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক পূজিত ও সুখাসীন হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে নিবিড়-নিতম্বিনি! ত্রিদশাধিপতি যে নিমিত্ত আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়া-ছেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বুঝিয়া থাকিবে। যিনি নৈসর্গিক গুণ সমূহ-দ্বারা দেব-লোক ও মনুষ্যলোকে মহতী খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, যিনি অনুপম রূপলাবণ্য, মহীয়সী সুশীলতা, অবিচলিত ব্রতানুষ্ঠান, অসাধারণ ইন্দ্রিয়সংযম, অলোক-সামান্য বলবীর্য্য, মহতী তেজস্বিতা, বীতমৎসরতা ও ক্ষমাগুণে সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছেন;

যিনি বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছেন; যিনি অকৃত্রিম ভক্তি-সহকারে গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকেন; যাঁহার অষ্টগুণাত্মিকা মেধা স্বাভাবিকী; যিনি ব্রহ্মচর্য্য, অনালস্য, পিতৃমাতৃকুল ও অভিজ্ঞতাদ্বারা ত্রিদিব-রক্ষিতা ইন্দ্রের ন্যায় সকলের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; যিনি কদাপি আত্মশ্লাঘা করেন না; লোকের সম্মান রক্ষায় অগ্রগণ্য; অতি সূক্ষ্ম অর্থ সকল স্থূলার্থের ন্যায় অনায়াসে বুঝিতে পারেন এবং বিবিধ অন্নপানদ্বারা সুহৃদ্বর্গের ভরণপোষণ করিয়া থাকেন; যিনি সত্যবাদী, সদ্বক্তা, স্থিরপ্রতিজ্ঞ, সকলের পূজিত, শরণাগত-প্রতিপালক, প্রিয়দর্শন এবং অভিলষণীয় গুণ সমূহে মহেন্দ্র ও রুদ্রের সদৃশ, সেই মহাবীর অর্জ্জুন যেন আজি স্বর্গফল লাভে বঞ্চিত না হন। হে কল্যাণি! অদ্য ধনঞ্জয় ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া যাহাতে তোমার চরণ লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ফলতঃ অর্জ্জুন তোমার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছেন।

সর্ব্ব লোকললাম-ভূতা উর্ব্বশী গন্ধর্ব্ব-রাজ-কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া যথোচিত সম্মান প্রদর্শন ও তদ্বাক্যের বহুমাননা করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে সহাস্য বদনে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি অর্জ্জুনের যে সকল গুণ কীর্ত্তন করিলেন, তৎসমুদায়ই সত্য; আমি লোকমুখে অর্জ্জুনের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া বিষম কামশরে ব্যথিত হইয়াছি; অতএব বরণ করিব কি? আমি গুণ শ্রবণমাত্রে অগ্রেই মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি। অধুনা সুরনাথের আদেশ, আপনার প্রার্থনায় এবং ফাল্গুনের গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া সাতিশয় অধৈর্য্য হইয়াছি; আপনি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে স্বস্থানে প্রস্থান করুন; আমি অর্জ্জুনের নিকট গমন করিব, তাহার সন্দেহ নাই।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উর্ব্বশী গন্ধর্ব্বরাজকে বিদায় করিয়া পার্থসমাগম লালসায় বশীভূত হইয়া স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিল। অনন্তর গন্ধ মাল্য ও রমণীয় বেশ ভূষা সমাধান করিলে ধনঞ্জয়ের সেই মোহিনী মূর্ত্তি তাহার স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইয়া তাহাকে রতিরমণের বাণ-গোচর করিল। তখন উর্ব্বশী মন্মথশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া অনন্য মনে হৃদয়-সঙ্কল্পিত প্রাণবল্লভের প্রতিমূর্ত্তি-সম্ভোগ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রগাঢ় প্রদোষ কাল উপস্থিত। চন্দ্রমাঃ সমুদিত হইল। তখন সেই পৃথুনিতম্বিনী স্বীয় নিবাস হইতে বহির্গত হইয়া পার্থ-ভবনাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সেই লাবণ্যবতী ললনার সুকোমল, কুঞ্চিত, কুসুমগুচ্ছ-সুশোভিত, সুদীর্ঘ কেশ-পাশ, ভ্রূবিক্ষেপ, আলাপ-মাধুর্য্য ও সৌম্যাকৃতি অনির্ব্বচনীয় সুষমা সম্পাদন করিয়াছিল। তাহার বদন-সুধাকর সন্দর্শনে

শশধরও লজ্জিত হইলেন। সেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী দিব্য চন্দনচর্চ্চিত, বিলোল হারাবলি-ললিত, পীনোন্নত পয়োধর-যুগল বিকম্পিত হওয়াতে পদে পদে নমিতাঙ্গী হইয়া গমন করিতে লাগিল। তাহার ত্রিবলী-দাম মনোহর কটিদেশের কি অনির্ব্বচনীয় শোভা; তাহার গিরিবরবিস্তীর্ণ রজতরসনা-রঞ্জিত নিতম্ব যেন মন্মথের আবাসস্থান; সূক্ষ্ম বসনাবৃত অনিন্দনীয় তদীয় জঘন নিরীক্ষণে ঋষিগণেরও চিত্তবিকার জন্মে; কিঙ্কিনীকিণ-লাঞ্ছিত পাদদ্বয় কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত; গূঢ়গ্রন্থি অঙ্গুলি সকল তাম্রবর্ণ ও আয়ততল। একে ত সেই সুরসুন্দরী সহজেই মদনোন্মত্তা, তাহাতে আবার পরিমিত সুরাপানে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া বিবিধ বিলাস বিভ্রম সহকারে বাক্-পথাতীত প্রিয়দর্শনা হইয়া উঠিল। সিদ্ধ, চারণ ও মনোহর গন্ধর্ব্বগণ সমভিব্যহারিণী অর্জ্জুন-ভাবনাভিসারিণী সেই বিলাসিনী বহু-বিধ আশ্চর্য্য ও দ্রব্যপূর্ণ সুরলোকেও সকলের পরম দর্শনীয় হইল। সেই সুর-কামিনী মেঘবর্ণ অতি সূক্ষ্ম উত্তরীয়বসন ধারণ করাতে যেন অভ্রাবৃত কৃশ চন্দ্রলেখার ন্যায় বিরাজিত হইতে লাগিল।

অনন্তর শুচিস্মিতা উর্ব্বশী দ্রুতপদ-সঞ্চারে ক্ষণকাল-মধ্যে অর্জ্জুন-নিকেতনে উপনীত হইবামাত্র দ্বারপালেরা সসম্ভ্রমে পার্থ-সন্নিধানে গিয়া তাহার বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। অর্জ্জুন তাহাকে গৃহপ্রবেশ করাইতে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং শঙ্কিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুদগমন করিলেন। পার্থ উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিবামাত্র লজ্জাবনত বদনে তাহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক গুরুর ন্যায় সৎকার করিয়া কহিলেন, হে অপ্সরঃপ্রবরে! প্রণাম; আপনার ভৃত্য উপস্থিত; কি নিমিত্ত শুভাগমন হইয়াছে, আজ্ঞা করুন। উর্ব্বশী অর্জ্জুনবাক্য শ্রবণে হতজ্ঞান হইয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত চিত্রসেন গন্ধর্ব্বের বাক্য শ্রবণ করাইলেন;

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন আমাকে যে কথা কহিয়াছেন ও যে নিমিত্ত আমি এখানে আগমন করিয়াছি, তৎসমু-দায় আপনাকে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনার আগমনাবধি মহেন্দ্রের উপস্থানসূচক পরম মনোরম বর্ত্তমান মহোৎ-সবে সুরলোক উৎসবময় হইলে, চতুর্দ্দিক্ হইতে রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও বসুগণ সমাগত হইলেন। সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ, মহোরগ, মহর্ষি, রাজর্ষিগণ, উজ্জ্বলকায় কৃশানু, ভানু ও শশধর সেই উৎসব সন্দ-র্শনে সমুপস্থিত হইয়া স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে আসন পরিগ্রহ করিলে গন্ধর্ব্বেরা বীণা-বাদনপূর্ব্বক তাললয়-বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর সঙ্গীত আরম্ভ করিল ও প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল নৃত্য করিতে লাগিল। তখন আপনি অনিমেষ-লোচনে কেবল আমার প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। উৎসব দর্শনার্থ সমাগত দেবতা, অপ্সরঃ ও অন্যান্য জনগণ আপনার পিতাকর্ত্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। দেবরাজ এইরূপে সকলকে বিদায় করিয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনকে আমার নিকট

প্রেরণ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ত্বদীয় পিতার আদেশক্রমে মদন্তিকে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “হে বরবর্ণিনি! আমি দেবরাজ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তোমার নিকট আসিয়াছি; তুমি মহাবল পরাক্রান্ত উদারস্বভাব পার্থকে পতিত্বে বরণ কর; তাহা হইলে সুরপতির ও আমার সাতিশয় প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, এবং ত্বদীয় আত্মাও পরিতৃপ্ত হইয়া সুখ সম্ভোগ করিবে”। হে কমললোচন! আমি দেবরাজ ও গন্ধর্ব্বরাজের আজ্ঞা শ্রবণানন্তর আপনার শুশ্রূষা করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি এবং আপনার গুণদামে আকৃষ্ট হইয়া বিষমশর অনঙ্গের বশবর্ত্তিনী হইয়াছি; হে অরিন্দম! আপনি আমার পতি হইবেন, ইহা আমার চিরাভিলষিত মনোরথ।

অর্জ্জুন উর্ব্বশীর এইরূপ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত হইয়া কর্ণে করার্পণপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভাবিনি; আপনি যে বিষয়ের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন, উহা আমার নিতান্ত অশ্রাব্য; আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য। যেমন মহাভাগা কুন্তী ও ইন্দ্রাণী আমার পূজনীয়, আপনি আমার পক্ষেও সেইরূপ, সন্দেহ নাই। হে শুভে! যে নিমিত্ত আমি অনিমিষ-নয়নে আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, তাহার কারণ শ্রবণ করুন। আপনাকে পৌরব বংশের জননী মনে করিয়া উৎফুল্ল লোচনে আমি আপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলাম; তাহাতে আমার অসদভিসন্ধি বিবেচনা করা কোন ক্রমেই আপনার উচিত নহে। হে কল্যাণি! আপনা হইতেই পৌরব বংশের উদ্ভব; অতএব আপনি আমার পরম গুরু।

উর্ব্বশী কহিলেন, হে দেবরাজ-নন্দন! আমরা সামান্য নারী; আমাকে গুরু সম্বোধন করা আপনার অনুচিত। পুরুবংশীয় পুত্রপৌত্রেরা তপোবলে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের সহিত ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করেন; কিন্তু তদ্ব্যতিক্রমাচরণে কদাচ তাঁহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে না। অতএব আপনি প্রসন্ন হউন; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা আপনার উচিত হয় না। আমি মদনবাণে আহত হইয়া আপনার প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত হইয়াছি; এক্ষণে আপনি আমাকে ভজনা করিয়া মনঃ ও প্রাণ রক্ষা করুন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বরারোহে! আমি সত্য কহিতেছি শ্রবণ করুন, এবং দিক্ বিদিক্ ও দিক্পালেরাও শ্রবণ করুন। কুন্তী, মাদ্রী ও শচীর ন্যায় আপনিও আমার পরম গুরু। হে অনঘে! আমি নতশিরাঃ হইয়া আপনার চরণে প্রণিপাত করিতেছি; আপনি আমার মাতৃবৎ পূজনীয় ও আমিও আপনার পুত্রবৎ রক্ষণীয়। অতএব এক্ষণে আপনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন।

উর্ব্বশী ধনঞ্জয়ের উক্তপ্রকার বাক্য শ্রবণে ক্রোধাবিষ্ট ভ্রূকুটীকুটিলানন ও বেপমান হইয়া তাঁহাকে শাপ প্রদান করিল; “হে পার্থ! আমি অনঙ্গবাণে পীড়িত হইয়া তোমার পিতার আজ্ঞাক্রমে অভিসারিকাবৃত্তি অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বয়ং গৃহাগত হইয়াছি,

তথাপি তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে; অতএব তোমাকে মানহীন ও ক্লীব নামে বিখ্যাত হইয়া স্ত্রীগণমধ্যে নৃত্য করিয়া ষণ্ডের ন্যায় কাল যাপন করিতে হইবে"। উর্ব্বশী অর্জ্জুনকে উক্তপ্রকার অভিসম্পাত করিয়া রোষে স্ফুরিতাধর হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক আপন গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর অর্জ্জুন সত্বরে চিত্রসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া উর্ব্বশী-সংক্রান্ত আদ্যোপান্ত রজনীবৃত্তান্ত সকল অবিকল নিবেদন করিলেন এবং তিনি যে অভিশপ্ত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। চিত্রসেনও তৎ সমুদায় বৃত্তান্ত ইন্দ্রের নিকট কীর্ত্তন করিলে, দেবরাজ নির্জ্জন প্রদেশে তনয়কে আনয়ন করাইয়া সহাস্য বদনে মধুর বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে তাত! তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া অদ্য পৃথা সৎপুত্রা হইলেন। তুমি ধৈর্য্যগুণে ঋষিগণকেও পরাভব করিয়াছ। উর্ব্বশীপ্রদত্ত শাপও তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ও অর্থসাধক হইবে, সন্দেহ নাই। হে অনঘ! ত্রয়োদশ বর্ষে যখন তোমরা ভূমণ্ডলে অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিবে, তখন তুমি ক্লীবরূপে নর্ত্তকবেশে বিহার করিয়া সেই অবশিষ্ট এক বৎসর অনায়াসে যাপন করিয়া পরিশেষে আপন পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবে। অর্জ্জুন দেবরাজের এবংবিধ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া শাপচিন্তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিত্র সেনের সহিত স্বর্গভবনে পরম পরিতুষ্ট মনে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! যাঁহারা অবহিত হইয়া প্রতিদিন এই আশ্চর্য্য পরম পবিত্র ফাল্গুনচরিত্র শ্রবণ করেন, তাঁহাদিগের মনঃ কদাপি পাপকার্য্যে লিপ্ত হয় না এবং সেই পুণ্যশীল মানবেরা মদ, দম্ভ, রাগ ও দোষশূন্য হইয়া চরমে পরম ফল স্বর্গবাস লাভ করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোন সময়ে মহর্ষি লোমশ ভ্রমণ করিতে করিতে ইন্দ্রদর্শনাভিলাষে তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। মহামুনি তথায় আগমন ও দেবরাজকে নমস্কার করিয়া দেখিলেন, পাণ্ডুনন্দন ধনঞ্জয় বাসবের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। অনন্তর মহর্ষিগণপূজিত দ্বিজরাজ লোমশ দেবরাজের অনুমতিক্রমে বিষ্টরাসনে আসীন হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কৌন্তেয় ক্ষত্রিয় হইয়া কিপ্রকারে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন? এমন কি পুণ্য কর্ম্ম বা এমন কোন্ লোক জয় করিয়াছেন যে, তন্নিমিত্ত দেব-পূজিত স্থান প্রাপ্ত হইলেন?

শচীনাথ, লোমশ মুনির মনোগত ভাব অবগত হইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে! আপনি যাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। এই কৌন্তেয় কেবল মানব নহে, উহাতে দেবত্বও আছে; আমার ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্ম হইয়াছে। এখানে কোন কারণ-

বশতঃ অস্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত আসিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! আপনি এই পুরাতন ঋষিকে জানেন না! হৃষীকেশ ও ধনঞ্জয় এই দুই পুরাতন ঋষি ত্রিলোকে নর নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত; ইঁহারা কার্য্যবশতঃ পুণ্যস্থান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মহাত্মা দেব ও ঋষিগণ যাহা দর্শন করিতে অসমর্থ ও সিদ্ধ চারণসেবিত গঙ্গা যেস্থান হইতে প্রবাহিত হইয়াছেন, সেই বিখ্যাত বদরী-নামক আশ্রমপদ বিষ্ণু ও জিষ্ণুর নিবাসস্থান। এই দুই মহাবীর্য্য আমার নিয়োগানুসারে পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; ইঁহারা ভূমির ভারাবতরণ করিবেন।

নিবাতকবচ নামে কতকগুলি মহাবল পরাক্রান্ত পাতালপুর-বাসী দানবেরা বর-লাভে প্রদৃপ্ত ও বিমোহিত হইয়া আমাদের অপ্রিয়াচরণে প্রবৃত্ত ও প্রাণ সংহারের নিমিত্তেও উদ্যত হইয়াছে; আমাদিগকে কোন ক্রমেই গণনা করে না। দেবগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। অতএব যিনি পৃথিবীতে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়া রসাতল খননে প্রবৃত্ত সগরসন্তান-গণকে দর্শনমাত্রে ধ্বংস করিয়া-ছেন, সেই মধুসূদন মহাযুদ্ধে অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবেন, সন্দেহ নাই। তিনি যেমন পূর্ব্বে মহাহ্রদে পন্নগগণের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ দৃষ্টিপাতমাত্রেই নিবাতকবচ ও তাহাদিগের অনুচরগণকে বিনষ্ট করিতে পারেন; কিন্তু অতি সামান্য কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করা কোন ক্রমেই উচিত নহে; কেন না সেই তেজোরাশি প্রবুদ্ধ হইলে এই জগৎ ভস্মীভূত হইবে, সন্দেহ নাই। অত-এব দনুজদল-দলনক্ষম ধনঞ্জয়ই তাহা-দিগকে নিহত করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্য লোকে গমন করিবেন।

আপনি আমার অনুরোধে একবার পৃথিবীতে গমন করুন; রাজা যুধিষ্ঠির কাম্যক বনে অবস্থিতি করিতেছেন; আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিবেন যে, তিনি যেন অর্জ্জুনের নিমিত্ত কোন ক্রমেই উৎকণ্ঠাকুল না হন; অর্জ্জুন অস্ত্র সংগ্রহ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া শীঘ্রই এখানে আসিবেন; কেন না বাহুবীর্য্যের সংশোধন ও অস্ত্র সংগ্রহ ব্যতিরেকে ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতিকে সংগ্রামে পরাজয় করা অতি দুরূহ ব্যাপার। মহাবাহু ধনঞ্জয় সংগৃহীতাস্ত্র এবং দিব্য নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। তিনি ভ্রাতৃ-গণ-সমভিব্যাহারে পবিত্র তীর্থ সকল দর্শন ও তথায় অবগাহন করিয়া বিগতপাপ ও গতসন্তাপ হইয়া সুখে রাজ্য ভোগ করুন। হে দ্বিজরাজ! আপনি তীর্থ পর্য্যটনকালে তপোবলে গিরিদুর্গ ও বিষম প্রদেশবাসী ভীষণ রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।

পবিত্রাত্মা অর্জ্জুনও মহেন্দ্রের বাক্যা-বসানে লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামুনে! আপনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন এবং যাহাতে

তাঁহার তীর্থপর্য্যটন ও দানাদি ধর্ম্ম্য ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়েও যত্নবান্ হইবেন।

মহাতপাঃ লোমশ তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গীকার করিয়া কাম্যককাননোদ্দেশে মহীতলে গমন করিয়া দেখিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির তাপসগণ ও তদীয় ভ্রাতৃবৃন্দ-কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত হইয়া তথায় বাস করিতেছেন।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বিপ্র! রাজা ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজাঃ অর্জ্জুনের এই অত্যদ্ভুত কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া কি কহিয়াছিলেন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র মহর্ষি দ্বৈপায়নের সমীপে অর্জ্জুনের ইন্দ্রলোকগমন-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সঞ্জয়কে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে সূত! আমি ধীমান্ পার্থের সমুদয় কার্য্য শ্রবণ করিয়াছি। বোধ হয়, তুমিও তাহা আনুপূর্ব্বিক অবগত হইয়াছ। হে সারথে! আমার পুত্র দুশ্চরিত্র পাপমতি দুর্য্যোধন সর্ব্বদা গ্রাম্য ধর্ম্মে প্রমত্ত; অতএব সে অতিশীঘ্রই রাজ্যচ্যুত হইবে। যে মহাত্মা স্বভাবতঃ সকল বিষয়েই সত্য কথা কহিয়া থাকেন ও ধনঞ্জয় যাঁহার যোদ্ধা, তিনিই ত্রৈলোক্যের অধিকারী হইবেন, সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন নিশিত কর্ণী ও তীক্ষ্ণ নারাচ বিক্ষেপ করিলে কাহার সাধ্য তাঁহার সম্মুখীন হয়? জরাবর্জ্জিত যমও তাহা সহ্য করিতে পারেন না।

দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হইলে আমার দুরাত্মা পুত্রগণই করাল কালকবলে কবলিত হইবে। আমি নিরন্তর অনুসন্ধান করিয়াও এমন কোন রথী দেখিতে পাই না যে, গাণ্ডীবধন্বার যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যদ্যপি সমরে দ্রোণ, কর্ণ বা ভীষ্ম গমন করেন, তাহা হইলেও জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, কারণ কর্ণ দয়ালু ও প্রমাদী; এবং আচার্য্য গুরু ও স্থবির। কিন্তু ধনঞ্জয় অমর্ষী, বলবান্ ও দৃঢ়বিক্রম। উঁহারা সকলেই অস্ত্রপ্রয়োগদক্ষ, সকলেই শৌর্য্যশালী এবং সকলেই সমর বিখ্যাত; উঁহাদিগকে সমরে পরাজয় করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। উঁহারা সকলেই জয় লাভ করিয়া প্রাধান্যপ্রাপ্তির অভিলাষ করে। উঁহাদিগের অথবা অর্জ্জুনের বিনাশ না হইলে যুদ্ধের শান্তি হইবে না; কিন্তু অর্জ্জুনকে বিনাশ বা জয় করিতে পারে, এমন ব্যক্তি এই জগতীতলে কেহই নাই। আমার প্রতি অর্জ্জুনের যে ক্রোধ জন্মিয়াছে, তাহা কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সেই ইন্দ্রসম মহাবীর খাণ্ডব বনে অগ্নিকে পরিতৃপ্ত এবং রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমুদায় ভূপতিকে পরাজিত করিয়াছিল।

হে সঞ্জয়! বজ্র যেমন পর্ব্বতোপরি নিপতিত হইয়া তাহা সমূলে নির্ম্মূল করে, তদ্রূপ কিরীটীর শরজাল বিক্ষিপ্ত হইলে একেবারেই জগৎ নিঃশেষিত করিবে। দিনকর যেমন করনিকর-দ্বারা চরাচর উত্তাপিত করেন, ধনঞ্জয়ের বাহুবিনিঃসৃত শরজালও সেইরূপ আমার পুত্রগণকে পরি-

তাপিত করিবে এবং ভারতী সেনা সব্যসাচীর রথনির্ঘোষে ভয়বিহ্বল হইয়া ইতস্ততঃ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িবে। অর্জ্জুন শস্ত্রপাণি হইয়া শরসমূহ বিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলে সর্ব্বান্তকারী অন্তকের ন্যায় নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি দুর্য্যোধনের যে সকল বর্ণন করিলেন, তাহার কিছুই অন্যথাভূত নহে, সকলই যথার্থ। মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিতে দেখিয়া অবধি রোষাবিষ্ট হইয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা দুঃশাসন ও কর্ণের নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় রোষ পরবশ হইয়া সতত ভৎর্সনা করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, একাদশতনু ভগবান্ ভবানীপতি, ধনঞ্জয়কে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং কৈরাত বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন; ধনঞ্জয় কার্ম্মুক-দ্বারা যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরম পরিতুষ্ট করিয়াছেন। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের নিমিত্ত তপঃপ্রভাবে এরূপ পরাক্রান্ত হইয়াছেন যে, লোকপালগণ তথায় আসিয়া তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। পৃথিবীতে অর্জ্জুন ভিন্ন কেহই এই ঈশ্বরগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ নহে। অষ্টমূর্ত্তি মহেশ্বর যাঁহাকে ক্ষীণবল করিতে অক্ষম হইয়াছেন; কোন্ বীর পুরুষ সংগ্রাম-সাগরে তাঁহার বল ক্ষয় করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবে। দ্রুপদনন্দিনীর কেশাকর্ষণ করিয়া পাণ্ডবগণের রোষানল প্রজ্বলিত করাতেই এই লোমহর্ষণ তুমুল ব্যাপার উপস্থিত; দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে ঊরুদ্বয় প্রদর্শন করিলেন দেখিয়া, ভীমসেন স্ফুরিতাধর হইয়া কহিয়াছিলেন, 'অরে পাপাত্মা কপটদ্যূতকারিণ্! ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমি গদাঘাতে তোর্ ঊরুদ্বয় ভঙ্গ করিব'। হে রাজন্! পাণ্ডবগণ সকলেই যোদ্ধৃপ্রধান, অমিততেজাঃ এবং দেবগণেরও দুর্জ্জয়। তাঁহারা প্রণয়িনীর ক্রোধে উত্তেজিত ও রোষানল-সন্তপ্ত হইয়া আপনার পুত্রগণের জীবনান্ত করিবেন, সন্দেহ নাই।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সূত! দ্রুপদনন্দিনীকে সভামধ্যে আনয়ন করাতেই এই অনর্থকর শত্রুতা জন্মিয়াছে; কর্ণের পরুষ বাক্য প্রয়োগ করাতে কি এমন হইতে পারে! যাহাদের উপদেষ্টা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়শূন্য, সেই মূঢ়মতি পুত্রেরা অদ্যাপি কি নিমিত্ত জীবিত রহিয়াছে বলিতে পারি না। আমাকে নয়নধনে বঞ্চিত ও চেষ্টারহিত দেখিয়া দুরাচার পুত্র কোন মতেই আমার উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করে না! মন্দমতি বিচেতন কর্ণ ও সৌবল প্রভৃতি মন্ত্রিবর্গেরা কেবল দুর্য্যোধনের দোষেরই উন্নতি করিতেছেন। ক্রোধসহকারে শরজাল বর্ষণ করা দূরে থাকুক, অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় যদৃচ্ছাক্রমে এক বার শর বিক্ষেপ করিলেই আমার পুত্রগণ দগ্ধ হইয়া যাইবে। কেন না সেই বাণ

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দিব্য মন্ত্রে শোধিত হইয়া মহাধনুঃ হইতে বাহুবল সহকারে বিক্ষিপ্ত হইলে অমরগণকেও অবসন্ন করে। ত্রৈলোক্যনাথ বাসুদেব যাহার মন্ত্রী, রক্ষক ও সুহৃদ্; এই জগতীতলে তাহার অজেয় কি আছে? হে সঞ্জয়! ইহা অতি আশ্চর্য্য যে, ধনঞ্জয় মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়াছে এবং পূর্ব্বে দামোদর ও ফাল্গুনি বহ্নিকে সহায় করিবার নিমিত্ত খাণ্ডবারণ্যে যাহা করিয়াছিল, তাহাও সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অতএব ভীম, ধনঞ্জয় বা বাসুদেব রণে রোষাবিষ্ট হইলে আমার পুত্রগণ অমাত্যবর্গ ও শকুনির সহিত একত্র মিলিত হইয়াও জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে না।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনে! রাজা ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণকে বিবাসিত করিয়া নিরর্থক অনুশোচনা করিয়াছিলেন। যৎকালে অল্পচেতাঃ দুর্য্যোধন মহারথ পাণ্ডবগণের কোপানল প্রজ্বলিত করিতেছিল, তখন কি বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছিলেন? আর বনমধ্যে বন্য বস্তু কি কৃষিজাত দ্রব্য দ্বারা পাণ্ডবগণ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, তাহাই বলুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ বিশুদ্ধ শরনিপাতিত মৃগমাংস ও বন্য বস্তুর আহরণ করিয়া অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনারা ভোজন করিতেন। শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ যৎকালে বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন, তখন কতকগুলি সাগ্নিক ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সহবাসী হইয়াছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির নানাবিধ বাণদ্বারা রুরু ও কৃষ্ণসার মৃগ এবং অন্যান্য পরিশুদ্ধ বন্য জন্তু নিহত করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ, মহাত্মা স্নাতকগণ ও দশ জন মোক্ষবেত্তাকে ভরণ পোষণ এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকেও ভোজন প্রদান করিতেন। তথায় কাহাকেও বিবর্ণ, ব্যাধিত, কৃশ, দুর্ব্বল, দীন বা ভীত বোধ হইত না। যশস্বিনী দ্রৌপদী পতি ও দ্বিজাতিগণকে মাতৃবৎ ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ আপনি আহার করিতেন। রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, নকুল পশ্চিম দিকে ও সহদেব উত্তর দিকে গমন করিয়া প্রত্যহ মৃগয়া করিতেন। এইরূপে কাম্যকবাসী পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনবিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়া তদীয় আগমন প্রতীক্ষায় অধ্যয়ন, জপ, হোম করিয়া পঞ্চ বৎসর অতিবাহিত করিলেন।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা অম্বিকানন্দন পাণ্ডবগণের লোকাতীত বিচিত্র চরিত্র শ্রবণে চিন্তা, শোক ও ক্রোধে একান্ত অভিভূত হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সূত! পুত্রগণের কপট দ্যূতজনিত দুরন্ত দুর্নীতি, অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডগণের শৌর্য্য, ধৈর্য্য, ধৃতি ও লোকাতীত সৌভ্রাত্র চিন্তা করিয়া দিবারাত্রের মধ্যে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও শান্তি লাভ করিতে পারি না। যখন

অশ্বিনীকুমারের ন্যায় যুদ্ধদুর্ম্মদ অশ্বিনী-কুমারের কুমরদ্বয়, দৃঢ়ায়ুধ দূরঘাতী ভীম ও রণবিশারদ লঘুহস্ত অর্জ্জুনকে অগ্রসর করিয়া রণমুখে অবস্থিতি করিবে, তখন আমার সৈন্যগণের কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। তাঁহারা দ্রৌপদীর নিগ্রহজনিত রোষে সন্তপ্ত হইয়াছেন, কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিগণ, মহাতেজাঃ পাঞ্চাল-গণ ও সত্যাভিসন্ধ বাসুদেব-কর্ত্তৃক রক্ষিত পাণ্ডবগণ সমরে আমার পুত্রগণের সমস্ত পতাকিনী ভস্মসাৎ করিবে। আমার পুত্রেরা সকলে একত্র মিলিত হইয়াও সংগ্রামসময়ে রামকৃষ্ণপ্রধান বৃষ্ণিকুলের বেগ সহ্য করিতে পারিবে না। ভীমসেন সৈন্যমধ্যে বীরঘাতিনী গদা লইয়া বিচরণ করিবে। কোন ভূপতিই বজ্রনাদ সদৃশ গাণ্ডীবনির্ঘোষ ও ভীমসেনের গদাবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। পূর্ব্বে আমি দুর্য্যোধনের বশবর্ত্তী হইয়া সুহৃদ্গণের যে সকল বাক্য শ্রবণ করি নাই, এখন আমাকে সেই স্মরণীয় সুহৃদ্বাক্য সকল স্মরণ করিতে হইবে।

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! আপনি সমর্থ হইয়াও পুত্রকে নিবারণ করেন নাই, প্রত্যুত উপেক্ষা করিয়াছিলেন; ইহা আপনার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত। মধুসূদন পাণ্ডব-গণ দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া, ত্বরিত পদে কাম্যক বনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বাসু-দেব ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি দ্রৌপদগণ, বিরাট, ধৃষ্টকেতু ও মহারথ কৈকেয়গণ পাণ্ডব-দিগকে পরাজিত দেখিয়া যাহা কহিয়াছেন, চরগণ তাহা শ্রবণ করিয়াছে, আমিও জানি-য়াছি এবং আপনিও অবগত হইয়াছেন। পাণ্ডবেরা বাসুদেবের প্রতি সারথ্য কর্ম্মের ভারার্পণ করিলে তিনি তাহাতে সম্মত হই-লেন এবং তাঁহাদিগকে কৃষ্ণাজিনধারী অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে যুধিষ্ঠিরকে কহিতে লাগিলেন; ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে তোমাদিগের যে মহীয়সী সমৃদ্ধি নিরীক্ষণ করিয়াছি, উহা কোন নৃপতিই লাভ করিতে পারেন না। সেই সময়ে সমস্ত ভূপতিকে তোমাদের শস্ত্র ও প্রতাপপ্রভাবে ভীত দেখিয়াছি। অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র, উড্র, চোল, দ্রাবিড়, অন্ধ্রক, সাগর, অনূপক, প্রান্তনিবাসী, সিংহল, বর্ব্বর, ম্লেচ্ছ, লঙ্কানিবাসী, পাশ্চাত্যজনপদবাসী, শত শত সাগরান্তিক, পল্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুষার, সৈন্ধব, জাগুড়, রমট, হূণ, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কৈকেয়, মালব, কাশ্মীরক প্রভৃতি সকলে আহূত হইয়া পরিবেষকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। যাহারা আপনার সেই প্রতাপ-গামিনী চপলা সমৃদ্ধি গ্রহণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ সংহার করিয়া সেই সমৃদ্ধি পুনর্ব্বার আহরণ করিব। দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শকুনি ও অন্যান্য বীরগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইলে আমি, বলদেব, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও মহাবীর শিশুপালতনয়, আমরা সকলে একত্র হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সংগ্রামশায়ী

করিব। অনন্তর আপনি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের রাজলক্ষ্মী গ্রহণপূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুরে বাস করিয়া এই সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির বাসুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরসমবায়-সমক্ষে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো! তোমার বাক্য সকল সত্য, ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু তুমি ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে আমার অরাতিকুল সমূলে উন্মূলিত করিবে, ইহা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও; কারণ আমি রাজ-মণ্ডলীমধ্যে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি সভাসদ্গণ তাঁহার এই বাক্য অঙ্গীকার করিয়া তৎক্ষণাৎ সময়োচিত মধুর বাক্যে কেশবকে শান্ত করিলেন ও বাসুদেবের সমক্ষে আক্লিষ্টকান্তি দ্রৌপদীকে কহিলেন, দেবি বরবর্ণিনি! আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনার ক্রোধই দুর্য্যোধনের জীবন নাশের নিদান। আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাহারা আপনাকে অক্ষক্রীড়ায় জয়লব্ধা বলিয়া উপহাস করিয়াছিল; ব্যাঘ্র ও পক্ষিগণ তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিয়া হাস্য করিবে এবং গৃধ্র ও গোমায়ুকুল তাহাদের রুধির পানে পরিতৃপ্ত হইবে। যাহারা সভামধ্যে আপনার কেশকলাপ আকর্ষণ করিয়াছিল, ক্রব্যাদ্‌সমূহ তাহাদের ধরাতলশায়ী শরীর আকর্ষণ করিয়া বারংবার কবলিত করিবে। যাহারা সভামধ্যে আপনাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল ও যাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছিল, তাহাদিগের মস্তক ছেদন করিয়া শোণিতপ্রবাহে পৃথিবী প্লাবিত করিব; ইহা আপনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন।

মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বর্ষাবসানে ঐ সকল শৌর্য্যশালী মহারথ যোদ্ধাগণকে বরণ করিলে তাঁহারা বাসুদেবকে অগ্রসর করিয়া আগমন করিবেন। রাম, কৃষ্ণ, ধনঞ্জয়, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, যুযুধান, ভীম, নকুল, সহদেব, কেকয়রাজপুত্র, দ্রুপদপুত্রগণ ও মৎস্যরাজ এই সকল মহাত্মা অজেয় ও লোকপ্রসিদ্ধ মহাবীর জাতক্রোধ হইয়া উন্নতকেশর কেশরীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া যখন সৈন্যগণসমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতরণ করিবেন, তখন কোন্ জিজীবিষুব্যক্তি ইহাদের সম্মুখীন হইবে?

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, সারথে! বিদুর দ্যূতকালে আমাকে কহিয়াছিল, হে নরেন্দ্র! যদ্যপি আপনারা পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজিত করেন, তাহা হইলে অবশ্যই কুরুকুলের শোণিত প্রবাহী মহাভয়ঙ্কর অন্তকাল উপস্থিত হইবে! এক্ষণে বোধ হইতেছে, বিদুরের সেই সকল কথাই প্রসবোন্মুখী হইয়া উঠিল। পাণ্ডবগণের প্রতিশ্রুত সময় অতীত হইলেই ঘোরতর যুদ্ধ ঘটনা হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রলোকাভিগমন পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নলোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাত্মা পার্থ অস্ত্র লাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা কি করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা পার্থ অস্ত্র লাভার্থ ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিলে পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন। একদা তাঁহারা কৃষ্ণার সহিত একান্ত দুঃখিত মনে নবীন তৃণাচ্ছন্ন নির্জন প্রদেশে উপবেশন-পূর্ব্বক ধনঞ্জয়বিরহ-জনিত সন্তাপে নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে পার্থকে উদ্দেশ করিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তদ্বিয়োগ-জনিত দুঃখ প্রবল হইয়া তাঁহাদিগকে একান্ত অভিভূত করিতে লাগিল।

এই অবসরে ভীমসেন যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! পাণ্ডবদিগের মধ্যে অর্জ্জুনই আপনার নিদেশানুসারে ইন্দ্রলোকে প্রস্থান করিয়াছে। সেই অর্জ্জুনেতেই আমাদিগের প্রাণ সমর্পিত আছে; অর্জ্জুন বিনষ্ট হইলে সমস্ত পাঞ্চাল, সাত্যকি, বাসুদেব ও আমরা পুত্রদিগের সহিত অবশ্যই বিনষ্ট হইব। ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্র লাভ করা সাতিশয় ক্লেশের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়াও কেবল আপনার আদেশানুসারে তদুদ্দেশে প্রস্থান করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা এক্ষণে দুঃখের বিষয় আর কি আছে।

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অর্জ্জুনের বাহুবল আশ্রয় করিয়াই আমরা রণস্থলে শত্রুদিগকে পরাজিত ও পৃথিবীকে অধিকৃত বিবেচনা করি। আমি তাহার প্রভাব জানিয়াই তৎকালে সভামধ্যে সৌবলসহ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করি নাই। আমরা ভুজবীর্য্য-সম্পন্ন হইয়াও কেবল বাসুদেবের প্রতিষেধ বাক্যে ক্রোধ সংবরণ করিয়া রহিয়াছি। এক্ষণে আমরা কৃষ্ণের সাহায্যে কর্ণপ্রভৃতি শত্রুগণকে হনন করিয়া স্বীয় বাহুবলে সসাগরা বসুন্ধরাকে শাসন করিতে পারি। আমরা মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াও কেবল আপনার দ্যূতক্রীড়ার দোষে ঈদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি; ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা বালক হইয়াও এক্ষণে সামন্তদত্ত ধনলাভে বলিষ্ঠ হইয়াছে।

হে রাজন্! আপনার ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করাই আবশ্যক; কিন্তু বনবাসী হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, রাজ্য রক্ষা করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; আপনিও তদ্বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন; অতএব রাজ্যশাসনরূপ ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবেন না। আমরা এক্ষণে বন হইতে প্রতিগমন-পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে আনয়ন করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার পূর্ব্বেই ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে সংহার করিব। আমি সৌবল সমভিব্যাহারী সৈন্যব্যূহপরিবৃত ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিযোদ্ধাদিগকে বলপূর্ব্বক শমনসদনে প্রেরণ করিব। এইরূপে সমুদায় প্রশমিত

হইলে, আপনি পুনরায় বনে আগমন করিবেন। ইহা করিলে আর দোষ হইবার সম্ভাবনা নাই। অনন্তর আমরা বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া সুরসদনে গমন করিব। যদি আপনি বালিশ, দীর্ঘসূত্রী ও ধর্ম্মপরায়ণ না হন, তাহা হইলে এইরূপ ঘটনা হইতে পারে।

হে মহারাজ! ইহা নির্ণীত আছে যে, কপটচারী ব্যক্তিকে ছলদ্বারা বিনাশ করিলে পাপের আশঙ্কা নাই, আর ধার্ম্মিকেরাও ধর্ম্মতঃ ঐরূপ কহিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগকে এক বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিতে হইবে; কিন্তু বেদবাক্যে নিরূপিত আছে যে, এক অহোরাত্র সংবৎসর তুল্য, আপনি উহা প্রমাণ বোধ করেন, তবে আর এক দিবস অতীত হইলেই ত্রয়োদশ বৎসর পরিপূর্ণ হয়; তাহা হইলে সানুচর দুর্য্যোধনের নিধনকাল উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই। আপনি দ্যূতাসক্ত হইয়া যেরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তদনুসারে আমরা এই অজ্ঞাত চর্য্যায় বিনষ্টপ্রায় হইয়াছি; সুতরাং এক্ষণে দুর্য্যোধন সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিতেছে।

পৃথিবীতে এমন নির্জ্জন স্থান নাই, যথায় বাস করিলে সেই দুষ্টমতি দুর্য্যোধন চর দ্বারা আমাদিগের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে। যদি সেই নীচ প্রকৃতি দুর্য্যোধন কোন প্রকারে এই বনবাস-বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার কোন প্রকার ছল করিয়া আমাদিগকে প্রব্রাজিত করিবে। আর যদি অজ্ঞাত বাসের নিয়মিত কাল অতীত হইলে জানিতে পারে, তবে পুনরায় আপনাকে দ্যূতক্রীড়ার নিমিত্ত আহ্বান করিবে; অনন্তর আপনি দ্যূতে আসক্ত হইলে, সেই পাপমতি আপনাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরিশেষে পুনরায় বনবাসী করিবে।

মহারাজ! যদি আপনি আমাদিগকে দীনভাবাপন্ন করিতে বাসনা না করেন, তাহা হইলে অনন্যকর্ম্মা হইয়া যাবজ্জীবন বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করুন। কপটচারীকে ছলপূর্ব্বক সংহার করিবে, ইহাই ব্যবস্থাপিত আছে। যেমন হুতাশন সমীরণসহকারে তৃণরাশিকে ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ আমি বলপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিব। আপনি এবিষয়ে অনুমোদন করুন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মস্তকাঘ্রাণ-পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো। ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে অর্জ্জুনের সহিত তুমি অবশ্যই পাপমতি দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিবে। তুমি বলিতেছ, কাল আগত, কিন্তু আমি উহা বলিতে অসমর্থ; কারণ অণুমাত্র মিথ্যাও আমার হৃদয়ে বাস করিতে পারে না। তুমি অনুচরবর্গের সহিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনকে ছল প্রকাশ না করিয়াও বিনাশ করিতে পারিবে।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে মহর্ষি বৃহদশ্ব তথায় উপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মরাজ কুন্তী-

নন্দন ভগবান্ বৃহদশ্বকে অভ্যাগত দেখিয়া শাস্ত্রানুসারে মধুপর্ক দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে সুখাসীন ও গতক্লম বিবেচনা করিয়া দীন বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্! নিকারপর ও অক্ষকোবিদ ধূর্ত্তেরা আমাকে আহ্বান করিয়া দ্যূতপ্রসঙ্গে আমার রাজ্য ও ধন সমস্ত অপহরণ করিয়াছে। আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নাই; এ নিমিত্ত ঐ পাপাত্মারা ছলপূর্ব্বক আমার প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাকে সভায় আনয়ন করিয়াছিল। পরে পুনরায় আমাকে দ্যূতে পরাজয় করিয়া অজিন পরিধাপনপূর্ব্বক নিদারুণ অরণ্যবাসে প্রেরণ করিয়াছে। আমি এক্ষণে সেই দ্যূতবিষয়ক অতি কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত দুঃখিত মনে অরণ্যে বাস করিতেছি। দ্যূতারম্ভ অবধি বন্ধুবান্ধবেরা যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি আমার হৃদয়মন্দিরে জাগরূক হইয়া প্রতিদিন যামিনীযোগে স্মৃতিপথারূঢ় হইয়া থাকে। যে অর্জ্জুনের প্রতি আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সেই মহাত্মা সমরবিজয়ী অর্জ্জুন ব্যতিরেকে আমরা গতাসুর ন্যায় কালযাপন করিতেছি। আমি কোন্ দিন গৃহীতাস্ত্র প্রিয়বাদী অর্জ্জুনকে পুনরাগত দেখিতে পাইব? হে ভগবন্! আপনি এই ভূমণ্ডলে কি মাদৃশ হতভাগ্য কোন রাজাকে দর্শন বা শ্রবণ করিয়াছেন? আমার বোধ হইতেছে যে, আমাপেক্ষা দুঃখী আর কেহই নাই।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! আপনি কহিতেছেন যে, আমাপেক্ষা দুঃখিত ব্যক্তি আর কেহই নাই; এস্থলে আমি আপনার অপেক্ষাও দুঃখী অপর ধরাপতির উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! যদি আমার তুল্য দুরবস্থাগ্রস্ত কোন রাজা থাকেন, তবে বলুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপন অপেক্ষা দুঃখিত এক ক্ষিতিপালের উপাখ্যান আরম্ভ করিতেছি, আপনি ভ্রাতৃবর্গের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। নিষধ দেশে বীরসেন নামে এক মহীপাল ছিলেন; তাঁহার নল নামে ধর্ম্মার্থ-কোবিদ এক পুত্র জন্মে। সেই নল-রাজ স্বীয় ভ্রাতা পুষ্কর-কর্ত্তৃক ছলপূর্ব্বক দ্যূতে পরাজিত হইয়া দুঃখিত মনে ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। তৎকালে বন্ধুবান্ধব ভ্রাতা, দাস ও রথ প্রভৃতি কিছুই তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল না, কিন্তু আপনি দেবতুল্য মহাবীর ভ্রাতৃবর্গ ও ব্রহ্মকল্প ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন; অতএব এক্ষণে শোকাকুল হইবেন না। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার মুখে মহাত্মা নল-রাজের চরিত্র সবিস্তরে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক উহা বর্ণন করুন।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নিষধ দেশে বীরসেনসুত নল নামে পরম রূপবান্ সর্ব্বগুণান্বিত এক নরপতি ছিলেন।

তিনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় ভূপতিগণের অগ্রগণ্য, তেজঃপ্রভাবে প্রভাকরের ন্যায় সর্ব্বোপরি বিরাজমান, অশ্ব পরীক্ষায় দক্ষ, ব্রহ্মপরায়ণ ও বেদবেত্তা। দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। তিনি অতি উদারস্বভাবসম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সকল ধনুর্দ্ধরের শ্রেষ্ঠ ও নরনারীগণের অভীষ্ট ছিলেন ও সাক্ষাৎ মনুর ন্যায় প্রজারঞ্জন করিতেন।

বিদর্ভ দেশে ভীমপরাক্রম ভীম নামে সর্ব্বগুণ মণ্ডিত এক মহীপাল ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান, সুতরাং সন্তান লাভের নিমিত্ত নিরন্তর যত্ন করিতেন। এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে, একদা দমন নামক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা মহিষীর সহিত সন্তান কামনায় বিবিধ উপচারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন। মহর্ষি দমন নৃপতিবিহিত উপচারে প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমার বরপ্রভাবে তোমার এক কন্যারত্ন ও তিনটি কুমার জন্মিবে। ইহা বলিয়া ব্রহ্মর্ষি দমন স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর রাজার দম, দান্ত ও দমন নামক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহাবল পরাক্রান্ত তিন পুত্র ও দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা জন্মিল। সেই কন্যা অসামান্য রূপলাবণ্য, তেজঃ ও যশদ্বারা সৌভাগ্যশালী লোকদিগের মধ্যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, শত শত দাসী ও সখীগণ শচীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। যেমন সৌদামনী কাদম্বিনীর মধ্যে শোভমান হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাভরণভূষিতা দময়ন্তী তখন সখীগণ মধ্যে শোভমান হইলেন। তিনি লক্ষ্মীর ন্যায় অলোকসামান্যরূপলাবণ্য-সম্পন্না আয়তলোচনা ছিলেন। দেব, যক্ষ, মনুষ্য বা অন্যান্য লোকমধ্যেও এতাদৃশ রূপবতী রমণী কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। দময়ন্তীকে দেখিলে চিত্ত প্রসন্ন হইত, অধিক কি দেববৃন্দেরাও তাঁহাকে সুন্দরী বলিয়া গণনা করিতেন। নরশার্দ্দূল নলের তুলনা পৃথিবীতে নিতান্ত দুর্লভ। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হয়, যেন অনঙ্গদেব অঙ্গ পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই নিমিত্ত সকলে কুতূহলপরতন্ত্র হইয়া দময়ন্তীসমীপে নলের প্রশংসা ও নলের সমীপে দময়ন্তীর প্রশংসা করিত। তখন পরস্পর পরস্পরের গুণানুবাদ শ্রবণ করিলে, অদৃষ্টচর ভগবান্ রতিপতিও সেই অবকাশে তাহাদিগের হৃদয়শায়ী হইয়া ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

নল-রাজ হৃদয়ে কন্দর্পভার ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃপুরোপকণ্ঠে নির্জ্জন ক্রীড়াকাননে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সেই বনে সুবর্ণপক্ষ-পরিচ্ছদ কতকগুলি হংসকে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্যতম একটি হংসকে স্বহস্তে ধরিলেন। হংস তৎক্ষণাৎ নলকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিল, হে রাজন্! আপনি আমাকে বধ করিবেন না; আমি প্রাণপণে আপনার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। আমি দময়ন্তীসন্নিধানে

আপনার কথা উত্থাপন করিয়া এরূপ গুণানুবাদ করিব, যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণ অনান্যপুরুষাভিলাষী হইয়া নিরন্তর আপনাতে সাতিশয় অনুরক্ত থাকে। নলরাজ হংসের এইরূপ আশ্বাস বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর হংসেরা নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইয়া বিদর্ভ নগরাভিমুখে গমন-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে দময়ন্তী সন্নিধানে অবতীর্ণ হইল। সখীগণ-পরিবৃতা দময়ন্তী তাহাদিগের লোকাতিগ রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে সত্বর গমন করিবার উপক্রম করিলেন। পরিচারিকারা সকলে ধরিবার নিমিত্ত হংসদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলে, তাহারা ভীতপ্রায় হইয়া প্রমদাবনের ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে দময়ন্তী যে হংসের অনুসরণ করিতেছিলেন, সেই হংস মনুষ্যবাক্যে দময়ন্তীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে রাজকুমারি! নিষধ দেশে নল নামে এক মহীপাল আছেন। তিনি রূপে অশ্বিনীকুমার-সদৃশ; মর্ত্ত্য লোকে তাঁহার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই। যদি আপনি তাঁহার মহিষী হইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার জন্ম সফল ও সৌন্দর্য্য সার্থক হয়। আমরা দেব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস প্রভৃতি সকলকে নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু নলের তুল্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন পুরুষ কুত্রাপি অবলোকন করি নাই। তুমি অবলাগণের মধ্যে রত্নস্বরূপ, নলরাজও পুরুষশ্রেষ্ঠ; অতএব তাঁহার সহিত আপনার মিলন হইলেই পরম সৌভাগ্যের বিষয় হয়; যেহেতু উৎকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের সঙ্গতি সাতিশয় গুণপ্রসবিনী হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই। দময়ন্তী হংস কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে মরালবর! তুমি অবিলম্বে এই কথা নলের কর্ণগোচর কর। হংসও 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দময়ন্তীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নিষধদেশে উপস্থিত হইয়া নলসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী হংসমুখে এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া নলবিরহে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখকমল বিবর্ণ, শরীর শীর্ণ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি নলচিন্তায় নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া বারংবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কখন বা ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধ্যান করিতেন; কখন কন্দর্পবাণে আহত হইয়া বিচেতনপ্রায় হইতেন; কখন বা তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হইত। শয়নাশন ও অন্যান্য বিষয়োপভোগে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। নিদ্রা সহচরী কি দিবা, কি বিভাবরী কোন সময়েই সেই কামিনীর নয়নাবলম্বিনী হইত না। তিনি কেবল অনবরত বিগলিত বাষ্পাকুল লোচনে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার সখীগণ আকার ইঙ্গিতদ্বারা বিলক্ষণ বিরহ লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া মহারাজ ভীমের নিকট

সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। বিদর্ভাধিপতি সখীমুখে স্বীয় দুহিতার অস্বাস্থ্য সংবাদ শ্রবণ করিয়া ভাবিলেন, এক্ষণে কি করি, এ এক বিষম ব্যাপার উপস্থিত; দময়ন্তী সহসা কেনই বা অসুস্থপ্রায় হইল। পরে তনয়াকে যৌবনসীমায় অবতীর্ণ দেখিয়া শীঘ্র স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করাই কর্ত্তব্য; ইহা নিশ্চয় করিলেন।

অনন্তর বিদর্ভাধিপতি স্বীয় তনয়ার স্বয়ম্বরসংবাদ প্রচার করিয়া মহীপালগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভূপালেরা দময়ন্তীর স্বয়ম্বর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভীমের আদেশানুসারে তৎসন্নিধানে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মাতঙ্গগণের বৃংহিত ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা রব ও রথের ঘর্ঘর শব্দে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল। বিচিত্র মাল্য ও বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত মনোহর সৈন্যমণ্ডলী দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। অভ্যাগত ভূপালেরা মহাবাহু ভীম-কর্ত্তৃক বিবিধ উপচারে যথাযোগ্য পূজিত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই অবসরে দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ পর্ব্বত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন-পূর্ব্বক ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সৎকার করিয়া উভয়ের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ও সর্ব্বস্থানগত অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, হে দেবরাজ! আমরা কুশলে আছি এবং ত্রিলোকগত ভূপালগণেরও মঙ্গল। ইন্দ্র কহিলেন, হে দেবর্ষে! যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ ধরাপতিরা জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া শস্ত্র প্রহারে নিধন প্রাপ্ত হন, তাঁহারা মদীয় কামধুক্ সুরলোক সদৃশ অক্ষয় লোক লাভ করিয়া থাকেন। এক্ষণে সেই সকল মহাবীর ক্ষত্রিয়েরা কোথায়? আমি বহুদিবস সেই সকল প্রিয়তম অতিথিদিগকে এস্থানে আসিতে দেখি নাই। দেবর্ষি নারদ ইন্দ্র কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে দেবরাজ! আপনি যে কারণে তাঁহাদিগকে এখানে অবলোকন করিতে পান না, তাহা শ্রবণ করুন। বিদর্ভাধিপতি ভীমের দময়ন্তী নাম্নী কন্যা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যে পৃথিবীস্থ সমস্ত ললনাগণকে অতিক্রম করিয়াছে। আজি শুনিলাম, তাহার স্বয়ম্বর অতিশীঘ্রই সম্পন্ন হইবে; এই নিমিত্ত রাজা ও রাজকুমারেরা কায়মনোবাক্যে সেই লোকললামভূতা কন্যারত্ন কামনা করিয়া দিগ্দিগন্ত হইতে তথায় গমন করিতেছেন। সুতরাং সমরানল তাঁহাদিগের স্বর্গলাভের সহিত একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে লোকপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া দেবর্ষি নারদমুখে দময়ন্তীর স্বয়ম্বরবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিমাত্র হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট চিত্তে কহিলেন, হে দেবর্ষে! আমরাও দময়ন্তীস্বয়ম্বরে গমন করিব। অনন্তর তাঁহারাও স্বীয় গণ ও স্ব স্ব বাহনসমভিব্যাহারে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে নল রাজও দময়ন্তীস্বয়ম্বরোদ্দেশে রাজসমাগম শ্রবণ করিয়া

অদীন মনে ভৈমী লাভপ্রত্যাশায় তথায় প্রস্থান করিলেন। অন্তরীক্ষগামী দেবগণ রূপে রতিপতি ও তেজে দিনপতির ন্যায় বিরাজমাননলরাজকে ধরাপৃষ্ঠে অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিস্ট চিত্তে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর তাঁহারা বিমান-বেগ প্রতিরোধ-পূর্ব্বক গগনমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইয়া নলকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে নিষধরাজেন্দ্র! তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যপ্রিয়; অতএব দৌত্য-কর্ম্ম স্বীকার করিয়া আমাদিগের সাহায্য কর।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নল-রাজ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তাঁহাদিগের বাক্য অঙ্গী-কার-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করি-লেন, আপনারা কে? আর আমি যাঁহার দৌত্য কর্ম্ম স্বীকার করিলাম, ঐ মহাত্মাই বা কে? এবং আপনাদিগের কোন্ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহাও অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বর্ণন করুন। নল-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ইন্দ্র কহিলেন, আমরা দেবতা; দময়ন্তীর নিমিত্ত মর্ত্ত্য লোকে আগমন করিয়াছি। আমি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, উনি জলেশ্বর বরুণ আর ইনি মনুষ্যের জীবনান্তকারী অন্তক, এক্ষণে তুমি দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া এই কথা নিবেদন করিবে যে, "মহেন্দ্র প্রভৃতি-লোকপালগণ ত্বদীয় কর-গ্রহণাভিলাষে সভায় আগমন করিতেছেন, তুমি তাঁহা-দিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর"। নিষধরাজ ইন্দ্র-কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে লোকপালগণ! আপনাদিগের যেরূপ উদ্দেশ্য, আমিও সেই উদ্দেশ্য সংসাধনার্থ উপনীত হইয়াছি, এক্ষণে আমাকে সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ দূতরূপে নিয়োগ করা আপনাদিগের নিতান্ত অবিধেয়; আর যে পুরুষ স্বয়ং স্ত্রীরত্ন লাভে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে, সে কদাচ অন্যের নিমিত্ত চেষ্টা করিতে পারে না। অতএব আপনারা এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন। দেবতারা কহি-লেন, হে নৈষধ! তুমি পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে আবার কি নিমিত্ত অস্বীকার করিতেছ, তুমি অনতিবিলম্বে প্রস্থান কর। নল-রাজ কহিলেন, হে লোকপালগণ! শত শত রক্ষকেরা ধৃতাস্ত্র হইয়া নিরন্তর দময়ন্তীর গৃহ রক্ষা করিতেছে, আমি কি রূপে তথায় প্রবেশ করিব। দেবরাজ কহিলেন, হে নৈষধ! তুমি আমার প্রভাবে অনায়াসে তথায় প্রবেশ করিতে পারিবে, কোন শঙ্কা বা ভয় নাই।

অনন্তর নিষধাধিপতি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দময়ন্তী-নিকেতনে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, দময়ন্তী সখীগণ-পরিবৃতা হইয়া স্বীয় অঙ্গসৌন্দর্য্য দ্বারা দেদীপ্যমান হইতেছেন, বোধ হইল যেন, তিনি স্বকীয় তেজঃপ্রভাবে শশধরের বিমল প্রভাকে মলিন করিতেছেন। নল রাজা সেই সুকুমারী রাজকুমারীকে নয়নগোচর

করিয়াই অনঙ্গশরে জর্জ্জরীভূত হইলেন; কিন্তু সত্য প্রতিপালনের নিমিত্ত তাহা তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিলেন। অঙ্গনারা তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সম্ভ্রান্ত ও তদীয় তেজঃ প্রভাবে অভিভূত হইয়া অস্তে ব্যস্তে আসন হইতে উত্থিত হইল এবং বিস্ময়াবেশ প্রকাশপূর্ব্বক প্রসন্ন মনে পরস্পর তাঁহার বহুবিধ প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু তৎসন্নিধানে কেহই বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া কেবল মনে মনে তাঁহারই অর্চ্চনা করিল। তাহারা নলের অদ্ভুত রূপলাবণ্য ও ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সন্দর্শনে মনে করিল, ইনি দেবতা বা যক্ষ অথবা গন্ধর্ব্ব হইবেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না; প্রত্যুত তদীয় তেজঃপ্রভাবে অভিভূত হইয়া লজ্জায় নম্রমুখী হইয়া রহিল।

অনন্তর স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী দময়ন্তী বিস্মিত মনে সহাস্য বদনে নলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি কে? আর কি নিমিত্তই বা এস্থানে আগমন করিয়াছেন? আমি আপনাকে অবলোকন করিয়া মদনবাণে একান্ত আহত হইতেছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ! সাতিশয় প্রচণ্ড-প্রতাপ ও যমোপম প্রহরীরা নিরন্তর আমার গৃহ রক্ষা করিতেছে; আপনি অলক্ষিত হইয়া কি প্রকারে এস্থলে আগমন করিলেন? নল-রাজ কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি দেবদূত। দেবরাজ ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম ইঁহারা তোমাকে অভিলাষ করেন, তুমি তাঁহাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ কর। আমি তাঁহাদিগেরই প্রভাববলে অলক্ষিত হইয়া পুর-প্রবেশ করিয়াছি। প্রবেশকালে আমাকে কেহই সন্দর্শন বা নিবারণ করে নাই। হে শোভনে! দেবগণ আমাকে এই নিমিত্তই প্রেরণ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি সবিশেষ বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় কর।

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী মনে মনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া সাহাস্য বদনে নলরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার একান্ত অধীন ও আমার যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছে, তাহা সকলই আপনার বোধ করিবেন। এক্ষণে আপনি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক যাহা আদেশ করিবেন, বিশ্বস্ত মনে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিব। আমি হংসমুখে আপনার অনন্যসাধারণ গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়া একান্ত সন্তপ্ত হইয়া কালযাপন করিতেছি। হে লোকনাথ! কেবল আপনার নিমিত্তই এই স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি যদি একান্ত প্রণয়পরাধীন এই অবলাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আপনার নিমিত্তই বিষ ভক্ষণ, অগ্নি বা জলপ্রবেশ অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। নলরাজ দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সুন্দরি! লোকপালগণ বরণাভিলাষী হইয়া বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি কারণে মনুষ্যকে অভিলাষ করিতেছ?

আমি সৃষ্টিস্থিতিকারক লোকপালগণের পদধূলিরও তুল্য হইতে পারি না; অতএব তুমি তাঁহাদিগকেই ভজনা কর। দেবগণের বিপ্রিয়াচরণ করিলে মনুষ্য মৃত্যুমুখে নিপাতিত হইয়া থাকে; অতএব তুমি তাঁহাদিগকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। তুমি দেবগণকে বরণ করিলে উত্তম পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ, বিচিত্র দিব্য মাল্য ও বহুবিধ উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে পারিবে। দেখ, যিনি এই পৃথিবীকে একেবারে কবলিত করিতে সমর্থ হন, কোন্ রমণী সেই হুতাশনকে প্রার্থনা না করে? যাঁহার দণ্ডভয়ে ভীত হইয়া প্রাণিগণ ধর্ম্মারাধনা করিয়া থাকে, কোন্ রমণী সেই দণ্ডধরকে অভিলাষ না করে? যিনি দৈত্যদানবগণের হর্ত্তা, সুরসমূহের পাতা ও ধর্ম্মের রক্ষিতা হইয়া স্বর্গরাজ্য ভোগ করিতেছেন, কোন কামিনী সেই মহেন্দ্রকে বাসনা না করে? এক্ষণে আমি তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে অশঙ্কিত মনে লোকপালগণের মধ্যে বরুণকে বরণ করিতে পার।

তদনন্তর দময়ন্তী শোকজনিত বাষ্পবারিপরিপ্লুত লোচনে দীন বচনে কহিলেন, মহারাজ! দেবগণকে নমস্কার; সত্য বলিতেছি, আমি আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব, ইহা বলিয়া কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন। তখন নলরাজ কহিলেন, হে সুলোচনে! আমি দেবগণের দৌত্য কার্য্য স্বীকার করিয়া তোমার নিকটে আসিয়াছি; সুতরাং তাঁহাদিগের নিকট অঙ্গীকার ও তাঁহাদিগের নিমিত্ত যত্ন করিয়া এক্ষণে কি রূপে স্বার্থসম্পাদনে প্রবৃত্ত হইব। যদি আমার দৌত্যধর্ম্ম রক্ষা করিয়া স্বার্থ সাধনের কোন প্রকার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমার পাণিগ্রহণে সম্মত হইতে পারি। তখন দময়ন্তী বাষ্পাকুল লোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আমি এক নিরপায় উপায় অবধারণ করিয়াছি, উহা দ্বারা আপনি নির্দ্দোষ হইতে পারিবেন। আপনি ও পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ একত্রিত সমবেত হইয়া মদীয় স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন। অনন্তর আমি লোকপালগণসমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব; ইহা হইলে আর দোষোদ্ভাবনের সম্ভাবনা থাকিবে না।

নল রাজ বৈদর্ভী-কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় সুরগণ সন্নিধানে আগমন করিলেন। দেবগণ তাঁহাকে আগত দেখিয়া দময়ন্তী সংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, হে নল! তুমি কি দময়ন্তীকে দর্শন করিয়াছ? সে আমাদিগের বাক্যে যেরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছে, তাহা আদ্যোপান্ত সমুদায় বর্ণন কর। নল-রাজ কহিলেন, হে লোকপালগণ! আমি আপনাদিগের নিদেশানুসারে স্থবির দণ্ডধারী-পরিবৃত সুবিস্তীর্ণ কক্ষাসঙ্গত কুমারীপুরে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশকালে আপনাদিগের প্রভাববলে আমাকে দময়ন্তী ব্যতিরেকে আর

কেহই নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পরে আমি পুরমধ্যে দময়ন্তীর সখীগণকে অবলোকন করিলাম; তাহারাও তৎক্ষণাৎ আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় বিস্ময়-স্তিমিত লোচনে অবাক্ হইয়া রহিল। অনন্তর আমি দময়ন্তী সন্নিধানে আপনাদিগকে উল্লেখ করিয়া বিস্তর প্রশংসা করিলাম। দময়ন্তী আপনাদিগের গুণানুবাদ শ্রবণ করিয়াও আমাকে বরণ করিবে, এরূপ কৃতসংকল্প হইয়া কহিয়াছে যে, আপনি দেবগণ সমভিব্যাহারে আমার স্বয়ম্বরসভায় আগমন করিবেন। আমি তাঁহাদিগের সমক্ষে আপনারই গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিব। তাহা হইলে আপনাকে দোষভাগী হইতে হইবে না। হে লোকপালগণ! আমাকে দময়ন্তী যে সকল কথা কহিয়াছে, আমি তাহা অবিকল কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিরুচি হয় করুন।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ ভীম শুভ কাল, পুণ্য তিথি ও পবিত্র ক্ষণে মহীপালগণকে স্বয়ম্বরসভায় আহ্বান করিলেন। পার্থিবেরা রাজসন্দেশ শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া দময়ন্তী-লাভ-লোভে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। কেশরী যেমন গিরিমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলালঙ্কৃত সুগন্ধি মাল্যধারী ধরাপতিগণ কনকস্তম্ভ-সংযুক্ত তোরণরাজি বিরাজিত রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিয়া বহুবিধ বিচিত্র আসনে আসীন হইলেন। যেমন ব্যাঘ্রসমূহে গিরিগুহা ও ভুজঙ্গমগণে ভগবতী ভোগবতী সম্পূর্ণ হন, তদ্রূপ সেই সমিতিমণ্ডপ ভূপালগণে পরিপূর্ণ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিল। তথায় রাজপুরুষদিগের চিক্কণ মনোহর অর্গলতুল্য পীন ভুজযুগল পঞ্চশীর্ষ ভুজগের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। যাদৃশ নভোমণ্ডলে নক্ষত্রগণ শোভমান হয়, তদ্রূপ কচনিচয়-চুম্বিত, সুচারু নয়নালঙ্কৃত, নাসাপুটমণ্ডিত পার্থিবদিগের মুখমণ্ডল সকল বিরাজমান হইতে লাগিল।

অনন্তর দময়ন্তী স্বীয় প্রভাপ্রভাবে ভূপালগণের নয়ন মনঃ অপহরণ করিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রাজগণ নির্নিমেষ লোচনে রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের চক্ষুঃ ক্ষণকালের নিমিত্তেও লক্ষ্যান্তরে পরিচালিত হইল না। পরে অধিকৃত লোকেরা ভূপালগণের নামোল্লেখ করিতে লাগিল। এই অবসরে ভীমদুহিতা দময়ন্তী নির্ব্বিশেষাকার পুরুষপঞ্চক নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্দিহান হইয়া নল রাজকে নিরূপণ করিতে পারিলেন না। তিনি তখন তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহাকে অবলোকন করিলেন, তাঁহারই প্রতি নলভ্রান্তি জন্মিয়া উঠিল। তখন দময়ন্তী অসীম চিন্তাসাগরে নিতান্ত নিমগ্ন হইয়া মনে করিলেন, আমি কিরূপে দেবগণকে জানিতে পারিব ও নল রাজাকেই বা কিপ্রকারে নিরূপণ করিব, ইহা চিন্তা করিতেছেন, এই অবসরে স্থবিরপরম্পরায়

শ্রুতপূর্ব্ব দেবচিহ্নের বিষয় সহসা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইল। কিন্তু তিনি ভূতলস্থ সেই পঞ্চ পুরুষের মধ্যে কাহাকেও তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত দেখিতে পাইলেন না।

তিনি এইরূপে বারংবার নানাপ্রকার বিচার করিয়াও নিঃসন্দিগ্ধ হইতে অসমর্থ হইয়া পরিশেষে দেবগণের শরণাপন্ন হইলেন এবং বাক্যমনে দেবগণকে নমস্কার করিয়া কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আমি হংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবধি নৈষধকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি ; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আমি অন্য পুরুষগামিনী হইয়া জ্ঞানতঃ পাপচারিণী না হই ; অতএব হে সুরগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। দেবতারা নলরাজকেই আমার পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব হে দেবগণ! এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আমি নললাভের নিমিত্ত ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি ; অতএব হে দেবগণ, এক্ষণে যথার্থরূপে তাঁহাকেই নির্দ্দেশ করুন। আপনারা স্বীয় আকার স্বীকার করিলেই আমি পুণ্যশ্লোক নল ভূপতিকে নিরূপণ করিতে পারিব।

দেবগণ দময়ন্তীর এইরূপ কারুণ্যপূর্ণ পরিদেবনবাক্য শ্রবণ করিয়া নলেতেই ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ, মনোবিশুদ্ধি, বুদ্ধি ও ভক্তি দৃঢ়রূপে সংসক্ত হইয়াছে বোধ করিয়া, স্বীয় স্বীয় চিহ্ন ধারণ করিলেন। তখন দময়ন্তী, স্বেদবিন্দু-বিরহিত, স্তব্ধনেত্র, অম্লান-পরাগশূন্যমাল্যধারী, ভূতলস্পর্শশূন্য ও শূন্যাসনোপবিষ্ট সুরগণ ও নিমেষযুক্ত-নেত্র, ম্লান ও পরাগসংস্কৃত মাল্যধারী, ছায়ানুগতকায়, স্বেদসমন্বিত ভূপৃষ্ঠোপরি পুণ্যশ্লোক নলকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্ট হইলেন।

অনন্তর লজ্জাবনতমুখী বৈদর্ভী বস্ত্রাঞ্চল গ্রহণ করিয়া বরমাল্য প্রদানপূর্ব্বক নলরাজকে পতিত্বে বরণ করিবামাত্র তত্রস্থ নরপতিগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন এবং দেব ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলের-বহুবিধ-প্রশংসা-পূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিয়া উঠিলেন। নল-রাজ প্রীত ও প্রসন্ন মনে দময়ন্তীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি সুরগণ-সন্নিধানে আমাকেই ভজনা করিলে, এক্ষণে আমি তোমার ভর্ত্তা ও বচনানুবর্ত্তী হইলাম। সত্যই কহিতেছি, আমি যত দিন জীবন ধারণ করিব, ততকাল তোমারই প্রণয়পরবশ হইয়া থাকিব। দময়ন্তীও নিষধাধিপতিকে ঐরূপ প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক সাতিশয় অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা পরস্পর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া হুতাশনপ্রমুখ দেবগণকে অবলোকনপূর্ব্বক মনে মনে তাঁহাদিগেরই শরণ গ্রহণ করিলে, লোকপালগণ প্রহৃষ্ট মনে নল রাজাকে আটটি বর প্রদান করিলেন। শচীপতি ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে নল! তুমি বরপ্রভাবে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন ও চরমে পরম গতি লাভ করিবে। অগ্নি কহিলেন, হে নৈষধ! তুমি যথায় অভিলাষ করিবে, তথায় আমি আবির্ভূত হইব, এবং

আত্মসদৃশ লোক সকল দান করিব। যম কহিলেন, হে নল! যদৃচ্ছাক্রমে রন্ধন করিলে তাহা সুস্বাদু হইবে ও তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও অবিচলিত হইয়া থাকিবে। বরুণ কহিলেন, হে নল! তুমি যথায় ইচ্ছা করিবে, তথায়ই আবির্ভূত হইব এবং এই চিরস্থায়ী সুগন্ধি মাল্য গ্রহণ কর। এইরূপে লোকপালগণ বর দান করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলে, নৃপতিগণ নলদময়ন্তীর বিবাহ সন্দর্শন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রতি-গমন করিলেন। অনন্তর মহারাজ ভীম প্রীত মনে স্বীয় তনয়ার বৈবাহিক কার্য্য সম্পাদন করিলে, নল রাজা যদৃচ্ছাক্রমে তথায় কিয়দ্দিবস বাস করিয়া ভীমের আদেশানুসারে স্বকীয় নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে যাদৃশ দেবরাজ শচীর সহিত আমোদ করেন, সেইরূপ নল-রাজ রমণীরত্ন দময়ন্তীকে লাভ করিয়া তাঁহার সহিত আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তিনি দিনকরের ন্যায় প্রতাপ-শালী হইয়া হৃষ্ট মনে ধর্ম্মমার্গানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিলেন। পরে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহুবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে পরম রমণীয় বন ও উপ-বনে অভিলাষানুসারে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে, মহারাজ নল দময়ন্তীর গর্ভে ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নাম্নী এক কন্যা লাভ করিলেন। হে মহারাজ! এইরূপে বসুধাধিপতি নৈষধ যাগ যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক বিহার করিয়া বসুপূর্ণ বসুধাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী নলকে বরমাল্য প্রদান করিলে, লোক-পালেরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিতেছেন; পথিমধ্যে তাঁহাদিগের সহিত কলি ও দ্বাপরের সাক্ষাৎ হওয়াতে দেবরাজ কলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কলে! তুমি দ্বাপর-সমভিব্যাহারে কোথায় গমন করিতেছ? কলি কহিল, দেবরাজ! আমার মনঃ দম-য়ন্তীর প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছে; অতএব স্বয়ম্বরে তাঁহাকে লাভ করিব বলিয়া গমন করিতেছি। তখন সুরনাথ সহাস্য বদনে কহিলেন, হে কলে! স্বয়ম্বর যে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; ভীমনন্দিনী আমাদিগের সমক্ষে নল-রাজকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে। কলি দেবরাজ ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র আতগাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে দেববৃন্দ! দময়ন্তী দেবতা-দিগকে অতিক্রম করিয়া একজন মর্ত্ত্যকে বরমাল্য প্রদান করিয়াছে; অতএব তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করা উচিত। দেবতারা কহিলেন, দময়ন্তীর অপরাধ নাই, সে আমাদিগের আজ্ঞানুসারে নৈষধকে বরণ করিয়াছে। ফলতঃ তাদৃশ গুণসম্পন্ন নর-পতিকে কোন্ কামিনী পতি বলিয়া স্বীকার না করিবে?

বিবেচনা কর, যে ব্যক্তি নিখিল ধর্ম্মের

অর্থাভিজ্ঞ, ব্রতানুষ্ঠান-তৎপর ও বেদ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়াছে। দেবগণ যাহার যজ্ঞে পরিতৃপ্ত হইয়া সতত গৃহে বাস করিতেছেন; যে ব্যক্তি ভ্রমেও মিথ্যা ব্যবহার করে না, সর্ব্বদা অহিংসানিরত ও দৃঢ়ব্রত; যে ব্যক্তি সত্য, ধৃতি, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ, ইন্দ্রিয়সংযম ও শমগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছে; সে ব্যক্তি কাহার না স্পৃহণীয় হয়? সেই অশেষগুণাধার নল-রাজকে যে ব্যক্তি শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হয়, সে আত্মাকেও শাপ প্রদান করিতে পারে ও আত্মহত্যাও তাহার পক্ষে কঠিন বোধ হয় না। তাদৃশ ব্যক্তিকে পরিণামে অতি ভয়ঙ্কর অগাধ নরকরূপ হ্রদে নিমগ্ন হইতে হয়, সন্দেহ নাই। দেবতারা কলি ও দ্বাপরকে এই সকল কথা বলিয়া সুরলোকে গমন করিলেন।

অনন্তর কলি দ্বাপরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে দ্বাপর! আমি কখনই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিব না; যে রূপে হউক, নলে আবিষ্ট হইয়া তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া দময়ন্তীর সহিত বিযুক্ত করিব; তুমি তখন অক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া আমার সহায়তা করিবে।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, কলি দ্বাপরকে এই-রূপে বচনবদ্ধ করিয়া নলরাজের নিকট উপনীত হইল। তথায় প্রত্যহ ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর হইয়া বহু কাল অতিবাহিত করিল। অনন্তর একাদশ বর্ষ অতীত হইলে একদা নল-রাজ মূত্র পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল জলস্পর্শ করিয়া অপ্রক্ষালিত পদে সন্ধ্যো-পাসনা করিতেছিলেন, এই অবকাশে কলি স্বাভিলষিত রন্ধ্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। কলি নলে আবিষ্ট হইয়া তদীয় ভ্রাতা পুষ্করসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিল, চল, নলের সহিত তোমাকে ক্রীড়া করিতে হইবে। তুমি মদীয় সাহায্যে অক্ষদ্যূতে নল-রাজকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া নিষধ-গণের উপর একাধিপত্য করিতে পারিবে।

পুষ্কর কলি কর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া ভ্রাতৃসন্নিধানে গমন করিলেন। এদিকে কলিও উৎকৃষ্ট অক্ষরূপ ধারণ করিয়া পুষ্করের নিকট উপস্থিত হইল। পুষ্কর অক্ষক্রীড়ার্থ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ উত্তেজনা করাতে মনস্বী নল-রাজ অসহিষ্ণু হইয়া দময়ন্তীর সমক্ষে সময় নিরূপণ-পূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি হিরণ্য, সুবর্ণ, যান, বাহন ও বসন প্রভৃতি যে কিছু সম্পত্তি পণ করিলেন, কলির প্রভাবে সকলেতেই পরাজিত হইতে লাগিলেন। বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহাকে দ্যূতমদে একান্ত উন্মত্ত দেখিয়া নিবারণ করিবার নিমিত্ত কত প্রকার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কিছু-তেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না।

অনন্তর মন্ত্রিপ্রমুখ পৌর জনেরা দ্যূতরোগগ্রস্ত রাজাকে সন্দর্শন ও দুর্ব্যব-সায় হইতে নিবারণ করিবার অভিলাষে আগমন করিলেন। তখন সারথি দময়ন্তী-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল,

দেবি! কার্য্যকুশল পৌর জনেরা রাজ-দর্শনার্থী হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। আপনি একবার মহারাজকে সংবাদ প্রদান করুন যে, তাঁহার ব্যসনা-সহিষ্ণু ধর্ম্মার্থদর্শী প্রকৃতি সকল সাক্ষাৎ-কার লাভ বাসনায় আগমন করিয়াছেন। দময়ন্তী সারথির প্রার্থনায় শোকাবেগে নিতান্ত অভিভূত ও দুঃখে একান্ত কর্ষিত হইয়া গদগদ বাক্যে রাজাকে নিবেদন করিলেন, অয়ি নাথ! রাজভক্তিপরায়ণ মন্ত্রিপুরস্কৃত পৌরজনেরা তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুপস্থিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। রুচিরা-পাঙ্গী রাজ্ঞী এবংবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বারংবার এই বিষয়ের অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা কলি-কর্ত্তৃক এরূপ আবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, মহিষীকে কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারি-লেন না। তখন পুরবাসী ও মন্ত্রিবর্গ, রাজা একবারে অকর্ম্মণ্য ও উৎসন্ন হইয়া-ছেন বিবেচনা করিয়া, দুঃখিত চিত্তে লজ্জা নম্র মুখে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত নল-রাজ ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া হইতে লাগিল, কিন্তু প্রতিবারই পুণ্যশ্লোক নল নরপতি পরাজিত হইয়াছিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! দময়ন্তী রাজাকে দ্যূতক্রীড়ায় উন্মত্ত ও হতজ্ঞান নিরীক্ষণ করিয়া ভয় ও শোকে ব্যাকুল হইয়া তাঁহার সেই কার্য্য অতি অনিষ্টকর বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি হৃতসর্ব্বস্ব ভূপতির সেই অক্ষরূপ অনিষ্ট-পাত অবলোকনপূর্ব্বক তদীয় প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া বৃহৎসেনা নাম্নী পরিচারিকাকে কহিলেন, ধাত্রি! তুমি মধুরভাষিণী, রাজার প্রতি বিশেষ অনুরাগিনী এবং কার্য্যকুশল; অতএব মহারাজের আদেশে মন্ত্রিবর্গের নিকট উপনীত হইয়া যে সমস্ত দ্রব্য পণে হৃত হইয়াছে এবং যাহা অবশিষ্ট আছে তৎ-সমুদায় নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগকে এস্থানে আনয়ন কর। বৃহৎসেনা যে আজ্ঞা বলিয়া মহিষীর নিদেশ প্রতিপালন করিল।

অনন্তর সচিবগণ রাজশাসন শ্রবণে আপনাদিগকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ নৃপনিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দ্বিতীয় বার সমা-গত দেখিয়া মহিষী রাজাকে নিবেদন করিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার বাক্যে অভি-নন্দন করিলেন না। তখন ভীমনন্দিনী স্বামীর এইরূপ অনভিনন্দন সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিষণ্ণ মনে স্বীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রতিকূল অক্ষ-দ্বারা নলের সর্ব্বস্ব হৃত হইল শ্রবণ করিয়া পুনরায় ধাত্রীকে কহি-লেন, বৃহৎসেনে! মহৎকার্য্য উপস্থিত; তুমি রাজার নিদেশক্রমে সূতসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে আনয়ন কর।

বৃহৎসেনা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া কতিপয় বিশ্বস্ত পুরুষ-দ্বারা সূতকে আনয়ন করাইলেন। দেশকালাভিজ্ঞ ভীমাত্মজা মধুর বাক্যে সারথিকে সান্ত্বনা করিয়া সময়োচিত বচনে কহিতে লাগিলেন, সূত! রাজা সর্ব্বদা তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, বোধ হয়, তুমি তাহা বিশেষরূপ জ্ঞাত আছ, এক্ষণে দুরবস্থাগ্রস্ত প্রভুর সাহায্য করা তোমার সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় যত বার রাজাকে পরাজিত করিতেছে, রাজার দ্যূতরোগ উত্তরোত্তর ততই বর্দ্ধিত হইতেছে। অক্ষ সকল তাহার এমত বশংবদ যে, যদুদ্দেশে বিক্ষেপ করে, তাহাই সিদ্ধ হয়; কিন্তু রাজবিক্ষিপ্ত অক্ষে কেবল বিপর্য্যয়ই লক্ষিত হইতে থাকে। তিনি মোহবশতঃ আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধবগণের বাক্যে কর্ণপাত এবং আমার বাক্যেও অভিনন্দন করেন না, বোধ হয়, তাহাতে তাঁহার কোন দোষ নাই। হে সারথে! আমি এক্ষণে তোমার শরণাগত হইলাম; আমার কথা রক্ষা কর, এক্ষণে আমার আন্তরিক ভাবের স্থিরতা নাই; বোধ হয়, সময়ক্রমে বিনষ্ট হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা। অতএব তুমি অত্য দ্রুতগামী তুরঙ্গম সংযোজিত রথে আমার কন্যাপুত্রকে আরোহণ করাইয়া ভীমনগর কুণ্ডিনপুরে যাত্রা কর। তথায় আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট বালক বালিকা রথ ও অশ্বগণ রক্ষা করিয়া, ইচ্ছা হয়, সেখানে বাস করিও, না হয়, অন্যত্র গমন করিও।

নলসারথি বার্ষ্ণেয় দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণানন্তর প্রধান প্রধান সচিবসমীপে সবিশেষ নিবেদন করাতে, তাঁহারা সমবেত হইয়া পরামর্শ স্থির করিয়া সারথির বাক্যে অনুমোদন করিলেন। সারথি রথে রাজকন্যা ও পুত্রকে লইয়া বিদর্ভ দেশে প্রস্থান করিল। তথায় নলরাজের অশ্ব, রথ, ইন্দ্রসেনা নামে কন্যা ও ইন্দ্রসেন নামক পুত্রকে রক্ষা করিয়া রাজা ভীমের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পদব্রজে অযোধ্যায় উত্তীর্ণ হইল এবং তত্রত্য রাজা ঋতুপর্ণের সারথ্য কর্ম্ম-দ্বারা কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, সারথি প্রস্থান করিলে, পুষ্কর কর্ত্তৃক ক্রীড়াসক্ত নল-রাজের রাজ্য ও যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইল। পুষ্কর ভ্রাতাকে নিঃসম্বল জানিয়া উপহাস-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পুনর্ব্বার দ্যূতারম্ভ হউক; এবার কি পণ হইবে; কেবল একমাত্র দময়ন্তী অবশিষ্ট আছে; নতুবা আমি অন্য সমস্ত সম্পত্তিই জয় করিয়াছি, অতএব যদি তোমার মত হয়, তবে দময়ন্তীকেই পণ কর। পুষ্করের এইরূপ রূঢ়োক্তি শ্রবণ করিয়া নলের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণপ্রায় হইল, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না। পরে পুষ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র রাজার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন ও

বিপুল রাজশ্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক বসন-ধারী হইয়া অনাবৃত শরীরে পুর হইতে নির্গমন করিলেন। তাঁহার তাদৃশী দুরবস্থা দর্শন করিয়া বন্ধুবান্ধবগণের শোকসাগর একেবারে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। দময়ন্তীও এক বসন ধারণ করিয়া স্বামীর অনুগামিনী হইলেন। রাজা পত্নী-সমভিব্যাহারে পুর-প্রান্তে ত্রিরাত্র অতিবাহিত করিলেন।

এদিকে পুষ্কর নগরমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি নলের পক্ষ হইবে, আমি তাহার প্রাণ দণ্ড করিব। পুরবাসিগণ পুষ্করের দ্বেষ দর্শন ও এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া রাজ-সৎকারে বিরত হইল; সুতরাং তিনি নগরোপকণ্ঠে থাকিয়া তিন দিবস কেবল জলাহার-দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া-ছিলেন। এইরূপে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া প্রত্যহ ফলমূল আহরণার্থ প্রস্থান করিতেন; দময়ন্তীও তাঁহার অনু-গামিনী হইতেন। এই অবস্থায় বহু দিবস অতীত হইলে একদা ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন, এমন সময়ে কতকগুলি সুবর্ণ-চ্ছদ পক্ষী তাঁহার নেত্র পথে পতিত হইল। তদ্দর্শনে নিষধাধিপতি চিন্তা করিলেন, অদ্য ভাগ্যক্রমে আমার ভক্ষ্য দ্রব্য ও সম্পত্তি লাভ হইল।

অনন্তর স্বীয় পরিধেয় বসন-দ্বারা পক্ষী-দিগকে আবরণ করিলে তাহারা সেই বস্ত্র লইয়া আকাশমার্গে উড্ডীন হইল। তখন আকাশপ্রস্থিত শকুন্তগণ রাজাকে দিগম্বর, দীনহীন ও অধোমুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, হে অবোধ বীরসেনসুত! আমরা সেই অক্ষ; তুমি সবস্ত্রে প্রস্থান করিতেছ দেখিয়া অসহমান হইয়া তোমার বস্ত্র হরণ করিবার মানসে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলাম। অনন্তর রাজা দময়ন্তীর সমীপে আপনার বিবস্ত্রত্ব ও পক্ষিরূপী অক্ষবৃত্তান্ত সমুদায় বর্ণন করিতে লাগিলেন, হে ভীরু! যাহাদিগের কোপে আমি রাজ্যচ্যুত ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি; যাহাদিগের প্রভাবে নিষধ-বাসীরা আমার সম্মান করে নাই; সেই অক্ষ এক্ষণে পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আমার বস্ত্র হরণ করিল। এক্ষণে আমার চেতনা সাতিশয় দশাবৈষম্য-বশতঃ দুঃখে বিনষ্ট প্রায় হইয়াছে; আমি তোমার ভর্ত্তা, অধুনা আমার নিকট আপন হিতবাক্য শ্রবণ কর।

এই বহুসংখ্যক পন্থা অবন্তী নগর ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণা-পথাভিমুখে প্রস্থিত হইয়াছে। এই গিরি-বর বিন্ধ্যাচল, এই সমুদ্রগামী পয়োষ্ণী নদী প্রবাহিত হইতেছে এবং বিবিধ ফলমূলে পরিপূর্ণ মহর্ষিগণের আশ্রম সকল পরিদৃশ্য-মান হইতেছে। এই পথ অবলম্বন করিয়া বিদর্ভ দেশে উত্তীর্ণ হওয়া যায় এবং এই পথ কোশলায় গমন করিয়াছে, ইহার দক্ষিণ ভাগস্থিত দেশকে দক্ষিণাপথ বলে। রাজা সমাহিত হইয়া অতি দুঃখিত মনে দম-য়ন্তীকে উদ্দেশ করিয়া পুনঃ পুনঃ এই সকল কথা কহিতে লাগিলেন।

অনন্তর দময়ন্তী সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে করুণ বচনে রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনার সঙ্কল্প বারংবার চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় ব্যাকুল ও শরীর অবসন্ন হইতেছে। রাজ্য, সমস্ত ধনসম্পত্তি ও বস্ত্র পর্য্যন্ত অপহৃত হইয়াছে ও তুমি নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়াছ; অতএব ঈদৃশ অবস্থায় নির্জ্জন বনস্থলীতে আপনাকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আমি কিরূপে গমন করিব? যখন আপনি জনশূন্য অরণ্যে শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও ভূতপূর্ব্ব সুখচিন্তায় উৎকণ্ঠিত হইবেন, তখন আমি আপনার ক্লেশ নিবারণ করিব। হে জীবিতনাথ! আমি সত্য কহিতেছি, শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন, সর্ব্বপ্রকার দুঃখে ভার্য্যাই মহৌষধস্বরূপ; ভার্য্যাসম ঔষধ আর কিছুই নাই।

নল-রাজ কহিলেন, প্রিয়ে! যথার্থ কহিয়াছ; দুঃখিত ব্যক্তির ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র, আমি ত তোমাকে ত্যাগ করিবার মানস করি নাই; তুমি কি নিমিত্ত সহসা এরূপ শঙ্কিত হইতেছ? আমি বরং আত্মাকে পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি তোমার বিরহে ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারি না। দময়ন্তী কহিলেন, নাথ! যদি আমাকে পরিত্যাগ করিবার বাসনা নাই, তবে কি নিমিত্ত বিদর্ভ দেশের পথ নির্দ্দেশ করিলেন, আপনি কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা নিশ্চয় জানিয়াও সুস্থির হইতে পারি না; কারণ চিত্তের বৈপরীত্য প্রযুক্ত আমাকে ত্যাগ করিলেও করিতে পারেন। বিশেষতঃ বারংবার পথ নির্দ্দেশ করাতে আমার শোকাবেগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। অথবা আমার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করা যদি আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আমরা উভয়েই একত্র হইয়া বিদর্ভ নগরে গমন করিব। তথায় আপনি বিদর্ভরাজ-কর্ত্তৃক আদৃত ও সংকৃত হইয়া আমাদিগের গৃহে পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

নল রাজ কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতার যাদৃশ ঐশ্বর্য্য, আমারও তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু এক্ষণে নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া কোন প্রকারে তথায় গমন করিতে পারিব না। পূর্ব্বে যে স্থানে সমৃদ্ধি-সহকারে গমন করিয়া তোমার হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছিলাম, এক্ষণে তথায় নিতান্ত দীন বেশে প্রবেশ করিয়া তোমার শোকবর্দ্ধন করিতে পারিব না। নল রাজ ইহা কহিয়া অর্দ্ধবসনাবৃতা দময়ন্তীকে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর উভয়ে একমাত্র বসন পরিধান করিয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া কোন নিভৃত স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ধূলিধূসর মলিনবেশ নিষধাধিপতি প্রিয়াসহ ধরাসনে উপবেশন-পূর্ব্বক ক্ষণকাল-মধ্যেই পরিশ্রমসুলভ নিদ্রায় অভিভূত হইয়া শয়ন করিলেন। সুকুমারী দময়ন্তী সহসা দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত

হইয়াছিলেন ; পরে তিনি শয়ন করিবামাত্র অতিমাত্র নিদ্রিত হইলেন। নিষধরাজের অন্তঃকরণ শোকানলে দগ্ধ হইতেছিল, সুতরাং তিনি আর পূর্ব্বের ন্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইতে পারিলেন না।

দময়ন্তী নিদ্রিতা হইলে তিনি আপনার রাজ্যাপহরণ, সুহৃদ্গণ-বিয়োগ ও বনবাসের দুরবস্থা আলোচনা করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ; এক্ষণে বনে বনে ভ্রমণ করিলে কি হইবে ? অথবা এইরূপ না করিয়াই বা কি করিব ? মরণই কি শ্রেয়ঃ ? কিম্বা দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই বিধেয় ? দময়ন্তী আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়া আমার নিমিত্তই কেবল এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতেছে ; আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবশ্যই কোন কালে আত্মীয় লোকের নিকট গমন করিতে পারিবে ; তাহা হইলে কখন না কখন ইহার ভাগ্যে সুখসম্ভোগও ঘটিতে পারে। এই ভাগ্যবতী যেরূপ তেজস্বিনী ও পতিপরায়ণা, তাহাতে বোধ হয়, কেহই ইহার ধর্ম্ম লোপ করিতে সমর্থ হইবে না। নিষধরাজ এবংপ্রকার বহু আন্দোলন-পূর্ব্বক প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া অবধারণ করিলেন।

অনন্তর তিনি কলির দুরভিসন্ধি-দ্বারা ললনাকে বিসর্জন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু আপনাকে বিবসন ও প্রিয়তমাকে একবসন অবলোকন করিয়া প্রিয়াপরিহিত বসনের অর্দ্ধ খণ্ড গ্রহণ করিতে অভিলাষ করিলেন। তিনি কি উপায়ে প্রেয়সীর নিদ্রা ভঙ্গ না করিয়া বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিবেন, এই চিন্তায় সেই স্থানের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে তথায় একখানি কোষনিষ্কাশিত নিশিত অসিপত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা দময়ন্তীর পরিহিত বসনার্দ্ধ কর্ত্তন করিলেন ; অরাতিমর্দ্দন নিষধরাজ সেই খড়্গখণ্ডিত অম্বরখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক বিগতচেতনা নিদ্রিতা নিজ নিতম্বিনীকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক গলদশ্রুমুখে কহিতে লাগিলেন, হায় ! পূর্ব্বে সূর্য্য বা সমীরণ যাহাকে দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই প্রিয়তমা অনাথার ন্যায় ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিল ! নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই চারুহাসিনী কি প্রকারে বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া উন্মাদিনীর ন্যায় একাকিনী হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ ভয়ঙ্কর অরণ্যে বিচরণ করিবে। অয়ি মহাভাগে ! তুমি ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা ; অতএব দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, অশ্বিনীকুমার ও মরুদ্গণ তোমাকে রক্ষা করিবেন। কলি-কর্ত্তৃক হৃতচেতন নল-রাজ নিরুপম রূপসম্পন্না প্রিয়তমাকে এই প্রকার কহিয়া পুনরায় প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিকে কলি, অন্য দিকে প্রণয়িনীর অকৃত্রিম প্রেম তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি এই রূপে উভয়তঃ আকৃষ্যমান হইয়া বারংবার গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে তাঁহার হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া দোলার ন্যায় বারংবার যাতায়াত করিতে লাগিল। পরিশেষে কলি তাঁহাকে

আকৃষ্ট করিয়া মোহিত করিল। তখন তিনি কলিসংস্পর্শে হতচেতন হইয়া সেই জনশূন্য অরণ্যে নিদ্রিতা প্রিয়তমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে তাঁহার ভাবী অবস্থা কল্পনা-পূর্ব্বক কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে বিলাপগর্ভ বদনে প্রস্থান করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, নিষধরাজ প্রস্থান করিলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন সেই বরবর্ণিনী জনশূন্য অরণ্যে আপনাকে একাকিনী ও পতিবিরহিণী নিরীক্ষণ করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা নাথ! হা স্বামিন্! হা মহারাজ! আমি অনাথা হইয়া এই মহারণ্যে বিনষ্ট হইলাম! হা জীবিতেশ্বর! আমি সাতিশয় ভীত হইয়াছি, আমাকে রক্ষা কর! হা মহাভাগ! আমাকে কি পরিত্যাগ করিলে। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যবাদী; কিন্তু এক্ষণে তোমার সেই ধর্ম্মজ্ঞতা ও সেই সত্যবাদিতা কোথায় রহিল! নাথ! ধর্ম্মানুসারে তোমার সেবা করিতে কোন মতেই ক্রটি করি নাই, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধা নিজ কামিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে! অয়ি জীবিতনাথ! পূর্ব্বে লোকপালগণের সন্নিধানে যাহা সত্য করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই সকল কথা কি এই নৃশংসাচারে পরিণত হইল! মনুষ্য কদাচ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না; এই নিমিত্তই আমি এখনও জীবিত রহিয়াছি। নাথ! যথেষ্ট পরিহাস করা হইয়াছে; এক্ষণে আমি ভীত হইয়াছি; দর্শন দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। মহারাজ! এই যে তোমাকে দেখিলাম, আবার ঐ দেখিতেছি; তথাপি কেন আর লতাবিতানে আবৃত হইয়া সম্ভাষণ করিতেছ না? হা! জীবিতেশ্বর! তুমি কি নৃশংস! আমি এত বিলাপ করিতেছি, তথাপি তুমি আমার নিকট আগমন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছ না। হা দময়ন্তীজীবন! আমি আপনার নিমিত্ত অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃ শোক করিতেছি না; তুমি এক্ষণে অসহায় হইয়া কিরূপে কালাতিপাত করিবে, কেবল এই চিন্তা করিয়াই আমার শোকসাগর উচ্ছলিত হইতেছে। তুমি সায়ংকালে তৃষিত, ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া তরুতলে আমাকে দর্শন না করিয়া কি করিবে!

ভীমরাজনন্দিনী এই প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ-পূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে ক্রোধভরে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কখন পতিত, কখন বা উত্থিত, কখন ভীত, কখন বা লুক্কায়িত, কখন বা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া বিহ্বল হইতে লাগিলেন। এইরূপে পতিব্রতা দময়ন্তী শোকসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন, হে নিষধরাজ! যাহার অভিসম্পাত-প্রভাবে ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ, তাহাকে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হইবে। যে পাপাত্মা সেই নিষ্পাপ পুরুষকে ঈদৃশ দুঃখার্ণবে মগ্ন করিয়াছে, সে তাহা অপেক্ষাও সমধিক

দুঃখের সহিত জীবন যাপন করিবে। নলমহিষী ভৈমী এবংপ্রকার পরিতাপ করিয়া সেই শ্বাপদসেবিত অরণ্যানীতে স্বামীর অন্বেষণে উন্মত্তার ন্যায় ‘হা নাথ!’ বলিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ভীমকুমারী কান্তবিরহিণী কুররীর ন্যায় করুণ স্বরে ক্রন্দন ও বারংবার বিলাপ করিয়া কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন; এমন সময়ে এক মহাকায় অজগর সর্প ক্ষুধিত হইয়া সহসাগত সমীপবর্ত্তিনী সেই ভীমনন্দিনীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। তিনি গ্রাহগ্রস্ত ও শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া নৈষধের নিমিত্ত যত শোকাকুল হইতে লাগিলেন, আপনার মৃত্যুভয়ে তত হইলেন না। তিনি আপনার জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া কেবল নলের নিমিত্তই বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা নাথ! এই নির্জ্জন বনে বিষধর আমাকে অনাথা দেখিয়া গ্রাস করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত তাহার অনুধাবন করিতেছ না? আমি যখন তোমার স্মৃতিপথে আরূঢ় হইব, তখন তোমার কি অবস্থা ঘটিবে, বলিতে পারি না! হে নিষধনাথ! তুমি কি ভাবিয়া এই নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে! তুমি যখন শাপবিমুক্ত ও প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনরায় ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে, তখন তুমি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও পরিম্লান হইলে কে তোমার শ্রমাপনোদন ও শুশ্রূষা করিবে।

রাজমহিষী দময়ন্তী এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, এই অবসরে এক ব্যাধ সেই গহন বিপিনে বিচরণ-পূর্ব্বক তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া ত্বরিত পদে তথায় উপস্থিত হইল এবং সেই আয়তলোচনা ললনাকে বিষধর-কর্ত্তৃক কবলিত প্রায় অবলোকন করিয়া সত্বরে নিশিত শস্ত্র-দ্বারা সেই ভুজঙ্গাপসদের মুখদেশ বিপাটিত করিয়া ফেলিল। তখন বিষধর নিশিত শরতাড়নে আশু গতাসু হইলে মৃগজীবন দময়ন্তীকে তাহার গ্রাস হইতে মুক্ত করিয়া জল দ্বারা তাঁহার অঙ্গযষ্টি প্রক্ষালিত করিয়া দিল এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে মৃগশাবলোচনে! তুমি কাহার গৃহিণী? কি জন্যই বা এই অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কেনই বা ঈদৃশ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ?

অনন্তর দময়ন্তী ব্যাধের নিকট আপনার সমস্ত বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন করিলেন। পাপাত্মা ব্যাধ অর্দ্ধ-বসনাবৃতা দময়ন্তীর উন্নত শ্রোণী, পীন পয়োধর, সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠব, পূর্ণ-চন্দ্র-সদৃশ মুখমণ্ডল, ও কুটিল পক্ষ্মপরিশোভিত নয়নযুগল অবলোকনে এবং সুমধুর সম্ভাষণ শ্রবণে কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া বহুবিধ বিনয়পূর্ব্বক মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

মহানুভাবা দময়ন্তী সেই লুব্ধকের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এক বারে রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কামার্ত্ত লুব্ধক কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি বল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু তাঁহাকে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার

ন্যায় বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট হইল।

অনন্তর দময়ন্তী এই প্রকার বিষম সময় উপস্থিত দেখিয়া রোষাকুলিত চিত্তে শাপ প্রদান করিলেন, যদি আমি নল ভিন্ন অন্যকে কদাচ চিন্তা না করিয়া থাকি, তাহা হইলে এই দুরাচার মৃগজীবন অবিলম্বেই হতজীবন হইয়া পতিত হউক। এই কথা বলিবামাত্র সেই মৃগজীবী জীবন পরিত্যাগ করিয়া অগ্নিদগ্ধ তরুর ন্যায় ধরাশায়ী হইল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নলিন-নয়না নলকামিনী মৃগজীবনের জীবনাবসান করিয়া একাকিনী ভীষণ কাননে নানাবিধ ভয়ঙ্কর ও আশ্চর্য্য ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ-পূর্ব্বক পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন স্থান ঝিল্লিকারবে পরিপূর্ণ হইতেছে; কোন স্থানে ভীষণাকার সিংহ, মহিষ, দ্বীপী, রুরু, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; কোন স্থানে বিবিধ বিহঙ্গম-কুল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিতেছে; কোন স্থানে ম্লেচ্ছ তস্করগণ অধিবাস করিতেছে; কোন স্থান শাল, বেণু, শাকট, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, অরিষ্ট, স্যন্দন, ও শাল্মল পাদপে সমাকীর্ণ, কোন স্থান বদরী, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতক ও বিভীতক তরুতে মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে; কোন স্থানে বিবিধ ধাতুরঞ্জিত অচলশ্রেণী, কোথাও বা সুমধুর ধ্বনিপূর্ণ নিকুঞ্জনিকর, কোথাও বা অদ্ভুতদর্শন দরী সকল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে নদী, সরোবর, বাপী, তড়াগ, গিরিশৃঙ্গ ও চিত্র দর্শন নির্ঝর সকল শোভমান হইতেছে। কোথাও বা ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ, ভুজগ ও নিশাচরগণ বিচরণ করিতেছে, কোন দিকে মহিষগণ, কোন দিকে বরাহ-গণ, কোন দিকে ভল্লুকগণ, কোন দিকে বা বনপন্নগগণ যূথবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। রূপবতী, তেজঃসম্পন্না, যশস্বিনী নলকামিনী বিয়োগদুঃখিতা হইয়া এবম্বিধ ভীষণ অরণ্য-মধ্যেও অকুতোভয়ে প্রাণবল্লভের গবেষণা করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর পতিবিরহানল সন্তপ্ত-হৃদয়া নলবিলাসিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো নিষধনাথ! আজি আমাকে এই বিজন বিপিনে বিসর্জন করিয়া কোথায় পলায়ন করিলে? তুমি অশ্বমেধাদি ভূরি-দক্ষিণ ভূরি ভূরি যজ্ঞে ধার্ম্মিকতার পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে আমার ভাগ্য-দোষে কি মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত হইলে? হে মহাভাগ! আমার সমক্ষে যাহা কহিয়া-ছিলে, এক্ষণে তাহা স্মরণ করা উচিত। হংসগণ তোমার ও আমার সমীপে যে সকল কথা কহিয়াছিল, এক্ষণে তাহার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সম্যক্ অধীত সাঙ্গোপাঙ্গ বেদচতুষ্টয় এক-মাত্র সত্যের তুল্য; অতএব হে রাজন্! পূর্ব্বে আমাকে যাহা কহিয়াছিলে, তাহার

অন্যথাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া সত্য হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। হা নাথ! তোমার ভার্য্যা এই ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত উপেক্ষা করিতেছ? এই দুর্দ্দান্ত ক্ষুধার্ত্ত পশুরাজ বদন ব্যাদান করিয়া ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, এ সময়ে আমাকে পরিত্রাণ করা কি তোমার উচিত নহে? তুমি পূর্ব্বে আমাকে সর্ব্বদা কহিতে যে, তোমা ভিন্ন আর কেহ আমার প্রীতিভাজন নহে, এক্ষণে সেই বাক্যের যাথার্থ্য সম্পাদন কর। হা দময়ন্তীপ্রাণবল্লভ! তোমার প্রিয়তমা প্রণয়িনী উন্মাদিনীর ন্যায় রোদন করিতেছে, এ সময়ে সম্ভাষণ না করা কি তোমার উচিত? আমি বসনার্দ্ধ পরিধান করিয়া অনাথা যূথ-ভ্রষ্ট হরিণীর ন্যায় একাকিনী দীন ভাবে রোদন করিতেছি, তুমি শীঘ্র উপস্থিত হইয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা কর। হা জীবিতনাথ! তোমার ভার্য্যা দময়ন্তী এই ভীষণ অরণ্যে অসহায়া হইয়া কাতর বচনে বারংবার আহ্বান করিতেছে, তুমি কি নিমিত্ত প্রতিবচন প্রদানে পরাঙ্মুখ হইলে। আজি তোমার সেই মোহিনী মূর্ত্তি আমার নয়নপথের বহির্ভূত হইয়াছে। হে শোকবিবর্দ্ধন জীবিতেশ্বর! তুমি সিংহ-ব্যাঘ্র-সঙ্কুল ভয়ানক বনে কোন্ স্থানে শয়ন বা উপবেশন করিয়া আছ, অথবা কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছ? কিছুই জানি না; এবং এই কথা কাহার নিকটেই বা জিজ্ঞাসা করি। আমি এখন এই বিজন বিপিনে কোন্ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিব যে, তুমি নল-রাজকে কি দেখিয়াছ? কে বা আমাকে তোমার অনুসন্ধান করিয়া দিবে। 'হে অবলে! তুমি যে মহাত্মার অন্বেষণ করিতেছ, সেই এই কমলায়ত-লোচন নল', আমি এই মধুর বাক্য কাহার বদনে শ্রবণ করিব! এই ভীষণ চতুর্দ্দন্ত মহাহনু কেশরী আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে, নিঃশঙ্ক হইয়া ইহার নিকট গমন করি।

অনন্তর স্বামিশোক-বিহ্বলা দময়ন্তী সেই সিংহের সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, হে মৃগাধিরাজ! তুমি সমস্ত মৃগের অধিপতি ও এই কাননের প্রভু; আমি বিদর্ভ-রাজতনয়া; নিষধাধিপতি শত্রুঘাতী নল-রাজের ভার্য্যা; আমার নাম দময়ন্তী; আমি এক্ষণে অপার শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ বল্লভের অন্বেষণ করিতেছি; যদি সেই নল-রাজ তোমার নয়নপথের অতিথি হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে আশ্বাসিত করিয়া জীবন প্রদান কর, নতুবা স্বীয় করাল কবলে কবলিত করিয়া এই নিদারুণ দুঃখ হইতে বিমুক্ত কর।

হায়! এই মৃগরাজ আমার বিলাপ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিল না। এক্ষণে ঐ স্বাদু-সলিলশালিনী সমুদ্রগামিনী তরঙ্গিণীর সমীপে গমন করি। অথবা এই পবিত্র গিরিরাজকে নল-রাজের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করি; এই বলিয়া গিরিরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ভগবন্ অচলরাজ! দিব্যদর্শন! বিশ্রুত! শরণ্য! মহীধর! আপনাকে নমস্কার;

আমি রাজনন্দিনী রাজস্নুষা ও রাজমহিষী, আমার নাম দময়ন্তী; আমি আপনার নিকটে আগমন করিয়া প্রণাম করিতেছি। যিনি চতুর্বর্গের প্রতিপালক ও রাজসূয় প্রভৃতি ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সকলের আহর্ত্তা; যিনি সকল পার্থিবের শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম-পরায়ণ, সদ্বৃত্ত, সত্যবাক্, অসূয়াশূন্য, শৌর্য্যশালী ও ধর্ম্মজ্ঞ; যিনি অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া বিদর্ভবাসী প্রজাগণকে সম্যক্ রূপে রক্ষা করিতেছেন; সেই বিদর্ভাধিপতি মহারথ শ্রীমান্ ভীমরাজ আমার পিতা। আমি তাঁহার তনয়া হইয়া আপনার উপাসনা করিতেছি। নিষধাধিপতি গৃহীতনামা বিপুলকীর্ত্তি বীরসেন আমার শ্বশুর; শ্যামকলেবর, পুণ্যশ্লোক, বেদবিৎ, বাগ্মী, বদান্যবর শ্রীমান্ নল-রাজ তাঁহার পুত্র; ইনি পরম্পরাগত পৈতৃক রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সম্যক্ রূপে শাসন করিয়াছেন। এই দুঃখিনী অবলা তাঁহার ভার্য্যা; এক্ষণে কাননে আসিয়া অনাথা হইয়াছি এবং দারুণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া তাঁহারই অন্বেষণ করিতেছি। হে ভূধররাজ! আপনি কি উন্নত শিখরশত-দ্বারা এই দারুণ কাননে সেই গজেন্দ্রবিক্রম, আয়তবাহু মহাবীর মদীয় ভর্ত্তা নিষধাধিপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন?

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমি একাকিনী সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় নন্দিনীর ন্যায় আপনার সন্নিধানে বিলাপ করিতেছি, আপনি বাক্য-দ্বারাও আশ্বাস প্রদান করিলেন না! হায়! কি দুর্ভাগ্য!

হে ধর্ম্মজ্ঞ সত্যসন্ধ নলরাজ! যদি এই বনে বসতি করিয়া থাক, আমাকে দর্শন দাও। কবে সেই মহাত্মার অমৃতায়মান স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী আমার কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিবে! কবে তিনি আমাকে বৈদর্ভী বলিয়া স্পষ্টাক্ষরে আহ্বান করিবেন! কবেই বা সেই বেদানুসারিণী শোকবিনাশিনী বাণী শ্রবণ করিব! হে ধর্ম্মবৎসল! এই ভয়বিহ্বলা অবলাকে অভয় প্রদান কর।

দময়ন্তী এবম্প্রকার শোক ও পরিতাপ করিয়া তথা হইতে পুনরায় উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তিন অহোরাত্র গমন করিয়া এক দিব্য কানন শোভিত তাপসারণ্য সন্দর্শন করিলেন। তথায় বশিষ্ঠ, ভৃগু ও অত্রি সদৃশ দমপরায়ণ শুদ্ধাত্মা তাপসগণ নিয়ত সংযতাহার হইয়া বাস করিতেছেন। কেহ কেহ জলমাত্রাহার, কেহ কেহ বায়ু-ভক্ষ্য, কেহ বা পর্ণমাত্রোপযোগী হইয়া যোগ সাধন করিতেছেন। বল্কল ও অজিন তাঁহাদের পরিধেয়; ইন্দ্রিয় সংযম তাঁহাদের ব্রত। নানাবিধ মৃগ ও শাখামৃগগণ তাঁহাদের আশ্রমের ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

রমণীরত্ন মহাভাগা অসহায়া দময়ন্তী এই সকল অবলোকন করিয়া আশ্বস্ত চিত্তে সেই আশ্রমপদে প্রবেশ করিয়া তাপসগণকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্নানন্তর যথাবিধি পূজা করিয়া

উপবেশন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। তিনি কহিলেন, হে মহাভাগ তপোধনগণ! আপনাদিগের তপস্যা, অগ্নি, ধর্ম্ম ও মৃগ পক্ষি-গণেরত কুশল ?

তাঁহারা তৎক্ষণাৎ কুশল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি কল্যাণি! তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি? তুমি কি এই অরণ্যের বা এই মহীধরের অথবা এই স্রোতস্বতীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? আমরা তোমার অনুপম রূপ ও মনোহর কান্তি সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি। তুমি শোক পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অসন্দিগ্ধরূপে আশ্বাসিত হইয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান কর।

দময়ন্তী কহিলেন, হে তাপসগণ! আমি মানুষী; বন, গিরি বা নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবত নহি। বিস্তারিতরূপে আত্মবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি বিদর্ভ দেশাধিপতি ভীমের তনয়া এবং যিনি নিষধ দেশের অধীশ্বর, অদ্বিতীয় যোদ্ধা, দেবারাধন-তৎপর, দ্বিজাতিজনবৎসল, নিষধবংশের প্রতিপালক, তেজের আকর, সত্যের আশ্রয়, বলের আধার ও ধর্ম্মের আগার; যিনি সত্যসন্ধ, অরাতিকুলের অন্তক, তত্ত্বজ্ঞানের আয়তন, বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ও প্রধান প্রধান যজ্ঞের আহর্ত্তা; যাঁহার কান্তি দেবরাজের ন্যায় এবং যাঁহার প্রভা প্রভাকর-কিরণের ন্যায়; আমি সেই যশস্বী শ্রীমান্ নল-রাজের ভার্য্যা। আমার নাম দময়ন্তী। কতকগুলি নিকৃতি-পরায়ণ অক্ষ-দেবনদক্ষ ব্যক্তিরা কপট দ্যূতে সেই ধর্ম্মপরায়ণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজ্য ও সমস্ত ধন অপহরণ করিয়া লইয়াছে। আমি এক্ষণে তাঁহার দর্শনলালসায় বনে বনে ভ্রমণ করিয়া পল্বল, সরিৎ, সরোবর ও ভূধর প্রভৃতি সমুদায় স্থান অন্বেষণ করিতেছি; কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাকে অবলোকন করি নাই। হে তাপসগণ! আমি যাঁহার নিমিত্ত এই হিংস্র জন্তুসমাকীর্ণ ভয়ানক অরণ্যমধ্যে পতিত হইয়াছি; তিনি কি আপনাদিগের রমণীয় তপোবনে আগমন করিয়াছেন? যদি কতিপয় দিনের মধ্যে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া আত্মাকে শোকসন্তাপ হইতে মুক্ত করিব। প্রাণেশ্বরব্যতীত প্রাণরক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই। আমি পতি বিরহানলযন্ত্রণা কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারিব না।

অনন্তর সত্যদর্শী তাপসগণ ভীমনন্দিনীর বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে কল্যাণি! তুমি উত্তর কালে কল্যাণ লাভ করিবে। আমরা তপঃপ্রভাবে অবলোকন করিতেছি, তুমি অনতিবিলম্বেই তোমার জীবিতনাথ নিষধনাথকে প্রাপ্ত হইবে। হে ভৈমি! তুমি অবিলম্বেই সেই ধার্ম্মিকবর নল-রাজ সমুদায় পাপ তাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত, সর্ব্বরত্নের অধীশ্বর ও প্রধান নগরের শাসনকর্ত্তৃত্ব-পদে অধিরূঢ় হইয়া সুস্থ শরীরে শত্রুগণের শোক বর্দ্ধন ও সুহৃদ্গণের শোকাপনোদন করিতেছেন,

দেখিতে পাইবে। তাপসগণ এবম্প্রকার অভিলষিত আশ্বাসন বাক্যে নলমহিষীকে আশ্বাসিত করিয়া অগ্নিহোত্র আশ্রমাদির সহিত অন্তর্হিত হইলেন।

ভীমাত্মজা দময়ন্তী তাপসদিগকে আশ্রমাদির সহিত সহসা তিরোহিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা উপস্থিত হইল! আমি কি স্বপ্ন দর্শন করিলাম! সেই সকল তাপসগণ কোথায় গমন করিলেন! সেই আশ্রমমণ্ডল ও পুণ্যসলিলা মনোহর তরঙ্গিণীই বা কি হইল! তিনি এইরূপ বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভর্ত্তৃশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া উঠিলেন; তাঁহার বদনসুধাকর অস্তোন্মুখ নিশাকরের ন্যায় প্রভাহীন হইল।

অনন্তর নলসীমন্তিনী দময়ন্তী সে স্থান হইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্রবালশেখর, কুসুমাভরণ-ভূষিত, বিহগ-নাদিত এক অশোক তরু অবলোকন করিয়া তাহার নিকটে উপনীত হইলেন এবং গলদশ্রু লোচনে গদ্গদ বচনে বিলাপ করিতে লাগিলেন, আহা! এই সুষমাসম্পন্ন অশোক তরু কাননের অভ্যন্তরে বহুবিধ শেখরে পর্ব্বতরাজের ন্যায় বিরাজমান হইতেছে। হে প্রিয়দর্শক অশোক পাদপ! অচিরে আমার শোকাপনোদন কর। হে বিগতশোক! তুমি কি দময়ন্তীর প্রিয় পতি নিষধ দেশের অধিপতি নল নৃপতিকে নিরীক্ষণ করিয়াছ? তিনি স্বীয় সুকুমার অঙ্গ অর্দ্ধ বসনে আচ্ছাদিত করিয়া এই অরণ্যে আগমন করিয়াছেন। হে অশোক! আমি যাহাতে তোমার নিকট হইতে অশোক হইয়া গমন করিতে পারি, তুমি তাহার উপায় বিধান কর। হে শোকনাশন! তুমি অশোক নামের সার্থকতা রক্ষা কর।

অনন্তর দময়ন্তী সেই অশোক তরুকে পরিত্যাগ করিয়া নিজ পতির অন্বেষণ করিতে করিতে এক অতি ভীষণ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় অনেকানেক বৃক্ষ, নদী, পর্ব্বত, মৃগ, পক্ষী ও কন্দর প্রভৃতি অদ্ভুতদর্শন বস্তু সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক সুরম্য তরঙ্গিণীতীরে উপনীত হইয়া দেখিলেন, নদীর জল অতি প্রসন্ন ও স্বচ্ছ; তীরভূমি বেতসলতায় আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে; সলিলোপকণ্ঠে ক্রৌঞ্চ, কুরর, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে গান করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে; বারিমধ্যে কূর্ম্ম, কুম্ভীর ও মৎস্যদল সন্তরণ করিয়া ক্রীড়া করিতেছে এবং গজতুরগসঙ্কুল এক বিপুল সার্থ সেই নদী উত্তীর্ণ হইতেছে।

দময়ন্তী সেই মহাসার্থ সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহারা সকলে তাঁহাকে উন্মত্তার ন্যায় অর্দ্ধবস্ত্র পরিধান, কৃশ শরীর, মলিনবর্ণ ও ধূলিধূসরিত কেশকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া কেহ বা ভয়ে পলায়ন করিল; কেহ বা সাতিশয় চিন্তান্বিত হইল; কেহ বা চীৎকার করিয়া উঠিল; কেহ তাঁহাকে উপ-

হাস করিতে লাগিল; কেহ বা তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিল; কিন্তু তাহার মধ্যে কতকগুলি লোক কারুণ্য-রসবশংবদ হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কল্যাণি! আপনি কে? কাহার পরিগ্রহ ও এই অরণ্যে কি অন্বেষণ করিতেছেন? আমরা আপনাকে নয়নগোচর করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব আপনি যথার্থ রূপে স্বীয় পরিচয় প্রদান করুন। আপনি কি মানুষী? অথবা বন, পর্ব্বত বা দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবী? কিম্বা যক্ষী বা রাক্ষসী? আপনি যে হউন, আমরা আপনার শরণাপন্ন হইলাম; আপনি এক্ষণে এই সার্থবাহগণ যাহাতে এস্থান হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রস্থান করিতে পারে ও যাহাতে ইহাদের শ্রেয়োলাভ হয়, তাহার উপায় বিধান করুন।

কান্তবিরহ-বিধুরা দময়ন্তী সার্থবাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, সার্থ, সার্থবাহ ও বালক, যুবা, স্থবির প্রভৃতি তোমরা যে কেহ এখানে বিদ্যমান আছ, আমি সকলকেই কহিতেছি; শ্রবণ কর। আমি মানুষী; রাজার কন্যা; রাজার পুত্রবধূ ও রাজার ভার্য্যা। বিদর্ভরাজ ভীমসেন আমার পিতা, ও নিষধরাজ মহাত্মা নল আমার ভর্ত্তা। আমি সেই নিষধাধিপতির অন্বেষণ করিতেছি। যদি তিনি তোমাদিগের নয়নপথের পথিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শীঘ্র তাঁহার শুভ সংবাদ প্রদান করিয়া আমার সন্তাপ শান্তি কর।

শুচি নামক কোন সার্থবাহ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, ভদ্রে! আমি এই সার্থের নেতা; কিন্তু নল নামে কোন মনুষ্যই আমার দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। এই মানবসম্পর্ক-শূন্য অরণ্যে বহু-সংখ্যক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, মহিষ, শার্দ্দূল, দ্বীপী ও ভল্লুক নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তোমা ভিন্ন কোন মানবই আমার নয়নগোচর হয় নাই। অদ্য যক্ষরাজ মণিভদ্র আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা সচ্ছন্দে গমন করি।

দময়ন্তী সেই সার্থবাহ ও সমস্ত বণিক্‌গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের এই সার্থ কোথায় যাইবে? তাহারা কহিল, আমরা লাভের নিমিত্ত চেদিরাজ সুবাহুর জনপদে গমন করিব।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! পতিদর্শনোৎসুকা দময়ন্তী সার্থবাহের সেই সকল বচন শ্রবণ করিয়া তাহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিলেন। এইরূপে বহু কাল অতীত হইলে বণিক্‌গণ সেই অরণ্যমধ্যে পদ্মসৌগন্ধিক নামে এক রম্য তড়াগ দেখিতে পাইল। ঐ তড়াগ প্রভূত বাল তৃণ ও ইন্ধনে ব্যাপ্ত, বহুবিধ ফল পুষ্পে শোভিত, নানাবিধ পক্ষিসমূহে সঙ্কীর্ণ ও সুশীতল মনোহর সুস্বাদু নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ। বণিকেরা বাহনগণকে অনবরত পর্য্যটননিবন্ধন একান্ত ক্লান্ত দেখিয়া তথায় অবস্থান করিতে অভিলাষ করিয়া সার্থবাহের

অনুজ্ঞানুসারে তথায় গমনপূর্ব্বক তড়াগের পশ্চিম কূলে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অর্দ্ধরাত্র সময়ে সমুদায় কানন নিঃস্তব্ধ ও একান্ত পরিশ্রান্ত বণিক্‌গণ সুষুপ্ত হইলে এক মদস্রবণাবিল হস্তিযূথ গিরিনদীর জলপানার্থ আগমন করিল। ঐ সার্থ এবং তত্রস্থ বহুতর হস্তিগণ তাহাদের নয়নপথে পতিত হইলে, ঐ সমস্ত অরণ্যবাসী মদোৎকট গজগণ গ্রাম্য হস্তিদর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে বেগে ধাবমান হইল। ক্ষিতিতলপতনোন্মুখ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দ্রুতগামী করিগণের প্রবল বেগ নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিল। বণিক্‌গণ তড়াগের পথ নিরোধ করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিল সার্থস্থ সমস্ত হস্তী বন্য করীদিগের উপদ্রবে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া পলায়নের উপক্রম করাতে সমুদায় সার্থ মর্দ্দিত হইয়া গেল। তখন বণিক্‌গণ হাহাকার করিয়া আত্মত্রাণার্থ বন ও গুল্মমধ্যে পলায়ন করিতে লাগিল। অনেকে নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত করিগণ কর্ত্তৃক কেহ বা দন্ত-দ্বারা, কেহ বা শুণ্ড-দ্বারা, কেহ বা চরণ-দ্বারা নিহত হইল। সহস্র সহস্র উষ্ট্র সেই দারুণ করিসংমর্দ্দে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। অনেকানেক বণিক্‌গণ ভয়ে পলায়ন করাতে পরস্পর অঙ্গসংমর্দ্দে নিধন প্রাপ্ত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনেকে প্রাণরক্ষার্থ বৃক্ষে আরোহণ করিয়াছিল; কিন্তু সেই ভয়ানক জনসংক্ষয় নিরীক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকতর ভীত হইয়া তথা হইতে বিষম ভূভাগে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে বন্য-গজ-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, সেই সমস্ত সমৃদ্ধ সার্থমণ্ডল নিহত হইলে, অরণ্যমধ্যে ঘোরতর ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইল। কি কষ্টদায়ক অগ্নি সমুত্থিত হইয়াছে; শীঘ্র আসিয়া পরিত্রাণ কর; এই রত্নরাশি বিকীর্ণ রহিয়াছে, গ্রহণ কর; কোথায় পলাইতেছ; এ সমস্ত সাধারণ ধন; আমার বাক্য মিথ্যা নহে। হে ধ্বংসকাতর বণিক্‌গণ! আমি পুনর্ব্বার কহিতেছি, তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ। বণিক্‌গণ এই কথা কহিতে কহিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতে লাগিল।

সেই দারুণ জনসংক্ষয়-জনিত কোলাহলে দময়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। কমললোচনা ভৈমী অদৃষ্টপূর্ব্ব সর্ব্বভূত-ভয়াবহ জনসংক্ষয় সন্দর্শনে সাতিশয় ভীত ও শ্বাসস্ফুরিতাধর হইয়া সহসা সমুত্থিত হইলেন।

সার্থমধ্যে যাহারা সেই দারুণ করিসংমর্দ্দে কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইয়াছিল, তাহারা একত্র হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল; এই দারুণ অনিষ্টাপাত কোন্ কার্য্যের ফল? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমরা যে মহাযশাঃ মণিভদ্র ও যক্ষাধিপতি শ্রীমান্ কুবেরের পূজা করি নাই কিম্বা অগ্রে বিঘ্নকর্ত্তাদিগের পূজা করা হয় নাই, অথবা যাত্রাকালে যে অমঙ্গল দর্শন করিয়াছিলাম, ইহা তাহারই ফল। আমাদের গ্রহ ত বিপরীত নহে, তবে কি নিমিত্ত এরূপ দুর্ঘটনা হইল? ঐ বণিক্‌গণের

মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞাতিনাশ ও ধনক্ষয়জনিত দারুণ দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া ক্রোধ-ভরে কহিতে লাগিল, অদ্য যে উন্মত্তদর্শনা বিকৃতাকারা নারী অমানুষ রূপ ধারণপূর্ব্বক আমাদের মহা সার্থে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই দারুণ মায়াপ্রভাবে এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। সেই কামিনী রাক্ষসীই হউক, যক্ষীই হউক, অথবা ভয়ঙ্করী পিশাচীই হউক; তাহার নিমিত্তই আমাদের এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি আমরা সেই সার্থনাশিনী অনেক-জনদুঃখদায়িনী পাপীয়সীকে পুনরায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে অবশ্যই পাংশু, লোষ্ট্র, তৃণ, কাষ্ঠ ও মুষ্টি-দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিব।

দীনা দময়ন্তী তাহাদের এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় লজ্জিত, ভীত ও আপনার ভাবী নিগ্রহের আশঙ্কায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া সেই অরণ্যের অভ্যন্তরে পলায়ন-পূর্ব্বক মনে মনে পরিদেবন করিতে লাগিলেন, হায়! আমার উপর বিধাতার কি দারুণ কোপ জন্মিয়াছে। কোন বিষয়েই আমার মঙ্গল নাই; ইহা কোন্ কুকর্ম্মের ফল বলিতে পারি না। আমি কায়মনোবাক্যে কখন কাহারও অণুমাত্র অনিষ্টাচরণ করি নাই, তবে কি নিমিত্ত এখন দারুণ দুর্বিপাকে নিপতিত হইলাম? নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমি পূর্ব্ব জন্মে অনেক পাপাচরণ করিয়াছি, তন্নিমিত্তই এই অপার বিপদ্-সাগরে মগ্ন হইলাম। ভর্ত্তার রাজ্যাপহরণ, স্বজনের নিকট পরাভব, পতিবিচ্ছেদ, অপত্যদ্বয়ের অদর্শন, অনাথতা ও বহুবিধ ভীষণ হিংস্র জন্তু-সমাকুল নিবিড় অরণ্যে বাস; ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি আছে! হায়! কি নিগ্রহ! আমি এই নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে যদৃচ্ছাগত যে সমস্ত মনুষ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, তাহারাও আমার দুর্ভাগ্য-বশতঃ করিসংমর্দ্দে নিহত হইল। প্রাচীন শাস্ত্রকারকেরা কহিয়াছেন যে, কাল পরিপূর্ণ না হইলে কেহই মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয় না; ইহা যথার্থ, যেহেতু এই ভয়ানক করিসংমর্দ্দে প্রায় সমুদায় সার্থ বিনষ্ট হইল কিন্তু এই দুঃখিনী জীবিত রহিল। নিশ্চয়ই আমাকে চিরকাল দারুণ দুঃখার্ণবে নিমগ্ন থাকিতে হইবে। মানবগণের সুখ, দুঃখ ও শুভাশুভ সকলই দৈবায়ত্ত, তাহার সন্দেহ নাই। আমি বাল্যকালেও কখন কায়মনোবাক্যে কোন দুষ্কর্ম্ম করি নাই। তবে কেন এমন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলাম? আমার স্বয়ম্বরসময়ে সমুদায় লোকপালগণ সমাগত হইয়াছিলেন; আমি নলকে বরণ করিবার মানসে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম; বোধ করি, তাঁহাদের প্রভাবেই আমার এই দুর্ব্বিষহ বিয়োগ-যন্ত্রণা সমুপস্থিত হইয়াছে। বরবর্ণিনী পতিব্রতা নলকামিনী এইরূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে হতাবশিষ্ট সার্থগণ কাহার ভ্রাতা, কাহার পিতা, কাহার পুত্র, কাহার বা বন্ধু নিহত হইয়াছে বলিয়া, যৎপরোনাস্তি শোক করিয়া তথা হইতে

বিনির্গত হইল। পতিব্রতা দময়ন্তীও তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি সমস্ত দিন গমন করিয়া সায়াহ্নে চেদি-দেশাধিপতি সত্যদর্শী মহারাজ সুবাহুর নগরে সমুপস্থিত হইলেন। অর্দ্ধ-বস্ত্রসংবীতা দময়ন্তী পতিবিরহে নিতান্ত বিহ্বলা, মলিন-বর্ণা, মুক্তকেশপাশা ও অতিকৃশা হইয়া-ছিলেন। তিনি উন্মত্তার ন্যায় জনগণ-সমক্ষে পুরপ্রবেশ করিতেছিলেন দেখিয়া, গ্রামীন শিশু সকল তাঁহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক কুতূহলে গমন করিতে লাগিল। দময়ন্তী সেই বালবৃন্দে পরিবৃত হইয়া গমন-পূর্ব্বক রাজভবনের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

রাজমাতা ঐ সময়ে প্রাসাদের উপরি ভাগে আরোহণ করিয়াছিলেন, তিনি দময়ন্তীর সেই দুরবস্থা দর্শনে কারুণ্য রসে একান্ত আক্রান্ত হইয়া ধাত্রীকে কহিলেন, ঐ দেখ, এক উন্মত্তবেশা নিতান্ত দুঃখিতা শরণার্থিনী বালা গমন করিতেছে। ঐ আয়তলোচনা কামিনীকে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় বোধ হইতেছে; উহার রূপলাবণ্যে আমার ভবন বিদ্যোতিত হইয়া উঠিয়াছে। দেখ, জনগণ উহাকে বিরক্ত করিতেছে; অতএব তুমি শীঘ্র উহাকে আমার নিকট আনয়ন কর। ধাত্রী তাঁহার আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ গমনপূর্ব্বক সেই জনতা নিবারণ করিয়া দময়ন্তীকে লইয়া প্রাসাদস্থ রাজ-মাতার সম্মুখে সমুপস্থিত হইল এবং তাঁহার অসামান্য রূপ সন্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পত্নী? ঈদৃশ দুরবস্থাতেও তোমার অঙ্গলাবণ্য জলদ-নিবাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাই-তেছে। তোমার অঙ্গে কিছুমাত্র আভরণ নাই, তথাপি তোমার রূপলাবণ্য অলোক-সামান্য বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি অসহায়া; জনতা তোমাকে নিয়ত বিরক্ত করিতেছিল, তথাপি তোমার কিছুমাত্র উদ্বেগ লক্ষিত হইতেছে না।

দময়ন্তী ধাত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি মানুষী, পতিব্রতা, সৎকুলোদ্ভবা সৈরিন্ধ্রী; কেবল ফল মূল ভক্ষণ করিয়া থাকি এবং যে স্থানে সায়ংকাল সমুপস্থিত হয়, সেই স্থানেই অবস্থান করি। আমার ভর্ত্তা অসংখ্য গুণে গুণবান্, তিনি আমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; আমিও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিতাম। দৈবদুর্বিপাক অখণ্ডনীয়; আমার স্বামী অশেষ গুণে গুণ-বান্ হইয়াও হঠাৎ দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে সমুদয় রাজ্যধন দুরোদরমুখে বিসর্জ্জন দিয়া, পরিশেষে একাকী একমাত্র বসন পরিধানপূর্ব্বক উন্মত্তের ন্যায় বনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করিলাম। তিনি একদা বন-মধ্যে ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিচেতন-প্রায় হইয়া কোন কারণবশতঃ সেই একমাত্র বসনেও বঞ্চিত হইলেন। আমিও এক-বসন পরিধান করিয়া সেই উন্মত্তদর্শন উলঙ্গ পতির অনুগমন-পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থায়

কতিপয় যামিনী যাপন করিলাম। এই-রূপ বহু দিন অতীত হইলে, একদা আমি নিদ্রায় একান্ত অভিভূত হইয়াছিলাম, তিনি সেই অবসরে আমার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়া-ছেন। আমি তদবধি দহ্যমান চিত্তে দিনযামিনী স্বামীর অন্বেষণ করিতেছি; সেই কমলগর্ভাভ, অমরতুল্য প্রিয় প্রাণে-শ্বর যে কোথায় আছেন, তাহার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। পতি-প্রাণা দময়ন্তী এই বলিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রাজমাতা, দময়ন্তীর পরিদেবনে পূর্ব্বা-পেক্ষা অধিকতর করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি আমার নিকট বাস কর, আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি। আমার অধীন পুরু-ষেরা তোমার স্বামীর অন্বেষণ করিবে, অথবা তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করি-তেও স্বয়ং এস্থলে সমুপস্থিত হইতে পারেন; যে কোন প্রকারে হউক, তুমি এই স্থানে থাকিয়া স্বীয় স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

পতিব্রতা দময়ন্তী রাজমাতার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর-প্রসবিনি! আমি আপনার নিকট বাস করিতে সম্মত আছি, কিন্তু আমার কতি-পয় নিয়ম আছে, তাহা আমাকে অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পাদ ধাবন করিতে পারিব না এবং কোন পুরুষের সহিত কথা কহিব না। যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, আপনি তাহার বিধিমত দণ্ড করিবেন; তাহাতেও ক্ষান্ত না হইলে পরিশেষে তাহার প্রাণ দণ্ড করিতে হইবে; এই আমার ব্রত। আর আপনি আমার পতির অন্বেষণার্থ যে ব্রাহ্মণ-গণকে প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা সমাগত হইলে, আমি স্বয়ং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিব; এই নিয়মগুলি রক্ষা হইলেই আমি আপনার নিকট বাস করিতে পারি; অন্যথা হইলে কদাচ এস্থানে থাকিতে পারিব না।

রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই সমস্ত নিয়ম যাহাতে রক্ষা হয়, আমি তাহাই করিব। অনন্তর তিনি স্বীয় দুহিতা সুনন্দাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুনন্দে! এই দেবরূপিণী কন্যা সৈরিন্ধ্রী। ইনি তোমার সমবয়স্কা, অতএব তুমি ইঁহাকে সখীত্বে বরণ কর। তুমি নিরুদ্বিগ্ন মনে সর্ব্বদা ইঁহার সহিত আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিবে। সুনন্দা স্বীয় জননীর বাক্যানুসারে দময়ন্তীকে লইয়া সখীগণ-সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রতি-গমন করিলেন। পতিপরায়ণা দময়ন্তী তথায় যথাবিধি সমাদৃত হইয়া নানাপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগ-পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে নল রাজ দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, ঐ বনে দারুণ দাবানল প্রজ্বলিত হইতেছে। সেই অনলমধ্য হইতে কোন প্রাণীর 'হে পুণ্য-শ্লোক নল! শীঘ্র আসিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর' এইরূপ চীৎকার শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে বারংবার প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি 'ভয় নাই' বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দাবানলমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক প্রকাণ্ডকলেবর ভুজঙ্গ কুণ্ডলাকার হইয়া তথায় শয়ান রহিয়াছে। নাগরাজ নিষধরাজকে সন্দর্শন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কম্পান্বিত কলেবরে তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে রাজন্! আমি নাগবংশসম্ভূত, আমার নাম কর্কোটক। একদা মহাতপাঃ দেবর্ষি নারদকে প্রবঞ্চনা করাতে, তিনি ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি অদ্যাবধি স্থাবরের ন্যায় চলৎশক্তিরহিত হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি কর। মহারাজ নল যদৃচ্ছাক্রমে সমাগত হইয়া তোমাকে এস্থান হইতে অপনীত করিলেই, তুমি আমার শাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে রাজন্! আমি সেই মহর্ষির শাপপ্রভাবে তদবধি এক পদও চলিতে পারি না। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন; আমি আপনাকে শ্রেয়স্কর উপদেশ প্রদান করিব ও আপনার সখা হইব। হে রাজন্! নাগবংশে আমার সমান আর কেহই নাই। আমাকে শীঘ্র এস্থান হইতে লইয়া স্থানান্তরে গমন করুন। আমাকে বহন করিতে আপনার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না; আমি এক্ষণেই সাতিশয় লঘুভার-সম্পন্ন হইব। নাগরাজ এই বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলে, মহারাজ নল তাহাকে লইয়া নিরগ্নি প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। দাবানলও আকাশমার্গে সমুত্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নির্ব্বাণ হইল; নল-রাজের অঙ্গ স্পর্শও করিল না।

এইরূপে মহারাজ নল সর্পরাজ কর্কোটককে দাবদাহ হইতে উদ্ধার করিয়া পরিত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নাগরাজ তাঁহাকে কহিল, হে নৈষধ! আপনি কতিপয় পদ গণনা করিয়া গমন করুন, তাহা হইলে আমি যৎপরোনাস্তি উপকার করিব। নল-রাজ নাগের নিদেশানুসারে গণনাপূর্ব্বক পাদ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দশম পাদ পরিপূর্ণ হইবামাত্র কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার পূর্ব্বতন রূপ এককালে তিরোহিত হইল। মহারাজ নল তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন।

তখন নাগরাজ কর্কোটক স্বীয় রূপ ধারণপূর্ব্বক নলকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! মানবগণ আপনাকে চিনিতে পারিবে না বলিয়াই, আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিয়াছি। হে রাজন্! যে ক্রূর আপনাকে ঈদৃশ দুঃখ প্রদান করিতেছে, সে দুরাত্মা আমার বিষপ্রভাবে অতিকষ্টে আপনার শরীরে বাস করিবে।

ঐ মন্দাত্মা যাবৎ আপনাকে পরিত্যাগ না করিবে, তাবৎ কাল আমার তীক্ষ্ণ বিষে জর্জ্জরিত হইতে থাকিবে। সেই পাপাত্মা ক্রোধ এবং অসূয়াপরবশ হইয়া নিরপরাধে আপনাকে সকল বিষয়ে বঞ্চিত করিয়াছে; কিন্তু আমি আপনাকে রক্ষা করিলাম। হে রাজন্! আমার প্রসাদে দংষ্ট্রিগণ, শত্রুগণ বা ব্রহ্মবিদ্‌গণ হইতে আপনার কিছুমাত্র ভয় থাকিবে না, বিষ-নিমিত্তক ক্লেশও অনুভব হইবে না এবং আপনি সর্ব্বদা সংগ্রামে শত্রু সকলকে পরাজয় করিতে পারিবেন। হে নিষধরাজ! আপনি এক্ষণে রমণীয় অযোধ্যা নগরীতে ইক্ষ্বাকু বংশপ্রভব রাজা ঋতুপর্ণের নিকট গমন করুন। তিনি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কহিবেন, আমি সারথি, আমার নাম বাহুক। মহারাজ ঋতুপর্ণ দ্যূত-ক্রীড়ায় সাতিশয় সুনিপুণ; তিনি আপনার নিকট অশ্বচালন বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহার বিনিময়স্বরূপ স্বীয় অক্ষবিদ্যা আপনাকে প্রদানপূর্ব্বক আপনার পরম মিত্র হইবেন। আপনি অক্ষবিদ্যায় সুনিপুণ হইলেই শ্রেয়োলাভ-পূর্ব্বক ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা ও রাজ্য প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য সকল পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই। শোক করিবেন না। আর যখন আপনার স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা হইবে, তখন আমাকে স্মরণ ও এই বসন পরিধান করিলেই আপনি স্বকীয় পূর্ব্ব রূপ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবেন।

কর্কোটক এই বলিয়া নলকে দিব্য বসনযুগল প্রদান ও প্রণয়সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইল।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! এইরূপে কর্কোটক নাগ অন্তর্হিত হইলে, নিষধরাজ নল মহারাজ ঋতুপর্ণের নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দশম দিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজার নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহারাজ! আমার নাম বাহুক; এই ভূমণ্ডলে অশ্বচালনায় আমার সদৃশ ব্যক্তি কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি সকল বিষয়েই বিলক্ষণ নিপুণ; অর্থকৃচ্ছ্র সমুপস্থিত হইলে আমি তাহার প্রতিবিধানের সৎ পরামর্শ প্রদান এবং অন্য অপেক্ষা বিশেষরূপে অন্ন সংস্কার করিতে পারি। হে মহারাজ! এই লোকে যাবতীয় শিল্প ও অন্যান্য সুদুষ্কর কর্ম্ম আছে, সেই সমুদায় সম্পাদন করিতে সবিশেষ যত্ন করিব, আপনি আমাকে প্রতিপালন করুন।

মহারাজ ঋতুপর্ণ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে বাহুক! তুমি এই স্থানে পরম সুখে বাস কর। তুমি যাহা যাহা কহিলে, এখানে থাকিয়া তৎসমুদায়ই করিতে পারিবে; বিশেষতঃ আমার শীঘ্র গমনে অত্যন্ত অভিলাষ। অতএব তুমি অদ্যাবধি আমার অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া যাহাতে আমার অশ্বগণ শীঘ্রগামী হয়, এমত উপায় স্থির কর; আমি তোমাকে মাসিক দশ সহস্র সুবর্ণ বেতন প্রদান করিব। এই

বাষ্ণেয় ও জীবল নিত্য তোমার পরিচর্য্যা করিবে, তুমি এই দুই জনের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বচ্ছন্দে আমার অধিকারে থাকিয়া কাল যাপন কর।

নল-রাজ ঋতুপর্ণের আদেশানুসারে বাষ্ণেয় ও জীবল-সমভিব্যাহারে পরম সমাদৃত হইয়া তাঁহার নগরে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় প্রণয়িনী বিদর্ভরাজ-দুহিতা দময়ন্তীকে স্মরণ-পূর্ব্বক প্রত্যহ সায়ংকালে এই কথা কহিতেন, "হায়! সেই নিরুপায়া কামিনী ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কোথায় শয়ান রহিয়াছে? ও এই মন্দভাগ্যকে স্মরণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কাহার উপাসনা করিতেছে?"

জীবল প্রতিদিন সায়ংকালে নলের মুখে এই কথা শুনিয়া একদা রজনীযোগে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হে বাহুক! তুমি প্রত্যহ যে কামিনীর নিমিত্ত অনুশোচন কর, সে কে? কাহার পত্নী? উহা শুনিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে।

নল কহিলেন, হে জীবল! কোন মূঢ়মতি ব্যক্তির এক বহু গুণবতী রমণী ছিল। ঐ মন্দবুদ্ধি কোন কারণবশতঃ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে তাহার শোকে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে ও অবিশ্রামে দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে। সেই মূঢ়মতিই যামিনীযোগে আপনার প্রণয়িনীকে স্মরণ করিয়া ঐ কথা বলে। সেই হতভাগ্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে কোন স্থানে কোন অনুচিত কার্য্য অবলম্বন করিয়া কাল যাপন করিতেছে। আহা! সেই দুঃখিনী রমণী অরণ্যমধ্যে অতি কষ্টেও স্বীয় স্বামীর অনুগামিনী ছিল; কিন্তু সেই হতভাগ্য পুরুষ তাদৃশ নির্জ্জন অরণ্যমধ্যেও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে। ঐ কামিনী একে মার্গানভিজ্ঞ, তাহাতে আবার ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত; এক্ষণে সেই হিংস্রক জন্তুপরিপূর্ণ নির্জ্জন কাননে পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কি কষ্টেই কাল যাপন করিতেছে! হায়! তাদৃশ দুর্গম স্থানে সে কি জীবিত রহিয়াছে! বলিতে পারি না!

এইরূপে মহারাজ নল দময়ন্তীকে স্মরণ করিয়া অজ্ঞাত রূপে মহারাজ ঋতুপর্ণের নিকেতনে বাস করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! এইরূপে রাজ্যাপহরণানন্তর মহারাজ নল ও তাঁহার পত্নী দময়ন্তী দাসভাবাপন্ন হইলে বিদর্ভাধিপতি ভীম জনশ্রুতিতে ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সন্দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বহুতর অর্থ প্রদানপূর্ব্বক কহিয়া দিলেন যে, তোমরা নল ও আমার দুহিতা দময়ন্তীর অন্বেষণ কর। তোমাদের মধ্যে যে কেহ নল ও দময়ন্তীকে এস্থানে আনয়ন করিতে পারিবে, তাহাকে পুরস্কার স্বরূপ সহস্রসংখ্যক গো ও নগর-

তুল্য এক গ্রাম প্রদান করিব। যদি উঁহাদিগকে এখানে আনয়ন করা নিতান্ত দুষ্কর বোধ হয়, তথাপি তাহাদের সমাচার প্রদান করিতে পারিলেও সহস্র গোধন প্রদান করিব। ব্রাহ্মণগণ ভীম নরপতির বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা অনেকানেক নগর ও রাজ্যমধ্যে নল এবং দময়ন্তীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন কিন্তু কোথাও তাঁহাদিগের অনুসন্ধান পাইলেন না।

উঁহাদিগের মধ্যে সুদেব নামে এক ব্রাহ্মণ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে সুরম্য চেদি নগরীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় অন্বেষণ করিতে করিতে রাজভবনে রাজার পুণ্যাহবাদিনী, সুনন্দাসমভিব্যাহারিণী দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। অপ্রতিম রূপশালিনী বৈদর্ভী পতিবিরহে ধূমাবলিজটিল পাবকপ্রভার ন্যায় নিতান্ত মলিনা ও সাতিশয় ক্ষীণা হইয়াছিলেন। সুদেব তাঁহার লক্ষণ দর্শনে এই দময়ন্তী বলিয়া তর্ক করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, ইঁহাকে আমি পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে সেই রূপই দৃষ্ট হইতেছেন। অদ্য সর্ব্বলোক-কমনীয়া, সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় এই কামিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া চরিতার্থ হইলাম। এই চারুবৃত্তপয়োধরা, পূর্ণচন্দ্রসদৃশী, শ্যামা কামিনী স্বীয় রূপলাবণ্যে দশ দিক্ আলোকময় করিতেছে। এই পদ্মপত্রবিশালাক্ষী সাক্ষাৎ রতিসদৃশী রমণী পূর্ণচন্দ্রপ্রভার ন্যায় সমস্ত লোকেরই অভীষ্ট। এই রত্নগৃহোচিতা, রূপগুণসম্পন্না, সুকুমারী নৃপকুমারী পতিবিরহে রাহুগ্রস্ত সুধাকরসনাথ পৌর্ণমাসীর নিশার ন্যায়, শুষ্কতোয়া তটিনীর ন্যায় ও বিদর্ভরূপ সরোবরে করিকর-পরামৃষ্টা, বিধ্বস্তপত্রকুসুমা, পঙ্কমলিনা, স্থানভ্রষ্টা নলিনীর ন্যায় নিতান্ত কান্তিশূন্য হইয়া রহিয়াছেন। এই ঔদার্য্য গুণশালিনী ভূষণবিরহিণী কামিনী কামভোগবিবর্জ্জিতা প্রিয়বিরহিতা ও বন্ধুজনবিহীনা হইয়া আতপতাপ-তাপিতা ছিন্ন কমলিনীর ন্যায়, নীলাভ্রসংবৃত নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় নিতান্ত মলিন ও দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন; এক্ষণে কেবল ভর্ত্তৃদর্শনাকাঙ্ক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া কালযাপন করিতেছেন। পতিই নারীর প্রধান ভূষণ; এই কামিনী স্বাভাবিক রূপলাবণ্যসম্পন্ন হইয়াও একমাত্র পতিবিরহে কিছুমাত্র শোভা পাইতেছেন না। কি আশ্চর্য্য! নল-রাজ ইঁহার বিরহেও জীবন ধারণ করিয়া আছেন, আজও শোকে প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই! এই অসিতকেশা, কমললোচনা নিতান্ত সুখোচিতা কামিনীকে দুঃখিতা দেখিয়া আমারও হৃদয় ব্যথিত হইতেছে। হায়! এই বরবর্ণিনী কত দিনে ভর্ত্তৃসমাগম লাভ করিয়া দুস্তর দুঃখসাগর-পরপার প্রাপ্ত হইবেন; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, রাজ্যভ্রষ্ট নিষধাধিপতি নল স্বীয় রাজ্য ও এই কামিনীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবেন। মহারাজ নলই এই তুল্যশীলা, তুল্যবয়স্কা ও তুল্যাভিজনা কামিনীর উপযুক্ত পতি

এবং এই সর্ব্বলোক-ললামভূতা দময়ন্তীই নল-রাজের উপযুক্ত পত্নী। যাহা হউক, এক্ষণে এই পতিদর্শনলালসা, অননুভূত-পূর্ব্বদুঃখা, নিতান্ত দুঃখার্ত্তা, অমিত বীর্য্য-সম্পন্না মহারাজ নলের পত্নীকে আশ্বাস প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুদেব মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া পরিশেষে দময়ন্তীর নিকট গমন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৈদর্ভি! আমি আপনার ভ্রাতার দয়িত সখা; আমার নাম সুদেব। মহারাজ ভীমের আদেশানুসারে আপনাকে অন্বেষণ করিতে এখানে আসি-য়াছি। আপনার পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃ-গণের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল; আপনার আয়ুষ্মান্ তনয় ও তনয়া তথায় কুশলে কালযাপন করিতেছে ও সমস্ত বন্ধুবর্গ আপনার নিমিত্ত মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছেন। শত শত ব্রাহ্মণগণ আপনার অন্বেষণে সমুদায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতেছেন।

দময়ন্তী সুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া ক্রমে ক্রমে সমু-দায় সুহৃদ্গণের সুসমাচার জিজ্ঞাসা করি-লেন এবং ভ্রাতৃসখের সন্দর্শনে সাতিশয় শোকাকুলিত হইয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সুনন্দা তাঁহাকে রোদন ও ব্রাহ্মণের সহিত একান্তে কথোপকথন করিতে দেখিয়া, শোকসন্তপ্ত-চিত্তে স্বীয় জননীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মাতঃ! সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সহিত সমাগত হইয়া রোদন করিতেছে; যদি ইচ্ছা হয়, তবে তথায় উপস্থিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করুন।

রাজমাতা সুনন্দার বাক্য শ্রবণানন্তর অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সুদেব-সমভিব্যাহারিণী সৈরিন্ধ্রীর সমীপে সমুপ-স্থিত হইলেন ও সুদেবকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিপ্র! এই সীম-ন্তিনী কাহার ধর্ম্মপত্নী ও কাহার কন্যা; আমি ইহা জানিতে একান্ত অভিলাষ করি। বোধ হয়, আপনি ইহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট ইহার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন।

দ্বিজসত্তম সুদেব রাজমাতার বাক্য শ্রবণানন্তর সুখোপবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দময়ন্তীর সমুদয় বৃত্তান্ত কহিতে লাগিলেন।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

সুদেব কহিলেন, হে ভদ্রে! এই কামিনী বিদর্ভ-দেশাধিপতি ধর্ম্মাত্মা মহা-রাজ ভীমের দুহিতা; ইঁহার নাম দময়ন্তী। ইনি মহীপতি বীরসেনের পুত্র পুণ্যশ্লোক নল-রাজের ভার্য্যা। নরপতি নল ভ্রাতার সহিত দ্যূতক্রীড়ায় সমুদয় রাজ্য পরাজিত হইয়া দময়ন্তী-সমভিব্যাহারে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, কেহই জানিত না; কেবল আমরা এই দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিয়া সমুদায় পৃথিবী পর্য্যটনপূর্ব্বক পরিশেষে আপনার পুত্রের ভবনে ইঁহার সন্দর্শন পাইলাম। মনুষ্যলোকে ইঁহার তুল্য

রূপবতী কামিনী আর কেহই নাই। এই বরবর্ণিনীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থিত পদ্মসন্নিভ স্বাভাবিক জটুল চিহ্ন মলসংবৃত হইয়া ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন চন্দ্রমার ন্যায় অন্তর্হিত রহিয়াছে। বিধাতা ইঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী করিবার নিমিত্ত ভ্রূমধ্যে ঐ জটুল চিহ্ন নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কামিনীর রূপ প্রতিপদের চন্দ্রকলার ন্যায় অদৃশ্যপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। ইঁহার কলেবর সাতিশয় মলসমাবৃত ও অসংস্কৃত হইয়াও কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে। যেমন ভস্মরাশি-সমাচ্ছন্ন অনল উষ্মা-দ্বারা অনুমিত হয়, তদ্রূপ ইঁহার মল-সমাবৃত শরীর, কান্তি ও জটুল চিহ্ন সন্দর্শনে ইঁহাকে দময়ন্তী বলিয়া আমার প্রত্যভিজ্ঞা জন্মিয়াছে।

সুনন্দা সুদেবের বাক্য শ্রবণানন্তর দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যের মল সকল অপনীত করিলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রূমধ্যস্থ জটুল চিহ্ন নির্ম্মল নভস্থলস্থিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটুল চিহ্ন সন্দর্শনে সাতিশয় কাতরা হইয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন রাজমাতা বাষ্পগদ্গদ বচনে ভৈমীকে কহিলেন, বৎসে! এই জটুল চিহ্ন দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে, তুমি আমার ভগিনীর দুহিতা। তোমার মাতা এবং আমি দশার্ণ-দেশাধিপতি মহাত্মা সুদামা মহীপতির তনয়া। দশার্ণরাজ তোমার মাতাকে ভীমের হস্তে ও আমাকে বীরবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। আমি তোমাকে দশার্ণ নগরে আমার পিতার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে দেখিয়াছি। হে ভাবিনি! আমার ভবন তোমার পিতৃগৃহের তুল্য এবং আমার ঐশ্বর্য্য তোমার স্বীয় ধনসম্পত্তির সদৃশ।

তখন দময়ন্তী প্রহৃষ্ট মনে মাতৃষ্বসার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! যদিও এতাবৎ কাল আপনি আমাকে জানিতেন না, আমিও আপনাকে বিশেষ রূপে চিনিতে পারি নাই, তথাপি আপনার গৃহে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য বস্তু উপভোগ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিয়াছি; আপনিও আমাকে সতত সাবধানে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে এস্থানে বাস করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করিতে পারিব, সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি বহু দিন হইল প্রবাসে রহিয়াছি, এই নিমিত্ত আমাকে পিতৃভবন গমনে অনুমতি করুন। আমার তনয় ও তনয়া একে বালক, তাহাতে আবার পিতৃমাতৃবিরহে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া তথায় রহিয়াছে; অতএব যদি আপনি আমার কিছুমাত্র প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা করেন, তবে ত্বরায় আমাকে বিদর্ভ নগরে প্রেরণ করুন।

রাজমাতা দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সম্মত হইয়া স্বীয় পুত্রের মতানুসারে মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে বহুবিধ ভক্ষ্য, পানীয় ও পরিচ্ছদ প্রদানপূর্ব্বক মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহন করাইয়া ভৈমীকে

তদীয় পিতৃভবনে প্রেরণ করিলেন। দময়ন্তী অচির কালমধ্যে বিদর্ভ দেশে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে তাঁহার যথোচিত সম্মান করিলেন। তখন ভীমতনয়া দময়ন্তী আপনার তনয়, তনয়া, মাতা, পিতা ও সমস্ত সখীগণকে কুশলী দেখিয়া যথাবিধানে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতে লাগিলেন। ভীম নরপতি স্বীয় তনয়া সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সুদেবকে সহস্রসংখ্যক গো, গ্রাম ও প্রচুর পরিমাণ ধন প্রদান করিলেন।

দময়ন্তী পিতৃগৃহে সেই রাত্রি বিশ্রাম করিয়া স্বীয় জননীকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! যদি আপনি আমাকে জীবিত রাখিতে অভিলাষ করেন, তবে শীঘ্র নরবীর নলের আনয়নে সচেষ্ট হউন। রাজ্ঞী দময়ন্তীর সেই বাক্য শ্রবণে অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন, কিছুই প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না। তাঁহার তাদৃশ অবস্থা অবলোকনে অন্তঃপুরস্থ সমস্ত যোষাগণ হাহাকার শব্দে ক্রন্দন করিতে লাগিল। তখন রাজ্ঞী মহারাজ ভীমের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! তোমার তনয়া দময়ন্তী স্বীয় ভর্ত্তার নিমিত্ত অনুশোচন করিতেছে। সেই বালা লজ্জা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিয়াছে। অতএব তোমার কিঙ্করগণ শীঘ্র নলের অন্বেষণে গমন করুক।

মহারাজ ভীম রাজ্ঞীর বচন শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যগ্র হইয়া নলের অন্বেষণ নিমিত্ত আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণ-গণকে চতুর্দ্দিকে গমন করিতে আদেশ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ রাজনিয়োগ শ্রবণান্তর দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! আমরা নলান্বেষণে গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তখন দময়ন্তী তাঁহাদিগকে কহিয়া দিলেন, হে বিপ্রগণ! আপনারা সমুদায় রাজ্যে সকল সভামধ্যে পুনঃ পুনঃ এই কথা কহিবেন যে, "হে শঠ! ত্বদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত; তুমি অরণ্যমধ্যে নিদ্রিতাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালনপূর্ব্বক তোমার প্রতীক্ষায় কাল যাপন করিতেছে। সেই কামিনী অর্দ্ধ বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল শোকসন্তপ্ত চিত্তে রোদন করিতেছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর"। হে ব্রাহ্মণগণ! আপনারা এই কথা এবং এইরূপ অন্য অন্য কথাও কহিবেন; তাহা হইলে আমার প্রতি তাঁহার অনুকম্পার উদয় হইতে পারে; যেহেতু অনল সমীরণ কর্ত্তৃক সমুত্তেজিত হইয়াই প্রবল বেগে অরণ্য দগ্ধ করে। আপনারা আরও কহিবেন যে, "পত্নীকে সতত রক্ষা ও প্রতিপালন করা পরিণেতার অবশ্য কর্ত্তব্য; তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কেন তাহার বিপরীতাচরণ করিলে? তুমি সর্ব্বত্র বিশ্রুত, প্রাজ্ঞ, কুলীন ও সদয়চিত্ত

হইয়াও এক্ষণে কেবল আমারই দুর্ভাগ্য-বশতঃ দয়াশূন্য হইয়াছ; হে নাথ! আমার প্রতি সদয় হও; তুমি স্বয়ং আমাকে কহিয়াছ যে, অনৃশংসতা প্রধান ধর্ম্ম”। হে বিপ্রগণ! আপনাদিগের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যিনি কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন, আপনারা তিনি কে, কোথায় থাকেন, সমৃদ্ধ কি নির্ধন, সমর্থ বা অসমর্থ এবং কি কর্ম্ম করেন, এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া এবং তাহার প্রত্যুত্তর বাক্য উত্তমরূপে স্মরণপূর্ব্বক আমার নিকটে আগমন করিয়া সমুদায় কহিবেন। হে বিপ্রগণ! আপনারা যে আমার নিদেশ-ক্রমে ঐ কথা কহিতেছেন, ইহা যেন অন্যে না বুঝিতে পারে এবং আপনারা সাবধানে অতি সত্বরে কার্য্য সাধন করিয়া এস্থানে প্রত্যাগমন করিবেন।

তখন ব্রাহ্মণগণ দময়ন্তীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তদ্রূপ ব্যসনাপন্ন ভূপতি নলের অন্বেষণার্থ চতুর্দ্দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা পুর, রাজ্য, গ্রাম, ঘোষ ও আশ্রম প্রভৃতি অনেকানেক প্রদেশে দময়ন্তীর এই বাক্য ঘোষণা করিয়া নলকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি তাঁহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বহু কাল অতীত হইলে পর্ণাদ নামা এক ব্রাহ্মণ নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক দময়ন্তীকে কহিলেন; হে কল্যাণি! আমি নলের অন্বেষণ-প্রসঙ্গে একদা অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম ও আপনার আদেশানুসারে তাঁহার নিকট সেই সকল বাক্য বারংবার অবিকল বর্ণন করিলাম, কিন্তু তিনি বা তাঁহার পারিষদবর্গ কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না। অনন্তর আমি ভূপতির নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিতেছি, এই অবসরে বাহুক নামা এক রাজপুরুষ আমাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিল; সে দেখিতে অতি বিরূপ ও হ্রস্ববাহু, রাজার সারথ্য স্বীকার করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতেছে। সে ব্যক্তি অতি দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা ও সুপ্রণালীক্রমে ভোজন সামগ্রী সকল উত্তমরূপ প্রস্তুত করিতে পারে।

বাহুক ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও অনর্গল অশ্রুজল বিসর্জন করিয়া আমাকে কুশল প্রশ্ন-পূর্ব্বক কহিল, কুলকামিনীগণ বিষম দশা প্রাপ্ত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতি-পরায়ণারা নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা ভর্ত্তৃবিরহিত হইলেও কদাচ ক্রোধাবিষ্ট হয় না, প্রত্যুত সৎপথ অবলম্বনপূর্ব্বক আপনার প্রাণ রক্ষা করে। অতএব সেই নল-রাজ তাদৃশ বিষম দশা-গ্রস্ত ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে দময়ন্তীকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দময়ন্তীর ক্রোধ করা কোন ক্রমে উচিত নহে। নল নৃপতি পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক হৃত-বসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতিকষ্টে প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন;

এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নল-রাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোন ক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে। আমি বাহুকমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া ত্বরিত গমনে এই স্থানে আগমন করিলাম; এক্ষণে আপনি এ বিষয়ে যাহা বিবেচনা করেন।

এই সকল কথা শুনিয়া দময়ন্তী বাষ্পাকুল লোচনে নির্জনে জননী-সন্নিধানে গমন করিয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন, মাতঃ! আপনি এই কথা কদাচ পিতার কর্ণগোচর করিবেন না। আমি দ্বিজসত্তম সুদেবকে এক্ষণে আপনার নিকট আনয়ন করিব; কিন্তু যদি আপনার মদীয় প্রিয় কার্য্য সাধন করিবার বাসনা থাকে, তবে যাহাতে পিতা এই বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে না পারেন, তাহাই করিতে হইবে। হে মাতঃ! সুদেব যেরূপে আমাকে বান্ধবসন্নিধানে আনয়ন করিয়াছেন; এক্ষণে তিনি সেইরূপে অনতিবিলম্বে নলের প্রত্যানয়নার্থ নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় যাত্রা করুন।

অনন্তর দময়ন্তী পর্ণাদকে বিশ্রাম ও গতক্লম দেখিয়া প্রার্থনাধিক অর্থ দান-দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজবর! নলরাজ আগমন করিলে আমি পুনরায় আপনাকে অর্থ প্রদান করিব। আপনি আমার অসীম উপকার করিয়াছেন, এরূপ আর কেহই করিবে না। আমি আপনারই প্রসাদে অবিলম্বে স্বামিসমাগম লাভ করিব। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক দময়ন্তীকে আশ্বাসিত করিয়া কৃতার্থম্মন্য চিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর দময়ন্তী দুঃখিত মনে মাতৃসন্নিধানে সুদেবকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, হে সুদেব! তুমি কামগামীর ন্যায় শীঘ্র অযোধ্যা নগরীতে উপনীত হইয়া মহারাজ ঋতুপর্ণকে কহিবে যে, ভীমসুতা দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর হইবে; অনেকানেক রাজা ও রাজপুত্রগণ স্বয়ম্বরসভায় গমন করিতেছেন। আগামী কল্য স্বয়ম্বরের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দময়ন্তী দিবাকর সমুদিত হইলেই দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্র গমন করুন। নল-রাজ জীবিত আছেন কি না, দময়ন্তী ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে না পারিয়া ঈদৃশ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন। এই বলিয়া তিনি সুদেবকে বিদায় দিলেন। অনন্তর সুদেব ঋতুপর্ণসন্নিধানে সমুপনীত হইয়া আদ্যোপান্ত দময়ন্তীবাক্য সকল নিবেদন করিলেন।

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! রাজা ঋতুপর্ণ সুদেবমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বাহুককে মধুরবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, হে অশ্ববিদ্যা-বিশারদ! আমি শুনিলাম, দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বর সমুপস্থিত; তদুপলক্ষে আমি এক দিবসমধ্যে বিদর্ভ

নগরীতে উপস্থিত হইতে অভিলাষ করি; এ বিষয়ে তুমি কি বিবেচনা কর। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নল-রাজের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, দময়ন্তী দুঃখমোহিত হইয়া যথার্থতই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বোধ হয়, আমার নিমিত্তই এই উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। হা! আমি তৎকালে একান্ত অনুরাগিণী সহধর্ম্মিণীকে প্রতারণা করিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্রের ন্যায় কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! স্ত্রীলোকের স্বভাব অতি চঞ্চল; আমারও দোষ অতি নিদারুণ; সুতরাং দময়ন্তী চির বিরহে তাদৃশ অসাধারণ অনুরাগ এককালে বিস্মৃত হইয়া পুনঃ স্বয়ম্বরের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু দময়ন্তী পতি-বিয়োগজনিত শোক ও নৈরাশ্যে সাতিশয় উৎকণ্ঠিতা আছে; বিশেষতঃ আমার ঔরসে তাহার দুইটী সন্তান জন্মিয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, স্বয়ম্বরসংক্রান্ত কিম্বদন্তী নিতান্ত অমূলক। যাহা হউক, তথায় উপস্থিত হইয়া এবিষয়ের সত্যাসত্য সম্যক্ অবগত হইব। এক্ষণে আমার স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ঋতুপর্ণ রাজের মনোরথ পূর্ণ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই।

বাহুক মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া অতি দীন মনে কৃতাঞ্জলিপুটে ঋতুপর্ণ রাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার বাক্যে অনুমোদন করিতেছি, এক দিবসমধ্যেই আপনাকে লইয়া বিদর্ভ নগরীতে উপস্থিত হইব। অনন্তর নৃপতির আদেশানুসারে অশ্বশালায় গমন করিয়া অশ্বগণের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাজার ব্যগ্রতায় শশব্যস্ত হইয়া বারংবার বিচার ও পরীক্ষা করিয়া কয়েকটি গমনপটু কৃশ অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন। ঐ অশ্বসকল তেজোবলসংযুক্ত, উৎকৃষ্ট জাতি-সম্ভূত, সুশিক্ষিত, সিন্ধুদেশজাত, হীন লক্ষণবিবর্জ্জিত, মারুতগামী ও দশ আবর্ত্তে অলঙ্কৃত, তাহাদিগের হনুদেশ অতিশয় বিস্তীর্ণ ও প্রোথ অতিপৃথু।

ঋতুপর্ণ-রাজ ঐ সকল অশ্বকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অহে বাহুক! তুমি কি আমার প্রার্থনাসিদ্ধিবিষয়ে প্রতারণা করিতেছ? এই সকল অল্পপ্রাণ ও হীনবল হয়গণ কিরূপে এই দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিবে। বাহুক কহিলেন, মহারাজ! এই সকল অশ্বের ললাটদেশে একটী, মস্তকে দুইটী, পার্শ্ব ও উপপার্শ্বে চারিটী, বক্ষঃস্থলে দুইটী ও পশ্চাদ্ভাগে একটী, এই দশটী আবর্ত্ত আছে; নিঃসংশয়ে কহিতেছি, ইহারাই বিদর্ভ দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে। অথবা আপনি যে সকল অশ্বগণকে মনোনীত করিবেন, তাহাদিগকেই আমি যোজনা করি। ঋতুপর্ণ রাজ কহিলেন, হে বাহুক! তুমি অশ্বপরীক্ষায় দক্ষ, অতএব তুমি যাহাদিগকে কার্য্যক্ষম বিবেচনা করিবে, অবিলম্বে তাহাদিগকেই রথে যোজনা কর।

তখন বাহুক সুজাতিজাত, সুশিক্ষিত ও

বেগগামী তুরঙ্গমচতুষ্টয় রথে যোজনা করিলে, রাজা সত্বরে রথবরে আরোহণ করিলেন। অশ্বরত্ন সকল জানু সঙ্কোচ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। নরবর নল-রাজ তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও বার্ষ্ণেয় সারথিকে রথে আরোপিত করিয়া স্বয়ং বল্গাগ্রহণপূর্ব্বক বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। অশ্বগণ প্রণালীক্রমে চালিত হইয়া গগনমার্গে উত্থিত হইলে। অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ তাঁহাদিগের বেগাতিশয্য সমবলোকনে সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। বার্ষ্ণেয় সারথি রথের অনির্ব্বচনীয় শব্দ ও বাহুকের তাদৃশ হয়সংগ্রহ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহার অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; বোধ হয়, ইনি ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সারথি মাতলি; কারণ এই মহাবীর বাহুকে তদীয় সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অথবা অশ্বকুলতত্ত্বজ্ঞ শালিহোত্র পরম শোভন মানুষ কলেবর পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া থাকিবেন কিম্বা ইনি পরপুরঞ্জয় নল-রাজ; কারণ তিনি যেরূপ অশ্ববিদ্যা বিশারদ, বাহুকও তদ্রূপ সুশিক্ষিত। বাহুক বয়ঃক্রম ও অশ্ববিজ্ঞান বিষয়ে নল-রাজের তুল্য লক্ষিত হইতেছেন; কিন্তু ইনি নলরাজ নহেন; তৎসদৃশ অন্য কোন মহাত্মা হইবেন; কারণ, কত শত লোক দৈববিধানানুসারে অথবা শাস্ত্রোক্ত নিয়মাবলম্বী হইয়া প্রচ্ছন্ন বেশে পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন। বাহুক নল অপেক্ষা নিতান্ত বিরূপ ও শারীরিক পরিমাণ বিষয়েও একান্ত পরিহীন, যদিও বয়ঃক্রম তুল্য, তথাপি রূপাদিতে সম্যক্ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে। নলরাজের যে সকল অসাধারণ গুণ আছে, বোধ হয়, বাহুকেরও সেই সকল গুণ থাকিতে পারে। সারথি বার্ষ্ণেয় মনে মনে এইরূপ বিচার ও চিন্তা করিয়া হর্ষসাগরে মগ্ন হইল, রাজা ঋতুপর্ণ বাহুকের অসাধারণ হয়জ্ঞতা, তাদৃশ হয়সংগ্রহ, একাগ্রচিত্তা, উৎসাহ ও দৃঢ়তর যত্ন নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! বাহুক গগনচারীর ন্যায় অনতিকাল-মধ্যে নদ, নদী বন, পর্ব্বত ও সরোবর সমস্ত অতিক্রম করিয়া মহাবেগে আকাশমার্গে গমন করিতেছেন, এই অবসরে ঋতুপর্ণ-রাজের উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গ হইতে স্খলিত ও অধঃপ্রদেশে নিপতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক! তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত কর, আমার উত্তরীয় বসন স্খলিত হইয়াছে; বার্ষ্ণেয় গিয়া উহা আনয়ন করিবে। বাহুক কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার উত্তরীয় বস্ত্র অঙ্গচ্যুত হইয়া এক যোজন অন্তরে নিপতিত হইয়াছে; এক্ষণে উহা আহরণ করা নিতান্ত সুকঠিন।

অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজ ফলপল্লবোপশোভিত এক বিভীতক বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিয়া শশব্যস্ত চিত্তে বাহুককে কহিলেন, হে

বাহুক! গণনাবিষয়ে আমার উৎকৃষ্ট বল অবলোকন কর। সকলে সকল বিষয়ের পারদর্শী হইতে পারে না, এই সংসারে কাহারও সর্ব্বজ্ঞতা নাই; এক পুরুষে জ্ঞানের সম্যক্ সমাবেশ থাকা নিতান্ত অসম্ভব। এই বিভীতক বৃক্ষে যে সকল ফল ও পত্র বিদ্যমান রহিয়াছে এবং যাহা নিপতিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এক শত এক পত্র ও এক শত এক ফল ভূতলে পতিত হইয়াছে, আর দুই শাখাতে পঞ্চ কোটি পত্র আছে। ঐ শাখাদ্বয় ও অন্যান্য প্রশাখা অনুসন্ধান কর, তাহাতে দুই সহস্র পঞ্চোনশত ফল আছে দেখিতে পাইবে। তখন বাহুক রথবেগ নিবারণ-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেমন পরোক্ষবিষয়ে শ্লাঘা করিতেছেন, আমি এই ক্ষণেই বৃক্ষ ছেদন পূর্ব্বক উহার ফল ও পত্র সমুদয় গণনা করিলে তদ্বিষয়ে আর পরোক্ষতা থাকিবে না। আমি আপনার সমক্ষেই এই বৃক্ষ ছেদন করিব। আপনি ফল ও পত্রের যে সংখ্যা নির্ণয় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সংশয় জন্মিতেছে; এক্ষণে আপনার সম্মুখেই উহা গণনা করিয়া দেখিব। বার্ষ্ণেয় সারথি মুহূর্ত্ত কালের নিমিত্ত অশ্বের রশ্মি গ্রহণ করুক। ঋতুপর্ণ রাজ কহিলেন, হে বাহুক! এক্ষণে বিলম্বের আর অবসর নাই, সত্বরে বিদর্ভ নগরে যাইতে হইবে। বাহুক অতি যত্নপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন, অথবা যদি নিতান্তই ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে বার্ষ্ণেয় এই কল্যাণকর পথ অবলম্বন করিয়া আপনাকে বিদর্ভ দেশে লইয়া যাউক। রাজা কহিলেন, হে বাহুক! তুমিই সারথি; এই পৃথিবীতে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সারথি আর নাই। ফলতঃ তুমি সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছ বলিয়াই, আমি বিদর্ভ নগরীতে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম; তুমি আর প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যদি অদ্য বিদর্ভ দেশে উপস্থিত হইয়া আমাকে সূর্য্য দর্শন করাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার সকল বাসনাই সম্পূর্ণ করিব।

বাহুক কহিলেন, মহারাজ! আমি বৃক্ষের ফলপত্র সংখ্যা না করিয়া বিদর্ভ দেশে গমন করিব না, আপনাকে আমার এই কথাটি রক্ষা করিতে হইবে। তখন নৃপতি অনিচ্ছাপূর্ব্বক বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক! মৎসমাদিষ্ট শাখার এক দেশমাত্র গণনা কর, তাহাতেই তুমি সম্পূর্ণ প্রীতি লাভ করিতে পারিবে। রাজার আদেশানুসারে বাহুক সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিভীতক বৃক্ষ ছেদনপূর্ব্বক নৃপতিনির্দ্দিষ্ট ফল ও পত্র সংখ্যা করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহিলেন, মহারাজ! আমি এক্ষণে আপনার এই লোকাতীত ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিলাম। আপনি যে বিদ্যাপ্রভাবে উহা জানিতে পারিয়াছেন, আমি তাহা শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষুক হইয়াছি, অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। তখন দ্রুত গমনোৎসুক মহারাজ

ঋতুপর্ণ কহিলেন, হে বাহুক! আমি গণনাবিশারদ ও অক্ষহৃদয়জ্ঞ। বাহুক কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমা হইতে অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার বিনিময়স্বরূপ সংখ্যান বিদ্যা প্রদান করুন। রাজা ঋতুপর্ণ কার্য্যগৌরব ও অশ্ববিজ্ঞান-বিদ্যা লাভলোভে বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক! তুমি আমা হইতে এই বিদ্যা গ্রহণ কর, আমার অশ্ববিদ্যা এক্ষণে তোমাতেই নিক্ষিপ্ত থাকুক, এই বলিয়া বাহুককে সেই বিদ্যা প্রদান করিলেন।

সেই অক্ষবিদ্যা-প্রভাবে দেহান্তর্গত দুরাত্মা কলি অনবরত কর্কোটক বিষ উদ্গার করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইল ও তৎক্ষণাৎ দময়ন্তীর শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরিশেষে পুনর্ব্বার পূর্ব্বাকার প্রাপ্ত হইল। নলরাজ অতি দীর্ঘকাল কলি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া আত্মজ্ঞানশূন্য ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়াছিলেন; এক্ষণে কলিকে সম্মুখীন দেখিয়া রোষকষায়িত লোচনে শাপ প্রদানে উদ্যত হইলেন। কলি শঙ্কিত হইয়া কম্পিত কলেবরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে নলরাজকে কহিল, মহারাজ! ক্রোধ সংবরণ করুন; আমি আপনার এক মহীয়সী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিব। পূর্ব্বে যখন আপনি দময়ন্তীকে অরণ্যমধ্যে অকারণ পরিত্যাগ করেন, তৎকালে তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করেন; তদবধিই আমি একান্ত দুঃখিত ও ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিত হইয়া আপনার দেহাভ্যন্তরে অধিবাস করিতেছিলাম। হে মহারাজ! এক্ষণে আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি, যদি শরণাগত ও ভয়ার্ত্তকে অভিসম্পাত না করেন, তাহা হইলে এই জগতীতলে যে সকল মনুষ্য আপনার নাম কীর্ত্তন করিবে, তদবধি তাহাদিগের প্রতি আর আমার অধিকার থাকিবে না। নলরাজ এইরূপ অভিহিত হইয়া ক্রোধ সংবরণ করিলেন। অনন্তর কলি নলের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে সাতিশয় ভীত ও অন্য-কর্ত্তৃক অলক্ষিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই বিভীতক বৃক্ষে প্রবিষ্ট হইল। বিভীতক তরু কলির আবেশপ্রভাবে অপ্রশস্ত হইয়া গেল।

অনন্তর কলিবিনির্ম্মুক্ত ও বিগতজ্বর নল মহারাজ বৃক্ষের ফল সংখ্যা করিয়া অলৌকিক তেজঃ ও মহতী প্রীতি লাভ করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক বিদর্ভাভিমুখে অশ্বগণকে বায়ুবেগে চালনা করিতে লাগিলেন। নল নরপতি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে কলিও স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তিনি কলি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া গতক্লেশ ও সুস্থকায় হইলেন, কিন্তু তাঁহার রূপ তদ্রূপই রহিল।

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

অনন্তর ঋতুপর্ণ-রাজ সায়ংকালে বিদর্ভ নগরীতে উত্তীর্ণ হইলে, দূতেরা ভীমরাজের সন্নিধানে তাঁহার উপস্থিতি-সংবাদ নিবেদন করিল। ভীম নরপতি পরম সমাদরে তাঁহাকে আনয়ন করিতে আদেশ প্রদান করিলে, তিনি তখন রথনির্ঘোষে

দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কুণ্ডিনপুরে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে নৈষধের অশ্বগণ তাঁহার সমাগমে যেরূপ হর্ষ প্রকাশ করিত, সেইরূপ এক্ষণে তদীয় রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। দময়ন্তী জলদকালীন গভীর মেঘগর্জ্জনতুল্য রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিলেন, পূর্ব্বে অশ্বগণ নল-রাজকর্ত্তৃক সংগৃহীত হইয়া রথে যোজিত হইলে যেরূপ রথনির্ঘোষ হইত, ইহাও তদ্রূপ বোধ হইতেছে। অনন্তর প্রাসাদস্থ ময়ূর, মাতঙ্গ ও তুরঙ্গমগণ সেই গভীর রথঘোষ শ্রবণপূর্ব্বক উন্মুখ ও উৎসুক হইয়া আনন্দনাদ করিতে লাগিল। এই অবসরে দময়ন্তী কহিলেন, এই রথনির্ঘোষ ভূমণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া যেন আমাকে আহ্লাদিত করিতেছে; ইহাতে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাত্মা নল নরপতি আসিয়া থাকিবেন। আমি আজি যদি সেই অসংখ্য গুণধর বীরবর নল রাজের নির্ম্মল মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আত্মঘাতী হইব। আমি যদি তাঁহার সেই সুখস্পর্শ ভুজযুগলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। যদি সেই গম্ভীরস্বর নিষধাধিপতি নল আমাকে সম্ভাষণ না করেন, তাহা হইলে আমি অবশ্যই আত্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইব। যদি মত্তকুঞ্জরবিক্রান্ত নল-রাজ আমার সন্নিধানে সমাগত না হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবেশ করিব, তাহার সন্দেহ নাই। আমি তাঁহার নিকট কখনই মিথ্যা কহি নাই; কখন তাঁহার অপকার বা স্বেচ্ছাক্রমে প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি নাই। তিনি প্রভু, ক্ষমাশীল, বীর, বদান্য ও পরস্ত্রীপরাঙ্মুখ। এক্ষণে আমি তদেকান্তচিত্ত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তাঁহারই গুণ চিন্তা করিতেছি, প্রিয়বিচ্ছেদজনিত শোক আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে।

দময়ন্তী বিনষ্টসংজ্ঞপ্রায় হইয়া বারংবার এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে প্রিয় দর্শনমানসে প্রাসাদে আরোহণ করিবামাত্র বার্ষ্ণেয় ও বাহুকসমভিব্যাহারী অযোধ্যাধিপতি মহারাজ ঋতুপর্ণকে রাজভবনের মধ্যম কক্ষায় নিরীক্ষণ করিলেন।

অনন্তর বার্ষ্ণেয় ও বাহুক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অশ্বগণকে উন্মোচনপূর্ব্বক একান্তে রথ স্থাপন করিলে, অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণ রথগর্ভ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভীমপরাক্রম ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভীম সমুচিত সৎকার-দ্বারা তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিলে, ঋতুপর্ণও তৎকৃত পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বিচিত্র আসনে উপবেশন করিলেন; কিন্তু বারংবার অনুসন্ধান করিয়াও স্বয়ম্বরের কোন উদ্যোগ দেখিতে পাইলেন না। ফলতঃ দময়ন্তী জননী সমভিব্যাহারে নির্জ্জনে পরামর্শ করিয়া ভীমের অগোচরে যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে তিনি ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারেন নাই।

এদিকে বিদর্ভাধিপতি ভীমও তদীয়

অভিসন্ধি বোধ করিতে না পারিয়া স্বাগত-প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! আপনি কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? রাজা ঋতুপর্ণ, এক্ষণে কি প্রত্যুত্তর দিব, চিন্তা করিলেন; ইনি ত স্বয়ম্বরের কোন কথারই উল্লেখ করিলেন না। আমিও রাজা এবং রাজপুত্রদিগকে এস্থানে আগমন করিতে দেখিতেছি না; ব্রাহ্মণগণেরও সমাগম নাই। এক্ষণে কি বলি; মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীম নরপতি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেন, ইনি শতাধিক যোজন পথ অতিক্রম করিয়া কি কারণে আগমন করিয়াছেন। অনেকানেক রাজ্য ও বহুসংখ্যক গ্রাম নগর উল্লঙ্ঘন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। ফলতঃ আগমন-কারণেরও অতি সামান্য কার্য্যই নির্দ্দেশ করিলেন; কিন্তু ইহার যাথার্থ্য পক্ষে আমার বিলক্ষণ সংশয় জন্মিতেছে; যাহা হউক, পশ্চাৎ ইহার কারণ অবগত হওয়া যাইবে।

ভীম নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কহিলেন, মহাশয়! আপনি সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন; এক্ষণে বিশ্রাম করুন, এই বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সৎকার-পূর্ব্বক বিদায় করিলেন। ঋতুপর্ণ সংকৃত ও রাজভৃত্যবর্গে অনুগত হইয়া প্রীত ও প্রসন্ন মনে তন্নির্দ্দিষ্ট ভবনে প্রবেশ করিলেন। তখন বার্ষ্ণেয় ও রাজা ঋতুপর্ণ ইঁহারা সকলে গমন করিলে, রথবাহক বাহুক রথ লইয়া রথশালায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় অশ্বদিগের যথাবিধি পরিচর্য্যা করিয়া স্বয়ং রথগর্ভে উপবেশন-পূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।

এদিকে দময়ন্তী ঋতুপর্ণ নৃপতি, সূতপুত্র বার্ষ্ণেয় ও বিরূপ বাহুককে সন্দর্শন করিয়া শোকাকুলিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে নল রাজের এইরূপ রথশব্দ শ্রবণ করিতাম, কিন্তু এক্ষণে নলকে অবলোকন করিতেছি না, তবে এ কাহার রথশব্দ। বোধ হয়, বার্ষ্ণেয় অশ্ববিজ্ঞান বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে, সেই হেতু নল-রাজের রথের ন্যায় এই রথেরও গভীর শব্দ হইতেছিল। অথবা অযোধ্যাধিপতি ঋতুপর্ণই নল-রাজের তুল্য; সেই নিমিত্ত তাঁহার ন্যায় এই রথেরও গভীর শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল। দময়ন্তী মনে মনে এইরূপ নানাপ্রকার তর্ক বিতর্ক করিয়া নল-রাজের অন্বেষণার্থ এক দূতীকে প্রেরণ করিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

দময়ন্তী কেশিনীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কেশিনি! ঐ যে হ্রস্ববাহু বিকৃত-কলেবর সারথি রথোপান্তে উপবেশন করিয়া আছেন, তুমি সাবধানে বিনীতভাবে উঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা কর। উঁহাকে অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণ যেরূপ সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হই-

তেছে, ইহাতে বোধ হয়, উনি বীরসেন-সুত নল-রাজ হইতে পারেন। তুমি সমুচিত সম্ভাষণপূর্ব্বক কথাপ্রসঙ্গে পর্ণাদের বাক্য গুলি উঁহার শ্রবণগোচর করিবে এবং উনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিবে। দময়ন্তী এই সকল উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কেশিনীকে প্রেরণ করিলেন ও স্বয়ং প্রাসাদে আরোহণপূর্ব্বক পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুকসমীপে গমন করিয়া স্বাগত ও কুশল জিজ্ঞাসানন্তর কহিল, মহাশয়! আপনারা কোন্ সময়ে নিজ নগর হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন ও এ স্থানেই বা কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন? এই সকল বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তীর সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব আপনি এ বিষয়ের যাথার্থ্য সমুদায় বর্ণন করুন।

বাহুক কহিলেন, মহাত্মা কোশলরাজ দ্বিজমুখে কল্য দময়ন্তীর দ্বিতীয় স্বয়ম্বর হইবে শ্রবণ করিয়া শত-যোজনগামী মনোযব বাজিসমূহের সাহায্যে আগমন করিয়াছেন। আমি তাঁহারই সারথি।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! এই তৃতীয় ব্যক্তি কে, কাহার অধীন ও আপনিই বা কাহার অধিকৃত? আর আপনার প্রতিই বা কি নিমিত্ত এই কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইয়াছে।

বাহুক কহিলেন, ভদ্রে! এই তৃতীয় ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক নল-রাজের সারথি; ইনি বার্ষ্ণেয় বলিয়া বিখ্যাত। নল-রাজ প্রস্থান করিলে, ইনি ঋতুপর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া সারথ্য কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন। আমি অশ্বকুশল বলিয়া, রাজা ঋতুপর্ণ আমাকেও সারথ্য কর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও রন্ধন-ব্যাপারে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! নল-রাজ কোথায় গমন করিয়াছেন, বার্ষ্ণেয় কি তাহা অবগত আছেন? অথবা ইনি আপনার নিকটে তাঁহার বৃত্তান্ত কি কহিয়াছেন?

বাহুক কহিলেন, হে যশস্বিনি! বার্ষ্ণেয় পুণ্যাত্মা নল রাজের সন্তানদ্বয়কে এই স্থানে সমর্পণ করিয়া যথাভিলাষ প্রস্থান করিয়াছিলেন; ইনি ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন বৃত্তান্ত অবগত নহেন এবং অন্য কেহও তাঁহার বার্ত্তা কহিতে সমর্থ হইবে না। তিনি সৌন্দর্য্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্ম বেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিতেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা অবগত আছেন, তদ্ভিন্ন আর কেহই তাঁহার সেই অবস্থা অবগত নহে; তিনি কোন স্থানেই আপনার লক্ষণ সকল প্রকাশ করেন নাই।

কেশিনী কহিল, মহাশয়! প্রথমে যে ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় গমন করিয়া আপনার নিকট ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তীর এই সকল কথা কহিয়াছিলেন যে "হে কিতব! তদীয় প্রণয়িনী তোমাতে নিতান্ত অনুরক্ত, তুমি অরণ্যমধ্যে নিদ্রাবস্থায় তাহার বস্ত্রার্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছ? তুমি

তাহাকে যেরূপ আদেশ করিয়াছিলে, সে তাহাই প্রতিপালন করিয়া তোমার প্রতীক্ষায় কাল ক্ষেপণ করিতেছে। অতএব তুমি প্রসন্ন হইয়া তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান কর। হে মহামতে! দময়ন্তীর প্রিয় সংবাদ বল"। এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের সমক্ষে আপনি যে সকল প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, ভর্ত্তৃদারিকা বৈদর্ভী পুনরায় আপনার নিকট তাহা শ্রবণ করিতে সমুৎসুক হইয়াছেন।

কেশিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নল-রাজের হৃদয় নিতান্ত কাতর ও নয়নযুগল অশ্রুজলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি অযোধ্যাতে দময়ন্তীর পুনঃস্বয়ম্বর শ্রবণ করিয়া সেই বার্ত্তাবহ ব্রাহ্মণের নিকট যাহা কহিয়াছিলেন, এক্ষণে দহ্যমান হইয়াও দুঃখাবেগ সংবরণ-পূর্ব্বক পুনরায় তাহা কহিতে আরম্ভ করিলেন; "কুলকামিনীরা বিষম সঙ্কটে পতিত হইলেও স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করে; এই নিমিত্ত ঐ সকল পতিপ্রাণা সতীরা নিঃসন্দেহ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। তাহারা স্বামী-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেও কদাচ কোপ-পরায়ণ হয় না, বরং সদাচার-রূপ কবচে আবৃত হইয়া আপনার জীবন রক্ষা করে। অতএব সেই নল রাজ তাদৃশ বিষম দশাগ্রস্ত ও সুখপরিভ্রষ্ট হইয়া মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহাকে যে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার জাতক্রোধ হওয়া কোন ক্রমে উচিত নহে। নল-নৃপতি পক্ষিগণ-কর্ত্তৃক হৃতবসন ও মনঃপীড়ায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহার উপর ক্রোধ করা দময়ন্তীর উচিত নহে। নল-রাজ দময়ন্তীর প্রতি আদরই প্রকাশ করুন বা অনাদরই প্রকাশ করুন, তথাচ তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট, শ্রীহীন, ক্ষুধিত ও একান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধ করা কোন ক্রমেই দময়ন্তীর উচিত নহে"। নল-রাজ এই সকল কথা কহিতে কহিতে এরূপ দুর্ম্মনায়মান হইলেন যে, বাষ্পবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

কেশিনী বাহুকের বাক্য শ্রবণ ও তাঁহার চিত্তবিকার অবলোকন করিয়া বৈদর্ভীসমীপে গমনপূর্ব্বক সেই সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে রাজন্! দময়ন্তী কেশিনীর নিকট বাহুকসংক্রান্ত বৃত্তান্ত সকল শ্রবণগোচর করিয়া তাঁহাকেই নল বলিয়া সংশয় করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া কেশিনীকে কহিলেন, কেশিনি! তুমি পুনরায় তাঁহার নিকট গমন কর ও কিছু না বলিয়া সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার চরিত্র সকল পরীক্ষা কর। তিনি যে সময়ে যে কোন কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা করিবেন, তুমি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চেষ্টিত সকল পর্য্যবেক্ষণ করিবে। তিনি অনল প্রার্থনা করিলে, তুমি তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে; কদাচ অগ্নি প্রদান করিবে

না। তিনি জলানয়নের অনুমতি করিলে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইবে। হে কেশিনি! তুমি এইরূপে তাঁহার চরিত্র সকল পরীক্ষা করিয়া আমাকে নিবেদন করিবে। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে যে সকল লৌকিক বা অলৌকিক লক্ষণ লক্ষিত হইবে, তাহাও আমাকে কহিবে। দময়ন্তী কেশিনীকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার বাহুক-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

কেশিনী নল-রাজের যে সকল চিহ্ন অবগত হইল এবং তাঁহাতে যে সকল লৌকিক ও অলৌকিক লক্ষণ নিরীক্ষণ করিল, দময়ন্তীসমীপে আগমনপূর্ব্বক সেই সমুদায় অবিকল নিবেদন করিতে লাগিল, হে ভর্ত্তৃ-দারিকে! আমি পূর্ব্বে কখন ঈদৃশ মনুষ্য দর্শন বা শ্রবণগোচর করি নাই। পৃথিবী ও সলিল প্রভৃতি অনেক পদার্থ তাঁহার নিকট আজ্ঞাবহ হইয়া রহিয়াছে। তিনি অতি-হ্রস্ব দ্বারে প্রবিষ্ট হইবার সময়েও অবনত হয়েন না; অতি সঙ্কুচিত দ্বারবিবরও তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অধিকতর বিবৃতদ্বার হইয়া থাকে। রাজা ভীম ঋতুপর্ণ নরাধিপের নিমিত্ত নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী ও পাশব মাংস প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দ্রব্যজাত প্রক্ষালন করিবার নিমিত্ত তথায় কতকগুলি শূন্য কুম্ভ সংস্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু বাহুকের দৃষ্টিপাতমাত্রেই সেই সমস্ত কুম্ভ এক বারে বারিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তাহাতে সেই সমস্ত খাদ্য বস্তু প্রক্ষালন করিয়া একমুষ্টি তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে ধ্যান করিবামাত্র ঐ তৃণে সহসা হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি এই সমস্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকনে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম। ইহা ভিন্ন তাঁহাতে আরও অনেকানেক আশ্চর্য্য বিষয় দর্শন করিয়াছি। তিনি অগ্নি স্পর্শ করিলেও দগ্ধ হয়েন না; সলিল তাঁহার ইচ্ছানুসারে তৎক্ষণাৎ সমুপস্থিত হইয়া প্রবাহিত হয়। তিনি কতকগুলি পুষ্প গ্রহণ করিয়া হস্তদ্বারা অল্পে অল্পে মর্দ্দন করিলেন; কিন্তু পুষ্প-গুলি তদীয় করে মর্দ্দিত হইয়াও বিকৃত হইল না; প্রত্যুত পুনরায় বিকশিত হইয়া অধিকতর সৌরভ বিস্তার করিতে লাগিল। আমি এই সকল অদ্ভুত লক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতপদে আগমন করিতেছি।

দময়ন্তী কেশিনীর মুখে বাহুকের আচার ব্যবহার শ্রবণ করিয়া, আজি জীবিতে-শ্বরকে প্রাপ্ত হইলাম বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু পুনরায় কৌশল-দ্বারা স্বামিবিষয়ক সন্দেহ সকল নিঃশেষে অপ-নোদন করিবার নিমিত্ত রোদন করিতে করিতে মধুর বাক্যে কেশিনীকে কহিলেন, হে ভাবিনি! পুনরায় সেই প্রমত্ত বাহুকের সমীপে গমন করিয়া মহানস হইতে তাঁহার সংস্কৃত মাংস আনয়ন কর।

কেশিনী তৎক্ষণাৎ ত্বরিত পদে বাহুক-সমীপে গমনপূর্ব্বক অত্যুষ্ণ মাংস আনয়ন করিয়া দময়ন্তীকে প্রদান করিল। তিনি অনেক বার তাঁহার পাকরস আস্বাদন

করিয়া জাতসংস্কার হইয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে সেই মাংস ভোজনে তাঁহাকে নল রাজা বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত ও একান্ত কাতর হইয়া সাতিশয় শোকাবেগে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক মুখ প্রক্ষালন করিয়া কেশিনীর সহিত ইন্দ্রসেনা ও ইন্দ্রসেন এই উভয় সন্তানকে নলসমীপে প্রেরণ করিলেন। নল-রাজ সুরসন্তান-সদৃশ স্বীয় সন্তানদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক উৎসঙ্গে আরোপিত করিলে, তাঁহার অন্তঃকরণ এরূপ শোকাকুলিত হইয়া উঠিল যে, তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনে অসমর্থ হইয়া মুক্তকণ্ঠে অতিমাত্র রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে চিত্তবিকার প্রকাশে আত্মপ্রকাশ সম্ভাবনায় সহসা সন্তানদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেশিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমি স্বীয় সন্তান-সদৃশ এই দারক-দ্বয়কে দর্শন করিয়া সহসা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছি; তুমি ইহাতে অন্য শঙ্কা করিও না। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা এদেশে অতিথিস্বরূপ হইয়া আসিয়াছি; তুমি বারংবার আমাদের নিকট যাতায়াত করিতেছ দেখিয়া, লোকে দোষের আশঙ্কা করিতে পারে; অতএব তোমাকে নমস্কার করি, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর।

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! কেশিনী পুণ্যশ্লোকের এই সমস্ত বিকার নয়নগোচর করিয়া দময়ন্তীর সমীপে আগমনপূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন করিল। পতি বিয়োগ-দুঃখিনী দময়ন্তী নলের-সহিত সাক্ষাৎ করিকরিবার অভিলাষে কেশিনীকে আদেশ করিলেন; তুমি জননীর সমীপে উপস্থিত হইয়া এই সকল কথা কহিবে যে, দেবি! ভর্ত্তৃদারিকা দময়ন্তী নল বিবেচনায় বাহুককে বহুবিধ কৌশল-দ্বারা পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহ হইয়াছেন; কেবল রূপ-বিষয়ে একমাত্র সংশয় আছে। এক্ষণে তিনি এক বার স্বয়ং পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করেন; অতএব আপনি মহারাজের জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারেই হউক, নল-রাজকে এস্থানে আনয়ন করুন, অথবা ভর্ত্তৃদারিকাকে তাঁহার নিকট গমন করিতে অনুমতি প্রদান করুন। তাঁহার এই প্রার্থনা আপনাকে পরিপূর্ণ করিতে হইবে।

রাজমহিষী দময়ন্তীর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া ভীম ভূপতিকে অবগত করাইলেন। তখন রাজা নিজ নন্দিনীর অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া তদীয় বাক্যে অনুমোদন করিলে, দময়ন্তী আপন কক্ষায় নলকে আনয়ন করিলেন। নল রাজ সহসা ধর্ম্মপত্নী দময়ন্তীকে নয়নগোচর করিয়া শোকদুঃখে অভিভূত হইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। দময়ন্তীও নলকে তাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত অবলোকন করিয়া তীব্রতর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর কাষায়-বসনাবৃতা, জটিলকেশা, মলিনাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে কহিলেন, হে বাহুক! তুমি কি পূর্ব্বে এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ

পুরুষকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, যিনি অরণ্যে নিদ্রিতা রমণীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন? পুণ্যশ্লোক নলরাজ ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি আলস্য-পরতন্ত্রা প্রিয়তমা ভার্য্যাকে নিরপরাধে অরণ্যমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন? আমি বাল্যাবধি তাঁহার নিকটে এমন কোন্ অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছিলাম যে, তিনি অরণ্যে নিদ্রিত দশায় আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! আমি পূর্ব্বে সাক্ষাৎ দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যাঁহাকে বরণ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে সাতিশয় অনুরক্তা ও পুত্রবতী দেখিয়াও কি প্রকারে পরিত্যাগ করিলেন! তিনি হুতাশন সমীপে দেবগণের সমক্ষে, আমি তোমারই হইব, বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন; এখন সেই সত্য কোথায় রহিল? এই প্রকার কহিতে কহিতে দময়ন্তীর শ্যামতারক, লোহিতোপান্ত নয়নযুগল হইতে অবিরল ধারে শোকসলিল বিগলিত হইতে লাগিল।

নিষধরাজ দময়ন্তীকে বিরহবেশধারিণী অবলোকন করিয়া কহিলেন, ভীরু! আমি যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি ও তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা আমার নিজ দোষ নহে; কেবল কলিপ্রভাবেই এই ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। তুমি সেই বিষম সঙ্কটে বনবাসিনী হইয়া আমার নিমিত্ত দিনযামিনী কেবল শোক করিতে করিতে যাহাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলে, সেই কলি তোমার শাপানলে দগ্ধ হইয়া অগ্নিনিহিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল। হে শুভে! সেই পাপাত্মা কলি আমার ব্যবসায় ও তপস্যা দ্বারা পরাভূত হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে; অতএব আমাদের দুঃখের অন্তঃ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। আমি কেবল তোমার নিমিত্তই এস্থানে আগমন করিয়াছি; আমার আর অন্য কোন প্রয়োজন নাই। অয়ি ভীরু! তোমার ন্যায় কামিনীগণ কি অনুরক্ত একান্ত বশংবদ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কদাচ অন্যকে বরণ করে? ভূপতির আদেশানুসারে সমস্ত ধরামণ্ডলে এই কথা প্রচারিত হইয়াছে যে, ভীমসুতা দময়ন্তী স্বৈরিণীর ন্যায় আপনার অনুরূপ দ্বিতীয় ভর্ত্তাকে বরণ করিবেন। রাজা ঋতুপর্ণ এই কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া তোমার ভবনে উপস্থিত হইয়াছেন।

দময়ন্তী নলের এইরূপ পরিদেবন শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া কম্পিত-কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! আমি যখন দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে বরণ করিয়াছি, তখন আমার প্রতি দোষারোপ করিয়া সন্দিহান হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে! ব্রাহ্মণগণ তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত আমার গাথা গান করিয়া চতুর্দ্দিকে গমন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পর্ণাদ নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অযোধ্যায় ঋতুপর্ণ-রাজের ভবনে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি তোমার সমক্ষে আমার কথা কহিলে,

তুমি তাঁহাকে যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আমার নিকট আসিয়া তাহা ব্যক্ত করিলে, আমি তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় অবধারণ করিলাম; কারণ, তোমা ব্যতীত আর কেহই এক দিনে বাজিগণসাহায্যে শতযোজন পথ অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। এক্ষণে আমি তোমার পাদস্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতেছি, আমি মনে মনেও কিঞ্চিন্মাত্র অসৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি নাই। যিনি সর্ব্বভূত-সাক্ষী সদাগতি এই সমুদায় পৃথিবী সঞ্চরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই জগৎ-প্রাণ আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সর্ব্বদা সকল লোকে আলোক বিস্তার করিয়া বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই ভূত-ভাবন ভগবান্ সহস্রদীধিতি আমার প্রাণ সংহার করুন। যিনি সাক্ষীস্বরূপ হইয়া সকল ভূতের মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, যদি আমি পাপাচরণ করিয়া থাকি, সেই নিশানাথ আমার প্রাণ সংহার করুন। এই ত্রিলোকধারী দেবত্রয় যথার্থ বলুন, আমি অধর্ম্মাচরণ করিয়াছি কি না।

দময়ন্তীর বাক্যাবসান হইলে সমীরণ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে নল! আমি সত্য কহিতেছি, দময়ন্তী কখন পাপাচরণ করেন নাই; ইনি স্বীয় অসীম শীলরত্ন সুন্দররূপে রক্ষা করিয়াছেন। আমরা ক্রমাগত তিন বৎসর ইঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি এবং এক্ষণেও সাক্ষ্য প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। দময়ন্তী কেবল তোমাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত এই উপায় বিধান করিয়াছেন; কারণ তোমা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই অশ্বদ্বারা এক দিনে শতযোজন পথ অতিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হয় না। এক্ষণে তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়াছ; অতএব সংশয় পরিত্যাগ করিয়া একত্র সহবাসসুখে কালাতিপাত কর। সর্ব্বত্রগামী সমীরণ এইরূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে পুষ্পবৃষ্টি ও দেবগণের দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল এবং সুশীতল গন্ধবহ মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিল।

নল-রাজ এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া দময়ন্তীর চরিত্রবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি নাগরাজদত্ত পরিশুদ্ধ বসন পরিধান করিয়া তাঁহাকে স্মরণপূর্ব্বক স্বীয় রূপ লাভ করিলেন। ভীমসুতা দময়ন্তী স্বীয় কান্তকে পূর্ব্ববৎ কান্তিমান্ অবলোকন করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। নল-নৃপতিও দময়ন্তী এবং সন্তানদ্বয়কে আলিঙ্গন করিয়া অপার আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। আয়তলোচনা সুবদনা দময়ন্তী স্বীয় বক্ষঃস্থলে প্রিয়তমের বদনমণ্ডল বিন্যস্ত করিয়া পূর্ব্বতন দুঃখ সকল স্মরণ-পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তখন নিষধরাজ নল মলিনকলেবরা স্মেরমুখী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া শোকভরে জড়ীভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

অনন্তর বিদর্ভরাজমহিষী নৃপতিকে দময়ন্তী ও নলের সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি কহিলেন, আমি কল্য প্রাতঃকালে দময়ন্তীর সহিত সুখাসীন কৃতবেশ নল-নৃপতির সহিত সাক্ষাৎ করিব; তাহারা আজি যথাসুখে কালাতিপাত করুক।

অনন্তর দময়ন্তী ও নল-রাজ যামিনী-যোগে রাজনিবেশনে প্রবেশপূর্ব্বক আপনাদের পুরাতন বনবাস-বৃত্তান্ত লইয়া কথোপকথন করিতে করিতে সময় অতিবাহন করিলেন। নল-রাজ বর্ষত্রয়ব্যাপী বিরহানলে দহ্যমান হইতেছিলেন, এক্ষণে প্রিয়তমাকে প্রাপ্ত হইয়া আনন্দের পরাকাষ্ঠা লাভ করিলেন। যেমন অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা বসুন্ধরা সলিলপরিপ্লুত হইলে আপ্যায়িত হয়, সেইরূপ দময়ন্তীও নিষধনৃপতিকে লাভ করিয়া আনন্দের উচ্চতর সীমায় আরোহণ করিলেন। যেমন পূর্ণমণ্ডল-কুমুদিনীনাথসনাথা যামিনী সাতিশয় শোভা বিস্তার করে, সেইরূপ বিগততন্দ্রা, গলিত-সন্তাপা, হর্ষোৎফুল্লনয়না, পূর্ণকামা নৃপতনয়া অধিকতর শোভমান হইতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নিষধরাজ নল উত্তম বেশভূষা সমাধান-পূর্ব্বক দময়ন্তীর সহিত সুখে যামিনী যাপন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পত্নী-সমভিব্যাহারে বিদর্ভরাজের নিকট উপনীত হইয়া অতি বিনীত ভাবে শ্বশুরচরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর দময়ন্তীও পিতাকে অভিবাদন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। বিদর্ভরাজ জামাতাকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দে পুলকিত হইলেন এবং মহাসমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক সুতনির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আলিঙ্গন, তদীয় মস্তকাঘ্রাণ ও যথোচিত সৎকার করিয়া উভয়কেই নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন। নল-রাজ সৎকৃত হইয়া বিধিপূর্ব্বক শ্বশুরের পরিচর্য্যা করিলেন। জনপদস্থ সমস্ত লোক বহু দিবসের পর নিষধরাজকে প্রত্যাগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইল। তাহাদিগের হর্ষজনিত কোলাহলে নগর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ও পুরমধ্যে নিরন্তর আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। পুরবাসিগণ কুসুমমালায় স্ব স্ব দ্বারদেশ সুশোভিত করিল; স্থানে স্থানে ধ্বজ-পতাকা বিরাজিত রাজপথ সকল সলিল-সিক্ত, সম্মার্জ্জিত ও পুষ্পরাশি সমাকীর্ণ হওয়াতে সেই নগরীর অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইল। অধিবাসী লোকেরা মঙ্গলার্থী হইয়া সমুদায় দেবালয়ে নানাপ্রকার পূজোপহার প্রদান করিতে লাগিল।

ভূপাল ঋতুপর্ণ, বাহুকবেশধারী নল-রাজ দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং রাজাকে আনয়ন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল মানসে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনাপূর্ব্বক বিনয় বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে বহু কালের পর নিজ পত্নীর সহিত সমাগত হইয়াছেন, ইহা আমার পরম

ভাগ্য। আপনি ছদ্মবেশে আমার আবাসে অবস্থিতি করিয়াছিলেন ; সেই অজ্ঞাতবাস সময়ে আমি বুদ্ধি পূর্ব্বক কোন অপরাধ করি নাই ; কিন্তু প্রার্থনা করি, যদি জ্ঞানকৃত অথবা অজ্ঞানকৃত কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাও মার্জনা করিতে হইবে।

নল-রাজ কহিলেন, হে পার্থিব! আমি সত্য বলিতেছি, আপনি আমার অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই, অথবা যদি ভ্রান্তিক্রমে কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তাহাতেও ক্রোধ করিব না বরং ক্ষমা করিব। পূর্ব্বে আপনি আমার সখা ছিলেন এবং আপনার সহিত বিশেষ সম্বন্ধও আছে ; অতএব অতঃপর আর ক্ষমা প্রার্থনার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে উদ্বেগ দূর করিয়া পরম প্রীতি লাভ করুন। আমি সর্ব্বদা সুবিহিত বিবিধ কাম্য বস্তু উপভোগ করিয়া আপনার গৃহে যাদৃশ সুখে বাস করিয়াছিলাম, স্বগৃহেও সেরূপ সুখ সম্ভোগ হওয়া সুকঠিন। মহাশয়! আপনার যে অশ্ববিদ্যা আমার নিকট ন্যস্ত হইয়া রহিয়াছে, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে এক্ষণে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। নিষধরাজ এই কথা বলিয়া ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা প্রদান করিলে, তিনিও বিনিময়স্বরূপ তাঁহাকে অক্ষতত্ত্ব প্রদান-পূর্ব্বক বিধানানুসারে তদ্দত্ত অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অন্য এক সারথি লইয়া স্বপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঋতুপর্ণের প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি কুণ্ডিনপুরে অত্যল্প কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, হে কৌন্তেয়! নিষধ-রাজ শ্বশুরালয়ে এক মাস বাস করিয়া বিদর্ভরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক পরিমিত পরিজন-সমভিব্যাহারে স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে এক খানি রথ, ষোড়শ হস্তী, পঞ্চাশৎ অশ্ব ও ছয় শত পদাতি চলিল। নল-রাজ সত্বর হইয়া প্রচণ্ড বেগে গমন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, মেদিনীমণ্ডল কম্পিত হইতেছে। তিনি অনতিকাল-মধ্যেই রাজধানীতে উত্তীর্ণ হইয়া স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, পুষ্কর! পুনর্ব্বার দ্যূতক্রীড়া করিতে হইবে। আমি বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছি। এই সমস্ত অর্থ ও তদ্ব্যতীত অন্য যাহা কিছু সম্পত্তি আছে এবং প্রিয়তমা দময়ন্তীকেও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব, অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, দ্যূতারম্ভ হউক। কিন্তু তোমাকেও রাজ্য পণ রাখিতে হইবে। যদি ইহাতেও জয় লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে পরিশেষে প্রাণ পর্য্যন্তও পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিব। অন্যের ধনসম্পত্তি ও রাজ্য জয় করিয়া প্রতিপণ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; পণ্ডিতেরা উহাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদ্যপি অক্ষদ্যূত-পরাঙ্মুখ হও, তাহা হইলে রণক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে ; সেই যুদ্ধে অন্যের সহায়তা থাকিবে না ; কেবল আমরা উভয়ে অনন্য-

সহায় হইয়া রথারোহণ-পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, ইহাতে জয়শ্রী তোমাকেই আশ্রয় করুন, অথবা আমাকেই আশ্রয় করুন ; এক পক্ষ জয়ী হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। প্রাচীনদিগের এই শাসন আছে যে, যে কোন উপায়-দ্বারা বংশপরম্পরাগত রাজ্য অবশ্যই অধিকার করিবে ; অতএব তুমি এক্ষণে একতর পক্ষ অবলম্বন কর ; হয় পুনর্ব্বার পাশক্রীড়া কর, নতুবা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও।

পুষ্কর নলের বাক্য শ্রবণানন্তর আপনারই জয়লাভ নিশ্চয় বোধ করিয়া সহাস্য বদনে কহিল, হে নৈষধ! তুমি ভাগ্যক্রমে বিপুল ধনোপার্জ্জন করিয়া আনিয়াছ ; আমি সর্ব্বদাই তোমাকে স্মরণ ও তোমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছি। তুমি সস্ত্রীক পণ্য হইয়াছ ; ইহা আমার পরম ভাগ্য। অদ্য আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল হইল এবং সৌভাগ্যফলে দময়ন্তীরও দুরদৃষ্ট ক্ষয় হইল। তোমার সমস্ত ধন-সম্পত্তি জয় করিলেই দময়ন্তী আপনি আসিয়া আমাকে ভজনা করিবে ; অথবা দ্যূতক্রীড়ায় সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিয়া চরিতার্থ হইব, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ, সেই অলোকসামান্য লাবণ্যবতী নিরন্তর আপনার হৃদয়ে বাস করিতেছেন। যেমন অপ্সরা সকল দেবরাজ ইন্দ্রের সেবা করিয়া থাকে, সেইরূপ জয়লব্ধা দময়ন্তী আমার পরিচর্য্যা করিবেন। অতএব আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, শীঘ্র দ্যূতারম্ভ হউক।

নল-রাজ অসম্বদ্ধপ্রলাপী পুষ্করের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া শাণিত খড়্গ-দ্বারা তাহার মস্তক-ছেদন করিবার মানস করিলেন। পরে ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে কহিলেন, অরে পুষ্কর! তুই এখন বারংবার পণের কথা কহিতেছিস্, কিন্তু পরে পরাজিত হইলে, তোর মুখে আর এ কথা থাকিবে না। অনন্তর উভয়ের দ্যূতারম্ভ হইল। নিষধরাজ এক পণেই পুষ্করের যথাসর্ব্বস্ব জয় করিয়া লইলেন। সে প্রাণপর্য্যন্ত পণ রাখিল, নলরাজ তাহাও জয় করিয়া সহাস্য মুখে কহিতে লাগিলেন, হে নৃপাপসদ! এত দিনে আমার সমগ্র রাজ্য নিষ্কণ্টক হইল এবং তোমারও সেই দুরাশা সমূলে উন্মূলিত হইল। এক্ষণে তোমার দময়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবারও ক্ষমতা রহিল না ; প্রত্যুত তোমাকে সপরিবারে তাঁহার দাসত্ব করিতে হইবে। রে মূঢ়! তুমি জান না যে, কেবল কলির প্রভাবে পূর্ব্বে আমাকে পরাস্ত করিয়াছিলে ; তাহাতে তোমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই। যাহা হউক, আমি পরাপরাধে তোমার প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না। আমি মনে করিলে, এই দণ্ডেই তোমার প্রাণদণ্ড করিতে পারি ; কিন্তু তাহার আবশ্যকতা নাই। আমি তোমাকে জীবন ভিক্ষা দিতেছি ; তুমি সচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর। তোমার যে সমস্ত ধন সম্পত্তি জয় করিয়াছি, তাহাও প্রদান করিলাম। তোমার প্রতি আমার সেইরূপ প্রীতিই আছে, সন্দেহ নাই। হে পুষ্কর! তুমি

আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ কখনই বিচ্ছিন্ন হইবার নহে; অতএব আশীর্ব্বাদ করি, তুমি শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরম সুখে কাল যাপন কর।

সত্যবিক্রম নিষধরাজ ভ্রাতাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া স্বপুরে প্রেরণ করিলেন। পুষ্কর বিনীত ভাবে ভ্রাতৃচরণে অভিবাদন-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, রাজন্! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ধন, প্রাণ ও আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন; আপনার চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবে না; এক্ষণে প্রার্থনা করি, আপনি অনন্ত কাল সুখসচ্ছন্দে জীবিত থাকিয়া রাজ্য ভোগ করুন।

পুষ্কর মহাসমাদরে ভ্রাতৃসন্নিধানে এক মাস বাস করিয়া বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আত্মীয়, স্বজন, ভৃত্যামাত্য ও মহতী সেনা সমভিব্যাহারে হৃষ্ট চিত্তে স্বীয় নগরে গমন করিলেন। তাঁহার প্রস্থানানন্তর নিষধাধিপতি সুশোভিত নিজ নগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরবাসীদিগকে নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। বহু দিবসের পর রাজাকে নয়নগোচর করিয়া তত্রত্য জনগণের আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না। অমাত্যপ্রমুখ পৌর ও জানপদেরা ভূপতিসমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! অদ্য আপনাকে পাইয়া আমরা পরম সুখী হইলাম। অমরগণ যেমন দেবরাজের উপাসনা করেন, তদ্রূপ আপনার উপাসনা করিবার নিমিত্ত আমরা পুনর্ব্বার সমুপস্থিত হইয়াছি।

নবসপ্ততিতম অধ্যায়।

বৃহদশ্ব কহিলেন, মহারাজ! নিষধাধিপতির আগমনে তদীয় নগর একান্ত প্রশান্ত ও মহোৎসবময় হইয়া উঠিল; প্রজাপুঞ্জের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। রাজা দময়ন্তীকে পিতৃগৃহ হইতে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বিদর্ভ দেশে সৈন্যসামন্ত সকল প্রেরণ করিলেন। বিদর্ভরাজ অবিলম্বে মহাসমাদরপূর্ব্বক কন্যাকে পাঠাইয়া দিলেন। দময়ন্তী সৎকৃত হইয়া পিতাকে অভিবাদন ও তৎকালোচিত অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক কন্যা পুত্র লইয়া পতিগৃহে যাত্রা করিলেন। মহারাজ নল তাঁহাকে কন্যা পুত্র-সমভিব্যাহারে আগত দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর প্রকাশ্য রূপে রাজ্য শাসন, প্রচুর-দক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও অবিনশ্বর যশোরাশি বিস্তার করিয়া সাতিশয় বিরাজমান হইয়া অতি বিস্তীর্ণ জম্বুদ্বীপের একাধিপত্য করিতে লাগিলেন।

হে পাণ্ডুবংশাবতংস রাজেন্দ্র! সেই প্রকার আপনিও অচিরকাল মধ্যে বন্ধুবান্ধবগণে পরিবৃত হইয়া দেদীপ্যমান হইবেন। অতএব আর চিন্তা করিবেন না। সুখ দুঃখ অতীব অকিঞ্চিৎকর; বিবেচনা করিয়া দেখুন, যে নল-রাজ দ্যূতক্রীড়ায় যথাসর্ব্বস্বে জলাঞ্জলি প্রদান করিয়া ভার্য্যার সহিত তাদৃশ দারুণ দুঃসহ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন; তিনিই পুনর্ব্বার আপন রাজ্যপদ প্রাপ্ত ও অভ্যুদয়শালী হইলেন।

আপনি ভ্রাতৃবর্গ ও দ্রৌপদীর সহিত নিরন্তর ধর্ম্ম চিন্তা করিয়া এই মহারণ্যে পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন ; বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বদাই আপনাকে সেবা করিতেছেন, অতএব আপনার বিলাপের বিষয় কি ? কর্কোটক নাগ, নল, দময়ন্তী ও রাজর্ষি ঋতুপর্ণের ইতিহাস শ্রবণ করিলে, কলির ভয় একবারে সুদূরপরাহত হয় ; এক্ষণে সেই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ভবাদৃশ ব্যক্তির হতাশ্বাস হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। মহারাজ ! পুরুষার্থের অস্থিরত্ব জানিয়া তাহার অভ্যুদয় বা নাশের বিষয়ে চিন্তিত হওয়া অনুচিত। আপনি এক্ষণে আশ্বাসিত হউন, আর শোক করিবেন না ; বিপৎপাতে বিমোহিত হওয়া কাপুরুষের লক্ষণ ; দৈবের প্রতিকূলতা-প্রযুক্ত পুরুষকার সকল নিষ্ফল হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তঃকরণ কদাচ বিষণ্ণ বা অভিভূত হয় না।

যাঁহারা অনন্যমনাঃ হইয়া অনুক্ষণ এই মহা-ফলোপধায়ক নলচরিত কীর্ত্তন বা শ্রবণ করেন, অলক্ষ্মী তাঁহাদিগকে কদাপি আশ্রয় করিতে পারে না, তাঁহারা বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী, ধন্য ও সকলের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন এবং পুত্র, পৌত্র ও গো, অশ্ব প্রভৃতি পশুযূথ লাভ করিয়া অরোগী হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে সুখে কাল যাপন করিতে পারেন, সন্দেহ নাই। মহারাজ ! এক্ষণে বিদায় হই ; পুনরায় এইরূপ ভয়ের বিষয় উপস্থিত হইলে আমাকে আহ্বান করিবেন ; আমি অক্ষবিদ্যা-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ তাহার নিরাকরণ করিব। হে কৌন্তেয় ! আমি নিখিল অক্ষবিদ্যার পারদর্শী, সম্প্রতি আপনার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, আপনি তৎসমুদায় গ্রহণ করুন।

রাজা বিনয়নম্র বচনে বৃহদশ্বকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে ; অতএব অনুকম্পা-পূর্ব্বক উহা প্রদান করুন। অনন্তর বৃহদশ্ব মহাত্মা পাণ্ডবরাজকে অক্ষবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যা প্রদান-পূর্ব্বক স্নানার্থ গমন করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে পর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সেই শৈল, তীর্থ ও বন হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও তপস্বিগণের নিকট শ্রবণ করিলেন যে, অর্জ্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন ; তাঁহার ন্যায় উগ্রতপাঃ তপস্বী কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই। দেখিলে বোধ হয় যেন, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম নিয়তব্রত হইয়া তপস্যা করিতেছেন। যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ের সেইরূপ কঠোর তপোনুষ্ঠান শ্রবণ করিয়া শোকে নিতান্ত কাতর হইলেন। আহা ! প্রিয়তম পার্থ আমাদিগের নিমিত্ত কতই কষ্ট পাইতেছে ; এই চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন তিনি বহু বিষয়াভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইয়া নানা প্রকার অর্জ্জুন-বিষয়িণী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

নলোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়।

অশীতিতম অধ্যায়।

জনমেজয় বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! আমার প্রপিতামহ মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন কাম্যক বন হইতে গমন করিলে পর অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় তাঁহার বিরহে কি করিয়াছিলেন? যেমন বিষ্ণু দেবগণের প্রধান সহায়, তদ্রূপ বিপক্ষপক্ষক্ষয়কারী মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন, আমার মতে পাণ্ডবগণের একমাত্র গতি ছিলেন। সুতরাং মহাবীর পাণ্ডবগণ সেই শক্রসম শৌর্য্যশালী, সংগ্রামে অপ্রতিনিবৃত্ত, মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বিনা কিরূপে বনে বাস করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সত্যবিক্রম মহাতেজাঃ অর্জ্জুন কাম্যক বন হইতে গমন করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয় শোক ও দুঃখে নিতান্ত অভিভূত হইয়া সাতিশয় অপ্রসন্ন মনে সূত্রচ্যুত মণিসমুদায়ের ন্যায় ও ছিন্নপক্ষ পক্ষিগণের ন্যায় হইয়া রহিলেন। এক্ষণে কাম্যক বন অর্জ্জুনবিরহে কুবেরবিহীন চৈত্ররথ কাননের ন্যায় শোভাবিহীন হইয়াছে। অর্জ্জুনবিহীন পাণ্ডবগণ অতি অপ্রশস্ত মনে সেই কাম্যক বনে বাস করিয়া ব্রাহ্মণগণের নিমিত্ত প্রতিদিন বিশুদ্ধ বাণদ্বারা বহুবিধ পবিত্র মৃগ সমূহ সংহার করিয়া ও অন্যান্য প্রকার বন্য আহার আহরণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুনবিরহে সকলেই সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও অসন্তুষ্ট চিত্তে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ পতিপরায়ণা পাঞ্চালী মহাবল পরাক্রান্ত মধ্যম পতিকে স্মরণ করিয়া একবারে অধীরার ন্যায় হইলেন।

একদা পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনচিন্তায় একান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া আছেন, এমত সময় যাজ্ঞসেনী তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ! যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় প্রতাপশালী, তাঁহার বিরহে এই বন আমার প্রীতিকর হইতেছে না। আমি এ প্রদেশ শূন্যপ্রায় দেখিতেছি। সেই কমললোচন, নীলাম্বুদশ্যামকলেবর, সব্যসাচী ব্যতিরেকে এই বহুবিধ আশ্চর্য্য বস্তু ও কুসুমিত দ্রুম সমুদায়ে পরিপূর্ণ কাম্যক বনের আর সেরূপ রমণীয়তা নাই। যে মহাবল পরাক্রান্ত মহেন্দ্রনন্দনের শরাসনধ্বনি অশনি-নির্ঘোষের ন্যায় অনবরত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইত, সেই সব্যসাচী ধনঞ্জয়কে স্মরণ করিয়া, আমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও সুখানুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না।

অরাতিকুল-নিসূদন ভীমপরাক্রম ভীমসেন দ্রৌপদীর এই রূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে নিতম্বিনি! তুমি যাহা কহিলে, তাহা আমার মনের নিতান্ত প্রীতিকর, উহা

আমার হৃদয়ে যেন অমৃত বর্ষণ করিল। দেখ, যে মহাবীরের পঞ্চশীর্ষ ভুজগদ্বয়ের ন্যায়, পরিঘযুগের ন্যায় সুদীর্ঘ পীন ভুজ-যুগল মৌর্ব্বীঘর্ষণজনিত কিণে অঙ্কিত, খড়্গ, আয়ুধ ও শরাসনে সুশোভিত এবং নিষ্ক, অঙ্গদ প্রভৃতি অলঙ্কারে নিরন্তর অলঙ্কৃত থাকে; সেই ধনঞ্জয় বিনা এই কাম্যক বন সূর্য্যবিহীন অন্তরীক্ষের ন্যায় শোভাশূন্য হইয়াছে। পাঞ্চাল ও কুরুবংশীয়-গণ যে মহাবীরকে আশ্রয় করিয়া সুরসৈন্য সমূহের সহিতও সংগ্রাম করিতে সংত্রস্ত হয় না এবং যাহার বাহুবলমাত্র অবলম্বন করিয়া আমরা যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত ও সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পুনঃপ্রাপ্ত বোধ করি, সেই অর্জ্জুনবিরহে আমি এই কাম্যক বনে ক্ষণকালের নিমিত্ত ও সুখী হইতেছি না এবং চতুর্দ্দিক্ শূন্য ও তিমিরাচ্ছন্নের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতেছি।

তখন পাণ্ডুনন্দন নকুল বাষ্পগদ্গদস্বরে কহিতে লাগিগেন, দেবগণও সমরাঙ্গনে যাঁহার দিব্য কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, যিনি রাজসূয় যজ্ঞসময়ে উত্তরদিকে গমন-পূর্ব্বক মহাবল পরাক্রান্ত শত শত গন্ধর্ব্ব-গণকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিত্তিরি পক্ষীর ন্যায় চিত্র বিচিত্র, সমীরণের ন্যায় শীঘ্রগামী অশ্ব সকল আনয়ন করিয়া প্রীতি-প্রসন্ন মনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ ধর্ম্ম-রাজকে প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ভীম-ধন্বা ভীমানুজ ব্যতিরেকে এক্ষণে ক্ষণ-কালও এই কাম্যক বনে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই।

তখন সহদেব ধর্ম্মরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! যে মহারথ অর্জ্জুন মহাক্রতু রাজসূয় যজ্ঞের সময় সংগ্রামে জয়লাভপূর্ব্বক বহুবিধ ধন ও কন্যাগণ আনয়ন করিয়াছিলেন। যিনি একাকী সংগ্রামে বহুসংখ্যক যাদবগণকে পরাজয় করিয়া বাসুদেবের সম্মতিক্রমে সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন। আজি গৃহমধ্যে সেই জিষ্ণুর আসন শূন্য দেখিয়া আমার মনঃ কোন মতেই শান্ত হইতেছে না। মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতিরেকে এই বনের রমণীয়তা একবারে তিরোহিত হই-য়াছে। আমার মতে এই বন হইতে অন্যত্র গমন করাই শ্রেয়ঃ।

একাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন বিরহে নিতান্ত উৎ-কণ্ঠিত, কৃষ্ণাসমবেত ভ্রাতৃগণের বাক্য-শ্রবণে স্বয়ং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিমনাঃ হইয়া আছেন; এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধি-ষ্ঠির হুত হুতাশনসদৃশ, ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্য-মান মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিলেন। কুরুকুল-চূড়া-মণি যুধিষ্ঠির তৎকালে ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সুরগণ-পরিবেষ্টিত শতক্রতুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যেমন সাবিত্রী, বেদ সমুদায় ও সূর্য্যপ্রভা, মেরু পর্ব্বতকে পরিত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই পতিপরা-

য়ণা যাজ্ঞসেনী পতিগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নাই।

ভগবান্ নারদ পাণ্ডবগণের পূজা গ্রহণানন্তর ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যথাযোগ্য আশ্বাস প্রদান-পূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্ম-বিদগ্রগণ্য! তোমার কোন্ বিষয়ে প্রয়োজন আছে? বল, আমি তোমাকে কি প্রদান করিব?

তখন ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে দেবাভিলষিত দেবর্ষির চরণে প্রণিপাত-পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগ! যখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তখন আমার সমুদায় অভিলাষই পরিপূর্ণ হইয়াছে। আপনি আমার ও আমার ভ্রাতৃগণের উপর বিশেষ অনুকম্পা প্রকাশ-পূর্ব্বক একটী সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া কৃতার্থ করুন। হে মহাভাগ! যে ব্যক্তি তীর্থ গমনে তৎপর হইয়া সমুদয় মেদিনীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়? আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই বিষয় সবিশেষ বর্ণন করুন।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! ধীমান্ ভীষ্ম পূর্ব্বে পুলস্ত্যের নিকট যে বৃত্তান্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। পূর্ব্বে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য মহাত্মা ভীষ্ম পিতৃকৃত্য করিবার নিমিত্ত মুনিগণের সহিত ভাগীরথী-তটিনী-তীরে বাস করিয়াছিলেন। তিনি সেই দেবদেবর্ষি-গন্ধর্ব্বসেবিত, পরম পবিত্র রমণীয় গঙ্গাদ্বারে বাস করিয়া বেদবিধানানুসারে দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া কিয়ৎ কাল যাপন করেন।

একদা ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম একাগ্রচিত্তে জপ করিতেছেন, এমন সময় অদ্ভুতদর্শন ঋষি-সত্তম পুলস্ত্য মহাশয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কুরুবংশাবতংস ভীষ্ম সেই দেদীপ্যমান উগ্রতপাঃ পুলস্ত্যকে দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি বিধিপূর্ব্বক সেই সমাগত মহর্ষির পূজা করিলেন এবং পরম পবিত্র ও প্রয়তমানসে মস্তক-দ্বারা অর্ঘ্য আহরণপূর্ব্বক 'আমার নাম ভীষ্ম' এই বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত! আমি আপনার দাস, আপনাকে সন্দর্শন করিয়া আমি সর্ব্ব পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইলাম। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহর্ষি পুলস্ত্য কুরুকুল-চূড়ামণি ভীষ্মকে নিয়ম, স্বাধ্যায় ও উপদেশে একান্ত রত দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রশ্রয়, দম ও সত্য সন্দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। তুমি পিতৃভক্তি-পরায়ণ হইয়া ঈদৃশ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছ বলিয়াই আমার দর্শন পাইলে। হে পুত্র! আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আমার দর্শন কখনই ব্যর্থ হইবার নহে;

অতএব বল, তোমার কি করিতে হইবে? তুমি যাহা চাহিবে, আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব।

ভীষ্ম কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি সর্ব্ব-লোকাভিপূজিত; আপনাকে দর্শন করিয়াই আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। এক্ষণে যদি মহাশয় আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কৃপা করিয়া আমার একটী সন্দেহ ভঞ্জন করুন। তীর্থ সমুদায়ে আমার এক ধর্ম্ম-সংশয় আছে; আমি আপনার নিকট তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি অনুগ্রহ করিয়া বর্ণন করুন। হে বিপ্রর্ষে! যে ব্যক্তি তীর্থদর্শনাভিলাষী হইয়া এই সমুদায় পৃথ্বীমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল লাভ হয়?

পুলস্ত্য কহিলেন, হে পুত্র! আমি মহর্ষিগণের পরম অবলম্বন তীর্থগমনের ফল তোমার নিকট কহিতেছি, একমনাঃ হইয়া শ্রবণ কর। যাহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, মনঃ, বিদ্যা, তপঃ ও কীর্ত্তি সুসংযত আছে, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ ও সতত সন্তুষ্ট, যাহার শরীরে অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই, সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। যে ব্যক্তি অহঙ্কারাদি-রহিত, উদ্যোগশূন্য, অল্পাহার, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত; সেই ব্যক্তিই তীর্থফল ভোগ করে। মহর্ষি সকল দেবগণোদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও তাহার যথার্থ ফল কহিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যজ্ঞ সমুদায় বহূপকরণ সাধ্য; কেবল পার্থিবগণ বা সমৃদ্ধ ব্যক্তিরাই উহার অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়; সহায়-সম্পত্তি-হীন দরিদ্রেরা কখনই উহা সম্পন্ন করিতে পারে না। এক্ষণে দরিদ্রগণও যাহা অনায়াসে সুসম্পন্ন করিতে পারে এবং যাহার অনুষ্ঠান করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের তুল্য ফল লাভ করিতে সমর্থ হয়, ঋষিগণের পরম গুহ্য সেই পবিত্র তীর্থাভিগমনের বিষয় সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে ত্রিরাত্র উপবাস, তীর্থাভিগমন এবং কাঞ্চন ও গো সমুদায় প্রদান না করিয়াই দরিদ্র হয়; অতএব তীর্থাভিগমন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোকে তীর্থাভিগমন করিয়া যে ফল লাভ করে, বিপুলদক্ষিণ অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও তদ্রূপ ফল লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

হে মহাভাগ! বিধাতৃবিহিত পুষ্কর তীর্থ সর্ব্বলোক-বিশ্রুত। এই ভূমণ্ডলে সমুদায়ে দশ সহস্র কোটি তীর্থ আছে; পুষ্কর তীর্থে এই সমুদায় তীর্থেরই সতত সান্নিধ্য আছে। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নিত্য এই তীর্থের সন্নিহিত থাকেন। দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ ঐ স্থানে তপস্যা করিয়া দিব্য যোগসম্পন্ন ও বিপুল পুণ্যশালী হইয়াছেন। মনস্বী ব্যক্তি মনে মনে পুষ্করগমনের অভিলাষ করিলেও সর্ব্বপাপবিমুক্ত ও সুরলোকে পূজিত হন। সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ কমলযোনি পরম প্রীতমনে সতত তথায় বাস করেন। পূর্ব্বকালে দেবগণ ও

ঋষিগণ ঐ পুষ্কর তীর্থে মহৎ পুণ্য উপার্জ্জন ও পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনে রত থাকিয়া এই তীর্থে অভিষেক করে, তাহার অশ্বমেধানুষ্ঠানের দশ গুণ ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি পুষ্করারণ্যে বাস করিয়া একমাত্রও ব্রাহ্মণভোজন করায়, সে ইহকাল ও পরকালে পরমানন্দ অনুভব করে। যে ব্যক্তি এই স্থানে থাকিয়া অসূয়াশূন্য চিত্তে শ্রদ্ধাসহকারে শাক, মূল বা ফল ব্রাহ্মণগণকে প্রদান করিয়া ঐ সমুদায়দ্বারা স্বয়ং জীবন ধারণ করে, তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য কি শূদ্র যে কেহ পুষ্কর তীর্থে স্নান করে, তাহাকে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকী পূর্ণিমাতে পুষ্কর তীর্থে গমন করে, তাহার অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি কৃতাঞ্জলিপুটে সায়ং ও প্রাতঃকালে পুষ্কর তীর্থ স্মরণ করে, তাহার সকল তীর্থস্নানের ফল লাভ হয়। স্ত্রী কিম্বা পুরুষের জন্মাবধি যে সকল পাপ জন্মিয়া থাকে, এক বার পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তৎসমুদায়ই বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্বদেবের আদি, তদ্রূপ পুষ্কর তীর্থ যাবতীয় তীর্থের আদি। সংযত হইয়া পবিত্র চিত্তে দ্বাদশ বৎসর পুষ্কর তীর্থে বাস করিলে, সমুদায় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ ও চরমে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ শত বৎসর অগ্নিহোত্র উপাসনা করে আর যে ব্যক্তি এক কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় পুষ্করে বাস করে, এই উভয়েরই তুল্য ফল লাভ হয়। হিমালয়ের তিন শৃঙ্গ হইতে যে তিন প্রস্রবণ প্রবাহিত হইতেছে, সেই পুষ্কর তীর্থ; উহা উৎপত্তি রহিত; এই নিমিত্ত তাহার জন্মকারণ কেহই জানে না। হে মহাত্মন্! পুষ্কর তীর্থে গমন, তপস্যা, দান ও বাস করা নিতান্ত দুষ্কর।

পুষ্কর তীর্থে সংযত ও পরিমিতাহারী হইয়া দ্বাদশরাত্র বাস করিয়া পরিশেষে ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া দেব, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত জম্বুমার্গে গমন করিলে, অশ্বমেধের ফল লাভ ও সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে পঞ্চ রাত্রি বাস করিলে, মানবগণ পূতাত্মা হয়; তাহার কোন দুর্গতি হয় না এবং সে চরমে পরম সিদ্ধি লাভ করে। জম্বুমার্গ হইতে তণ্ডুলিকাশ্রমে গমন করিলে, দুর্গতি নাশ ও চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। আগস্ত্য সরোবরে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া পিতৃদেবার্চ্চনে রত থাকিলে, অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয় এবং শাক বা ফলদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কৌমার পদ প্রাপ্তি হয়।

পরে লোকপূজিত কণ্বাশ্রমে গমন করিবে। কণ্বাশ্রম পরম পবিত্র আদ্য ধর্ম্মারণ্য; ঐ স্থানে প্রবেশমাত্র সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়। তথায় নিয়তাশন হইয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে, সর্ব্বকামসমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। কণ্বাশ্রম প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতনে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সে স্থান

হইতে মহাকালে গমন করিবে। তথায় সংযত ও নিয়তাহারী হইলে কোটি তীর্থে স্নান ও অশ্বমেধানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রবট নামে সর্ব্বভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতির ত্রিলোকবিশ্রুত তীর্থে গমন করিলে, গোসহস্র দানের ফল ও মহাদেবের প্রসাদে গাণপত্য লাভ হয়। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত নর্ম্মদা নদীতে গমন করিয়া দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী হইয়া দক্ষিণ সিন্ধুতে গমন করিলে, অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ ও বিমানে আরোহণ করিতে পারে। চর্ম্মণ্বতী নদীতে গমন করিয়া রন্তিদেবকৃত নিয়মানুসারে সংযত ও নিয়তাশন হইলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ লয়।

পরে হিমবৎসুত অর্বুদ তীর্থে গমন করিবে। পূর্ব্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোক বিশ্রুত আশ্রম, তথায় এক রাত্রি বাস করিলে, গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয়, ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ তীর্থে স্নান করিলে, শত কপিলাদানের ফল হয়। তৎপরে সর্ব্বোত্তম প্রভাস তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থে দেবগণের মুখস্বরূপ অনিলসারথি ভগবান্ হুতাশন সতত সন্নিহিত আছেন। তথায় প্রয়ত মানসে পবিত্র চিত্তে স্নান করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফল লাভ হয়। অনন্তর সরস্বতী-সাগর-সঙ্গমে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে মানবগণ গোসহস্র দানের ফলভাগী, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিশালী ও চরমে স্বর্গলোক-গামী হয়। প্রযত-মানসে সলিলরাজের তীর্থে ত্রিরাত্র বাস করিয়া স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণের তর্পন করিলে, চন্দ্রের ন্যায় প্রভাশালী হয় এবং অশ্বমেধের ফল লাভ করে। পরে বরদান তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ বিষ্ণুকে বর প্রদান করিয়াছিলেন; বরদানে স্নান করিলে, গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে সংযত ও নিয়মিতাহারী হইয়া দ্বারাবতীতে গমন করিবে। তত্রস্থ পিণ্ডারকে স্নান করিলে, প্রচুর সুবর্ণ লাভ হয়। ঐ তীর্থে অদ্যাপি পদ্মলক্ষণলক্ষিত মুদ্রা সমুদায় ও ত্রিশূলাঙ্কিত পদ্ম সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় ভগবান্ ভবানীপতির সান্নিধ্য আছে। সাগর ও সিন্ধুর সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক প্রয়ত মানসে সলিলরাজের তীর্থে স্নান এবং দেব, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে, স্বতেজঃ-প্রদীপ্ত বারুণ লোক প্রাপ্তি হয়। শঙ্কু-কর্ণেশ্বর দেবকে অর্চ্চনা করিলে অশ্ব-মেধানুষ্ঠানের দশ গুণ ফল লাভ হয়।

শঙ্কুকর্ণেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করিয়া ত্রিলোকবিশ্রুত সর্ব্বপাপ প্রণাশন দমী নামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে। তথায় ব্রহ্মাদি দেবগণ মহেশ্বরের উপাসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ-পরিবৃত রুদ্রকে অর্চ্চনা করিলে জন্মাবধি কৃত সমুদায় পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। প্রভ-বিষ্ণু বিষ্ণু দৈত্যদানবগণকে সংহার করিয়া

তথায় অবগাহনপূর্ব্বক স্বীয় শৌচ সম্পাদন করিয়াছেন। তদনন্তর সর্ব্বলোক-পূজিত বসুধারায় গমন করিবে। তথায় গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং তথায় প্রযতান্তঃকরণে সুসমাহিত চিত্তে স্নান এবং দেবপিতৃগণের তর্পণ করিলে, বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়; ঐ তীর্থে বসুগণের পবিত্র সরোবর আছে; তথায় স্নান ও জল পান করিলে তাঁহাদিগের প্রিয়তর হয়। সিন্ধূত্তম নামে সুবিখ্যাত সর্ব্বপাপপ্রণাশন তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। শুদ্ধান্তঃকরণে ভদ্রতুঙ্গে গমন করিলে, ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি ও পরম গতি লাভ হয়। সিদ্ধগণ নিষেবিত শক্রের কুমারিকা তীর্থে স্নান করিলে শীঘ্র স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। তথায় সিদ্ধগণসেবিত রেণুকা তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে চন্দ্রমার ন্যায় নির্ম্মলকান্তি ব্রাহ্মণ হয়। সংযত ও মিতাহারী হইয়া পঞ্চনদে গমন করিলে ক্রমানুকীর্ত্তিত দেবযজ্ঞ প্রভৃতি পঞ্চ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পরে ভীমাস্থানে গমন করিয়া তত্রস্থ যোনিতীর্থে স্নান করিলে মানব, দেবীপুত্র হয়, তাহার শরীরলাবণ্য তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় হইয়া উঠে এবং সে শত সহস্র গোদানের ফল লাভ করে। ত্রিলোক-বিশ্রুত শ্রীকুণ্ডে গমন করিয়া পিতামহকে নমস্কার করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে বিমল তীর্থে গমন করিবে; তথায় অদ্যাপি সুবর্ণ ও রজতময় মৎস্য সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; তথায় স্নান করিলে লোক সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত ও পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া বাসবলোকে গমন করে। বিতস্তায় গমনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে বাজপেয়ফল লাভ হয়। কাশ্মীরস্থ বিতস্তা নদী নাগরাজ তক্ষকের ভবন; ঐ বিতস্তাসম তীর্থে স্নান করিলে বাজপেয়ের ফল লাভ, সর্ব্ব পাপপ্রমোচন ও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত বড়বায় গমন করিবে। তথায় পশ্চিম সন্ধ্যাসময়ে বিধিপূর্ব্বক স্নান করিয়া ভগবান্ হুতাশনকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করিবে। ঐ স্থানে পিতৃগণোদ্দেশে দান করিলে, উহা অক্ষয় হয়। ঋষি, পিতৃ, দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, গুহ্যক, কিন্নর, যক্ষ, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, নর, রাক্ষস, দৈত্য ও রুদ্রগণ এবং স্বয়ং ব্রহ্মা ঐ স্থানে সহস্র বৎসর-ব্যাপিনী পরম দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া চরু প্রদান ও সপ্ত সপ্ত ঋকের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন। ভগবান্ কেশব তাঁহাদের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগেকে অষ্ট গুণ ঐশ্বর্য্য ও অন্যান্য অভিলাষ সকল সফল করিয়া জলদজাল-মধ্যস্থ বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে মহাভাগ! এই নিমিত্ত ঐ স্থানের নাম সপ্তচরু বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে ভগবান্ হব্যবাহনকে চরু প্রদান করিলে শত সহস্র গোদান, শত রাজসূয় ও সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর ফল লাভ হয়। তথা হইতে রুদ্রপদে গমন

করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। ব্রহ্মচারী হইয়া সুসমাহিত চিত্তে মণিমানে গমনপূর্ব্বক এক রাত্রি বাস করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়।

পরে লোকবিশ্রুত দেবিকায় গমন করিবে। যে স্থানে মানবজাতি যথাবিধি কর্ম্ম করিলে, ব্রাহ্মণ হয় এবং যাহা ভূতভাবন ভবানীপতির ত্রিলোক-বিশ্রুত আশ্রয়। তাহার দৈর্ঘ্য পঞ্চ যোজন ও বিস্তৃতি অর্দ্ধ যোজন। সেই দেবর্ষিগণসেবিত পরম পবিত্র দেবিকায় অবগাহন করিয়া মহেশ্বরকে অর্চ্চনা ও যথাশক্তি চরু নিবেদন করিলে সর্ব্বকাম-সমৃদ্ধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তথায় দেবগণ নিষেবিত রুদ্রদেবের কামাখ্য তীর্থ আছে। মনুষ্য সেই তীর্থে স্নান করিলে ত্বরায় সিদ্ধি লাভ করে। তথায় যজন, যাজন এবং ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পাম্ভের উপস্পর্শন করিলে পরলোকে শোকরহিত হয়। তদনন্তর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ, দীক্ষিত ও নিয়তব্রত হইয়া দীর্ঘসত্রের অনুষ্ঠান করেন। সেই দীর্ঘসত্রে গমনমাত্র রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।

অনন্তর সংযত ও মিতাহারী হইয়া বিনশনে গমন করিবে। যে স্থানে স্বরস্বতী নদী অন্তর্হিত হইয়া মেরুপৃষ্ঠে, চমসে, শিবোদ্ভেদে ও নাগোদ্ভেদে গমন করিতেছেন। চমসোদ্ভেদে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল, শিবোদ্ভেদে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিলে নাগলোক প্রাপ্তি হয়। পরে শশযানে গমন করিবে। যে স্থানে পুষ্কর সকল প্রতি বৎসর শশরূপ-প্রতিচ্ছন্ন হইয়া কৌশিকী অতিক্রমণপূর্ব্বক সরস্বতীতে পতিত হয়। সেই তীর্থে স্নান করিলে লোক শশাঙ্কসদৃশ দীপ্তিশালী ও গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযত চিত্তে কুমারকোটীতে গমনপূর্ব্বক অভিষেক এবং দেব ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে লোক অযুতসংখ্যক গোদানের ফল প্রাপ্ত হয় ও নিজকুল উদ্ধার করে।

পরে সমাহিত চিত্তে রুদ্রকোটিতে গমন করিবে। পূর্ব্বে যেখানে কোটিসংখ্যক মুনি মহাদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব, আমি পূর্ব্বে মহাদেবকে দেখিব, বলিয়া সত্বরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তখন সর্ব্বভূতেশ্বর যোগীবর মহর্ষিগণের ক্রোধ নিবারণার্থ যোগবলে তাঁহাদের অগ্রে কোটিরুদ্রের সৃষ্টি করিলেন। তপোধনগণ সকলেই আমি অগ্রে মহাদেবকে দেখিয়াছি এই মনে করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তখন ভগবান্ মহাদেব মহর্ষিগণের ভক্তি সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া 'অদ্যাবধি তোমাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে' বলিয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হে নরনাথ! সেই রুদ্রকোটিতে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্তি ও কুলোদ্ধার হয়।

অনন্তর লোকবিশ্রুত সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ

ও তপোধন সমুদায় চৈত্রমাসীয় শুক্ল চতুর্দ্দশীতে আগমনপূর্ব্বক কেশবের উপসনা করেন। ঐ তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ, সর্ব্ব পাপমোচন ও চরমে পরম ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্! যে স্থানে ঋষিগণের সত্র সমুদায় সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানে গমন করিলে গোসহস্র দানের ফল হয়।

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অতি প্রশস্ত কুরুক্ষেত্র তীর্থে গমন করিবে; সর্ব্বপ্রকার প্রাণী সেই তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সে ব্যক্তিও সমুদায় পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলিও দুষ্কৃতকর্ম্মাকে পরম পদ প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী, যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়; হে বীর! তথায় সরস্বতী নদীতীরে এক মাস বাস করিবে। ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, যক্ষ ও পন্নগগণও তত্রত্য মহপুণ্য ব্রহ্মক্ষেত্রে গমন করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রবাসের কামনামাত্র করে, সে ব্যক্তিও সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।

অনন্তর মঙ্কণক নামে মহাবল দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিষ্ণুস্থানে গমন করিবে, যে স্থানে নারায়ণ সর্ব্বদা সন্নিহিত হইয়া থাকেন। তথায় স্নান ও ত্রিলোকপ্রভব নারায়ণকে নমস্কার করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় ও বিষ্ণুলোকে গমন করে। ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত পারিপ্লব তীর্থেগমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফল লাভ হয়।

পৃথিবী তীর্থে গমন, শালুকিনী তীর্থেও দশাশ্বমেধে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। সর্পদেবী নাম নাগতীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্তি ও নাগলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি তরন্তুক নামে দ্বারপালের নিকট গমন করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। নিয়ত নিয়তাশন হইয়া পঞ্চনদ তীর্থে গমনপূর্ব্বক কোটি তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয়। অশ্বিনীকুমার তীর্থে গমন করিলে পরম রূপবান্ হয়। তৎপরে বারাহ তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে নারায়ণ পূর্ব্বে বরাহরূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। জয়ন্তীদেশস্থ সোম তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে রাজসূয়ফল এবং একহংস-নামক তীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল ভাল হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি কৃতশৌচ তীর্থে গমন করিলে পুণ্ডরীক ও শুচিতা প্রাপ্ত হয়। মুঞ্জবট তীর্থ মহাত্মা মহাদেবের স্থান; তথায় উপবাসী হইয়া এক রাত্রি যাপন করিলে গাণপত্য লাভ হয়। তত্রস্থ লোক-বিশ্রুত যক্ষিণী তীর্থে অবগাহন করিলে সকল কামনা পরিপূর্ণ হয়। সেই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত হইয়া সেই স্থানে প্রদক্ষিণ করিলে পুষ্কর তীর্থের সমান ফল প্রাপ্ত হয়। সেই জামদগ্ন্যকৃত তীর্থে অবগাহন-পূর্ব্বক পিতৃ-দেবতার অর্চ্চনা করিলে কৃতার্থ হইয়া অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর সমাহিত হইয়া রামহ্রদে গমন করিবে। যে স্থানে দীপ্ততেজাঃ পরশুরাম ক্ষাত্রকুল নির্ম্মূল করিয়া পঞ্চহ্রদ নিবেশিত করিয়াছেন। তিনি সেই পঞ্চহ্রদ রুধির-দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া পিতৃপিতামহদিগের তর্পণ করিয়াছিলেন। পিতৃলোক প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, হে রাম মহাভাগ ভার্গব! আমরা ঈদৃশ অসাধারণ পিতৃভক্তি ও বিক্রম দর্শনে তোমার প্রতি প্রীত হইয়াছে; তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।

যোদ্ধৃপ্রধান পরশুরাম কৃতাঞ্জলিপুটে গগনস্থ পিতৃলোকদিগকে কহিলেন, যদ্যপি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে পিতৃপ্রসাদ প্রদান করিয়া আপ্যায়িত করুন; আমি রোষাভিভূত হইয়া ক্ষাত্র-কুল উৎসাদিত করিয়াছি, আপনারা স্বীয় তেজঃপ্রভাবে আমাকে সেই পাপ হইতে মুক্ত করুন ও এই পঞ্চহ্রদ তীর্থস্বরূপ হইয়া ভুবনে বিখ্যাত হউক।

পিতৃগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, হে রাম! পিতৃভক্তি দ্বারা তোমার তপস্যা পুনরায় সমধিক বর্দ্ধিত হইবে; ক্ষত্রিয়েরা স্বীয় স্বীয় কর্ম্মদোষে পতিত হইয়াছেন, অতএব তুমি ক্ষত্র-কুলোৎসাদন-জনিত পাতক হইতে মুক্ত হইবে ও তোমার এই পঞ্চহ্রদ তীর্থ-রূপে সুবিখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি এই পঞ্চহ্রদে স্নান ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে, পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাহাকে অনন্যসুলভ অভিলাষানুরূপ বর ও সনাতন স্বর্গলোক প্রদান করিবেন। তাঁহারা পরশুরামকে এই প্রকার বর প্রদানপূর্ব্বক মধুর বাক্যে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হই-লেন। মহাত্মা ভার্গবের পঞ্চহ্রদ এই রূপে পুণ্যজনক হইল। ব্রহ্মচারী ও ধৃতব্রত হইয়া রামহ্রদে স্নান ও রামের অর্চ্চনা করিলে প্রচুর সুবর্ণ লাভ হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি বংশমূলক তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করিলে, স্বীয় বংশ উদ্ধার হয়। কায়শোধন তীর্থে গমন ও স্নান করিলে শুদ্ধদেহ হইয়া শুভ লোকে গমন করে। তদনন্তর ত্রৈলোক্য-বিশ্রুত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে প্রভাবশালী বিষ্ণু পূর্ব্ব লোক সক-লকে উদ্ধার করিতেন। সেই প্রধানতম তীর্থে স্নান করিলে স্বীয় লোক উদ্ধার হয়। চিত্তসংযম-পূর্ব্বক শ্রীতীর্থে গমন করিয়া

স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিলে অত্যুত্তম শ্রীপ্রাপ্ত হয়।

ব্রতধারী ও ব্রহ্মচারী হইয়া কপিলা-তীর্থে গমন-পূর্ব্বক স্নান এবং পিতৃলোক ও দৈবতগণকে পূজা করিলে সহস্র কপিলাদানের ফল প্রাপ্ত হয়। সংযতচিত্ত ও উপবাসপরায়ণ হইয়া সূর্য্যতীর্থে গমন-পূর্ব্বক স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেব-গণের অর্চ্চনা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয় ও সূর্য্যলোকে গমন করে।

তীর্থসেবী ব্যক্তি গোভবন তীর্থে যথা-ক্রমে গমন ও স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। তত্রস্থ শঙ্খিনী দেবীর তীর্থে স্নান করিলে অনুলভ রূপ লাভ হয়। অনন্তর সরস্বতীতীরে তরন্তুক নামে দ্বারপালের নিকট উপস্থিত হইবে; উহা মহাত্মা কুবেরের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। তদনন্তর ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে ব্রহ্মলোক লাভ হয়।

তদনন্তর অনুত্তম সুতীর্থে গমন করিবে, যে স্থানে পিতৃলোক ও দেবগণ নিয়ত সন্নিহিত থাকেন; তথায় স্নান ও পিতৃদেব-গণের আরাধনা করিলে অশ্বমেধফল লাভ ও পিতৃলোক প্রাপ্তি হয়। অম্বুমতী প্রদেশে কাশীশ্বর তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বব্যাধি-বিনির্মুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অম্বুমতী-প্রদেশস্থ মাতৃতীর্থে স্নান করিলে তাহার প্রজাবৃদ্ধি ও বিপুল শ্রীলাভ হয়।

অনন্তর পবিত্র ও নিয়তাশী হইয়া অতি-দুর্লভ শীতবনতীর্থে গমন করিবে; তথায় কেশাভ্যুক্ষণ-মাত্রেই পবিত্র হয়। এই স্থানে শ্বাবিল্লোমাপহ তীর্থ আছে; তীর্থপরায়ণ ব্যক্তিরা তথায় স্নান করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হন এবং প্রাণায়াম-সহকারে লোম ছেদনপূর্ব্বক পূতাত্মা হইয়া পরম গতি লাভ করেন। তত্রত্য দশাশ্বমেধিক তীর্থে স্নান করিলে চরমে পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মানুষ তীর্থে গমন করিবে; যে সরোবরে কৃষ্ণসার মৃগগণ ব্যাধশরপীড়িত হইয়া অবগাহন-পূর্ব্বক মনু-ষ্যত্ব লাভ করিয়াছিল; সংযতচিত্ত ব্রহ্ম-চারী হইয়া সেই তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

মানুষ তীর্থের এক ক্রোশ পূর্ব্বে সিদ্ধ-গণসেবিত আপগা নামে সুবিখ্যাত এক নদী আছে। যে ব্যক্তি দেব ও পিতৃলোকের উদ্দেশে সেই নদীতে শ্যামাক ভোজন প্রদান করে, সে সমধিক ধর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়। তথায় একমাত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন প্রদান করিলে কোটি ব্রাহ্মণভোজনের ফল লাভ হয়। তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া স্নান ও দেবপিতৃলোকের পূজা করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর ব্রহ্মোড়ুম্বর নামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে। সংযত-চিত্তে পবিত্রদেহে তত্রত্য সপ্তর্ষিকুণ্ডে ও মহাত্মা কপিলের কেদারে স্নান করিলে সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। সুদুর্লভ কপিল-কেদারে গমন করিলে নর তপঃপ্রভাবে দগ্ধকল্মষ হইয়া সেই স্থানেই লীন হয়।

যে ব্যক্তি ভুবনবিখ্যাত সরক তীর্থে গমন করিয়া কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীতে বৃষধ্বজের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে কুরুনন্দন! সেই সরকস্থ রুদ্রকোটি কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে। তত্রত্য ইলাস্পদ তীর্থে অবগাহন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণকে আরাধনা করিলে নিরাপদ ও বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যে ব্যক্তি কিন্দান ও কিঞ্জপ্য তীর্থে স্নান করে, সে ব্যক্তি অপ্রমেয় দান ও জপের ফল প্রাপ্ত হয়। জিতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কলসী তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।

সরক তীর্থের পূর্ব্বভাগে অম্বাজন্ম নামে বিখ্যাত মহাত্মা নারদের তীর্থ; তথায় স্নান করিলে চরমে নারদের অনুজ্ঞাত পরমোৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুক্ল দশমীতে পুণ্ডরীক তীর্থে গমনপূর্ব্বক স্নান করে, সে পুণ্ডরীকফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর সকল লোকবিখ্যাত ত্রিপিষ্টপ তীর্থে গমন করিবে; তত্রত্য পাপনাশিনী বৈতরণী নদীতে স্নান ও শূলপাণির অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে বিমুক্ত ও পরম গতি প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর ফলকী বনে গমন করিবে। দেবগণ যে স্থানে বাস করিয়া বহু সহস্র বর্ষব্যাপী তপাশ্চর্য্যা করেন। দৃষদ্বতীতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম এবং অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। সমস্ত দেহতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল হয়। পাণিখাতে স্নান ও দেবগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র ও রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ এবং ঋষিলোক প্রাপ্ত হয়।

তৎপরে মিশ্রক নামে প্রধান তীর্থে গমন করিবে। আমরা শুনিয়াছি, মহাত্মা বেদব্যাস দ্বিজগণের নিমিত্ত তথায় অনেক তীর্থ মিশ্রিত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি সেই তীর্থে স্নান করে, তাহার সর্ব্বতীর্থ-স্নানের ফল লাভ হয়। তদনন্তর সংযত ও নিয়তাশন হইয়া ব্যাসবনে গমন করিবে। তত্রস্থ মনোজবে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধাত্মা হইয়া মধুবটীতে গমনপূর্ব্বক দেবীতীর্থে স্নান করিয়া দেবলোক ও পিতৃলোকের তর্পণ করিলে দেবীর অনুজ্ঞাক্রমে গোসহস্র দানের ফল হয়। যে ব্যক্তি নিয়তাহার হইয়া কৌশিকী ও দৃষদ্বতী নদীর সঙ্গমস্থলে স্নান করে, সে সকল পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়।

তদনন্তর ব্যাসস্থলীতে গমন করিবে; যে স্থানে ধীমান্ বেদব্যাস পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবার মানসে আসীন হইয়াছিলেন; পরে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করেন; তথায় গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। যে ব্যক্তি কিন্দন কূপে এক প্রস্থ তিল প্রদান করে, সে ব্যক্তি ঋণমুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বেদীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র-দানের ফল লাভ হয়। অহঃ ও সুদিন তীর্থে স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর ত্রিলোক-বিখ্যাত মৃগধূম তীর্থে গমন করিবে। তত্রস্থ গঙ্গায় স্নান ও মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয় এবং দেবীতীর্থে স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল হয়।

তদনন্তর ত্রিলোকবিশ্রুত বামনক তীর্থে গমন করিবে; তথায় বিষ্ণুপদে স্নান ও বামনদেবকে অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ-বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কুলম্পুন তীর্থে স্নান করিলে স্বীয়কুল পবিত্র হয়।

পবনহ্রদ বায়ুগণের উত্তম তীর্থ; তথায় স্নান করিলে পবনলোক প্রাপ্ত হয়। অমরগণের হ্রদে স্নান করিয়া অমররাজকে অর্চ্চনা করিলে অমরপ্রভাবে অমরলোকে পূজিত হয়। শালিসূর্য্য প্রদেশে শালিহোত্র তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল হয়। সরস্বতীতীরে শ্রীকুঞ্জ তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ হয়।

অনন্তর নৈমিষকুঞ্জে গমন করিবে। পূর্ব্বে নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বীরা তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া সরস্বতী-কুঞ্জ নির্ম্মাণ করেন; সেই কুঞ্জে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর কন্যাতীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। পরে ব্রহ্মতীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে নীচবর্ণও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সোমতীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর সপ্তসারস্বত তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে লোকবিশ্রুত তপঃসিদ্ধ মহর্ষি মঙ্কণক বাস করিতেন। আমরা শ্রবণ করিয়াছি, পূর্ব্বে কুশাগ্রদ্বারা সেই মহর্ষির করদেশ ক্ষত হওয়াতে শাকরস নিঃসৃত হইতে লাগিল। মহর্ষি তাহা দর্শন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তখন স্থাবর ও জঙ্গম উভয়ই তাঁহার তেজে মোহিত হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ব্রহ্মাদি দেবতা ও ঋষিগণ মহর্ষির নৃত্য নিরীক্ষণ করিয়া মহাদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, হে দেব! যাহাতে এই ঋষি নৃত্য হইতে বিরত হন, তাহার উপায় করুন। মহাদেব দেবগণের হিতের নিমিত্ত সেই হৃষ্টচিত্ত নৃত্যশীল ঋষিকে কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কি নিমিত্ত নৃত্য করিতেছেন? অদ্য আপনার হর্ষের কি কারণ উপস্থিত হইল?

মঙ্কণক কহিলেন, আমি তপস্বী ও ধর্ম্ম-পথের পথিক; আমার কুশক্ষত কর হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে; আপনি কি দর্শন করিতেছেন না? আমি উহাই অবলোকন করিয়া প্রচুর হর্ষভরে নৃত্য করিতেছি।

মহাদেব সহাস্য বদনে সেই রাগমোহিত ঋষিকে কহিলেন; হে বিপ্র! আমি ইহাতে বিস্ময়াবিষ্ট হই নাই; তুমি আমাকে অবলোকন কর, এই বলিয়া ভগবান্ ভবানীপতি অঙ্গুলির অগ্রভাগদ্বারা স্বীয় অঙ্গুষ্ঠে আঘাত করিবামাত্র ক্ষত হইতে হিমসন্নিভ ভস্ম বিনির্গত হইতে লাগিল।

মহর্ষি মঙ্কণক তদ্দর্শনে লজ্জিত ও মহাদেবের পদতলে নিপতিত হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন, হে দেব! তোমা অপেক্ষা প্রধানতম আর কেহই নাই। তুমি শূলধারী, তুমি সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত জীবের গতি, তুমিই এই সচরাচর ত্রৈলোক্য সৃষ্টি করিয়াছ; তুমিই পুনরায় যুগাবসানে সমুদায় সংহার কর; দেবগণও তোমাকে জানিতে সমর্থ নহে; আমি কি প্রকারে তোমাকে জানিব; ব্রহ্মাদি সমুদায় দেবতা তোমাতে অবস্থান করিতেছেন; তুমিই সমুদায় লোকের কর্ত্তা ও নিযোক্তা, সুরগণ তোমারই প্রসাদে অকুতোভয়ে সুখে সময়াতিপাত করিতেছেন। হে মহাদেব! তোমার প্রসাদে যেন আমার তপোবৃদ্ধি হয়।

মহাদেব কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আমার প্রসাদে তোমার তপস্যা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হউক। আমি এই আশ্রমে তোমার সহিত বাস করিব। যাহারা এই সপ্তসারস্বত তীর্থে স্নান করিয়া আমার অর্চ্চনা করিবে, ইহ লোকে বা পরলোকে তাহাদের কিছুই অপ্রাপ্য থাকিবে না, এবং সারস্বত লোকে গমন করিবে, সন্দেহ নাই। মহাদেব এই কথা কহিয়া তথায় অন্তর্হিত হইলেন।

তৎপরে ভুবনবিখ্যাত ঔশনস তীর্থে গমন করিবে। যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের হিত কামনায় নিরন্তর সন্নিহিত থাকেন। পাপবিমোচন কপালমোচন তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিমোচন হয়।

তদনন্তর অগ্নি তীর্থে গমন করিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে ব্যক্তি অগ্নিলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার করে। তত্রত্য বিশ্বামিত্র তীর্থে স্নান করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে। যে ব্যক্তি পবিত্র চিত্তে ব্রহ্মযোনি তীর্থে স্নান করে, সে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

তদনন্তর অতিপ্রসিদ্ধ পৃথূদক নামে কার্ত্তিকেয়-তীর্থে গমন করিবে; স্ত্রীলোক হউক আর পুরুষই হউক, জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক যে কিছু অশুভ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তথায় স্নানমাত্রেই তৎসমুদায় বিনষ্ট হয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ ও স্বর্গলোকে গমন করে। কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনন তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত, কুরুক্ষেত্র অপেক্ষাও সরস্বতী অধিকতর পুণ্যজননী; সরস্বতী অপেক্ষাও অন্যান্য তীর্থ সকল অধিকতর ফলপ্রদ; সেই সকল তীর্থ অপেক্ষাও পৃথূদক তীর্থ সমধিক মহিমান্বিত ও সকল তীর্থের মধ্যে প্রধান। সনৎকুমার ও মহাত্মা ব্যাস কহিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি পৃথূদকে জপপরায়ণ হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে, তাহাকে পুনঃ পুনঃ মরণযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। অতএব মনুষ্য অবশ্যই পৃথূদকে গমন করিবে। পৃথূদক অপেক্ষা সমধিক ফলপ্রদ তীর্থ আর নাই; ঐ তীর্থই অতিমাত্র পবিত্র ও অসীম ফলপ্রদ। এইরূপে মনীষিগণ পৃথূদক তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। তত্রত্য মধুস্রব তীর্থে স্নান

করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়।

তৎপরে অতি পবিত্র সরস্বতী-রুণা-সঙ্গম তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাসী হইয়া স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাতক হইতে মুক্ত, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তাহার সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। মহর্ষি দর্ভী পূর্ব্বকালে বিপ্রগণের প্রতি অনুকম্পা-পরতন্ত্র হইয়া তথায় অর্দ্ধকীল নামে তীর্থ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তথায় স্নান করিয়া ব্রত, উপনয়ন, উপবাস, ক্রিয়া ও মন্ত্র-পরায়ণ হইলে ব্রাহ্মণ হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু পুরাতন লোকেরা ক্রিয়ামন্ত্র-বিহীন ব্যক্তিকেও তথায় স্নান করিয়া ধৃতব্রত ও বিদ্বান্ হইতে দেখিয়াছেন। মহাত্মা দর্ভী তথায় চতুঃসমুদ্রকে আনয়ন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে কখন দুর-বস্থায় পতিত হয় না এবং চতুঃসহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়।

তদনন্তর শতসহস্রক ও সাহস্রক এই উভয় তীর্থে গমন করিবে; যে ব্যক্তি এই উভয় তীর্থে স্নান করে, তাহার গোসহস্র দানের ফল লাভ হয় এবং তথায় এক বার দান ও উপবাস করিলে তাহা সহস্র গুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠে।

পরে রেণুকা তীর্থে গমন করিবে। তথায় তীর্থাভিষেকানন্তর পিতৃদেবার্চ্চন-পরায়ণ হইলে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ হয়। জিতক্রোধ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তত্রত্য বিমোচনে স্নান করিলে প্রতিগ্রহজনিত সকল পাপ হইতে পরিমুক্ত হয়।

অনন্তর জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পঞ্চবটীতে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে পুণ্যশালী হইয়া সাধু লোকমধ্যে পূজিত হয়। যোগেশ্বর মহাদেব স্বয়ং তথায় বিরাজমান আছেন; সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলে তৎ-ক্ষণাৎ সিদ্ধি লাভ হয়। তৎপরে বরুণ-তেজে দীপ্যমান তৈজস বারুণ তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপোধন ঋষিগণ কার্ত্তিকেয়কে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

তৈজস তীর্থের পূর্ব্বদিকে কুরু তীর্থ, মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া কুরু-তীর্থে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে নিয়তাশন হইয়া স্বর্গদ্বার তীর্থে গমন করিলে স্বর্গলোক ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি নরক তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে তাহার দুর্গতি হয় না; ব্রহ্মা, নারায়ণ ও অন্যান্য দেবগণ নিয়ত বাস করেন এবং ভগবতী রুদ্রপত্নী তথায় সন্নিহিত আছেন; তাঁহাকে দর্শন করিলে দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন করিলে সকল পাতক হইতে মুক্ত হয়। নারায়ণকে প্রাপ্ত হইলে কান্তিমান্ হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। সর্ব্বদেব তীর্থে স্নান করিলে সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া শশীর ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়। অনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি

স্বস্তিপুরে গমন করিবে ; তাহায় প্রদক্ষিণ করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি পাবন তীর্থে গমন করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করে, সে ব্যক্তি অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। সেই স্থানেই গঙ্গাহ্রদ নামে কূপ আছে ; সেই কূপে তিন কোটি তীর্থ বিরাজমান আছে ; মনুষ্য তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

আপগা তীর্থে স্নান ও মহেশ্বরের অর্চনা করিলে গাণপত্য লাভ ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিভুবন-বিখ্যাত স্থাণুবটে গমন করিবে ; যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করে, সে ব্যক্তি রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। অনন্তর, বশিষ্ঠের আশ্রম বদরীপাচনে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও বদরী ভক্ষণ করিবে। যে ব্যক্তি তথায় দ্বাদশ বৎসর বদরী ভক্ষণ করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে ব্যক্তি বশিষ্ঠের তুল্য হয়।

তীর্থসেবী ব্যক্তি ইন্দ্রমার্গে গমন করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজা প্রাপ্ত হয়। ধৃতনিয়ম ও সত্যবাদী হইয়া একরাত্র তীর্থে গমনপূর্ব্বক এক রাত্রি উপবাস করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর যে স্থানে মহাত্মা তেজোরাশি আদিত্যদেবের আশ্রম, সেই ভুবন-বিখ্যাত তীর্থে গমন করিয়া সূর্য্যদেবকে পূজা করিলে, সূর্য্যলোকে গমন ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তীর্থসেবী মানব সোম তীর্থে স্নান করিলে সোমলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার সন্দেহ নাই।

তৎপরে মহাত্মা দধীচ মুনির ভুবন-বিখ্যাত পাবনতম তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে তপোনিধি সারস্বত অঙ্গিরাঃ গমন করিয়াছিলেন, সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ ও সারস্বতী গতি প্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই। তৎপরে নিয়মপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে ; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোক লাভ হয়।

তৎপরে সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে ; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধনগণ সাতিশয় পুণ্যবলে মাসে মাসে আগমন করিয়া থাকেন। সেই হেতু, গ্রহণসময়ে তথায় স্নান করিলে শত শত অশ্বমেধ যজ্ঞের অক্ষয় ফল লাভ হয়। পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে যে সমস্ত তীর্থ, নদী, হ্রদ, তড়াগ প্রস্রবণ, কূপ, বাপী ও আয়তন আছে, তৎসমুদায় প্রতিমাসের অমাবাস্যাতে সন্নিহতী তীর্থে আগমন করে, সন্দেহ নাই। তথায় সমুদায় তীর্থের সন্নিহন অর্থাৎ সমাবেশ হয় বলিয়া তাহার নাম সন্নিহতী হইয়াছে। তথায় স্নান ও তত্রত্য জল পান করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণসময়ে তথায় শ্রাদ্ধ করে, তাহার ফল শ্রবণ কর ; তথায় স্নান ও শ্রাদ্ধ করিবামাত্র সম্যক্ অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধ যাগের ফল প্রাপ্ত হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ যে কিছু দুষ্কর্ম্ম করে, তথায় স্নান করিবামাত্র তৎসমুদায় বিনষ্ট হয়,

সন্দেহ নাই। তৎপরে মচক্রুক নামে দ্বারপাল যক্ষকে অভিবাদন করিলে পদ্মবর্ণ যানে অরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। তদনন্তর কোটি তীর্থে স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। তত্রত্য গঙ্গাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

পৃথিবীর মধ্যে নৈমিষ, অন্তরীক্ষের মধ্যে পুষ্কর এবং ত্রিলোকীর মধ্যে কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ। কুরুক্ষেত্রে বায়ুসমুত্থিত ধূলিও সকল পাপাত্মাকে পরম গতি প্রদান করে। যে ব্যক্তি এক বার কহে যে, আমি কুরুক্ষেত্রে গমন ও বসতি করিব, সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মবেদি কুরুক্ষেত্র অতি পবিত্র ও ব্রহ্মর্ষিসেবিত স্থান; যে সকল মনুষ্য তথায় বাস করে, তাহারা কদাচ শোচনীয় হয় না। তরন্তুক, অরন্তুক, রামহ্রদ ও মচক্রুক, এই কয়েক স্থানের মধ্যবর্ত্তী স্থান কুরুক্ষেত্র সমন্ত-পঞ্চক; উহাই পিতামহের উত্তর বেদি বলিয়া বিখ্যাত।

চতুরশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে মহাভাগ ধর্ম্ম তপোনুষ্ঠান করিয়া উহাকে পবিত্র ও স্বনামে বিখ্যাত করিয়াছেন। তথায় ধর্ম্মশীল ও সমাহিত হইয়া স্নান করিলে নিঃসন্দেহ সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। তৎপরে জ্ঞানপাবন নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল ও মুনিলোক লাভ হয়। তৎপরে সৌগন্ধিকবনে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবতা, মহর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও মহোরগগণ গমন করিয়া থাকে। তথায় প্রবেশ করিবামাত্র চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। পরে সরিদ্বরা প্লক্ষা ও স্রোতস্বতী সরস্বতীতে গমন করিবে; তথায় বল্মীকনিঃসৃত জলে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে বল্মীক হইতে ষট্‌শম্যানিপাত পর্য্যন্ত ঈশানাধ্যুষিত নামক তীর্থ; প্রাচীনেরা কহেন, ঐ দুর্লভ তীর্থে স্নান করিলে সহস্র কপিলাদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে মহারাজ! সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযক্ষায় গমন করিলে স্বর্লোকে পূজিত হয়। তথায় ত্রিশূলখাত নামক এক তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে অবগাহন করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে গাণপত্য লাভ করিতে পারে।

অনন্তর পরম দুর্লভ দেবীস্থানে গমন করিবে; ঐ তীর্থ ত্রিলোকে শাকম্ভরী নামে প্রখ্যাত আছে। পূর্ব্বে সুব্রতা দেবী মাসে মাসে শাকাহার-দ্বারা দিব্য সহস্র বর্ষ অতিবাহিত করিয়াছিলেন। একদা তথায় কতকগুলি মহর্ষি আগমন করিলে সুব্রতা দেবী ভক্তিপূর্ব্বক শাক-দ্বারা অভ্যাগত তাপসদিগের আতিথ্য করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ তীর্থের নাম শাকম্ভরী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সমাহিত ও ব্রহ্মচারী

হইয়া তথায় শাক ভক্ষণপূর্ব্বক ত্রিরাত্র বাস করিলে, দ্বাদশ বৎসর শাকাহারে যে ফল সঞ্চিত হয়, দেবীপ্রসাদে সেই ফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত স্বর্ণাখ্য তীর্থে গমন করিবে; পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানে ভবানীপতিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত আরাধনা করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাদিদেব ত্রিলোচন প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া বিষ্ণুকে দেবদুর্লভ বর প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে জনার্দ্দন! তুমিই সকল লোকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ও সমুদয় সংসারমধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। হে মহারাজ! তথায় গমন করিয়া ভগবান্ রুদ্রকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধফল ও গাণপত্য লাভ হয়। তৎপরে ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে নিঃসংশয় বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। তৎপরে রথাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে; ঐ তীর্থ দেবীতীর্থের দক্ষিণার্দ্ধ-দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; জিতেন্দ্রিয় ও ধর্ম্মশীল হইয়া পরম শ্রদ্ধাসহকারে তথায় গমন করিলে শঙ্করপ্রসাদে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে তাহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক সর্ব্বপাপ-প্রণাশন রাধা তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ শোক প্রাপ্ত হয় না।

অনন্তর মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বার তুল্য গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কোটি তীর্থের ফল লাভ, পুণ্ডরীক প্রাপ্তি এবং কুলও উদ্ধার হইয়া থাকে; আর সেই তীর্থে এক রাত্রি বাস করিলে, সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। সপ্তগঙ্গা, ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্ত্তে বিধি-পূর্ব্বক পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পুণ্য লোকে পূজিত হয়। তৎপরে কনখল তীর্থে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে তীর্থপর্য্যটক ব্যক্তি কপিলাবটে গমন করিবে; তথায় উপবাসদ্বারা এক রজনী অতিবাহিত করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

তৎপরে নাগরাজ কপিলের ত্রিলোক-বিশ্রুত নাগ তীর্থে স্নান করিবে; তথায় স্নান করিলে সহস্র কপিলা দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে শান্তনুরাজের ললিতিক তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। অনন্তর যে মনুষ্য গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করে; তাহার দশাশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও সমস্ত কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ত্রিলোক-বিশ্রুত সুগন্ধ তীর্থে গমন করিলে, নর চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হয়। তদনন্তর তীর্থসেবী ব্যক্তি রুদ্রাবর্ত্তে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোকলাভ হয়। হে মহারাজ! জাহ্নবী ও সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিলে অশ্বমেধফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে ভদ্রকর্ণেশ্বরে গমন-পূর্ব্বক যথাবিধি দেবভদ্রে কর্ণেশ্বরকে অর্চ্চনা করিলে দুর্গতিশূন্য ও দেবলোকে পূজিত হয়। তৎপরে কুব্জাম্রক তীর্থে গমন

করিলে গোসহস্র দানের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে অরুন্ধতীবটে গমন করিবে; তথায় সমুদ্রজলে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞ ও গোসহস্র দানের ফল লাভ এবং কুল উদ্ধার হয়। পরে তীর্থসেবী ব্যক্তি সমাহিত ও ব্রহ্মচারী হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল ও সোমলোক প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থানে গমন করিয়া তদীয় সলিলে অবগাহন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ ও স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে ত্রৈলোক্যপূজিত দর্ব্বী-সংক্রমণ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তদনন্তর সিদ্ধ-গন্ধর্ব্বসেবিত সিন্ধুপ্রভবে গমন করিবে; তথায় পঞ্চ রজনী বাস করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। তৎপরে দুর্গমা বেদী তীর্থে উপনীত হইলে অশ্বমেধের ফল ও স্বর্গ-লোক লাভ হয়। অনন্তর ঋষিকুল্যা ও বাশিষ্ঠ তীর্থে গমন করিবে; বাশিষ্ঠ তীর্থে বিধিবোধিত কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয়-প্রভৃতি বর্ণ সমুদায় ব্রাহ্মণ হয়। ঋষি-কুল্যায় স্নান এবং দেবতা ও পিতৃগণকে অর্চ্চনা করিলে বিধূতপাপ হইয়া ঋষি-লোক প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ভৃগুতুঙ্গে গমন করিবে; তথায় শাকাহারপূর্ব্বক এক মাস অতিবাহিত করিলে অশ্বমেধ-ফল প্রাপ্ত হয়। হে মহারাজ! বীর-প্রমোক্ষ তীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

তদনন্তর কৃত্তিকা তীর্থ ও মঘা তীর্থে গমন করিলে, অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে বিদ্যা তীর্থে গমন করিবে; তথায় সন্ধ্যার সময় স্নান করিলে সকল লোকের বিদ্যা লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে সর্ব্বপাপ-প্রমোচন মহাশ্রমে এক কাল নিরাহার হইয়া এক রাত্রি বাস করিলে শুভ লোক লাভ হয়। পরে মহালয়ে ষষ্ঠ কাল অনাহার দ্বারা এক মাস অতিবাহিত করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত ও বহু সুবর্ণ লাভ হয় এবং বংশের পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও নীচস্থ দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। তদনন্তর পিতামহনিসেবিত বেতসিকা তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল ও ঔশনসী গতি প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সিদ্ধগণসেবিত সুন্দরিকা তীর্থে গমন করিলে উত্তম রূপ-লাবণ্য প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ যানে আরোহণপূর্ব্বক ব্রহ্ম-লোক প্রাপ্ত হয়।

পরে সিদ্ধগণ-নিসেবিত অতি পবিত্র নৈমিষ তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত সতত বাস করেন; ঐ তীর্থ অন্বেষণকরিলে পাপের অর্দ্ধ ও তথায় প্রবেশ করিলে সমগ্র পাপ হইতে বিনির্মুক্ত হয়। তীর্থতৎপর ব্যক্তি তথায় এক মাস বাস করিবে। এই পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বিদ্যমান রহিয়াছে, তথায় সংযত ও নিয়তাশন হইয়া স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি ও সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। যে ব্যক্তি তথায় উপবাসপরায়ণ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ

করে, সে সকল লোকে আনন্দিত হয়। তৎপরে গঙ্গোদ্ভেদে গমন করিবে; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল ও ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সরস্বতীতে উপস্থিত হইয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে নিঃসন্দেহ সারস্বত লোক প্রাপ্তি হয়।

তদনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদা তীর্থে গমন করিবে; তথায় একরাত্রিমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত ও দেবসত্র-নামক যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে পুণ্যজন-পরিবৃত অতি পবিত্র ক্ষীরবতী তীর্থে গমন করিবে; তথায় পিতৃদেবার্চ্চনে রত হইলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া বিমলাশোক তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রজনীমাত্র বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে সরযূনদীর গোপ্রতার নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র বল, বাহন ও ভৃত্যগণ-সমভিব্যাহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তদীয় প্রভাবে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন; তথায় স্নান করিলে রামচন্দ্রের প্রসাদে ও কর্ম্মানুষ্ঠান-বশতঃ চিরসঞ্চিত পাপরাশি হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে পূজিত হয়। তৎপরে রামতীর্থ গোমতীতে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও নিজ কুল পবিত্র হয়। তত্রস্থ শতসহস্র নামক তীর্থে সংযত ও মিতাহারী হইয়া স্নান করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে কোটি তীর্থে স্নান ও ভগবান্ কার্ত্তিকেয়কে অর্চ্চনা করিলে গোসহস্র দানের ফল প্রাপ্তি ও তেজস্বী হয়। তৎপরে বারাণসীতে উপনীত হইয়া বৃষভবাহন মহাদেবকে অর্চ্চনা ও কপিলাহ্রদে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অবিমুক্ত তীর্থে গমন করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করিবামাত্র ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয় এবং তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত গোমতীগঙ্গাসঙ্গমে অতি দুর্লভ মার্কণ্ডেয় তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্ত ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়ায় গমন করিবামাত্র অশ্বমেধফল প্রাপ্ত হয়। ঐ স্থানে ত্রিলোক-বিখ্যাত অক্ষয় বট আছে; তথায় পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। তৎপরে মহানদীতে স্নান করিয়া পিতৃলোক ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোক লাভ ও নিজ কুল উদ্ধার হয়; তৎপরে ধর্ম্মারণ্যোপশোভিত ব্রহ্মসরঃ তীর্থে গমন করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই সরোবরে এক যূপকাষ্ঠ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে লোকবিশ্রুত ধেনুক তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রাত্রিকাল বাস করিয়া তিল ও ধেনু প্রদান করিলে, সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিত ও নিশ্চয়ই সোমলোক লাভ হয়। পূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি সঞ্চরণ-

কালে সবৎসা কপিলার পদচিহ্ন তথায় নিপতিত হইয়াছিল; উহা অদ্যাপিও পরিদৃশ্যমান হয়। হে মহারাজ! সেই সমস্ত পদচিহ্নে স্নান করিলে যে কিছু অশুভ কর্ম্ম সঞ্চিত থাকে, তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়।

অনন্তর গৃধ্রবট নামে দেবস্থানে গমন করিবে; তথায় বৃষভবাহন শিব-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে, ব্রাহ্মণগণের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রত অনুষ্ঠিত ও ইতর বর্ণের সর্ব্বপাপ প্রনষ্ট হয়। তৎপরে সঙ্গীতনিনাদিত উদ্যন্ত নামক পর্ব্বতে গমন করিবে; এই স্থানে সাবিত্রীর পদ-চিহ্ন পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে; তথায় সংশিতব্রত হইয়া সন্ধ্যা উপাসনা করিলে, দ্বাদশ-বার্ষিকী সন্ধ্যোপাসনার ফল হয়। তথায় যোনিদ্বার নামক প্রখ্যাত তীর্থে গমন করিলে যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয়।

যে ব্যক্তি গয়া তীর্থে কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষে বাস করে, তাহার সপ্তম কুল পবিত্র হয়, সন্দেহ নাই। মনুষ্যের বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য; কারণ, তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ গয়ায় গমন, অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান অথবা নীলকায় বৃষ উৎসর্গ করে, তাহা হইলে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়। তৎপরে ফল্গু তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল ও মহতী সিদ্ধি লাভ হয়। তৎপরে সমাহিত হইয়া ধর্ম্মপ্রস্থে গমন করিবে; এই স্থানে ধর্ম্ম প্রতিনিয়তই বিরাজমান আছেন; তথায় কূপ খননপূর্ব্বক স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণকে তর্পণ করিলে মুক্তপাপ ও স্বর্গ লাভ হয়। তৎপরে তত্রস্থ শ্রান্তিশোক বিনাশন মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রমে প্রবেশ করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং তত্রত্য ধর্ম্ম তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎ-পরে উৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্থানে গমন করিবে, তত্রস্থ ভগবান্ ব্রহ্মার নিকট উপনীত হইলে রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে রাজগৃহ তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে কাক্ষী-বান্ মুনির ন্যায় আনন্দিত হয় এবং যক্ষি-ণীর নৈবেদ্য ভোজন করিলে তাঁহারই প্রসাদবলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর মণিনাগ তীর্থে গমন করিয়া যে ব্যক্তি সেই তীর্থজাত দ্রব্য ভোজন করে, ভুজঙ্গদংশিত হইলেও তাহার শরীরে বিষ সঞ্চার হয় না। সেই স্থানে এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয়তম বনে গমন করিবে; তথায় অহল্যা-হ্রদে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হয় এবং আশ্রমপ্রবেশ করিলে সম্পত্তি লাভ হয়। সেই স্থানে ত্রিলোকবিশ্রুত এক কূপ আছে; ঐ কূপসলিলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। রাজর্ষি জনকের দেবপূজিত এক কূপ আছে; তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপরে সর্ব্বপাপ-প্রমোচন বিনশন নামক তীর্থে গমন করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ ও সোমলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপরে

সর্ব্বতীর্থজলোদ্ভব গণ্ডকী তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়ফল ও সূর্য্যলোক লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে ত্রিলোক-প্রখ্যাত বিশল্যা নদীতে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম-ফল লাভ ও স্বর্গলোক প্রাপ্তি হয়। তৎপরে অধিবঙ্গ নামক তপোবনে প্রবেশ করিলে, গুহ্যকগণমধ্যে পরিগণিত হইয়া নিঃসন্দেহ আনন্দিত হইয়া থাকে। তৎপরে সিদ্ধগণনিসেবিত কম্পনা নদীতে গমন করিলে পুণ্ডরীক প্রাপ্তি ও স্বর্গলোক লাভ হয়। তৎপরে মাহেশ্বরী ধারায় গমন করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে সুরপুষ্করিণীতে গমন করিলে দুর্গতি বিনির্ম্মুক্ত ও অশ্বমেধ-ফল লাভ হয়।

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদে গমন করিবে; তত্রস্থ মাহেশ্বর পদে স্নান করিলে অশ্বমেধফল লাভ হয়। সেই স্থানে কোটি তীর্থের সমাবেশ আছে; পূর্ব্বে অতি দুরাত্মা এক অসুর কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া ঐ তীর্থ সকল অপহরণ করিয়াছিল; অনন্তর প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু তাহা-প্রত্যাহরণ করিলেন। সেই কোটি তীর্থে অবগাহন করিলে পুণ্ডরীক লাভ ও বিষ্ণু-লোক প্রাপ্তি হয়। তৎপরে নারায়ণস্থানে গমন করিবে; তথায় ত্রিলোকীনাথ নারায়ণ নিরবচ্ছিন্ন বাস করিতেছেন এবং ব্রহ্মাদি দেবতা, ঋষি, আদিত্য, বসু ও রুদ্রগণ উঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি তথায় অদ্ভুতকর্ম্মা শালগ্রাম নামে বিখ্যাত; সেই অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও বিষ্ণুলোক লাভ হয়। তথায় সর্ব্বপাপ-প্রমোচন এক কূপ আছে; ঐ কূপে সর্ব্বদা সমুদ্র-চতুষ্টয় সন্নিহিত রহিয়াছে; উহাতে স্নান করিলে কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। হে মহারাজ! মনুষ্য, অব্যয় বরদ দেব রুদ্রের সন্নিহিত হইলে মেঘবিনির্ম্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভমান থাকে এবং সংযতচিত্ত ও শুচি হইয়া জাতিস্মর তীর্থে স্নান করিলে নিঃসন্দেহ জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মাহেশ্বর পুরে গমন করিয়া তথায় বৃষভবাহন ভবানীপতিকে অর্চ্চনা ও উপ-বাস করিলে নিঃসংশয় অভীষ্ট লাভ হয়।

অনন্তর সর্ব্বপাপ-প্রমোচন বামন তীর্থে গমন করিবে; তথায় ত্রিলোকীনাথ হরিকে পূজা করিলে মনুষ্য কদাচ দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। তৎপরে পাপাপহারক কুশিকাশ্রমে গমন করিবে; তত্রস্থ পাপ-প্রণাশিনী কৌশিকীতে উপস্থিত হইলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে চম্পকারণ্যে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পরম দুর্লভ জ্যেষ্ঠিল তীর্থে গমন করিবে; তথায় এক রজনী বাস করিলে গোসহস্র দানের ফল লাভ হয়। তথায় দেবী-সমভিব্যাহারী বিশ্বেশ্বরকে সন্দর্শন করিলে মিত্রাবরুণ-লোক প্রাপ্তি ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তৎপরে সংযত ও মিতাহারী হইয়া কন্যা-সম্বেদ্য তীর্থে গমন করিলে প্রজাপতি ভগ-

বান্ মনুর লোক লাভ হইয়া থাকে; ঐ তীর্থে যৎকিঞ্চিৎ দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। অনন্তর নির্ব্বীর তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল লাভ ও বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়। যে ব্যক্তি নির্ব্বীরাসঙ্গমে দান করে, সে অনাময় ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তত্রস্থ ত্রিলোক-বিশ্রুত বশিষ্ঠাশ্রমে গমন করিবে; সেই স্থানে স্নান করিলে বাজপেয় ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে দেবর্ষিগণ-সেবিত দেবকূটে গমন করিলে অশ্বমেধফল প্রাপ্তি ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। তৎপরে কৌশিক মুনির হ্রদে গমন করিবে; যে স্থানে কৌশিক বিশ্বামিত্র পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তথায় এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। যিনি সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ ঐ মহাহ্রদে বাস করেন, তাঁহার কদাচ দুর্গতি হয় না।* প্রত্যুত বহুসংখ্যক সুবর্ণ লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে বীরাশ্রমবাসী কুমার সন্নিধানে গমন করিলে নিঃসন্দেহ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। তৎপরে ত্রিলোক বিশ্রুত অগ্নিধারা তীর্থে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। তৎপরে অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর নিকট উপনীত হইয়া হিমাচলসন্নিধানে ব্রহ্মার সরোবরে গমন করিবে; তথায় স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমফল লাভ হয়। ঐ সরোবর হইতে ত্রিলোক-বিশ্রুতা লোক-পাবনী কুমারধারা নির্গত হইতেছে; যে স্থানে স্নান করিলে কৃতার্থ হইলাম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। তথায় ষষ্ঠ কাল উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ হইতে বিনি-র্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর ত্রিলোক-বিশ্রুত গৌরীশিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক স্তনকুণ্ডে গমন করিবে; তথায় স্নান এবং পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ এবং বাজপেয়ফল প্রাপ্তি ও ইন্দ্রলোক লাভ হয়। তৎপরে ব্রহ্ম-চারী ও সমাহিত হইয়া তাম্রারুণ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধফল ও ব্রহ্মলোক লাভ হয়। তৎপরে নন্দিনী তীর্থে দেব-নিষেবিত কূপে উপনীত হইলে নরমেধের ফল লাভ হয়। তৎপরে কৌশিকারুণ-মধ্যে গমন করিয়া কালিকাসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সর্ব্বপাপ-বিনি-র্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে সোমাশ্রম নামক উর্ব্বশী তীর্থে গমন ও কুম্ভকর্ণাশ্রমে প্রবেশ করিলে পৃথিবীতে পরম পূজিত হয়। প্রাচীনেরা দেখিয়াছেন, ব্রহ্মচারী ও যতব্রত হইয়া কোকামুখে স্নান করিলে জাতিস্মরত্ব প্রাপ্ত হয়। নন্দা তীর্থে এক বার গমন করিলে সর্ব্বপাপ বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণ হয় ও ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া থাকে। তৎপরে ঋষভ-দ্বীপস্থ ক্রৌঞ্চনিসূদন তীর্থে গমন করিয়া সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে বিমানস্থ হইয়া পরম শোভা প্রাপ্ত হয়। তৎপরে মুনিগণ-নিষেবিত ঔদ্দালক তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হয়। তৎ-পরে ব্রহ্মর্ষি-নিষেবিত অতি পবিত্র ধর্ম্ম তীর্থে গমন করিলে বাজপেয়-ফল প্রাপ্তিপূর্ব্বক বিমানস্থ হইয়া পূজিত

হয়। তৎপরে চম্পা তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভগীরথীতে তর্পণ করিয়া দণ্ডার্ক্ত স্থানে উপস্থিত হইলে গোসহস্রদানফল লাভ হইয়া থাকে। তৎপরে পুণ্যোপশোভিতা অতি পবিত্র ললীতিকা তীর্থে গমন করিলে রাজসূয়ফল লাভ হয় ও বিমানস্থ হইয়া পূজিত হইয়া থাকে।

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়।

পুলস্ত্য কহিলেন, হে রাজন্! সন্ধ্যা-সময়ে সম্বেত্য তীর্থে স্নান করিলে বিদ্যা লাভ হয়। পূর্ব্বে রামের প্রভাবে লৌহিত্য নামে এক তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে গমন করিলে বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়। প্রজাপতি এই বিধি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া করতোয়া তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যে স্থানে গঙ্গা ও সাগরের সমাগম হইয়াছে, তথায় অবগাহন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের দশ গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারে গমন করিয়া স্নান করে, সে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।

অনন্তর সর্ব্বপাপ-প্রণাশিনী অবতরণী তীর্থে গমন করিবে। তৎপরে বিরজঃ তীর্থে গমন করিলে নিষ্পাপ ও চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয় এবং সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় কুল পবিত্র ও উদ্ধৃত করে। শোণ ও জ্যোতিরথ্যার সঙ্গমস্থানে সংযত ও পবিত্র হইয়া দেবলোক এবং পিতৃলোকদিগকে তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। শোণ এবং নর্ম্মদার প্রভব বংশগুল্মে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। হে নরাধিপ! ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া কোশলাস্থ ঋষভ তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ, সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত ও স্বীয় কুল উদ্ধার হয়। অনন্তর তত্রত্য কাল তীর্থে স্নান করিলে একাদশ বৃষভদানের ফল লাভ, হয়। ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিয়া পুষ্পবতীতে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত এবং স্বীয় কুল পবিত্র হয়।

অনন্তর বদরিকা তীর্থে স্নান করিলে দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয় ও স্বর্গলোকে গমন করে। চম্পা তীর্থে গমনপূর্ব্বক ভাগীরথীতে তর্পণ ও দণ্ডাখ্য তীর্থে গমন করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। তদনন্তর পরম পবিত্র লপেটিকায় গমন করিলে বাজপেয়-ফল লাভ ও দেবগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হয়। তৎপরে পরশুরাম নিষেবিত মহেন্দ্র তীর্থে গমন করিয়া রাম তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়; সেই স্থানে মতঙ্গ-কেদার নামে এক প্রসিদ্ধ তীর্থ আছে; তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। অনন্তর শ্রীপর্ব্বতে উত্তীর্ণ হইবে; যে স্থানে ভগবান্ ভবানীপতি পার্ব্বতীর সহিত প্রীতমনে বাস করিতেন এবং যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণেরও আবাসস্থান; তত্রস্থ নদীতে অবগাহন করিয়া মহাদেবের উপাসনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। সেই স্থানে দেবহ্রদ নামে এক পরম

পবিত্র তীর্থ আছে; শুচি ও সংযতচিত্ত হইয়া স্নান করিলে পরমা সিদ্ধি ও অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। দেবপূজিত ঋষভ পর্ব্বতে গমন করিলে বাজপেয়ফল ও স্বর্গ লাভ হয়।

তদনন্তর অপ্সরোগণ পরিবৃত কাবেরীতে গমন করিবে; হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। তৎপরে সাগরের উপকূল-সন্নিহিত কন্যা তীর্থে অবগাহন করিলে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হয়। অনন্তর ত্রিলোক বিশ্রুত সমুদ্রমধ্যস্থিত অতি পবিত্র গোকর্ণ তীর্থে গমন করিবে; যে স্থানে দেবগণ, তপোধন ঋষিগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, মানুষ, পন্নগ, সরিৎ, সাগর এবং পর্ব্বত সকল উমাপতির উপাসনা করেন; তথায় ত্রিরাত্র উপবাস ও মহাদেবের আরাধনা করিলে নর গাণপত্য প্রাপ্ত হয় ও অশ্বমেধের ফল লাভ করে এবং দ্বাদশ রাত্রি বাস করিলে পূতাত্মা হয়।

হে নরাধিপ! ত্রৈলোক্য পূজিত গায়ত্রীস্থানে গমন ও ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়; যদি বর্ণসঙ্কর ব্যক্তি দ্বিজাতিগণের প্রত্যক্ষ নিদর্শনস্বরূপ গায়ত্রী পাঠ করে, তাহা হইলে সে গাথা ও গীতিকা সম্পন্ন হয়; কিন্তু অব্রাহ্মণে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার গাথা ও গীতিকা প্রনষ্ট হইয়া যায়। বিপ্রর্ষি সম্বর্ত্তের বাপীতে স্নান করিলে রূপবান্ ও ভাগ্যশালী হয়। বেণ্ণা তীর্থে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংস-সংযুক্ত বিমান লাভ হয়। সর্ব্বদা সিদ্ধগণ-পরিসেবিত গোদাবরীতে গমন করিলে অনুত্তম বাসুকিলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেণ্ণাসঙ্গমে স্নান করিলে বাজিমেধফল লাভ হয়। বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ব্রহ্মস্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গমন করে। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া কুশপ্লবন তীর্থে ত্রিরাত্র বাস ও স্নান করিলে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর দেবহ্রদ নামক অরণ্যে কৃষ্ণ ও বেণ্ণাজলসম্ভব জাতিস্মর নামে হ্রদে স্নান করিলে, নর জাতিস্মর হয়; যেস্থানে দেবরাজ ইন্দ্র এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন; তথায় কেবল গমন করিবামাত্র অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। সর্ব্বহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। পরম পবিত্র পয়োষ্ণী বাপীতে পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। হে রাজন্! পবিত্র দণ্ডকারণ্যে গমন করিয়া স্নান করিবামাত্র সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়। শরভঙ্গাশ্রম ও মহাত্মা শুকাশ্রমে গমন করিলে দুর্গতি হইতে মুক্ত এবং কুল পবিত্র করিতে সমর্থ হয়। তৎপরে মহর্ষি জামদগ্ন্যনিষেবিত শূর্পারকে গমন করিবে, তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ লাভ হয়। সংযত ও নিয়তাশন হইয়া সপ্তগোদাবরে স্নান করিলে মহৎ

পুণ্য প্রাপ্ত ও দেবলোক লাভ হয়। নিয়তব্রত ও নিয়তাশন হইয়া দেবপথে গমন করিলে দেবসত্রের ফল লাভ হয়।

হে রাজন্! পূর্ব্বে ব্রহ্মচারী মহর্ষি সারস্বত তুঙ্গকারণ্যে গমন করিয়া তত্রত্য ঋষিগণকে বেদাধ্যাপন করান। কালক্রমে সেই সকল বেদ বিনষ্ট হইলে পর অঙ্গিরার পুত্র ভগবান্ বৃহস্পতি ঋষিগণের উত্তরীয় বসনে সুখাসীন হইলেন। অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া যথান্যায়ে ওঁকার উচ্চারণ করিবামাত্র যিনি যাহা অভ্যাস করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাঁহাদিগের স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইল। অনন্তর দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, হরি, নারায়ণ, এবং মহাদেব ইঁহারা সকলে তেজঃপুঞ্জ মহর্ষি ভৃগুকে তুঙ্গকারণ্যনিবাসী ঋষিগণের যাজন কার্য্যে নিয়োজিত করিলে সেই মহাতপাঃ বিধিদিষ্ট কর্ম্মদ্বারা পুনর্ব্বার বহ্নি স্থাপন করিলেন। পরে দেবগণ ও ঋষিগণ যথাক্রমে আজ্যভাগদ্বারা সেই অগ্নির যথাবিধি তর্পণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজসত্তম! কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সেই তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিবামাত্র নিষ্পাপ হয়, সন্দেহ নাই। তথায় এক মাস বাস করিলে দুর্ল্লভ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় এবং স্বীয় কুল উদ্ধার করিতে পারে।

মেধাবিক তীর্থে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ, স্মৃতি এবং মেধা প্রাপ্ত হয়। অনন্তর লোকবিশ্রুত কালঞ্জর পর্ব্বতে গমন করিয়া তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল ও স্বর্গলাভ হয়। হে রাজন্! গিরিবর চিত্রকূটে সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মন্দাকিনী প্রবাহিত আছেন; সেই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে অবগাহন করিয়া পিতৃলোক ও দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল ও অনুত্তম গতি প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর ভর্তৃস্থানে গমন করিবে; যে স্থানে মহাসেন গুহ নিত্য সন্নিহিত রহিয়াছেন; তথায় গমনমাত্র সিদ্ধ হয়। পরে কোটি তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর জ্যেষ্ঠস্থান প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক মহাদেবের নিকট অভিগমন করিলে চন্দ্রের ন্যায় বিরাজমান হয়। মহারাজ! তত্রত্য কূপমধ্যে বিখ্যাত চতুঃসমুদ্র বিদ্যমান আছে; তথায় স্নান ও নিয়তাত্মা হইয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের অর্চ্চনা করিলে পবিত্র এবং চরমে পরম গতি লাভ হয়। তৎপরে শৃঙ্গবের পুরে গমন করিবে; যে স্থানে পূর্ব্বে রামচন্দ্র বনবাসমানসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; সেই তীর্থে স্নান করিলে পাপ বিনির্ম্মুক্ত হয়। ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গাস্নান করিলে নিষ্পাপ হয় এবং বাজপেয়ফল লাভ করে। পরে দেবস্থান মুঞ্জবটে গমন করিবে; তথায় মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিলে গাণপত্য লাভ হয় এবং সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে পাপবিনির্ম্মুক্ত হয়।

অনন্তর ঋষিপূজিত প্রয়াগে গমন করিবে, যে স্থানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্, দিক্পাল সকল, লোকপালগণ, সাধ্য,

পিতৃগণ, সনৎকুমার-প্রমুখ মহর্ষিগণ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ, সুপর্ণ, সিদ্ধ, চক্রধর, সরিৎ, সাগর, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরঃ, ভগবান্ হরি এবং প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন; তথায় তিনটি অগ্নিকুণ্ড আছে; তন্মধ্য দিয়া সরিদ্বরা গঙ্গা বেগে প্রবাহিত হইয়াছেন এবং তৎপ্রদেশে তপনতনয়া যমুনা গঙ্গার সহিত সঙ্গত আছেন; সেই ভূভাগ পৃথিবীর জঘনস্বরূপ, তাহাকেই ঋষিগণ প্রয়াগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রয়াগ, প্রতিষ্ঠান, কম্বল ও অশ্বতর এই সমস্ত প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত এবং ভোগবতী প্রজাপতির বেদি বলিয়া বিখ্যাত; তথায় দেব ও যজ্ঞ মূর্ত্তিমান্ হইয়া ঋষিগণের সহিত ব্রহ্মার উপাসনা করিতেছেন; দেবতা এবং চক্রবর্ত্তী রাজগণ যোগানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত প্রয়াগ ত্রিলোকমধ্যে পুণ্যতমরূপে বিখ্যাত ও সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সেই তীর্থে গমন, তাহার নাম সঙ্কীর্ত্তন অথবা গাত্রে মৃত্তিকা লেপন করিবামাত্র পাপ মোচন হয়। যে ব্যক্তি গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করে, সে নিখিল পুণ্যফলভাগী এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের ফলভোগী হয়, সন্দেহ নাই। সেই স্থানে দেবগণের সংস্কৃত যজন ভূমি আছে, তথায় অত্যল্পমাত্র দান করিলেও মহৎ ফলজনক হয়। হে রাজন্! আপনি বেদবচন ও লোকবাদবশতঃ প্রয়াগমরণে পরাঙ্মুখ হইবেন না; কারণ, প্রয়াগে দশ সহস্র ও ষষ্টি কোটি তীর্থের সান্নিধ্য আছে।

গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে স্নান করিবামাত্র চতুর্ব্বিধ বিদ্যা ও সত্য বাক্যের ফল লাভ হয়; তাহার সন্দেহ নাই। প্রয়াগে ভোগবতী নামে বাসুকির তীর্থ আছে; যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়; তত্রত্য গঙ্গায় হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিক তীর্থ আছে। প্রয়াগের যে স্থানে গঙ্গাস্নান করিবে, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্র-সদৃশ ফল লাভ হইবে। বিশেষতঃ কণখল এবং প্রয়াগের সমধিক মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত আছে; তথায় শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ করে, তদ্রূপ পবিত্র গঙ্গাসলিল স্নাত ব্যক্তির সমুদায় পাপরাশি ভস্মীভূত করে। সত্যযুগে সকল স্থান; ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনক ও তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল; কিন্তু কলিযুগে কেবল একমাত্র গঙ্গাই পুণ্যবিধাত্রী হইয়াছেন। পুষ্করে তপস্যা, মহালয়ে দান, মলয়ে অগ্নি-সমারোহণ এবং ভৃগুতুঙ্গে অনশন করিলে পাপক্ষয় হয়; কিন্তু পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা এবং মগধ, এই সকল তীর্থে কেবল স্নান করিলেই পূর্ব্ব সপ্ত পুরুষ ও অবরজ সপ্ত পুরুষ উদ্ধার হয়। গঙ্গার নাম কীর্ত্তনে পাপ বিনষ্ট হয়; দর্শনে শুভ লাভ হয়; অবগাহন ও জল পানে সপ্তম কুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়; যত কাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাবৎ

কাল সেই ব্যক্তির স্বর্গ ভোগ হয়। পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সেবা করিয়া পুণ্যোপার্জনপূর্ব্বক সুরলোকে উত্তীর্ণ হয়, ইহা সত্য; কিন্তু পিতামহ কহিয়াছেন, গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই; কেশবের পর দেব নাই এবং ব্রাহ্মণের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। মহারাজ! যে স্থানে গঙ্গা আছেন, সেই যথার্থ দেশ, গঙ্গাতীর-সন্নিহিত স্থান তপোবনস্বরূপ এবং তাহাকে সিদ্ধ ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিবেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, আত্মজ, সুহৃৎ, শিষ্য ও অনুগত ব্যক্তিকে এই রূপ সত্য উপদেশ প্রদান করিবে যে, ইহাই ধন্য, পবিত্র, অনুত্তম স্বর্গস্বরূপ, পুণ্যজনক, রম্য, পাবন, পরম ধর্ম্ম, ইহাই মহর্ষিদিগের পরম গুহ্য এবং সর্ব্বপাপপ্রমোচন; ইহা দ্বিজমধ্যস্থ হইয়া অধ্যয়ন করিলে স্বর্গ লাভ হয়। হে মহারাজ! শ্রীমৎস্বর্গজনক, পুণ্যপ্রদ, সপত্নশমন, মেধাজনন এবং পরমোৎকৃষ্ট তীর্থবংশানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অপুত্রের পুত্র হয়; অধনের ধন হয়; রাজার পৃথিবী লাভ হয়; বৈশ্যের অর্থাগম হয়; শূদ্রের অভিলষিত অর্থ সিদ্ধি হয় এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যায় পারদর্শী হন। যে ব্যক্তি শুচি হইয়া প্রতিদিন তীর্থপুণ্য শ্রবণ করে, সে জাতিস্মর হইয়া অমরপুরে বিরাজমান হয়। হে রাজন্! আমি যে সমস্ত অধিগম্য ও অগম্য তীর্থের কীর্ত্তন করিলাম; আপনি সকল তীর্থদিদৃক্ষায় মন দ্বারা সেই সকল স্থানে গমন করিবেন। এই সকল তীর্থে বসু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বী এবং দেবকল্প ঋষিগণ সুকৃতার্থী হইয়া স্নান করিয়াছিলেন; অতএব আপনিও সংযত হইয়া পুণ্য-দ্বারা পুণ্য বর্দ্ধন করিয়া বিধিপূর্ব্বক সেই সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করুন।

মহারাজ! ভাবিতাত্মা, আস্তিক, বেদজ্ঞ ও শাস্ত্রদর্শী সাধু পুরুষেরা তীর্থে গমন করেন; কিন্তু ব্রতবিহীন, অকৃতাত্মা, অশুচি তস্কর ও কুটিলমতি মানবেরা কখনই তীর্থস্নান করে না। তুমি সচ্চরিত্রতা ও ধার্ম্মিকতাদ্বারা পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ঋষিগণকে পরিতুষ্ট করিয়াছ, তুমি বসুলোক প্রাপ্ত হইবে এবং মহতী শাশ্বতী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারিবে।

নারদ কহিলেন, হে কুরুশার্দ্দূল! ভগবান্ পুলস্ত্য এই কথা বলিয়া প্রীতপ্রসন্ন চিত্তে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর শাস্ত্র-তত্ত্বার্থ-বিশেষজ্ঞ ভীষ্ম মহর্ষি পুলস্ত্যের বচনানুসারে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। প্রস্থান সময়ে মহাপুণ্যা সর্ব্বপাপপ্রমোচনী তীর্থযাত্রা এইরূপ প্রতিষ্ঠিত আছে। যে ব্যক্তি উল্লিখিত বিধিপূর্ব্বক পৃথিবী সঞ্চরণ করিতে সমর্থ হইবে, সে পরলোকে শত শত অশ্বমেধের ফল ভোগ করিবে। পূর্ব্বে কুরুপ্রবর ভীষ্ম যে প্রকার ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার অষ্ট গুণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইবে। তুমি ঋষিগণের নেতা, এই নিমিত্ত তোমার অষ্ট গুণ ফল লাভ হইবে। হে কুরুনন্দন! তোমা

ব্যতীত রক্ষোগণ বিকীর্ণ এই সমস্ত তীর্থে কেহই গমন করিতে পারে না। যে ব্যক্তি প্রভাতে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক এই দেবর্ষিচরিত্ত পাঠ করিবে, সে সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। মহারাজ! বাল্মীকি, কশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ডজঠর, বিশ্বামিত্র, গোতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, সপুত্র শৌনক, ব্যাস, দুর্ব্বাসাঃ এবং মহাতপাঃ জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিবরেরা তোমার প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতেছেন; তুমি তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে তীর্থ পর্য্যটনে কৃতসঙ্কল্প হও। মহর্ষি লোমশ তোমার নিকট আগমন করিলে তুমি তাঁহার সহিত গমন করিবে। আমার সহিত এই সকল তীর্থ ভ্রমণ করিলে, তুমি রাজা মহাভিষের ন্যায় মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে। হে রাজশার্দ্দূল সুবিখ্যাত রাজা রামচন্দ্র ও ভগীরথের ন্যায় তুমি স্বীয় ধর্ম্মে পরম শোভিত; সকল রাজগণ অপেক্ষা সমধিক দীপ্তিশালী এবং মনু, ইক্ষ্বাকু, পুরু ও রাজা বৈণ্যের ন্যায় সর্ব্বত্র সুবিখ্যাত হইয়াছ। পূর্ব্বে যেমন বৃত্রহা নিখিল অরাতিকুল নির্ম্মূল করিয়া নিষ্কণ্টকে ত্রৈলোক্য পালন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও সপত্ন সকল নিঃশেষিত করিয়া সুখে প্রজা পালন করিবে, সন্দেহ নাই। হে রাজীবলোচন! তুমি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ন্যায় স্বধর্ম্ম-বিজিত বসুমতী শাসন করিয়া মহতী খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ কর।

দেবর্ষি নারদ রাজাকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির নিরন্তর কেবল তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া তীর্থ-যাত্রাশ্রিত পুণ্যপুঞ্জ ঋষিগণের নিকট নিবেদন করিলেন।

ষড়শীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এইরূপে স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও ধীমান্ মহর্ষি নারদের মত গ্রহণানন্তর পিতামহসদৃশ ধৌম্যকে কহিতে লাগিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি অস্ত্র লাভের নিমিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যপরাক্রম মহাবাহু অর্জ্জুনকে প্রবাসিত করিয়াছি। মহাবীর ধনঞ্জয় আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বলশালী এবং বাসুদেবের ন্যায় অস্ত্রকুশল। আমি ও প্রতাপশালী ব্যাস, আমরা দুই জনে বলবিক্রান্ত অরাতি-নিপাতন ষড়ৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছি। নারদও তাঁহাদের তত্ত্ব সবিশেষ জ্ঞাত আছেন; তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট ঐ কথা কহিয়া থাকেন, আমি ইন্দ্রসদৃশ অর্জ্জুনকে সমর্থ ভাবিয়াই তাহাকে ইন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহার নিকট অস্ত্র লাভ করিতে পাঠাইয়াছি; যেহেতু, অতিরথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, দুর্জ্জয় কৃপ ও অশ্বত্থামা এই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বেদবিৎ সর্ব্বাস্ত্র-বিশারদ বীরগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র-কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থে বৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিবেন।

দুর্য্যোধন দিব্যাস্ত্রবিৎ সূতপুত্র কর্ণকেও

যুদ্ধার্থে বরণ করিয়াছে। মহাবীর কর্ণ কাল-নিসৃষ্ট যুগান্তজ্বলন-স্বরূপ, তিনি স্বীয় শস্ত্রবেগরূপ অনিলের সাহায্যে অপ্রতিহত শরজালরূপ শিখা বিস্তার করিয়া ক্রোধধূমিত ও ধৃতরাষ্ট্ররূপ প্রবল বাতোদ্ধত হইয়া আমার সৈন্যরূপ তৃণরাশি ভস্মীভূত করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু দিব্যাস্ত্ররূপ তড়িন্মালা-বেষ্টিত অর্জ্জুনমেঘ কৃষ্ণরূপ অনিলে উদ্ধৃত, শ্বেতাশ্বরূপ বলাকা শোভিত ও গাণ্ডীবরূপ ইন্দ্রায়ুধভূষিত হইয়া অনবরত শর বর্ষণদ্বারা অবশ্যই সেই প্রদীপ্ত কর্ণপাবকের শান্তি করিবে। অরাতি-নিপাতন অর্জ্জুন নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দিব্যাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্র-পক্ষীয় সমুদায় বীর পুরুষগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে। অর্জ্জুন ব্যতীত সংগ্রামে শত্রুগণকে পরাজয় করা নিতান্ত দুঃসাধ্য। আমরা অবশ্যই সেই ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয়কে সংগৃহীতাস্ত্র হইয়া সমাগত হইতে দেখিব। মহাবীর অর্জ্জুন কোন কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়া কখনই অবসন্ন হয় না। যাহা হউক, এক্ষণে সেই পার্থ ব্যতিরিক্ত আমরা কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে এই কাম্যক বনে কোন ক্রমেই আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না।

হে ব্রহ্মন্! আপনি বহু ও ফলযুক্ত পরম পবিত্র সাধুগণ-নিষেবিত অন্য এক রমণীয় বনের নাম উল্লেখ করুন; তাহা হইলে যেমন জলাভিলাষী জনেরা জলদের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ আমরা সেই বনে বাস করিয়া অর্জ্জুনের প্রতীক্ষা করিব। আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট যে সমস্ত বিবিধ আশ্রম, সরোবর, নদী ও রমণীয় পর্ব্বতের বিষয় শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা বর্ণন করুন। অর্জ্জুন বিনা এই কাম্যক বনে বাস করিতে আমার কোন ক্রমেই প্রবৃত্তি হইতেছে না। তন্নিমিত্ত আমরা অবশ্যই অন্যত্র গমন করিব।

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বিপ্রবরাগ্রগণ্য বৃহস্পতিকল্প ধৌম্য পাণ্ডবগণকে নিতান্ত দীন ও একান্ত সমুৎসুক নিরীক্ষণ করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে ভরতকুল প্রদীপ! আমি ব্রাহ্মণগণের অনুমত পবিত্র আশ্রম, দিক্, তীর্থ ও পর্ব্বত সমুদায়ের বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে উহা শ্রবণ করিলে শোকবিমুক্ত হইয়া পুণ্য লাভ করিবেন; আর যদি সেই সেই স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য শত গুণে বর্দ্ধিত হইবে।

হে রাজন্! আমি সর্ব্বাগ্রে রাজর্ষি-গণনিষেবিত পরম রমণীয় পূর্ব্ব দিকের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নৈমিষ ক্ষেত্র আছে; তথায় দেবগণের পৃথক্ পৃথক্ পবিত্র তীর্থ সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছে। যে স্থানে দেবর্ষিসেবিত পরম পবিত্র রমণীয় গোমতী নদী প্রবাহিত হইতেছে, যে স্থানে দেবগণের যজ্ঞ ভূমি দেদীপ্যমান রহিয়াছে ও যেস্থানে যমো-

দ্দেশে পশুবলি সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই দিকে পরম পবিত্র রাজর্ষিসংকৃত গয় নামে গিরিবর আছে, এবং দেবর্ষিসেবিত ব্রহ্মসরোবর পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যাহা উদ্দেশ করিয়া পুরাতন মহর্ষিরা কহিয়াছেন, লোকের বহু পুত্র কামনা করা উচিত; কেন না তাহাদিগের মধ্যে অন্ততঃ এক জনেরও গয়া গমন, অশ্বমেধানুষ্ঠান বা নীল-বৃষোৎসর্গ করিবার সম্ভাবনা; তাহা হইলে বংশের পূর্ব্বতন দশ পুরুষ ও অবরজ দশ পুরুষ উদ্ধার হয়। তথায় মহানদী ফল্গু ও গয়শিরঃ আছে; এবং অক্ষয়করণ বটও বিদ্যমান রহিয়াছে; এই নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, তথায় পিতৃ-গণোদ্দেশে অন্ন প্রদান করিলে উহা অক্ষয় হয়। ঐ স্থানে বহুবিধ ফলমূলযুক্ত কৌশিকী নামে নদী প্রবাহিত হইতেছে; সেই স্থানে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তথায় পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী ভাগীরথী আছেন; যাহার তীরে ভগীরথ ভূরিদক্ষিণ বহুবিধ যজ্ঞানু-ষ্ঠান করিয়াছিলেন।

পাঞ্চাল দেশে উৎপলা নামে বন আছে; যে স্থানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র স্বীয় পুত্র-সমভিব্যাহারে যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে ভগবান্ জমদগ্নিনন্দন বিশ্বা-মিত্রের অতিমানুষী বিভূতি সন্দর্শন করিয়া তাঁহার বংশপরম্পরা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র কান্যকুব্জে ইন্দ্র-সমভিব্যাহারে সোমরস পান করিয়া ক্ষত্রিয়জাতি হইতে অপক্রান্ত হইয়া "আমি ব্রাহ্মণ" এই কথা বলিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মা পরম পবিত্র ঋষিকুল-সেবিত লোকবিশ্রুত গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে যজ্ঞ করি-য়াছিলেন; তন্নিমিত্ত ঐ স্থান প্রয়াগ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। ঐ স্থানে অগস্ত্যের আশ্রম আছে। সেই তাপসারণ্য অদ্যাপি পূর্ব্বের ন্যায় তাপসগণপরিবৃত রহিয়াছে। তত্রস্থ কালঞ্জর পর্ব্বতে মহান্ হিরণ্যবিন্দু বিদ্যমান আছে; পরম রমণীয় ও পবিত্র অগস্ত্যপর্ব্বতও সেই স্থানে আছে। পূর্ব্বে সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তত্রস্থ মহাত্মা ভার্গবের মহেন্দ্র নামক পর্ব্বতে যজ্ঞ করিয়া-ছিলেন। যে স্থানে পরম পবিত্র ভাগী-রথী নদী মণিকর্ণিকাতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; যথায় পুণ্যবান্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আকীর্ণ পবিত্র ব্রহ্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে; উহা দর্শন করিলে পুণ্য হয়। ঐ স্থানেই মহাত্মা মতঙ্গের পরম পবিত্র, মাঙ্গলিক, লোকবিখ্যাত কেদার নামে আশ্রম ও বহুবিধ ফলমূলযুক্ত রমণীয় কুণ্ডোদ নামে পর্ব্বত আছে; যে স্থানে তৃষ্ণার্ত্ত নিষধাধি-পতি নল জল পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া-ছিলেন। ঐ পর্ব্বতে তাপস-শোভিত রম্য দেববন ও উহার শৃঙ্গে বাহুদা ও নন্দা নাম্নী নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হে মহারাজ! পূর্ব্বদিক্‌স্থিত যাবতীয় পবিত্র তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও আয়তন সমু-দায় কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে অন্য তিন দিকে যে সমস্ত তীর্থাদি আছে, তাহা কহিতেছি, অবধান-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, হে ভরত-বংশাবতংস! দক্ষিণ দিকে যে সমস্ত পবিত্র তীর্থ আছে, তাহা আমি স্বীয় বুদ্ধিসাধ্যে কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ঐ দিকে নানা উপবনযুক্ত অগাধজল-সম্পন্ন তাপসগণ-পরিষেবিত পরম পবিত্র গোদাবরী নদী এবং পাপনাশক মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ তাপসালয়বিভূষিত বেণ্ণা ও ভাগীরথী তটিনী বিরাজিত আছেন। বিখ্যাত রাজর্ষি নৃগের পয়োষ্ণী নাম্নী সরিৎ ঐ দিকেই দৃষ্ট হয়। ঐ নদী রম্যতীর্থ-যুক্ত, অগাধজল-সম্পন্ন ও বহুবিধ ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত। তথায় মহাযশাঃ মহাযোগী মার্কণ্ডেয়, ধরণীপতি নৃগের বংশ-পরম্পরানুবদ্ধ গাথা গান করিয়াছিলেন। খ্যাত আছে যে, মহারাজ নৃগের যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে সুররাজ ইন্দ্র সোমরস পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ অপরিমিত ধনদক্ষিণা প্রাপ্ত হইয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণী সন্নিহিত উত্তম বরাহ তীর্থে যজ্ঞ করে, পয়োষ্ণীসলিল যে কোন প্রকারে হউক ঐ যজমান ব্যক্তির অঙ্গসংলগ্ন হইয়া সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে; ঐ স্থানে ভগবন্ ভবানীপতি গগনস্পর্শী অতি পবিত্র স্বীয় বিষাণ নিখাত করিয়া রাখিয়াছেন; তাহা দর্শন করিলে শিবপ্রাপ্তি হয়। গঙ্গা প্রভৃতি সমুদায় সরিৎ ও পুণ্যসলিলা পয়োষ্ণী নদীর তুলনা করিলে পয়োষ্ণীই সকল তীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হে মহারাজ! বরুণস্রোতস নামক গিরিতে পরম পবিত্র বহুমূল ফলযুক্ত ও মঙ্গলদায়ক মাঠরবন ও এক যূপ আছে; তাহার উত্তর মার্গবর্ত্তী পবিত্র কণ্বাশ্রমে প্রবেণী রহিয়াছে।

হে মহারাজ! তাপসারণ্য সমুদায় অবিকল কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে তীর্থফল শ্রবণ করুন। শূর্পারকে মহাত্মা জামদগ্নির পরম রমণীয় পাষাণময় সোপান-শোভিত বেদী তীর্থ আছে। ঐ স্থানে চন্দ্রা তীর্থ ও বহুল আশ্রম-সুশোভিত অশোক তীর্থ আছে। পাণ্ড্য দেশে অগস্ত্য তীর্থ, বারুণ তীর্থ ও পরম পবিত্র কুমারী তীর্থ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। এক্ষণে তাম্রপর্ণীর বিষয় কহিতেছি, শ্রবণ করুন। দেবগণ রাজ্যলাভেচ্ছায় ঐ স্থানে তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। গোকর্ণ নামে এক ত্রিলোক-বিখ্যাত হ্রদ আছে; উহা পরম পবিত্র ও মঙ্গলদায়ক; উহার জল সুশীতল ও অগাধ; অজ্ঞানী ব্যক্তিরা ঐ হ্রদে কদাচ গমন করিতে পারে না। তথায় বিবিধবৃক্ষ-তৃণাদিসম্পন্ন ফলমূলবিশিষ্ট পবিত্র দেবসম নামে পর্ব্বত আছে; উহা অগস্ত্যশিষ্যের আশ্রম। ঐ স্থানে বহুফলমূলসম্পন্ন মণিময় বৈদূর্য্য নামে পর্ব্বত আছে; তাহা অগস্ত্যের আশ্রম বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর সুরাষ্ট্র দেশীয় পরম পবিত্র আয়তন, আশ্রম, নদী ও সরোবর সমুদায় কহিতেছি; শ্রবণ করুন। বিপ্রগণ কহিয়া থাকেন; ঐ স্থানে চমসোদ্ভেদন তীর্থ ও সমুদ্রে দেবগণের প্রভাস তীর্থ

আছে। ঐ স্থানে তাপসাচরিত পিণ্ডারক তীর্থ ও আশু সিদ্ধিদায়ক উজ্জয়ন্ত পর্ব্বত লক্ষিত হয়, পূর্ব্বে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ এই বিষয়ে যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। মৃগপক্ষিনিষেবিত সুরাষ্ট্র দেশীয় পবিত্র উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে তপস্যা করিলে স্বর্গলোকে পূজ্য হয়। ঐ প্রদেশেই পবিত্রা দ্বারাবতী নগরী দৃষ্ট হয়। যে স্থানে সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ পুরাণদেব মধুসূদন বাস করেন। বেদবেত্তা অধ্যাত্মবিৎ ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছেন যে, মহাত্মা কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম্ম। যাবতীয় পবিত্র বস্তু আছে, তাহার মধ্যে গোবিন্দই পরম পবিত্র; পুণ্যের পুণ্য ও মঙ্গলের মঙ্গল। ত্রিলোকীমধ্যে তিনিই অব্যয়াত্মা এবং ব্যয়াত্মা। সেই ক্ষেত্রজ্ঞ পরমেশ্বর অচিন্ত্যাত্মা মধুসূদন হরি ঐ দ্বারকাতেই আছেন।

ঊননবতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, পশ্চিম দিকে অবন্তি দেশে যে সকল পবিত্র আয়তন আছে, তাহা আপনার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। প্রিয়ঙ্গু, আম্রবন ও বাণীর ফলশালিনী পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতী নর্ম্মদা তথায় প্রবাহিত হইতেছে; ত্রিভুবনের সমুদায় তীর্থ, সমুদায় পুণ্যায়তন, সমুদায় নদী, সমুদায় বন, সমুদায় পর্ব্বত, ব্রহ্মা প্রভৃতি সমুদায় দেবতা, সিদ্ধর্ষি ও চারণগণ ঐ নর্ম্মদার পবিত্র স্রোতে স্নান করিতে সর্ব্বদা আগমন করিয়া থাকেন। শ্রবণ করিয়াছি যে, ঐ প্রদেশে বিশ্রবাঃ মুনির পবিত্র আশ্রম ও ধনপতি কুবেরের জন্মস্থান। তথায় এক পবিত্র বৈদূর্য্য-শিখর নামে গিরিরাজ আছে; তত্রত্য হরিদ্বর্ণ পল্লবশোভিত পাদপ সকল সর্ব্বকালেই ফলকুসুমে সুসমান্বিত হইয়া থাকে। সেই শৈলরাজের শিখরপ্রদেশে প্রফুল্ল কমলশোভিত দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত এক সরোবর দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ স্বর্গোপম পর্ব্বত বহুবিধ আশ্চর্য্য বিষয়ে পরিপূর্ণ; তথায় বিশ্বামিত্রনদী নামে বিখ্যাত এক পবিত্র তরঙ্গিণী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া আছে; তাহার তীরে নহুষাত্মজ যযাতি স্বর্গলোক হইতে সাধুগণমধ্যে নিপতিত হইয়া পুনরায় সনাতন ধর্ম্ম ও লোক লাভ করিয়াছিলেন। তথায় এক পবিত্র হ্রদ, মৈনাক পর্ব্বত ও অসিত নামে গিরিবর বিদ্যমান আছে। ঐ স্থানেই কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির পবিত্র আশ্রমদ্বয় অবলোকিত হইয়া থাকে। তথায় স্বল্পমাত্র তপস্যা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়।

মহারাজ! মৃগপক্ষি-সেবিত জম্বুমার্গ শান্তরসপূর্ণ। পরম জ্ঞানশালী ঋষিগণের আশ্রমপদ। তৎপরে তাপস-সমাকীর্ণ পুণ্যতম কেতুমালা, গঙ্গাদ্বার, দ্বিজগণ-সেবিত সৈন্ধবারণ্য, ব্রহ্মসরোবর ও পবিত্র পুষ্কর তীর্থ আছে। এই পুষ্কর তীর্থ বৈখানস ঋষিগণের প্রিয়তম আশ্রম। লোকে ঐ স্থানে বাস করিবে বলিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহার অনেক গুণ কীর্ত্তন

করিয়াছেন। যাহারা মনে মনেও পুষ্কর তীর্থের কামনা করে, তাহারা বিগতপাপ হইয়া সুরলোকে আনন্দ ভোগ করিতে থাকে।

নবতিতম অধ্যায়।

ধৌম্য কহিলেন, হে বীর! উত্তর দিকে যে সমস্ত তীর্থ আছে, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। যাহা শ্রবণ করিলে, সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়। যে প্রদেশে মহাপুণ্যা সরস্বতী ও বেগবতী স্রোতস্বতী যমুনা প্রবাহিত হইতেছে। যে প্রদেশে পুণ্যতম প্লক্ষাবতরণ তীর্থ সন্নিবেশিত আছে; দ্বিজগণ বিল্বদণ্ড-দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অবভৃথস্নানানন্তর তথায় গমন করেন।

অগ্নিশিরঃ নামে বিখ্যাত পবিত্র কল্যাণকর এক তীর্থ আছে; তথায় সহদেব শম্যাক্ষেপ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ এই ইন্দ্রগীত গাথা অদ্যাপি গান করিয়া থাকেন, "সহদেব যমুনাসমীপে কোটি সুবর্ণ দক্ষিণা দানপূর্ব্বক অগ্নির অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।" মহাযশাঃ সার্ব্বভৌম ভরত সেই স্থানেই পঞ্চত্রিংশৎবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণের অভীষ্টফলপ্রদ শরভঙ্গ ঋষির বিখ্যাত পুণ্যাশ্রম ঐ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে।

সরস্বতী নদী সাধুগণের অতি পূজনীয়; পূর্ব্বকালে বালিখিল্য ঋষিগণ তথায় যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে প্রদেশে দৃষদ্বতী নদীও তদ্রূপ মহাপুণ্যা বলিয়া বিখ্যাত। যে প্রদেশে ন্যগ্রোধাখ্য, পুণ্যাখ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্ভ্যঘোষ ও দাল্ভ্য, এই কয়েকটী স্থান অনন্তযশাঃ অমিততেজাঃ মহাত্মা সুব্রতের আশ্রম বলিয়া ত্রিভুবনে প্রসিদ্ধ আছে। পূর্ব্বে অর্ণ ও অবর্ণ নামে বিখ্যাত বেদজ্ঞ ঋষিদ্বয় তথায় প্রধান প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তত্রত্য বিশাখ যূপে ইন্দ্রাদি দেবগণ একত্র মিলিত হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ঐ স্থান পুণ্যতম বলিয়া বিশ্রুত হইয়াছে।

মহাভাগ মহাযশাঃ জমদগ্নি ঋষি অতি রমণীয় পলাশ তীর্থে যাগ করিয়াছিলেন; সমুদায় তরঙ্গিণী স্ব স্ব সলিল গ্রহণপূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিশ্রেষ্ঠকে উপাসনা করিয়াছিল। বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব সেই মহাত্মার দীক্ষা নিরীক্ষণ করিয়া স্বয়ং এই গাথা গান করিয়াছিলেন, "মহাত্মা জমদগ্নি দেবগণের নিমিত্ত যজ্ঞ করিতেন, এবং নদী সকল তথায় আগমন করিয়া মধুদ্বারা বিপ্রগণকে পরিতৃপ্ত করিত।"

যে প্রদেশে ভাগীরথী, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রক্ষ ও অপ্সরসেবিত কিরাত ও কিন্নরগণের আলয় হিমালয় পর্ব্বতকে বেগপ্রভাবে বিদীর্ণ করিয়াছেন, সেই স্থান অতি পবিত্র গঙ্গাদ্বার বলিয়া বিখ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণ তথায় সতত বাস করিয়া থাকেন।

সনৎকুমার, কণখল ও পুরূরবার জন্মস্থান পুরুনামক পর্ব্বত অতি পবিত্র তীর্থ, যে স্থানে মহর্ষি ভৃগু তপস্যা করিয়াছিলেন; সেই আশ্রমীভূত মহাগিরি ভৃগুতুঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

যিনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের কর্ত্তা, সনাতন পুরুষোত্তম, বিশাল বদরীতে সেই ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণুর ত্রিলোক-বিখ্যাত আশ্রম। পূর্ব্বে যে স্থানে শীতল জল-বাহিনী গঙ্গা উষ্ণজল-প্রবাহিণী ও সুবর্ণ সিকতা হইয়া প্রবহমাণা হইতেন, মহাভাগ ঋষি ও দেবগণ প্রতিনিয়ত তথায় আগমন করিয়া নারায়ণদেবকে নমস্কার করেন। যে স্থানে সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ আছেন, সেই স্থানেই সমস্ত জগৎ সমস্ত তীর্থ ও সমস্ত পুণ্যায়তন। সেই পরম পুরুষই পরম পবিত্র; তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই তীর্থ; তিনিই তপোধন; তিনিই পরম দেবতা; তিনিই ভূতগণের পরমেশ্বর, পরম বিধাতা; তিনিই সনাতন ও পরম পদ। জ্ঞানিগণ তাঁহাকে জানিয়াই আর শোক করেন না। যে স্থানে আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন, সেই স্থানেই সমুদায় দেবর্ষি, সিদ্ধ ও তপোধনগণ। তিনিই পুণ্যের পুণ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

হে রাজন্! পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ ও পুণ্যায়তন আছে, তাহা কীর্ত্তন করিলাম। বসু, সাধ্য, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বী ও দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থের সেবা করিয়া থাকেন। আপনি ব্রাহ্মণ ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই সকল তীর্থে বিচরণ করুন, তাহা হইলে আপনার উৎকণ্ঠার শান্তি হইবে, সন্দেহ নাই।

একনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! মহাত্মা ধৌম্য ধর্ম্মরাজের নিকট এইরূপে তীর্থ সমুদায় কীর্ত্তন করিতেছেন; এমন সময়ে তেজোরাশি-সদৃশ লোমশ ঋষি তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। যেমন সুরপুরে সুরগণ সুরনাথের উপাসনা করেন, তদ্রূপ সগণ পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণ সকল সেই তপোধনের আরাধনা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমুচিত সম্মান-সহকারে আগমন কারণ ও পর্য্যটনপ্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

মহানুভব লোমশ কৌন্তেয়ের জিজ্ঞাসায় প্রীত হইয়া যেন তাঁহাদিগের শোকাপনোদনের নিমিত্তই মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন করিতে করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলাম; তথায় আপনার ভ্রাতা মহাবীর সব্যসাচীকে শচীনাথের অর্দ্ধাসনে সমাসীন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর দেবরাজ আমাকে আপনাদিগের সমীপে আগমন করিতে আদেশ করিলেন। আমি দেবরাজ ও মহাত্মা ধনঞ্জয়ের বাক্যানুসারে আপনাদিগকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; এক্ষণে আপনারা দ্রুপদনন্দিনীর সহিত একত্র হইয়া তাহা শ্রবণ করুন। মহাবাহু অর্জ্জুন মহাদেবের নিকট আপনার অভিলষিত অপ্রতিম আয়ুধ লাভ করিয়াছেন। যে ব্রহ্মশিরঃ অস্ত্র অমৃত হইতে উত্থিত হইয়া

তপোবনে দেবদেব মহাদেবের হস্তগত হইয়াছিল, ধনঞ্জয় সেই অস্ত্র লাভ করিয়া মঙ্গলাচরণ-পূর্ব্বক প্রয়োগ ও সংহারের মন্ত্র এবং প্রায়শ্চিত্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। আর তিনি যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি অন্যান্য বিবিধ দিব্য আয়ুধ এবং বিশ্বাবসু-তনয়ের সমীপে রীতিমত সাম ও নৃত্য গীত বাদ্য প্রভৃতি বিদ্যা লাভ করিয়াছেন। আপনার তৃতীয় ভ্রাতা এই রূপে আয়ুধ ও গান্ধর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ হইয়া অতিসুখে সুর রাজবাসে অধিবাস করিতেছেন।

সুরনাথ আমাকে যে সকল সন্দেশ প্রদানপূর্ব্বক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কহিতেছি, তাহা শ্রবণ করুন। তিনি আমাকে কহিলেন যে, হে দ্বিজোত্তম! আপনি অবশ্যই মনুষ্যলোকে গমন করিবেন; এবং আমার অনুরোধে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিবেন যে, আপনার ভ্রাতা কৃতাস্ত্র হইয়াছেন। এক্ষণে সুরগণের অসাধ্য এক মহৎ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই কার্য্য সম্পাদন করিয়া অনতিবিলম্বে এস্থানে আগমন করিবেন। আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন; তপস্যাই পরম ধর্ম্ম, তপশ্চর্য্যা ব্যতীত রাজ্য লাভের আর উপায়ান্তর নাই। মহেশ্বরসুত-সদৃশ, সত্যসন্ধ, সূর্য্য-নন্দন কর্ণ যে প্রকার উৎসাহশালী, মহাবীর, মহাযুদ্ধবিশারদ ও মহাধনুর্দ্ধর, আমি তাহা অবগত আছি, এবং পার্থও যেরূপ পুরুষকার-সম্পন্ন, তাহাও আমার অবিদিত নাই। ইহাতে বোধ হইতেছে, কর্ণ কদাচ পার্থের সমর-নৈপুণ্যের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও যোগ্য নহে। অতএব আপনি মনে মনে কর্ণ হইতে অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া যেরূপ ভীত হইয়াছেন, ধনঞ্জয় এ স্থান হইতে আপনার নিকট উপস্থিত হইলে, তাহা অবশ্যই অপসারিত হইবে; আপনি যে তীর্থযাত্রার সংকল্প করিয়াছেন, মহর্ষি লোমশ সেই তীর্থের বৃত্তান্ত ও তীর্থ-ফল বর্ণন করিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ক্রুটি করিবেন না।

দ্বিনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধনঞ্জয় যাহা কহিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন। "হে তপোধন! আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্ম কর্ম্মে নিয়োগ করিবেন। আপনি পরম ধর্ম্ম, তপস্যা ও রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম অবগত আছেন; অতএব আপনি পাণ্ডবগণকে তীর্থপর্য্যটন-জনিত পুণ্যে পরিপূর্ণ ও পাবন পুরুষ নারায়ণের প্রতি অনুরক্ত করিবেন। রাজা যুধিষ্ঠির যাহাতে তীর্থপর্য্যটন ও গোদান ক্রিয়ায় তৎপর হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবেন। তিনি আরও কহিলেন যে, আপনি তাঁহা-দিগকে তীর্থভ্রমণ সময়ে দুর্গম ও বিষম প্রদেশে রাক্ষসগণ হইতে রক্ষা করিবেন। যেমন দধীচ মুনি ইন্দ্রকে ও অঙ্গিরাঃ আদিত্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই রূপ আপ-নিও পাণ্ডবগণকে রাক্ষসগণ হইতে পরিত্রাণ করিবেন। আপনি পাণ্ডবগণকে

রক্ষা করিলে বিকটমূর্ত্তি ভীষণকায় রাক্ষসগণ কদাচ তাঁহাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতে সমর্থ হইবে না"।

আমি, দেবরাজ ইন্দ্র ও অর্জ্জুনের নিয়োগানুসারে রক্ষকস্বরূপ হইয়া আপনাদিগের সহিত পর্য্যটন করিব। আমি তীর্থ সকল বারদ্বয় সন্দর্শন করিয়াছি; এক্ষণে আমি আবার আপনাদিগের সহিত তৃতীয় বার সেই দৃষ্টপূর্ব্ব তীর্থ সকল সন্দর্শন করিব। পুণ্যশীল মনু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ এই ভয়াপহ তীর্থযাত্রার অনুসরণ করিয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি ঋজুতাবর্জ্জিত, আত্মজ্ঞানবিহীন, অকৃতবিদ্য ও পাপকারী, তাহারা কদাচ তীর্থস্নানে সমুৎসুক হয় না। আপনি নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ ও সত্যসঙ্গর; অতএব আপনি ভগীরথের ন্যায়, গদ প্রভৃতি ভূপতিগণের ন্যায়, যযাতির ন্যায় পুনরায় পাপজনক সকলপ্রকার সংসর্গ হইতে বিমুক্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনার বাক্য শ্রবণে আমার শরীরে এরূপ আনন্দের আবির্ভাব হইয়াছে যে, আমি আপনার কথার কি প্রকার উত্তর প্রদান করিব, তাহাও বিস্মৃত হইতেছি। যে ব্যক্তি দেবরাজের স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তাহা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি গৌরবশালী হইতে পারে? আপনি যাহার সহবাসী; ধনঞ্জয় যাহার সহোদর ও দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহা অপেক্ষা আর কোন্ ব্যক্তি মহিমান্বিত হইতে পারে? সে যাহা হউক, আপনি যে তীর্থদর্শনের নিমিত্ত অনুরোধ করিতেছেন; আমি ইতিপূর্ব্বেই ধৌম্য মহাশয়ের বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে কৃতসংকল্প হইয়াছি; অতএব আপনি যে সময় তীর্থযাত্রার অনুকূল ও প্রশস্ত বলিয়া বোধ করেন, সেই সময়ে গমন করা স্থির করিলাম।

অনন্তর লোমশ মুনি তীর্থ-গমনোৎসুক পার্থকে কহিলেন, মহারাজ! পরিবারসংখ্যার স্বল্পতা সম্পাদন করুন; কারণ, অল্প পরিবারে পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে সকল ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ ও যতি, ক্ষুৎপিপাসা, পথশ্রম, আয়াস ও শীতবাতাদি সহ্য করিতে অসমর্থ, যে সকল ব্রাহ্মণ মিষ্টান্নভোজী, যাঁহারা পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় ও মাংসের অভিলাষী, যাঁহারা ভোজনের নিমিত্ত সর্ব্বদা সূপকারের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা সকলেই তীর্থাভিগমনে বিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। আমি যাঁহাদিগকে যথোচিত জীবিকা প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিতেছি এবং যে সকল পৌরজন রাজভক্তি প্রদর্শন-পূর্ব্বক আমার অনুগত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন, তাঁহারা এক্ষণে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করুন; তিনি তাঁহাদিগকে সময়সমুচিত যোগ্য জীবিকা প্রদান করিবেন; অথবা আমাদের হিতের নিমিত্ত পাঞ্চালরাজ তোমাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু এস্থানে থাকিলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র

কখনই তোমাদিগকে বৃত্তি প্রদান করিবেন না।

অনন্তর পৌরজন, বিপ্র ও যতিগণ হস্তিনানগরে গমন করিলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রেমপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে যথাবিধি প্রতিগ্রহ ও সমুচিত ধন দানপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সন্তোষ সাধন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণে পরিবৃত হইয়া, লোমশ মুনির সহিত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কাম্যক বনে ত্রিরাত্র বাস করিলেন।

ত্রিনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বনবাসী ব্রাহ্মণগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে গমন করিতে অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন; হে মহারাজ! আপনি মহাত্মা লোমশ মুনি ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তীর্থ সন্দর্শনে যাত্রা করিতেছেন; এক্ষণে আমাদিগকে সমভিব্যাহারী করা আপনার উচিত; আপনি সঙ্গে না থাকিলে, আমরা অল্পসংখ্যক জনসমভিব্যাহারে শ্বাপদসেবিত বিষম দুর্গম দুর্গ সকল অতিক্রম করিয়া কদাচ তীর্থপর্য্যটন করিতে সমর্থ হইব না। হে পৃথিবীপাল! আমরা আপনার শূরবর ধনুর্দ্ধর ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া অকুতোভয়ে বন ও তীর্থ সকল পর্য্যটন করিয়া ভবদীয় প্রসাদেই তত্রত্য সুখময় ফল লাভ করিব। আপনার বীর্য্যপ্রভাবে রক্ষিত হইয়া, অক্ষত শরীরে তীর্থ দর্শন ও তীর্থস্নান করিয়া বিগতপাপ হইব। মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, অষ্টক, রাজর্ষি লোমপাদ ও সার্ব্বভৌম ভরত, ইঁহারা যে সকল লোকে গমন করিয়াছেন, আপনিও তীর্থ-পরিপ্লুত হইয়া সেই সকল অসুলভ লোক লাভ করিবেন। আমরা আপনার সহিত একত্র হইয়া প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গাদি নদী ও প্লক্ষাদি বনস্পতি সকল সন্দর্শন করিতে অভিলাষ করি। হে জননাথ! যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিন্মাত্র প্রীতি থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের এই বাক্য রক্ষা করুন; ইহাতে অবশ্যই আপনার শ্রেয়োলাভ হইবে। তীর্থ সকল সর্ব্বদা তপোবিঘ্নকর নিশাচরগণে সমাকীর্ণ, আপনারা সেই সকল রাক্ষসগণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন। ধীমান্ ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপাঃ লোমশ যে সকল তীর্থ কীর্ত্তন করিয়াছেন, আপনারা লোমশ ঋষি-কর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া আমাদিগের সহিত ঐ সকল তীর্থ পর্য্যটন করুন।

ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে এই রূপ গৌরবসূচক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের লোচনযুগল হইতে আনন্দসলিল বিগলিত হইতে লাগিল। তখন তিনি ভ্রাতৃগণ-কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া লোমশ ও ধৌম্যের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সেই সকল ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারী করিতে অঙ্গীকার করিলেন। পরে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রুপদনন্দিনীর সহিত তীর্থ যাত্রায় কৃতসংকল্প হইলেন।

অনন্তর মহাভাগ ব্যাস, পর্ব্বত ও নারদ ঋষি তাঁহাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কাম্যক বনে আগমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে সমুচিত পূজা করিলে, তাঁহারা পূজা গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! মনকে পরিশুদ্ধ করিয়া তীর্থযাত্রা করিতে হইবে; অতএব তোমরা অন্তঃকরণের সরলতা সম্পাদন কর। ব্রাহ্মণগণ শারীরিক নিয়মকে মানুষ ব্রত ও মনোবিশুদ্ধ বুদ্ধিকে দৈব ব্রত বলিয়া থাকেন। মনের নির্দ্দোষিতাই শুচিতার পর্য্যাপ্ত কারণ। শান্ত স্বভাব অবলম্বনপূর্ব্বক বিশুদ্ধ হইয়া তীর্থ দর্শন করিতে হইবে। তোমরা মানসিক ও শারীরিক নিয়ম-দ্বারা পবিত্র হইয়া দৈব ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যথোক্ত ফল লাভ করিবে।

পাণ্ডবগণ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক দিব্য ও মানুষ মুনিগণ-কর্ত্তৃক কৃত-স্বস্ত্যয়ন হইয়া লোমশ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, নারদ ও পর্ব্বত ঋষির পাদবন্দন-পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চীরাজিন-জটাধারী হইয়া অভেদ্য কবচ পরিধান-পূর্ব্বক ধৌম্য ও সেই সমস্ত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে মৃগশিরাঃ নক্ষত্রে-যুক্ত পৌর্ণমাসী অতীত হইলে, পুষ্যা নক্ষত্রে তীর্থ দর্শনে নির্গত হইলেন। ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, চতুর্দ্দশ রথ, সূপকারগণ ও অন্যান্য পরিচারক সকল তাঁহাদের সমভিব্যাহারী হইল। মহাবীর পাণ্ডবগণ এইরূপে শর, শরাসন ও অসি প্রভৃতি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্ন্নবতিতম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবর্ষিসত্তম! আমি আপনাকে নির্গুণ বিবেচনা করি না, তথাচ অন্য মহীপাল অপেক্ষা দুঃখে নিতান্ত সন্তপ্ত হইতেছি; আর অধর্ম্ম-পরায়ণ শত্রুগণকে নির্গুণ দেখিতেছি; তথাপি তাহারা এই পৃথিবীমণ্ডলে অভ্যুদয় লাভ করিতেছে; ইহার কারণ কি? লোমশ কহিলেন, মহারাজ! অধার্ম্মিক লোক ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা যে অভ্যুদয় লাভ করে, তদ্বিষয়ে আপনি কদাচ খেদ প্রকাশ করিবেন না। মনুষ্য অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা প্রথমতঃ অভ্যুদয় লাভ করিয়া সুখ সম্ভোগ করে, পরে আপনাকে প্রভু বোধ করিয়া শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হইয়া পরিশেষে স্বয়ং সমূলে নির্ম্মূল হইয়া থাকে। হে মহারাজ! আমি ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অনেকানেক দৈত্য দানব অধর্ম্মাচরণ-দ্বারা অভ্যুদয় লাভ করিয়া পরিশেষে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে সত্যযুগে দেবগণ ধর্ম্মপথ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন; কিন্তু অসুরেরা তাহা পরিত্যাগ করিয়াছিল। দেবতারা তীর্থপর্য্যটনে সতত প্রবৃত্ত থাকেন; কিন্তু অসুরেরা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ হয়। অহঙ্কার প্রথমেই অধর্ম্মপর অসুরগণের-শরীরমধ্যে প্রবেশ করে। সেই অহঙ্কার হইতে অভিমান, অভিমান হইতে ক্রোধ ও ক্রোধ হইতে নির্লজ্জতা জন্মে; সেই

নির্লজ্জতা-প্রভাবেই তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। ক্ষমা, লক্ষ্মী ও ধর্ম্ম ইঁহারা নির্লজ্জ, হীনচরিত্র ও অকৃতব্রত অসুরদিগকে অচিরকাল-মধ্যেই পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী দেবগণমধ্যে আবির্ভূত হইলেন; অলক্ষ্মী অসুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর কলি অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট অহঙ্কার-পরতন্ত্র দৈত্যদানবগণমধ্যে প্রবেশ করিল। অসুরগণ কলিকর্ত্তৃক সমাক্রান্ত, অহঙ্কার-পরিপূর্ণ, অভিমানে অভিভূত ও ক্রিয়াবিহীন হইয়া অবিলম্বে বিনষ্ট হইতে লাগিল; এই রূপে দানবকুল ক্রমে ক্রমে সমূলে নির্ম্মূল হইয়া গেল। এ দিকে ধর্ম্মশীল দেবতারা সাগর, সরিৎ, সরোবর ও পুণ্য আয়তন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন এবং তপঃ, যজ্ঞ, দান ও আশীর্ব্বাদপ্রভাবে সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিলেন।

হে মহারাজ! দেবগণ এই রূপ সরলতাদি গুণসম্পন্ন ও অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়া তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহাদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অতএব আপনিও অনুজগণ সমভিব্যাহারে সমুদায় তীর্থে অবগাহন করিলে পুনরায় লক্ষ্মী লাভ করিবেন। আমি আপনাকে যেরূপ কহিলাম, ইহাই সনাতন পথ। যেমন রাজা নৃগ, শিবি, উশীনর, ভগীরথ, বসুমনাঃ, গয়, পূরু, পুরূরবা ইঁহারা মহাত্মাদিগের দর্শন, তীর্থগমন, তীর্থস্নান ও তপশ্চর্য্যা দ্বারা বিধূতপাপ হইয়া পবিত্র যশঃ ও বিপুল ধন লাভ করিয়াছিলেন; তদ্রূপ আপনিও প্রভূত সম্পদ্ লাভ করিবেন। যাদৃশ মহারাজ ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা ও মরুত্ত বিপুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন, কালক্রমে আপনিও সেইরূপ হইবেন, সন্দেহ নাই। যদ্রূপ দেবর্ষি ও দেবগণ তপঃপ্রভাবে পবিত্র কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন; কালক্রমে আপনিও সেই রূপ মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিবেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ মহামোহাচ্ছন্ন ও অধর্ম্মে পরিপূর্ণ হইয়া দৈত্যগণের ন্যায় অনতিকাল-মধ্যেই কালকবলে প্রবিষ্ট হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া স্থানে স্থানে অবস্থান করিয়া ক্রমশঃ নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলেন। তথায় গোমতী নদীর অতি পবিত্র তীর্থ সমুদায়ে স্নান এবং পুনঃ পুনঃ পিতৃগণ, বিপ্রগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া প্রচুর অর্থ ও গো দান করিতে লাগিলেন। তৎপরে কন্যা তীর্থ, গোতীর্থ, কালকোটী ও বিষপ্রস্থ ধরাধরে অধিবাস করিয়া বাহুদা তীর্থে স্নান করিলেন। অনন্তর প্রয়াগে দেবগণের দেবযজন তীর্থে স্নান ও তথায় বাস করিয়া তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন। পরে গঙ্গাযমুনা সঙ্গম স্থানে বিগতপাপ হইয়া ব্রাহ্মণগণকে অর্থ দান করিলেন। তৎপরে ব্রাহ্মণগণসমভিব্যাহারে তপস্বিগণ-নিষেবিত পিতামহের বেদী তীর্থে উপনীত হইলেন এবং

তথায় কতিপয় বাসর অবস্থান করিয়া নিরন্তর বন্য হবিঃ দ্বারা দ্বিজগণের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজর্ষি গয়-কর্তৃক অভিসংস্কৃত মহীধর তীর্থে উপস্থিত হইলেন; যে স্থানে গয়শিরঃ নামক এক পর্ব্বত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং বেতস-পংক্তিশালিনী পুলিন-শোভিতা অতি পবিত্রা মহানদী নাম্নী এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। তথায় মহর্ষি-সার্থসেবিত পবিত্রশিখর পুণ্য ধরণীধর ব্রহ্মসরঃ নামক তীর্থ আছে। যে স্থানে ভগবান্ অগস্ত্য যোগবলে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; যে স্থানে চিরস্থায়ী ধর্ম্মরাজ স্বয়ং বাস করিতেছেন; যে স্থানে নদী সকল সমুৎপন্ন হইয়াছে; এবং যে স্থানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিরন্তর সন্নিহিত আছেন; তথায় মহাবীর পাণ্ডবেরা চাতুর্মাস্য ব্রত সাধনপূর্ব্বক ঋষিযজ্ঞ সমাধান করিলেন। যে স্থানে অক্ষয় বট ও অক্ষয় দেবযজন ভূমি বিরাজমান আছে; পাণ্ডবেরা তথায় উপবাস করিয়া অক্ষয় ফল লাভ করিলেন। অনন্তর শত সহস্র তপোধন ব্রাহ্মণগণ তথায় সমাগত হইয়া আর্ষ বিধানানুসারে চতুর্মাস-সাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। তৎপরে বিদ্যাতপোবৃদ্ধ, বেদবেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ সভামধ্যে সমাসীন হইয়া মহাত্মাদিগের অতি পবিত্র কথা সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; ইত্যবসরে বিদ্যাব্রতাভিষিক্ত কৌমার ব্রতধারী শমঠ, অমূর্ত্তরয়ের তনয় রাজর্ষি গয়ের কথা আরম্ভ করিলেন।

শমঠ কহিলেন, মহারাজ! আমি অতি বিচিত্র গয়চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজর্ষি গয় অমূর্ত্তরয়ের পুত্র, তিনি এই স্থানে প্রচুরান্ন ও ভূরিদক্ষিণ এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে শত সহস্র অন্নাচল ও ঘৃতকুল্যা প্রস্তুত হয়; শত শত দধির নদী এবং শত সহস্র উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়াছিল। গয়-রাজ যাচকদিগকে প্রতিদিনই এইরূপ সমারোহে অন্ন দান করিতেন এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যান্য জাতিও বহুবিধ অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করিত। দক্ষিণা প্রদানকালে বেদধ্বনি গগন স্পর্শ করিয়াছিল; তখন অন্য আর কোন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হয় নাই। ঐ অদ্ভুত পুণ্য ধ্বনি সঞ্চারিত হইয়া ভূলোক, দ্যুলোক ও দশ দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সকলের বিস্ময়োদ্ভাবন করিয়াছিল; অনন্তর মনুষ্যেরা এই গাথা গান করিত যে, মহাতেজাঃ গয়-রাজের যজ্ঞে দেশে দেশে সকলেই অন্নপানে পরিতৃপ্ত হইয়াছে; অদ্য কে ভোজনাভিলাষী আছ বল; তথায় এখনও পঞ্চবিংশতি অন্নাচল বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজর্ষি গয় যেরূপ সমারোহে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কেহই কখন করে নাই এবং করিবে এমত বোধও হয় না। দেবগণ গয়দত্ত হবিঃ দ্বারা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন যে, অন্যদত্ত দ্রব্যজাত গ্রহণে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া উঠিলেন। যেমন ভূতলের বালুকা, আকাশের তারকা ও জলধরের বারিধারা সকল অসংখ্যেয়,

তদ্রূপ তদীয় যজ্ঞের দক্ষিণাও সংখ্যাতীত হইয়াছিল। হে মহারাজ! গয়-রাজ ব্রহ্ম-সরঃসন্নিধানে এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্জয়া তীর্থে উপস্থিত হইয়া অগস্ত্যাশ্রমে বাস করিলেন। তথায় মহর্ষি লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই স্থলে মহর্ষি অগস্ত্য কি কারণে বাতাপি দানবকে জীর্ণ করিয়াছিলেন? আর ঐ মানবান্তক দৈত্য কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিল? এবং কি কারণেই বা তখন মহামুনি অগস্ত্যের ক্রোধানল সন্ধুক্ষিত হইয়াছিল; আপনি আনুপূর্ব্বিক এই সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্ব কালে মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য বাস করিত; তাহার অনুজের নাম বাতাপি। একদা ইল্বল তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণকে কহিল, ভগবন্! আমাকে দেবরাজ তুল্য এক পুত্র প্রদান করুন। ব্রাহ্মণ তদীয় অভিলষিত সংসাধনে অসম্মত হইলে ইল্বল তখন ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিল; তদবধি জাত-ক্রোধ হইয়া স্বীয় অনুজ বাতাপিকে ছাগ-রূপী করিয়া তাহার মাংস পাকপূর্ব্বক আগন্তুক ব্রাহ্মণের জীবন সংহারার্থ তাঁহাকে উপোযোগ করিতে প্রদান করিত। যে-হেতু, ইল্বলের বিশেষ ক্ষমতা ছিল যে, সে মৃত প্রাণীকে আহ্বান করিলে, সে তৎক্ষণাৎ তাহার নিকট উপস্থিত হইত।

অনন্তর ইল্বল ছাগরূপী বাতাপিকে সুসংস্কৃত করিয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ভোজন করিতে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ আহা-রান্তে বিশ্রাম করিতেছেন, এই অবসরে ইল্বল তার স্বরে বাতাপিকে আহ্বান করাতে, সে সত্বরে ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করিয়া সহাস্য আস্যে নিষ্ক্রান্ত হইল। এই রূপে ইল্বল আগন্তুক ব্রাহ্মণ-গণকে ছাগমাংস ভোজন করাইয়া সংহার করিত।

এই সময়ে ভগবান্ অগস্ত্য এক গর্ত্তে অধোমুখে লম্বমান পিতৃগণকে সন্দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি কারণে অধোমুখে গর্ত্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছেন? তাঁহারা কম্পিতকলেবরে কহিলেন, বৎস! আমরা সন্তানার্থ এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া রহিয়াছি; আমরা তোমারই পূর্ব্ব পুরুষ; এক্ষণে কেবল ত্বদীয় সন্তানের নিমিত্ত এই রূপ দুর্বিষহ দুঃখ ভোগ করিতেছি। যদি তুমি সন্তান উৎপাদন কর; তাহা হইলে আমরা এই ঘোরতর নরকযন্ত্রনা হইতে মুক্ত হইব এবং তুমিও চরমে পরম গতি প্রাপ্ত হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। সত্যপরা-য়ণ মুনিবর অগস্ত্য কহিলেন, হে পিতৃগণ! আমি আপনাদিগের এই মনোরথ পূর্ণ করিব; এক্ষণে আপনারা উৎকণ্ঠা পরি-ত্যাগ করুন।

অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য স্বীয় সন্তান-পরম্পরা বিস্তার করিবার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কুত্রাপি যোগ্যা ও সদৃশী ভার্য্যা প্রাপ্ত হইলেন না। পরে যে সমস্ত প্রাণীর যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় উৎকৃষ্ট, তিনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া তদনুরূপ অপূর্ব্ব একটী স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিয়া, পুত্রের নিমিত্ত দুরূহ তপস্যায় প্রবৃত্ত বিদর্ভরাজকে আত্মার্থে নির্ম্মিতা সেই কন্যা প্রদান করিলেন। সৌদামনীর ন্যায় রূপলাবণ্য-সম্পন্না সেই কন্যা বিদর্ভ রাজগৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। অনন্তর মহীপাল বিদর্ভ, কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র হর্ষভরে ব্রাহ্মণগণকে নিবেদন করিলে, ব্রাহ্মণেরা তৎক্ষণাৎ কন্যাকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তাঁহার নাম লোপামুদ্রা রাখিলেন। স্বরূপা লোপামুদ্রা কমলিনীর ন্যায়, হুতাশনশিখার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।

তিনি ক্রমে ক্রমে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে, এক শত অলঙ্কৃতা কন্যা ও এক শত অভিলাষানুরূপ কিঙ্করী তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। লোপামুদ্রা দাসীশতপরিবৃতা ও কন্যাগণ-মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া তেজস্বিনী রোহিণীর ন্যায় বিরাজমান হইলে, মহাত্মা অগস্ত্যের ভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া, কেহই ঐ রূপলাবণ্যবতী যুবতীকে প্রার্থনা করিল না। তখন বিদর্ভরাজ কন্যাকে যৌবনসম্পন্না দেখিয়া, কাহাকে সম্প্রদান করিব, মনে মনে এই চিন্তা করিতে লাগিলেন। লোকাতিগরূপ-সম্পন্না, সত্যপরায়ণা লোপামুদ্রার বিশুদ্ধ ব্যবহারে পিতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সপ্তনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে গার্হস্থ্য ব্যাপারে দক্ষ দেখিয়া বৈদর্ভ-সন্নিধানে কহিলেন, মহারাজ! আমি পুত্রার্থে দার পরিগ্রহ করিবার মানস করিয়াছি; এই নিমিত্ত আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করুন। মহারাজ বৈদর্ভ এই কথা শুনিবামাত্র বিচেতনপ্রায় হইয়া রহিলেন কিন্তু তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান বা লোপামুদ্রা দান, উভয় বিষয়েই নিতান্ত অসম্মত হইলেন। অনন্তর তিনি অন্তঃপুরে গমন করিয়া মহিষীর নিকট এই বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! মহর্ষি অগস্ত্য সাতিশয় উগ্রস্বভাব-সম্পন্ন; তিনি ক্রুদ্ধ হইলে শাপানলে আমাকে ভস্মসাৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। তখন লোপামুদ্রা জনক ও জননীকে নিতান্ত দুঃখিত নিরীক্ষণ করিয়া অবসরক্রমে পিতৃ সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি আমার নিমিত্ত কোন ক্রমেই উদ্বিগ্ন হইবেন না; আমাকে অগস্ত্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিরাপদ হউন।

অনন্তর রাজা মহাত্মা অগস্ত্যকে বিধিপূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদান করিলে, অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিয়া

কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে মহার্হ আভরণ ও বিচিত্র সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ কর। লোপামুদ্রা ভর্ত্তৃনির্দেশানুসারে তৎক্ষণাৎ মহামূল্য বসন ভূষণ পরিত্যাগপূর্ব্বক চীর, বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হইলেন। অনন্তর ভগবান্ অগস্ত্য গঙ্গাদ্বার তীর্থে উপস্থিত হইয়া পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণীর সহিত অতি কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। লোপামুদ্রা প্রীত মনে বহুমানপূর্ব্বক পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন; মহর্ষিও পত্নীর প্রতি যথোচিত প্রীত ও প্রণয়ানুগত হইলেন।

এই রূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, ভগবান্ অগস্ত্য তপঃপ্রভাব-সম্পন্না লোপামুদ্রাকে ঋতুস্নাতা দেখিয়া এবং তদীয় পরিচর্য্যা, দম, শৌচ ও সৌন্দর্য্যে নিতান্ত প্রীত ও একান্ত আকৃষ্ট হইয়া সহযোগবাসনায় আহ্বান করিলেন। তখন লোপামুদ্রা লজ্জাবনতমুখী হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণয় সম্ভাবণপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন; হে তপোধন! আপনি অপত্য লাভের নিমিত্তই আমার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। আপনার প্রতি আমার যেরূপ প্রীতি আছে, আপনি এক্ষণে তদনুযায়ী ব্যবহার করিতে পারেন; কিন্তু আমার পিতৃগৃহে প্রাসাদে যাদৃশ শয্যা প্রস্তুত থাকিত, এই স্থলেও তদ্রূপ শয্যায় শয়ন করিতে ইচ্ছা করি; আপনিও মাল্য ও বসন ভূষণ পরিধান করুন। আমি অভিলাষানুরূপ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া আপনার নিকট গমন করিব; অন্যথা আমি চীর ও কাষায় বসন পরিধান পূর্ব্বক এস্থানে উপস্থিত হইতে পারিব না। তপস্বিগণের কাষায় বসন প্রভৃতি পবিত্র ভূষণসামগ্রী সকল কদাচ দূষিত করা কর্ত্তব্য নহে। অগস্ত্য কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার পিতার যেরূপ প্রচুর ধনসম্পত্তি আছে, আমাদিগের সেরূপ সম্পত্তি নাই। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! এই জীবলোকে যে কিছু ধন বিদ্যমান আছে, আপনি তপঃপ্রভাবে ক্ষণকালমধ্যেই তৎসমুদায় আহরণ করিতে পারেন। অগস্ত্য কহিলেন, হে কমললোচনে! তুমি যেরূপ কহিলে, তাহা কোন মতেই অমূলক নহে; কিন্তু অর্থ আহরণ করিতে হইলে তপঃক্ষয় হইবে; অতএব যাহাতে তপঃক্ষয় না হয়, এই রূপ উপদেশ প্রদান কর। লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! আমার ঋতুকাল অল্পমাত্রাবশিষ্ট আছে; উহা অতীত হইলে আপনার সহিত সহবাস করিব না এবং যে কর্ম্মে আপনার ধর্ম্ম লুপ্ত হয়, তাহাও আমার উদ্দেশ্য নহে। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন। অগস্ত্য কহিলেন, হে সুভগে! যদি তোমার অন্তঃকরণে এই রূপ অভিলাষ জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি অর্থাহরণ করিতে প্রস্থান করিলাম, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া অভিলাষানুসারে কাল যাপন কর।

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ! অনন্তর মহর্ষি অগস্ত্য ধন আহরণ করিবার নিমিত্ত নৃপোত্তম শ্রুতর্ব্বার নিকট গমন করিলেন। নরপতি শ্রুতর্ব্বা, ভগবান্ কুম্ভযোনি সমুপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া, অমাত্য-সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট গমন-পূর্ব্বক পরম সমাদরে সৎকার করিয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনয়ন করিলেন এবং যথাবিধি অর্ঘ প্রদানপুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে প্রযত চিত্তে তাঁহার আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে নরনাথ! আমি ধন লাভেচ্ছায় আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা ক্ষতি না করিয়া আমাকে যথাশক্তি ধন প্রদান করুন।

রাজা শ্রুতর্ব্বা অগস্ত্যকে আপনার সমুদায় আয় ও ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ জ্ঞাপন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি যে কিছু ধন ইচ্ছা করেন, ইহা হইতে গ্রহণ করুন। মহর্ষি অগস্ত্য তৎসমুদায় শ্রবণে রাজার আয় ও ব্যয় সমান অবলোকন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইঁহার নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে। তখন তিনি শ্রুতর্ব্বারাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রধ্নশ্ব মহীপতির নিকট গমন করিলেন। মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া সাতিশয় সমাদর-সহকারে সৎকার করিয়া যথাযোগ্য পাদ্য অর্ঘ প্রদান-পূর্ব্বক আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, মহারাজ! আমরা ধন লাভেচ্ছায় আপনার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি; অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।

তখন মহারাজ ব্রধ্নশ্ব তাঁহাদিগকে আপনার সমুদায় আয় ব্যয়ের বিষয় সবিশেষ বিজ্ঞাপন-পূর্ব্বক কহিলেন; আমার এই সমুদায় ধন হইতে আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন। ভগবান্ অগস্ত্য তৎ শ্রবণে ব্রধ্নশ্বের আয় ও ব্যয় সমান জানিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইঁহার নিকট ধন গ্রহণ করিলে অবশ্যই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে।

অনন্তর অগস্ত্য, শ্রুতর্ব্বা ও ব্রধ্নশ্ব এই তিন জনে একত্র হইয়া পুরুকুৎসনন্দন ত্রসদস্যুর নিকট গমন করিলেন। ত্রসদস্যু তাঁহাদিগকে সমাগত জানিয়া তাঁহাদের সমীপে গমন-পূর্ব্বক পরম সমাদরে স্বীয় সদনে আনয়ন করিয়া যথাবিধি পূজাপূর্ব্বক আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা অর্থ লাভাকাঙ্ক্ষায় আপনার সমীপে আগমন করিয়াছি; অতএব আপনি অন্যের হিংসা বা হানি না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান করুন।

তখন মহারাজ ত্রসদস্যু আপনার সমুদায় আয়ব্যয় তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপন করিয়া

কহিলেন, মহাশয়েরা আমার এই সমস্ত ধন হইতে যাহা ইচ্ছা হয়, গ্রহণ করুন। ভগবান্ অগস্ত্য তৎশ্রবণে তাঁহার আয় ও ব্যয় সমান সন্দর্শন করিয়া বিবেচনা করিলেন যে, ইঁহার নিকট অর্থ গ্রহণ করিলে নিশ্চয়ই প্রাণিগণের ক্লেশ হইবে।

তখন সেই নৃপতিগণ পরস্পর নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক মহামুনি অগস্ত্যকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দানবেন্দ্র ইল্বল প্রভূত ধনশালী; আমরা তাহার নিকট গমন-পূর্ব্বক অর্থ প্রার্থনা করিব। এই রূপে তাঁহারা ইল্বলের নিকট ধন প্রার্থনা করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন।

একোনশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, দানবরাজ ইল্বল মহর্ষিসমবেত নৃপতিগণকে স্বরাজ্যে সমাগত সন্দর্শন করিয়া পরম সমাদরে পূজা করিলেন; তৎপরে তিনি অতিথিগণের ভোজনার্থ ছাগরূপধারী স্বীয় ভ্রাতা বাতাপিকে উত্তমরূপে পাক করিলেন। তখন রাজর্ষিগণ ছাগরূপী মহাসুর বাতাপিকে পাক করা হইয়াছে দেখিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিগণ! তোমরা খেদ করিও না; আমিই মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া মহার্হ আসনে উপবিষ্ট হইলে, দানবেন্দ্র ইল্বল সহাস্য বদনে তাঁহাকে পরিবেষণ করিতে লাগিল; মহর্ষি অগস্ত্য ক্রমে ক্রমে বাতাপির সমুদায় মাংসই ভোজন করিলেন। অনন্তর অসুররাজ ইল্বল বাতাপিকে আহ্বান করিলে, মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে ঘনঘটার ঘোরতর গর্জ্জনের ন্যায় গভীর শব্দে সমীরণ নির্গত হইল। তখন অসুরবর ইল্বল, হে বাতাপে! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও বলিয়া বারংবার আহ্বান করিলে, মুনিসত্তম অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে কহিলেন, মহাসুর বাতাপি আর কিরূপে বহির্গত হইবে, আমি তাহাকে জীর্ণ করিয়াছি।

দানবেন্দ্র ইল্বল স্বীয় ভ্রাতা বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে জানিয়া যৎপরোনাস্তি বিষণ্ণ হইল এবং অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে মহর্ষিসমবেত মহীপালদিগকে কহিল, হে মহাশয়গণ! আপনারা কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে?

তখন মহাতপাঃ অগস্ত্য সহাস্য বদনে কহিলেন, হে অসুর! আমরা তোমাকে প্রভূত বিভবশালী জ্ঞান করি; এই ভূপালগণ তাদৃশ ধনী নহেন এবং আমারও নিতান্ত অর্থপ্রয়োজন হইয়াছে; অতএব তুমি অন্যের হিংসা না করিয়া আমাদিগকে যথাশক্তি অর্থ প্রদান কর।

তখন দানবরাজ ইল্বল মহর্ষি অগস্ত্যকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাশয়! আমি আপনাদিগকে যাহা প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা বলিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে অবশ্যই ধন প্রদান করিব।

অগস্ত্য কহিলেন, হে অসুররাজ! তুমি এই ভূপতিদিগের প্রত্যেককে দশ সহস্র গো ও তৎ সংখ্যক সুবর্ণ এবং আমাকে বিংশতি সহস্র গো, তৎ সংখ্যক সুবর্ণ, হিরণ্ময় রথ ও মনোমারুতগামী অশ্বদ্বয় প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ। তুমি বিলক্ষণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, এই সম্মুখস্থিত রথই সুবর্ণময়। অনন্তর দানবরাজ ইল্বল অগস্ত্যের বচনানুসারে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন যে, যথার্থই ঐ রথ হিরণ্ময়। তখন দনুজরাজ সাতিশয় কাতর হইয়া তাঁহাদিগকে প্রভূত ধন প্রদান করিল এবং বিরাব ও সুরাব নামক অশ্বদ্বয় সেই রথে যোজিত হইয়া সমুদায় ধন, মহর্ষি অগস্ত্য ও তৎসমবেত নৃপগণকে বহন করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে অগস্ত্যাশ্রমে সমুপস্থিত হইল। অনন্তর সমুদায় রাজর্ষিগণ অগস্ত্যের অনুমতিক্রমে, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে, ভগবান্ অগস্ত্যও স্বীয় সহধর্ম্মিণী লোপামুদ্রার অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত করিলেন।

বরবর্ণিনী লোপামুদ্রা সমুদায় প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া মহর্ষিকে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমার অভিলষিত দ্রব্য সমুদায় আহরণ করিয়াছেন; এক্ষণে আমার গর্ভে প্রভূত বীর্য্যসম্পন্ন অপত্য উৎপাদন করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, হে কল্যাণি!* আমি তোমার সদ্ব্যবহারে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে পুত্রবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর; বিচার করিয়া তুমি সহস্র পুত্র অভিলাষ কর, অথবা সহস্র তুল্য ক্ষমতাশালী শত পুত্র, কি সহস্র ব্যক্তি তুল্য পরাক্রমশালী দশ পুত্র, বা সহস্রজেতা এক পুত্র তোমার অভিলষণীয়?

লোপামুদ্রা কহিলেন, হে তপোধন! এক বিদ্বান্ সাধু পুত্র বহুসংখ্যক অসাধু পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; অতএব সহস্র জনের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন এক পুত্রই আমার অভিলষণীয়।

মহর্ষি অগস্ত্য স্বীয় সহধর্ম্মিণীর বাক্য স্বীকার করিয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে যথাসময়ে তাঁহার গর্ভাধান করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমিক সপ্ত সংবৎসর গর্ভের উপচয় হইতে লাগিল। পরে সপ্তম বৎসর অতীত হইলে, মহাকবি দৃঢ়স্যু ভূমিষ্ঠ হইলেন। ঐ সদ্যোজাত কুমারকে অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন, শরীরপ্রভাবে প্রজ্বলিত হইতেছেন ও সাঙ্গোপনিষৎ বেদ জপ করিতেছেন। তেজস্বী অগস্ত্যনন্দন বাল্য কালেই পিতার আলয়ে ইধ্ম অর্থাৎ অগ্নিসন্দীপন কাষ্ঠের ভার বহন করিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ইধ্মবাহ হইয়াছিল। পুত্রকে তদ্রূপ দেখিয়া মহর্ষি অগস্ত্যের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না।

তপোধনাগ্রগণ্য অগস্ত্য এই রূপে অত্যুত্তম অপত্য উৎপাদন করিলে, তদীয় পিতৃলোক যথাভিলষিত পরম গতি লাভ করিলেন। সেই অবধি ঐ অগস্ত্যাশ্রম ভূমণ্ডলে সাতিশয় বিখ্যাত হইয়াছে। হে

রাজন্! মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপে প্রহ্লাদ-বংশজ বাতাপিকে বিনাশ করিয়াছিলেন; এই সেই অগস্ত্য মহর্ষির পরম রমণীয় আশ্রম। ঐ পরম পবিত্র দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত মন্দাকিনী বাতেরিত পতাকার ন্যায় নভোমণ্ডলে বিরাজিত হইতেছেন। ভাগীরথী যথানিম্নক্রমে শৃঙ্গ হইতে শৃঙ্গা-ন্তরে নিত্য নিপাতিত হইয়া পরিশেষে পন্নগবধূর ন্যায় শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতে-ছেন। ইনি জননীর ন্যায় সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করিতেছেন। এই সমুদ্র-মহিষী পূর্ব্বে মহাদেবের জটা হইতে বহি-র্গত হইয়াছেন। হে রাজন্! আপনি এই পুণ্যসলিলা স্রোতস্বতীতে স্বচ্ছন্দে অবগাহন করুন।

হে যুধিষ্ঠির! ঐ মহর্ষিগণ-সেবিত ভৃগুতীর্থ শোভা পাইতেছে, অবলোকন করুন। পূর্ব্বে পরশুরাম ঐ তীর্থে স্নান করিয়া কৃতবৈর দাশরথি রাম-কর্ত্তৃক হৃত স্বীয় তেজঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অতএব হে পাণ্ডুনন্দন! আপনিও স্বীয় ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এই তীর্থে স্নান করিয়া দুর্য্যোধনহৃত স্বীয় তেজঃ পুনরায় লাভ করুন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় অনুজগণ ও কৃষ্ণাসমভিব্যাহারে ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ঐ তীর্থে স্নান করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের শরীর-কান্তি অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি এককালে অরাতিগণের অনভিভবনীয় হইয়া উঠিলেন। তখন সেই ধর্ম্মাত্মা পাণ্ডুনন্দন লোমশ মুনিকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, হে ভগবন্! কি নিমিত্ত পরশুরামের তেজঃ হৃত হইয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা উহা প্রত্যাহৃত হইল, সবিশেষ বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! আমি মহাত্মা দাশরথি রাম ও ধীমান্ পরশুরামের বৃত্তান্ত কহিতেছি; শ্রবণ করুন। দেব-গণাগ্রগণ্য ভগবান্ বিষ্ণু রাবণবধের নিমিত্ত ধরাতলে দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাম নামে বিখ্যাত হইলে, ভৃগুকুল-সমুৎপন্ন ঋচীকনন্দন পরশুরাম রামচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর তদীয় বল বিক্রম জানিবার নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহলা-ক্রান্ত হইয়া, ক্ষত্রিয়-কুলান্তক সেই মহৎ ধনুঃ গ্রহণপূর্ব্বক অযোধ্যা নগরে আগমন করিলেন।

মহারাজ দশরথ, পরশুরাম আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শুনিয়া স্বীয় পুত্র রামকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরশুরাম সমুদ্যতাস্ত্র দশরথতনয় রামকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি এই শরাসন-দ্বারা ক্ষত্রিয়কুল উন্মূলন করি-য়াছি; যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে যত্নসহকারে ইহাতে জ্যারোপণ কর। দাশরথি তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-লেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে অধি-ক্ষেপ করিবেন না; আমি ক্ষত্রিয়াধম নহি; বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকু বংশীয়দিগের বাহুবীর্য্যই শ্লাঘার বিষয়। পরশুরাম রামচন্দ্রের

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাঘব! আর বৃথা বাক্য-ব্যয়ের আবশ্যকতা নাই; এক্ষণে ধনুঃ গ্রহণ কর।

তখন দশরথসুত রামচন্দ্র রোষভরে পরশুরামের হস্ত হইতে সেই ক্ষত্রিয়কুল-ক্ষয়কারী দিব্য শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে তাহাতে জ্যারোপণ করিয়া, সগর্ব্বে টঙ্কারধ্বনি করিতে লাগিলেন। অশনিনির্ঘোষের ন্যায় সেই টঙ্কারধ্বনি শ্রবণে প্রাণিগণ ত্রস্ত ও শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন রাম পরশুরামকে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! জ্যারোপণ করা হইয়াছে, এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। অনন্তর পরশুরাম রামকে এক শর প্রদান করিয়া কহিলেন, এই বাণ কর্ণদেশ পর্য্যন্ত আকর্ষণ কর।

রঘুবংশাবতংস রাম পরশুরামের বাক্য শ্রবণে কোপপ্রজ্বলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভার্গব! তুমি সাতিশয় দর্পপূর্ণ; কিন্তু অসমকক্ষ বোধে তোমার সগর্ব্ব বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষমা করিতেছি; বিশেষতঃ তুমি পিতামহ-প্রসাদে ক্ষত্রিয়-গণকে পরাজয় করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়াছ; এই নিমিত্তই তুমি আমাকে তিরস্কার করিতেছ। এক্ষণে আমি তোমাকে দিব্য চক্ষুঃ প্রদান করিতেছি; তুমি আমার শরীর নিরীক্ষণ কর। তখন পরশুরাম দিব্য চক্ষুঃ প্রাপ্ত হইয়া রামের শরীর নিরীক্ষণ করিবামাত্র দেখিলেন যে, তদীয় শরীরে সমুদায় আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুৎ, পিতৃলোক, হুতাশন, নক্ষত্র, গ্রহ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, নদী, তীর্থ, ব্রহ্মভূত সনাতন বালখিল্য ঋষিগণ, দেবর্ষি, সমুদ্র, পর্ব্বত, উপনিষৎ, বেদ, বষট্কার, অধ্বর, সচেতন সাম বেদ, ধনুর্ব্বেদ, জলদাবলি, বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ এই সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে।

অনন্তর ভগবান্ রামরূপী বিষ্ণু সেই ভার্গবদত্ত বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র ভূমণ্ডল ঘোরতর অশনি-নির্ঘোষ, উল্কাপাত, পাংশুবর্ষ, ভূমিকম্প ও নির্ঘাত শব্দে সমাকীর্ণ হইল। তখন সেই রামপরিত্যক্ত বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করিয়া তাঁহার তেজঃ হরণ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে পুনরায় রামসমীপে সমাগত হইল। পরশুরাম ক্ষণকাল পরে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জীবিতের ন্যায় গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বিষ্ণু-তেজঃ স্বরূপ রামের চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার আদেশানুসারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন-পূর্ব্বক ভয় ও লজ্জায় একান্ত অভিভূত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সংবৎসর অতীত হইলে পর পিতৃগণ পরশুরামকে হৃততেজাঃ, মদশূন্য ও নিতান্ত দুঃখিত দেখিয়া কহিলেন, হে বৎস! রামচন্দ্র স্বয়ং বিষ্ণু; তিনি ত্রিভুবনের পূজ্য ও মান্য; তাঁহার সমীপে প্রগল্ভতা প্রকাশ করা তোমার নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। যাহা হউক, এক্ষণে তুমি পরম পবিত্র বধূসর নামক নদীতে গমন কর; তথায় স্নান করিলে পুনরায় স্বকীয় তেজঃ প্রাপ্ত হইবে। ঐ স্থানেই দীপ্তোদ নামে তীর্থ

আছে। তোমার প্রপিতামহ ভৃগু সত্য-যুগে তথায় অত্যুৎকৃষ্ট তপস্যা করিয়া-ছিলেন।

হে মহারাজ! পরশুরাম পিতৃলোকের বচনানুসারে সেই তীর্থে গমন-পূর্ব্বক স্নান করিয়া পুনরায় স্বীয় তেজঃ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে অক্লিষ্টকর্ম্মা পরশুরাম পূর্ব্বে ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ রামের নিকট প্রগল্ভতা প্রকাশ করিয়া আপনার তেজোরাশি বিলুপ্ত করিয়াছিলেন।

শততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহর্ষি অগস্ত্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, পুনরায় তাহা বিস্তাররূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অমিত-তেজাঃ অগস্ত্যের প্রভাব-বিষয়ণী অলৌকিক কথা কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। সত্যযুগে কালকেয় নামে কতকগুলি যুদ্ধ-দুর্ম্মদ দানব বৃত্রাসুরকে অধিপতি করিয়া বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক মহেন্দ্র প্রভৃতি সুরগণকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল। অমরগণ তখন বৃত্রাসুরবধে উৎসুক হইয়া, পুরন্দরকে পুরঃসর করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ব্রহ্মার আরাধনা করিলেন। অনন্তর ভগবান্ কমলাসন দেবগণকে কহিলেন, হে দেবগণ! আমি তোমাদিগের অভিলষিত কার্য্য অবগত হইয়াছি; এক্ষণে যে উপায়ে বৃত্রাসুরকে বধ করিতে সমর্থ হইবে, তাহা কহিতেছি। দধীচ বলিয়া বিখ্যাত এক উদারধী মহর্ষি আছেন, তোমরা সকলে একত্র হইয়া তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিবে। সেই ধর্ম্মাত্মা যখন প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কহিবে, আপনি ত্রৈলোক্যের হিতের নিমিত্ত স্বীয় অস্থি সকল প্রদান করুন। অনন্তর তিনি স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া অস্থি প্রদান করিবেন; তদ্দ্বারা ষড়স্র ভীমনিস্বন সুদৃঢ় বজ্র বিনির্ম্মিত হইলে, পুরন্দর সেই বজ্রে বৃত্রাসুরকে বধ করিবেন। আমি যাহা কহিলাম, তোমরা অনতিবিলম্বে সেই রূপ অনুষ্ঠান কর।

অনন্তর দেবগণ পিতামহের অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সরস্বতী নদীর পর পারে দধীচ মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। নানাবিধ তরুরাজি ও লতাবিতানে যাহার সুষমা সম্পাদন করিতেছে; যাহাতে সামগান-সদৃশ ষট্পদ সমূহের সঙ্গীতধ্বনি, জীবঞ্জীবক ও পুংস্কোকিলকুলের কলরব সহকারে উত্থিত হইতেছে; যাহাতে মহিষ, বরাহ সৃমর ও চমরগণ শার্দ্দূলভয় পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করি-তেছে; যাহাতে মদস্রাবী করিগণ সরো-বরে অবগাহন-পূর্ব্বক করেণুকার সহিত ক্রীড়া করিতেছে; যাহাতে গুহাকন্দর-শায়ী সিংহ, ব্যাঘ্র ও অন্যান্য বনচরগণ ঘনঘটার ন্যায় ঘোরতর গর্জ্জন করিতেছে। দেবগণ সেই স্বর্গসদৃশ শোভমান আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, প্রভাকরপ্রভ দধীচ ঋষি পিতামহের ন্যায় দীপ্যমান

কলেবরে বিরাজ করিতেছেন। অনন্তর সুরগণ তাঁহার চরণ গ্রহণপূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বর প্রার্থনা করিলেন।

দধীচ মুনি অমরগণের প্রার্থনা শ্রবণ-পূর্ব্বক সাতিশয় আনন্দিত হইয়া কহিলেন, হে দেবগণ! আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াও আপনাদিগের উপকার করিব; কোন ক্রমেই অভিলষিত বর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইব না। হিতৈষী মহর্ষি এই কথা কহিয়া সহসা প্রাণপরিত্যাগ করিলে, সুরগণ তাঁহার অস্থি সকল গ্রহণ করিয়া, জয় লাভের নিমিত্ত হৃষ্ট চিত্তে বিশ্বকর্ম্মার সমীপে আগমন-পূর্ব্বক আপনাদিগের প্রয়োজন কহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাহা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র হৃষ্টচিত্তে প্রযত্ন-সহকারে দধীচ মুনির অস্থি-দ্বারা অতিশয় উগ্রকান্তি ভীষণদর্শন বজ্র নির্ম্মাণ করিয়া পুরন্দরকে কহিলেন, হে দেবরাজ ইন্দ্র! এই বজ্র দ্বারা ভীষণ সুরারিগণকে নিধন করিয়া, সুগণ-সমভিব্যাহারে সমুদায় স্বর্গ-রাজ্য নির্ব্বিবাদে শাসন করুন। বিশ্বকর্ম্মার বাক্যাবসান হইলে, পুরন্দর আনন্দিত হইয়া বজ্র গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর পুরন্দর বজ্রগ্রহণ-পূর্ব্বক বৃত্রা-সুরকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন ও বলবান্ দেবগণ দেবরাজের রক্ষাধিকারে নিযুক্ত হইলেন। এ দিকে বৃত্রাসুর স্বর্গমর্ত্ত আবৃত করিয়া রহিয়াছে; মহাকায় কালকেয়গণ শৃঙ্গশালী শৈলরাজের ন্যায় উদ্যতায়ুধ হইয়া তাহার চতুর্দ্দিক রক্ষা করিতেছে।

অনন্তর দানবগণের সহিত দেবগণের ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বীরগণ খড়্গো-ত্তোলন করিয়া আঘাত করিবামাত্র সেই খড়্গ বিপক্ষশরীরে নিপতিত হইয়া ভীষণ শব্দ উৎপাদন করিল এবং বীরগণের সমস্ত মস্তক বৃন্তশ্লথ তালফলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইতে লাগিল।

এই রূপ তুমুল সংগ্রামসময়ে কালেয় দানবগণ হেমকবচ পরিধান-পূর্ব্বক পরিঘ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, দাবদগ্ধ পর্ব্বতরাজির ন্যায় দেবগণকে আক্রমণ করিল। বেগবান্ অসুরেরা সাতিশয় দর্পভরে ধাবমান হইলে, দেবগণ তাহাদিগের বেগ সহ্য করিতে অস-মর্থ হইয়া ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। সহস্রলোচন দেবগণকে ভয়ে পলায়ন করিতে ও বৃত্রাসুরকে বিবর্দ্ধমান হইতে অবলোকন করিয়া মূর্চ্ছাপন্ন হই-লেন। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সুরারিভয়ে ভীত হইয়া নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, সনাতন দেব বিষ্ণু তাঁহাকে মোহাবিষ্ট দৃষ্টিগোচর করিয়া স্বীয় তেজঃ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার বল বর্দ্ধন করিলেন। নারায়ণ সুররাজ ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেন দেখিয়া, দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ তখন স্বীয় স্বীয় তেজঃ ধারণ করিলেন। এই রূপে ত্রিদশাধি-পতি ইন্দ্র বিষ্ণু-কর্ত্তৃক আপ্যায়িত এবং দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র মিলিত হইয়া সমধিক বলবান্ হইয়া উঠিলেন।

বৃত্রাসুর সুরপতিকে এই রূপ অব-লোকন করিয়া ক্রোধভরে অতি ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে মহীতল, দিক্

সকল, অন্তরীক্ষ ও দেবলোক কম্পমান হইতে লাগিল। দেবরাজ তাহার ভীষণ নিনাদ শ্রবণে সমভিতপ্ত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সত্বরে কুলিশ পরিত্যাগ করিলেন। কাঞ্চনমাল্যধারী মহাসুর বৃত্র বৃত্রহার কুলিশপাতাভিহত হইয়া বিষ্ণুকরমুক্ত মহাগিরি মন্দরের ন্যায় নিপতিত হইল। সুররাজ ইন্দ্র বৃত্রভয়ে এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, তিনি স্বয়ং বজ্রাঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছেন, ইহা একবারে বোধ করিতে অসমর্থ হইয়া, সরোবরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পলায়ন করিলেন। তখন দেবগণ বৃত্রাসুরকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া, আনন্দভরে দেবরাজকে স্তব ও বৃত্রবধ-ব্যাকুল অবশিষ্ট দৈত্যকুলকে নির্মূল করিতে আরম্ভ করিলেন।

অনন্তর নিতান্ত অভিমানী দানবদল দেবগণ-কর্ত্তৃক একান্ত তাড়িত ও আহত হইয়া, ব্যাকুল চিত্তে মীনমকরকুম্ভীর-সমাকীর্ণ অগাধ সাগরগর্ভে প্রবেশপূর্ব্বক একত্র মিলিত হইয়া ত্রৈলোক্য বিনাশ করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিল। তাহারা সকলে নানাবিধ উপায় কল্পনা করিয়া পরিশেষে ইহাই স্থির করিল যে, তপঃপ্রভাবশালী বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে প্রথমে বিনষ্ট করাই আমাদিগের কর্ত্তব্য; কারণ তপস্যাই লোকস্থিতির কারণ; অতএব সকলে তপোবিনাশের নিমিত্ত সত্বর হও। ধরাধামবাসী যে কোন ব্যক্তি তপশ্চর্য্যা বা ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে, অবিলম্বেই তাহাকে বিনষ্ট কর; তাহা হইলেই সমুদায় জগৎ বিনষ্ট হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। দানবগণ তরঙ্গদুর্গম সাগরদুর্গে বাস করিয়া লোক বিনাশের নিমিত্ত এই রূপ মন্ত্রণা অবধারণ করিল।

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! কালেয়গণ সাগরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ত্রৈলোক্য-বিনাশে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা জাতক্রোধ হইয়া যামিনীযোগে আশ্রম ও পুণ্যায়তনবাসী ঋষিগণকে ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। সেই দুরাত্মা অসুরেরা এই রূপে বশিষ্ঠাশ্রমে প্রবেশ করিয়া, এক শত সপ্তনবতি বিপ্র ও অন্যান্য তাপসগণকে ভক্ষণ করিল ও অতি পবিত্র দ্বিজসেবিত চ্যবনাশ্রমে গমন করিয়া শতসংখ্যক ফলমূলাশী ঋষিকে কবলিত করিল। এই রূপ ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া, কেবল বায়ুভুক্ ও জলাহারী বিংশতিসংখ্যক ব্রাহ্মণকে বিনাশ করিল। তাহারা রাত্রিতে এই রূপ দৌরাত্ম্য করিয়া দিবাভাগে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিত। সমুদায় আশ্রম ভুজবীর্য্যশালী কালোপসৃষ্ট কালকেয়গণের উৎপাতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; ভূরি ভূরি ব্রাহ্মণগণ প্রাণপরিত্যাগ করিলেন; কিন্তু কেহই তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না।

দুরাত্মা দানবদল তাপসগণের প্রতি প্রতিদিন রজনীতে এই রূপ অন্যায়াচরণ

করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাতে কেবল নিয়মাহারকৃশ তাপসগণ গতজীবিত হইয়া ধরাতলে পতিত রহিয়াছেন, ইহাই দৃষ্ট হইত। তত্রত্য ভূমিখণ্ড মাংস, শোণিত, মজ্জা ও অন্ত্রবিহীন সুতরাং শঙ্খরাশি-সদৃশ মৃত কলেবরে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নয়নগোচর হইত। ভগ্ন কলস, স্রুব ও অগ্নিহোত্র সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিত; বেদপাঠ ও বষট্‌কার আর শ্রবণগোচর হইত না; যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ এক বারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। ফলতঃ সমুদায় জগৎ কালেয়কুলের ভয়ে সমাকুল ও নিরুৎসাহ হইয়া উঠিল।

এই রূপে লোকসংখ্যার সংক্ষয় হইতে আরম্ভ হইলে, অবশিষ্ট মানবগণ ভীত হইয়া, আত্মরক্ষার নিমিত্ত দিক্ দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। কেহ বা পর্ব্বতগুহায় প্রবেশ করিল; কেহ বা নির্ঝরসমীপে লুক্কায়িত হইয়া প্রাণ রক্ষা করিল। কেহ বা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়াই প্রাণ পরিত্যাগ করিল। কোন কোন মহাধনুর্দ্ধর বীর পুরুষগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া যত্নাতিশয়সহকারে দানবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু দানবগণ সমুদ্রগর্ভে অবস্থিতি করাতে, কেহই তাহাদিগের বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হইল না; বরং কালক্রমে ক্রমে ক্রমে শ্রান্ত হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইল।

দানবগণের দৌরাত্ম্যে পৃথিবী নষ্টপ্রায় এবং যজ্ঞ, উৎসব ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইলে, ত্রিদশগণ দুস্তর দুঃখে নিপতিত ও নিতান্ত পীড়িত হইয়া উঠিলেন অনন্তর মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন-পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন এবং নমস্কারপূর্ব্বক স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে জগৎপ্রভো! তুমি আমাদের স্রষ্টা, কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা; তুমি এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছ। হে কমললোচন! পূর্ব্বে এই পৃথিবী বিনষ্ট হইয়াছিল; তুমি বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া তাহার উদ্ধার করিয়াছ। তুমি নরসিংহ আকার স্বীকার করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত আদি দৈত্য হিরণ্যকশিপুর প্রাণ সংহার করিয়াছ। তুমি বামনরূপ অঙ্গীকার করিয়া সকলের অবধ্য বলিপ্রধান বলিকে ত্রৈলোক্যভ্রষ্ট করিয়াছ। তুমিই যজ্ঞের বিঘ্নস্বরূপ মহাশূর জম্ভাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে মধুসূদন! তুমি এবম্প্রকার অসংখ্য অসংখ্য ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব তুমিই ভয়বিহ্বল সুরগণের শরণস্থান। হে দেবদেবেশ! এক্ষণে তুমি সমুদয় লোক, দেবগণ ও দেবেন্দ্রকে এই মহাভয় হইতে পরিত্রাণ কর।

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

হে মহাবাহো! চতুর্ব্বিধ প্রজা তোমারই প্রসাদে বৰ্দ্ধিত হইয়া হব্য ও কব্যদ্বারা দেবগণকে বৰ্দ্ধিত করিয়া থাকে। ভূলোক ও দ্যুলোক এই প্রকার পরস্পর সাহায্য লাভ করিয়া পরিবৰ্দ্ধিত হইতেছে ও তুমি তাহাদিগকে নিরুদ্বেগে প্রতিপালন করিতেছ; কিন্তু এক্ষণে সেই লোক·

সকল দারুণ বিপদে পতিত হইয়াছে। জানি না কোন্ দুরাত্মারা রাত্রিকালে ব্রাহ্মণগণের প্রাণ বধ করিয়া যায়। এই রূপে ব্রাহ্মণগণ উৎসন্ন হইলে, পৃথিবী বিনাশ প্রাপ্ত হইবে; পৃথিবী বিলোপ-পদবী প্রাপ্ত হইলে, সুরলোকেরও ক্ষয়দশা উপস্থিত হইবে। হে জগৎপতে! সমুদায় লোক তোমারই করুণা বহন করিতেছে; তুমিই সেই সমুদায় লোক রক্ষা করিতেছ; অতএব তাহারা যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, এরূপ উপায় স্থির করা একান্ত বিধেয়।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবগণ! যে কারণে প্রজাক্ষয় হইতেছে; আমি তাহা অবগত হইয়াছি, এক্ষণে তোমরা নিশ্চিন্ত হইয়া উহা শ্রবণ কর। কালেয় নামে বিখ্যাত দুর্দ্দান্ত দৈত্যগণ বৃত্রাসুরের সহায়তায় দর্পিত হইয়া সমুদায় জগৎ আলোড়িত করিয়াছিল। অনন্তর ধীমান্ সহস্রলোচন তাহার প্রাণ সংহার করিলে, কালেয়গণ জীবিত প্রত্যাশায় অগাধ অর্ণবমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা সেই দুর্গম স্থানে অবস্থান করিয়া ভুবনোৎসাদন নিমিত্ত প্রতিনিশায় ঋষিগণের প্রাণ সংহার করে। তাহারা যত কাল পর্য্যন্ত তিমিনক্রসঙ্কুল স্রোতস্বতীপতি মধ্যে অধিবাস করিবে, তত দিন তাহারা কোন ক্রমেই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না; অতএব তোমরা সমুদ্র শোষণের উপায় অবধারণ কর; তদ্ব্যতীত তাহাদিগকে বিনাশ করিবার আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু মহাতপাঃ অগস্ত্য ব্যতিরেকে অন্য কেহই সাগর-শোষণে সমর্থ হইবে না।

দেবগণ নারায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহের আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক অগস্ত্যাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া অবলোকন করিলেন, মহাত্মা মৈত্রাবরুণি সুরগণ-পরিবৃত পিতামহের ন্যায় মুনিগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান হইয়া বিরাজ করিতেছেন; এমত সময়ে দেবগণ তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, তাঁহারই অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল উল্লেখপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগিলেন। হে ভগবন্! পূর্ব্বকালে আপনি লোককণ্টক নহুষকে সুরৈশ্বর্য্য হইতে ভ্রংশিত করিয়া সকল লোককে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যাচল ভাস্করের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া সহসা প্রবৃদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কেবল আপনার বাক্যানুসারে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইল। যৎকালে মৃত্যু সমুদায় জগৎ তিমিরাবৃত করিয়া প্রজাগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন তাহারা আপনারই শরণাপন্ন হইয়া নির্বৃতি লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে আমরা ভয়ার্ত্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি ও বর প্রার্থনা করিতেছি; আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অভিলষিত বর প্রদান করুন।

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! বিন্ধ্যাচল কি নিমিত্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সহসা এতাদৃশ প্রবৃদ্ধ হইল? তাহা সবিস্তর শ্রবণ

করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। লোমশ কহিলেন, মহারাজ! সূর্য্যদেব প্রত্যহ উদয় ও অস্তগমন সময়ে অদ্রিরাজ সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেন; তদ্দর্শনে বিন্ধ্য গিরি ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া সূর্য্যকে কহিলেন, ভাস্কর! তুমি প্রতিদিন যেমন মেরুকে প্রদক্ষিণ কর, সেইরূপ আমাকেও প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। সহস্ররশ্মি কহিলেন, হে নগেন্দ্র! আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করি না; বিশ্বনির্ম্মাতাদিগের আদিষ্ট পথে পরিভ্রমণ করিতেছি। ভূধর দিনকরবাক্যে অমর্ষপূর্ণ হইয়া, চন্দ্রসূর্য্যের গতি রোধ করিবার মানসে সহসা অত্যুন্নত হইয়া উঠিল।

দেবগণ বিন্ধ্যাচলের উচ্ছ্রায় সন্দর্শনে উৎকলিকাকুল হইয়া, তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নানা উপায়দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু অদ্রিরাজ কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ শ্রবণ করিলেন না। তখন দেবতাগণ অগস্ত্যাশ্রমে উপনীত হইয়া মহর্ষির নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন।

হে দ্বিজোত্তম! অদ্য বিন্ধ্যাচল রোষপরবশ হইয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রগণের গতি রোধ করিয়াছে; এক্ষণে আপনা ব্যতীত কেহই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপনি তাহাকে নিবারণ করুন। মহর্ষি অগস্ত্য সুরগণের অনুরোধে বিন্ধ্যাচলসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে ভূধরবর! কোন বিশেষ কার্য্যাতিপাতবশতঃ আমি দক্ষিণ দিকে গমন করিব; অতএব তুমি আমাকে এক্ষণে পথ প্রদান কর। কিন্তু আমার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে হইবে। অনন্তর আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে, তুমি স্বেচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত হইতে পারিবে। মহামুনি অগস্ত্য বিন্ধ্য গিরিকে এই রূপে নিয়মবদ্ধ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন; অদ্যাপি প্রত্যাগত হন নাই সুতরাং অচলপতিকেও তদবস্থায় অবস্থিতি করিতে হইল। হে মহারাজ! যে নিমিত্ত বিন্ধ্যাচল অত্যুন্নত ও গ্রহনক্ষত্রের মার্গাবরোধক হইতে সমর্থ হইল না; তাহা আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে কিরূপে দেবগণ কালেয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন।

ভগবান্ মৈত্রাবরুণি দেবগণের স্তুতিবাদশ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুরগণ! আপনারা কি নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছেন এবং কিরূপ বর প্রার্থনা করেন, আদেশ করুন। দেবতারা কহিলেন, মহাত্মন্! আমাদের অভিলাষ যে, আপনি মহার্ণবের সমুদায় সলিল পান করেন; তাহা হইলে আমরা কালেয়সুরারিদিগকে সবংশে নিহত করিতে সমর্থ হই। মহর্ষি তাঁহাদিগের প্রার্থনাপূরণে অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যে বিষয় আপনাদিগের অভিলষিত এবং জগতের হিতকর ও সুখপ্রদ তাহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অনন্তর তিনি তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও সমাগত দেবগণ-সমভিব্যাহারে জলধিতীরে গমন করিলেন। মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিংপুরুষেরা সেই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শ-

নার্থে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অগস্ত্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিবিধ যাদোগণসঙ্কুল বহুবিধ মীনসমাকীর্ণ গভীরনিঃস্বন অগাধ জলধিতীরে উপনীত হইলেন। তরঙ্গমালা বাতাভিঘাতে বিভিন্ন ও বারংবার উন্নতানত হওয়াতে বোধ হইল, যেন সরিৎপতি নৃত্য করিতেছে এবং সলিলরাশি কন্দরোদরে স্খলিত ও ফেনিল হওয়াতে বোধ হইল যেন সমুদ্র হাস্য করিতেছে।

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

ভগবান্ অগস্ত্য তখন সমাগত দেবগণ ও ঋষিগণকে কহিলেন, আমি লোকহিতার্থ সাগরবারি পান করি, তোমরা সত্বরে আপনাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। মহর্ষি এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে সর্ব্বসমক্ষে পয়োনিধির সমস্ত সলিল নিঃশেষিত করিলেন; তদ্দর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যুগপৎ হর্ষবিস্ময়ে সাতিশয় অভিভূত হইয়া অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন। হে লোকহিতৈষিন্! আপনি আমাদিগের ত্রাতা ও বিধাতা ও সকল লোকের কর্ত্তা; আপনার প্রসাদে অদ্য দেবলোক ও নরলোক এই আসন্ন বিনাশ হইতে রক্ষা পাইল।

তখন দেবগণ মহার্ণব নিঃসলিল নিরীক্ষণ করিয়া পরম প্রহৃষ্ট হইলেন; গন্ধর্ব্বেরা তূর্য্যধ্বনি আরম্ভ করিল এবং অন্তরীক্ষ হইতে অগস্ত্যমস্তকে পুষ্পবৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল। অনন্তর তাঁহারা দিব্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দানবদলের সহিত সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। দানবেরা মহাবল পরাক্রান্ত দেবগণের শস্ত্রপ্রহারে জর্জ্জরিত-কলেবর ও নিতান্ত অসহমান হইয়াও মুহূর্ত্তকাল গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিল; কিন্তু তাহারা তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণের তপঃপ্রভাবে পূর্ব্বেই দগ্ধ হইয়াছিল সুতরাং অধুনা বহুবিধ যত্ন করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইল না। সেই সকল দেবনিহত, নিষ্কাভরণ বিভূষিত, কুণ্ডলাঙ্গদধারী দানবেরা কুসুমিত কিংশুকের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনন্তর হতাবশিষ্ট কালেয়গণ বসুধা বিদীর্ণ করিয়া পাতালতলে প্রবিষ্ট হইল।

দেবতারা দানবদিগকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে পুনরায় অগস্ত্যের স্তব করিতে লাগিলেন; হে মহাবাহো! আপনার প্রসাদে লোকে সাতিশয় সুখ লাভ করিল এবং আপনার প্রভাবেই ক্রূরবিক্রম দানবকুল নির্ম্মূল হইল। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া পীত সলিল সকল সমুদ্রে প্রত্যর্পণপূর্ব্বক পয়োনিধিকে পরিপূর্ণ করুন। ঋষি কহিলেন, হে ত্রিদশগণ! আমি যে সাগরসলিল পান করিয়াছিলাম, সে সকল জীর্ণ হইয়াছে; অতএব সমুদ্রের পূরণার্থ আপনারা প্রযত্নাতিশয়-সহকারে উপায়ান্তর চিন্তা করুন। দেবতারা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। সমাগত জনগণ পরস্পর বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে

প্রস্থান করিল। দেবতারা বিষ্ণুর সহিত ব্রহ্মলোকে উপনীত হইয়া সমুদ্রের পরিপূরণার্থ পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবান্ কমলযোনিকে নিবেদন করিলেন।

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে মহারাজ! তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, হে সুরগণ! তোমরা স্ব স্ব অভিলষিত স্থানে গমন কর; বহু কালের পর মহারাজ ভগীরথ স্বীয় জ্ঞাতিগণের নিমিত্ত এই পয়োনিধিকে পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ করিবেন। অনন্তর দেবগণ পিতামহের বাক্যানুসারে স্ব স্ব স্থানে গমন করিয়া সেই কালযোগ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! কাহারা মহারথ ভগীরথের জ্ঞাতি? মহারাজ ভগীরথ যে ঈদৃশ দুরূহ ব্যাপারে হস্তার্পণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ কি? এবং সরিৎপতিই বা কিরূপে পরিপূর্ণ হইল? এই সকল বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া ঐ সকল রাজগণের চরিত্র কীর্ত্তন করুন।

বিপ্রবর লোমশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া মহাত্মা সগরের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, হে রাজন্! ইক্ষ্বাকু-বংশে সগর নামে এক অসামান্য রূপগুণবলসম্পন্ন ভূপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ ভূপতিগণকে পরাজয়পূর্ব্বক রাজন্যগণকে আপনার বশংবদ করিয়া সচ্ছন্দে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। বৈদর্ভী ও শৈব্যা নামে তাঁহার দুই রূপযৌবনবতী মহিষী ছিলেন। বহুকাল অতীত হইল, তথাপি মহারাজ সগর স্বীয় সহধর্ম্মিণীগণের গর্ভে অনুরূপ অপত্য লাভ করিতে পারিলেন না। তখন তিনি পুত্রকামনায় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তিনি এই রূপে কিয়ৎকাল তপস্যা করিয়া পরিশেষে পিনাকপাণি ভগবান্ শূলপাণির সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। মহারাজ সগর, ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতিকে অবলোকন করিবামাত্র স্বীয় পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া পুত্র প্রার্থনা করিলেন। ত্রিশূলধারী ত্রিপুরান্তক পরম পরিতুষ্ট হইয়া সস্ত্রীক সগর নরপতিকে তৎক্ষণাৎ বর প্রদান করিলেন, হে রাজন্! তোমার এক মহিষীর গর্ভে ষষ্টিসহস্র পরম দর্পিত মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে; কিন্তু তাহারা সকলেই এককালে করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। আর অন্য মহিষীর গর্ভে একমাত্র পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সেই তোমার বংশ রক্ষা করিবে। ভগবান্ রুদ্র সগরকে এই রূপ বর প্রদানানন্তর সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; মহারাজ সগরও স্বাভিলষিত বর লাভে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পত্নীদ্বয়-সমভিব্যাহারে স্বীয় ভবনে গমন করিলেন।

কিয়দ্দিন পরে সগর নৃপতির উভয় সহধর্ম্মিণীই গর্ভিণী হইলেন। বৈদর্ভী যথাকালে এক অলাবু প্রসব করিলেন। শৈব্যার গর্ভে এক সুররূপী সুকুমার নবকুমার জন্মিল। মহীপতি সগর সেই বৈদর্ভীপ্রসূত অলাবু পরিত্যাগ করিতে মানস করিতেছেন; এমত সময়ে অন্তরীক্ষ হইতে অতি গভীরনিস্বন এই বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; "হে রাজন্! তুমি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া সহসা পুত্র পরিত্যাগ করিও না; পরম যত্নসহকারে এই অলাবুমধ্য হইতে বীজ সকল নিষ্কাশিত করিয়া ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া ঘৃতপূর্ণ উপস্বেদযুক্ত কুম্ভ সমুদায়ের মধ্যে রক্ষা কর; তাহা হইলেই তোমার ষষ্টিসহস্র পুত্র লাভ হইবে। দেবাদিদেব মহাদেব এই রূপ নিয়মেই তোমার পুত্রোৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তুমি কদাচ অন্যথা ভাবিও না।"

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজসত্তম! মহারাজ সগর এই রূপ দৈববাণী শ্রবণানন্তর সাতিশয় শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই অলাবুমধ্যস্থ বীজ ষষ্টিসহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ঘৃতকুম্ভমধ্যে সংস্থাপন-পূর্ব্বক পুত্ররক্ষণার্থ এক এক জন ধাত্রী নিযুক্ত করিলেন। এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে, মহাদেবের প্রসাদে সেই সমস্ত কুম্ভমধ্যে অমিততেজাঃ সগর-রাজের ষষ্টিসহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইল। তাহারা ক্রমে ক্রমে দারুণ ক্রূরকর্ম্মা ও গগনগামী হইয়া উঠিল; তাহারা একত্র মিলিত হইয়া সকল লোককেই অপমান করিতে লাগিল; অধিক কি, দেব, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষস প্রভৃতি অমানুষ প্রাণিগণের সহিতও বিবাদ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন সমুদায় লোক মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণের দৌরাত্ম্যে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া দেববৃন্দ-সমভিব্যাহারে ব্রহ্মার নিকট গমন-পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ মহাভাগ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, হে দেবগণ! তোমরা এই সমুদায় সমুপস্থিত লোক-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান কর; সগরসন্তানগণ অতি অল্প দিনমধ্যেই স্বকীয় কর্ম্মদোষে বিনষ্ট হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। দেবগণ ও অন্যান্য জনগণ ব্রহ্মার এই রূপ বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিলেন।

বহুদিন অতীত হইলে সগর-রাজ অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। অনন্তর যজ্ঞের অশ্ব তদীয় সন্তানগণ-কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ভীমদর্শন জলশূন্য জলনিধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। সগর-সন্তানগণ সমুদ্রমধ্যে সাতিশয় প্রযত্ন-সহকারে রক্ষা করিলেও সেই অশ্ব দেখিতে দেখিতে অন্তর্হিত হইল। সগরতনয়েরা যজ্ঞের অশ্ব অপহৃত হইয়াছে মনে করিয়া পিতার নিকট আগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবে-

মন করিল। তখন ভূপতি স্বীয় সন্তান-গণকে কহিলেন, তোমরা সকলে সর্ব্বত্র অশ্বান্বেষণে গমন কর। সগরতনয়েরা স্বীয় পিতার আদেশানুসারে সমস্ত মেদিনী-মণ্ডলে অশ্ব অন্বেষণ করিল; কিন্তু অশ্ব কিম্বা অশ্বাপহর্ত্তার কিছুমাত্র অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। তখন তাহারা সকলে একত্র হইয়া পিতার সমীপে আগ-মনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে তাত! আমরা আপনার আদেশানুসারে সমুদ্র, দ্বীপ, বন, নদ, নদী, পর্ব্বত ও কন্দরসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরি-ভ্রমণপূর্ব্বক অশ্বান্বেষণ করিয়াছি; কিন্তু কোথাও তুরগ বা তুরগাপহর্ত্তার অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। দৈব নির্ব্বন্ধের কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! সগর মহীপতি স্বীয় পুত্রগণের বাক্য শ্রবণে এককালে ক্রোধে অন্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা চিরকালের মত বিদায় হইয়া পুনরায় অশ্বা-ন্বেষণ কর, অশ্ব না লইয়া কদাপি প্রত্যাগমন করিবে না। সগরতনয়েরা পিতার অনুমতি-ক্রমে পুনরায় অশ্বান্বেষণ করিবার নিমিত্ত সমস্ত মেদিনীমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লগিল।

অনন্তর তাহারা একদা শুষ্ক সমুদ্রমধ্যে এক গর্ত্ত নিরীক্ষণ করিয়া কুদ্দাল প্রভৃতি অস্ত্রদ্বারা খনন করিতে আরম্ভ করিল। রত্নাকর সগর-সন্তানগণের খননে চতুর্দ্দিকে বিদারিত হইয়া যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইল। অসুর, উরগ, রাক্ষস এবং অনেক প্রাণিগণ সগর-সন্তানদিগের অস্ত্রাঘাতে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিতে লাগিল। শতসহস্র জন্তুগণের মধ্যে কাহার বা ছিন্ন মস্তক, কাহার বা বিদীর্ণ কলেবর, কাহার বা ভিন্ন ত্বক্, কাহার বা ভগ্ন অস্থি অবলোকিত হইতে লাগিল। এই রূপে বহুকাল অতীত হইলেও তুরঙ্গমের কিছুমাত্রও অনুসন্ধান হইল না।

তখন তাহারা সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সমুদ্রের পূর্ব্বোত্তর দেশ পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিয়া দেখিল, ঐ স্থানে সেই অশ্ব বিচরণ করিতেছে ও অসামান্য তেজঃসম্পন্ন মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন। যেমন পাবক স্বীয় শিখা-দ্বারা প্রজ্বলিত হইতে থাকে, তদ্রূপ মহাত্মা কপিল স্বীয় তেজোরাশি-দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। কালপ্রেরিত সগরসন্তানগণ তুরঙ্গম-সন্দর্শনে সাতিশয় পুলকিত ও লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া ক্রোধভরে মহাত্মা কপিলকে অনাদর করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিতে ধাবমান হইল। তখন সাক্ষাৎ বাসুদেব-স্বরূপ প্রভাশালী মুনিসত্তম কপিল কোপকম্পিত-কলেবরে নয়ন বিকৃত করিয়া সেই মন্দবুদ্ধি সগর-সন্তানগণকে তেজ দ্বারা ভস্মীভূত করিলেন।

মহাতপাঃ নারদ তাহাদিগকে ভস্মীভূত দেখিয়া সগরের নিকট গমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। মহারাজ সগর দেবর্ষি নারদমুখে সেই মর্ম্মচ্ছেদী বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় হইয়া মহাদেবের বাক্য চিন্তা করিলেন এবং পরিশেষে নিজতনয় অসমঞ্জার পুত্র অংশু-মানকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন,

বৎস ! সেই ষষ্টি সহস্র তনয় আমার নিমিত্তই কপিলের কোপানলে দগ্ধ হইয়াছে ; আমি আপনার ধর্ম্মরক্ষা ও পৌরগণের হিতকামনায় তোমার পিতা অসমঞ্জাকে পরিত্যাগ করিয়াছি।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন ! নৃপতিশ্রেষ্ঠ সগর কি নিমিত্ত নিতান্ত দুস্ত্যজ্য স্বীয় আত্মজকে পরিত্যাগ করিলেন, আপনি তাহা সবিশেষ বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্ ! শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জা নামে মহারাজ সগরের এক পুত্র জন্মিয়াছিল। অসমঞ্জা পুরবাসীদিগের রোরুদ্যমান দুর্ব্বল বালকগণের গলদেশ ধারণ করিয়া নদীনীরে নিক্ষেপ করিত। তাহাতে পৌরগণ ভয়ে ভীত ও শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া মহারাজ সগরের সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল ; হে মহারাজ ! আপনি আমাদিগকে সমুদায় ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমরা ভবদীয় পুত্র অসমঞ্জার ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছি ; আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। নৃপতিসত্তম সগর পৌরবর্গের সেই দারুণ বাক্য শ্রবণানন্তর ক্ষণকাল বিমনার ন্যায় চিন্তা করিয়া স্বীয় মন্ত্রিগণকে কহিলেন, হে সচিবগণ ! যদি তোমরা আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে বাঞ্ছা কর ; তবে ত্বরায় অসমঞ্জাকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত কর। সচিবগণ মহারাজের আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ অসমঞ্জাকে নগর হইতে বহির্গত করিল। হে ধর্ম্মরাজ ! পৌরগণহিতৈষী মহাত্মা সগর যে নিমিত্ত আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কহিলাম ; এক্ষণে তিনি মহাবল পরাক্রান্ত অংশুমান্‌কে যাহা কহিয়াছিলেন, শ্রবণ করুন।

সগর মহীপতি কহিলেন, হে বৎস ! আমি তোমার পিতার পরিত্যাগ, অপর ষষ্টিসহস্র পুত্রের নিধন ও যজ্ঞাশ্বের অলাভনিবন্ধন তাপে নিতান্ত পরিতপ্ত ও যজ্ঞবিঘ্ননিমিত্ত মোহিতপ্রায় হইয়াছি ; অতএব তুমি অশ্বানয়নপূর্ব্বক আমাকে নরক হইতে বিমুক্ত কর।

অংশুমান্ মহাত্মা সগরের বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইয়া সগর-সন্তানগণকর্ত্তৃক নিখাত প্রদেশে গমন করিয়া, পূর্ব্বপ্রকাশিত পথদ্বারা সাগরতলে প্রবেশপূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, পুরাণ ঋষিসত্তম মহাত্মা কপিল তথায় উপবিষ্ট আছেন, যজ্ঞাশ্ব তাঁহার নিকট রহিয়াছে। তখন তিনি ভক্তিভাবে মহর্ষির চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আগমনপ্রয়োজন নিবেদন করিলেন। মহর্ষি কপিল অংশুমানের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস ! আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তখন অংশুমান্ প্রথমে সেই যজ্ঞীয় তুরঙ্গম, তৎপরে পিতৃলোকদিগের উদ্ধার, এই দুই বর প্রার্থনা করিলেন। মহাতেজাঃ মুনিপুঙ্গব কপিল কহিলেন, হে অনঘ ! তুমি যে দুইটী বর প্রার্থনা করিলে, আমি তোমাকে তাহা অবশ্যই প্রদান করিব। তুমি অসাধারণ ভাগ্যশালী মানব ; ক্ষমা, ধর্ম্ম ও

সত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। সগর-রাজ তোমা হইতেই কৃতার্থ ও তোমার পিতা তোমাকে লাভ করিয়াই যথার্থ পুত্র-বান্ হইয়াছেন; তোমার প্রভাবেই সগর-সন্ততি সকল স্বর্গ লাভ করিবে। তোমার পৌত্র সগর-সন্তানগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া, স্বর্গ হইতে সুরধুনীকে মর্ত্ত্য লোকে আন-য়ন করিবে। হে নরপুঙ্গব! তোমার মঙ্গল হউক, এক্ষণে এই যজ্ঞাশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক সচ্ছন্দে সগরসমীপে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন কর।

অংশুমান্ মহাত্মা কপিলের বাক্য শ্রবণানন্তর অশ্ব গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞাঙ্গনে আগমন করিয়া সগরের চরণ বন্দন করি-লেন। মহাত্মা সগর তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলে, তিনি তখন সগরসমীপে তদীয় সন্তানগণের বিনাশবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত যথাবৎ বর্ণন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞাশ্ব আনীত হইয়াছে।

মহারাজ সগর তৎসমুদায় শ্রবণপূর্ব্বক পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া অংশুমানকে পরম সমাদর করিয়া নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সমাপন করি-লেন। অনন্তর তিনি সমুদায় দেবগণ-কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া সমুদ্রকে স্বীয় পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এই রূপে বহু কাল রাজ্য পালন করিয়া পরিশেষে স্বীয় পৌত্র অংশুমানের হস্তে সমুদায় রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। ধর্ম্মাত্মা অংশু-মান্ স্বীয় পিতামহের পদবী অনুসরণ করিয়া সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগি-লেন। এই রূপে কিছু দিন অতীত হইলে, দিলীপ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। পরে তিনি পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া পরলোকযাত্রা করিলেন।

দিলীপ ভূপতি পূর্ব্ব পুরুষদিগের সেই সুদারুণ নিধনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, তাঁহাদের সদ্গতি লাভের নিমিত্ত ভূতলে ভাগীরথীকে আনয়ন করিতে বহু-বিধ প্রযত্ন সহকারে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। কালক্রমে ভগীরথ নামে দিলীপের এক পুত্র জন্মিলেন। ঐ পুত্র সাতিশয় শ্রীমান্, ধর্ম্মপরায়ণ, সত্যবাক্ ও অসূয়াশূন্য ছিলেন। দিলীপ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অরণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং তথায় কালক্রমে তপঃসিদ্ধি লাভ করিয়া পরিশেষে সুরপুরে গমন করিলেন।

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! চক্রবর্ত্তী মহারথ ভগীরথ সমুদায় লোকের মনঃ ও নয়নের আনন্দবর্দ্ধন ছিলেন। তিনি কিম্বদন্তী-দ্বারা শ্রবণ করিলেন যে, পূর্ব্ব পিতামহগণ দারুণ কপিল-কোপানলে দগ্ধ হইয়া স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হন নাই। তখন তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখার্ত্ত হইয়া সচিবে রাজ্যভার সমর্পণপূর্ব্বক তপস্যা-দ্বারা পাপ বিনাশ ও গঙ্গার আরাধনা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শৈলরাজ

হিমবান্ ধাতুরঞ্জিত বিবিধাকার বিচিত্র শৃঙ্গে উপশোভিত হইয়া রহিয়াছে; জলধরপটল পবনবেগে সঞ্চালিত হইয়া উহার চতুর্দ্দিকে জল সেক করিতেছে; নদী, নিতম্ব ও নিকুঞ্জ সকল সতত শোভা সম্পাদন করিতেছে; গুহাকন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্র সকল বিষণ্ণ হইয়া রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে হংস, দাত্যূহ, জলকুক্কুট, ময়ূর, সারস, জীবঞ্জীবক, কোকিল, চকোর ও খঞ্জন প্রভৃতি বিচিত্রাঙ্গ পক্ষিগণ সতত মধুর স্বরে কলরব করিতেছে; মধুকরেরা গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে; মনোরম জলাশয় সমুদায়ে কমল সকল প্রফুল্ল হইয়াছে ও উপকূলে সারসকুল মধুর ধ্বনি করিতেছে; শিলাতলে কিন্নর ও অপ্সরোগণ নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; চতুর্দ্দিকে দিগ্গজগণ ভীষণ বিষাণাগ্র-দ্বারা বৃক্ষসমূহ উন্মূলন করিতেছে; বিদ্যাধরগণ সতত বিচরণ করিতেছে; নানাবিধ রত্নরাজি চারি দিকে বিরাজিত হইতেছে এবং তীব্রবিষ দীপ্তজিহ্ব ভয়ানক ভুজঙ্গ সকল ইতস্ততঃ পরিসর্পণ করিতেছে। উহার কোন স্থান বা কনকনিকরের ন্যায়, কোন স্থান বা রজতরাশির ন্যায়, কোন স্থান বা অঞ্জনপুঞ্জের ন্যায় শোভমান হইতেছে।

মহারাজ ভগীরথ ঐ মহাশৈলে বাস করিয়া কেবল ফল, মূল ও জল ভক্ষণ করিয়া দেবপরিমাণে সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করিলেন। দিব্য সহস্র বৎসর অতীত হইলে, মহানদী গঙ্গা স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ও ভগীরথের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি প্রার্থনা কর? বল, কি প্রদান করিতে হইবে? রাজা ভগীরথ গঙ্গার বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে বরদে! সগর-রাজের ষষ্টিসহস্র সন্তান অশ্বান্বেষণে গমন করিয়া কপিল দেবের কোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছেন। তাঁহারা আমার পূর্ব্ব পিতামহ, তাঁহাদের অকাল মৃত্যু হওয়াতে স্বর্গ লাভ হয় নাই। যাবৎ তাঁহাদের সেই ভস্মীভূত কলেবর সকল আপনার সলিলে অভিষিক্ত না হইবে, তাবৎ তাঁহাদিগের সদ্গতি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মহাভাগে! আমি সেই পূর্ব্ব পিতামহ সগর-সন্ততিগণের সদ্গতি লাভ জন্য অবনীতলে আপনার আগমন প্রার্থনা করিতেছি।

সর্ব্বলোক-নমস্কৃতা গঙ্গা ভগীরথের বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! আমি নিঃসন্দেহই তোমার বাসনা পূর্ণ করিব; কিন্তু আমি যৎকালে স্বর্গ হইতে মেদিনীমণ্ডলে নিপতিত হইব; তখন আমার বেগ নিতান্ত দুর্দ্ধার্য্য হইয়া উঠিবে। এই ত্রিলোকমধ্যে দেবাদিদেব মহাদেব ব্যতীত এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, আমার সেই বেগ ধারণ করে; অতএব তুমি তপস্যা-দ্বারা সেই আদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট কর; তিনি পতনসময়ে মস্তক-দ্বারা আমার বেগ ধারণ করিয়া ত্বদীয় পিতৃগণের হিতার্থে অবশ্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। মহারাজ ভগীরথ গঙ্গার আদেশানুসারে কৈলাস পর্ব্বতে

গমনপূর্ব্বক কঠোর তপোনুষ্ঠান-দ্বারা কালক্রমে ভগবান্ ভবানীপতিকে পরিতুষ্ট করিয়া স্বীয় পিতৃলোকদিগের স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত গঙ্গাধারণরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।

নবাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি ভগীরথের বাক্য শ্রবণানন্তর দেবগণের প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি তোমার প্রার্থনানুসারে গগনপ্রচ্যুত পরম পবিত্র দেবনদী গঙ্গাকে ধারণ করিব। ভগবান্ ভূতপতি ভগীরথকে এই কথা বলিয়া, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী পারিষদে পরিবৃত হইয়া হিমাচলে গমন করিলেন। অনন্তর ভূতনাথ ভগীরথকে কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি সরিদ্বরা গঙ্গাকে স্বর্গ হইতে নিপতিত হইতে বল; আমি তাঁহাকে ধারণ করিব।

মহারাজ ভগীরথ দেবাদিদেব মহাদেবের বাক্যানুসারে প্রণতিপূর্ব্বক প্রযত চিত্তে গঙ্গাকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন পবিত্রতোয়া পরম রমণীয়া ভাগীরথী, ভগীরথ ধ্যান করিতেছেন ও ঈশানও সমুপস্থিত আছেন অবলোকন করিয়া সহসা গগন হইতে বিচ্যুত হইলেন। দেব, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও যক্ষগণ, গঙ্গা গগনপ্রচ্যুত হইতেছেন জানিয়া সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে দর্শন করিতে আগমন করিলেন। তখন মহাবর্ত্তযুক্তা মীনগ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তুসমূহে সঙ্কুলা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিত হইতে লাগিলেন। শূলপাণি স্বর্গ হইতে নিপতিত গগনমেখলা গঙ্গাকে মুক্তাময়ী মালার ন্যায় ললাট দেশে ধারণ করিলে, তিনি ত্রিধারা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদীয় নির্ম্মল নীরে ফেনপুঞ্জ ব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, মরালকুল কেলি করিতেছে। ফেনপটল-সংবৃতাঙ্গী সুরনদী কোন স্থানে কুটিলগতি কোন স্থানে বা স্খলিত হইয়া প্রমত্তা প্রমদার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন এবং কোন স্থানে বা তোয়শব্দ-দ্বারা মধুর ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

সুরতরঙ্গিণী এই রূপে স্বর্গ হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া ভগীরথকে কহিলেন; হে মহারাজ! আমি তোমার নিমিত্তই ভূতলে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে কোন্ পথ দিয়া গমন করিব, নির্দ্দেশ কর। ভগীরথ গঙ্গার বচন শ্রবণানন্তর পবিত্র জলদ্বারা সগর-সন্তানগণের ভস্মীভূত কলেবর সকল প্লাবন করিবার নিমিত্ত সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সর্ব্বলোকনমস্কৃত শঙ্কর গঙ্গা ধারণ করিয়া দেবগণ-সমভিব্যাহারে শৈলশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। মহীপতি ভগীরথ ভাগীরথীর সহিত সমুদ্রে গমনপূর্ব্বক উহা গঙ্গাজলে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণমনোরথ হইয়া ঐ পবিত্র সলিলে পিতৃলোকের তর্পণ ও গঙ্গাকে দুহিতৃত্বে কল্পনা করিলেন।

হে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির! ত্রিপথগা গঙ্গা যেরূপে সমুদ্র পূরণার্থ পৃথিবীতলে অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা অগস্ত্য যে কারণে সমুদ্র পান ও ব্রহ্মহা বাতাপির প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম।

দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা কৌন্তেয় ক্রমে ক্রমে নন্দা ও অপরনন্দা নাম্নী পাপভয়-বিনাশিনী উভয় তরঙ্গিণীতে গমন করিলেন। তথায় হেমকূট নামক অনাময় পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক ভূরি ভূরি অচিন্ত্য অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। কাদম্বিনী সমীরণবদ্ধ ও সহস্র সহস্র উপলখণ্ড সকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে; লোকে তদারোহণে অসমর্থতা বশতঃ বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া থাকে; প্রতিনিয়ত বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, পয়োবাহ বর্ষণ করিতেছে এবং স্বাধ্যায়-সংঘোষ শ্রূয়মান হইতেছে, কিন্তু কোন ব্যক্তিই অবলোকিত হইতেছেন না। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে ভগবান্ হব্যবাহন দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন। তপঃপ্রত্যূহভূত মক্ষিকা সকল সকলকে দংশন করে, তথায় গমন করিবামাত্র লোকের অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াও তাহাদিগের স্ব স্ব আলয় সকল স্মৃতিপথে সমুদিত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির সেই সকল রহস্যের মর্ম্মোদ্ভেদে অসমর্থ হইয়া লোমশকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে অরাতিসূদন! পূর্ব্বে আমরা যে প্রকার শ্রবণ করিয়াছি, তাহা কহিতেছি, একাগ্রমনাঃ হইয়া শ্রবণ করুন। এই ঋষভকূট পর্ব্বতে ঋষভ নামে এক দীর্ঘায়ুঃ কোপনস্বভাব তাপস ছিলেন। কোন সময়ে কতকগুলি লোক এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি রোষপরবশ হইয়া পর্ব্বতকে কহিলেন, "কোন ব্যক্তি এস্থানে আসিয়া কথোপকথন করিলেই, তুমি তাহার প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করিবে"। বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "তুমি শব্দকরিও না"। হে রাজন্! যে ব্যক্তি এস্থানে কথোপকথন করে, মেঘধ্বনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিবারণ করে। মহর্ষি ঋষভ জাতক্রোধ হইয়া এই প্রকারে কোন কোন কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধ ও কোন কোন কর্ম্ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন।

একদা দেবগণ নন্দা নদীতে আগমন করিয়াছিলেন; সেইসময়ে কতকগুলি লোক দেবদর্শন-লালসায় সহসা তথায় উপস্থিত হইল। পুরন্দর প্রভৃতি দেবগণ তাহাদিগকে দর্শন করিতে অনিচ্ছু হইয়া এই প্রদেশকে দুরারোহ অচলদ্বারা অতিদুর্গম করিলেন। তদবধি এই পর্ব্বতে আরোহণ করা দূরে থাকুক; কেহ ইহাকে দর্শন করিতেও পারে না। প্রকৃত তপশ্চর্য্যা ব্যতীত কোন ব্যক্তিই ইহাকে অবলোকন বা অধিরোহণ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব হে কৌন্তেয়! আপনি এক্ষণে মৌনাবলম্বন করুন।

দেবগণ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহার চিহ্নস্বরূপ কুশা-

কার দূর্ব্বা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; যাহাতে এই ভূখণ্ড সংস্তীর্ণ হইয়াছে এবং যূপাকৃতি বৃক্ষ সকল তদীয় লক্ষণ প্রদর্শন করিতেছে। অদ্যাপি দেব ও ঋষিগণ এই স্থানে বাস করিতেছেন। প্রভাতে ও সায়ংকালে তাঁহাদিগেরই হুতাশন নয়নগোচর হইয়া থাকে। এস্থানে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ পাপবিমুক্ত হয়। হে কুরুচূড়ামণি! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই নন্দা নদীতে স্নান করুন; পরে কৌশিকী নদীতে গমন করিবেন। যে স্থানে মহামুনি বিশ্বামিত্র অবগাহন করিয়া কঠোর তপস্যা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই শীতলসলিলশালিনী তরঙ্গমালিনী স্রোতস্বতী নন্দাতে স্নান করিয়া কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।

লোমশ কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! এই পবিত্রসলিলা সুরকল্লোলিনী কৌশিকী, ইহার অনতিদূরে ঐ পরিদৃশ্যমান বিশ্বামিত্রের পরম রমণীয় আশ্রমপদ বিরাজমান রহিয়াছে। এই স্থানেই মহাত্মা কাশ্যপের পুণ্যাখ্য আশ্রম। সংযতেন্দ্রিয় মহামুনি ঋষ্যশৃঙ্গ তাঁহার পুত্র। ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গ এরূপ তপঃপ্রভাব সম্পন্ন যে, অনাবৃষ্টিসময়ে বলবৃত্রসূদন নমুচিসূদনও তাঁহার ভয়ে বারি বর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই কাশ্যপসুত অমিততেজাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি লোমপাদরাজ্যে অতি অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছিলেন। তন্নিমিত্ত সেই প্রদেশে শস্যসমৃদ্ধি সমুৎপাদিত হইলে, যেমন সবিতা ব্রহ্মাকে স্বীয় তনয়া সাবিত্রী সম্প্রদান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ রাজা লোমপাদ ভগবান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে শান্তা নাম্নী দুহিতা সম্প্রদান করিলেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কাশ্যপতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ কি প্রকারে হরিণীগর্ভে উৎপন্ন হইলেন? বিরুদ্ধযোনিসংসৃষ্ট হইয়াও কি প্রকারে তপস্যায় অধিকারী হইয়াছিলেন? দেবরাজ ইন্দ্র কি জন্য সেই বালকের ভয়ে অনাবৃষ্টিসময়ে বর্ষণ করিলেন? রাজপুত্রী শান্তা কিরূপ রূপবতী ছিলেন? যিনি হরিণাকৃতি ঋষ্যশৃঙ্গের মনঃ হরণ করিলেন। আর পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি লোমপাদের রাজ্যে কি নিমিত্তই বা পাকশাসন বারি বর্ষণ করেন নাই? এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গের বিস্তারিত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহলাকুলিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অমোঘরেতাঃ পবিত্রচেতাঃ প্রজাপতি-সমপ্রভ, ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডকের সুত প্রতাপশালী ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যেরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। দেবকল্প স্থবিরাভিমত কশ্যপতনয় বিভাণ্ডক ঋষি বাল্যাবস্থায় মহাহ্রদে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন; এই রূপে বহু কাল অতীত হইলে, একদা উর্ব্বশীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইবামাত্র সলিলে অবগাহন করিলেন। সেই সময়ে

এক মৃগী তৃষিত হইয়া জল পান করিতে আসিয়াছিল, সে জলের সহিত ঐ রেতঃ পান করিয়া গর্ভিণী হইল। সেই মৃগী পূর্ব্বে এক দেবকন্যা ছিল; ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাকে কহিয়াছিলেন, তুমি মৃগী হইয়া তপস্বী পুত্র প্রসবানন্তর বিমুক্ত হইবে। বিধিবাক্যের অমোঘত্ব ও ভবিতব্যতার অবশ্যম্ভাবিত্ব-নিবন্ধন মহাত্মা ঋষ্যশৃঙ্গ সেই হরিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শিরোদেশে একটি শৃঙ্গ ছিল; এই নিমিত্ত তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মাবধি তপঃপরায়ণ হইয়া কেবল কাননমধ্যেই বাস করিতেন; পিতা ভিন্ন আর কোন মনুষ্যই তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই; এই জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ নিরন্তর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানেই ব্যাপৃত ছিল।

সেই সময়ে দশরথের সখা লোমপাদ অঙ্গ দেশের অধিরাজ হইয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার ও পুরোহিতের প্রতি অত্যাচার করাতে, ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল; এই নিমিত্ত সহস্রলোচন তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ নিষেধ করিয়া প্রজাগণকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন বারিবর্ষণ-ক্ষম ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণগণ! পর্জ্জন্যপটল কিরূপে বারি বর্ষণ করিবে; তাহার উপায় অন্বেষণ করুন।

পণ্ডিতগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বীয় স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে একজন মুনি রাজাকে কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণেরা আপনার প্রতি রোষপরবশ হইয়াছেন; অতএব তাহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা করুন। আর ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সরলস্বভাব-সম্পন্ন নারী-পরিচয়বর্জ্জিত আজন্ম-বনবাসী ঋষিকুমারকে আনয়ন করিবার উদ্যোগ করুন। সেই মহাতপাঃ আপনার দেশে প্রবেশ করিবামাত্রই বারিবর্ষণ হইবে, সন্দেহ নাই।

রাজা লোমপাদ এই কথা শ্রবণানন্তর নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত দ্বিজাতিগণ-সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইল। অনন্তর তিনি মন্ত্রকোবিদ মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। লোমপাদ মহীপতি শাস্ত্রজ্ঞ অর্থকুশল অমাত্যগণের সহিত উপায় অবধারণ করিয়া সুচতুরা কার্য্যকুশলা বারবিলাসিনীগণকে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর তাহারা সমাগত হইলে, লোমপাদ কহিলেন, হে বারবনিতাগণ! কোন উপায়ে ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষির বিশ্বাস বা লোভ উৎপাদন করিয়া এই দেশে তাঁহাকে আনয়ন কর।

বারবনিতাগণ রাজভয়ে ভীত, বিবর্ণ এবং শাপভয়ে অচেতনপ্রায় হইয়া তৎকার্য্য সম্পাদনে অস্বীকার করিলে, তন্মধ্যে

এক জন প্রবীণা বারযোষা ভূপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! যদ্যপি আপনি আমার অভিপ্রেত কতকগুলি উপভোগবস্তু প্রদান করেন, তাহা হইলে সেই ঋষিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিতে যত্ন করি; বোধ করি, তাহাতে কৃতকার্য্যও হইতে পারিব।

মহারাজ লোমপাদ সেই বারাঙ্গনার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে বিবিধ রত্ন ও প্রচুর ধন প্রদান করিলেন। বারবিলাসিনী সেই সমস্ত রত্নাদি গ্রহণ করিয়া কতকগুলি রূপযৌবন-সম্পন্না কামিনী-সমভিব্যাহারে লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমাভিমুখে গমন করিল।

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! সেই বারাঙ্গনা ভূপতির আদেশক্রমে তাঁহার কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তরির উপর একটী মনোহর আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, সুস্বাদু ফলনিবহশালী বহু কুসুম-বিভূষিত, নানা বিচিত্র কৃত্রিম তরু, লতা ও গুল্ম-দ্বারা সুশোভিত করিল এবং কাশ্যপাশ্রমের অনতিদূরে ঐ তরণী নিবদ্ধ করিয়া, কোন্ সময়ে বিভাণ্ডক ঋষি আশ্রমের বহির্গত হন, এই সুযোগ অনুচর পুরুষ-দ্বারা অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদা সেই বারবনিতা বিভাণ্ডক ঋষির অসন্নিধানরূপ সুযোগ সন্দর্শনে ইতি-কর্ত্তব্যতা-সাধন নিশ্চয় করিয়া সুনিপুণা নিজ পুত্রীকে ঋষ্যশৃঙ্গ সমীপে প্রেরণ করিল।

নিপুণতমা বেশ্যাকুমারী আশ্রমে প্রবেশ-পূর্ব্বক ঋষিকুমারের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুনে! তাপসগণের কুশল? ফলমূল ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে? আপনি ত সুখে সময় অতিবাহন করিয়া থাকেন? তাপসগণের তপোবৃদ্ধি হইতেছে? আপনার পিতার ত তেজোহানি হয় নাই? আপনি বেদ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন? সম্প্রতি আমি আপনারই দর্শন-লালসায় এস্থানে আগমন করিয়াছি।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহাশয়! আপনি তেজঃপুঞ্জের ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন; বোধ হয়, আপনি আমার অভিবাদনীয়; সন্দেহ নাই; অতএব আপনাকে ধর্ম্মানুসারে পাদ্য ও ফল মূল প্রদান করি। আপনি কৃষ্ণাজিনাচ্ছাদিত সুখস্পর্শ কুশময় আসনে উপবেশন করুন। হে ব্রহ্মন্! আপনার আশ্রম কোথায়? আপনি যে দেবতার ন্যায় এই ব্রতানুষ্ঠান করিতেছেন? উহার নাম কি?

বারবিলাসিনী কহিল, হে ব্রহ্মন্! এই ত্রিযোজন বিস্তীর্ণ শৈলের অপর দিকে আমার রমণীয় আশ্রম। অভিবাদন গ্রহণ বা পাদ্যোদক স্পর্শ আমার ধর্ম্ম নহে। আমাকে অভিবাদন করিবেন না; আপনিই আমার অভিবাদ্য, আমি ভবাদৃশ ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করিয়া থাকি; তাহাই আমার ব্রত। ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, ভল্লাতক, আমলক, করূষক, ইঙ্গুদ, ধন্বন প্রভৃতি সুপক্ক ফলনিচয় প্রদান করিতেছি; যথারুচি উপযোগ করুন।

অনন্তর বারাঙ্গনা ঋষিকুমার-প্রদত্ত ফলনিচয় পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে অমূল্য খাদ্য দ্রব্য সকল প্রদান করিল। মুনিকুমার সেই সমস্ত পূর্ণরস ভক্ষ্য দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইলেন। অনন্তর বারাঙ্গনা পুনরায় সুস্বাদু খাদ্য, সুরভি মাল্য, বিচিত্র উজ্জ্বল বাস ও সুরস পানীয় প্রদানপূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ ও হাস্য পরিহাসসহকারে কন্দুক লইয়া ফলভরাবনত লতার ন্যায় হাব ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক আশ্রমোপকণ্ঠে ক্রীড়া করিতে লাগিল। কখন বা গাত্রে গাত্রে স্পর্শ, কখন বা গাঢ়তর আলিঙ্গন, কখন বা সর্জ্জ, অশোক ও তিলক প্রভৃতি কুসুমিত তরু সকল অবনত বা ভগ্ন করিয়া মদাভিভূতার ন্যায়, লজ্জমানার ন্যায় হইয়া ঋষিকুমারের মনোহরণ করিল। অনন্তর ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে বিকৃতচিত্ত অবলোকন, করিয়া বারংবার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শনৈঃ শনৈঃ কটাক্ষপাত-পূর্ব্বক অগ্নিহোত্রব্যপদেশে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। বেশ্যাকুমারী প্রস্থান করিলে, ঋষিকুমার মদনমত্ত ও বিচেতন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে তাহাকে চিন্তা করিয়া সাতিশয় কাতর হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে সিংহের ন্যায় পিঙ্গলাক্ষ আনখাগ্ররোমবেষ্টিতকায় স্বাধ্যায়বান্ বিভাণ্ডক ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ একান্তে আসীন হইয়া বিকলচিত্তের ন্যায় মুহুর্মুহুঃ ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত ও চিন্তা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, অবলোকন করিয়া, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি কি নিমিত্ত অদ্য সমিধ আহরণ কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান কর নাই? তুমি কি নিমিত্ত স্রুক্‌স্রুব নির্ম্মল কর নাই? ও কি নিমিত্তই বা হোমধেনুকে পীতবৎসা করিয়াছ? তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় বোধ হইতেছে না? তোমাকে দীনভাবাপন্ন, চিন্তাপরায়ণ ও বিচেতনপ্রায় দেখিতেছি; অতএব বল দেখি, অদ্য এই আশ্রমে কোন্ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিলেন?

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

ঋষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, পিতঃ! অদ্য এই আশ্রমে নাতিখর্ব্ব ও নাতিদীর্ঘ এক জটিল ব্রহ্মচারী আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহাকে অবলোকন করিলে দেবতা বলিয়া প্রতীতি হয়। তাঁহার বর্ণ সুবর্ণসদৃশ, লোচন কমলের ন্যায় আয়ত স্নিগ্ধ, রূপ সাতিশয় মনোহর, প্রভা সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার মস্তকে হিরণ্যরজ্জু-গ্রথিত সুদীর্ঘ নীল নির্ম্মল জটাভার, কণ্ঠে আকাশ-বিকাশিনী সৌদামিনীর ন্যায় আলবাল বিলম্বিত রহিয়াছে; বক্ষঃস্থলে লোমসম্পর্ক-শূন্য অতি মনোহর বর্ত্তুলাকৃতি দুটি মাংসপিণ্ড রহিয়াছে, কটি দেশের ক্ষীণতা যারপর নাই শোভা বিস্তার করিতেছে। তাঁহার পরিহিত চীরমধ্য হইতে আমার এই মেখলার ন্যায় হিরণ্ময়ী মেখলা প্রকাশিত হইতেছে। চরণদ্বয়ে সুমধুর শব্দায়মান এক আশ্চর্য্য বস্তু দীপ্ত পাইতেছে; পাণিদ্বয়ে মদীয় অক্ষমালাসদৃশ কূজিত কলাপকদ্বয় নিবদ্ধ রহিয়াছে।

তিনি যখন কর বা চরণ সঞ্চালন করেন, তখন তাঁহার করনিবদ্ধ কলাপক ও চরণাবরূঢ় সেই অদ্ভুত বস্তু সরোবর-বিহারী মত্ত মরালকুলের ন্যায় কলরব করিতে থাকে। তাঁহার চীর সকল আমার এই চীর খণ্ড অপেক্ষা শত গুণে মনোহর ও অদ্ভুতদর্শন। যে সময় তাঁহার মোহন মুখ-মণ্ডল হইতে অমৃতায়মান বাণী নিঃসারিত হয়, তখন অন্তঃকরণ আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও পুলকিত হইতে থাকে। ফলতঃ তাঁহার সেই পুংস্কোকিলবিড়ম্বিনী বাণী শ্রবণগোচর করিয়াই আমার অন্তরাত্মা আকুল হইয়া উঠিয়াছে। যেমন বসন্তকালে কানন সকল মলয়ানিল-পরিচালিত হইয়া সুশোভিত ও আমোদিত হয়, তদ্রূপ সেই ব্রহ্মচারী সামান্য সমীরণ সেবন করিয়াও অসামান্য সৌরভ ও শোভা বিস্তার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুসংযত জটাসমূহ ললাট দেশে বক্র ভাবে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিন্যস্ত রহিয়াছে ; কর্ণদ্বয় চিত্রিত চক্রবাক-সমূহে আবৃত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যখন তিনি দক্ষিণ করে কতকগুলি বিচিত্র বৃত্তাকার ফল গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে বারংবার নিক্ষিপ্ত ও উৎপাতিত করিয়া বাতেরিত তরুবরের ন্যায় ঘূর্ণমান হইয়া তাহাতে অভিঘাত করিতে লাগিলেন, তদবধি সেই দেবকুমার-সদৃশ ব্রহ্মচারীকে অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও অনুরক্ত হইয়াছি। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া জটাভার গ্রহণপূর্ব্বক আমার মস্তক অবনামিত ও তদীয় মুখমণ্ডল আমার মুখোপরি বিন্যস্ত করিয়া যে শব্দ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার কলেবর পুলকিত হইয়া রহিয়াছে।

আমি তাঁহার নিমিত্ত এই সকল ফল ও পাদ্য আহরণ করিয়াছিলাম ; তিনি তাহাতে অভিনন্দন করিলেন না, বরং আমাকে কতকগুলি ফল প্রদান করিয়া কহিলেন, আমাদিগের ব্রত এই প্রকার। আমি তাঁহার প্রদত্ত যে সকল ফল ভোজন করিলাম, উহা কোন ক্রমেই আস্বাদনে, ত্বকে ও সারাংশে এই সকল ফলের তুল্য নহে। সেই উদারমূর্ত্তি ব্রহ্মচারী আমাকে পান করিবার নিমিত্ত যে সলিল প্রদান করিয়াছিলেন, উহা পান করিয়া সমধিক হৃষ্টচিত্ত হইলাম এবং তৎকালে পৃথিবীকে কম্পমানা বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি এই স্থানে পট্টসূত্রে গ্রথিত এই সমস্ত বিচিত্র সুরভি মাল্য বিকীর্ণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি গমন করাতে, আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি ও আমার কলেবর একান্ত পরিতাপিত হইতেছে। আমি তাঁহার সমীপে শীঘ্র গমন করিতে বাসনা করি, অথবা আমার অভিলাষ যে, তিনি এই স্থানে চির দিন বাস করেন। হে তাত! তাঁহার ব্রহ্মচর্য্য কি প্রকার? তিনি যেরূপ তপশ্চর্য্যা করেন, আমি তাঁহার সহিত সেই রূপ তপোনুষ্ঠান করিতে একান্ত অভিলাষ করি। সেইরূপ তপস্যা করিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী। তাঁহার অদর্শনে আমার চিত্ত সাতিশয় কাতর হইতেছে।

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

বিভাণ্ডক কহিলেন, বৎস! অমিত-পরাক্রমশালী রাক্ষসগণ অদ্ভুত রূপ ধারণ করিয়া তপোবিঘ্ন বাসনায় সর্ব্বদা ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া থাকে। তাহারা অগ্রে অনুপম রূপমাধুরী প্রদর্শনপূর্ব্বক বিবিধ উপায়ে বনবাসী মুনিগণকে প্রলোভিত করে। পশ্চাৎ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সনাতন সুখ ও পুণ্যলোক হইতে ভ্রষ্ট করে। নিত্য-সুখাভিলাষী জিতেন্দ্রিয় মুনিগণ কোন প্রকারে তাহাদিগের সেবা করেন না। তাপসগণকে বিপন্ন করাই, সেই সকল পাপাচারপরায়ণ নিশাচরগণের ক্রীড়া; অতএব তপোধনগণ তাহাদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। সেই অসাধু-জনোচিত অপেয় পাপময় মদ্য এবং বিচিত্র উজ্জ্বল সুরভি মাল্য মুনিজনের ভোগোচিত নহে। তাহারা রাক্ষস; ব্রহ্মচারী নহে। বিভাণ্ডক মুনি এইরূপে নিজ পুত্রকে নিবারণ করিয়া বেশবনিতাগণের অন্বেষণ করিতে গমন করিলেন; দিনত্রয় অনুসন্ধান করিয়াও যখন তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইলেন না, তখন তিনি আপন আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

যে সময়ে বিভাণ্ডক ঋষি বৈদিক বিধি অনুসারে ফল আহরণ করিতে গমন করিলেন; সেই সময়ে সেই বেশযোষা ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আগমন করিল। ঋষিকুমার বেশবিলাসিনীকে দর্শন করিবামাত্র প্রফুল্ল চিত্তে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! চলুন, আমার পিতা প্রত্যাবৃত্ত না হইতে হইতেই আমরা আপনার আশ্রমে গমন করি।

অনন্তর বারবিলাসিনীগণ এই রূপ কৌশলে কাশ্যপ ঋষির একমাত্র কুমার ঋষ্যশৃঙ্গকে নৌকায় প্রবেশিত করিয়া বিবিধ উপায়ে তাঁহার প্রমোদ বর্দ্ধন করিয়া অঙ্গাধিপতি লোমপাদ-সমীপে উপস্থিত হইল। বেশ্যাগণ তাঁহাকে আশ্রম দর্শন করাইবার নিমিত্ত তরণী সংস্থাপন-পূর্ব্বক সেই সকল কৃত্রিম তরুলতাদি-দ্বারা নাব্যাশ্রম নামে একটি বিচিত্র কানন প্রস্তুত করিল।

রাজা লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে পুরমধ্যে প্রবেশিত করিবামাত্র জলদগণ সহসা এরূপ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল যে, সমুদয় সংসার এক বারে জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এই রূপে অঙ্গরাজের মনোরথ পরিপূর্ণ হইলে, তিনি ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে স্বীয় তনয়া শান্তা সম্প্রদান করিলেন। বিভাণ্ডক মুনির কোপোপশমনের নিমিত্ত তাঁহার আগমনপথের মধ্যে গোপ কৃষক, প্রভৃত পশু ও পশুপালক বীরগণকে স্থাপন করিয়া কহিলেন, 'যখন মহর্ষি বিভাণ্ডক পুত্রান্বেষী হইয়া তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তোমরা তাঁহাকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিবে যে, এই সমস্ত পশু ও কৃষক আপনার পুত্রের অধিকৃত; আমরা আপনার আজ্ঞাকারী দাস; অতএব কিরূপ প্রিয় কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন'।

এদিকে প্রচণ্ডকোপ বিভাণ্ডক মুনি ফল মূল আহরণ-পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তথায় পুত্রকে দর্শন না করিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে নিতান্ত কোপপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি পুত্রকে অপহরণ করা নৃপতির কার্য্য বিবেচনা করিয়া, রাজ্যের সহিত অঙ্গরাজকে ভস্মসাৎ করিবার নিমিত্ত চম্পা-নগরাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে শ্রান্তি ও ক্ষুধার উদ্বোধ হওয়াতে, তিনি সেই লোমপাদ-প্রেরিত সমৃদ্ধ ঘোষগণের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি তাহাদিগের কর্ত্তৃক সমুচিত রূপে সৎকৃত হইয়া নৃপতির ন্যায় সুখসচ্ছন্দে যামিনী যাপন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি তাহা-দিগের নিকট সাতিশয় সংকার প্রাপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গোপগণ! তোমরা কাহার অধিকৃত? তাহারা কহিল, মহাশয়! আপনার তনয় এই সমস্ত ধনের অধিকারী।

ঘোষগণের নিকট অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র পূজ্যপাদ মহর্ষি বিভাণ্ড-কের প্রজ্বলিত কোপানল একবারে প্রশান্ত হইয়া গেল। তখন তিনি চম্পা নগরীতে প্রবেশ করিয়া অঙ্গরাজ-সমীপে সমুচিত সংকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন পুত্রকে অমরনাথের ন্যায় বিরাজমান, গ্রাম-ঘোষা-দির অধীশ্বর ও পুত্রবধূ শান্তাকে সৌদা-মিনীর ন্যায় শোভমানা অবলোকন করিয়া তাঁহার রোষানল একেবারে নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তিনি নৃপতির প্রতি প্রসন্ন হইয়া ও পুত্রকে তথায় বাস করিতে অনু-মতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে পুত্র! তোমার পুত্র উৎপন্ন হইলে, ভূপতির প্রিয় কার্য্য সকল সর্ব্ব-প্রযত্নে সম্পাদন করিয়া কাননে গমন করিবে।

মহাতপাঃ ঋষ্যশৃঙ্গ পিতার অনুমতি প্রতিপালন-পূর্ব্বক যথাসময়ে আশ্রমে গমন করিলেন; শান্তাও তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। রোহিণী যেমন শশধরের অনুকূলা, অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের প্রণ-য়িনী, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের প্রিয়-কারিণী, দময়ন্তী যেমন নলের প্রিয়তমা, শচী যেমন ইন্দ্রের বশবর্ত্তিনী, নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মুদ্গলের সহচারিণী, নৃপতনয়া শান্তা সেই রূপ বনবাসী ঋষ্যশৃঙ্গের প্রিয়কারিণী প্রণয়িনী হইয়া পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! তাঁহার এই পবিত্র আশ্রম মহাহ্রদের সুষমা সম্পাদন করিয়া প্রদীপ্ত হইতেছে। এই তীর্থে স্নান করিয়া কৃতকৃত্য ও বিশুদ্ধ হইয়া অন্যান্য তীর্থে গমন করিবেন।

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৌশিকী তীর্থে উপনীত হইয়া অনুক্রমে সমস্ত আয়তনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে গঙ্গা-সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শত নদী-মধ্যে স্নান করিলেন। অনন্তর ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন,

মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করে; এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে; এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিরবচ্ছিন্ন দ্বিজাতিগণ-সেবিত মহর্ষি-সার্থ-সঙ্কুল যজ্ঞীয়োপকরণ-সংযুক্ত ও গিরি-শোভিত এই বৈতরণীর উত্তর তীর। ইহা স্বর্গপ্রাপ্তির সুগম পথ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্যান্য মহর্ষি-গণ বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণ-পূর্ব্বক ইহা আমারই অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! পরস্ব গ্রহণ করা আপনার নিতান্ত অন্যায় হইতেছে; আপনি ধর্ম্ম-সাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না। এই বলিয়া তাঁহারা উত্তম রূপে রুদ্রের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ইষ্টি-কর্ম্মদ্বারা তুষ্টি সাধনপূর্ব্বক তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিলে, তিনি পশু পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবযানে আরোহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এবিষয়ে এক কিংবদন্তী আছে যে "দেবগণ রুদ্রের ভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বভাগাপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসপূর্ণ এক ভাগ তাঁহাকে প্রদান করিলেন" এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে, স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে।

অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীসহিত বৈতরণীতে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। তখন যুধিষ্ঠির লোমশকে কহিলেন, হে তপোধন! আমি তপঃপ্রভাবে বৈতরণী তীর্থে স্নান করিয়া অলৌকিক আকৃতি লাভ করিয়াছি; আপনার প্রসাদে সকল লোকই প্রত্যক্ষ করিতেছি; মহাত্মা বৈখানসগণের জপশব্দও আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। লোমশ কহিলেন, মহা-রাজ! আপনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক যে জপশব্দ শ্রবণ করিতেছেন, উহা এস্থান হইতে ত্রিশত সহস্র যোজনান্তরে সমুদ্ভূত হইতেছে। ঐ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার দিব্য কানন লক্ষিত হইতেছে; এই স্থানে তিনি যজ্ঞা-নুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ঐ যজ্ঞে দক্ষিণা দানার্থ মহর্ষি কশ্যপকে পর্ব্বত-বনশালিনী ভূমি প্রদান করেন। তখন ভূমি অবসন্নপ্রায় হইয়া রোষভরে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমাকে মনুষ্যহস্তে প্রদান করিবেন না; আপনার এই দক্ষিণাদান নিষ্ফল হইবে; আমি এক্ষণে রসাতলে চলিলাম। অনন্তর মহর্ষি কশ্যপ ভূমিকে বিষণ্ণা অবলোকন করিয়া প্রসন্ন করিলেন। পৃথিবী তদীয় তপঃপ্রভাবে প্রসন্ন ও পুনরায় সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বেদীরূপে বিরাজমান হইলেন। হে মহারাজ! ঐ সেই বেদী লক্ষিত হইতেছে; ইহাতে আরোহণ করিলে, আপনি বীর্য্যবান্ হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া আছে; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া একাকীই সাগরপারে গমন করিতে পারিবেন। আমি স্বস্ত্যয়ন করিতেছি, আপনি অবিলম্বে ইহাতে আরো-হণ করুন। বেদী মানুষস্পর্শ-মাত্রেই সাগরপ্রবেশ করিবে; ইহাতে শঙ্কা করি-

যেন না। হে দেবেশ! তুমি বিশ্বের পাতা, বিশ্বের ঈশ্বর; তোমাকে নমস্কার; তুমি লবন সাগরের সন্নিহিত হও; তুমি অগ্নি, তুমি মিত্র, তুমি সলিলের আধার; তুমি দেবীস্বরূপ ও অমৃতের আকর; এই রূপে স্তব করিয়া আপনি সত্বরে বেদীতে আরোহণ করুন। পরে অগ্নি তোমার উৎপত্তি স্থান; ইড়া তোমার দেহ, তুমি বিষ্ণুর রেতোধারী ও অমৃতের আকর; এই রূপ জপ করিয়া সাগরে অবগাহন করিতে হইবে। হে মহারাজ! এই রূপ না করিলে দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্র দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না। তখন রাজা কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগর-সন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র পর্ব্বতে নিশা যাপন করিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে এক রজনীমাত্র বাস করিয়া তাপসদিগের সৎকার করিলে, মহর্ষি লোমশ ভৃগু, অঙ্গিরাঃ, বশিষ্ঠ ও কাশ্যপ-সন্নিধানে যুধিষ্ঠিরের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজর্ষি যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিয়া অকৃতব্রণ-নামা মহাবীর রামানুচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়! ভগবান্ পরশুরাম কোন্ দিবসে তাপসদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করিবেন? আমি সে সুযোগেই তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ! আপনি যে, এস্থানে আগমন করিয়াছেন, ইহা ভগবান্ প্রভাববলে অবগত হইয়াছেন। আপনার প্রতি তাঁহার যে প্রকার প্রীতি আছে, ইহাতে বোধ হয়, তিনি অনতিকালমধ্যেই আপনাকে দর্শন দিবেন। তাপসেরা চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; আগামী কল্য চতুর্দ্দশী হইবে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, আপনি ভগবান্ পরশুরামের একান্ত অনুগত; সুতরাং অতীত বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া থাকেন, অতএব এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ক্ষত্রিয়েরা কি রূপে ও কি কারণে ভগবান্ রাম-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল?

অকৃতব্রণ কহিলেন, মহারাজ! আমি ভৃগু-বংশাবতংস পরশুরাম ও হৈহয়াধিপতি কার্ত্তবীর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য বিচিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। মহাবার্য্য কার্ত্তবীর্য্যের সহস্র বাহু ছিল। তিনি দত্তাত্রেয় দত্তবরপ্রভাবে কাঞ্চনময় বিমান ও সসাগরা ধরার একাধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার রথের গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত ছিল।

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্য সেই রথে আরোহণ করিয়া বরপ্রভাবে চতুর্দ্দিকে দেব, যক্ষ ও ঋষি প্রভৃতি প্রাণিগণকে পীড়ন করিতে লাগিল। তখন মহর্ষি ও দেবগণ একত্র সমবেত হইয়া অসুরনিসূদন দেবদেব বিষ্ণুকে কহিলেন, ভগবন্! সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত আপনি মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্যকে সংহার করুন; সে দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক শচীসহায় বাসবকেও পরাভব করিয়াছে।

তখন ত্রিলোক-পূজিত বিষ্ণু ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের সহিত কার্ত্তবীর্য্য-বিনাশার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। দেবরাজ তদ্বিষয়ে যে সমস্ত হিতজনক কার্য্য নিবেদন করিলেন; ভগবান্ বিষ্ণু তাহা স্বীকার করিয়া স্বীয় রমণীয় বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।

কান্যকুব্জ দেশে মহাবল পরাক্রান্ত গাধি নামা সুপ্রসিদ্ধ এক মহীপাল ছিলেন; তিনিও সেই সময়ে বনপ্রবেশ করিলেন। বনবাসকালে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যা জন্ম গ্রহণ করিল। অনন্তর ভার্গব গাধিরাজ সন্নিধানে তাঁহাকে প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, হে তপোধন! আমার পূর্ব্ব পুরুষ-পরম্পরায় এই রূপ একটি নিয়ম প্রচলিত হইয়া আসিতেছে যে, আমরা কন্যাদানকালে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যাম-কর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্ক গ্রহণ করিয়া থাকি; কিন্তু আমি আপনার নিকট শুল্ক প্রার্থনা করিতে পারি না, অথচ আপনার সদৃশ ব্যক্তিকে কন্যা দান করাই আমার একান্ত উদ্দেশ্য। ঋচীক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাকে অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যামকর্ণসংযুক্ত পাণ্ডুকলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব শুল্ক প্রদান করিব; আপনি আমাকে কন্যা দান করুন।

অনন্তর ঋচীক এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া বরুণের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বরুণ! আমাকে শুল্কার্থ অভ্যন্তররক্ত ও বহিঃশ্যামকর্ণসংযুক্ত পাণ্ডু-কলেবর তরস্বী সহস্র অশ্ব প্রদান কর। বরুণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ সেইরূপ সহস্র অশ্ব প্রদান করিলেন। হে মহারাজ! যে স্থান হইতে সেই সমস্ত অশ্ব উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা অশ্বতীর্থ বলিয়া বিখ্যাত আছে। তৎপরে বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, দেবগণ বরযাত্র হইয়া আগমন করিতে লাগিলেন। গাধি-রাজ সহস্র অশ্ব লাভ ও দেব-সমাগম সন্দর্শন-পূর্ব্বক কান্যকুব্জে ভাগীরথী-তীরে স্বসুতা সত্য-বতীকে মহর্ষি ঋচীক হস্তে সম্প্রদান করিলেন।

অনন্তর ঋচীক এই রূপে ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়া বহুবিধ উপচারে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতে লাগিলেন। এই অবসরে মহর্ষি ভৃগু তথায় সমুপস্থিত হইয়া সপত্নীক পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। দম্পতি সুরগণ-বন্দিত সুখা-সীন মহাগুরু ভৃগুকে অর্চ্চনা করিয়া কৃতা-ঞ্জলিপুটে তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করি-লেন। তখন ভৃগু, প্রহৃষ্ট মনে স্নুষাকে কহিলেন, হে বৎসে! তুমি বর প্রার্থনা কর; তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিব। সত্যবতী আপনার ও জননীর পুত্র লাভার্থ তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর ভগ-বান্ ভৃগু প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি ও তোমার জননী পুংস-বনার্থ ঋতুস্নাতা হইলে, উভয়কেই দুইটি পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিতে হইবে। তুমি উড়ুম্বর ও তোমার জননী অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। আর আমি এই চরুদ্বয় প্রদান করিতেছি; তোমা-

দিগের উভয়কেই ইহা ভোজন করিতে হইবে। আমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান করিয়া পরম যত্নসহকারে এই চরু প্রস্তুত করিয়াছি। এই বলিয়া মহামুনি ভৃগু সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। কিন্তু সত্যবতী ও তাঁহার মাতা বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরু ভোজনবিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে, ভগবান্ ভৃগু দিব্য জ্ঞানপ্রভাবে এই ব্যাপার অবগত হইয়া পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন এবং স্নুষা সত্যবতীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভদ্রে! আমি যেরূপ আদেশ করিয়াছিলাম, তাহার বিপরীতাচরণ-দ্বারা তোমরা চরু ভোজন ও বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি ও তোমার জননী উভয়েই বিরুদ্ধ-গুণশালী পুত্র লাভ করিবে; তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী এক ব্রাহ্মণ জন্ম গ্রহণ করিবে এবং তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচার-সম্পন্ন মহাবীর্য্য সৎপথগামী এক পুত্র জন্মিবে। এই কথা শুনিয়া সত্যবতী বারংবার বিনয় বচনে শ্বশুরকে কহিলেন, ভগবন্! আমার যেন কদাচ এরূপ পুত্র না হয়, প্রত্যুত এতল্লক্ষণাক্রান্ত পৌত্র জন্মে, তাহাতে ক্ষতি নাই। তখন ভৃগু মুনি তথাস্তু বলিয়া তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অনন্তর সত্যবতী যথাযোগ্য অবসরে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর জমদগ্নিনামক এক পুত্র প্রসব করিলেন। জমদগ্নি ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইয়া বেদাধ্যয়ন-দ্বারা অনেকানেক ঋষিকে অতিক্রম করিতে লাগিলেন এবং কৃৎস্ন ধনুর্ব্বেদ ও চতুর্বিধ অস্ত্র বিভাকরসমপ্রভা-সম্পন্ন জমদগ্নিকে অধিকার করিল।

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়।

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে রাজন্! মহাতপাঃ জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে মনোনিবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিয়া নিয়মবলে বেদচতুষ্টয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিলেন। পরে রাজা প্রসেনজিৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া তৎকন্যা রেণুকাকে প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে শুভ লগ্নে রেণুকা সম্প্রদান করিলেন। তখন জমদগ্নি কৃতদার হইয়া আশ্রম প্রবেশ-পূর্ব্বক পতিপরায়ণা পত্নীর সহিত তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কালসহকারে রেণুকাগর্ভে ক্রমে ক্রমে জমদগ্নির পঞ্চ পুত্র উৎপন্ন হইল; তন্মধ্যে পরশুরামই সর্ব্বকনিষ্ঠ; কিন্তু তিনি সর্ব্বকনিষ্ঠ হইয়াও গুণপ্রভাবে সকলের জ্যেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

একদা কুমারগণ ফলাহরণার্থ প্রস্থান করিলে, রেণুকা স্নান করিবার নিমিত্ত নির্গত হইলেন। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিতেছেন, এই অবসরে চিত্ররথ নামক এক মহীপাল তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রেণুকা প্রভূত সম্পত্তিশালী কমল-মালাধারী সেই ধরাপতিকে মহিষীর সহিত জলবিহার করিতে দেখিয়া অনঙ্গশরে ব্যথিত ও নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি তদ্রূপ ব্যভিচারদোষে দূষিত

ও বিচেতনপ্রায় হইয়া শঙ্কিত মনে আশ্রমে প্রবেশ করিবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে ধৈর্য্য-চ্যুত ও ব্রাহ্মী লক্ষ্মী হইতে পরিভ্রষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া সমস্তই অবগত হইলেন এবং ধিক্ ধিক্ বলিয়া বারংবার নিন্দা ও তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

অনন্তর জমদগ্নিনন্দন রুমন্বান্, সুষেণ, বসু ও বিশ্বাবসু ইঁহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, মহামুনি জমদগ্নি ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের মধ্যে সকলকেই মাতৃবিনাশ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্নেহপরবশ হইয়া পিতৃনিদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তখন জমদগ্নি ক্রোধভরে একান্ত অধীর হইয়া তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিলেন; তাঁহারা শাপ-প্রভাবে তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞাবিহীন, পশুধর্ম্মী ও জড়প্রায় হইয়া রহিলেন। এই অবসরে পরশুরাম তথায় প্রত্যাগমন করিলেন; মহাতপাঃ জমদগ্নি তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি অক্ষুব্ধ চিত্তে ত্বদীয় পাপা-চারিণী জননীকে এই ক্ষণেই সংহার কর। পরশুরাম তৎক্ষণাৎ পরশু গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বীয় জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। অনন্তর ক্রোধ শান্তি হইলে, তিনি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, বৎস! আমার নিদেশানুসারে তুমি অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, এক্ষণে অভিলাষানুসারে বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন, হে তাত! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জননীর পুনর্জ্জীবন, আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, ইহা যেন তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত না হয়, তাঁহার বধজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ভ্রাতৃগণের পুনঃ প্রকৃতি লাভ, সংগ্রামে অপ্রতিদ্বন্দ্বতা ও দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তি, এই কয়েকটি বর প্রদান করুন। জমদগ্নি তথাস্তু বলিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সেই সকল বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর একদা জমদগ্নির পুত্রগণ পূর্ব্ববৎ আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এই অবসরে অনূপপতি মহাবীর কার্ত্তবীর্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ঋষিপত্নী তাঁহাকে সমুচিত সৎকার করিলেও সেই যুদ্ধ-মদমত্ত কার্ত্তবীর্য্য তৎকৃত সৎকারে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক আশ্রম হইতে হোমধেনুর বৎসকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ ও অপহরণ করিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া আশ্রমের বৃহৎ বৃহৎ পাদপ সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর রাম প্রত্যাগমন করিলে, মহর্ষি এই বৃত্তান্ত সকল তাঁহার কর্ণগোচর করিলেন; রাম পিতৃমুখে এই কথা শ্রবণ ও ধেনুকে দরদরিত ধারে অনবরত রোদন করিতে অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষয়োন্মুখ অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে রুচির শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রণস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া শাণিত ভল্লাস্ত্র-দ্বারা কার্ত্তবীর্য্যের সহস্রসংখ্যক অর্গলতুল্য ভুজবন ছেদন করিলে, সে তৎক্ষণাৎ অভিভূত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর কার্ত্তবীর্য্যের আত্মজেরা জাত-ক্রোধ হইয়া রামের অনুপস্থিতি-কালে

আশ্রমাভিমুখে জমদগ্নিকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইল এবং মহাবীর্য্য মহর্ষিকে সমরকার্য্যে পরাঙ্মুখ নিরীক্ষণ করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিল। তপস্বী জমদগ্নি অনাথের ন্যায় বারংবার আর্ত্তস্বরে 'হা রাম, হা রাম' বলিয়া প্রহারযন্ত্রণায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন; তখন কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা স্বস্থানে প্রস্থান করিল। এই অবসরে পরশুরাম সমিধ্ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ-জনক জমদগ্নিকে মৃত ও তথাবিধ নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

রাম কহিলেন, হা তাত! কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রেরা মূর্খ ও ক্ষুদ্রাশয়; তাহারা মৎকৃত অপরাধে জাতক্রোধ হইয়া, অরণ্যমধ্যে নিশিত শরপ্রহারে মৃগের ন্যায় আপনার প্রাণসংহার করিয়াছে; আপনি নিরপরাধী, ধর্ম্মজ্ঞ ও সৎপথাবলম্বী; আপনার পক্ষে এবম্বিধ মৃত্যু নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। আপনি তপোনিরত ও বৃদ্ধ বলিয়া যুদ্ধে একান্ত পরাঙ্মুখ ছিলেন, এই অবসরে শত্রুগণ শাণিত শরশত-দ্বারা আপনার প্রাণ নাশ করিয়া প্রচুর পাপ সঞ্চয় করিয়াছে; সন্দেহ নাই! সেই নির্লজ্জেরা সমর-পরাঙ্মুখ তপস্বী ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া সচিব ও সুহৃজ্জন-সমক্ষে কি বলিবে!

পরশুরাম এই রূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া পরিশেষে পিতার প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। তিনি প্রজ্বলিত অনলমধ্যে তদীয় মৃত দেহ দাহ করিয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন এবং একাকী শস্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক করাল কৃতান্তের ন্যায় ক্রোধ-ভরে রণস্থলে কার্ত্তবীর্য্য-পুত্রদিগের প্রাণ সংহার করিলেন; তৎপরে তাহাদিগের অনুগত ক্ষত্রিয়গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। ভৃগুকুল তিলক রাম এই রূপে ক্রমশঃ পৃথিবীকে এক বিংশতি বার নিক্ষত্রিয়া করিয়া, সমন্ত-পঞ্চক তীর্থে রুধিরময় পঞ্চহ্রদ প্রস্তুত-পূর্ব্বক তথায় পিতৃ-লোকের তর্পণ করিলেন। ইত্যবসরে তদীয় পূর্ব্ব পিতামহ ঋচীক তথায় আবির্ভূত হইয়া রামকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। তৎপরে তিনি যজ্ঞ-দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন-পূর্ব্বক ঋত্বিক্-গণকে ভূমি দান করিতে লাগিলেন এবং মহর্ষি কশ্যপকে দশ ব্যাম আয়তা ও নয় ব্যাম উচ্ছ্রিতা এক সুবর্ণময়ী বেদী প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কশ্যপের আদেশানুসারে ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রহণ করিলেন; এই নিমিত্ত তদবধি তাঁহারা খাণ্ডবায়ন নামে বিখ্যাত হইলেন। এক্ষণে পরশুরাম মহর্ষি কশ্যপকে ভূমি দান করিয়া শৈলেন্দ্র মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। হে মহারাজ! ক্ষত্রিয়-গণের সহিত রামের এই রূপে বৈরভাব জন্মে ও তিনি এই রূপেই পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন।

অনন্তর পরশুরাম পূর্ব্বকৃত নিয়মানু-

সারে চতুর্দ্দশীতে বিপ্রগণ ও সানুজ ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া ব্রাহ্মণগণের সংকার করিতে লাগিলেন। তৎপরে রাম-কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইয়া তদীয় নিদেশানুসারে মহেন্দ্র পর্ব্বতে এক রাত্রি বাস করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অতি সচ্চরিত্র রাজা যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ-গণোপশোভিত রমণীয় সাগর তীর্থ সমুদায় সন্দর্শন ও সেই সকল স্থানে অবগাহন করিয়া অনুজগণ সমভিব্যাহারে সমুদ্রগা পুণ্যতমা প্রশস্তা নামে নদীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় স্নান করিয়া পিতৃ ও সুরগণের তর্পণ এবং দ্বিজগণকে ধন দানপূর্ব্বক সাগর-গামিনী গোদাবরী তীর্থে গমন করিলেন। তৎপরে বিগত-পাপ হইয়া দ্রবিড় দেশের অতি পবিত্র সাগরে গমনপূর্ব্বক মহাপবিত্র অগস্ত্য তীর্থ ও নারী তীর্থ সমুদায় সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তথায় মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুনের অলোক-সামান্য কর্ম্ম সকল কর্ণগোচর করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন। তৎ-পরে দ্রৌপদী ও অনুজগণের সহিত সেই সমস্ত তীর্থে স্নান ও অর্জ্জুনের বলবিক্রমের সবিস্তর প্রশংসা করিয়া আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সাগরের সেই সমস্ত তীর্থে গো-সহস্রদান করিয়া প্রহৃষ্ট মনে ভ্রাতৃগণের সহিত অর্জ্জুনের গোদান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন এবং তত্রত্য অন্যান্য অতি পবিত্র বহুতর তীর্থ ক্রমশঃ পর্য্যটন-পূর্ব্বক পূর্ণকাম হইয়া অতি পাবন সূর্পারক তীর্থ সন্দর্শন করিলেন। অনন্তর সাগরপ্রদেশ অতি-ক্রম করিয়া অতি বিখ্যাত এক অরণ্যে উপনীত হইলেন। পূর্ব্বে সুরগণ যে স্থানে ঘোরতর তপোনুষ্ঠান এবং পুণ্যাত্মা নরেন্দ্র-গণ যজ্ঞ সমাধান করিয়াছিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির সেই স্থানে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামের তপস্বিজন-পরিবৃত অনির্ব্বচনীয় এক বেদী সন্দর্শন করিলেন।

অনন্তর তিনি অষ্ট বসু, দেবতা, অশ্বিনীকুমার, বৈবস্বত, আদিত্য, ধনেশ্বর, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সবিতা, ভব, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, সাধ্যগণ, ধাতা, পিতৃগণ, সগণ রুদ্র, সরস্বতী, সিদ্ধগণ ও অন্যান্য অমরগণের অতি পবিত্র মনোহর আয়তন সকল সন্দর্শন করিলেন। তথায় উপবাস-পূর্ব্বক মহার্হ রত্ন প্রদান ও তত্রত্য তীর্থ সমুদায়ে স্নান করিয়া পুনরায় সূর্পারক তীর্থে উপস্থিত হইলেন। পরে দ্বিজগণ, সোদরগণ ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে সেই সাগর-তীর্থ-পথ অবলম্বন করিয়া মহর্ষি লোমশের সহিত অতি প্রখ্যাত প্রভাস তীর্থে উপস্থিত হইয়া তথায় স্নান ও দেব এবং পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির দ্বাদশ দিবস জলবায়ু ভক্ষণপূর্ব্বক তথায় অহোরাত্র স্নান এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রদীপ্ত করিয়া অতি কঠোর তপস্যায় অভিনিবিষ্ট

হইলেন। এই অবসরে বৃষ্ণি-বংশাবতংস রাম ও কৃষ্ণ, রাজা যুধিষ্ঠিরকে তপোনুষ্ঠান-নিরত শ্রবণ করিয়া সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণকে ভূতলশায়ী ও মলবিলিপ্ত-কলেবর এবং দ্রৌপদীকে তাদৃশ বিসদৃশ অবস্থায় নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে উচ্চৈঃ স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির রাম, কৃষ্ণ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি ও অন্যান্য বৃষ্ণি-বংশীয়দিগকে ধর্ম্মানুসারে সৎকার করিলে, অন্যান্য পাণ্ডবগণও তাঁহাদিগকে পূজা করিলেন। পরে পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক প্রতিপূজিত হইলেন। যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে পরিবেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই রূপ বৃষ্ণি-বংশীয়েরা যুধিষ্ঠিরকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহাদিগের সমক্ষে বিপক্ষগণের অত্যাচার, আপনাদিগের বনবাস ও অর্জ্জুনের অস্ত্রলাভার্থ ইন্দ্র-সন্নিধানে গমনবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তাঁহারা পাণ্ডবগণের করুণ বাক্য শ্রবণ ও নিতান্ত ক্ষীণতা নিরীক্ষণ করিয়া অবিরল ধারে-অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ যাদব ও পাণ্ডবগণ প্রভাসে সমবেত হইয়া কিরূপ কথোপকথন ও কোন্ কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যাদবগণ অতি পবিত্র প্রভাস তীর্থে পরস্পর সমবেত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবেশন করিলেন, এই অবসরে বিশাল হলধারী মৃণালধবল বলদেব বনমালী কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শিরে জটাভার ধারণ ও চীর পরিধান করিয়া বনবাসে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন, আর দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন এই বিশাল বিশ্ব-রাজ্যের অধিপতি হইয়া পরম সুখে প্রজা পালন করিতেছে; বসুন্ধরা এখনও বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে বিবরসাৎ করিলেন না; হা ধর্ম্ম! তোমাকে আর কেহই শ্রেয়স্কর বলিয়া গণ্য করিবে না ও অধর্ম্মকে পরাভবের হেতু বলিয়া স্বীকার করিবে না; অতঃপর নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা ধর্ম্ম অপেক্ষা অধর্ম্মকেই গুরুতর ও শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিবে। দুর্য্যোধনের শ্রীবৃদ্ধি এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশ ও বনবাস-জন্য যুধিষ্ঠিরানুরক্ত প্রজাগণকে কিংকর্ত্তব্যতা-বিষয়ে পরস্পর মন্ত্রণা করিতে নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধনবশংবদ জনগণের শঙ্কা জন্মিল। এই বদান্যবর ধর্ম্মপরায়ণ সত্যমতি রাজা যুধিষ্ঠির রাজ্যচ্যুত ও সুখভ্রষ্ট হইলেন, কিন্তু অধার্ম্মিক দুরাত্মা দুর্য্যোধন কি নিমিত্ত অভ্যুদয় লাভ করিতেছে তাহা বলিতে পারি না। ভীষ্ম, কৃপ, দ্রোণ ও বৃদ্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ইহারা নিরপরাধ

পার্থদিগকে বনবাসে প্রেরণ করিয়া কিরূপে সুখ ভোগ করিতেছে! হে কেশব! সেই সমস্ত অধর্ম্মরুচি ভরতকুলপ্রধান লোকদিগকে ধিক্! সেই বৃদ্ধ রাজা নিষ্পাপ পুত্রদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পরকালে পিতৃলোকের নিকট, আমি পুত্রগণের সহিত সম্যক্ রূপে ব্যবহার করিয়াছি, ইহা কিরূপে মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন এবং কি প্রকার কুকার্য্য করিয়া ইহ কালে অন্ধ হইয়া জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহার বিন্দু বিসর্গও অনুধাবন করিতেছেন না। ধৃতরাষ্ট্র মহানুভব ভীষ্মাদির অবমাননা করিয়া তাঁহাদিগের অসম্মতিতে ও অক্ষুব্ধ চিত্তে পাণ্ডবদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। বোধ হয়, বিচিত্রবীর্য্য-তনয় শ্মশান-ভূমিতে সুজাত, সুবর্ণসদৃশ, দুর্নিমিত্ত-সূচক কোন পার্থিব বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন; এই নিমিত্তই তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিতেছেন; উহা তাঁহার আসন্ন বিপৎপাতের কারণ, তাহার সন্দেহ নাই।

যে মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া রণক্ষেত্রে বিপক্ষগণের অসংখ্য সৈন্য সংহার করিয়া থাকেন, যাঁহার গম্ভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিবামাত্র শত্রুসৈন্যেরা অতিমাত্র ভীত হইয়া বিমূত্র পরিত্যাগ করে, সেই বৃকোদর এক্ষণে ক্ষুৎপিপাসা-ক্লান্ত ও পথশ্রান্ত হইয়া ঘোর অরণ্য-বাসের ক্লেশ-পরম্পরা স্মরণপূর্ব্বক নিঃসংশয়ই সমুদয় সংহার করিবেন। যাঁহার তুল্য এই পৃথিবীতে আর বীর নাই, সেই বৃকোদর শীত-বাতাতপে একান্ত কর্ষিতাঙ্গ হইয়া অচির কাল-মধ্যে সমস্ত শত্রু নাশ করিবেন। যিনি পূর্ব্বে এক রথে সানুচর সমস্ত প্রাচ্য মহীপালগণকে পরাজয় করিয়া নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, অদ্য সেই মহাবীর বৃকোদর চীরবাস ধারণ করিয়া বনচারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে সমুদ্রের উপকূলে সমাগত সমস্ত দাক্ষিণাত্য নৃপতিকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই সহদেব আজি তাপস-বেশধারী হইয়াছেন। যিনি পূর্ব্বে পাশ্চাত্য মহীপালগণকে যুদ্ধে পরাভব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই নকুল জটা-চীরধারী ও মলিন-কলেবর হইয়া সুলভ বন্য ফলমূলে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। যিনি দ্রুপদরাজের অতি সমৃদ্ধ যজ্ঞবেদী হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, চির-সুখোচিতা সেই দ্রৌপদীই বা আজি কিরূপে বনবাসদুঃখ সহ্য করিতেছেন! ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারের আত্মজেরা চির কাল সুখ ভোগ করিয়া এক্ষণে বনে বনে কিরূপে অশেষ ক্লেশে কাল যাপন করিতেছেন! সানুচর সপত্নীক রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরাজিত হইয়াছেন ও দুর্মতি দুর্য্যোধন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে! হায়! সশৈলা ধরা এখনও কেন রসাতলে প্রবিষ্ট হইল না।

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সাত্যকি কহিলেন, হে রাম! এক্ষণে পরিতাপের সময় নয়; রাজা যুধিষ্ঠির এ বিষয়ে কিছুমাত্র বাঙ্নিষ্পত্তি না করিলেও

আমরা অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিকার করিব। মেদিনী-মণ্ডলে সহায়সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বয়ং কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; যেমন শৈব্য প্রভৃতি বীর পুরুষেরা রাজা যযাতির সহায়তা করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে, লোকে তাঁহাদিগের সাহায্য করিয়া থাকে। যাঁহারা অনুমতি করিলে, শত শত লোক কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহারাই সনাথ; তাঁহাদিগকে অনাথের ন্যায় আর কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। তবে আমি, বলদেব, কৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন এই সকল ত্রৈলোক্য-নাথ যাঁহাদিগের সহায়, সেই পাণ্ডবেরা অনাথের ন্যায় কি নিমিত্ত অরণ্যে বাস করিতেছেন।

অদ্য যাদবসেনা নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারণ ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া যুদ্ধযাত্রা করুক; সবান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা যাদব-বলাভিভূত হইয়া অবশ্যই শমন-সদনে গমন করিবে। বাসুদেব-সদৃশ পার্থ আমার সখা ও গুরুর স্বরূপ; তাঁহাকে এক্ষণে আহ্বান করিবার আবশ্যকতা নাই; তিনি তপোনুষ্ঠান করুন। ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন; তুমিও সেই রূপ শত্রুরাজ্য আক্রমণ-পূর্ব্বক সানুচর ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ কর। লোকে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত সুপুত্র ও গুরু নিয়ত বশংবদ শিষ্য কামনা করেন; শত্রু-বিনাশের নিমিত্তই সকলে অতিদুরূহ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। আমি আশীবিষবিষাগ্নি-সদৃশ নিশিত শস্ত্রসঙ্ঘাত-দ্বারা শত্রুর শরবর্ষণ নিরাকরণ পূর্ব্বক তাহার শিরশ্ছেদন করিব। অনন্তর শাণিত খড়্গাঘাতে সানুচর দুর্য্যোধন প্রভৃতি সমস্ত কৌরবকুল নির্ম্মূল করিব।

যুগাবসানে প্রলয়-হুতাশন যেমন সংসারকে ভস্মসাৎ করে; আমি কৌরব যোদ্ধৃবর্গকে সেই রূপ ভস্মীভূত করিব; তখন মহাবীরেরা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্টচিত্ত ও পুলকিত হইবে। কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণ ও কর্ণ ইঁহারা কখনই প্রদ্যুম্ন-বিনির্ম্মুক্ত শাণিত শর সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না; আমি অর্জ্জুনসুত অভিমন্যুর বল বীর্য্য সমুদয় ও প্রদ্যুম্নের পরাক্রম অবগত আছি। শাম্ব ও সসূত দুঃশাসনকে বাহুদ্বারা বলপূর্ব্বক পীড়িত ও উত্তমরূপ শাস্তি প্রদান করিবে। রণমদ-মত্ত জাম্ববতী-পুত্রের বল নিতান্ত অসহ্য; এই বালক শম্বরাসুরের সৈন্য সমুদায় সংহার করিয়াছিল; এই বালক রণ-ক্ষেত্রে মহাবীর অশ্বচক্রের প্রাণ বিনাশ করিয়াছে। কাহার সাধ্য এই মহারথ শাম্বের সমক্ষে রণক্ষেত্রে রথ আনয়ন করে? যেমন কৃতান্তের ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়া মানবগণ নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে না, সেই রূপ সমর-সাগরে মহাবীর শাম্বের সম্মুখীন হইয়া কেহই জীবিত থাকিতে বা প্রত্যাগত হইতে পারে না। বাসুদেব দ্রোণ, ভীষ্ম, সসন্তান সোমদত্ত ও সমস্ত সৈন্যগণকে বাণবহ্নি-দ্বারা দগ্ধ করিবেন। এই ত্রৈলোক্য-মধ্যে গৃহীতায়ুধ, চক্রধর ও অপ্রতিমতেজাঃ কৃষ্ণের

অসাধ্য কি আছে? মহাবীর অনিরুদ্ধ, হৃতোত্তমাঙ্গ চেতনশূন্য ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-দ্বারা এই সুবিস্তীর্ণ পৃথিবীকে আস্তীর্ণ করিবে। গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানুনীথ, কুমার, নিশঠ, রণোৎকট সারণ, চারুদেষ্ণ ইঁহারা কুলোচিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করুন। সাত্বত ও সূরসেন যোদ্ধৃপ্রধান রৃষ্ণি, ভোজ ও অন্ধকগণের সহিত সমবেত হইয়া ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণকে রণস্থলে সংহার-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তীর্ণ করুন। ধর্ম্ম-পরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির যত দিন পর্য্যন্ত দ্যূতকৃত প্রাতিজ্ঞাসাগর উত্তীর্ণ হইতে না পারেন, তাবৎ অভিমন্যু এই পৃথিবী শাসন করুন। অস্মৎ-প্রমুক্ত বিশিখ দ্বারা হতশত্রু মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ-শূন্য সূতপুত্র-বিহীন রাজ্যের উপভোগী করাই আমাদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য ও যশস্য।

বাসুদেব কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি যে সকল বাক্য কহিলেন, তাহা সমুদয় সত্য; উহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই; কিন্তু ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অন্যের জয়লব্ধা পৃথিবীকে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইঁহারা কাম, ভয় বা লোভবশংবদ হইয়া কদাচ স্বধর্ম্ম-পরিচ্যুত হইবেন না। কিন্তু যখন পাঞ্চালপতি কেকয়, চেদিপতি ও আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিব, তখন অবশ্যই সমুদায় শত্রু বিনষ্ট হইবে। তবে অপ্রতিম যোদ্ধা বৃকোদর, ধনঞ্জয় ও মাদ্রীসুত ইঁহারা কি নিমিত্ত ধরা শাসন করিতে বাসনা করিতে-ছেন না? যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, উহা নিতান্ত বিচিত্র নহে; কিন্তু আমি কেবল সত্যই প্রতিপালন করিব; রাজ্য রক্ষায় আমার তাদৃশ অভিলাষ নাই; কৃষ্ণ আমাকে সবিশেষ অবগত আছেন; আমিও তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত আছি; যৎকালে তিনি বিক্রম প্রকাশের যথার্থ অবসর নির্দ্দেশ করিবেন, তখন তুমি ও কেশব সুযোধনকে যুদ্ধে পরাজয় করিবে। হে যাদব-বীরগণ! তোমরা এক্ষণে প্রতিগমন কর; তোমাদিগের ধর্ম্মে যেন অচলা শ্রদ্ধা থাকে। এক্ষণে সকলের সহিত সাক্ষাৎ হইল; পুনরায় সকলকে একত্র সমবেত ও সুখে কালাতিপাত করিতে অবলোকন করিব।

অনন্তর যাদবেরা পরস্পর আমন্ত্রণ, বৃদ্ধগণকে অভিবাদন ও শিশুদিগকে আলি-ঙ্গন করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিলেন; এদিকে পাণ্ডবেরা তীর্থ পর্য্যটনে বিনির্গত হইলেন। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও লোমশের সহিত বিদর্ভরাজ-পরি-বর্দ্ধিত অতি পবিত্র তীর্থ সোমরস-মিশ্রিত-জলশালিনী পয়োষ্ণী নদীতে গমনপূর্ব্বক হৃষ্টচিত্ত ব্রাহ্মণবর্গ-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, রাজা নৃগ এই স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা দেবরাজকে পরিতৃপ্ত করিলে, তিনি তাঁহার প্রতি সমধিক প্রীত হইয়াছিলেন। প্রজাপতি ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা এই স্থানে বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ সুমহৎ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। রাজা অমূর্ত্তরয়ের পুত্র গয় এই স্থানে সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সোমরস দ্বারা ইন্দ্রকে তৃপ্ত করেন; সেই সপ্ত যজ্ঞে হিরণ্ময় বানস্পত্য ও ভৌম প্রভৃতি যথার্হ দ্রব্য সকল হিরণ্ময় ছিল। সেই সকল যজ্ঞে চষাল, যূপ, চমস, স্থালী, পাত্রী, স্রুক্ ও স্রুব এই সাতটি দ্রব্য পরমোৎকৃষ্ট ও সুবিখ্যাত হইয়াছিল। তাঁহার যজ্ঞের যূপ সকল হিরণ্ময়; তাহাদের প্রত্যেকের মস্তকে এক একটি চষাল ছিল; ইন্দ্রপ্রমুখ দেবতারা স্বয়ং সেই সকল যূপ উত্থাপিত করেন। ঐ যজ্ঞে দেবরাজ সোমরস পানে প্রমত্ত এবং ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা-স্বরূপ অসংখ্য অর্থ লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্ত হইয়াছিলেন।

হে মহারাজ! যেমন লোকে পৃথিবীস্থ বালুকার সংখ্যা করিতে পারে না; যেমন নভোমণ্ডল-স্থিত তারকার গণনা হয় না ও যেমন নিপতিত বৃষ্টিধারার পরিমাণ করিতে, লোকে অসমর্থ হয়; তদ্রূপ গয় নৃপতি সেই সকল যজ্ঞে সদস্যদিগকে যে অপরিমিত ধন দান করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা করা নিতান্ত সুকঠিন। যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত বালুকাদিরও সংখ্যা হইতে পারে; তথাপি গয়প্রদত্ত দক্ষিণার সংখ্যা করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নহে। তিনি দিক্ দিগন্ত হইতে সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত হিরণ্ময়ী গোসমূহ প্রদানপূর্ব্বক পরম পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। মহাত্মা গয়-রাজ এত অধিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, প্রায় সমস্ত পৃথিবীই তাঁহার চৈত্যে আচিত হইয়াছিল; তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত পুণ্যবলে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়াছেন। যে ব্যক্তি পয়োষ্ণী সলিলে স্নান করে, সে তাঁহার সালোক্য প্রাপ্ত হয়। অতএব হে রাজন্! আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত এই পয়োষ্ণীসলিলে অবগাহন করিয়া নিষ্পাপ হইবেন।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত পয়োষ্ণীতে স্নান করিয়া বৈদূর্য্য পর্ব্বত, নর্ম্মদা ও মহানদীতে গমন করিলেন। পরে প্রীতি-পূর্ব্বক রমণীয় তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন এবং তত্তৎ প্রদেশে ব্রাহ্মণগণকে সহস্র সহস্র ধন দান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! বৈদূর্য্য পর্ব্বত দর্শন এবং নর্ম্মদায় অবগাহন করিলে, দেবলোক ও রাজলোক প্রাপ্ত হয়। এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থান; এস্থানে আগমন করিলে পাপরাশি হইতে বিনির্মুক্ত হয়। হে রাজন্! এই রাজা শর্য্যাতির যজ্ঞস্থান শোভা পাইতেছে; যে স্থানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনী-কুমারের সহিত সোমরস পান

করিয়াছিলেন ; যে স্থানে মহাতপাঃ চ্যবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে সংস্তম্ভিত এবং রাজপুত্রী সুকন্যাকে ভার্য্যা লাভ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন কি নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ পাকশাসনকে সংস্তম্ভিত ও কি নিমিত্তই বা অশ্বিনী-কুমারকে সোমপীথী করিলেন ; আপনি তৎ সমুদায় অবিকল কীর্ত্তন করুন।

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক পুত্র জন্মেন ; মহাতেজাঃ ভৃগুনন্দন এক সরোবর-তীরে তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি পৈতৃক বীরাসনে স্থাণুর ন্যায় সমাসীন হইয়া এক স্থানেই অনল্প কাল অতিবাহিত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লতাবলয়-সংবৃত ও পিপীলিকা-সমাকীর্ণ হওয়াতে বল্মীকবৎ প্রতীয়মান হইয়া উঠিলেন। এই রূপে ধীমান্ ভার্গব মৃৎপিণ্ডের ন্যায় হইয়া ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহু কাল অতীত হইলে পর, একদা রাজা শর্যাতি সস্ত্রীক হইয়া বিহারার্থ সেই সুরম্য সরোবরে আগমন করিলেন। তাঁহার চতুঃসহস্র মহিষী ; কিন্তু একটীমাত্র কন্যা ছিল ; তাঁহার নাম সুকন্যা। রাজতনয়া সুকন্যা রমণীয় বেশ ভূষা সমাধানপূর্ব্বক সখীগণ-সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, বনস্থলীর শোভা সন্দর্শন ও বনস্পতি-বীথির নাম গুণ প্রভৃতি পরিচয় গ্রহণ-পূর্ব্বক ভার্গবের বল্মীক-সমীপে উপনীত হইলেন। রূপনিধান সুকন্যা যৌবনকাল-সুলভ গর্ব্ব ও মদনমদে অন্ধ হইয়া সম্যক্ পুষ্পিত পাদপশাখা সকল ভগ্ন করিতে লাগিলেন।

বিপ্রর্ষি চ্যবন নিবিড় অরণ্যমধ্যে সঞ্চারিণী অচিরপ্রভার ন্যায় নানাভরণ-বিভূষিতা একাকিনী কামিনীকে নয়নগোচর করিয়া আনন্দ-প্রবাহে নিমগ্ন হইলেন এবং বারংবার তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠাননিবন্ধন সাতিশয় ক্ষীণকণ্ঠ হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহার বাক্য রাজ-কুমারীর শ্রবণগোচর হইল না। অনন্তর নৃপকন্যা সুকন্যা বল্মীকে ভার্গবের নয়নদ্বয় নিরীক্ষণ করিয়া মোহ-প্রেরিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, ইহা কি, এই বলিয়া কণ্টক-দ্বারা উহা বিদ্ধ করিলেন। তখন তপোধন চ্যবন নেত্রোপঘাতে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শর্যাতি-রাজের সৈন্যগণের শৌচ প্রস্রাব অবরুদ্ধ করিলেন ; তাহাতে সৈন্যের মহতী পীড়া উপস্থিত দেখিয়া রাজা শর্যাতি জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তোমরা কেহ জ্ঞানকৃত, অথবা অজ্ঞানকৃত মহাত্মা ভার্গবের কোন অপরাধ করিয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর। সৈনিকেরা কহিল, মহারাজ! আমরা অপকারের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি ; আপনি বরং যত্নাতিশয়সহকারে সেই মহর্ষির নিকট গমনপূর্ব্বক ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করুন। তখন মহীপাল সান্ত্ববাদ

ও উগ্র বচনে সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু তাঁহারাও এ বিষয়ের কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না।

অনন্তর সুকন্যা মলসংরোধ জন্য সৈন্যদিগকে দুঃখার্ত্ত ও পিতাকে বিষণ্ণ দেখিয়া কহিলেন, তাত! অদ্য ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক বল্মীকে খদ্যোতের ন্যায় কোন উজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া নিকটবর্ত্তিনী হইয়া কণ্টকদ্বারা তাহা বিদ্ধ করিয়াছি। রাজা শর্য্যাতি এই কথা শ্রবণ মাত্র ব্যগ্র হইয়া দ্রুতপদে বল্মীক-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তপোবৃদ্ধ বর্ষীয়ান্ ভৃগুনন্দনকে নয়নগোচর করিয়া স্বীয় সৈন্যের অনিষ্ট শান্তির নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিলেন; হে তপোধন! মদীয় দুহিতা অজ্ঞানবশতঃ আপনার যে অপরাধ করিয়াছে, তাহা মার্জ্জনা করুন। চ্যবন কহিলেন, মহারাজ! আপনার কন্যা রূপযৌবন-মদে মত্ত হইয়া আমাকে অবমানিত ও নয়নাহত করিয়াছে, অতএব আমি সত্য কহিতেছি, সেই মোহপরায়ণা লাবণ্যবতী যুবতীর পাণিগ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত হইব না।

রাজা ঋষিবাক্য শ্রবণানন্তর সদসৎ বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ মহাত্মা চ্যবনকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভগবান্ চ্যবন সেই কন্যা প্রতিগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি প্রসন্ন হইলে পর, মহীপাল সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে শুভাননা সুকন্যা তপস্বিপতি লাভে প্রীত ও অসূয়াশূন্য হইয়া প্রতিদিন তপস্যা, নিয়ম, অতিথি-সৎকার এবং অগ্নিশুশ্রূষাদ্বারা স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, এই রূপে কিয়ৎ কাল অতীত হইলে, একদা অশ্বিনীকুমার-যুগল, কৃতস্নাতা বিবৃতাঙ্গী লাবণ্যবতী সুকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কে? কাহার পরিগ্রহ? কি নিমিত্ত কাননে আগমন করিয়াছ? যথার্থ করিয়া বল, আমরা শ্রবণ করিতে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

সুকন্যা লজ্জাবনত-মুখী হইয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম-যুগল! আমি রাজা শর্য্যাতির দুহিতা; মহাত্মা চ্যবনের ভার্য্যা। অশ্বিনীকুমারেরা সহাস্য বদনে কহিলেন, কল্যাণি! পিতা তোমাকে কি নিমিত্ত এই অতীতবয়স্ক ঋষিকে প্রদান করিলেন; তুমি এই অরণ্যমধ্যে সৌদামিনীর ন্যায় শোভমান হইতেছ; তোমার ন্যায় কামিনী দেবলোকেও প্রত্যক্ষ হয় না; তুমি বস্ত্রাভরণ-বিহীন হইয়াও এই বনস্থলী অলঙ্কৃত করিয়াছ। নানা আভরণ ও মনোহর বসন পরিধান করিলে, তোমার ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়; অতএব এরূপ মলপঙ্কিনী হওয়া কি উচিত? তুমি কি নিমিত্ত দীন হীনের ন্যায় হইয়া এই জরাজর্জ্জরিত কামভোগ-বহিষ্কৃত পতির উপাসনা করিতেছ? ইনি পরিত্রাণ ও ভরণ পোষণে অসমর্থ; অতএব তুমি চ্যবনকে পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগের

অন্যতরকে বরমাল্য প্রদান কর। এই অকর্ম্মণ্য স্বামীর নিমিত্ত ঈদৃশ সুললিত মনোহর নবযৌবন বিফল করিও না।

সুকন্যা এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে অমরযুগল! আমি স্বামীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত; আমার মনঃ বিচলিত হইবার নহে; আপনারা কদাচ এরূপ সম্ভাবনা করিবেন না। তখন দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারেরা কহিলেন, ভদ্রে! আমরা তোমার পতিকে রূপযৌবন-সম্পন্ন করিব; তাহার সন্দেহ নাই। পরে তুমি আমাদিগের অন্যতমকে পতিত্বে বরণ করিবে। অধুনা এই নিয়মবৃত্তান্ত তোমার পতিকে নিবেদন কর। সুকন্যা তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর ভার্গবের নিকট উপনীত হইয়া অশ্বিনীকুমারোক্ত নিয়মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিলেন। সুকন্যা স্বামী-কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া উল্লিখিত কার্য্য সম্পাদনার্থ অশ্বিনীকুমারদিগকে নিবেদন করিলে, তাঁহারা কহিলেন, তোমার পতি এই জলমধ্যে প্রবেশ করুন। মহর্ষি চ্যবন রূপার্থী হইয়া অবিলম্বে সলিলমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও অশ্বিনী কুমারেরাও সেই সরোবরে প্রবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর মুহূর্ত্তকাল-মধ্যে তাঁহারা সকলেই সরোবর হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিন জনই দিব্যাকৃতি, যুবা, তুল্য বেশভূষায় বিভূষিত এবং সাতিশয় প্রীতিবর্দ্ধন। তাঁহারা মিলিত হইয়া কহিলেন, বরবর্ণিনি! আমাদিগের মধ্যে তোমার যাহাকে অভিরুচি হয়, পতিত্বে বরণ কর। সুকন্যা সকলকেই একাকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনা-পূর্ব্বক আপন পতিকে বরণ করিলেন। মহর্ষি চ্যবন অভিলষিত যৌবন, মনোহর রূপলাবণ্য ও প্রিয়তমা ভার্য্যালাভে পরম প্রীত হইয়া দেবযুগলকে কহিলেন, ভগবন্! আমি বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত ছিলাম; আপনারা আমাকে রূপযৌবন-সম্পন্ন করিলেন এবং আমি আপন ভার্য্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্য কহিতেছি যে, প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে দেবরাজ-সমক্ষে আপনাদিগকে সোমপীথী করিব। ইহা শ্রবণ করিয়া অশ্বিনীকুমার যুগল প্রীত মনে সুরধামে গমন করিলেন; মহর্ষি চ্যবন এবং সুকন্যা দেবতার ন্যায় সেই অরণ্যে সুখসচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! তদনন্তর রাজা শর্য্যাতি ভার্গবের তরুণাবস্থা প্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে সেনা-সমভিব্যাহারে সস্ত্রীক হইয়া তদীয় আশ্রমে গমন করিলেন। নৃপদম্পতী তথায় সুর-সদৃশ জামাতা ও দুহিতাকে নয়নগোচর করিয়া অপার আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ঋষি রাজা ও রাজমহিষীর যথাবিধি সৎকার করিলে পর, তাঁহারা সুখোপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ শুভকরী মনোহারিণী কথা আরম্ভ করিলেন। তৎপরে ভৃগুনন্দন রাজা শর্য্যাতিকে আশ্বাস

প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনার যজ্ঞ সম্পাদন করিব; আপনি যজ্ঞীয় সম্ভার সকল আহরণ করুন। রাজা ভার্গববাক্য শিরোধারণ-পূর্ব্বক যজ্ঞোপযোগী প্রশস্ত দিবসে নানা সমৃদ্ধি-সম্পন্ন যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই আয়তনে ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজা শর্যাতিকে যজ্ঞ করাইলে, তদুপলক্ষে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করুন।

চ্যবন তপোধন সেই যজ্ঞানুষ্ঠান-সময়ে অশ্বিনী-কুমারদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, অশ্বিনী-কুমারেরা দেবগণের চিকিৎসক, তাহাদিগের বৃত্তি অতি সামান্য; অতএব তাহারা কখন সোমার্হ হইতে পারে না। চ্যবন কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! যে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার-যুগল আমাকে অমরের ন্যায় অজর করিয়াছেন, তাঁহারা সোমরস-ভাজন না হইয়া কেবল আপনারাই সোম-ভাগী হইবেন, এ কথা অতি অযোগ্য; আপনি তাঁহাদিগকেও দেবতা বলিয়া বোধ করিবেন। ইন্দ্র কহিলেন, যাহারা চিকিৎসক, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ও কামরূপী হইয়া মর্ত্ত্য লোকে বিচরণ করে, তাহারা কি জন্য সোমরসের যোগ্য হইবে। দেবরাজ বাগাড়ম্বর-পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ উহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার প্রতি অনাদর প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বয়ং অশ্বিনী-কুমারের অংশ গ্রহণ করিলেন। তখন দেবরাজ ইন্দ্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, যদি তুমি স্বয়ং তাহাদিগের নিমিত্ত সোমরস গ্রহণ কর; তাহা হইলে, আমি এই ভীষণদর্শন বজ্রপ্রহারে তোমার প্রাণ সংহার করিব। ভার্গব দেবরাজ-কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া সহাস্য বদনে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া সেই অনুত্তম সোমরস গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর শচীপতি ক্রোধভরে ভার্গবকে বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, মহাতপাঃ ভৃগুনন্দন তদীয় বাহু সংস্তম্ভিত করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক হুতাশনে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর তপোবলে মদ নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত, বিকটাকার মহাসুর সমুৎপন্ন হইল। নিখিল সুরাসুরেরাও তাহার শরীর নির্ণয় করিতে অসমর্থ। সেই মহাসুরের তীক্ষ্ণদর্শন মুখমণ্ডল অতিশয় ভয়ঙ্কর; তাহার একটি হনু ভূমণ্ডলে ও অপরটি স্বর্গে সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। প্রধান প্রধান দন্তচতুষ্টয় শত যোজন বিস্তীর্ণ এবং অপরাপর দন্ত সকল দশ যোজন আয়ত, প্রাসাদশিখরাকার ও শূলাগ্র-সমদর্শন। তাহার বাহুযুগল অযুত যোজন বিস্তীর্ণ ও পর্ব্বতপ্রতিম; নেত্রদ্বয় চন্দ্র-সূর্য্য-সদৃশ; বক্ত্র কালাগ্নি-সন্নিভ; সে যখন ভীষণানন ব্যাদান ও বিদ্যুচ্চপল জিহ্বা-দ্বারা লেহন করিয়া ইতস্ততঃ ঘোরতর দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন, এক কালে সচরাচর বিশ্ব গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই মহাসুর অতি ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনশব্দে ত্রিভুবন

নিনাদিত করিয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ক্রোধভরে ধাবমান হইল।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! দেব-রাজ ইন্দ্র সেই ভীষণানন জিঘাংসু অসুরকে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় মুখ ব্যাদান-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিতে ধাবমান অবলোকন করিয়া, সৃক্কণী পরিলেহন-পূর্ব্বক ভয়বিহ্বল চিত্তে চ্যবনকে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি সত্য বলিতেছি, অদ্য প্রভৃতি অশ্বিনী-কুমারেরা সোমভাগী হইবেন; আর এই বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল যে, আপনার সমারম্ভ কদাপি মিথ্যা হইবে না; আমি নিশ্চয় জানিলাম যে, আপনি অনর্থ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। অদ্য আপনি যেমন অশ্বিনী-কুমারকে সোম-ভাজন করিলেন, সেই রূপ আপনার অসা-ধারণ ক্ষমতাও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে এবং সুকন্যা-জনক শর্যাতির লোকাতিশায়িনী কীর্ত্তি জগতীতলে প্রথিত থাকিবে; এই নিমিত্তই আমি আপনার সহিত ঈদৃশ ব্যব-হার করিয়াছি। এক্ষণে আপনি আমার প্রতি প্রীত হউন; আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, করুন।

দেবরাজের এবম্বিধ বিনয়নম্র বাক্য শ্রবণে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধানল অচিরাৎ উপশম হইলে, তিনি তাঁহাকে মদাসুর হইতে মুক্ত করিলেন। পরে সেই মদ স্ত্রীজাতি, পান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়াতে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর মহর্ষি চ্যবন সোমরস-দ্বারা ইন্দ্র এবং অশ্বিনী-কুমার প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া নৃপতি শর্যাতির যজ্ঞ সমাপন ও তদীয় প্রতিষ্ঠা সর্ব্বত্র প্রখ্যাপন-পূর্ব্বক পতি-পরায়ণা সুকন্যার সহিত অরণ্যে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ! সেই মহর্ষি চ্যবনের এই পবিত্র-সরোবর শোভা পাইতেছে; ইহাতে আপনি সোদরগণের সহিত পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করুন। পরে সিকতাক্ষ তীর্থ দর্শন করিয়া সৈন্ধবারণ্যে গমনপূর্ব্বক কুল্যা সকল সন্দর্শন করিবেন। অনন্তর সমুদায় পুষ্করে অবগাহন-পূর্ব্বক স্থাণুমন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থান প্রত্যক্ষ হইতেছে; এখানে স্নান করিলে সমস্ত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়। এই আর্চ্চীক পর্ব্বত অতি উত্তম স্থান; ইহাতে মনীষিগণ বাস করেন; সর্ব্বদাই উত্তমোত্তম ফল, মূল ও জল প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং বিশুদ্ধ সমীরণও নিরন্তর প্রবহ-মাণ হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই সকল বহুবিধ দেবচৈত্য সুশোভিত রহি-য়াছে; এই চন্দ্রমাঃ তীর্থ; বৈখানস ও বালিখিল্য প্রভৃতি বায়ুভোজী ঋষিগণ এই তীর্থে বাস করেন; এই তিনটি পবিত্র শৃঙ্গ এবং তিনটি প্রস্রবণ যথাক্রমে প্রদক্ষিণ করিয়া স্নান করুন। রাজা শান্তনু, শুনক, নর ও নারায়ণ ইঁহারা এই তীর্থে সনাতন স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই আর্চ্চীক পর্ব্বতে দেবতারা নিত্য শয়ান আছেন; পিতৃগণ এবং মহর্ষিগণ এই স্থানে তপস্যা

করিয়াছেন এবং সেই সকল ঋষিগণ এই স্থানে চরু ভোজন করিয়াছেন, আপনি তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা করুন।

হে পাণ্ডবরাজ! এই স্রোতস্বতী যমুনাতে ভগবান্ কৃষ্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন; এ স্থানে নকুল, সহদেব, ভীমসেন ও দ্রৌপদী প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। হে মনুজেশ্বর! এই পবিত্র ইন্দ্রপ্রস্রবণ; যে স্থানে ধাতা, বিধাতা এবং বরুণ মহোন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছেন; এই স্থানে সেই সকল ধার্ম্মিক ক্ষমাশীলেরা বাস করিয়াছিলেন। ঋজুবুদ্ধি মৈত্রগণের পরম শুভকর এই গিরিবর দৃষ্ট হইতেছে। মহারাজ! এই মহর্ষিগণ-সেবিত পাপভয়নিবারিণী যমুনা; যে স্থানে রাজা সোমক, সাহদেবি ও মান্ধাতা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! ত্রিলোকবিশ্রুত নৃপসত্তম যুবনাশ্ব-নন্দন মান্ধাতা কিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন? সেই মহীপাল কিরূপে স্বর্গলোকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিলেন? ও সেই ভূপতিসত্তম কি নিমিত্তই বা মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন? ইহা শ্রবণ করিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক সেই ধীমান্ মান্ধাতার চরিত্র কীর্ত্তন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্মা যুবনাশ্ব-তনয় যে নিমিত্ত লোকমধ্যে মান্ধাতা নামে বিখ্যাত হইলেন, তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; সাবধানে শ্রবণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশে যুবনাশ্ব নামে এক মহীপতি ছিলেন; তিনি সহস্র অশ্বমেধানুষ্ঠান ও অন্যান্য বহুবিধ ভূরিদক্ষিণ প্রধান প্রধান যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি সন্তানমুখদর্শনজনিত সুখসম্ভোগে বঞ্চিত ছিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর তিনি স্বীয় অমাত্যহস্তে সমস্ত রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া স্বয়ং শাস্ত্রদৃষ্ট বিধি অনুসারে আত্মসংযম করিয়া বনে বাস করিতে লাগিলেন।

তিনি একদা রজনী-যোগে উপবাসক্লেশে সাতিশয় ক্লিষ্ট ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ভৃগুর আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। ঐ যামিনীতে মহাত্মা ভৃগুনন্দন মহারাজ যুবনাশ্বের পুত্র নিমিত্ত এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যজ্ঞস্থলে মন্ত্রপূত সলিল এক মহৎ কলসে সন্নিবেশিত ছিল। মহর্ষিগণ, রাজমহিষী কলসস্থ জল পান করিয়া শক্রতুল্য পুত্র প্রসব করিবেন, এই স্থির করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর ঐ কলস সংস্থাপন-পূর্ব্বক অচেতনপ্রায় হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। পিপাসাশুষ্ককণ্ঠ নরপতি যুবনাশ্ব রাত্রিজাগরণশ্রান্ত মহর্ষিগণকে অতিক্রম-পূর্ব্বক আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিয়া বারংবার পানীয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হওয়াতে তাঁহার স্বর শকুনির স্বরের ন্যায় অস্পষ্ট হইয়াছিল; তন্নিমিত্ত তিনি বারংবার উচ্চৈঃ স্বরে চীৎকার করিলেও, কেহ তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে

করিতে তত্রত্য বেদি-সন্নিবেশিত বারিপূর্ণ কলস অবলোকন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে তথায় গমনপূর্ব্বক সেই কুম্ভ-মধ্যস্থ সুশীতল জল পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহর্ষি ভার্গব ও অন্যান্য মুনিগণ জাগরিত হইয়া দেখিলেন, কলস জলশূন্য রহিয়াছে। তখন তাঁহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া কহিতে লাগিলেন; ইহা কাহার কর্ম্ম। মহারাজ যুবনাশ্ব তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি পিপাসিত হইয়া এই জল পান করিয়াছি। তখন ভগবান্ ভার্গব কহিলেন, হে রাজন্! জল পান করা অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। আমি আপনার পুত্রের নিমিত্তই দারুণ তপোনুষ্ঠান-দ্বারা এই কুম্ভস্থ জল-মধ্যে ব্রহ্মস্থাপন করিয়াছিলাম। আমার অভিলাষ ছিল যে, আপনার পত্নী এই জল পান করিয়া মহাবল পরাক্রান্ত তপোবল-সংযুক্ত এক পুত্র প্রসব করিবেন এবং ঐ পুত্র স্বীয় বলপ্রভাবে ইন্দ্রকেও নিধন করিতে পারিবে। কিন্তু আপনি স্বয়ং সেই জল পান করিয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন; জানিলাম, দৈব বল অখণ্ডনীয় এই জল পানে যে ফল হইবে, আমরা কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হইব না। আপনি পিপাসিত হইয়া আমার তপোবীর্য্যসম্ভূত বিধিমন্ত্র-পুরস্কৃত জল পান করিয়াছেন, এই নিমিত্ত আপনিই পূর্ব্বোক্ত-রূপ পুত্র প্রসব করিবেন। আমরা যাহাতে আপনার শক্রসদৃশ সন্তান সমুৎপন্ন হয় ও গর্ভধারণ জন্য দুঃখ ভোগ করিতে না হয়, এরূপ এক পরমাদ্ভুত যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।

অনন্তর ক্রমে ক্রমে শত বৎসর পরিপূর্ণ হইলে, মহাত্মা যুবনাশ্ব মহীপতির বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যসম প্রভাসম্পন্ন মহাতেজাঃ এক কুমার বহির্গত হইল। তপস্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! ঈদৃশ ব্যাপারেও মহীপতি যুবনাশ্বের মৃত্যু হইল না। মহাতেজাঃ শক্র ঐ বালক সন্দর্শনার্থ আগমন করিলে, দেবগণ কহিলেন, হে সুররাজ! এই পুরুষগর্ভসম্ভূত বালক কি পান করিবে; তখন দেবরাজ ইন্দ্র সেই বালকমুখে আপনার প্রদেশিনী প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, এই বালক 'মাং ধাস্যতি' অর্থাৎ আমার এই প্রদেশিনীর রস পান করিবে; এই নিমিত্ত দেবগণ ঐ বালকের নাম মান্ধাতা রাখিলেন। ঐ শিশু শক্রের প্রদেশিনী প্রাপ্ত হইয়া ত্রয়োদশ বিতস্তি পরিমাণে বর্দ্ধিত হইল। সুররাজ শতক্রতু মনে মনে সংকল্প করিবামাত্র ঐ বালক সমুদায় বেদ, ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সকল, আজগব নামক ধনুঃ, স্বর্গোদ্ভব শর সমুদায় এবং অভেদ্য কবচ প্রাপ্ত হইলেন।

পরে যুবনাশ্ব-তনয় সুররাজ-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রভাবে ত্রিলোক বিজয় করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা অপ্রাতিহত হইল এবং নানাবিধ রত্নজাত স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। এই বসুসম্পূর্ণ বসুন্ধরা তাঁহারই ভোগ্যা হইল। তিনি প্রভূতদক্ষিণ বিবিধ যজ্ঞ সকল সম্পন্ন করিয়া পরিশেষে চয়ন ক্রতুর অনুষ্ঠান-দ্বারা

অপর্য্যাপ্ত পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল সাতিশয় শাসন-দ্বারা এক দিনেই এই সসাগরা ধরা পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভূতদক্ষিণ যজ্ঞ সমূহের চৈত্য সমুদায়-দ্বারা সমস্ত মহীমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তিনি ব্রাহ্মণগণকে দশ সহস্র পদ্ম গো প্রদান করিয়াছিলেন। সেই মহাত্মা দ্বাদশ বর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টি সময় শস্যবৃদ্ধির নিমিত্ত দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষে স্বয়ং জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি সোমকুল সমুৎপন্ন মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী গান্ধারাধিপতিকে নিশিত শর-দ্বারা সংহার করিয়াছিলেন। সেই অমিততেজাঃ ভূপতি চতুর্বিধ প্রজা পালন ও তপস্যাদ্বারা সমুদায় লোককে তাপিত ও অস্থির করিয়াছিলেন। সেই সূর্য্যসদৃশ তেজঃসম্পন্ন মহীপতির এই দেবযজন স্থান; এই পরম পবিত্র প্রদেশ কুরুক্ষেত্রের মধ্য ভাগ। হে মহারাজ! আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে মান্ধাতার অলোক-সামান্য জন্ম প্রভৃতি সমুদায় চরিত্র কীর্ত্তন করিলাম। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি লোমশের বাক্য শ্রবণানন্তর মহীপাল সোমকের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বাগ্মিসত্তম! মহারাজ সোমক কিরূপ প্রভাব-সম্পন্ন ছিলেন ও কি কি কর্ম্ম করিয়া বলবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; ইহা শুনিতে আমার সাতিশয় বাসনা হইতেছে।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! সোমক নৃপতি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন; তাঁহার এক শত ভার্য্যা ছিল। বহু কাল অতীত হইল, কিন্তু ভূপতি তাঁহাদের কাহার গর্ভেও অপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরিশেষে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় বহু যত্নে সেই শত স্ত্রীর মধ্যে এক জনের গর্ভে জন্তু নামে এক পুত্র জন্মিল। মাতৃগণ কাম ও ভোগের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া সতত সেই পুত্রটীর চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট থাকিতেন।

একদা একটা পিপীলিকা জন্তুর কটিদেশে দংশন করিলে, সে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহার মাতৃগণ সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে তাহার চতুর্দ্দিকে বসিয়া চীৎকার স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মহারাজ সোমক সভামধ্যে ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে উপবিষ্ট ছিলেন; এমত সময়ে অকস্মাৎ অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি সেই বৃত্তান্ত সকল অবগত হইবার নিমিত্ত দৌবারিককে প্রেরণ করিলেন। দৌবারিক যথাবৎ বৃত্তান্ত সকল অবগত হইয়া রাজ-সমীপে নিবেদন করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পুত্রকে সান্ত্বনা করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহারাজ সোমক ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণ সহ অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশন-পূর্ব্বক কহিতে

লাগিলেন; হায়! এক পুত্র কি কষ্টদায়ক! উহা অপেক্ষা অপুত্র হওয়া উত্তম। এক-পুত্রতা চিররোগিতা অপেক্ষাও ক্লেশকর। আমি পুত্র লাভেচ্ছায় এই এক শত পত্নীর পরীক্ষা করিয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছি; কিন্তু কাহারও গর্ভে অপত্য উৎপন্ন হইল না; কেবল এই একমাত্র জন্তু বহু প্রযত্নে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে। হায়! ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে! আমার ও পত্নী সমুদায়ের বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইয়াছে; পুত্র লাভের আর সম্ভাবনা নাই; ঐ এক পুত্রেই আমাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পিত হইয়াছে; অতএব হে দ্বিজোত্তম! যদি এমত কোন কর্ম্ম থাকে, যাহাতে শত পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তাহা আদেশ করুন; ঐ কার্য্য লঘু বা মহৎ, সুকর বা দুষ্কর হউক; অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

ঋত্বিক্ কহিলেন, হে মহারাজ! শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কর্ম্ম আছে; যদি আপনি তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন, তবে আদেশ করি। সোমক কহিলেন, হে ভগবন্! যদ্দ্বারা শত পুত্র সমুৎপন্ন হইতে পারে, এমত কোন কার্য্য কর্ত্তব্য বা অকর্ত্তব্য হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পন্ন করিব; সন্দেহ নাই।

অনন্তর ঋত্বিক্ কহিলেন, হে রাজন্! আমি আমার ভবনে এক যজ্ঞ করিব; সেই যজ্ঞে আপনাকে স্বীয় আত্মজ জন্তুর বসা-দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হইবে। সেই সময়ে আপনার পত্নীগণ আহুতি-সমুত্থিত ধূম আঘ্রাণ করিলে, তাঁহারা সকলেই এক এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন; আর ঐ জন্তুও আপনার যে পত্নীর গর্ভে জন্মিয়াছে, পুনরায় তাঁহারই গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে; উহার বাম পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব সৌবর্ণ চিহ্ন থাকিবে।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

সোমক কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই যজ্ঞে যেরূপ অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য, তাহা সমুদায় করুন, আমি পুত্র-লাভার্থ আপনার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব। তখন ঋত্বিক্ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রাজ মহিষীগণের নিকট হইতে জন্তুকে গ্রহণ করিবার উপক্রম করিলে, পুত্রবৎসল রাজমহিষীগণ ঋত্বিকের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক তনয় গ্রহণ করিবার মানসে 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে বালকের দক্ষিণ কর গ্রহণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; ঋত্বিক্ও তাহার বাম হস্ত ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিলেন। তখন রাজ-মহিষীগণ উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া, কেবল কুররীকুলের ন্যায় করুণ স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋত্বিক্ সেই বালককে সংহার করিয়া তাহার বসা গ্রহণ-পূর্ব্বক বিধিবৎ আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তখন রাজ-মহিষীগণ তাহার ধূম আঘ্রাণ-পূর্ব্বক শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহসা বসুধাতলে নিপতিত হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে রাজ-মহিষীগণ সকলেই

গর্ব্ববতী হইলেন। দশম মাস পূর্ণ হইলে, তাঁহাদের সকলেরই এক এক পুত্র সমুৎপন্ন হইল। জন্তু সর্ব্বাগ্রে স্বীয় পূর্ব্ব গর্ভধারিণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিল; রাজমহিষীরা স্ব স্ব প্রসূত পুত্রগণ অপেক্ষা জন্তুকে সমধিক স্নেহ করিতেন। জন্তুর বামপার্শ্বে ঋত্বিকের বচনানুরূপ সৌবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হইল, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জন্তু গুণেও সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহারাজ সোমকের ঋত্বিক্ কালগ্রাসে নিপতিত হইলে, কিয়ৎকাল পরে মহীপতি সোমকও পরলোক-যাত্রা করিলেন। তিনি শমন-সদনে গমন করিয়া দেখিলেন, স্বীয় ঋত্বিক্ ঘোরতর নরকে নিপতিত রহিয়াছেন। তখন তিনি ঋত্বিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজবর! আপনি কি নিমিত্ত এই ঘোর নিরয়ে নিপাতিত রহিয়াছেন? ঋত্বিক্ কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনাকে যে সেই যজ্ঞানুষ্ঠান করাইয়াছিলাম, তাহারই ফল ভোগ করিতেছি। মহাত্মা সোমক-মহীপতি ঋত্বিকের বচন শ্রবণানন্তর যমকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমার যাজককে এই নরক হইতে বিমুক্ত করুন; আমি স্বয়ং এই নরকাগ্নি-মধ্যে প্রবেশ করিব, ইনি আমার গুরু, আমারই নিমিত্ত এই নরকানলে দগ্ধ হইতেছেন। যম কহিলেন, হে রাজন্! এক জনের কর্ম্মফল অন্যে ভোগ করিতে পারে না। ঐ দেখ, তোমার সমুদায় সৎকর্ম্মের ফল বিদ্যমান রহিয়াছে। সোমক কহিলেন, এই ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি ব্যতিরেকে আমি পবিত্র লোক ভোগ করিতে বাসনা করি না; স্বর্গেই হউক আর নরকেই হউক, আমি ইঁহার সহিত একত্র বাস করিতে বাসনা করি। ইঁহার ও আমার কর্ম্ম সকল সমান; অতএব আমাদের দুই জনের পুণ্যাপুণ্য-ফল সমান হউক। যম কহিলেন, যদি তোমার এই রূপ অভিলাষ হইয়া থাকে, তবে উঁহার সহিত সমকাল নরক ভোগ কর; পরিশেষে তোমরা উভয়েই সদ্গতি লাভ করিবে।

গুরুপ্রিয় মহারাজ সোমক যমের বচনানুসারে গুরুর সহিত কিয়ৎকাল নরক ভোগ করিয়া ক্ষীণপাপ ও বিমুক্ত হইয়া পরিশেষে তাঁহার সহিত স্বকর্ম্ম-নির্জ্জিত চিরাভিলষিত শুভ ফল সমুদায় লাভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই মহাত্মা রাজর্ষির এই পরম পবিত্র আশ্রম অগ্রে বিরাজিত রহিয়াছে। ক্ষমাশীল হইয়া এই আশ্রমে ছয় রাত্রি বাস করিলে সদ্গতি লাভ হয়। হে ধর্ম্মাত্মন্! আমরা বিগতক্লম হইয়া সংযত-চিত্তে এই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিব, আপনি সজ্জীভূত হউন।

ঊনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! প্রজাপতি স্বয়ং পূর্ব্বে এই স্থানে ইষ্টাকৃত নামে সহস্র বর্ষব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলেন। নাভাগনন্দন অম্বরীষ এই যমুনা-সমীপে যজ্ঞ করিয়া সদস্যগণকে দক্ষিণাস্বরূপ দশ পদ্ম গো দানপূর্ব্বক বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্যা-

দ্বারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি যাগশীল, পুণ্যকর্ম্মা, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ও অমিততেজাঃ, যিনি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেন, এই সেই নহুষাত্মজ যযাতির যজ্ঞভূমি। দেখুন, এই ভূমি নানাবিধ আকৃতিবিশিষ্ট বহ্নিস্থাপনের স্থণ্ডিলে নিচিত হওয়াতে, বোধ হয় যেন, যযাতির যজ্ঞকর্ম্মে আক্রান্ত হইয়া নিমগ্ন হইতেছে এবং এই একপত্রা শমী ও মনোহর পানপাত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এ দিকে পঞ্চ রামহ্রদ ও নারায়ণাশ্রম অবলোকন করুন। যিনি যোগপ্রভাবে মহীতলে বিচরণ করিতেন, এই রৌপ্যবর্ণ তটিনী-সমীপে সেই অমিততেজাঃ চর্চীকপুত্রের সঞ্চরণভূমি।

এই স্থানে উদূখলভূষণা অতি ভীষণা পিশাচী যাহা কহিয়াছিল, আমি সেই কিম্বদন্তী পাঠ করিতেছি, শ্রবণ করুন; "যুগন্ধর প্রদেশের দধি প্রাশন, অচ্যুতস্থলে বাস ও ভূতিলয় স্থানে স্নান করিয়া সপুত্রা হইয়া এই তীর্থে বাস করা উচিত; নতুবা এই স্থানে এক রাত্রি বাস করিয়া পুনরায় দ্বিতীয় দিন বাস করাতে তোমার এই রূপ অবস্থা হইয়াছে; কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি বাস করিলে ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা ঘটিবে।" *

হে কুরুনন্দন! এই স্থান কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ; অতএব অদ্য আমরা এই স্থানেই যামিনী যাপন করিব।

হে রাজন্! এই স্থানে নহুষনন্দন যযাতি রত্ন সমূহ-দ্বারা দেবরাজের আনন্দ বর্দ্ধন ও বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ এই যমুনা তীরগত প্লক্ষাবতরণ তীর্থকে স্বর্গের দ্বার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মহর্ষিগণ ঘৃত ও পশুদ্বারা সারস্বত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া এই তীর্থে অবভৃথ স্নান সমাধান করিতেন। নানা যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ ভরত ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী জয় করিয়া বারংবার এই স্থানে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক কৃষ্ণসারঙ্গ পবিত্র অশ্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। রাজা মরুত্ত, মহর্ষি সম্বর্ত্ত-কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া এই তীর্থে অনুত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র!

* (অর্থাৎ এক ব্রাহ্মণী, পুত্র-সমাভিব্যাহারে এই তীর্থে স্নান করিতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমতঃ যুগন্ধর দেশের দধি ভোজন করেন। তথায় উষ্ট্রী ও গর্দ্দভী প্রভৃতির দুগ্ধে দধি প্রস্তুত হইয়া থাকে; সুতরাং উহা ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ তিনি অচ্যুতস্থল নামক শঙ্কর জাতির গ্রামে বাস করিয়াছিলেন; তাহাও ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। তৃতীয়তঃ ভূতিলয় নামক গ্রামের যে নদীতে মৃত ব্যক্তির শরীর নিক্ষেপ করে, তিনি তথায় স্নান করিয়াছিলেন; উহাও পাপজনক। এইরূপে উক্ত শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পাপভাগী হইয়া তীর্থবাসে অনধিকারিণী হইয়াছিলেন। এই নিমিত্ত এক পিশাচী আসিয়া ঐ ব্রাহ্মণীকে প্রথমতঃ নিষেধ করিল; তিনি তাহা অবহেলন করিয়া তথায় এক রাত্রি বাস করিলেন; তাহাতে ঐ পিশাচী রোষপরবশ হইয়া তাঁহার ঘট পিঠরাদি বস্তু সকল বিনষ্ট করিয়া এই কথা কহিয়াছিল।

কেহ কেহ কহেন, যুগন্ধরাদি দেশে দধিপ্রাশনাদি কর্ম্মত্রয়ের অনুষ্ঠান করিয়া উক্ত তীর্থে এক রাত্রি মাত্র বাস করিবে; তাহার অন্যথা করিলে অধর্ম্মভাগী হইতে হয়। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত এই পিশাচীবাক্য কল্পিত হইয়াছে। ইতি নীলকণ্ঠ টীকা।)

এই তীর্থে স্নান করিলে সমুদায় লোক দর্শন করিতে সমর্থ ও দুষ্কৃত হইতে বিমুক্ত হয়; অতএব এই স্থানে স্নান করুন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সেই তীর্থে অবগাহন করিলেন ও তত্রস্থ মহর্ষিগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে স্তব করিতে লাগিলেন। তিনি তখন লোমশ মুনিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে সত্যবিক্রম! আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই তপঃপ্রভাবে সকল লোক ও পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে দর্শন করিতেছি।

লোমশ কহিলেন, হে মহাবাহো! মহর্ষিগণ এবম্প্রকারে সকল লোক ও দেবরাজকে দর্শন করেন, এই পুণ্যশীলজন-পরিবৃত পুণ্যদা সরস্বতীতে স্নান করিলে, বিগতপাপ হইবেন। ঋষি, দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণ এই স্থানে সারস্বত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রজাপতির পঞ্চ যোজন আয়তা বেদী ও মহাত্মা কুরুর ক্ষেত্র এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! এই তীর্থে তনু ত্যাগ করিলে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়; এই নিমিত্ত সহস্র সহস্র মানব মর্ত্তুকাম হইয়া এই স্থানে আগমন করে। পূর্ব্বে দক্ষ এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন যে, যে সকল মনুষ্য এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে।

হে মহারাজ! এই প্রবাহবতী সরস্বতী দৃষ্ট হইতেছে; ইহার অনতিদূরে নিষাদরাজ্যের দ্বারস্বরূপ বিনশন প্রদেশ। সরস্বতী নদী নিষাদগণের দোষে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া এই স্থানে মহীতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে স্থানে সরস্বতী দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, ঐ স্থান চমসোদ্ভেদ নামে বিখ্যাত। সমুদায় পবিত্র কল্লোলিনী ঐ স্থানে আগমন করিয়া সরস্বতীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

যে স্থানে লোপামুদ্রা অগস্ত্যকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মহান্ সিন্ধু তীর্থ। এই ইন্দ্রের প্রিয়তম পবিত্র প্রভাস তীর্থ বিরাজমান রহিয়াছে। এই বিষ্ণুপদ নামে অনুত্তম তীর্থ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ঐ পরম পাবনী সুরম্যা বিপাশা নদী; ভগবান্ বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রশোকে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া ঐ নদীতে নিমগ্ন হন; পশ্চাৎ বিপাশ হইয়া উত্থান করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত ইহার নাম বিপাশা হইয়াছে। সকল পুণ্যের আয়তন, মহর্ষিগণ-সেবিত এই কাশ্মীর-মণ্ডল অবলোকন করুন; এই স্থানে উদীচ্য ঋষিগণ ও যযাতি এবং অগ্নি ও কাশ্যপসংবাদ সংঘটিত হইয়াছিল। এই স্থান দিয়া মানস সরোবরে গমন করিতে হয়।

সত্যপরাক্রম শ্রীরাম এই গিরির অভ্যন্তরে বসতিস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; বিদেহ নগরের উত্তরে উহার দ্বার; ঐ স্থান এরূপ দুর্গম যে, সমীরণও উহার দ্বার অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যুগাবসান-সময়ে এই স্থানে হরপার্ব্বতী ও তাঁহাদিগের

ঋষিদগণের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যাজকগণ পরিবারের কল্যাণ কামনায় চৈত্র মাসে এই সরোবরে নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা পিনাক-পানির পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই সরোবরে শ্রদ্ধা-সহকারে অবগাহন করে, সে বিধূত-পাপ হইয়া শুভ লোক প্রাপ্ত হয়; তাহার সন্দেহ নাই।

এই স্থান উজ্জানক বলিয়া প্রসিদ্ধ; কার্ত্তিকেয় ও অরুন্ধতী সহায় ভগবান্ বশিষ্ঠ এই স্থানে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। এই কুশবান্ নামে হ্রদ; যাহাতে প্রচুর কুশেশয় সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রুক্মিণীর আশ্রম; জিতকোপনা রুক্মিণী এই আশ্রমে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! যে পর্ব্বত অবলোকন করিলে সমাধিজনিত সকল ফল লাভ হয়; আপনি তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছেন, এক্ষণে সেই ভৃগুতুঙ্গ নামক মহাগিরি দর্শন করুন।

হে রাজেন্দ্র! এই কলুষ-নাশিনী বিতস্তা নদী অবলোকন করুন; ঐ যমুনার উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নাম্নী বিমল সলিলশালিনী দুইটি তটিনী বিদ্যমান রহিয়াছে; উহার জল অতি সুশীতল ও নির্ম্মল; মুনিগণ ঐ দুইটি তটিনীর তটে অধিবাস করিয়া থাকেন। ঐ স্থানে উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠানপ্রভাবে বাসবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। বাসব ও বহ্নি মহাত্মা উশীনর নৃপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত রাজসভায় আগমন করিলেন। অনন্তর যৎকালে রাজা উশীনর যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র শ্যেনমূর্ত্তি ও হুতাশন কপোতরূপ ধারণ করিয়া যজ্ঞভূমিতে উপনীত হইলেন। কপোতরূপী হুতাশন শ্যেনভয়ে ভীত ও শরণার্থী হইয়া উশীনর নৃপতির উরুদেশমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন শ্যেনরূপী ইন্দ্র উশীনরের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! সমুদায় ভূপালগণ আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব আপনি কি নিমিত্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হইলেন? আমি ক্ষুধায় একান্ত কাতর হইয়াছি; আপনি ধর্ম্মলাভ লোভে কদাচ আমার চিরবিহিত ভক্ষ্য কপোতকে রক্ষা করিবেন না; তাহা হইলে আপনাকে ক্ষুধার্ত্তের আহার হরণ জন্য পাপে অবশ্যই লিপ্ত হইতে হইবে।

রাজা কহিলেন, হে বিহগরাজ! এই কপোত তোমার ভয়ে ভীত হইয়া জীবিত প্রত্যাশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে; অতএব ইহাকে পরিত্যাগ না করাই পরম ধর্ম্ম; তাহা কি তুমি জান না? এই কপোত প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষার্থ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে; এক্ষণে ইহাকে পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত। ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যা করিলে যেরূপ পাপ হয়, শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিলে, তদ্রূপ পাপ জন্মে।

শ্যেন কহিলেন, মহারাজ! সমুদায় জীব আহার হইতে উৎপন্ন হইয়া আহার-

দ্বারাই পরিবর্দ্ধিত হয় এবং আহার করিয়াই জীবিত থাকে। জীবগণ দুস্ত্যজ্য অর্থ পরিত্যাগ করিয়াও চির কাল জীবিত থাকিতে পারে; কিন্তু ভোজন পরিত্যাগ করিলে কদাচ জীবন রক্ষা হয় না; অতএব আহার-বিরহে আমার প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে প্রস্থান করিবে। আমার মৃত্যু হইলে, পুত্রকলত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গও বিনষ্ট হইবে। হে মহারাজ! আপনি একটি প্রাণীর প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বহু প্রাণীর প্রাণ সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তর-বিরোধী, তাহা কখন ধর্ম্ম নহে; পরস্পর অবিরোধী ধর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম; অতএব যাহাতে বাধা নাই, সেই ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবেন। অথবা উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহার লাঘব ও গৌরব বিবেচনা করিয়া যাহাতে অধিকতর লাভের সম্ভাবনা, তাহারই অনুসরণ করিবে।

রাজা কহিলেন, হে বিহগবর! তুমি কি অসন্দিহান ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি যেরূপ কল্যাণকর বাক্য কহিতেছ, ইহাতে বোধ হয়, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। হে বিহঙ্গম! তুমি কি প্রকারে শরণার্থীকে পরিত্যাগ করা সাধু ধর্ম্ম বলিয়া অঙ্গীকার করিতেছ? ভোজনই তোমার প্রয়োজন; অতএব তুমি অন্য প্রকারে অধিকতর আহার আহরণ করিতে পার। আমিও আজি তোমার নিমিত্ত গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ, মহিষ প্রভৃতি পশু আহরণ করিতে পারি; অথবা অন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ হইলে তাহাও এই এই ক্ষণে প্রস্তুত হইতে পারে।

শ্যেন কহিল, হে মহীপাল! মৃগ বরাহ প্রভৃতি কোন জন্তুকেই ভক্ষণ করি না; অতএব অন্য কোন প্রাণীতে প্রয়োজন নাই। বিধাতা আমার যে আহার বিধান করিয়াছেন; আমাকে তাহাই প্রদান করুন। শ্যেন পক্ষী কপোতকে ভক্ষণ করে, আমাদের এই চিরন্তন বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে; হে রাজন্! সারাংশ পরীক্ষা না করিয়া কদলীতে আসক্ত হইবেন না।

রাজা কহিলেন, হে পতঙ্গম! তোমাকে শিবিদিগের সুসমৃদ্ধ রাজ্য প্রদান করিতেছি; অথবা আর যাহা কিছু প্রার্থনা কর, তৎ সমুদায় প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু এই শরণাগত ভীত কপোতকে কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিব না। যেরূপ কর্ম্ম করিলে, তুমি এই পক্ষীকে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হও, বল, আমি এক্ষণেই উহা সম্পন্ন করিব তথাপি এই কপোতকে প্রদান করিব না।

শ্যেন কহিলেন, হে নরাধিপ! যদ্যপি এই কপোত আপনার স্নেহভাজন হইয়া থাকে; তাহা হইলে, আপনি আত্মমাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাদ্বারা কপোতের সহিত পরিমাণ করুন। যখন সেই মাংস কপোতভারের সমতুল হইবে, তখন তাহা আমাকে প্রদান করিবেন; তাহা হইলেই আমি পরম পরিতুষ্ট হইব। রাজা কহিলেন, হে শ্যেন! তুমি আমার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া সাতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে; আমি এক্ষণেই আপন মাংস কপোতের সহিত

তুলাতে পরিমাণ করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি।

পরম ধার্ম্মিক রাজা উশীনর এই রূপ অঙ্গীকার করিয়া আপন মাংস কর্ত্তন করিয়া তুলাযন্ত্রে প্রদানপূর্ব্বক কপোতকে অর্পণ করিলে, কপোতভারই গুরুতর হইয়া উঠিল। তখন তিনি পুনর্ব্বার আত্মমাংস কর্ত্তন করিয়া তাহাতে প্রদান করিলেন; তথাপি কপোতের সমান হইল না। সমুদায় মাংস নিঃশেষে কর্ত্তন করিলেও যখন কপোতের সমতুল হইল না; তখন স্বয়ং সেই তুলাতে আরোহন করিলেন।

শ্যেন কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র এবং এই কপোত হুতাশন। আমরা তোমার ধার্ম্মিকতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি আপন গাত্র হইতে মাংস কর্ত্তন করিয়া যে সমুজ্জল কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলে, উহা সমুদায় লোকে প্রথিত হইবে। যাবৎ মনুষ্যকুল তোমার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাবৎ তোমার কীর্ত্তি ও পুণ্য লোক অক্ষয় হইয়া থাকিবে। দেবরাজ পাকশাসন ও হুতাশন এই কথা কহিয়া সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। রাজা উশীনরও ধর্ম্মপ্রভাবে স্বর্গ মর্ত্ত্য উজ্জ্বল করিয়া দেদীপ্যমানকলেবর হইয়া স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

হে রাজন্! এই সেই মহাত্মা উশীনরের নিকেতন অবলোকন করুন; এই স্থান অতি পবিত্র ও কলুষনাশন। পুণ্যবান্ মহোদয়েরা এই স্থানে দেব ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থকেন।

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে নরেন্দ্র! যে মন্ত্রবিদগ্ধবুদ্ধি উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে অদ্যাপি বিখ্যাত রহিয়াছেন, এই সেই মহর্ষির নানাবিধ ফলশালী আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে। শ্বেতকেতু এই স্থানে মানুষরূপধারিণী সাক্ষাৎ সরস্বতীকে সন্দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, আমি বাণীকে জানিবার নিমিত্ত তপস্যা করিতেছি। হে রাজন্! ঐ যুগে কহোড়নন্দন অষ্টাবক্র ও উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু এই দুই বেদবিদগ্রগণ্য মুনি ছিলেন; উঁহাদের পরস্পর মাতুলভাগিনেয় সম্পর্ক। উঁহারা দুই জনে মহীপতি বিদেহরাজের যজ্ঞায়তনে প্রবেশপূর্ব্বক বিবাদবিষয়ে বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন। যে অষ্টাবক্র জনক রাজের যজ্ঞে বাদী হইয়া বাদানুবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়া নদীতে নিমগ্ন করেন, সেই অষ্টাবক্র উদ্দালকের দৌহিত্র। হে কৌন্তেয়! তুমি ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই মহর্ষি উদ্দালকের আশ্রমে প্রবেশপূর্ব্বক কিয়ৎ কাল বাস কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে অষ্টাবক্র বন্দীকে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রভাব কি প্রকার? আর কি নিমিত্তই বা তিনি অষ্টাবক্র নামে বিখ্যাত হইলেন? এই সমুদায় বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! মহর্ষি উদ্দালকের কহোড়নামে এক শিষ্য ছিলেন।

কহোড় সতত আচার্য্যের বশবর্ত্তী ও শুশ্রূষা-পরবশ হইয়া বহুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদা একাগ্রচিত্তে স্বীয় আচার্য্যের পরিচর্য্যা করিতেন। মহর্ষি উদ্দালক তাঁহার পরিচর্য্যা দর্শনে প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে সমুদয় শ্রুতি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় কন্যা সুজাতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কিয়দ্দিনানন্তর সুজাতা গর্ভধারণ করিলেন।

একদা সুজাতার গর্ভস্থিত হুতাশনসমপ্রভাসম্পন্ন বালক মাতৃগর্ভ হইতে অধ্যয়নশীল স্বীয় পিতা কহোড়কে কহিলেন, হে তাত! আপনি সমস্ত রাত্রি অধ্যয়ন করেন, কিন্তু আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হয় না। আমি আপনার প্রসাদে এই গর্ভস্থাবস্থাতেই সমুদায় সাঙ্গ বেদ ও সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি; অতএব আমি শ্রবণ করিতেছি, আপনার অধ্যয়ন উত্তমরূপ হইতেছে না। মহর্ষি কহোড় শিষ্যগণমধ্যে গর্ভস্থ বালককর্ত্তৃক এই রূপ অবমানিত হইয়া রোষভরে তাঁহাকে শাপ প্রদান করিলেন; তুমি গর্ভে থাকিয়া আমার প্রতি এই রূপ অবমাননা বাক্য প্রয়োগ করিতেছ; অতএব তোমার কলেবরের অষ্ট স্থল বক্র হইবে। কহোড়নন্দন পিতার শাপানুসারে বক্র হইয়াই জন্ম পরিগ্রহ করিলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম অষ্টাবক্র বলিয়া বিখ্যাত হয়। শ্বেতকেতু অষ্টাবক্রের মাতুল ও তাঁহার সমবয়স্ক ছিলেন।

ক্রমে ক্রমে গর্ভের উপচয় হওয়াতে সুজাতা সাতিশয় পীড্যমানা হইয়া নির্জ্জনে স্বীয় স্বামী কহোড়কে প্রসন্ন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আমার দশম মাস সমুপস্থিত, আপনি নিতান্ত নির্ধন; এ সময়ে অর্থ ব্যতীত আমি কিরূপে এই বিপদ্ হইতে মুক্ত হইব। কহোড় ভার্য্যার বাক্য শ্রবণে ধনার্থী হইয়া জনক-রাজের নিকট গমন করিলে, তত্রস্থ বাদবেত্তা বন্দী তাঁহাকে বাদে পরাজয় করিয়া জলে নিমগ্ন করিল। মহর্ষি উদ্দালক স্বীয় জামাতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সুজাতার নিকট সমুদায় প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! তোমার পুত্র যেন এই বৃত্তান্ত কোন প্রকারে অবগত হইতে না পারে। সুজাতা স্বীয় পিতৃবাক্যানুসারে সেই বৃত্তান্ত নিজ তনয়ের অগোচরে রাখিলেন; তন্নিমিত্ত অষ্টাবক্র ভূতলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইতে সমর্থ হন নাই। তিনি উদ্দালককে পিতা ও শ্বেতকেতুকে ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন।

ক্রমে অষ্টাবক্রের দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে, একদা তিনি উদ্দালকের অঙ্কে উপবিষ্ট আছেন; এমত সময়ে শ্বেতকেতু ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক আকর্ষণ করিলে, তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন শ্বেতকেতু কহিলেন, হে অষ্টাবক্র! এ তোমার পিতৃক্রোড় নহে। অষ্টাবক্র শ্বেতকেতুর এই রূপ দুরুক্তি শ্রবণে সাতিশয় বিরক্ত হইয়া দুঃখিত চিত্তে গৃহে গমনপূর্ব্বক স্বীয় মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! আমার পিতা কোথায়? সুজাতা পুত্রের বাক্য শ্রবণে

সাতিশয় দুঃখিত ও শাপভয়ে একান্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত কহিলেন। তখন অষ্টাবক্র মাতৃমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রজনীযোগে শ্বেতকেতুকে কহিলেন, কল্য আমরা দুই জনে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিব। শ্রবণ করিয়াছি, ঐ যজ্ঞ বহুবিধ আচার্য্যে পরিপূর্ণ; আমরা তথায় গমন করিয়া ব্রাহ্মণগণের বিবাদ শ্রবণ ও বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিব, তত্রত্য শান্ত ও সৌম্য ব্রহ্মঘোষ শ্রবণে আমাদের বিচক্ষণত্ব লাভ হইবে।

অনন্তর মাতুল ও ভাগিনেয় উভয়ে জনক-রাজের যজ্ঞে গমন করিলেন। পথিমধ্যে রাজার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎকার লাভ হওয়াতে তাঁহারা গমনে নিবারিত হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! পথিমধ্যে যাবৎ কাল ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ অগ্রে অন্ধ, তৎপরে বধির, স্ত্রী, ভারবাহ ও রাজারা ক্রমান্বয়ে গমন করিবে; কিন্তু ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইলে সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণকে পথ প্রদান করিতে হইবে; ব্রাহ্মণের অগ্রে কাহারও গমন করা বিধেয় নহে।

জনক কহিলেন, আমি আপনাকে পথ প্রদান করিলাম; এক্ষণে আপনার ইচ্ছানুসারে গমন করুন। অগ্নি অল্প পরিমাণ হইলেও তাহার দাহিকা শক্তি হ্রাস হয় না, ইন্দ্রও সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যে স্থানে ইচ্ছা হয়, গমন করুন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! আমরা যজ্ঞ দর্শন নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমরা অতিথি; যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিতে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহ করিয়া দ্বারপালকে দ্বার প্রদান করিতে অনুমতি করুন। হে জনক! আমরা যজ্ঞ দর্শন এবং আপনার সাক্ষাৎকার লাভ ও আলাপ করিবার নিমিত্ত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছি, এই দ্বারপাল দ্বার অবরোধ করাতে আমাদের ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিতেছে।

তখন দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণদারক! আমরা বন্দীর আজ্ঞাকারী; আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই যজ্ঞস্থলে বৃদ্ধ বিদগ্ধ ব্রাহ্মণগণেরই প্রবেশ করিতে অনুমতি আছে; বালকদিগের প্রবেশের অধিকার নাই।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দ্বারপাল! যদি এস্থানে বৃদ্ধগণ প্রবেশ করিতে সমর্থ হন, তবে আমারও ইহাতে প্রবেশের অধিকার আছে। আমি চরিতব্রত ও বেদপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া বৃদ্ধস্থানীয় হইয়াছি; আমি গুরুশুশ্রূষা-নিরত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানবান্; অতএব আমাকে বালক জ্ঞানে অবজ্ঞা করিও না, অগ্নি অল্পমাত্র হইলেও স্পর্শমাত্র দগ্ধ করে।

দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণ-কুমার! যদি তুমি অভিজ্ঞ হও, তবে মহর্ষিসেবিত

একাক্ষর ও বহুরূপ কর্ম্মকাণ্ডাধিক্য-সম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ কর। তুমি আপনাকে কখন অভিজ্ঞ জ্ঞান করিও না, বৃথা কেন আত্মশ্লাঘা করিতেছ? বিদ্বান্ অতি সুদুর্ল্লভ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, কেবল কায়বৃদ্ধিতেই বৃদ্ধভাব হয় না, উহাতে অনেক জ্ঞানের অপেক্ষা করে; শাল্মলি বৃক্ষেরও অনেক অষ্ঠীলা জন্মে; কিন্তু তাহাতে উহার কিছুমাত্র সারবত্তা সমুৎপন্ন হয় না। যাহা হ্রস্ব ও কৃশ, কিন্তু ফলবান্, সেই পাদপই যথার্থ বৃদ্ধভাবাপন্ন; কিন্তু যাহার ফল নাই, তাহার বৃদ্ধত্ব কোথায়?

দ্বারপাল কহিল, বালকগণ বৃদ্ধদিগের নিকট হইতে বুদ্ধি গ্রহণপূর্ব্বক কালক্রমে বৃদ্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু অল্প কালমধ্যে জ্ঞানোপার্জ্জন হওয়া অসম্ভব। হে বালক! তুমি বৃথা কেন বৃদ্ধের ন্যায় বাক্য ব্যয় করিতেছ?

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে দৌবারিক! কেবল পলিত হইলেই বৃদ্ধ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি বালক হইয়াও প্রজ্ঞাবান্ হয়, দেবগণ তাহাকে স্থবির বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কি বয়স, কি পলিত, কি ঐশ্বর্য্য, কি বন্ধু কিছুতেই বৃদ্ধ হইতে পারে না; যে ব্যক্তি সাঙ্গবেদ-সম্পন্ন, ঋষিগণ তাঁহাকেই মহান্ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। আমরা রাজ-সভায় বন্দীকে অবলোকন করিবার মানসে আগমন করিয়াছি; হে দ্বারপাল! তুমি জনকনৃপতির নিকট আমার আগমন-বার্ত্তা নিবেদন কর; তুমি অবশ্যই দেখিবে, অদ্য আমি পণ্ডিতগণের সহিত বিচার ও বাদে বন্দীকে নিশ্চয়ই পরাজয় করিব। আজি রাজা ও পুরোহিত-প্রমুখ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা সকলে অবাক্ হইয়া আমার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ পরীক্ষা করিবেন।

দ্বারপাল কহিল, হে ব্রাহ্মণকুমার! তুমি দশ-বর্ষবয়স্ক; কিরূপে সুশিক্ষিত ও বিদ্বান্‌দিগের প্রবেশ্য যজ্ঞসভায় প্রবেশ করিবে? আমি কৌশলক্রমে তোমাকে প্রবেশ করাইবার চেষ্টা করিতেছি, তুমিও স্বয়ং যথাবিধি যত্ন কর।

তখন অষ্টাবক্র জনক-রাজকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে জনক-বংশাবতংস মহারাজ! আপনি সম্রাট্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন; আপনি যজ্ঞীয় কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে পূর্ব্বতন রাজা যযাতির ন্যায় প্রশংসাভাজন। শুনিয়াছি, আপনার বন্দী প্রভূত বিদ্যাসম্পন্ন; সে বাদে অন্যান্য বিদ্বান্‌দিগকে পরাজয় করিয়া আপনার পুরুষগণ-দ্বারা জলে নিমজ্জিত করে। হে রাজন্! আমি এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণগণের সমীপে অদ্বৈত ব্রহ্ম কীর্ত্তন করিতে আসিয়াছি। আপনার বন্দী কোথায়? সূর্য্য যেমন নক্ষত্রগণকে ধ্বংস করেন, আমি তদ্রূপ তাহাকে এক্ষণেই বিনাশ করিব।

রাজা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণবালক! তুমি বন্দীর বাক্যবল অবগত না হইয়াই উঁহাকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ, ইহা অনুচিত; যাঁহারা উঁহার প্রভাব জানেন, তাঁহারা এরূপ বলিতে পারেন না; অনেকা-

নেক বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ তাঁহার বাক্যবল ও ক্ষমতা অবগত হইয়াছেন। তারকা সমুদয় যেমন ভাস্করের নিকট শোভমান হয় না, তদ্রূপ অনেকানেক পণ্ডিতগণ উঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছেন। আর যে সমস্ত বিজ্ঞানমত্ত মনীষিগণ বন্দীকে পরাজয় করিবার মানসে সভায় সমুপস্থিত হন, তাঁহারা তাঁহার নিকটেই পরাজয় প্রাপ্ত ও অপ্রতিভ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন; সদস্যগণের সহিত বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হন না।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, বন্দী মাদৃশ লোকের সহিত বিবাদ করে নাই; এই নিমিত্তই সিংহের ন্যায় নির্ভয় চিত্তে গর্জন করে। অদ্য সে মৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পথিমধ্যে ভগ্ন শকটের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকিবে।

রাজা কহিলেন, যে ব্যক্তি দ্বাদশ অংশ, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব ও ষষ্ট্যধিক ত্রিশত অরসংযুক্ত পদার্থের অর্থ অবগত আছেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব, ছয় নাভি, দ্বাদশ নেমি ও ষষ্ট্যধিক ত্রিশত অরযুক্ত সেই সদাগতি চক্র তোমাকে রক্ষা করুন।

রাজা কহিলেন, যে দুই পদার্থ বড়বাদ্বয়ের ন্যায় সংযুক্ত ও শ্যেন পক্ষীর ন্যায় পতনশীল; দেবগণের মধ্যে কে ঐ দুই পদার্থ প্রসব করেন এবং ঐ পদার্থদ্বয় বা কি প্রসব করে?

অষ্টাবক্র কহিলেন, ঐ দুই পদার্থ যেন তোমার শত্রুর গৃহেও না হয়। মেঘ ঐ দুই পদার্থের প্রসবিতা এবং উহারাও মেঘ উৎপাদন করিয়া থাকে।

রাজা কহিলেন, কে চক্ষুঃ মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায়? কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না? কাহার হৃদয় নাই? ও কোন্ বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়?

অষ্টাবক্র কহিলেন, মৎস্য নয়ন মুদ্রিত না করিয়া নিদ্রা যায়; অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না; প্রস্তরের হৃদয় নাই; নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

তখন রাজা কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! তোমাকে সামান্য মানুষ বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি বালক নও; আমি তোমাকে বৃদ্ধ বলিয়া জানিলাম; বাক্যালাপে তোমার তুল্য কেহই নাই; অতএব তোমাকে আমি দ্বার প্রদান করিতেছি; এই বন্দী রহিয়াছেন, অবলোকন কর।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! আমি উগ্রসেন প্রভৃতি অপ্রতিম রাজগণমধ্যে কোন্ ব্যক্তি বাদিশ্রেষ্ঠ বন্দী, তাহা অবগত হইতে অক্ষম হইয়াছি; এক্ষণে যেমন লোকে মহাজলস্থ হংসকে অন্বেষণ করে, তদ্রূপ আমি তাহাকে অন্বেষণ করিতেছি। হে অতিবাদিমানিন্ বন্দিন্! তুমি পণ করিয়া আমার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদানে কদাচ সমর্থ হইবে না; প্রত্যুত নদীবেগ যেমন যুগান্তকালীন জ্বলনের নিকট শুষ্ক

হইয়া যায়; তদ্রূপ তুমি আমার নিকট বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তুমি প্রসুপ্ত ব্যাঘ্র ও রোষপরবশ বিষধরকে প্রতিবোধিত করিও না; তাহাদিগের মস্তকে পাদাঘাত করিলে কদাচ তাহাদের করাল কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। যে দুর্ব্বল ব্যক্তি পর্ব্বত ধ্বংস করিবার মানসে সগর্ব্বে উহাতে আঘাত করে, তাহারই হস্ত ও নখ সমুদায় বিদীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু পর্ব্বতের কিছুমাত্র হানি হয় না। যেমন পূর্ব্বতসকল মৈনাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, যেমন বৎসগণ অনড্বান্ অপেক্ষা নীচ, তদ্রূপ সমুদায় রাজগণ জনক নৃপতি অপেক্ষা অপকৃষ্ট। হে রাজন্! যেমন সুররাজ সমুদায় দেবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যেমন গঙ্গা সমুদায় স্রোতস্বতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ আপনি সমুদায় ভূপতিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব আপনি এক্ষণে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক বন্দীকে আমার নিকট আনয়ন করুন।

মহাপ্রভাব-সম্পন্ন অষ্টাবক্র সভামধ্যে এই রূপ তর্জন গর্জন-পূর্ব্বক জাতক্রোধ হইয়া বন্দীকে কহিতে লাগিলেন, হে বন্দিন্! আমি যে কথা কহিব, তুমি তাহার উত্তর প্রদান করিবে এবং তুমি যে সকল বাক্য কহিবে, আমিও তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিব।

বন্দী কহিলেন, এক অগ্নি বহু প্রকারে প্রদীপ্ত হন; এক সূর্য্য এই সমস্ত লোকে আলোক প্রদান করেন; এক বীর দেবরাজ অরিকুলের নিহন্তা ও এক যম পিতৃগণের ঈশ্বর।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ইন্দ্র ও অগ্নি এই দুই সখা একত্র ভ্রমণ করেন; নারদ ও পর্ব্বত এই দুই জন দেবর্ষি; অশ্বিনীকুমারেরা দুই জন; রথের চক্র দুই খান; বিধাতৃ-বিহিত জায়া এবং পতিও দুই।

বন্দী কহিলেন, লোক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ত্রিবিধ জন্ম গ্রহণ করে; তিন বেদ একত্র হইয়া সমগ্র বাজপেয় সুসম্পন্ন করে; অধ্বর্য্যুগণ ত্রিবিধ স্নানের বিধি বিধান করেন; লোক তিন প্রকার এবং জ্যোতিও ত্রিবিধ।

অষ্টাবক্র কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের আশ্রম চতুর্ব্বিধ; চারি বর্ণ জ্ঞান যজ্ঞের অধিকারী; দিক্ চারি; বর্ণ চতুষ্টয় ও গাবী চতুষ্পদা।

বন্দী কহিলেন, অগ্নি পঞ্চপ্রকার; পংক্তি-চ্ছন্দ পঞ্চ পদযুক্ত; যজ্ঞ পঞ্চবিধ; ইন্দ্রিয় পঞ্চ; বেদে অনুসন্ধানাত্মিকা চিত্তবৃত্তি পঞ্চপ্রকার দৃষ্ট হইয়া থাকে ও পবিত্র পঞ্চনদ লোকমধ্যে খ্যাত রহিয়াছে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, অগ্ন্যাধানে দক্ষিণাস্বরূপ ছয়টী গো দান করিয়া থাকে; ঋতু ছয়; ইন্দ্রিয় ছয় ও কৃত্তিকা ছয় বলিয়া বিখ্যাত আছে এবং ছয় সাদ্যস্ক নামক যজ্ঞ সর্ব্ব বেদেই বিহিত হইয়াছে।

বন্দী কহিলেন, গ্রাম্য পশু সপ্তবিধ; বন্য পশু সপ্তবিধ; সপ্ত ছন্দ এক যজ্ঞ সম্পন্ন করে; সপ্তর্ষিমণ্ডল লোকে বিখ্যাত; অর্হণা সপ্তপ্রকার ও বীণা সপ্ততন্ত্রী।

অষ্টাবক্র কহিলেন, আটটী গোণী শত পরিমিত দ্রব্য ধারণ করে; অষ্টপাদ শরভ

সিংহকে বিনষ্ট করিয়া থাকে; দেবগণ মধ্যে আট জন বসু প্রসিদ্ধ আছেন এবং অষ্ট কোণবিশিষ্ট যূপ সর্ব্ব যজ্ঞেই বিহিত হইয়া থাকে।

বন্দী কহিলেন, পিতৃযজ্ঞে সামধেনী মন্ত্র নববিধ ও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অবান্তর গুণভেদে নয় প্রকার হইয়া বিবিধ সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করে; বৃহতী নবাক্ষরা ও একাদি নয় পর্য্যন্ত নয়টী অঙ্ক-দ্বারা সমুদায় গণনা সম্পন্ন হইয়া থাকে।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দশ দিক্; শত সংখ্যা দশ গুণিত হইলে সহস্র হয়; স্ত্রীগণ দশ মাস গর্ভ ধারণ করিয়া থাকে; দশ জন তত্ত্বের উপদেষ্টা; দশ জন দ্বেষ্টা ও দশ জন অধিকারী।

বন্দী কহিলেন, প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়বিষয় একাদশ; সেই একাদশ বিষয়ই তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক; ইন্দ্রিয়-বিকার একাদশ প্রকার ও স্বর্গে একাদশ রুদ্র সুপ্রসিদ্ধ আছেন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, দ্বাদশ মাসে সংবৎসর হয়, জগতী ছন্দের প্রত্যেক পাদে দ্বাদশ অক্ষর; প্রাকৃত যজ্ঞ দ্বাদশ দিনে সম্পন্ন হয়; দ্বাদশ আদিত্য ত্রিলোকবিখ্যাত।

বন্দী কহিলেন, ত্রয়োদশী তিথি প্রশস্ত বলিয়া উক্ত আছে ও পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপবিশিষ্ট।

বন্দী এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া নিস্তব্ধ হইলে, অষ্টাবক্র উহা পূরণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, আত্মা বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধরূপ ত্রয়োদশ প্রকার ভোগে আসক্ত হন ও ধর্ম্মাদি সমুদায় বুদ্ধ্যাদি ত্রয়োদশের নাশক।

তখন সভাস্থলে বন্দীকে নিস্তব্ধ ও অধোমুখে চিন্তাপর নিরীক্ষণ ও অষ্টাবক্রের বাগাড়ম্বর শ্রবণ করিয়া সভাস্থ লোক সকল ঘোরতর নিনাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে জনক নৃপতির সেই প্রভূত সম্পত্তিসম্পন্ন যজ্ঞ জনগণের কলরবে ব্যাপ্ত হইলে পর তত্রস্থ ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে আগমনপূর্ব্বক অষ্টাবক্রের পূজা করিলেন।

তখন অষ্টাবক্র কহিলেন, এই বন্দী পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে বাদে পরাজয় করিয়া সলিলমধ্যে নিমগ্ন করিয়াছে; এক্ষণে উহাকে জলে নিমগ্ন কর।

বন্দী কহিলেন, আমি বরুণ রাজের পুত্র; তিনি জনক নৃপতির ন্যায় দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন; আমি তন্নিমিত্ত তথায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিয়াছি। সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহার যজ্ঞ অবলোকন করিতে গিয়াছেন; তাঁহারা পুনরায় আগমন করিতেছেন। আমি পূজনীয় অষ্টাবক্র ঋষিকে পূজা করি; যেহেতু তাঁহার প্রসাদে অদ্য স্বীয় জনয়িতা বরুণের সমীপে গমন করিব।

অষ্টাবক্র কহিলেন, বন্দী যে বাক্য বা মেধা-দ্বারা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রজলে নিমজ্জিত করিয়াছে, আমি স্বীয় মেধা-সহকারে সেই বাক্য যেরূপ খণ্ডন করিলাম, তাহা অবশ্যই বিচক্ষণ ব্যক্তির বোধগম্য হইবে। সদসদ্ব্য-

মহারাভিজ্ঞ পাবক যেমন স্বীয় তেজঃ দ্বারা সত্যপরায়ণ সাধু ব্যক্তির শরীর দাহ করেন না, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তি বালকের অতি ক্ষুদ্র বাক্যেও অবমাননা করেন না। ইহাতে বোধ হয়, বুদ্ধিনাশক শ্লেষ্মাতকী বৃক্ষ তোমাকে নিতান্ত নিস্তেজাঃ করিয়াছে; সুতরাং তুমি হস্তীর ন্যায় আহত হইয়াও আমার বাক্য শ্রবণ করিতেছ না।

জনক কহিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার! আমি আপনার অমানুষ দিব্য বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধ করিলাম, আপনি সাক্ষাৎ দেবস্বরূপ। আপনি বিবাদে বন্দীকে পরাজয় করিয়াছেন; অতএব তিনি অবশ্যই মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কর্ম্ম করিবেন।

অষ্টাবক্র কহিলেন, হে রাজন্! যদি বরুণ বন্দীর পিতা; তবে উহাকে এক্ষণে জলাশয়ে নিমগ্ন করিবার কিছুমাত্র প্রতিবন্ধক নাই। ও জীবিত থাকিলে আমার কি উপকার হইবে?

বন্দী কহিলেন, আমি বরুণ-রাজের পুত্র; জলমগ্ন হইতে আমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। সে যাহা হউক আমি এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, অষ্টাবক্র এই মুহূর্ত্তেই চিরবিনষ্ট স্বীয় পিতা কহোড়ের সন্দর্শন প্রাপ্ত হইবেন।

ইতিমধ্যে বন্দি-নিমজ্জিত বিপ্রগণ বরুণ-কর্ত্তৃক পূজিত ও জলাশায় হইতে সমুত্থিত হইয়া জনকের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন কহোড় কহিতে লাগিলেন, হে জনক! লোকে এই নিমিত্তই পুত্রের কামনা করে; যেহেতু অবলের বলবান্, অজ্ঞের পণ্ডিত এবং অবিদ্বানেরও বিদ্বান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে। দেখুন, আমি যাহা করিতে অসমর্থ হইয়াছিলাম, আমার পুত্র অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিল। হে মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক; যুদ্ধকালে যম স্বয়ং আসিয়া শাণিত পরশু-দ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদন করিয়া থাকেন। আপনার এই যজ্ঞে ঔক্থ্য ও সাম সুচারুরূপে গীত এবং সোমরস প্রচুর পরিমাণে পীত হইতেছে এবং দেবগণ পরম পরিতুষ্ট হইয়া পবিত্র যজ্ঞভাগ সমুদায় গ্রহণ করিতেছেন।

এই রূপে সমুদায় জলনিমগ্ন ব্রাহ্মণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রভাসম্পন্ন হইয়া জলাশয় হইতে সমুত্থিত হইলে পর বন্দী জনক নৃপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সাগর-জলে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন অষ্টাবক্র স্বীয় পিতাকে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া মাতুল-সমভিব্যাহারে স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর কহোড় মাতৃ-সমীপস্থিত অষ্টাবক্রকে এই সমঙ্গা নাম্নী নিম্নগার মধ্যে প্রবেশ করিতে আদেশ করিলে, তিনি পিতৃ বাক্যানুসারে নদীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার শরীরের বক্রতা সকল বিনষ্ট হইল। এই নদীতে প্রবেশমাত্র অষ্টাবক্রের অঙ্গ সকল সম ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই বলিয়া তদবধি ইহার নাম সমঙ্গা হইয়াছে। এই নদী পরম পবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে পাপ মোচন হয়; অতএব হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! আপনি ভ্রাতৃগণ, ভার্য্যা এবং বিপ্রগণ-সমভিব্যাহারে

ইহাতে অবগাহন ও ইহার জল পানপূর্ব্বক এই স্থানে পরম সুখে বাস করিয়া অন্যান্য পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমঙ্গা নদী প্রবাহিত রহিয়াছে; এই কর্দ্দমিল নামে ভরতের অভিষেচন স্থান দৃষ্ট হইতেছে। শচীপতি ইন্দ্র বৃত্র-বধানন্তর অলক্ষ্মীযুক্ত হইয়া সমঙ্গায় স্নান করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন। মৈনাককুক্ষিতে বিনশন তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে; পূর্ব্বে যে স্থানে অদিতি পুত্রের নিমিত্ত অন্ন পাক করিয়াছিলেন, আপনি এই পর্ব্বতে অধিরূঢ় হইয়া অযশস্করী নিন্দনীয় অলক্ষ্মীর অপনয় করুন। হে রাজন্! ঋষিদিগের প্রিয় এই কনখল পর্ব্বতশ্রেণী ও ঐ মহানদী গঙ্গা বিরাজমান রহিয়াছেন। পূর্ব্বে ভগবান্ সনৎকুমার এই স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; আপনি এই নদীতে অবগাহন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। আপনি ভৃত্যামাত্যের সহিত পুণ্যাখ্য হ্রদ, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বত এবং উষ্ণীগঙ্গে অবগাহন করুন। এই মহর্ষি স্থূলশিরার রমণীয় আশ্রমপদ শোভমান হইতেছে; এই স্থানে ক্রোধ ও অভিমান বিসর্জ্জন করুন। হে পাণ্ডবেয়! এই শ্রীমান্ রৈভ্যাশ্রম শোভা পাইতেছে; এই স্থানে ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভারদ্বাজ কিরূপ যোগী ছিলেন এবং তিনি কি নিমিত্তই বা মানবলীলা সংবরণ করিলেন; তৎ সমুদায় আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিতে বাসনা করি; আপনি দেবকল্প ঋষিগণের কীর্ত্তি কীর্ত্তনপূর্ব্বক আমাকে চরিতার্থ করুন।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ভরদ্বাজ ও রৈভ্য ইঁহারা দুই জন বন্ধু ছিলেন; উভয়ে অবিচলিত সদ্ভাবে এই স্থানে বহু কাল অতিবাহিত করেন। রৈভ্যের অর্ব্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে এক পুত্র জন্মে। রৈভ্য ও তদীয় আত্মজদ্বয় অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন; ভরদ্বাজ তপস্বীমাত্র ছিলেন। বাল্যাবধি তাহাদিগের অনুপম যশোরাশি সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। ভরদ্বাজ-তনয় যবক্রীত তপস্বী পিতার অসম্মান এবং সুপণ্ডিত রৈভ্য ও তাঁহার সন্তানদিগের সৎকার সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও একান্ত সন্তাপিত হইয়া বেদজ্ঞানের নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ যবক্রীত প্রজ্বলিত হুতাশনে শরীর সন্তপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের সন্তাপ জন্মাইলে, তিনি তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! তুমি কি নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছ? যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদশাধিপ! কেবল জ্ঞানের নিমিত্ত আমার এই উদ্যোগ; দ্বিজগণের অনধীত বেদ সকল আমার হৃদয়াকাশে অনায়াসে প্রতিভাত

হইবে বলিয়া এই কঠোর তপস্যা করিতেছি; গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া বেদজ্ঞ হওয়া বহুকাল সাধ্য; অতএব শীঘ্র জ্ঞান লাভ বাসনায় প্রযত্নাতিশয়-সহকারে তপোবল আশ্রয় করিয়াছি।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বিপ্র! তুমি যে পথের পান্থ হইতে মানস করিয়াছ, উহা উপযুক্ত পথ নহে; আত্মঘাতের প্রয়োজন কি? গুরুর নিকট গমন করিয়া অধ্যয়নে অনুরক্ত হও। দেবরাজ এই কথা বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, অমিতবিক্রম যবক্রীত পুনরায় যত্নপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় সুরপতি সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার মুনিসন্নিধানে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত কহিলেন, হে মুনীন্দ্র! এরূপ অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বুদ্ধির কার্য্য নহে; যাহা হউক, আমি বর দান করিতেছি, তোমাদিগের পিতাপুত্রের নিখিল বেদ প্রতিভাত হইবে। যবক্রীত কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার অভীষ্ট সিদ্ধি না করেন, তাহা হইলে, আমি স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কর্ত্তন করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অপেক্ষাকৃত ঘোরতর তপস্যা করিব।

দেবরাজ মুনিতনয়ের অবিচলিত অধ্যবসায় পরিজ্ঞাত হইয়া নিবারণের উপায় চিন্তা করিয়া যক্ষ্মারোগ-গ্রস্ত শীর্ণকলেবর এক বর্ষীয়ান্ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণপূর্ব্বক ভাগীরথীর অন্তর্গত শৌচ-ক্রিয়োচিত যবক্রীতের তীর্থে এক বালুকাময় সেতু নির্ম্মাণ করিবার মানসে তথায় গমন করিলেন। যখন দ্বিজোত্তম যবক্রীত দেবরাজ-বাক্যের অন্যথাচরণ করিলেন; তখন তিনি বালুকা-দ্বারা গঙ্গা পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভাগীরথীতে সিকতামুষ্টি বিক্ষেপ করিয়া যবক্রীতের সমক্ষে সেতু নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মুনিবর তাঁহাকে সেতুবন্ধনে একান্ত যত্নবান্ দেখিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এ কি হইতেছে? আপনি কি করিতে বাসনা করিয়াছেন? নিরর্থক কেন ঈদৃশ প্রয়াস পাইতেছেন? ইন্দ্র কহিলেন, গঙ্গা উত্তীর্ণ হইবার সময়ে লোকের সাতিশয় ক্লেশ হইয়া থাকে; তন্নিমিত্ত এই সেতু নির্ম্মাণ করিতেছি; এই সুগম সেতুপথ দ্বারা সকলে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। যবক্রীত কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাবেগবান্ প্রবাহ প্রতিরুদ্ধ করা আপনার সাধ্যাতীত কার্য্য, তাহার সন্দেহ নাই; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সাধ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন। ইন্দ্র কহিলেন, তপোধন! আপনি যেমন বেদশিক্ষার্থী হইয়া অশক্য তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ আমিও এই দুর্বহ ভার গ্রহণ করিয়াছি। যবক্রীত কহিলেন, হে ত্রিদশেশ্বর! যেমন আপনার এই উদ্যম নিরর্থক, আমারও তপস্যা যদি সেইরূপ বিবেচনা করেন, তবে আপনার যাহা সাধ্য হয় করুন এবং যাহাতে আমি সর্ব্বা-

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পারি, এই রূপ বর প্রদান করুন। তখন ভগবান্ ত্রিদশ-নাথ মুনির প্রার্থিত বর দান করিয়া কহিলেন, হে যবক্রীত! তোমাদিগের পিতা-পুত্রের সমুদায় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং তোমার অন্যান্য অভীষ্টও সিদ্ধি হইবে; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর। অনন্তর যবক্রীত পূর্ণমনোরথ হইয়া পিতৃ-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! দেবরাজদত্ত বরপ্রভাবে আমাদিগের উভয়েরই সমুদয় বেদ প্রতিভাত হইবে এবং আমরা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইব। ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! আমার বোধ হইতেছে, তুমি অভিলষিত বর লাভে সাতিশয় দর্পিত হইয়া অচিরাৎ বিনষ্ট হইবে। দেবতারা এই বিষয়ের এক উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে বালধি নামে মহাতেজাঃ এক ঋষি ছিলেন। তিনি পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর ও একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া অমর পুত্র কামনায় দুষ্কর তপস্যা করিয়া লব্ধকাম হইলেন। দেবতারা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত বর দানপূর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে! তুমি সর্ব্বাংশেই অমরসদৃশ পুত্র লাভ করিবে; কিন্তু মর্ত্ত্য লোকে অমর নাই সুতরাং সেই পুত্রের জীবন কোন নিমিত্তাধীন হইবে। বালধি কহিলেন, হে দেববৃন্দ! এই পরিদৃশ্যমান অবিনশ্বর ভূধর সকল আমার পুত্রের জীবিত-নিমিত্ত হইবে। দেবতারা 'তথাস্তু' বলিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি বালধির মেধাবী নামে অতি প্রচণ্ডস্বভাব এক পুত্র জন্মিল। মেধাবী আত্মবৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া গর্ব্ব প্রকাশপূর্ব্বক অন্যান্য ঋষিগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া একদা মহাতেজাঃ ধনুষাক্ষ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহার অপকার করিবামাত্র তিনি তাঁহাকে ভস্ম হও বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন; কিন্তু মেধাবী দেবদত্ত বরপ্রভাবে ভস্মীভূত হইলেন না, তদ্দর্শনে মহর্ষি ধনুষাক্ষ রোষ-পরবশ হইয়া কতিপয় বিশালবিষাণ মহিষ-দ্বারা মেধাবীর জীবন-নিমিত্ত পর্ব্বত সকল বিদারণ করিলেন। নিমিত্ত বিনষ্ট হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন বালধি পুত্রের মৃত দেহ ক্রোড়ে লইয়া নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বেদজ্ঞ দীর্ঘদর্শী ঋষি-গণ তদীয় বিলাপ শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া যে গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত বালধিকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। "মনুষ্য কদাপি দৈবকার্য্য অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত মহর্ষি ধনুষাক্ষ মহিষ দ্বারা মহীধর বিদারিত করিয়াছেন।"

পুত্র! অল্পবয়স্ক তপস্বি-তনয়েরা এই রূপ বর লাভে দর্পিত হইয়া যেমন শীঘ্র বিনষ্ট হয়, তুমিও যেন সেইরূপ হইও না, মহর্ষি রৈভ্য মহাপ্রভাব-সম্পন্ন; তাঁহার পুত্রদ্বয়ও তাদৃশ কোপনস্বভাব। মহর্ষি রৈভ্য রোষপরবশ হইলে যৎপরোনাস্তি

পীড়া প্রদান করিতে পারেন; অতএব যাহাতে তোমার কোন অনিষ্টাপাত না হয়, সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিবে।

যবক্রীত কহিলেন, তাত! যাহা আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিব; আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না; যেমন আপনি আমার পিতা, রৈভ্যও সেইরূপ। যবক্রীত পিতাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া আহ্লাদ-পূর্ব্বক অকুতোভয়ে অন্যান্য ঋষিগণের অপকার করিতে আরম্ভ করিলেন।

ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নির্ভীক যবক্রীত যদৃচ্ছাক্রমে পর্য্যটন-পূর্ব্বক একদা বৈশাখ মাসে মহর্ষি রৈভ্যের পরম রমণীয় আশ্রমপদে উপনীত হইয়া দেখিলেন; কিন্নরীর ন্যায় রূপবতী তদীয় পুত্রবধূ কুসুমিত তরুশোভিত আশ্রমপদবীতে বিচরণ করিতেছেন। তদ্দর্শনে কামমোহিত যবক্রীত নির্লজ্জ হইয়া সেই লজ্জা-নম্রমুখী কামিনীকে কহিলেন, ভদ্রে! আমাকে ভজনা কর। পরাবসু-ভার্য্যা আগন্তুকের স্বভাব বুঝিতে পারিয়া শাপভয়ে ভীত ও রৈভ্যের তেজস্বিতা স্মরণে ত্রস্ত হইয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া প্রস্থান করিলেন; ইত্যবসরে যবক্রীত তাঁহাকে নিভৃত প্রদেশে আনয়নপূর্ব্বক স্বীয় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন। অনন্তর মহর্ষি রৈভ্য নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পুত্রবধূকে অশ্রুমুখী নিরীক্ষণ করিয়া মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া রোদনকারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক যবক্রীতের উক্তি ও তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সতীত্ব-ভঙ্গবৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। যবক্রীতের দুষ্ট চেষ্টিত শ্রবণ করিবামাত্র রৈভ্য ঋষির ক্রোধানল একবারে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর তিনি এক জটা সমুৎপাটন-পূর্ব্বক প্রদীপ্ত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবামাত্র অবিকল তাঁহার পুত্রবধূর ন্যায় এক রমণী প্রাদুর্ভূত হইল। পরে অপর একটি জটা আহুতি প্রদান করিলে, ভীম-দর্শন উগ্রনয়ন এক রাক্ষস সমুদ্ভূত হইল। তাহারা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, প্রভো! কি আজ্ঞা হয়। রৈভ্য কহিলেন, শীঘ্র যবক্রীতের প্রাণ সংহার কর। তাহারা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া যবক্রীতের জীবন বিনাশার্থ গমন করিল। পরে তথায় উপস্থিত হইয়া যবক্রীতকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার কমণ্ডলু অপহরণ করিয়া লইল।

অনন্তর রাক্ষস শূল উদ্যত করিয়া যবক্রীতের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি সেই শূলধারী রাক্ষসকে বেগে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সহসা এক সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইলেন কিন্তু সেই সরোবর জলশূন্য ছিল, তদ্দর্শনে তিনি পুনর্ব্বার দ্রুতপদ সঞ্চারে নদীতে গমন করিতে লাগিলেন; ফলতঃ তৎকালে সকল নদীই শুষ্ক হইয়াছিল। তিনি তখন ঘোর-রূপী শূলধারী রাক্ষস-কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও

নিতান্ত ভীত হইয়া পিতার অগ্নিশরণে গমন করিলেন; কিন্তু তাহার রক্ষক এক অন্ধ শূদ্র তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল। তিনি তখন নিরুপায় হইয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই সুযোগে রাক্ষস শূলপ্রহারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত ও গতজীবিত হইলেন। এই রূপে মহাবল রাক্ষস যবক্রীতকে বিনাশ করিয়া রৈভ্যের নিকট আগমনপূর্ব্বক তদীয় আদেশানুসারে সেই রমণীর সহিত বাস করিতে লাগিল।

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ভরদ্বাজ স্বাধ্যায়রূপ আহ্নিক সমাধানপূর্ব্বক সমিৎকলাপ হস্তে লইয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে আশ্রমপ্রবেশসময়ে পঞ্চাগ্নি তাঁহার প্রত্যুদ্গমন করিতেন, কিন্তু তৎকালে তাঁহাকে মৃতপুত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যুত্থান করিলেন না। তখন মহর্ষি অগ্নিহোত্রের বিকৃত ভাব সন্দর্শন করিয়া গৃহরক্ষক শূদ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শূদ্র! অদ্য কি নিমিত্ত অগ্নিগণ আমার প্রত্যুদ্গমন করিতেছেন না; আর কি নিমিত্তই বা তুমি আমাকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববৎ অভিনন্দন করিলে না? এক্ষণে আশ্রমের ত কুশল? আমার আত্মজ যবক্রীত রৈভ্যের নিকট ত গমন করে নাই? হে শূদ্র! তুমি শীঘ্র বল, আমার মনঃ সাতিশয় সন্দিহান হইতেছে।

শূদ্র কহিল, ভগবন্! আপনার পুত্র মন্দগতি যবক্রীত রৈভ্য-সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। আপনার পুত্র যবক্রীত এক শূলধারী রাক্ষস-কর্ত্তৃক নিরোধ্যমান হইয়া অগ্নিশরণে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন; এই অবসরে আমি বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে নিবারণ করিলাম; কারণ, তিনি তৎকালে অশুচি ছিলেন; পরে হতাশ হইয়া পুনঃপ্রবেশ করিবার নিমিত্ত যখন জলান্বেষণ করিতে লাগিলেন, এই অবসরে সেই শূলধারী রাক্ষস দ্রুতবেগে আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিল। সম্প্রতি তিনি ভূতলে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।

মহর্ষি ভরদ্বাজ শূদ্রমুখ হইতে এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণে একান্ত দুঃখিত মনে মৃত পুত্র যবক্রীতকে ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হা বৎস! তুমি দ্বিজগণের শুভ সঙ্কল্পে অনধীত বেদ সকল প্রতিভাত হইবে বলিয়া তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলে! তুমি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশেষ কল্যাণভাজন; তুমি কর্কশ স্বভাব পরিগ্রহ করিয়াও নিরপরাধ ছিলে! আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রমপদে গমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম; তথাপি তুমি সেই কালান্তক সম আশ্রম দর্শন করিতে গিয়াছিলে। হা বৎস! তুমি আমার একমাত্র পুত্র; দুর্ম্মতি রৈভ্য ইহা অবগত হইয়াও রোষভরে তোমার প্রাণ সংহার করিল; ফলতঃ আমি ক্রূরকর্ম্মা রৈভ্য হইতেই পুত্রশোক প্রাপ্ত হইলাম; হা তাত! এক্ষণে আমি তোমা ব্যতিরেকে

কোন ক্রমেই প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি; আমি শীঘ্রই প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া এই দুর্বিষহ শোক হইতে মুক্ত হইব; আমি যেমন পুত্রশোকে কাতর হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিতেছি, সেই রূপ রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিনাপরাধে তাহাকে সংহার করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। যাহাদিগের জন্মাবচ্ছিন্নে পুত্র নাই, তাহারাই স্বেচ্ছানুসারে সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হয়! তাহারা কখন মর্ম্মচ্ছেদী শোকশঙ্কুর আঘাত প্রাপ্ত হয় না! যাহারা পুত্রশোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রিয়তর মিত্রকে অভিশাপ প্রদান করে, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপাচারপর আর কে আছে! আমি পুত্রকে গতাসু দেখিয়া প্রিয়সখ রৈভ্যকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছি; এক্ষণে আমা অপেক্ষা বিপদাপন্ন আর দ্বিতীয় নাই! মহর্ষি ভরদ্বাজ এই রূপ বহুবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিয়া পুত্রকে দাহ করিয়া পরিশেষে স্বয়ং প্রজ্বলিত পাবকে প্রবিষ্ট হইলেন।

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই অবসরে রৈভ্য-যজমান মহীপতি বৃহদ্যুম্ন এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া রৈভ্যাত্মজ অর্ব্বাবসু ও পরাবসুকে বরণ করিলেন। তাঁহারা পিতার আদেশানুসারে যজন কার্য্যার্থ তথায় গমন করিলেন; কেবল রৈভ্য ও পরাবসুর সহধর্ম্মিণী আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা পরাবসু ভার্য্যা-দর্শনার্থী হইয়া অল্প তিমিরাচ্ছন্ন রজনীশেষে স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। তৎকালে রৈভ্য মুনি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ও কৃষ্ণাজিন-সংবৃত হইয়া অরণ্যমধ্যে শয়ান ছিলেন। পরাবসু নিবিড়ারণ্য-সঞ্চারী মৃগ বোধ করিয়া আত্মত্রাণার্থে তাঁহাকে সংহার করিলেন। পরিশেষে পিতার প্রেত কার্য্য সকল সমাধান-পূর্ব্বক আশু অর্ব্বাবসু সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমি আজি রজনীশেষে অরণ্যমৃগ বোধে পিতাকে বধ করিয়াছি; এই নিমিত্ত ব্রহ্মহিংসন ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে। যদি আমি ইহাতে প্রবৃত্ত হই, তবে তুমি একাকী কদাচ এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি আমার নিমিত্ত এই ব্রতানুষ্ঠান কর; আমি একাকীই এই যজ্ঞকার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিব। অর্ব্বাবসু কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপনি এই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন। আমি আপনার নিমিত্ত নিয়তেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মহিংসন ব্রত সাধন করিব; এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা অর্ব্বাবসু ব্রত সাধন-পূর্ব্বক তথায় আগমন করিতেছেন; এই অবসরে পরাবসু স্বীয় ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া হর্ষগদ্গদ স্বরে বৃহদ্যুম্নকে কহিলেন, মহারাজ! এই ব্রহ্মঘাতী যেন যজ্ঞ দর্শনার্থ এস্থানে প্রবেশ না করে। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ইহার দৃষ্টিপাত-মাত্রেই আপনার অনিষ্ট ঘটিবে। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র

রাজা তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিবার নিমিত্ত ভৃত্যবর্গকে আদেশ প্রদান করিলেন। ভৃত্যেরা প্রভুর আদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উৎসারিত করিল। তখন অর্ব্বাবসু "আমি ব্রহ্ম হত্যা করি নাই" এই কথা বারংবার কহিতে লাগিলেন; তথাচ ভৃত্যবর্গ তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিয়া অপসারিত করিল। অর্ব্বাবসু কহিলেন, আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার ভ্রাতাই এই কুকার্য্য করিয়াছেন; আমি কেবল তাঁহাকে ব্রাহ্মণবধপাতক হইতে মুক্ত করিয়াছি। তিনি ক্রোধভরে বারংবার এই কথা বলিলেও ভৃত্যেরা তাঁহাকে নিষ্কাশিত করিল।

অনন্তর মহাতপাঃ ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে প্রবেশ এবং দিবাকরকে আশ্রয় করিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানদ্বারা সূর্য্যমন্ত্রপ্রকাশক এক বেদ রচনা করিলে, মূর্ত্তিমান্ মরীচিমালী তথায় আবির্ভূত হইলেন। অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ এই মহৎ কার্য্যদ্বারা পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া অর্ব্বাবসুকে যাজন কার্য্যে বরণ ও পরাবসুকে নিবারণ করিয়া অভিলষিত বর প্রদানে সম্মত হইলে, অর্ব্বাবসু কহিলেন, হে দেবগণ! যদি আপনারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার পিতা পুনর্জীবিত হইয়া এই অকারণবধ যেন বিস্মৃত ও ভ্রাতা নিরপরাধ হন। আর ভরদ্বাজ ও যবক্রীত উভয়েই যেন পুনর্জীবিত হইয়া উঠেন এবং আমার এই সৌর বেদ যেন সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলেই প্রাদুর্ভূত হইলে যবক্রীত কহিলেন, হে দেবগণ! আমি বেদাধ্যয়ন ও বহুবিধ ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি তথাপি রৈভ্য মুনি কিরূপে উক্তরূপ বিধি অনুসারে মদ্বিনাশে কৃতকার্য্য হইলেন? দেবগণ কহিলেন, হে যবক্রীত! তুমি যেরূপ কহিতেছ, ইহা সেরূপ মনে করিও না। কারণ, তুমি গুরুর সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ব্বে বেদাধ্যয়ন করিয়াছ; কিন্তু রৈভ্য আত্মকর্ম্মদ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিয়া বহু ক্লেশে অনেক কালে বেদ শিক্ষা করিয়াছেন; এ নিমিত্ত তিনি তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও তোমার বিনাশে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। দেবগণ যবক্রীতকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। হে মহারাজ! সেই যবক্রীতেরই এই আশ্রম; এই স্থানে অবস্থান করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

ঊনচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! উশীরবীজ, মৈনাক, শ্বেত ও কালশৈল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছি। এই গঙ্গা সপ্তধা বিভক্ত হইয়া শোভা পাইতেছেন। এস্থান অতি পবিত্র; ইহাতে হুতাশন প্রতিনিয়তই প্রজ্বলিত হইতেছে; অদ্যাপি কোন

মনুষ্য এই অদ্ভুত স্থান নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হয় নাই; অতএব ধীরতা-সহকারে সমাধি বিধানে ব্যাপৃত হউন, তাহা হইলেই অতিক্রান্ত তীর্থ সকল দর্শন করিতে পারিবেন। এই কালশৈল নামে দেবগণের চরণাঙ্কিত ক্রীড়াপর্ব্বত অতিক্রম করিয়াছেন। এক্ষণে আমরা শ্বেত ও মন্দর গিরিতে প্রবেশ করিব; মাণিবর নামে যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের তথায় বাস করেন। অষ্টাশীতি সহস্র দ্রুতগামী গন্ধর্ব্ব, কিংপুরুষ এবং ইহার চতুর্গুণ যক্ষেরা নানাবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক এই পর্ব্বতে যক্ষরাজ মাণিভদ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা এরূপ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও তেজস্বী যে, দেবরাজ ইন্দ্রকেও পদচ্যুত করিতে পারেন। পর্ব্বত সকল একে দুর্গম, তাহাতে আবার বলবান্ পুরুষ ও রাক্ষসগণ-কর্ত্তৃক-রক্ষিত, অতএব সম্যক্রূপে সমাধি সাধন করুন। আমরা সৌর্য্যপ্রভাবে যক্ষরাজের মন্ত্রী এবং রৌদ্র ও মৈত্র রাক্ষসগণের সমীপে গমন করিব।

হে রাজন্! এই ষড়্ যোজন উন্নত কৈলাস পর্ব্বত; এস্থানে অনেকানেক অমরকুল এবং অসংখ্য যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নর, ভুজঙ্গ, বিহগ ও গন্ধর্ব্বগণ আগমন করিয়া থাকেন। হে কৌন্তেয়! অদ্য আমার তপস্যা, দমগুণ এবং ভীমসেনের বলে সুরক্ষিত হইয়া সেই সকল দেবাদির সমীপে গমন করুন। আজি বরুণ, যম, গঙ্গা, যমুনা, পর্ব্বত, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সরিৎ, সরোবর, দেব, অসুর ও বসুগণ অবশ্যই আপনার কল্যাণ করিবেন।

হে দেবি গঙ্গে! ইন্দ্রের জাম্বূনদ পর্ব্বত হইতে তোমার কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণগোচর হইতেছে; হে সুভগে! তুমি আজমীঢ়-বংশাবতংস রাজেন্দ্রকে সকল পর্ব্বত হইতে রক্ষা কর। হে শৈলদুহিতে! ইনি শৈলসঙ্কটে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব ইঁহার সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়োবিধান কর। মহামুনি লোমশ গঙ্গাকে এই রূপ কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে কৃত-যত্ন হইতে আদেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহর্ষি লোমশ যেরূপ অপূর্ব্ব স্বীয় সম্ভ্রম প্রকাশ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, এই প্রদেশ অতীব দুর্গম; অতএব সকলে কৃষ্ণাকে সাবধানে রক্ষা কর এবং শৌচাচার-পরায়ণ হও।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীম-পরাক্রম ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীমসেন! অর্জ্জুন সন্নিহিত থাকিলেও দ্রৌপদী ভীত হইলে তোমারই শরণাপন্ন হইয়া থাকে; অতএব তুমি তাঁহাকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। পরে মহাত্মা কৌন্তেয় নকুল ও সহদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাদিগের গাত্রে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক গদ্গদস্বরে কহিলেন, নকুল! সহদেব! তোমরা ভীত হইও না, সাবধানে আগমন কর।

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! তথায় দুর্দ্দান্ত ভূতগণ অন্তর্হিত হইয়া রহিয়াছে; অগ্নির সাহায্য ও তপঃপ্রভাব ব্যতিরেকে গমন করা অসাধ্য; অতএব

ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্ষুৎপিপাসার শান্তি করিয়া বল ও দক্ষতা অবলম্বন কর। মহর্ষি লোমশ কৈলাস পর্ব্বতের বিষয় যাহা কহিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছ; এক্ষণে দ্রৌপদী কি প্রকারে গমন করিবে, তাহারও উপায় স্থির কর অথবা সহদেব, ধৌম্য, সারথি, পৌরগণ, ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি তোমরা সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হও; আমি, নকুল ও মহাতপাঃ লোমশ আমরা তিন জন মিতাহার ও নিয়তাচার অবলম্বন করিয়া গমন করিব। তুমি সাবধানে দ্রৌপদীকে রক্ষা করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা পূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে অবস্থিতি কর।

ভীম কহিলেন, মহারাজ! রাজপুত্রী একান্ত শ্রান্ত বা দুঃখার্ত্ত হইলেও প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না; তিনি অবশ্যই অর্জ্জুনের দর্শন-লালসায় গমন করিবেন। বিশেষতঃ আপনি কেবল অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই অতি প্রবল ঔদাস্য অবলম্বন করিয়াছেন; পুনরায় সহদেব, রাজপুত্রী ও আমার বিরহে কি করিবেন, বলিতে পারি না; অতএব ব্রাহ্মণ ও পরিচারক প্রভৃতি আর সকলেই নিবৃত্ত হউন; আমি এই বিষম দুর্গম রাক্ষসসংকীর্ণ পর্ব্বতে আপনাকে কখনই পরিত্যাগ করিব না। পতিপরায়ণা রাজপুত্রীও আপনা ব্যতীত বিনিবৃত্ত হইবেন না। এই সহদেব সতত আপনার অনুগত; আমি ইহার অভিপ্রায় অবগত আছি; এ ব্যক্তিও কখন বিনিবৃত্ত হইবে না। বস্তুতঃ সকলেই সব্যশাচীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছে; অতএব আমরা সকলেই আপনার সহিত গমন করিব। বহুবিধ কন্দরদুর্গম এই পর্ব্বতে রথারোহণে গমন করা অসাধ্য; অতএব আমরা ইহাতে পদব্রজে গমন করিব; আপনি তজ্জন্য বিমনাঃ হইবেন না। আমি মনে মনে স্থির করিয়াছি; পাঞ্চালী ও সুকুমার মাদ্রী কুমারেরা যে যে স্থান অতিবর্ত্তন করিতে অসমর্থ হইবেন; আমি ইহাদিগকে বহন করিয়া সেই সকল দুর্গম স্থান হইতে উত্তীর্ণ করিব; অতএব আপনি তন্নিমিত্ত দুর্ম্মনায়মান হইবেন না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন! তুমি যে ইহাদিগকে বহন করিব বলিয়া উৎসাহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি সাতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। এরূপ কার্য্য সম্পাদন করা আর কাহারও সাধ্য নহে; অতএব তোমার বল, যশঃ, ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিবর্দ্ধিত হউক; কদাপি যেন তোমার গ্লানি বা পরাভব না হয়। অনন্তর দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে সহাস্য মুখে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নাথ! আমিও আপনাদের সহিত গমন করিব; আমার নিমিত্ত কদাচ পরিতাপ করিবেন না। লোমশ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমরা কেবল তপঃপ্রভাবে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন ও সব্যশাচীর সহিত সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ হইব।

সকলে এই রূপ কথোপকথন করিতে করিতে হিমালয় পরিসরস্থ সুবাহুরাজ্যে উপস্থিত হইয়া প্রভূত গজবাজী, শত শত কিরাত, তঙ্গণ, পুলিন্দ ও অমরগণ এবং

ভূরি ভূরি আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিলেন।

পুলিন্দাধিপতি সুবাহু স্বীয় রাজ্যমধ্যে তাঁহাদিগকে সমাগত সন্দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র প্রীতি সহকারে পূজাপূর্ব্বক আপন আলয়ে আনয়ন করিলেন। তাঁহারাও পূজা গ্রহণপূর্ব্বক তথায় সেই রাত্রি সুখে অতিবাহিত করিলেন। অনন্তর লোমশ ও মহারথ পাণ্ডবগণ পরদিন প্রভাতে ভগবান্ মরীচিমালী উদয়াচলশিখরে আরোহণ করিলে, ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সমুদায় ভৃত্য, পৌরগব, সূপকার, পারিবর্হ ও পাঞ্চালগণকে পুলিন্দাধিপতির সমীপে সমর্পণ করিয়া অর্জ্জুনদর্শন লালসায় দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেস্থান হইতে পদব্রজে প্রস্থান করিলেন।

এক চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীমসেন! হে নকুল! হে সহদেব! হে পাঞ্চালি! তোমরা এই সকল বনেচরগণকে অবলোকন কর, তাহা হইলে ভূতের বিনাশ নাই বলিয়া অবশ্যই তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল ও একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি; তথাপি কেবল সেই প্রাণাধিক প্রিয়তমের মুখশশী সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত পরস্পরের সাহায্যে এই দুর্গম স্থান দিয়া গমন করিতে সাহস করিয়াছি, কিন্তু আমার কলেবর সেই বীরচূড়ামণির অদর্শনে অনলকবলিত তুলরাশির ন্যায় দহ্যমান হইতেছে। হে বীর! একে অনুজগণের সহিত বনবাসী ও অর্জ্জুনের বিরহে উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; তাহাতে আবার যাজ্ঞসেনীর এই নিগ্রহ আমাকে সন্তাপিত করিতেছে।

হে বৃকোদর! আমি সেই অমিততেজাঃ অজেয় অর্জ্জুনকে অবলোকন না করিয়াই পরিতাপিত হইতেছি। তাঁহার দর্শনলালসায় তোমাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া তীর্থ, বন ও জলাশয় সকল পরিভ্রমণ করিতেছি।

হে বীর! যিনি সমস্ত ধন জয় করিয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন; যিনি সত্যসন্ধ, যাঁহাতে অভিমানের লেশমাত্রও নাই, যিনি বিক্রমে ও গমনে সিংহের ন্যায়, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, সংগ্রামে কুশল, অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, কৌরবকুলের গৌরবস্বরূপ; যিনি ক্রুদ্ধ হইলে অরাতিগণের পক্ষে কালান্তক যমোপম, অদ্য পঞ্চ বৎসর হইল, সেই শ্যামকলেবর প্রিয় সহোদর নয়নের অন্তরাল হইয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি বল ও ধন-সম্পত্তিতে দেবরাজের সমান; সেই শ্বেতবাহন এক্ষণে দারুণ দুঃখের হস্তে নিপতিত হইয়াছেন; আমি তাঁহার অদর্শনেই পরিতাপিত হইতেছি। যিনি ক্ষুদ্র জনকর্তৃক অবমানিত হইলেও কখন ক্ষমা করিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না, যিনি সরল পথপরায়ণ ব্যক্তির অভয়দাতা, যিনি কপটাচারপ্রবৃত্ত ও জিঘাংসু বজ্র-

ধরেরও দণ্ডকর্ত্তা, যিনি শরণাগত শাত্রবগণের প্রতিও কৃপাবান্, আমাদিগের অবলম্বন, সর্ব্বরত্নের আহর্ত্তা, সকলের সুখাবহ, যাঁহার বাহুবলে নানাবিধ দিব্য রত্ন সকল লাভ করিয়াছিলাম, যাঁহার ভুজবীর্য্যে সর্ব্বরত্নময়ী ভুবনবিখ্যাত সভার অধিকারী হইয়াছিলাম, যিনি পরাক্রমে ত্রিবিক্রমের ন্যায়, সমরে কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায়, সেই অর্জ্জুন আমার নয়নপথ অতিক্রম করিয়াছেন।

যিনি স্বীয় ভুজবীর্য্য-প্রভাবে বলরাম, বাসুদেব ও তোমার অনুকরণ করিয়াছেন, যিনি বাহুবলে ও প্রভাবে পুরন্দরসমান, বেগে সমীরণসদৃশ, মুখশোভায় সোমতুল্য এবং কোপসময়ে শমন-সমান, এক্ষণে আমরা সেই বীরবরের দর্শনাভিলাষে এই যক্ষগণের নিবাসভূমি মহাগিরি গন্ধমাদনে প্রবেশপূর্ব্বক সকল সন্দর্শন করিব; যে স্থানে নারায়ণের বিশাল বদরী আশ্রম বিদ্যমান রহিয়াছে। অনন্তর আমরা অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক রাক্ষসগণসেবিত মনোহর কুবের-সরোবরে পদব্রজে গমন করিব। যে স্থানে যানারোহী, নৃশংস, লুব্ধ বা অপ্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি গমন করিতে সমর্থ হয় না; আমরা খড়্গাদি আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক ব্রতপরায়ণ বিপ্রগণসমভিব্যাহারে অর্জ্জুনের অন্বেষণে সেই গন্ধমাদনে গমন করিব। তথায় মক্ষিকা, দংশ, মশক, সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভুজঙ্গমগণ অসংযতাচার ব্যক্তিকেই আক্রমণ করে; নিয়মানুগত লোকের কিছুমাত্র অপকার করিতে পারে না; অতএব আমরা নিয়তাচার ও মিতাহার হইয়া অর্জ্জুনের অন্বেষণে এই গন্ধমাদনে প্রবেশ করিব।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

লোমশ কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! ভূরি ভূরি পর্ব্বত, নদী, নগর, বন ও মনোরম তীর্থ সকল সন্দর্শন এবং হস্ত-দ্বারা সলিল স্পর্শ করিয়াছেন। এক্ষণে এই পথ-দ্বারা মন্দর পর্ব্বতে গমন করিতে হইবে; অতএব সকলে দুর্ভাবনা ও অনবধানতা পরিত্যাগ করুন। আপনাদিগকে এই দেবগণ ও পুণ্যকর্ম্মা ঋষিগণের নিবাসে গমন করিতে হইবে।

এই শিবসলিল-শালিনী মহতী তরঙ্গমালিনী প্রবাহিত হইতেছেন; বদরিকাশ্রম ইঁহার উৎপত্তিস্থান এবং দেবর্ষিগণ ইঁহার সেবক। আকাশগামী বালিখিল্যগণ ইঁহার অর্চ্চনা এবং মহাত্মা গন্ধর্ব্বগণ ইঁহাতে স্নানবিধি সমাধান করিয়া থাকেন। মরীচি, পুলহ, ভৃগু ও অঙ্গিরাঃ এই স্থানে পবিত্র স্বরে সাম গান করিয়াছিলেন; দেবরাজ দেবগণের সহিত এই স্থানে প্রাত্যহিক জপক্রিয়া সম্পাদন করেন; তৎকালে সাধ্যগণ ও অশ্বিনীকুমার তাঁহার আনুগত্য করিয়া থাকেন। চন্দ্র, সূর্য্য ও গ্রহ নক্ষত্র পর্য্যায়ক্রমে দিবারাত্র ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। ভগবান্ গঙ্গাধর গঙ্গাদ্বারে ইঁহারই সলিল শিরোদেশে ধারণপূর্ব্বক সংসারের স্থিতি বিধান করিয়াছেন। আপনারা সকলে সমীপবর্ত্তী হইয়া বিশুদ্ধ-

হৃদয়ে এই ভগবতী ভাগীরথীকে অভিবাদন করুন।

মহাত্মা পাণ্ডবগণ লোমশবাক্য শ্রবণে পবিত্র হইয়া আকাশগঙ্গা মন্দাকিনীকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রহৃষ্ট মনে পুনর্ব্বার গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন, এক মেরুসন্নিভ পাণ্ডুরবর্ণ বস্তু দিক্ সকল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তাঁহারা লোমশকে তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত উৎসুক হওয়াতে, তিনি তাঁহাদিগের অভিপ্রায় জানিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! আমি আপনাদিগের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই যে কৈলাস-শিখরসদৃশ-শোভাসম্পন্ন বস্তুরাশি নিরীক্ষণ করিতেছেন, উহা মহাত্মা নরকাসুরের অস্থি; প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকাতে পর্ব্বতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

ভগবান্ পুরাতন দেব বিষ্ণু দেবরাজের হিত কামনায় নরক দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। মহামনাঃ নরকাসুর দশসহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া তপঃ ও স্বাধ্যায়-প্রভাবে ঐন্দ্র পদের প্রার্থী এবং বাহুবলে নিতান্ত প্রগল্ভ হইয়াছিল। দেবরাজ নরকাসুরকে বলবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ অবলোকন করিয়া ভয় ও উদ্বেগে অস্থির হইয়া সর্ব্বব্যাপী নারায়ণকে ধ্যান করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র তদীয় তেজঃ-প্রভাবে প্রজ্বলিত হুতাশন নিস্তেজাঃ হইয়া উঠিলেন এবং দেবগণ ও ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর বজ্রধর কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আপনার ভয়ের বৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু কহিলেন, হে দেবেন্দ্র! তুমি যে নরক দৈত্য হইতে ভীত হইয়াছ, আমি তাহা অবগত হইয়াছি। সে তপস্যা-প্রভাবে ঐন্দ্র পদ প্রার্থনা করিতেছে। নরক দৈত্য তপঃসিদ্ধ হইলেও আমি তোমার প্রীতির নিমিত্ত তাহার প্রাণ সংহার করিব; তুমি মুহূর্ত্ত কাল প্রতীক্ষা কর।

অনন্তর মহাতেজাঃ বিষ্ণু হস্ত-দ্বারা নরকাসুরের চেতনা হরণ করিলে, সে আহত গিরিরাজের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল। ঐ সেই মায়ানিহত নরক দৈত্যের অস্থি সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। আর এই সমস্ত বসুমতী পাতালতলে নিমজ্জিত হইলে, ভগবান্ বিষ্ণু একদন্ত বরাহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় তাহাকে যে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার দ্বিতীয় কর্ম্ম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! বসুমতী কি নিমিত্ত বিনষ্ট হইয়াছিলেন? ভগবান্ ত্রিলোকীনাথ বা কি প্রকারে তাঁহাকে পুনরায় শত যোজন উদ্ধৃত করিয়াছিলেন? কি রূপেই বা সর্ব্বশস্য-প্রসবিনী ভগবতী বসুমতী সুস্থিরা হইলেন? কাহার প্রভাবেই বা শত যোজন নিমজ্জিত হইয়াছিলেন? কোন্ ব্যক্তিই বা পরমাত্মার অদ্ভুত শক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল? এই সকল বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; আপনিই সেই কৌতূহল নিবারণের একমাত্র উপায়; অতএব এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে বর্ণন করুন।

লোমশ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথমে ভয়ঙ্কর সত্যযুগ উপস্থিত হইলে, আদিদেব বিষ্ণু স্বয়ং যমত্বপদে অধিষ্ঠিত হইয়া যম-কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে জন্তুগণ কেবল জন্ম পরিগ্রহ করিত; কাহাকেও মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইত না। এই নিমিত্ত পশু, পক্ষী, পিশিতাশন, মানবকুল ও সলিল অযুত গুণে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিলে, বসুমতী তাহাদিগের অতিমাত্র ভারে ব্যথিত হইয়া শত যোজন নিম্নে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর পৃথিবী নারায়ণের শরণাগত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার প্রসাদে চির কাল এই স্থানে সুস্থির হইয়াছিলাম; কিন্তু এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া কোন ক্রমেই অবস্থিতি করিতে পারি না। অতএব আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে বিভো! প্রসন্ন হইয়া আমাকে এই ভার হইতে মুক্ত করুন।

ভগবান্ নারায়ণ বসুমতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সানন্দে আকাশবাণী-দ্বারা কহিলেন, অয়ি কাতরে বসুধারিণি! ভীত হইও না, আমি তোমাকে ভারমুক্ত করিতেছি। নারায়ণ এইরূপে বসুধাকে বিদায় করিয়া একদন্ত রক্তলোচন অতি ভীষণ বরাহমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ভাস্বর ধূমসম স্বীয় শোভা বিস্তার করিয়া সেই স্থানেই বর্দ্ধিত হইয়া সমুজ্জ্বল দশনাগ্রভাগ দ্বারা ধরামণ্ডলকে শত যোজন ঊর্দ্ধে উদ্ধার করিলেন।

ধরাতল উত্তোলন সময়ে নরলোক, সুরলোক ও অন্তরীক্ষ এরূপ সংক্ষুব্ধ হইয়াছিল যে, দেব, ঋষি, তপোধন ও মানবগণ অতিমাত্র ত্রস্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, তৎকালে দেবগণ পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়াছিলেন। অনন্তর দেবগণ ও ঋষিগণ একত্র হইয়া সুখাসীন লোকসাক্ষী ব্রহ্মার সমীপে গমনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ! সমুদায় লোক সংক্ষুব্ধ হইয়াছে; চরাচর ব্যাকুল হইয়াছে; সমস্ত সাগরবারি আন্দোলিত হইতেছে এবং সমুদায় বসুমতী শত যোজন নিম্নগামিনী হইয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এ কি ঘটনা উপস্থিত হইল? কাহার প্রভাবে সমস্ত জগৎ এরূপ আকুল হইয়া উঠিল? আমরা ইহাতে হতচেতন-প্রায় হইয়াছি। আপনি অনুগ্রহ করিয়া এই সকল কথা বর্ণন করুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে অমরগণ! বোধ হয়, তোমরা অসুর ভয় অনুভব করিয়া এরূপ ক্ষুব্ধ হইয়াছ, কিন্তু ইহা তাহা নহে; যিনি সর্ব্বব্যাপী অক্ষয়াত্মা পরম পুরুষ তাঁহারই প্রভাবে সুরলোক সকল সংক্ষোভিত হইয়াছে। অখণ্ড ভূমণ্ডল শতযোজন নিম্নে নিমগ্ন হইয়াছিল; পরমাত্মা বিষ্ণু

পুনরায় তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন; এই জন্য এবম্প্রকার সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। হে দেবগণ! সংক্ষোভের কারণ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে সংশয় দূর কর।

দেবগণ কহিলেন, ব্রহ্মন্! ভগবান্ নারায়ণ যে স্থানে অবস্থিত হইয়া বসুমতীর উদ্ধার সাধন করিতেছেন, সেই স্থান নিরূপণ করিয়া বলুন; আমরা তথায় গমন করিব।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দেবগণ! শ্রীমান্ নারায়ণ এক্ষণে নন্দনবনে অবস্থিত করিতেছেন। তোমরা সচ্ছন্দে তথায় গমন করিয়া সেই অনাময় পুরুষকে অবলোকন কর। তিনি বরাহ রূপ ধারণ-পূর্ব্বক ধরাতল উদ্ধার করিয়া কালানলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস মণি সুব্যক্ত রূপে বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর অমরগণ মহাত্মা বিষ্ণুকে অবলোকন ও আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক পিতামহ-সমভিব্যাহারে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে লোমশের আদেশানুসারে ত্বরিত পদে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর পাণ্ডবেরা অসি, চর্ম্ম, কার্ম্মুক ও সবাণ তূণ ধারণপূর্ব্বক বদ্ধাঙ্গুলিত্র হইয়া পাঞ্চালী এবং ব্রাহ্মণগণ-সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা গন্ধমাদনের উত্তুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণ-পূর্ব্বক সরিৎ, সরোবর ও ছায়া-বহুল মহীরুহ সকল সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। পরে আত্মসংযম ও ফল-মূলাহার করিয়া বহুবিধ মৃগযূথ অবলোকন-পূর্ব্বক দেবর্ষিগণ সেবিত নিত্য ফল-পুষ্পোপশোভিত নানাবিধ বিষম সঙ্কট স্থানে সঞ্চরণ করিলেন। অনন্তর তাঁহারা ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও দেবসার্থপরিবৃত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রিয়তম কিন্নরবিচরিত গন্ধমাদন গিরিমধ্যে প্রবেশ করিলে, সহসা এক প্রচণ্ড বাত্যা সমুত্থিত হইয়া বহুল পত্র-সঙ্কুল ধূলিজাল উড্ডীন করিয়া ধরাতল ও নভোমণ্ডল একবারে আচ্ছন্ন করিল। তখন আর কোন বস্তুই পরিজ্ঞাত হইল না। তখন পাণ্ডবেরা প্রস্তরচূর্ণ-মিশ্রিত সমীরণ-দ্বারা বারংবার আহত হইতে লাগিলেন; গাঢ়তর অন্ধকার-প্রভাবে পরস্পর সন্দর্শন বা সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না; বাতভগ্ন ও ভূপৃষ্ঠনিপতিত বৃক্ষের ভীষণ শব্দ সকল অনবরত শ্রবণগোচর হইতে লাগিল। তাঁহারা এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অতিমাত্র মুগ্ধ হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন, কি নভোমণ্ডল নিপতিত হইতেছে! অথবা ভূতল বা ভূধর বিদীর্ণ হইতেছে।

অনন্তর পাণ্ডবেরা প্রচণ্ড বায়ুবেগে ভীত হইয়া সন্নিহিত বৃক্ষ ও উন্নতানত বল্মীক সকল হস্ত-দ্বারা অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাই আশ্রয় করিলেন; মহাবল ভীম কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে লইয়া

এক পাদপ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। ধর্ম্মরাজ ও ধৌম্য মহোদয় এক মহাবনে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন; সহদেব অগ্নিহোত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের এক দেশে বিলীন হইয়া রহিলেন এবং নকুল, লোমশ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ শঙ্কিত মনে এক এক বৃক্ষ আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন।

পবনবেগ মন্দীভূত ও ধূলিজাল অপসারিত হইলে, মুষলধারে বারি বর্ষণ হইতে আরম্ভ হইল; চট্‌চটাশব্দ-সহকারে অলক্ষ্য বেগে অশনি সকল নিপতিত ও জলধর-পটলমধ্যে ক্ষণে ক্ষণে আশু বিনশ্বর ক্ষণ-প্রভা সঞ্চারিত হইতে লাগিল। করকা-সনাথ বারিধারা প্রবল বায়ুপ্রেরিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া নিরবচ্ছিন্নরূপে নিপতিত হইতে লাগিল। নদী সকল আবিল, ফেনপরিপ্লুত ও সর্ব্বত্র সমাকীর্ণ হইয়া মহীরুহগণ আকর্ষণপূর্ব্বক কল কল শব্দে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর সেই জলনির্গম শব্দ উপরত, বায়ু প্রশান্ত ও জল নিম্ন স্থলে নিপতিত হইলে, দিবাকর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবেরা নির্গত ও পরস্পর সমাগত হইয়া পুনরায় প্রস্থান করিলেন।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ এক ক্রোশমাত্র অতিক্রম করিলে, দ্রৌপদী পদব্রজে গমন করিতে অক্ষম হইয়া পথিমধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি অগ্রে স্বীয় সৌকুমার্য্যবশতঃ শ্রান্ত ও প্রবল বায়ুবেগে একান্ত ক্লান্ত ছিলেন, অনন্তর মোহপ্রভাবে কম্পিত হইয়া ভুজলতা-দ্বারা করিকরোপম স্বীয় উরু-যুগল অবলম্বনপূর্ব্বক কদলীতরুর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। এই অবসরে নকুল অতিমাত্র ব্যস্ত চিত্তে ধাবমান হইয়া ভগ্নলতার ন্যায় নিপতিত দ্রৌপদীকে ধারণ করিয়া সত্বরে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদী একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছেন; ইনি কদাচ দুঃখ ভোগ করেন নাই; এই নিমিত্ত এক্ষণে দুর্বিষহ দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল ও বিমোহিত হইয়া উঠিয়াছেন; আপনি শীঘ্র আসিয়া ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেব ইঁহারা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া সত্বরে তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে বিবর্ণবদনা দেখিয়া ক্রোড়ে করিয়া কাতর স্বরে বিলাপও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। হা! যিনি প্রহরি-পরিরক্ষিত গৃহমধ্যে দুগ্ধফেননিভ কোমল শয্যায় পরম সুখে শয়ন করিতেন, এক্ষণে তিনি কিরূপে ধরাসনে শয়ান রহিয়াছেন, অদ্য আমার নিমিত্ত এই সুকুমার চরণ ও কমলোপম মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়াছে! আমি দ্যূতমদে মত্ত ও দুর্বুদ্ধি-পরতন্ত্র হইয়া পশুপক্ষি-

হিমাকুল ভীষণ অরণ্যে দ্রৌপদীর সহিত আগমন করিয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! পাণ্ডবদিগের ভার্য্যা হইয়া দ্রৌপদী পরম সুখে জীবনকাল যাপন করিবে এই ভাবিয়া দ্রুপদরাজ আমাদিগকে কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে এই পাপাত্মার কর্ম্মদোষেই তিনি সকল সুখে বঞ্চিত ও শোকমোহে অভিভূত হইয়া ধরাসনে শয়ন করিয়া আছেন!

ধর্ম্মরাজ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে ধৌম্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ তথায় উপনীত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিয়া শান্তির নিমিত্ত রক্ষোঘ্ন মন্ত্র জপ ও রক্ষোঘ্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবেরা বারংবার দ্রৌপদীগাত্রে করস্পর্শ ও সুশীতল জলার্দ্র ব্যজন দ্বারা বীজন করিতে লাগিলেন। তখন পাঞ্চালী কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া ক্রমশঃ চেতনা লাভ করিলে, পাণ্ডবেরা বিশ্রামার্থ তাঁহাকে অজিনশয্যায় সংস্থাপিত করিলেন। নকুল ও সহদেব কিণাঙ্কিত পাণি-দ্বারা অল্পে অল্পে দ্রৌপদীর চরণ সংবাহন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ দ্রৌপদীকে আশ্বস্ত করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! পথিমধ্যে হিমদুর্গম ও সমবিষম বহুসংখ্যক পর্ব্বত আছে; দ্রৌপদী কি প্রকারে তাহা অতিক্রম করিবেন। ভীম কহিলেন, মহারাজ! আমি একাকী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে স্বয়ং বহন করিব; আপনি বিষণ্ণ হইবেন না। অথবা মহাবল পরাক্রান্ত খেচর হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ আসিয়া আপনার আদেশানুসারে আমাদিগকে বহন করিবে। এই বলিয়া ভীমসেন তদীয় নিদেশক্রমে স্বপুত্র ঘটোৎকচকে স্মরণ করিবামাত্র তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাণ্ডব ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া ভীমপরাক্রম নিজ পিতা ভীমসেনকে কহিলেন, হে তাত! আপনি কি নিমিত্ত আমাকে স্মরণ করিয়াছেন? আজ্ঞা করুন, কি করিতে হইবে? পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন প্রীত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভীম! রাক্ষসপুঙ্গব ঘটোৎকচ দ্রৌপদীকে গ্রহণ করুক; আমি তোমার বাহুবলে পাঞ্চালীর সহিত অক্ষত শরীরে গন্ধমাদনে গমন করিব। তখন ভীমসেন জ্যেষ্ঠের আদেশানুসারে ঘটোৎকচকে আদেশ করিলেন, হে ঘটোৎকচ! তোমার মাতা অতি পরিশ্রান্ত ও গমন করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়াছেন; তুমি এক্ষণে কামগামী হইয়া তাঁহাকে বহন কর; ইহাতে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। তুমি দ্রৌপদীকে স্কন্ধে লইয়া অন্তরীক্ষে আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী হইয়া মন্দ গতিতে গমন করিবে;

অতি দ্রুতবেগে গমন করিলে ইনি পীড়িত ও শঙ্কিত হইবেন। ঘটোৎকচ কহিলেন, হে তাত! আমি একাকীই ধর্ম্মরাজ, ধৌম্য, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে বহন করিতে পারি; বিশেষতঃ অন্য সহায়-সম্পন্ন হইয়াছি। আর কামরূপী অন্যান্য শতসংখ্যক গগনচর রাক্ষস আসিয়া ব্রাহ্মণ-গণ-সমভিব্যাহারী আপনাদিগের সকল-কেই বহন করিবে।

এই বলিয়া ঘটোৎকচ পাণ্ডবগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দ্রৌপদীকে বহন করিবার নিমিত্ত স্কন্ধে লইলেন; এবং অন্যান্য রাক্ষস আসিয়া পাণ্ডবদিগকে স্কন্ধে লইল। মহর্ষি লোমশ স্বকীয় প্রভাপ্রভাবে দ্বিতীয় ভাস্ক-রের ন্যায় অন্তরীক্ষের সিদ্ধ মার্গে গমন করিলেন। রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশানুসারে অন্যান্য রাক্ষসেরা ব্রাহ্মণ-গণকে বহন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি রমণীয় বন ও উপবন অবলোকন-পূর্ব্বক বিশালা বদরীতে গমন করিলেন এবং রাক্ষসগণের আশু গতিপ্রযুক্ত অনতি-বিলম্বে অতি বিস্তীর্ণ পথ অল্প পথের ন্যায় উত্তীর্ণ হইলেন। গমনকালে ম্লেচ্ছজন-সমাকীর্ণ রত্নাকরসংযুক্ত দেশ সকল এবং বহুবিধ ধাতুরাগ রঞ্জিত, কিন্নর, কিম্পুরুষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরাধ্যুষিত, রুরু মৃগ, ময়ূর, চমর, বানর, বরাহ, গবয় ও মহিষবৃন্দ-সমাবৃত, বিহঙ্গমকুল-কূজিত, বহুবিধ পাদপ রাজি বিরাজিত, নদীশতসমলঙ্কৃত প্রত্যন্ত পর্ব্বত সমস্ত সন্দর্শন করিলেন।

এই রূপে তাঁহারা বহুতর প্রদেশ ও উত্তর কুরু অতিক্রম করিয়া বিবিধ আশ্চর্য্য-সম্পন্ন গিরিবর কৈলাস সন্দর্শনপূর্ব্বক সন্নিহিত নর-নারায়ণাশ্রম নিরীক্ষণ করি-লেন। তৎপরে পরম শোভিত, মধুর মধুস্রব সুস্বাদু ফলপূর্ণ, অবিরল কোমল-পল্লবযুক্ত, স্নিগ্ধচ্ছায়াসম্পন্ন, বিহগকুল-সমাকুল, বিশাল শাখাশালী, মহর্ষিগণ-সেবিত, সুজাতস্কন্ধ, অতি মনোহর ও কণ্টকশূন্য বদরী তরু দর্শন করিলেন। সেই স্থান দংশমশক-বিরহিত, বহুফলমূল-সংযুক্ত, শাদ্বলসমাকীর্ণ, স্বভাবতঃ সমতল ও হিমসম্পর্কে সুখসেব্য এবং মৃদুস্পর্শ। ঐ প্রদেশে নিরবচ্ছিন্ন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ বাস করিয়া থাকেন।

পাণ্ডবেরা ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে বদরীতে উপনীত হইয়া রাক্ষসস্কন্ধ হইতে অবতীর্ণ হইলেন; তৎপরে নর-নারায়ণা-শ্রিত, তমোগুণ বিরহিত, সূর্য্যকরস্পর্শ-বিবর্জ্জিত, দিব্য পুষ্পোপহার-বিরাজিত, ক্ষুৎপিপাসা-দোষশূন্য, সর্ব্বভূতশরণ্য, শোকনাশন, ব্রাহ্মী-শোভাসমন্বিত, পূর্ণ-কুম্ভোপশোভিত, ব্রহ্মঘোষ-নিনাদিত, শ্রম-নাশন, আশ্রয়ণীয় দিব্য আশ্রম সন্দর্শন করিলেন। ঐ আশ্রমে অধার্ম্মিক লোকের সঞ্চার নাই; কেবল ফলমূলাশী, অজিনাম্বর-ধারী, সূর্য্যসম তেজস্বী, ব্রহ্মবাদী, মোক্ষপর, মহাভাগ মহর্ষিগণ সতত বাস করিতেছেন। কোন স্থানে বিশাল অগ্নিশরণ ও স্রুগ্‌ভাণ্ড ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোন স্থানে অম্বুলেপন সংসৃষ্ট হইতেছে, কোন স্থানে পুষ্পোপহার পরিকল্পিত রহিয়াছে।

রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃবর্গ-সমভিব্যাহারে মহর্ষিগণ সন্নিধানে উপনীত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে উপস্থিত দেখিয়া প্রীত মনে প্রত্যুদ্গমন ও আশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক সৎকারার্থ ফল, মূল ও স্বচ্ছ সলিল আহরণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ মহর্ষিগণসমাহৃত সৎকার গ্রহণ করিয়া পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। তৎপরে বেদবেদাঙ্গ পারগ ব্রাহ্মণগণের সহিত দেবলোক-সদৃশ মনোরম শক্রসদনপ্রস্থে প্রবেশপূর্ব্বক ভাগীরথী-পরিশোভিত দেবর্ষিগণপূজিত নর-নারায়ণ-স্থান সন্দর্শন করিলেন। তথায় দেবর্ষিগণ সেবিত মধুস্রব দিব্য ফল অবলোকনপূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন। অনন্তর সেই ফল লাভ করিয়া প্রীত মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত পরম সুখে সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় বিহঙ্গমগণ-নিনাদিত হিরণ্যশিখর মৈনাক ও মনোহর বিন্দুসরোবর সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে তাঁহারা দ্রৌপদীর সহিত সকল ঋতুকুসুম-শোভিত মনোজ্ঞ এক কাননে বিহার করিতে লাগিলেন। তথায় কোকিলকুল-কূজিত ফলভরাবনত পাদপাবলী অবিরল শীতল ছায়া-দ্বারা লোকের ক্লান্তি দূর করিতেছে। প্রসন্নসলিল কমলোৎপল-শোভিত সরোবরসকল অনির্ব্বচনীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে। পাণ্ডবেরা এই সমস্ত রমণীয় বস্তু নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর বিশালা বদরী-সন্নিধানে মণি-প্রবালনির্ম্মিত তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত দিব্য পুষ্পসমাকীর্ণ ভাগীরথী সন্দর্শন করিলেন। তৎপরে পাণ্ডবেরা সেই পরম দুর্গম দেবর্ষিচরিত প্রদেশে ভাগীরথীর অতি পবিত্র জলে দেব ও ঋষিগণের তর্পণ করিলেন এবং দ্রৌপদীর সহিত বিচিত্র ক্রীড়া দর্শন ও জপ তপঃ সংসাধনপূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! সেই পুরুষপ্রধান পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয় দর্শনাভিলাষে পরম পরিশুদ্ধ চিত্তে সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন। একদা এক সূর্য্যসন্নিভ সহস্রদল পদ্ম সমীরণবেগ-সহকারে অকস্মাৎ ঈশান কোণ হইতে আসিয়া দ্রৌপদীর নিকট নিপতিত হইল। দ্রুপদনন্দিনী সেই পবনাহৃত পরিমল-পরিপূর্ণ পরম রমণীয় সৌগন্ধিক গ্রহণ করিয়া অতীব হৃষ্ট চিত্তে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীমসেন! এই দেখ, কেমন উৎকৃষ্ট সৌগন্ধিক পুষ্প! ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমার মনঃ পরমাহ্লাদিত হইয়াছে; আমি এই পুষ্পটী ধর্ম্মরাজকে প্রদান করিব। হে বৃকোদর! যদি আমার প্রতি তোমার প্রণয়দৃষ্টি থাকে, তবে প্রচুর পরিমাণে এতজ্জাতীয় পুষ্প আহরণ কর; আমি তৎসমুদায় কাম্যক বনে লইয়া যাইব। মত্তচকোর-নেত্রা পাঞ্চালী ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই সৌগন্ধিক গ্রহণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন প্রণয়িনীর অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় সৌগন্ধিক সমুদায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুবর্ণ-পৃষ্ঠ শরাসন ও আশীবিষসদৃশ শরসমূহ গ্রহণ-পূর্ব্বক বায়ুর অভিমুখে ক্রুদ্ধ মৃগরাজের ন্যায়, মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় অনবরত ঈশান কোণে গমন করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ সমস্ত প্রাণিগণ সেই ধনুর্ব্বাণধারী বৃকোদরকে অবলোকন করিতে লাগিল। গমনসময়ে কি গ্লানি, কি বৈক্লব্য, কি ভয়, কি সম্ভ্রম কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে সমর্থ হইল না। বাহুবলপ্রদৃপ্ত ভীমসেন দ্রৌপদীর প্রিয়ানুষ্ঠান বাসনায় ভয়সম্মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক লতাগুল্ম সমাচ্ছন্ন নীলশিলাযুক্ত, কিন্নরকুলচরিত, নানাবর্ণধর বিচিত্র ধাতু, দ্রুম, মৃগ ও অণ্ডজ সমুদায়ে ব্যাপ্ত, নানাভরণভূষিত ভূমির ভুজদণ্ডের ন্যায় সন্নিবেশিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক পুংস্কোকিল-নিনাদে নিনাদিত ষট্‌পদকুলসেবিত পরম রমণীয় সানু সমুদায় নিরীক্ষণ, মনে মনে অভিপ্রায় সকল অনুচিন্তন ও সর্ব্বপ্রকার কুসুমের সৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে পরম পবিত্র বিবিধ কুসুমগন্ধযুক্ত শীতসংস্পর্শ মন্দ মন্দ গন্ধমাদনবায়ু তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিল।

পবননন্দন স্বীয় পিতার সংস্পর্শে পরম পুলকিত ও বিগতক্লম হইয়া পুষ্পের নিমিত্ত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, অমর ও ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত ঐ পর্ব্বত অবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পর্ব্বতে পীত, কৃষ্ণ ও শুভ্রবর্ণ বিমল ধাতুবিচ্ছেদ সকল ত্রিপুণ্ড্রকাকারে অনুলিপ্ত রহিয়াছে; উহার পার্শ্বদেশে জলদপুঞ্জ লগ্ন হওয়াতে বোধ হয় যেন, পক্ষ বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে; প্রস্রবণবারি নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, চতুর্দ্দিক্ মুক্তাহারে ব্যাপ্ত রহিয়াছে; চতুর্দ্দিকে মনোহর দরী, কুঞ্জ, নির্ঝর ও কন্দর সমুদায় শোভা পাইতেছে; অপ্সরোগণের নূপুরধ্বনি শ্রবণে মত্ত ময়ূরকুল নৃত্য করিতেছে; দিগ্‌গজগণ বিষাণাগ্র-দ্বারা শিলাতল খনন করিয়াছে এবং অনবরত নদীজল নিপতিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, বসন সকল স্রস্ত হইতেছে।

মত্তবারণ বিক্রান্ত কনকবর্ণ শ্রীমান্ বায়ুতনয় এই রূপে নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রিয়ার প্রিয়ানুষ্ঠান-নিমিত্ত পরম প্রহৃষ্ট চিত্তে গমনবেগে লতাজাল বিচলিত করিয়া পরম রমণীয় গন্ধমাদন-সানুতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অদূরসংস্থিত ভয়ানভিজ্ঞ হরিণগণ শস্পকবল মুখে করিয়া কৌতূহলান্বিত চিত্তে একদৃষ্টে তাঁহাকে অবলোকন করিতে লাগিল। প্রিয়-পার্শ্বোপবিষ্ট গন্ধর্ব্বযোষিদ্গণ অদৃশ্য হইয়া রূপের নবাবতার সেই বৃকোদরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বনবাসিনী দ্রৌপদীর দুর্য্যোধনজনিত বিবিধ ক্লেশ স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানে সমুদ্যত হইয়াছিলেন। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন

স্বর্গে গমন করিয়াছে; আমিও পুষ্পের নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আমাদের দুই জনের বিরহে না জানি কি করিবেন! তিনি নকুল ও সহদেবকে সাতিশয় স্নেহ করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ তাহাদের বলবিক্রমে তাঁহার কিছুমাত্র বিশ্বাস নাই; তন্নিমিত্ত তিনি কখনই তাহাদিগকে কুত্রাপি প্রেরণ করিবেন না। যাহা হউক, এক্ষণে কিরূপে ত্বরায় কুসুম প্রাপ্ত হই।

মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রফুল্লচিত্তে গিরিসানুতে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দ্রুতবেগে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দ্রৌপদীর বাক্যই কেবল তাঁহার পাথেয় হইয়াছিল; পর্ব্বতস্থ গজযূথ পবনগামী ভীমসেনের ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া ভীত হইতে লাগিল। তিনি নির্ঘাতপাত সদৃশ চরণপাতে মেদিনীমণ্ডল কম্পান্বিত করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও মৃগগণকে মর্দ্দন করিতে লাগিলেন; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুসমূহ উন্মূলিত ও নিখাত করিয়া ফেলিলেন এবং বেগে লতাজাল আকর্ষণ-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন, তিনি উপর্য্যুপরি শৈলশিখরে আরোহণেচ্ছু গজরাজের ন্যায় শোভমান হইলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে সবিদ্যুৎ জলধরের ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনে প্রতিবোধিত ব্যাঘ্রগণ গুহা পরিত্যাগ করিল; বনবাসিগণ লুক্কায়িত হইতে লাগিল; পক্ষিগণ ত্রস্ত হইয়া উৎপতিত হইতে লাগিল; মৃগযূথ পলায়নপরায়ণ হইল; ভল্লুকগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিল; সিংহ সমুদায় গুহা ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিল; হস্তিগণ সাতিশয় বিত্রাসিত হইয়া করেণুগণ-সমভিব্যাহারে সেই বন পরিত্যাগপূর্ব্বক বনান্তরে প্রস্থান করিল; বরাহ, মৃগ, সিংহ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গোমায়ু, গবয় প্রভৃতি বনচরগণ চীৎকার করিতে লাগিল; চক্রবাক, দাত্যূহ, হংস, কারণ্ডব, শুক, পুংস্কোকিল ও ক্রৌঞ্চগণ বিচেতনপ্রায় হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং অন্যান্য ভীষণাকার জন্তু সমুদায় ভয়বিভ্রান্ত চিত্তে শকৃমূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মুখব্যাদান করিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল।

অনেকানেক করিগণ করেণুগণের উত্তেজনা-পরতন্ত্র হইয়া এবং সিংহ ও ব্যাঘ্রগণ সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেনের প্রতি ধাবমান হইল। তখন তিনি ক্রোধপরায়ণ হইয়া অনেকানেক গজকে গজের আঘাতে, সিংহগণকে সিংহের আঘাতে ও অন্যান্য পশুদিগকে চপেটাঘাতে বিনাশ করিতে লাগিলেন। এই রূপে সিংহ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু প্রভৃতি বহুতর জন্তুগণ ভীমসেনের ভীষণ আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; হতাবশিষ্ট পশুগণ প্রাণভয়ে শকৃন্মূত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর তাহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহনাদে চতুর্দ্দিক্ মুখরিত করিয়া বনে প্রবেশ করিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধমাদন-সানুতে

এক বহু যোজন বিস্তৃত সুরম্য কদলীবন দেখিতে পাইলেন। মরুতবেগ গামী মারুত-তনয় মদস্রাবী গজের ন্যায় বিবিধ বৃক্ষ ভগ্ন করিয়া সেই বনে গমন করিলেন। তিনি বৃহৎ বৃহৎ তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্নত কদলীস্তম্ব সমুদায় উৎপাটনপূর্ব্বক বেগে চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিয়া দর্পিত নৃসিংহের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিল। রুরু, বানর, সিংহ, মহিষ প্রভৃতি বহুবিধ জন্তুগণ ভীম-সেনের শব্দ শ্রবণে বিত্রস্ত হইয়া জলাশয়ে গমন করিতে লাগিল। জন্তুগণের শব্দ ও ভীমসেনের গভীর ধ্বনি শ্রবণে বনান্তর-গত মৃগপক্ষিগণও বিত্রাসিত হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র জলচর পক্ষিগণ মৃগবিহঙ্গম-কুলের ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সহসা আর্দ্রপক্ষে উৎপতিত হইল।

ভরতবংশাবতংস ভীমসেন সেই সমু-দায় জলচর পক্ষিগণকে সন্দর্শন করিয়া তাহাদিগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে এক সুমহৎ রম্য সরোবর নিরীক্ষণ করিলেন। ঐ সরোবর মন্দমারুত কম্পিত কাঞ্চনময় কদলীবৃক্ষ দ্বারা সতত বীজ্যমান হইতেছে। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রভূত পদ্মপরিপূর্ণ সরোবরে অবতীর্ণ হইয়া উদ্দাম মহাগজের ন্যায় যথেচ্ছ ক্রীড়া করিতে লাগি-লেন। বহুক্ষণের পর জলক্রীড়া সমাপন-পূর্ব্বক সরোবর হইতে সমুত্থিত হইয়া বেগে সেই বহু পাদপসংকীর্ণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় মহাবেগে শঙ্খনাদ ও বাহু আস্ফোটন-দ্বারা দশ দিক্ প্রতি-ধ্বনিত করিতে লাগিলেন। সেই শঙ্খধ্বনি ও ভীমসেনের গভীর গর্জ্জনে গুহা হইতে ঘোরতর প্রতিশব্দ সমুত্থিত হইল। শৈল-গুহামধ্যে সুষুপ্ত সিংহগণ সেই বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ আস্ফোটশব্দ শ্রবণ করিয়া ভয়ানক ধ্বনি করিতে লাগিল। কুঞ্জরগণ সিংহনাদ শ্রবণে সাতিশয় সংত্রস্ত হইয়া ঘোরতর চীৎকার আরম্ভ করিল, এবং করিকুলের ভীষণ শব্দে সমুদায় পর্ব্বত পরিপূর্ণ হইল।

কপিকুলাগ্রগণ্য হনুমান্ ঐ কদলীবনে বাস করিতেন; তিনি সেই কুঞ্জরকুল-নির্মুক্ত সুমহৎ নিনাদ শ্রবণে প্রতিবোধিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা ভীমসেনের আগমনবার্ত্তা জানিতে পারিলেন। ঐ কদলীবনে এক অতি সঙ্কীর্ণ স্বর্গগমনের পথ ছিল। পবন-নন্দন হনুমান্ পাছে স্বীয় ভ্রাতা বৃকোদর ঐ পথে গিয়া শাপগ্রস্ত বা পরাভব প্রাপ্ত হন, এই ভাবিয়া সেই স্বর্গমার্গ অবরোধ-পূর্ব্বক শয়ান হইয়া নিদ্রিতপ্রায় রহিলেন। ক্ষণে ক্ষণে জৃম্ভন ও শক্রধ্বজের ন্যায় সমু-চ্ছ্রিত লাঙ্গুলের আস্ফোটন করিতে লাগি-লেন। মহাবল পরাক্রান্ত হনুমানের অশনিনির্ঘোষ সদৃশ লাঙ্গুলাস্ফোটন-শব্দে পর্ব্বত প্রচলিত হইল; গুহা সমুদায় প্রতি-ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং শৃঙ্গ সকল বিঘূর্ণিত হইয়া চতুর্দ্দিকে নিপতিত হইতে লাগিল। সেই লাঙ্গুলাস্ফোটন-শব্দ মত্ত-বারণগণের ঘোরতর নিঃস্বন অন্তর্হিত করিয়া সমুদায় গিরিসানু-মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

ভীমপরাক্রম ভীমসেন সেই শব্দ শ্রবণে লোমাঞ্চিত কলেবর হইয়া উহার কারণ

অবগত হইবার মানসে সেই কদলীবনের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তথায় এক সুবিস্তৃত শিলাতলে শয়ান, বিদ্যুৎসম্পাতের ন্যায় চঞ্চল, দুষ্প্রেক্ষ্য ও পিঙ্গলবর্ণ বানরাধিপতি হনুমান্‌কে নিরীক্ষণ করিলেন। তাঁহার গ্রীবা পীন ও হ্রস্ব; স্কন্ধদ্বয় সাতিশয় বিপুল; মধ্যদেশ অতিক্ষীণ; লাঙ্গূল ঈষদাভুগ্নাগ্র; দীর্ঘলোমে আকীর্ণ ও ধ্বজের ন্যায় উচ্ছ্রিত; ওষ্ঠ হ্রস্ব; জিহ্বা তাম্রবর্ণ; ভ্রূ চঞ্চল; কলেবর রক্তবর্ণ; দশন সমুদায় বিবৃত্ত, শুক্ল ও তীক্ষ্ণাগ্র; বদন রশ্মিমান্ চন্দ্রের ন্যায়; উহার অভ্যন্তরে শুক্ল দন্ত সমুদায় সন্নিবেশিত থাকাতে বোধ হয় যেন, কেশরোৎকর-সম্মিশ্র অশোক সমুদায় সংস্থাপিত রহিয়াছে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই কদলীবনমধ্যস্থ শিখাবান্ অনলের ন্যায় কলেবরধারী ঈষদুন্মীলিত লোচন মহাবীর্য্যসম্পন্ন বানররাজ হিমাচলের ন্যায় স্বর্গমার্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন দেখিয়া নির্ভয়চিত্তে বেগে গমনপূর্ব্বক বজ্রনির্ঘোষ-সদৃশ সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। তত্রস্থ যাবতীয় মৃগপক্ষিগণ ভীমের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে সাতিশয় বিত্রস্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ তৎ শ্রবণে লোচনদ্বয় ঈষদুন্মীলন করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক ভীমসেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্য বদনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন। আমি পীড়িত; এই স্থানে সুখে নিদ্রা যাইতে ছিলাম; তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত করিলে? তুমি জ্ঞানবান্; তন্নিমিত্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়া করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা তির্য্যগ্‌যোনিসম্ভূত; ধর্ম্মের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহি; মনুষ্যগণ ধীশক্তি-সম্পন্ন; তাঁহারা জন্তুগণের প্রতি দয়া করিয়া থাকেন। তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের দেহ, বাক্য ও চিত্তের দোষজনক ধর্ম্মঘাতী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া নিতান্ত অন্যায়। বোধ হয়, তুমি ধর্ম্মাভিজ্ঞ নহ; কিন্তু পণ্ডিতগণের সেবা কর নাই, এই নিমিত্ত অল্প বুদ্ধিত্ব-প্রযুক্ত পশুগণকে পীড়া প্রদান করিতেছ। তুমি কে? কি নিমিত্ত এই মানুষভাব-বর্জ্জিত নির্জ্জন অরণ্যে আগমন করিয়াছ? কোথায় বা গমন করিবে? এই উদ্যানের পরই ঐ অগম্য পর্ব্বত রহিয়াছে; সিদ্ধি লাভ ব্যতীত উহাতে গমন করা অসাধ্য। উহা দেবমার্গ; মনুষ্যলোক উহাতে কোন ক্রমেই গমন করিতে সমর্থ হয় না। আমি কারুণ্যপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে নিষেধ করিতেছি; তুমি নিরস্ত হও; ইহার পর আর গমন করিতে পারিবে না; অদ্য তোমার এই স্থানে থাকাই শ্রেয়ঃ। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! যদি আমার এই হিতকর বাক্য তোমার গ্রাহ্য হয়, তবে এই সমুদায় সুধাস্বাদের ফল মূল ভক্ষণ করিয়া এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও; অকারণ মৃত্যু প্রার্থনা করিও না।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর ভীমসেন বানরেন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন; তুমি কে? কি নিমিত্ত বানর-শরীর ধারণ করিয়াছ? আমি ক্ষত্রিয়, কুরুকুলোৎপন্ন, সোমবংশীয় পাণ্ডুর পুত্র; কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম ভীমসেন।

বানরাগ্রণী হনুমান্ কুরুবীর ভীমসেনের বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে ভদ্র! আমি বানর; তোমাকে অভিলাষানুরূপ পথ প্রদান করিব না; এক্ষণে এ স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও; মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হইও না।

ভীমসেন কহিলেন, আমার মৃত্যুই হউক বা অন্য কোন বিপদই হউক; [illegible] তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না। তুমি আমাকে পথ প্রদান কর; বৃথা আমার হস্তে ব্যথা প্রাপ্ত হইও না।

হনুমান্ কহিলেন, আমি ব্যাধিতে নিতান্ত অভিভূত হইয়াছি; উঠিবার শক্তি নাই; যদি নিতান্তই গমন করিবে, তবে আমাকে লঙ্ঘন করিয়া গমন কর।

ভীম কহিলেন, নির্গুণ পরমাত্মা সমুদায় প্রাণিগণের দেহে অধিষ্ঠান করেন; আমি তাঁহাকে অবমাননা বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইব না। যদি আমি আগমে সেই ভূতভাবন ভগবান্ পরমাত্মাকে না জানিতাম, তাহা হইলে যেমন হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তোমাকে ও এই পর্ব্বতকে অনায়াসেই লঙ্ঘন করিতাম।

হনুমান্ কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! হনুমান্ সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন; তিনি কে? যদি সবিশেষ জ্ঞাত হইয়া থাক, তবে বর্ণন কর।

ভীমসেন কহিলেন, সেই বানররাজ আমার ভ্রাতা; তিনি পরম গুণবান্, বুদ্ধি-সত্ত্ব ও বলসমন্বিত এবং রামায়ণে অতি সুবিখ্যাত। তিনি রামপত্নীর উদ্ধারার্থ শত যোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফে লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। আমি বল, বিক্রম ও যুদ্ধে সেই স্বীয় ভ্রাতা হনুমানের সদৃশ; অনায়াসেই তোমার নিগ্রহ করিতে পারি; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া পথ প্রদান কর; নতুবা এই ক্ষণেই তোমাকে শমন-সদনে প্রেরণ করিব।

মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ ভীমসেনকে বলোন্মত্ত ও বাহুবীর্য্য-দর্পিত জ্ঞান করিয়া মনে মনে হাস্য-পূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহাশয়! জরাপ্রভাবে আমার উত্থান শক্তি এক বারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমার লাঙ্গূল উত্তোলন-পূর্ব্বক গমন করুন।

বাহুবল-দর্পিত ভীমসেন হনুমানের বাক্য শ্রবণানন্তর মনে মনে চিন্তা করিলেন; এই বানরের কিছুমাত্র বলবিক্রম নাই; অতএব ইহার লাঙ্গূল ধারণপূর্ব্বক ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব; এই স্থির

করিয়া অবজ্ঞাপূর্ব্বক বাম কর-দ্বারা হনুমানের লাঙ্গূল ধারণ করিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই উত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন দুই হস্ত-দ্বারা ধারণ করিয়া যথাশক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই চালিত করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিবৃত্ত, মুখমণ্ডলে ভ্রূকুটী বদ্ধ ও অঙ্গ হইতে শ্রমবারি নির্গত হইতে লাগিল; কিন্তু হনুমানের লাঙ্গূল কোন ক্রমেই উদ্ধৃত হইল না। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন যখন সাতিশয় যত্নসহকারেও লাঙ্গূল চালন করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন লজ্জানম্র মুখে তাঁহার পার্শ্বদেশে গমনপূর্ব্বক প্রণিপাত পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে কপিশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হও; আমি অজ্ঞানবশতঃ তোমার প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি; তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি কি সিদ্ধ বা দেবতা কি গন্ধর্ব্ব অথবা গুহ্যক? তুমি কে বানররূপ ধারণ করিয়া এ স্থানে রহিয়াছ? যদি তোমার বৃত্তান্ত নিতান্ত গোপনীয় না হয় ও আমার শ্রোতব্য হয়, তবে আমি শিষ্টের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান কর।

হনুমান্ কহিলেন, হে অরাতি-নিপাতন! আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার সাতিশয় কৌতূহল হইয়াছে; অতএব আমার সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি কেশরীর ক্ষেত্রে জগৎপ্রাণ সমীরণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম হনুমান্। পূর্ব্বে সমুদায় বানররাজ ও বানরযূথপগণ যে সূর্য্যপুত্র সুগ্রীব ও ইন্দ্রসুত বালীর উপাসনা করিতেন, যেমন অগ্নির সহিত বায়ুর প্রীতি, তদ্রূপ সেই সুগ্রীবের সহিত আমার প্রণয় হইয়াছিল। সুগ্রীব কোন কারণবশতঃ স্বীয় ভ্রাতা বালীর নিকট অবমানিত হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আমার সহিত বহুদিন বাস করিয়াছিলেন। অনন্তর দেবাগ্রগণ্য বিষ্ণু মনুষ্যরূপে দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহপূর্ব্বক রাম নামে বসুধাতলে বিখ্যাত হইলেন। পরে সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য রামচন্দ্র পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান জন্য ভার্য্যা ও অনুজ লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে দণ্ডকারণ্যে বাস করিয়াছিলেন। তখন রাক্ষসাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত দুরাত্মা রাবণ সুবর্ণমৃগরূপ-ধারী মারীচ নিশাচর-দ্বারা রামকে বঞ্চনা করিয়া ছলপূর্ব্বক জনস্থান হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী সীতাকে হরণ করে।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

হনুমান্ কহিলেন, এই রূপে মহাত্মা রামের পত্নী অপহৃত হইলে, তিনি অনুজ-সমভিব্যাহারে স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে অন্বেষণ করিতে করিতে শৈলশিখরে বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন। অনন্তর রামের সহিত সুগ্রীবের পরম সখ্য হওয়াতে তিনি বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে রাজ্য

অভিষেক করিলেন। সুগ্রীব রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন। তখন আমি কোটি কোটি বানরগণে পরিবৃত হইয়া সীতান্বেষণার্থ দক্ষিণ দিকে গমন করিলাম।

পথি মধ্যে পক্ষিবর সম্পাতির সহিত সাক্ষাৎকার হওয়াতে তিনি কহিলেন, সীতা রাবণের নিকেতনে আছেন। এই রূপে সম্পাতির মুখে সীতার সংবাদ শ্রবণে অক্লিষ্টকর্ম্মা রামের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত স্ববীর্য্য-প্রভাবে শত যোজন বিস্তীর্ণ সাগর লঙ্ঘন করিয়া রাবণ-নিকেতনে গমনপূর্ব্বক সুরসুতা সদৃশী জনকদুহিতা সীতাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম। পরে অট্টালিকা, প্রাকার ও তোরণে বিভূষিত সমুদায় লঙ্কা পুরী দগ্ধ করিয়া তথায় স্বীয় নাম প্রকাশ-পূর্ব্বক পুনরায় রামসমীপে আগমন করিলাম।

রাজীবলোচন রাম আমার বাক্যে প্রত্যয় করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক সমুদ্রে সেতু বদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা বহুসংখ্যক বানরগণ-সমভি-ব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায় নিশাচরেন্দ্র রাবণ, তাহার ভ্রাতা, পুত্র ও বান্ধববর্গ প্রভৃতি বহুতর রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্ত, পরম ধার্ম্মিক, অনুগতবৎসল বিভী-ষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে রামচন্দ্র বিনষ্ট শ্রুতির ন্যায় সহধর্ম্মিণীকে অভ্যুদ্ধার করিয়া স্বীয় পুরী অযোধ্যায় আগমনপূর্ব্বক রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। অনন্তর আমি রামের নিকট বর প্রার্থনা করিলাম যে, হে শত্রুসূদন রাম! এই সংসারে যত কাল আপনার কথা বর্ত্ত-মান থাকিবে, তাবৎ আমি জীবিত থাকিব। রাজীবলোচন রাম 'তথাস্তু' বলিয়া আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। সীতার প্রসাদে এই স্থানে আমার ইচ্ছানুসারে নানাবিধ দিব্য ভোগ সমুদায় সমুপস্থিত হয়। রামচন্দ্র দশ সহস্র ও দশ শত বর্ষ রাজ্য প্রতিপালন করিয়া স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-গণ এই স্থানে সেই রামের চরিত্র গান করিয়া আমাকে আহ্লাদিত করে। হে কুরুনন্দন! এই পথ মনুষ্যের অগম্য; পাছে তুমি এই পথে গমন করিয়া অভি-শপ্ত বা পরাভূত হও, এইরূপ ভাবিয়া আমি এই পথ রুদ্ধ করিয়াছি; এই পথ দেবমার্গ, ইহাতে কোন মতে মনুষ্যের অধিকার নাই। তুমি যাহার অন্বেষণে আসিয়াছ, সে সরো-বর এই স্থানেই আছে।

একোনপঞ্চাশদধিকতমতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহা-বীর ভীমসেন এই রূপ অভিহিত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে হনুমান্‌কে প্রণিপাত করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, মহাশয়! আমি আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম; আপনি আমার প্রতি সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন; এক্ষণে আমার এক প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করুন। পূর্ব্বে মকরনক্রসার্থ-সঙ্কুল মহাসাগর লঙ্ঘন

করিবার সময় যেরূপ নিরূপম রূপ প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা এক্ষণে আমি নিরীক্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। হে বীর! তাহা হইলে, আমি একান্ত সন্তুষ্ট ও কৃতার্থ হইব এবং আপনার বাক্যে শ্রদ্ধা করিব। হনুমান্ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহাস্য মুখে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এক্ষণে তুমি হও বা অন্যই হউক, কেহই আমার পূর্ব্বরূপ নিরীক্ষণে সমর্থ হইবে না; কারণ তৎকালে অন্যপ্রকার কালাবস্থা ছিল; সম্প্রতি তাহার অন্যথা হইয়াছে। সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই কালত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ অবস্থা নিরূপিত আছে। এক্ষণে ধ্বংসকারী কাল উপস্থিত, আর আমার সেরূপ রূপ নাই। ভূমি, নদী, শৈল, সিদ্ধ, দেব ও মহর্ষিগণ ইঁহারা যুগপর্য্যায়ে সমভাবে কালের অনুবর্ত্তী হইয়া থাকেন, কিন্তু বল, প্রভাব ও দেহ এই সকল কেবল হীনতা ও বৃদ্ধি লাভ করে; অতএব আমার পূর্ব্বরূপ দর্শনের আর অভিলাষ করিও না। কালধর্ম্ম নিতান্ত দুরতিক্রমণীয়; আমি এক্ষণে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছি।

ভীম কহিলেন, হে কপিবর! এক্ষণে যুগের সংখ্যা, আচার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, তত্ত্ব, কর্ম্ম, বীর্য্য, উৎপত্তি ও বিনাশ এই কএকটি বিষয় কীর্ত্তন করুন, আমি শ্রবণ করিব। হনুমান্ কহিলেন, হে বৎস! প্রথমতঃ সত্য যুগ; ঐ যুগে ধর্ম্ম সনাতন; লোক সকল কৃতকৃত্য হইত। এই যুগে ধর্ম্ম অবসন্ন বা প্রজা ক্ষয় হইত না; এই কারণ উহা কৃতযুগ বলিয়া বিখ্যাত; কিন্তু ঐ যুগ মুখ্য হইয়াও কালক্রমে অপ্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছে। তৎকালে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগেরা পরস্পর উপদ্রবরহিত ছিল; ক্রয় বিক্রয়ের সম্পর্ক ছিল না। সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদানুসারে ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ হইত না; কৃষি প্রভৃতি মানুষী ক্রিয়া সকল বিলুপ্ত হইয়াছিল। লোকের সঙ্কল্পানুসারে সমস্ত ফল সম্পন্ন হইত ও সন্ন্যাসই পরম ধর্ম্ম ছিল। যুগপ্রভাবে ব্যাধি ও ইন্দ্রিয় ক্ষয় হইত না। অসূয়া, রোদন, দর্প, কপট, বিগ্রহ, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুন্য, ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য ইহার নাম গন্ধও ছিল না। যোগীদিগের পরব্রহ্মই পরম গতি; শুক্ল নারায়ণ সর্ব্বভূতের আত্মা; তৎকালে স্বতঃসিদ্ধ শমদমপ্রভৃতি গুণসম্পন্ন স্বকর্ম্মনিরত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইঁহারাই প্রজা ছিলেন। সমান কর্ম্মবিশিষ্ট এই বর্ণচতুষ্টয় ব্রহ্মাশ্রয়ী, ব্রহ্মগতি ও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন, এবং একমাত্র ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মোপার্জ্জন করিতেন। তাঁহারা এক দেব পরমাত্মা, এক প্রণবরূপ মন্ত্র, এক বেদান্ত প্রণবাদিরূপ বিধি ও এক ধ্যানাদি-স্বরূপ ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা পৃথক্ ধর্ম্মসম্পন্ন হইলেও এক বেদ ও এক প্রকার কর্ম্মে নিয়তব্রত ছিলেন এবং কামফল বিবর্জ্জিত হইয়া আশ্রমচতুষ্টয়সমুচিত দর্শাদি কর্ম্মদ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হইতেন। ব্রহ্মযোগসমাযুক্ত ধর্ম্মই সত্য যুগের লক্ষণ; এই যুগে চাতুর্ব্বর্ণের ধর্ম্ম পাদচতুষ্টয়-সম্পূর্ণ ও

শাশ্বত। হে ভীম! সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-বিবর্জিত সত্য যুগের লক্ষণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে ত্রেতা যুগের বিষয় আরম্ভ করিতেছি, শ্রবণ কর।

ত্রেতা যুগে সত্রানুষ্ঠানের বিধি আছে, ধর্ম্ম একপাদমাত্র পরিহান ও নারায়ণ রক্ত-বর্ণ হইয়া থাকেন। মনুষ্য ক্রিয়া ও ধর্ম্ম-পরায়ণ এবং সত্যপ্রবৃত্ত হয়। তৎকালে লোকে সংকল্প করিয়া দানাদিক্রিয়া করিলে ফল হইয়া থাকে। তপোদান-পরায়ণ মনুষ্য-গণ ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ পরিভ্রষ্ট হয় না; প্রত্যুত তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত ও ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকেন।

দ্বাপর যুগে ধর্ম্ম দ্বিপাদবিহীন; নারায়ণ পীতবর্ণ এবং বেদ চারি ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে কেহ চতুর্ব্বেদ, কেহ ত্রিবেদ, কেহ দ্বিবেদ ও কেহ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিতেন; কেহ কেহ বা এককালে বেদাধ্যয়নে পরাঙ্মুখ হইতেন। এই রূপে শাস্ত্র বিভিন্ন হইলে, ক্রমশঃ ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য হইয়া উঠিল। প্রজা সকল তপোদান নিরত হইয়া রজোগুণাবলম্বী হইতে লাগিল। এক বেদ বহু দিবসে ও বহু ক্লেশে অধ্যয়ন করিতে হয় বলিয়া বহু সংখ্যায় বিভক্ত হইল। দ্বাপরে সত্ত্ব গুণের প্রাচুর্ভাব নাই; এই জন্য অনেকে সত্যের আশ্রয় লইল; কিন্তু সত্ত্বগুণ বিহীন লোক সকল বহুবিধ ব্যাধি, কাম ও অন্যান্য দৈব উপদ্রব-দ্বারা আক্রান্ত হইতে লাগিল। ঐরূপ উপদ্রবে পীড়িত হইয়া মানবগণের মধ্যে কেহ কেহ বা কামার্থী কেহ বা স্বর্গার্থী হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। হে ভীম! এই রূপে দ্বাপর যুগে প্রজারা অধর্ম্ম-দোষে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

অনন্তর কলিযুগ; এই যুগে ধর্ম্ম এক পাদমাত্র বিদ্যমান থাকে; তমোগুণ-প্রধান কলিযুগে নারায়ণ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকেন; বেদাচার, ধর্ম্ম, যজ্ঞ ও ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হয়। অতিবৃষ্টি প্রভৃতি উপদ্রব, ব্যাধি, আলস্য, দোষ, রোষ, আধি, ক্ষুৎ-ভয় প্রাচুর্ভূত হয়, যুগনাশে ধর্ম্মের নাশ হইয়া থাকে। এবং ধর্ম্মের নাশে লোক সমুদয়ও বিনষ্ট হয়। এই রূপে লোক সকল বিনষ্ট ও লোকপ্রবর্ত্তক ধর্ম্মজ্ঞান সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যুগক্ষয় কালীন ধর্ম্মদ্বারা প্রার্থনা সকল বিফল হইয়া থাকে। হে ভীম! এই কলিযুগের লক্ষণ; ইহা অচিরাৎ প্রবর্ত্তিত হইবে। আমি এই যুগেরই অনুবর্ত্তী হইব; আমাকে জানিবার নিমিত্ত তোমার একান্ত কৌতূহল হইয়াছে; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, নিরর্থক বিষয়ের অনু-সন্ধানে কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ অভিনিবেশ হইল। হে বীর! তুমি আমাকে যে যুগ-সংখ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, তাহার সমুদায়ই কহিলাম; এক্ষণে নির্বিঘ্নে গমন কর।

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি আপনার পূর্ব্বরূপ অবলোকন না করিয়া কদাচ গমন করিব না; অতএব অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করান।

হনুমান্ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া তাঁহার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত যে রূপে পূর্ব্বে সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেই রূপ ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া বিস্তারে কদলীবৃক্ষ আচ্ছাদন ও দৈর্ঘ্যে পর্ব্বত অতিক্রমণ করিল। তিনি দ্বিতীয় পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার নয়নদ্বয় তাম্রবর্ণ, দংষ্ট্রা তীক্ষ্ণ, মুখমণ্ডলে ভ্রূকুটী বদ্ধ ও লাঙ্গূল চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইল।

কুরুবংশাবতংস ভীমসেন হনুমানের সেই অর্কসদৃশ তেজঃসম্পন্ন, সুবর্ণপর্ব্বতের ন্যায় প্রদীপ্ত, আকাশের ন্যায় ভীষণ রূপ সন্দর্শনে এককালে হর্ষবিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন। তখন কপিবরাগ্রগণ্য হনুমান্ হাস্য করিয়া ভীমসেনকে কহিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! আমি যত ইচ্ছা করি, তত অধিক বর্দ্ধিত হইতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে, তুমি আমার রূপ সন্দর্শনে অসমর্থ হইবে। হে ভীম! শত্রুগণসমক্ষে আমার কলেবর ইহা অপেক্ষাও সমধিক বর্দ্ধিত হয়।

পবননন্দন ভীমসেন সেই বিন্ধ্যপর্ব্বতসন্নিভ অতি ভয়ানক হনুমানের শরীর সন্দর্শনে লোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভো! আপনার শরীরের বিপুলতা দেখিলাম, এক্ষণে দেহ সঙ্কোচ করুন। আমি মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায়, সমুদিত দিবাকরের ন্যায় আপনার শরীর আর নিরীক্ষণ করিতে পারি না। এক্ষণে আমার মনে এই বিস্ময় সমুদিত হইতেছে যে, আপনি সর্ব্বদা রামের পার্শ্বে থাকিতেন, তবে কি নিমিত্ত তিনি স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন? আপনি একাকী স্বীয় বাহুবলে সযোধা সবাহনা সমুদায় লঙ্কা বিনষ্ট করিতে সমর্থ, হে পবনতনয়! আপনার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, রাবণ ও তাহার সমুদায় অনুচরগণ আপনার সমক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে।

প্লবগোত্তম হনুমান্ ভীমসেনের বাক্য শ্রবণানন্তর স্নিগ্ধগম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। হে মহাবাহো! তুমি যথার্থ কহিয়াছ, রাক্ষসাধম রাবণ বস্তুতই আমার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। কিন্তু যদি আমি সেই লোককণ্টক দশাননের প্রাণ সংহার করিতাম, তাহা হইলে রঘুবংশাবতংস রামের কীর্ত্তি লোপ হইত; এই নিমিত্তই আমি স্বয়ং রাবণবধে উপেক্ষা করিয়াছিলাম। মহাবীর রাম দশানন ও তাহার অনুচরগণের প্রাণ সংহার করিয়া জানকীকে স্বপুরে আনয়ন করাতে লোকমধ্যে তাঁহার অনুপম কীর্ত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে। হে মহাত্মন্! তুমি স্বীয় ভ্রাতা ধর্ম্মরাজের প্রিয়চিকীর্ষু ও তাঁহার হিতাভিলাষী; এক্ষণে গমন কর, পথে তোমার কিছুমাত্র বিঘ্ন হইবে না; গমনকালে বায়ু তোমাকে রক্ষা করিবেন। সৌগন্ধিক বনে গমন করিবার এই পথ; এই পথে গমন করিলে কুবেরের যক্ষরাক্ষস-রক্ষিত উদ্যান অবলোকিত হইবে, কিন্তু তথায় বলপূর্ব্বক পুষ্পাবচয়ন করিও না। দেবগণ মনুষ্যদিগের মান্য; তাঁহারা

বলি, হোম, নমস্কার, মন্ত্র ও ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হন। হে ভ্রাতঃ! সাহস পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। স্বধর্ম্মস্থ হইয়া সনাতন ধর্ম্মের যাথার্থ্য অন্বেষণ ও অনুষ্ঠান কর। বৃহস্পতিসমান ব্যক্তিগণও প্রথমতঃ ধর্ম্ম না জানিয়া ও বৃদ্ধগণের সেবা না করিয়া কোন মতেই ধর্ম্মার্থের যাথার্থ্য বুঝিতে পারেন না। যে স্থলে অধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া ও ধর্ম্ম অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তথায় বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মের অবধারণ করিতে হইবে; মূঢ়গণ ঐ প্রকার ধর্ম্মাবধারণে নিতান্ত অসমর্থ। আচার হইতে ধর্ম্মের সম্ভব হইয়াছে; বেদ সকল ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছে; বেদ হইতে যজ্ঞ সমুদায় সমুৎপন্ন হইয়াছে এবং দেবগণ বেদাচারবিধানোক্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যগণ বৃহস্পতি ও শুক্রের নীতি অবলম্বন করিয়া আছেন। পৃথিবীস্থ সমুদায় লোক সেবা, বাণিজ্য, কৃষি এবং পশুপালন প্রভৃতি জীবিকা-দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি অবলম্বন করিয়া আছেন; যাঁহারা এই ত্রিবিধ বিদ্যায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা উহা সম্যক্রূপে প্রয়োগ করিয়া অনায়াসে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ত্রয়ী না থাকিলে জগতে ধর্ম্মের সম্পর্কও থাকিত না; দণ্ডনীতির অভাবে সমুদয় জগৎ বিশৃঙ্খল হইত ও বার্ত্তাবিরহে প্রজাগণ বিনষ্ট হইয়া যাইত। কিন্তু এই তিনটী বিদ্যা সম্যক্রূপে প্রযুজ্যমান হইলে প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ হয়।

তত্ত্বজ্ঞান ব্রাহ্মণগণেরই প্রধান ধর্ম্ম; উহাতে অন্য কাহারও অধিকার নাই। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটী সর্ব্ববর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপন ও প্রতিগ্রহ ইহাও ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম; ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম পালন ও বৈশ্যের ধর্ম্ম পোষণ, আর কেবল দ্বিজাতিগণের শুশ্রূষাই শূদ্রদিগের ধর্ম্ম। গুরুসেবী শূদ্রগণের ভৈক্ষ্য, হোম ও ব্রতে অধিকার নাই। ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম রক্ষণ; উহা তোমারও অবশ্য কর্ত্তব্য। লোকে বুদ্ধিমান্, শ্রুতশীল, বৃদ্ধ ও সজনগণের সহিত পরামর্শ করিয়া সকলের অনুগৃহীত হইয়া অনায়াসে দণ্ড-দ্বারা শাসন করে; কিন্তু ব্যসনী হইলে অবশ্যই পরিভব প্রাপ্ত হয়। রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে, লোকমর্য্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে; অতএব ভূপতিগণ সতত চরদ্বারা শত্রুগণের দুর্গ ও বল এবং আপনার দেশ, দুর্গ, সিদ্ধিরক্ষা, বৃদ্ধি ও ক্ষয় বিশেষ রূপে অবগত হইবে। চর, বুদ্ধি, মন্ত্র, পরাক্রম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহ ভূপতিগণের উপায়, আর দক্ষতা এক প্রধান কার্য্যসাধক। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ও উপেক্ষা এই সমুদায় উপায় একত্র বা পৃথক্ পৃথক্ প্রযুক্ত হইয়া কার্য্য সাধন করে। কিন্তু মন্ত্রণাই, এই সকলের মূল; মন্ত্রণা ব্যতীত কি নীতি, কি চর কিছুতেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না। মন্ত্রণা দ্বারা যে বিষয়ের সিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা, ব্রাহ্মণের সহিত তাহার মন্ত্রণা করিবে। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, লঘুচেতাঃ ও উন্মাদলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের

সহিত কদাচ গূঢ় মন্ত্রণা করিবে না। বিদ্বানের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ ব্যক্তিদ্বারা কর্ম্ম সাধন ও হিতেচ্ছু ব্যক্তির সহিত নীতি-বিদ্যার আলোচনা করিবে। মূর্খগণকে সকল বিষয়েই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিক, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত, স্ত্রীলোকের নিকটে ক্লীব ও ক্রূর কর্ম্মে ক্রূরগণকে নিয়োগ করিবে। কোন কর্ম্ম উপস্থিত হইলে উহা চর বা পরের কর্ত্তব্য কি অকর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবে এবং বুদ্ধিপ্রভাবে রিপুগণের বলাবল পরীক্ষা করিবে। শরণাগত সাধু ব্যক্তির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অশিষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদিগের দণ্ড করিবে। রাজা এই রূপ নিগ্রহ অনুগ্রহে সম্যক্ প্রবৃত্ত হইলে লোক-মর্য্যাদা সুব্যবস্থিত থাকে।

হে পার্থ! আমি তোমাকে এই দুরবগাহ রাজধর্ম্ম কহিলাম; এক্ষণে তুমি বিনীত হইয়া স্বধর্ম্ম প্রতিপালন কর। যেমন বিপ্রগণ তপঃ, ধর্ম্ম, দম ও যজ্ঞানুষ্ঠান-দ্বারা স্বর্গ লাভ করেন, যেমন বৈশ্যগণ দান ও আতিথ্যদ্বারা সদ্গতি প্রাপ্ত হন, তদ্রূপ ক্ষত্রিয়গণ কাম, দ্বেষ, লোভ ও ক্রোধ বিবর্জ্জিত হইয়া সম্যক্ দণ্ড প্রয়োগ ও প্রজা পালন করিলে সুরপুরে গমনপূর্ব্বক সাধুলোকের সহবাসজনিত সুখ সম্ভোগ করেন।

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবীর হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃত সুবিস্তৃত কলেবর উপসংহার করিয়া করযুগল প্রসারণপূর্ব্বক ভীমসেনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিবামাত্র তাঁহার সমুদায় শ্রান্তি সুদূরপরাহত ও সমুদায় ঘটনা অনুকূল হইয়া উঠিল। তখন তিনি আপনাকে অদ্বিতীয় বলবান্ বলিয়া বোধ করিলেন।

অনন্তর কপিরাজ আনন্দভরে গলদশ্রু-লোচনে গদ্গদ বচনে সৌহার্দ্দ প্রদর্শন-পূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপন আবাসে গমন কর; কোন কথা উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিও; এবং আমি যে, এ স্থানে অবস্থান করিতেছি, তাহা কুত্রাপি প্রকাশ করিও না; কারণ, কুবেরের আলয় হইতে দেবগন্ধর্ব্ব-যোষারা ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়া থাকেন। আমিও তোমার মানুষগাত্রস্পর্শে সেই হৃদয়নন্দন, সীতানন-সরোরুহ ও দশানন-তিমিরের সূর্য্যস্বরূপ রাঘবকুলতিলক রামচন্দ্রকে স্মৃতিপথে সমুদিত দেখিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা লাভ করিলাম; অতএব আমার সহিত সাক্ষাৎ-কার তোমার পক্ষে অব্যর্থ হউক; তুমি সৌভ্রাত্র সম্বন্ধানুসারে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। হে মহাবল! যদি তোমার অভিলাষ হয়, তবে অদ্যই আমি হস্তি-নগরে গমন-পূর্ব্বক প্রস্তরাঘাতে সমুদায় ধার্ত্তরাষ্ট্রকে বিনষ্ট ও সমস্ত নগর উৎসাদিত করিতে পারি এবং দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া তোমার সমীপে সমর্পণ করি।

ভীমসেন মহাত্মা হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে বানরপুঙ্গব!

আপনা হইতে আমার সমুদায় প্রয়োজন সুসম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক; প্রার্থনা করি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। হে নাথ! আপনা হইতে অনাথ পাণ্ডবগণ অদ্য সনাথ হইল; আমি আপনার তেজঃপ্রভাবেই সমুদায় অরাতিগণকে পরাজয় করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

হনুমান্ কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! আমি সৌভ্রাত্র ও সৌহার্দ্দবশতঃ তোমার এই উপকার করিব যে, যখন তুমি অরাতিগণের সেনামধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিংহনাদ করিবে, তখন আমি আত্মস্বরে তোমার স্বর উচ্চৈস্তর করিব এবং ধনঞ্জয়ের ধ্বজারূঢ় হইয়া এমন ভয়ানক চীৎকার করিব যে, সেই চীৎকারই শত্রুগণের কালান্তক হইবে ও তোমরা তদ্দ্বারা তাহাদিগকে অক্লেশে সমরশায়ী করিবে।

হনুমান্ এই রূপে ভীমের সহিত সম্ভাষণাদি পরিসমাপ্ত করিয়া তাহাকে কুবেরসরসীর পথ প্রদর্শন-পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত হনুমান্ অন্তর্হিত হইলে, ভীমসেন তন্নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বনপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ গন্ধমাদন গিরি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণে কপিবরের কলেবর ও অলৌকিক শ্রী এবং দাশরথির মাহাত্ম্য ও মহানুভাবতা নিরন্তর জাগরূক রহিল। অনন্তর তিনি সৌগন্ধিকবনের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া কোন স্থানে কুসুমসুষমা সম্পন্ন কত শত রমণীয় বন ও উপবন, কোন স্থানে বিকশিত তরুরাজিবিরাজিত নদ নদী, কোন স্থানে সজল জলদজালতুল্য পঙ্কদিগ্ধাঙ্গ প্রমত্ত মাতঙ্গ সমূহ, কোন স্থানে বরাহ, মহিষ ও শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদ সকল এবং কোন স্থানে বা যূথবদ্ধ চপলাপাঙ্গ কুরঙ্গ ও কবলিতশস্প কুরঙ্গবধূরে নয়নগোচর করিলেন। সমীরণসঞ্চালিত আরণ্য পাদপগণ যেন কুসুমসুরভিত কোমল কিসলয়রূপ কর প্রসারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। সুরম্যসলিল সরোবর যেন পদ্মরূপ অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক মত্ত মধুকরের স্বরচ্ছলে তাঁহার স্তুতি পাঠ করিতেছে। ভীমসেন কুসুমিত পর্ব্বতসানুতে মনঃ ও নয়ন নিমগ্ন করিয়া দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয় সহকারে ত্বরিত পদে গমন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে মহাসত্ত্ব ভীমসেন সেই হরিণ-সেবিত কাননে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক মনোহর তরঙ্গিণী গন্ধমাদন পর্ব্বতের মালাস্বরূপ হইয়া শোভা পাইতেছে; তথায় হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে এবং সেই স্রোতস্বতীর সলিলে তরুণভানু সন্নিভ প্রীতিজনক সৌগন্ধিকবন শোভমান রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পূর্ণমনোরথ হইয়া সর্ব্বদাই কেবল বনবাস-ক্লিষ্টা প্রিয়তমাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভীমসেন প্রীতি-প্রফুল্ল চিত্তে কুবেরসরসীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। ঐ সরসী কৈলাসশিখর, কুবের-ভবন ও গিরিনির্ঝরের অনতিদূরে সানু-প্রদেশে সমুৎপন্ন বলিয়া যার়পরনাই মনো-হারিণী হইয়াছে। তীরসম্ভূত তরু ও লতারাজী বিপুল ছায়া বিস্তারপূর্ব্বক উহার সমধিক সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে; উহাতে বিবিধ সরোজরাজী প্রস্ফুটিত হইয়াছে; নানাবিধ জলচর পক্ষিগণ সুখে সঞ্চরণ করিতেছে। উহার সলিল নির্ম্মল, শীতল, লঘু ও অমৃতের ন্যায় সুস্বাদ; তীর্থ সকল সুনির্ম্মিত ও সুশোভিত; উহাতে কর্দ্দমের লেশ নাই ও অবগাহনেরও ক্লেশ নাই।

ভীমসেন ইচ্ছামত উহার জলপান করিয়া তত্রস্থ সৌগন্ধিকবনের প্রতি দৃষ্টি-পাত করিলেন। উহার কুসুম অতি মনো-হর; পত্র সকল কাঞ্চনময়; গন্ধ অতি রমণীয়; নাল বৈদুর্য্যমণিতে নির্ম্মিত; হংস ও কারণ্ডবগণের সঞ্চালনে বিমল পরাগ সকল সমুত্থিত হইতেছে। ঐ সরো-বর মহাত্মা রাজরাজের ক্রীড়াস্থান; দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, ঋষি, যক্ষ ও কিন্নরগণের পূজনীয়; ক্রোধবশ নামক শত সহস্র রাক্ষস উহার সংরক্ষক। ভীমসেন অজি-নাদি মুনিবেশ ও খড়্গাদি বীরপরিচ্ছদ গ্রহণপূর্ব্বক নির্ভয়ে গমন করাতে যক্ষাধি-কারে নিযুক্ত রাক্ষসগণ তাঁহার তাদৃশ বিরুদ্ধ বেশ অবলোকন করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এই পুরুষবর অজিন পরিধান অথচ আয়ুধ গ্রহণ করিয়া এ স্থানে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করা উচিত। অনন্তর তাহারা ভীমসেনের সমীপে গমন করিয়া দর্পপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল, হে পুরুষ! তুমি কে? তোমার মুনিবেশ ও বীরবেশ দুই দেখি-তেছি; অতএব কি নিমিত্ত এ স্থানে আগমন করিয়াছ? বল।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসগণ! আমি মহারাজ পাণ্ডুর নন্দন, যুধিষ্ঠিরের অনুজ, আমার নাম ভীমসেন; আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরী তীর্থে আগমন করিয়াছি। একদা প্রিয়তমা পাঞ্চাল-নন্দিনী সেই আশ্রমে একটি সৌগন্ধিক পুষ্প অবলোকন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, ঐ পুষ্পটি এই স্থান হইতেই বায়ুবেগ-সহকারে তথায় নীত হইয়াছিল। তিনি তদবধি সেই রূপ অধিকসংখ্যক পুষ্প প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়াছেন। আমি তাঁহার প্রিয়কারী; এক্ষণে তাঁহার অভিলষিত পুষ্প চয়ন করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছি।

রাক্ষসগণ কহিল, হে ভীমসেন! এই সরোবর যক্ষরাজের অতি প্রিয়তম ক্রীড়া-স্থান; কোন মর্ত্ত্যধর্ম্মা এস্থানে বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। দেব, দেবর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ

না করিয়া ইহার জলপান বা এই স্থানে বিচরণ করেন না। যে কোন দুর্ব্বৃত্ত, ধনেশ্বরকে অবমাননা করিয়া অন্যায়াচরণ-পূর্ব্বক এই স্থানে বিচরণ করিতে বাসনা করে, তাহাকে কালকবলে প্রবিষ্ট হইতে হয়, সন্দেহ নাই। তুমি যদি কুবেরকে অনাদর করিয়া বলপূর্ব্বক সৌগন্ধিক হরণ করিতে উৎসুক হও, তাহাহইলে কি প্রকারে আপনাকে ধর্ম্মরাজের ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেছ ? হে বৃকোদর ! এক্ষণে যক্ষরাজকে আমন্ত্রণ করিয়া ইহার জল পান ও পদ্ম আহরণ কর; নতুবা উহার প্রতি নেত্রপাতও করিও না।

ভীমসেন কহিলেন, হে রাক্ষসগণ ! এক্ষণে ধনেশ্বরকে এস্থানে অবলোকন করিতেছি না; অতএব কাহাকে আমন্ত্রণ করিব ? ফলতঃ সাক্ষাৎকার হইলেও তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে পারিব না; কারণ ভূপালগণের ঈদৃশ সনাতন ধর্ম্ম প্রচলিত আছে যে, তাহারা কুত্রাপি যাচ্ঞা করেন না। আমি কোন প্রকারে ক্ষাত্র ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে অভিলাষ করি না; বিশেষতঃ এই সরোবর মহাত্মা কুবেরের ভবনে উৎপন্ন হয় নাই; ইহা পর্ব্বতনির্ঝরে জন্মিয়াছে; অতএব ইহাতে কুবেরের যেরূপ, সকল লোকেরই সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব এবম্বিধ স্থলে কোন্ ব্যক্তি কাহার নিকটে যাচ্ঞা করিয়া থাকে ?

মহাবল ভীমসেন রাক্ষসগণকে এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া সরোবরে অবগাহন করিলেন। রাক্ষসগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে ভৎসনাপূর্ব্বক নিষেধ করিতে লাগিল; কিন্তু ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাহাতে কর্ণ-পাতও করিলেন না। অনন্তর রাক্ষসগণ রোষ-সহকারে ভীমসেনকে ধর, বধ কর, ছেদন কর, পাক কর, ভক্ষণ কর, বলিয়া উদ্যতশস্ত্রে বিবৃত্ত নেত্রে দ্রুতপদে বৃকো-দরকে যেমন আক্রমণ করিল, অমনি তিনি কাঞ্চনপট্টমণ্ডিত যমদণ্ডতুল্য গদা গ্রহণ পূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া প্রচণ্ডবেগে তাহাদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তাহারাও জিঘাংসা-পরবশ হইয়া তোমর, পট্টিশ প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধসহকারে সহসা ভীমসেনকে পরিবেষ্টন করিল। ভীমসেন কুন্তীর গর্ভে পবনের ঔরসে উৎপন্ন; শূর, তরস্বী, অরাতিগণের কালান্তক; সত্য, ধর্ম্ম ও পরাক্রমে অনুরক্ত এবং দুর্দ্ধর্ষ; সুতরাং অনায়াসে শাত্রবগণের শরজাল সংহারপূর্ব্বক সেই পুষ্করিণী-সমীপে তাহা-দিগের শত শত যোদ্ধারে মৃত্যুমুখে প্রবে-শিত করিলেন।

ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমসেনের বিদ্যা, বল ও বাহুবীর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত এবং তাহা সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সহসা সমরপরাঙ্মুখ হইল। ভীমসেন তাহাদিগকে এরূপ আঘাত করিয়াছিলেন যে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া পরিশেষে শূন্য পথ অবলম্বনপূর্ব্বক কৈলাশ-শৃঙ্গে পলায়ন করিল। যেমন দেবরাজ দানবগণকে পরাক্রমে পরাজিত করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ ভীমসেন নিশাচরগণকে অপসারিত করিয়া সরোবরে অবগাহন-

পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে সরোরুহ গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার পীযূষসম সলিল পান করিয়া সমধিক তেজস্বী হইয়া উঠিলেন।

এ দিকে ভীমবল তাড়িত রাক্ষসগণ সভয় চিত্তে ধনেশ্বরের সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভীমসেনের বলবীর্য্য প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিল। কুবেরদেব সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, হে রক্ষিগণ! ভীমসেন পাঞ্চালকুমারীর নিমিত্ত কমল চয়ন করিতেছেন; অতএব তিনি স্বচ্ছন্দে সৌগন্ধিক গ্রহণ করুন। ক্রোধবশ রাক্ষসগণ অনুজ্ঞাত হইয়া ভীমসমীপে গমনপূর্ব্বক দেখিলেন, তিনি একাকী সেই সরোবরে সুখে সঞ্চরণ করিতেছেন।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমসেন সেই মহামূল্য অনেকরূপ বহুসংখ্যক সৌগন্ধিক কুসুম সংগ্রহ করিলেন। এ দিকে বদরিকাশ্রমে সংগ্রামসূচক খরস্পর্শ সমীরণ আবির্ভূত হইয়া বালুকা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ভয়ঙ্কর সনির্ঘাত উল্কা মহীতলে পতিত হইতে লাগিল; সূর্য্যদেব তিমিরে আচ্ছন্ন ও প্রভাশূন্য হইলেন; মৃগপক্ষিরা কর্কশ রব করিতে লাগিল। ভূমিকম্প, পাংশুবৃষ্টি, দিক্ সকল লোহিতবর্ণ ও সমুদায় জগৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহা ভিন্ন অন্যবিধ উৎপাতও উৎপন্ন হইতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে যুদ্ধদুর্ম্মদ পাণ্ডবগণ! সকলে সুসজ্জিত হও; বোধ হয়, কেহ আমাদিগকে পরাভব করিতে আসিতেছে। তিনি এই কথা কহিয়া চারি পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া ভীমসেনকে দর্শন না করিয়া কহিলেন, হে পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথা? কি কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া আছেন? এই সমরসূচক আকস্মিক উৎপাত চতুর্দ্দিকে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে দেখিয়া সেই সাহসপ্রিয় ভীমসেন কি সাহস প্রদান করিয়াছেন?

প্রিয়কারিণী প্রিয়তমা দ্রৌপদী কহিলেন, রাজন্! তিনি বায়ুবেগে আনীত একটী সৌগন্ধিক পুষ্প প্রাপ্ত হইয়া আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। আমি সেই কুসুমটী গ্রহণ করিয়া কহিলাম, যদি আপনি এই পুষ্প অধিক অবলোকন করিয়া থাকেন; তাহা হইলে শীঘ্র সেই সমুদায় পুষ্প আনয়ন করুন। বোধ হয়, সেই মহাবাহু আমার প্রতি স্নেহপরতন্ত্র হইয়া তদ্রূপ পুষ্প আহরণের নিমিত্ত এস্থান হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে গমন করিয়াছেন।

রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নকুল ও সহদেবকে কহিলেন, চল, আমরাও তাহার অনুবর্ত্তী হই। নিশাচরগণ নিতান্ত কৃশ ও পরিশ্রান্ত বিপ্রগণকে বহন করুক; হে অমরসঙ্কাশ ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন কর। ভীমসেন বায়ু ও বৈনতেয়-সমান তরস্বী; তিনি আকাশে উৎপতিত হইতে ও যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে

সমর্থ; তথাপি যখন এতাদৃশ বিলম্ব হইতেছে, তখন স্পষ্ট বোধ হয়, তিনি অতি দূরতর প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি ব্রহ্মবাদী সিদ্ধগণের নিকট অপরাধী না হন, এই জন্যই আমি তোমাদিগের প্রভাবে অগ্রে তাঁহার সহিত মিলিত হইব।

ঘটোৎকচ প্রভৃতি নিশাচরগণ কুবেরের সরসী-স্থান অবগত ছিল; তন্নিমিত্ত যে আজ্ঞা বলিয়া পাণ্ডব ও বিপ্রগণ প্রভৃতি সকলকে গ্রহণপূর্ব্বক প্রীতিপ্রফুল্ল মানসে দ্রুতপদে গমন করিয়া শুভকামনা সৌগন্ধিকবতী সরসীসমীপে সমুপস্থিত হইল।

মহাত্মা ভীমসেন তৎকালে সেই সরসীতীরে যুগান্তকালীন দণ্ডহস্ত অন্তকের ন্যায় ভুজদণ্ডে প্রচণ্ড গদা গ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধস্তব্ধনেত্রে স্বীয় অধরপত্র দংশন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন; বহুসংখ্যক যক্ষ নিহত হইয়া ধরাতলে নিপতিত রহিয়াছে। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও শরীর ভিন্ন; কাহারও বাহুদ্বয় ছিন্ন; কাহারও চক্ষুঃ বিদীর্ণ এবং কাহারও বা শিরোধরা বিচূর্ণিত হইয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই সকল অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার কি সাহস! এ কি করিয়াছ! তুমি কি দেবগণের অপ্রিয়াচরণ করিলে? যাহা হউক, যদ্যপি আমার প্রিয়কারী হও, পুনরায় আর এরূপ কর্ম্ম করিও না।

রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুশাসন বাক্য পরিসমাপ্ত হইলে, অমরোপম পাণ্ডবগণ সেই সকল কমল গ্রহণপূর্ব্বক সেই সরোবর তীরে বিহার করিতে লাগিলেন; এমত সময়ে উদ্যানরক্ষক রাক্ষসগণ আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মরাজ, মহর্ষি লোমশ, নকুল, সহদেব ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে অবলোকনমাত্র বিনয়াবনত হইয়া প্রণিপাত করিল। তখন রাজা ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিলে, তাহারাও প্রসন্নচিত্ত হইল। অনন্তর কুরুধুরন্ধরগণ কুবেরের অনুজ্ঞানুসারে গন্ধমাদন সানুতে ধনঞ্জয়ের প্রতীক্ষায় কিয়দ্দিন অতিবাহন করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! একদা রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সমক্ষে ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! পূর্ব্বে দেব ও মহাত্মা মুনিগণ যে যে স্থানে বিচরণ করিতেন, আমরা সেই সকল পবিত্র তীর্থ ও পৃথক্ পৃথক্ মনোহর বন অবলোকন করিয়াছি; ঋষি ও রাজর্ষিগণের পূর্ব্বচরিত এবং বিবিধ শুভাবহ কথা শ্রবণ করিয়াছি; সেই সকল আশ্রমে দ্বিজগণের সহিত স্নান, সলিল ও পুষ্পে দেবগণের তর্পণ এবং যথালব্ধ ফলমূলে পিতৃগণের অর্চ্চনা করিয়াছি; রমণীয় পর্ব্বত, সরোবর, সাগর ও ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা, নর্ম্মদা প্রভৃতি নানা তীর্থে ব্রাহ্মণগণের সহিত অবগাহন করিয়াছি; গঙ্গাদ্বার অতিক্রম করিয়া ভূরি ভূরি পর্ব্বত, হিমালয়, নর-নরায়ণাশ্রম, বিশাল বদরী, সিদ্ধদেবর্ষি-সেবিত দিব্য পুষ্করিণী দর্শন

করিয়াছি; ফলতঃ মহাত্মা লোমশের প্রসাদে কোন পুণ্যায়তন দর্শন করিতে অবশিষ্ট নাই। এক্ষণে ঐ সিদ্ধগণ-সেবিত পবিত্র বৈশ্রবণাবাসে গমন করিব, তাহার উপায় অন্বেষণ কর।

রাজা যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিতেছেন, এমত সময়ে আকাশবাণী আবির্ভূত হইল; "হে রাজেন্দ্র! এই বৈশ্রবণের আশ্রম হইতে সেই দুর্গম দেশে গমন করিতে সমর্থ হইবে না; অতএব যে পথ আশ্রয় করিয়া আগমন করিয়াছ, সেই পথ অবলম্বন করিয়া পুনরায় বদরিকাশ্রমে প্রতিগমন কর। তথা হইতে সিদ্ধচারণ সেবিত ফলকুসুম শোভিত বৃষপর্ব্বার আশ্রমে গমন করিবে। সেই আশ্রম অতিবর্ত্তনপূর্ব্বক আর্ষ্টিষেণাশ্রমে অধিবাস করিবে। তৎপরে ধনেশ্বরের নিবেশস্থান নয়নগোচর হইবে"। এই সময়েই সুখস্পর্শ সুশীতল সুগন্ধ গন্ধবহ কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলে ঐ দিব্যবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ধৌম্য যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! আর কি প্রত্যুত্তর করিব; এক্ষণে দৈববাণীর অনুসারে কার্য্য করুন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া ভীমসেন প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ, প্রিয়তমা পাঞ্চালী ও ব্রাহ্মণগণের সহিত বদরিকাশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় সম্পূর্ণ।

জটাসুরবধ পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা পার্থের আগমন প্রতীক্ষায় বিশ্বস্ত মনে ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাস পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন। ভীমসেনাত্মজ ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসেরা তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। ইত্যবসরে দুরাত্মা জটাসুর ভীমের অগোচরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে একান্ত অভিলাষী হইল এবং তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত পাণ্ডবদিগের ধনুঃ ও তূণীর গ্রহণের সমুচিত অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর সে আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মন্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক প্রতিদিন পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাকে ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অনুধাবনে অসমর্থ হইয়া পরম সমাদরে ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন।

একদা ভীমসেন মৃগয়ার্থ নির্গত হইলে এবং লোমশ প্রভৃতি মহর্ষিগণ কেহ স্নানার্থ কেহ বা পুষ্পচয়নার্থ গমন করিলে পর, এই সুযোগে জটাসুর বিকটাকার পরিগ্রহ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, পাণ্ডবত্রয় ও দ্রৌপদীকে হরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিল। সহদেব

সাতিশয় যত্নসহকারে অপসৃত হইয়া বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শত্রুহস্ত হইতে সাক্ষাৎ কালস্বরূপ কোষনিষ্কাশিত খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং মহাবীর ভীমকে মুক্তকণ্ঠে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির জটাসুরকে কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করিতেছ না, তোমার ধর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে; মনুষ্য, পশুপক্ষী, বিশেষতঃ রাক্ষসেরা সকলেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; রাক্ষসেরা ধর্ম্মের মূল; তাহারা ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করে। এক্ষণে তুমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমার সমীপে অবস্থান করিতে পার। দেবতা, ঋষি, সিদ্ধ, পিতৃ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, উরগ, পশু, পক্ষী, অন্যান্য তির্য্যগ্যোনিগত কীট ও পিপীলিকারা মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; তুমিও সেই মনুষ্য হইতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছ। মনুষ্যের সমৃদ্ধি দ্বারা তোমরা সুসম্পন্ন হইতেছ। দেবতারা মনুষ্য কর্ত্তৃক বিধিপূর্ব্বক প্রদত্ত হব্যকব্যদ্বারা পূজিত হইয়া পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকেন; অতএব মানবগণ শোকাভিভূত হইলে দেবতারা অবশ্যই শোকাকুল হইবেন। রাজ্য অরক্ষিত হইলে সুখ-সম্পত্তি লাভের সম্যক্ ব্যতিক্রম ঘটিয়া উঠে। হে রাক্ষস! এ নিমিত্ত আমরা রাজ্যের রক্ষা করিয়া থাকি। নিরপরাধ ভূপালগণের অবমাননা করা রাক্ষসদিগের নিতান্ত অবিধেয়। আমরা তোমাদিগের বিপ্রিয়াচরণ করি নাই; বরং প্রণতিপর হইয়া শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মণ ও গুরুলোক-দিগকে বিঘস ভোজন করাইয়া থাকি। হে দুর্ব্বুদ্ধে! মিত্র ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অনিষ্টাচরণ করিবে না এবং যাহা-দিগের অন্ন ভোজন ও আলয়ে অবস্থান করিতে হয়, তাহাদিগের অপকার করা নিতান্ত গর্হিত ও দোষাবহ। তুমি আমা-দিগের আলয়ে পরম সুখে ও সমাদরে বাস করিয়া অন্নপান দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছ; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত আমাদিগকে হরণ করিতে অভিলাষ করিয়াছ? তুমি অতি দুরাচার ও দুর্ম্মতি; তুমি বৃথা বর্দ্ধিত হইয়াছ; তোমার জীবনে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; অদ্য তোমার মৃত্যু সন্নি-কৃষ্ট হইয়াছে। যদি তোমার নিতান্ত মন্দ বুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে বা সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হইয়া থাক, তাহা হইলে এক্ষণে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর তুমি যদি অজ্ঞানতা-বশতঃ এই কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া থাক, তাহা হইলেও ইহলোকে কেবল অধর্ম্মভাগী ও অযশস্বী হইতে হইবে। অদ্য তুমি দ্রৌপদীকে স্পর্শ করিয়া কুম্ভে কালকূট আলোড়ন-পূর্ব্বক পান করিয়াছ!

এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুর্ভর ভার ধারণ করিলে রাক্ষস গুরুভারে একান্ত আক্রান্ত হইয়া পূর্ব্ববৎ শীঘ্র গমন করিতে অসমর্থ হইল। তখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও নকুলকে কহিলেন, তোমরা রাক্ষস হইতে আর শঙ্কিত হইও

না; আমি ইহার গতিশক্তি অপহরণ করিয়াছি; মহাবাহু ভীমসেন অতি দূর-বর্ত্তী নহেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই উপস্থিত হইয়া ইহার প্রাণ সংহার করিবেন। অনন্তর সহদেব সেই মূঢ়চেতন রাক্ষসকে লক্ষ্য করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! ক্ষত্রিয়েরা যুদ্ধে উদ্যত হইয়া শত্রু বিনাশ বা শরীর পতন করিলে ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের সৎ কার্য্য আর কি আছে? এক্ষণে রাক্ষস আমাদিগকে বধ করুক বা আমরাই রাক্ষসকে রণস্থলে সংহার করি; যাহা হয়, হইবে। অধুনা যুদ্ধের দেশ কাল সমুপস্থিত; আমাদিগের ক্ষত্র ধর্ম্মেরও সমুচিত অবসর প্রাপ্ত হইয়াছি; ইহাতে আমরা পরাজয় বা জয় লাভ করি, উভয়েতেই সদ্গতি প্রাপ্ত হইব। অদ্য যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতে দিবাকর অস্তাচলে গমন করেন, তাহা হইলে আমি আর আপনাকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব না। অরে দুরাচার রাক্ষস! স্থির হ; আমি পাণ্ডুসুত সহদেব; আমাকে বিনাশ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর; নতুবা তোকে সদ্যই বিনষ্ট হইয়া এই স্থলে শয়ন করিতে হইবে।

সহদেব ক্রোধভরে রাক্ষসকে এই রূপ তিরস্কার করিতেছেন, ইত্যবসরে ভীমসেন গদা ধারণপূর্ব্বক সবজ্র বাসবের ন্যায় যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সহদেব ভূমিস্থ হইয়া রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছেন। পরে কালোপহত চেতাঃ ইতস্তত ভ্রমণকারী দৈববল-বিনিবারিত এক রাক্ষসকে অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে হরণ করিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিলেন, রে পাপ! আমি পূর্ব্বে শস্ত্র পরীক্ষাকালেই তোর বলবীর্য্য সম্যক্ অবগত হইয়াছি; আমি ইচ্ছা করিলে তোর প্রাণ সংহার করিতে পারিতাম; কিন্তু যেহেতু তৎকালে তোকে বিনষ্ট করি নাই, এই নিমিত্ত নিশ্চয় জানিবি, তোর প্রতি আমার তাদৃশ আস্থা নাই। তুই ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া এত দিন প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিলি; কদাচ আমাদিগের অপ্রিয়াচরণ করিস্ নাই; বরং সাধ্যানুসারে আমাদিগের প্রিয় কার্য্য সংসাধন করিয়াছিস্। তৎকালে তুই অতিথি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি; আমি তখন বিনাপরাধে কি প্রকারে তোকে সংহার করি। এক্ষণে এই রূপ অবস্থায় তোকে নিশ্চয় রাক্ষস বোধ করিয়াও যে বিনাশ করে, তাহার নিশ্চয়ই নরকপাত হয়; কারণ তুই বালক; বালককে বধ করিবার বিধি নাই; কিন্তু যখন তোর এই রূপ বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, তোর শৈশব কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে! যেমন সরোবরস্থ মৎস্য সূত্রাবলম্বিত বড়িশ গ্রাস করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ তুই আজ কৃতান্তদত্ত কালসূত্র-গ্রথিত দ্রৌপদীহরণরূপ বড়িশ গ্রাস করিয়াছিস্; এক্ষণে কিরূপে প্রাণ রক্ষা করিবি? তুই যে প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিস, তথায় অগ্রেই তোর মনঃ গমন করিয়াছে, তোকে আর

গমনক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না; তুই এক্ষণে বকহিড়িম্বের পথে প্রস্থান করিবি।

রাক্ষস ভীমসেন কর্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ভীতমনে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল এবং রোষভরে অধর কম্পিত করিয়া ভীমকে কহিল, রে পাপ! আমি অনায়াসেই যাইতে পারিতাম; কেবল তোর নিমিত্তই বিলম্ব করিতেছি। তুই রণস্থলে যে সমস্ত রাক্ষসকে সংহার করিয়াছিস, অদ্য তোর রুধিরধারায় তাহাদিগের তর্পণ করিব। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ভীমসেন সাক্ষাৎ কালান্তক যমের ন্যায় ক্রোধভরে সৃক্কণী লেহন ও বাহ্বাস্ফোটন পূর্ব্বক রাক্ষসের প্রতি ধাবমান হইলেন। বলি যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের অভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন, রাক্ষসও সেই রূপ ক্রোধাবেশে বারংবার মুখ ব্যাদান ও সৃক্কণী লেহন করিয়া যুদ্ধাভিলাষী ভীমের প্রতি ধাবমান হইল; উভয়ের নিদারুণ বাহুযুদ্ধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া ভীমসেনের সাহায্যের নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। বৃকোদর সহাস্যমুখে তাঁহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, আমি একাকীই রাক্ষসকে সংহার করিতে সমর্থ হইব; তোমরা উভয়ে কেবল অবলোকন কর। আমি এক্ষণে আত্মা, ভ্রাতৃগণ, ধর্ম্ম, সুকৃত ও যজ্ঞদ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি, নিশ্চয়ই এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত বীরদ্বয় স্পর্দ্ধা করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন এবং একান্ত অসহমান হইয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা জলধরের ন্যায় গভীর গর্জন ও সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া অন্যোন্যের প্রতি বৃক্ষোৎপাটনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কখন কখন ক্রোধে একান্ত অধীর ও পরস্পরের বধে কৃতসংকল্প হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; তাঁহাদিগের ঊরুদেশের আঘাতে বৃক্ষ সকল ভগ্ন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যেমন বালী ও সুগ্রীব ভার্য্যার্থী হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেই রূপ ইঁহারাও উভয়ে মহীরুহ বিনাশন বৃক্ষযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মুহুর্মুহুঃ সিংহনাদ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মহীরুহ সকল বিঘূর্ণিত করিয়া মুহূর্ত্ত কাল পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিলেন। এই রূপে তত্রস্থ বৃক্ষ সমুদায় নিপতিত ও জর্জ্জরিত হইল। অনন্তর যেমন পর্ব্বতযুগল জলধরজালদ্বারা যুদ্ধ করে, সেই রূপ তাঁহারাও ক্রোধাভিভূত হইয়া তীব্রবেগ বজ্রের ন্যায় উগ্ররূপ অতি প্রকাণ্ড উপলখণ্ডদ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। পরে মাতঙ্গের ন্যায় বলদৃপ্ত ও ধাবমান হইয়া বাহুযুগল দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ ও দৃঢ়তর মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, রণস্থলে অনবরত কট্‌কটা শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহাবীর ভীমসেন পঞ্চশীর্ষ

উরগের ন্যায় মুষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া মহাবেগে রাক্ষসের গ্রীবাদেশে প্রহার করিলেন, এবং প্রহারবেগে তাহাকে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত অবলোকন করিয়া সমধিক উৎসাহযুক্ত হইলেন। পরে রাক্ষসকে উৎক্ষিপ্ত ও পৃথিবীতে নিষ্পোষিত করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল চূর্ণিকৃত করিয়া তলপ্রহার দ্বারা শিরশ্ছেদন করিলেন। জটাসুরের সন্দষ্টাধর ও নিবৃত্তনয়নসংযুক্ত মস্তক শোণিতলিপ্ত হইয়া বৃক্ষের ফলের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল। তখন ভীমসেন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় দ্বিজাতিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসন্নিধানে আগমন করিলেন।

জটাসুরবধ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

যক্ষযুদ্ধ পর্ব্বাধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! এই রূপে সেই রাক্ষস নিহত হইলে পর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই বদরিকাশ্রমে আগমনপূর্ব্বক পুনরায় বাস করিতে লাগিলেন। তিনি একদা আপনার ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে সমীপে আনয়ন পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিল; আমরা বনে বনে ভ্রমণ করিয়া নির্বিঘ্নে চারি বৎসর অতিবাহিত করিলাম। মহাবীর ধনঞ্জয় পঞ্চম বৎসরে আমাদের নিকটে আসিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন। আমরা এক্ষণে পুষ্পিত দ্রুম সমুদায়ে সুশোভিত; মত্ত কোকিল, ষট্পদ, চাতকগণে পরিবৃত, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয় ও হরিণকুলসঙ্কুল, বিবিধ হিংস্র শ্বাপদ ও রুরু সমূহ ব্যাপ্ত, প্রফুল্ল সহস্রদল ও শতদল পদ্ম, নীলোৎপল এবং অন্যান্য বিবিধ উৎপলে সুশোভিত, পরম পবিত্র, সুরাসুরগণ নিষেবিত, নিত্যোৎসব-পরিপূর্ণ, গিরিবরাগ্রগণ্য এই কৈলাশ পর্ব্বতে সেই অর্জ্জুনের দর্শনাভিলাষে ও উদ্দেশে আগমন করিয়াছি। অমিততেজাঃ ধনঞ্জয় আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি বিদ্যাশিক্ষার্থ পাঞ্চ বৎসর সুরলোকে বাস করিবেন; এখন আমরা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়া সংগৃহীতাস্ত্র অরাতিনিপাতন গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয়কে দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে পুনরায় আগমন করিতে দেখিব।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়িনী-সমবেত স্বীয় ভ্রাতৃগণকে এইরূপ কহিয়া তপোধন ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সমীপে ও আপনাদের সেই পর্ব্বতে সমাগমনের কারণ নিবেদন করিলেন। তখন পাণ্ডুনন্দনগণ পরম প্রীত উগ্রতপাঃ তপোধনগণকে প্রদক্ষিণ করিলে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরের বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! তোমার এই ক্লেশ চিরস্থায়ী নহে; তুমি পরিণামে পরম সুখ সম্ভোগ

করিবে; তুমি ক্ষাত্রধর্ম্ম-প্রভাবে অচিরাৎ এই দুঃখসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পৃথিবী পরিপালন করিবে।

এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন তপোধনগণের সেই সমুদায় বাক্য শ্রবণানন্তর সেই সকল ব্রাহ্মণ ও স্বীয় ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহর্ষিলোমশ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গমন করিলেন। রাক্ষসগণ তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। ভ্রাতৃগণ-সমবেত মহারাজ যুধিষ্ঠির কোন কোন স্থানে পদব্রজে কোথাও বা রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক উহ্যমান হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তিনি বহুবিধ ক্লেশ চিন্তা করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সমুদায়ে সমাকীর্ণ উত্তর দিকে গমন করিলেন। তিনি তৎকালে কৈলাশ গিরি, মৈনাক পর্ব্বত, গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বত, হিমাচল ও অন্যান্য শৈল সমুদায়ের উপরিস্থ নদী সকল অবলোকন করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে পাণ্ডবগণ ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন করিয়া সপ্তদশ দিবসে পরম পবিত্র হিমাচলের পৃষ্ঠদেশে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় গন্ধমাদনের সমীপস্থ বিবিধ পুষ্পিত দ্রুম ও সলিলাবর্ত্ত সমুদায়ে সমাবৃত পরম পবিত্র রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম অবলোকন করিলেন। তখন অরাতি নিপাতন পাণ্ডবগণ সেই ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষির সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পুত্রবৎ অভিনন্দিত ও সৎকৃত হইয়া তথায় সপ্ত রাত্রি বাস করিলেন। অষ্টম দিবস সমুপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকবিশ্রুত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বাকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সেই পারিবর্হ ও এক এক করিয়া সমুদায় বিপ্রগণকে বৃষপর্ব্বার নিকট ন্যস্ত করিয়া তাঁহার আশ্রমে সমুদায় যজ্ঞপাত্র, রত্ন ও আভরণ সকল রাখিলেন। অনন্তর ত্রিকালজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ ধর্ম্মাত্মা বৃষপর্ব্বা তাঁহাদিগকে গমনের অনুমতি করিলেন।

তখন মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তর দিকে গমন করিলে, মহামতি বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে বিপ্রগণের সন্নিধানে পাণ্ডবগণকে ন্যস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও পথোপদেশ প্রদান করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অনন্তর সত্যবিক্রম যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে পাদচারে গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা দ্রুমযুক্ত শৈলশৃঙ্গে বাস করিয়া চতুর্থ দিবসে কৈলাস পর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন। ঐ পর্ব্বতের আকার ঘনঘটার ন্যায়; উহাতে নানা স্থানে জলাশয় এবং বহুবিধ মণি, কাঞ্চন ও রৌপ্যের স্তূপ সকল শোভমান হইতেছে।

পাণ্ডবগণ বৃষপর্ব্বোপদিষ্ট পথে সমুপস্থিত হইয়া বিবিধ পর্ব্বত অবলোকন করিয়া আপনাদিগের গন্তব্য প্রদেশাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ধৌম্য, লোমশ, দ্রৌপদী ও পাণ্ডুতনয়গণ একত্র

মিলিত হইয়া ক্রমে উপর্য্যুপরিস্থ গিরি-গুহা সমুদয় ও অন্যান্য সুদুর্গম প্রদেশ-সকল পরম সুখে অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। উঁহাদের মধ্যে কেহই সেই সুদুর্গম প্রদেশাতিক্রমণে অবসন্ন হইলেন না; অবশেষে নানাবিধ মৃগ, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, শাখামৃগ, বিবিধ পদ্মযুক্ত সরোবর ও পল্বলে সঙ্কীর্ণ সুমনোহর মাল্যবান্ পর্ব্বতে সমুপস্থিত হইলেন।

পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল। ঐ পর্ব্বত কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসস্থান; বিদ্যাধর ও কিন্নরীগণ উহাতে সতত বিচরণ করিতেছে; সিংহ, ব্যাঘ্র ও গজ সকল নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে; শরভগণ ঘোরতর নিনাদ করিতেছে ও নানাবিধ মৃগগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। দ্রৌপদী-সমবেত পাণ্ডুতনয়গণ পরম পরিতুষ্ট চিত্তে বিপ্রগণসমভিব্যাহারে সেই মনোহর হৃদয়নন্দন নন্দনবনতুল্য গন্ধমাদনবনে ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিলেন; তথায় বিহগমুখ-সমীরিত শ্রোত্র-রম্য মনোহর সুমধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং বহুবিধ সুমধুর ফলভারাবনত আম্র, আম্রাতক, কর্ম্মরঙ্গ, নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জীর, দাড়িম, বীজপূরক, পনস, লকুচ, কদলী, খর্জ্জুর, অনম্ন, বেতস, পারাবত, চম্পক, নীপ, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বু, কুঙ্কুম, বদরী, প্লক্ষ, উড়ুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিকা, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতক, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ এবং প্রভূত পুষ্পসুশোভিত চম্পক, অশোক, কেতক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, পাটল, কুটজ, মন্দার, ইন্দীবর, পারিজাত, কোবিদার, দেবদারু, শাল, তাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলী, কিংশুক, শিংশপা, সরল ও অন্যান্য বৃক্ষ সমুদয়ে উহার সানুপ্রদেশ শোভিত দেখিলেন। ঐ সমুদায় বৃক্ষে চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবঞ্জীব, প্রিয়ক, চাতক প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; স্থানে স্থানে সুশীতল জলশালী সরোবর সকলে কুমুদ, কহ্লার, কোকনদ, কমল ও পুণ্ডরীক প্রভৃতি বিবিধ জলজ পুষ্প শোভিত হইতেছে; তাহাতে কাদম্ব, কুরর, কারণ্ডব, চক্রবাক, জলকুক্কুট, প্লব, হংস, বক, মদ্গু প্রভৃতি জলচর পক্ষি-সকল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। পদ্ম-ষণ্ডমণ্ডিত কমলাকর সমূহে তামরস-রস পানে উন্মত্ত, পদ্মোদরচ্যুত কিঞ্জল্করাগে রঞ্জিত মধুকরগণ মধুর স্বরে গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিতেছে। অদূরে পর্ব্বতসানুস্থ লতা-মণ্ডপে সবিলাস মদাকুল ময়ূরকুল মেঘ-নির্ঘোষ শ্রবণে মদনোন্মত্ত হইয়া প্রিয়া সমভিব্যাহারে বিচিত্র কলাপ সমুদায় বিস্তার করিয়া নৃত্য করিতেছে। কোন কোন ময়ূর প্রণয়িনী সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছে; কতকগুলি লতাসঙ্কীর্ণ কুটজ বৃক্ষের শাখায় উদ্ধতের ন্যায় উপবিষ্ট হইয়া কলাপনিচিত মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছে এবং কতকগুলি তরুকোটরে বাস

করিতেছে। গিরিশৃঙ্গে সুবর্ণবর্ণ, কুসুমসম্পন্ন সিন্ধুবার সমুদায় শোভা পাইতেছে; দেখিলে বোধ হয়, যেন মন্মথের তোমর সকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। স্থানে স্থানে অত্যুৎকৃষ্ট কর্ণপূর সমুদায়ের ন্যায় বিকসিত কর্ণিকার ও কন্দর্পশর সমুদায়ের ন্যায় কামিজনগণের ঔৎসুক্যজনক প্রফুল্ল কুরুবক সকল পর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। কোথাও তিলকের ন্যায় তিলক কুসুম শোভা পাইতেছে; কোথাও মনোহর সহকারমঞ্জরী সকল অনঙ্গশরের ন্যায় শোভিত হইতেছে ও ভ্রমরকুল ঐ সমুদয়ের উপর উপবেশন করিয়া গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে; কোথাও তরু সমুদায় লোহিত, কৃষ্ণ, পীত প্রভৃতি নানাবর্ণ পুষ্পে অতীব শোভমান হইতেছে। শাল, তমাল, পাটল, বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ সমুদায় মালার ন্যায় শৈলশিখরে সংসক্ত রহিয়াছে। সানুতে বিমল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, কলহংস প্রভৃতি পাণ্ডুরচ্ছদ পক্ষিসমুদয়সঙ্কুল, সারসগণ-নিনাদিত, পদ্ম ও উৎপল প্রভৃতি জলপুষ্পে সুশোভিত, সুশীতল জলসম্পন্ন সরোবর সকল শোভা পাইতেছে।

এই রূপে মহাবীর পাণ্ডুনন্দনগণ চতুর্দ্দিকে সুগন্ধি মাল্য, সুস্বাদু ফল, মনোহর সরোবর ও রমণীয় তরুরাজি দর্শন করিয়া বিস্ময়বিকসিত লোচনে গন্ধমাদনবনে প্রবেশ করিলেন। কমল, কহ্লার, উৎপল ও পুণ্ডরীকের সুবাসে সুবাসিত ও সুখস্পর্শ সমীরণ তাঁহাদের অঙ্গ স্পর্শ করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভীম! এই গন্ধমাদন-কাননের কি অপূর্ব্ব শোভা! এই মনোহর বনে ফল-পুষ্পোপশোভিত বিবিধ কাননজ দিব্য দ্রুম ও লতা সমুদায়ের উপরিভাগে পুংস্কোকিলকুল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; এই গন্ধমাদন-সানুতে কোন বৃক্ষই কণ্টকিত বা অপুষ্পিত নাই; সমুদায় বৃক্ষেরই ফল ও পত্র স্নিগ্ধ। প্রফুল্ল পঙ্কজোপরি ভ্রমরকুল গুণ্ গুণ্ স্বরে ধ্বনি করিতেছে; করিকুল করেণুগণ সমভিব্যাহারে নলিনীদল বিলোড়ন করিতেছে। এই গন্ধমাদনে নানা কুসুমগন্ধযুক্ত বনরাজিতে অলিকুল উপবিষ্ট হইয়া মনোহর স্বর গান করিতেছে। ঐ দেখ, দেবগণের ক্রীড়াভূমি বিরাজমান রহিয়াছে; হায়! আমরা মানবজাতির অগম্য স্থানে আসিয়াছি; আমরা সিদ্ধ হইয়াছি; হে বৃকোদর! ঐ দেখ, গন্ধমাদন সানুতে পুষ্পিতাগ্র লতা সমুদায় কুসুমভারাবনত বৃক্ষে সংসক্ত রহিয়াছে; ঐ ময়ূর সকল ময়ূরীগণ সমভিব্যাহারে কেকারব করিতেছে। চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল ও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণ এই সমুদয় সুপুষ্পিত বৃক্ষের প্রতি ধাবমান হইতেছে। রক্ত, পীত প্রভৃতি নানা বর্ণে সুশোভিত বহুবিধ বিহঙ্গমগণ ও চকোরকুল পাদপের অগ্র ভাগে অবস্থিতি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিতেছে। ঐ হরিতারুণবর্ণ শাদ্বলের সমীপবর্ত্তী শৈলপ্রস্রবণে সারসগণ বিচরণ করিতেছে। ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক ও

কঙ্ক পক্ষিগণ সর্ব্বভূত-মনোরম সুমধুর ধ্বনি করিতেছে। করেণুসমবেত চতুর্দ্দন্ত কুঞ্জরকুল বৈদূর্য্যবর্ণ মহাসরোবর ক্ষুব্ধ করিতেছে। শৈলশিখরস্থিত নানাবিধ প্রস্রবণ হইতে তালতরুসদৃশ বারিধারা নিপতিত হইতেছে। ভাস্কর করনিকরের ন্যায়, শারদ পয়োধরপুঞ্জের ন্যায় রজতাদি নানা ধাতু এই মহাশৈলকে শোভিত করিতেছে। কোথাও অঞ্জনবর্ণ, কোথাও কাঞ্চনসন্নিভ, কোথাও হরিতাল সদৃশ, কোথাও বা হিঙ্গুলবর্ণ ধাতু সকল শোভমান হইতেছে। রজতাদি নানা ধাতুপরিপূর্ণ, সন্ধ্যাভ্রসদৃশ মনঃশিলা ও গুহা সমুদায় এই মহাপর্ব্বতের শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্বেত লোহিতবর্ণ গৈরিক ধাতু এবং সিত, অসিত ও বাল-সূর্য্যসদৃশ অন্যান্য বহুবিধ ধাতু সকল এই পর্ব্বতের সুষমা বিস্তার করিতেছে। ঐ দেখ, গন্ধর্ব্ব সকল স্ব স্ব প্রণয়িনী ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতেছে। তানলয়বিশুদ্ধ সর্ব্বভূতমনোহর সঙ্গীত ও সাম গীত শ্রুত হইতেছে। ঐ দেখ, কলহংসগণসঙ্কীর্ণ ঋষিকিন্নর-সেবিত পরম পবিত্র দেবনদী মহাগঙ্গা বিরাজিত হইতেছেন। হে ভীমসেন! বিবিধ ধাতু, সরিৎ, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোহর কানন ও বিবিধাকার শতশীর্ষ সর্পকুলে আকীর্ণ এই শৈলরাজ গন্ধমাদন অবলোকন কর।

অনন্তর প্রীতিপ্রফুল্লচিত্ত, অরাতি-নিপাতন, মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়গণ বারংবার সেই গন্ধমাদন পর্ব্বত অবলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। তৎপরে তাঁহারা বিবিধ ফলশালী মহীরুহ ও মাল্য সমূহে পরিশোভিত, উগ্রতপাঃ তপঃকৃশ, ধমনিব্যাপ্তকলেবর, সর্ব্বধর্ম্মপারগ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম অবলোকন করিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, সেই তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া আপনার নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব সেই রাজর্ষিকে অভিবাদন-পূর্ব্বক তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিলেন। পাণ্ডবপুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্য ও সেই শংসিতব্রত রাজর্ষিকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণ স্বীয় দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে পাণ্ডুনন্দন বোধে তাঁহাদিগকে উপবেশন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির রাজর্ষির আদেশানুসারে ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলে ধর্ম্মাত্মা আর্ষ্টিষেণ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সমাদরপূর্ব্বক অনাময় প্রশ্ন করিয়া যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! আপনার ত অধর্ম্মে মতি নাই? সর্ব্বদাই ত ধর্ম্মে প্রবৃত্তি আছে? মাতাপিতার আজ্ঞা পালন ও শ্রদ্ধাদি সম্পাদনে ত পরাঙ্মুখ হন না?

আপনি ত বিদ্বান্, বৃদ্ধ, গুরুজন ও বেদপারগদিগকে পূজা করিয়া থাকেন? পাপকর্ম্মে ত মতি নাই? আপনি ত পুণ্য কর্ম্মের সমাদর ও পাপ কর্ম্মের পরিহার করিয়া থাকেন? আত্মশ্লাঘা ত কখন করেন না? সাধুগণকে ত যথা যোগ্য সম্মান করিয়া আনন্দিত করেন? বনে বাস করিয়াও ত ধর্ম্মপথাবলম্বী রহিয়াছেন? মহাত্মা ধৌম্য ত আপনার আচার সন্দর্শনে পরিতপ্ত হন না? আপনি স্বীয় পূর্ব্বপুরুষাচরিত দান, ধর্ম্ম, তপঃ, শৌচ, আর্জ্জব ও তিতিক্ষায় ত নিয়ত রত রহিয়াছেন? রাজর্ষিগণপ্রস্থিত মার্গে ত গমন করিয়া থাকেন? হে ধর্ম্মনন্দন! পিতৃগণ স্ব স্ব কুলসম্ভূত পুত্ত্রপৌত্ত্রাদির অসৎ ও সৎ কর্ম্ম সন্দর্শনে ইহাদিগের অধর্ম্মে আমাদিগকে সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও ইহাদিগের ধর্ম্মবলে আমরা অতুল সুখসম্পত্তি সম্ভোগ করিব, এই মনে করিয়া শোক ও আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতা, মাতা, অগ্নি, গুরু ও আত্মা এই পাঁচ জনকে পরিতুষ্ট করিতে পারে, তাহার উভয় লোক জয় করা হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাকে যেরূপ ধর্ম্ম কহিলেন, আমি স্বীয় সাধ্যানুসারে বিধিবৎ তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

আষ্টিষেণ কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! জলপায়ী, বায়ুভক্ষ ও গগনচারী মহর্ষিগণ প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই পর্ব্বতে আগমন করিয়া থাকেন। পরস্পরানুরক্ত নায়কনায়িকাগণ এই পর্ব্বতশৃঙ্গে কিম্পুরুষগণের ন্যায় পরম সুখে বাস করে। বহুসংখ্যক অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বগণ নানাবিধ পরিস্কৃত বসনাভরণভূষিত হইয়া বিচরণ করে। মাল্যধারী প্রিয়দর্শন বিদ্যাধরগণ, মহোরগ সকল ও সুপর্ণ সমুদায় এই স্থানে সতত অবস্থান করে। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গের ধ্বনি হইয়া থাকে; উহা এই স্থানে অবস্থিতি করিয়াই শ্রবণ করুন; তথায় যাইবার বাসনা করিবেন না; কারণ সে স্থান অতি দুর্গম। ইহার পর দেববৃন্দের বিহারস্থান; তথায় মনুষ্যগণের গমন করিবার শক্তি নাই। ঈষৎ অব্যবস্থিতচিত্ত ব্যক্তিও ঐ স্থানে গমন করিলে তত্রত্য প্রাণিগণ তাহাদিগকে দ্বেষ করে ও রাক্ষসগণ তাড়ন করে। হে যুধিষ্ঠির! এই কৈলাস পর্ব্বতের শিখর অতিক্রম করিলে পর পরম সিদ্ধ দেবর্ষিগণের স্থান দৃষ্ট হয়। যদি কোন মনুষ্য চপলতাপ্রযুক্ত ঐ স্থানে গমন করে, তাহা হইলে রাক্ষসগণ শূলপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা তাহাকে তাড়ন করে। ধনাধিপতি কুবের প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে সমুপস্থিত হইলে সমুদায় প্রাণিগণ তাঁহাকে সমুদিত সূর্য্যের ন্যায় নিরীক্ষণ করে। সেই সময় গুহ্যকেশ্বরের উপাসনার্থ সমাগত গায়কশ্রেষ্ঠ তুম্বুরুর গীত ও সামধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। হে যুধিষ্ঠির! এই স্থানে সমুদায় প্রাণিগণ

প্রতি পর্ব্বসন্ধিতে এই রূপ নানাবিধ বিচিত্র বস্তু দর্শন করে।

হে পাণ্ডবগণ! যত দিন আপনারা অর্জ্জুনের দর্শন প্রাপ্ত না হইবেন, তাবৎ-কাল এই সমুদায় মুনিভোজ্য সুরসফল ভক্ষণ করিয়া এই স্থানে বাস করুন। এই স্থানে আগমন করিয়া চঞ্চল হওয়া অতি অকর্ত্তব্য। হে বৎসগণ! আপনারা এক্ষণে এই স্থানে কিয়দ্দিন স্বেচ্ছানুসারে বাস ও বিহার করিয়া পরিশেষে স্বীয় শস্ত্র-বলে পৃথিবী জয় করিয়া পালন করিবেন।

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনি-সত্তম! আমার পূর্ব্ব পিতামহ মহাত্মা পাণ্ডুতনয়েরা গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ ভগবান্ আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে কত কাল বাস করি-য়াছিলেন? তথায় সেই মহাবল পরা-ক্রান্ত বীরপুরুষেরা কি কি কর্ম্ম করিয়া-ছিলেন এবং কোন্ কোন্ দ্রব্য আহার করিতেন তৎসমুদায় সংকীর্ত্তন করুন। মহাবীর্য্য ভীমসেন হিমাচলে যে যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন। হে দ্বিজোত্তম! তাঁহার সহিত যক্ষদিগের কি পুনর্ব্বার যুদ্ধ হয় নাই? তাঁহারা কি বৈশ্রবণের সহিত মিলিত হইয়াছেন? আর্ষ্টিষেণ কহিয়াছেন, তথায় কুবের আগমন করিয়া থাকেন। হে তপোধন! আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তর শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তাঁহাদিগের অলৌকিক কার্য্য সকল যত বার শ্রবণ করি, ততই শুশ্রূষার বৃদ্ধি হইতে থাকে, কোন ক্রমেই তৃপ্তি লাভ হয় না; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই সকল বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! পাণ্ডবেরা মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের উপদেশ আপনাদিগের পরম হিতকর জানিয়া সর্ব্বদা তদনুসারে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা মুনিভোজ্য সুরস ফল মূল এবং বিশুদ্ধ শরনিহত মৃগমাংস ভোজন ও হিমাচলসম্ভূত বিবিধ পবিত্র মধু পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। এই রূপে তথায় লোমশোক্ত বিবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া পঞ্চম বৎসর অতীত হইল। ইতি পূর্ব্বে ঘটোৎকচ যে স্থানে "কার্য্যকালে আমি উপস্থিত হইব" এই কথা বলিয়া রাক্ষসগণের সহিত প্রস্থান করিয়াছিলেন, মহর্ষি আর্ষ্টিষেণের সেই আশ্রমে পাণ্ডবগণের অনেক মাস বিগত হইল। তাঁহারা তথায় কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিয়া পরম সুখে সময়াতি-পাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিশুদ্ধস্বভাব সংযতব্রত মুনি ও চারণগণ পাণ্ডবদিগের প্রতি প্রীত হইয়া সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। পাণ্ডবেরাও সমাগত তপোধনদিগের সহিত নানাপ্রকার কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। এই রূপে কতি-পয় দিবস অতীত হইলে একদা পক্ষি-প্রধান গরুড় মহাহ্রদ-নিবাসী এক মহা-নাগকে গ্রাস করিয়া সহসা সেই স্থানে সমুপস্থিত হইল। তাহার পদভরে ভূধর

কম্পিত ও মহীরুহ সকল আন্দোলিত হইতে লাগিল। তত্রত্য প্রাণিবর্গ ও পাণ্ডবগণ সেই অত্যদ্ভুত বৃত্তান্ত নয়নগোচর করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। পরে সমীরণ দ্বারা শৈলাগ্র হইতে শুভজনক সৌগন্ধশালী এক মাল্য পাণ্ডবদিগের সম্মুখে সহসা পতিত হইল। পাণ্ডবগণ, তাঁহাদিগের সুহৃদ্বর্গ এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী সকলেই সেই মাল্যদামগ্রথিত পঞ্চবর্ণ দিব্য কুসুমসমূহ সন্দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন।

অনন্তর দ্রৌপদী উপযুক্ত সময়ে পর্ব্বতের নিভৃত প্রদেশোপবিষ্ট ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পক্ষবাতবেগে ভূধরশিখর হইতে পঞ্চবর্ণ পুষ্পরাশি নিপতিত হইতেছে; বোধ হয়, ঐ স্থান অতি বিস্ময়কর ও পরম রমণীয়; উহা অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। দেখ, পূর্ব্বে ত্বদীয় ভ্রাতা অর্জ্জুন স্বশ্বরথ। নদীতীরে খাণ্ডবদাহ সময়ে সর্ব্বভূত-সমক্ষে দেবরাজকে পরাভূত, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও রাক্ষস সকলকে নিবারিত এবং উগ্রস্বভাব মায়াবিগণকে নিহত করিয়া অলৌকিক গাণ্ডীব শরাসন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। এক্ষণে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব এবং অসামান্য ভুজবল সকলেরই দুর্ব্বিষহ ও বিষম ভয়াবহ। তোমার ভুজবলে নিশাচরদল ভীত ও মহীধর হইতে দূরীকৃত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিলে সুহৃদ্বর্গ অশঙ্কিত চিত্তে মনের উল্লাসে সর্ব্বশুভাস্পদ পরম রমণীয় অদ্রিশিখরে আরোহণ-পূর্ব্বক কত শত অদ্ভুত বস্তু অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন এবং আমিও সতৃষ্ণ নয়নের তৃপ্তি লাভ করিব।

মহাবল পরাক্রান্ত মত্তমাতঙ্গবিক্রম বৃকোদর দ্রৌপদীর বাক্যে উত্তেজিত হইয়া শরশরাসন ধারণ ও তূণীর গ্রহণপূর্ব্বক অকুতোভয় মৃগেন্দ্রের ন্যায় দ্রুতপাদ সঞ্চারে পর্ব্বতাভিমুখে গমন করিলেন। তত্রত্য জীবজন্তু সকল তাঁহাকে মদোৎকট বারণেন্দ্রসদৃশ বোধ করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইল। লোহিতাক্ষ শালশিশুসম উন্নত ভীমসেন ভয় মোহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গদা গ্রহণ করিয়া শৈলরাজে উপনীত হইলে দ্রৌপদীর আহ্লাদের আর সীমা রহিল না। তিনি সর্ব্বতোভাবে গ্লানিশূন্য ও অবিচলিত উৎসাহসম্পন্ন ছিলেন; নৈসর্গিক মৎসরতা প্রভাবে অন্যের উৎকর্ষ নিতান্ত দুর্ব্বিষহ বোধ করিতেন; কাতরতা কদাপি তাঁহাকে আশ্রয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

তিনি অত্যল্পমাত্র পরিসর এক বন্ধুর পথ দ্বারা অত্যুন্নত গিরিশিখরে আরোহণপূর্ব্বক বৈশ্রবণের আবাসস্থান দর্শন করিলেন। সেই বাসভূমি কাঞ্চন ও স্ফটিকময় গৃহসমূহে সুশোভিত; তাহার চতুর্দ্দিক্ সুবর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর-পরিবেষ্টিত; কোন কোন প্রদেশ মনোহর উদ্যানে পরম রমণীয়; পর্ব্বতশিখর অপেক্ষাও উন্নতি তাহার প্রাসাদশিখর সকল আশ্চর্য্য শোভাসম্পাদন করিতেছে; দ্বারতোরণ সমীরণ-

সঞ্চালিত পতাকায় বিভূষিত হইতেছে; বিলাসিনীগণ ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে; গন্ধমাদনসম্ভূত গন্ধবহ মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে; নানাবিধ পাদপ সকল মঞ্জরিত হইয়া অচিন্তনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। ভীমসেন তখন বক্রীভূত বাহু দ্বারা ধনুষ্কোটী অবলম্বন করিয়া ধনাধিপতির পুরশোভা সন্দর্শনে স্বীয় পূর্ব্বসম্পত্তি স্মরণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন।

অনন্তর মহাবাহু ভীমসেন রত্নজালসমাবৃত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতির আবাসস্থান অবলোকন করিয়া গদা, খড়্গ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতের ন্যায় অচল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি, জ্যাঘোষ ও তলশব্দ দ্বারা প্রাণিসকলকে মোহিত করিলেন। যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ পুলকিত কলেবরে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডবসমীপে সমুপস্থিত হইল। তাহাদিগের হস্তস্থিত গদা, পরিঘ, শূল, শক্তি এবং পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।

অনন্তর যক্ষরাক্ষসগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি তখন শত্রুপ্রযুক্ত শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র সকল মহাবেগ ভল্লাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন এবং শর দ্বারা অন্তরীক্ষগত ও ভূতলস্থ গর্জ্জনকারী সমস্ত রাক্ষসের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত করিলেন। তাহাদিগের শরীর হইতে অনবরত প্রবল বেগে শোণিতধারা বিগলিত হইতে লাগিল এবং ভীমভুজোৎসৃষ্ট আয়ুধ দ্বারা রাক্ষসশরীর ও মস্তক সকল ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ নিপতিত হইতে লাগিল। রাক্ষসেরা প্রিয়দর্শন পাণ্ডবকে পরিবেষ্টন করিলে বোধ হইল যেন, সূর্য্যবিম্ব নিবিড় জলদজালে আচ্ছন্ন হইয়াছে। দিনকর যেমন তিগ্মরশ্মি দ্বারা ঘনাবলীর নিরাকরণ করেন; তদ্রূপ ভীমসেন শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক নিশাচরদলকে দূরীকৃত করিলেন। রাক্ষসেরা তখন ঘোরতর নিনাদে নানাপ্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাতে প্রিয়সাহস পাণ্ডবের অণুমাত্রও চিত্তচাপল্য সমুপস্থিত হইল না।

অনন্তর বিকৃতকলেবর যক্ষ সকল ভীমভয়ে ভীত হইয়া সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিয়া গদা, শূল, অসি, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি আয়ুধ সকল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিল। তথায় বৈশ্রবণের সখা মণিমান্ নামে এক মহাবীর গৃহীতাস্ত্র রাক্ষস ছিল; সে অন্যান্য সকলকে তখন স্বীয় অধিকার ও পৌরুষ প্রদর্শনপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাবৃত্ত নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্য আস্যে কহিল, তোমরা এক জন মনুষ্যের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিতেছ; এক্ষণে বৈশ্রবণের আবাসে আসিয়া তাঁহাকে কি কহিবে? রাক্ষস এই কথা বলিয়া রোষাবেশে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীমের প্রতি ধাবমান হইল। তখন ভীমসেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় তাহাকে বেগে আসিতে দেখিয়া তিনটি

বংসদন্ত অস্ত্র দ্বারা তাঁহার পার্শ্বদেশে আঘাত করিলেন। মহাবল মণিমান্‌ও মহতী গদা গ্রহণপূর্ব্বক ভীমসেনকে প্রহার করিল। বৃকোদর তখন বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন অতিভীষণা সেই গদা নিবারণার্থ আকাশপথে বহুসংখ্যক শাণিত শর নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু বিক্ষিপ্ত সায়ক সকল গদায় সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রবল বেগে প্রতিহত হইল দেখিয়া গদাযুদ্ধের রীত্যনুসারে যুদ্ধ করিয়া রাক্ষসকৃত প্রহার বিফল করিলেন।

অনন্তর রাক্ষস ক্রোধভরে রুক্মদণ্ড লৌহময় শক্তি প্রহার করিল। অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান মহারৌদ্র শক্তি ভীমরবে ভীমের দক্ষিণাঙ্গ বিদারণ করিয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। অমিতবিক্রম বৃকোদর শক্তি দ্বারা অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া রোষকষায়িত লোচনে সগভীর গর্জ্জনে অরাতিভয়বর্দ্ধিনী শত্রুঘাতিনী গদা গ্রহণপূর্ব্বক মণিমানের প্রতি বেগে ধাবমান হইলেন। মণিমান্‌ও দেদীপ্যমান শূল দ্বারা ভীমকে প্রহার করিল; তখন গদাযুদ্ধবিশারদ পাণ্ডব গদাগ্র দ্বারা সেই শূল ভগ্ন করিলেন। গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিবার মানসে সত্বরে তদভিমুখে গমন করিলেন ও অন্তরীক্ষে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক গদা ঘূর্ণিত করিয়া রণক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলেন। ইন্দ্রবিসৃষ্ট অশনির ন্যায় অতি বগবতী গদা রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। সিংহ যেমন গজপতিকে নিহত করে, সেই প্রকার ভীম রাক্ষসকে নিপাতিত করিলেন। হতাবশিষ্ট নিশাচরেরা তাহাকে নিহত ও সমরশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর আর্ত্তস্বর পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে প্রস্থান করিল।

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, তাঁহাদিগের বন্ধুবর্গ, ধৌম্য ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বহুবিধ শব্দে গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে শ্রবণ করিয়া ভীমের অদর্শনে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। অনন্তর কৃষ্ণাকে আর্ষ্টিষেণের নিকট সমর্পণ করিয়া সকলে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিলেন। তথায় তাঁহারা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, বৃকোদর দেবরাজের ন্যায় গদা, খড়্গ ও শরাসন ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিপাতিত মহাবল পরাক্রান্ত গতজীবিত রাক্ষস সকল ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তখন তাঁহারা ভ্রাতাকে আলিঙ্গন ও তথায় উপবেশন করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মহাভাগ লোকপালগণের সান্নিধ্যে যেমন স্বর্গের শোভা হয়, সেই রূপ ভ্রাতৃচতুষ্টয় দ্বারা ভূধরশিখরের অতি আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য সমুদ্ভূত হইল।

রাজা যুধিষ্ঠির কুবেরসদন ও ধরাশায়ী রাক্ষসগণকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীমসেনকে

কহিলেন, হে বৃকোদর! সাহস অথবা মোহবশতঃ নিরর্থক এই প্রাণিবধ করা তোমার অনুরূপ কার্য্য হয় নাই, ইহাতে তুমি নিশ্চয়ই পাপগ্রস্ত হইয়াছ। ধর্ম্ম-বেত্তারা কহিয়া থাকেন, রাজার অনভিমত কার্য্য করা অনুচিত; কিন্তু তুমি অদ্য যে কর্ম্ম করিয়াছ, কি দেব, কি নরপতি সকলেরই অনভিমত। যে ব্যক্তি ধর্ম্মার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পাপে আসক্ত হয়, সে অবশ্যই সেই পাপের ফল ভোগ করে, তাহার সন্দেহ নাই। হে পার্থ! তুমি যদি আমার প্রিয়চিকীর্ষু হও, তাহা হইলে কদাপি এরূপ সাধু-বিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইও না।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এই রূপে ভ্রাতাকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক নিস্তব্ধ হইয়া সেই সকল বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ দিকে হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ দ্রুতবেগে কুবেরের আলয়ে উপনীত হইয়া ভীমভয়ে অতি কঠোর আর্ত্তস্বর করিয়া উঠিল। তাহাদিগের হস্তে আয়ুধ নাই, সর্ব্বাঙ্গ শোণিতসিক্ত, শরীর অবসন্ন এবং শিরোরুহ সকল বি-প্রকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। পরে তাহারা নিতান্ত ক্লান্ত বচনে যক্ষাধিপতিকে নিবেদন করিল, দেব! আপনার যে সকল যোদ্ধৃপুরুষেরা গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর ও প্রাশ লইয়া যুদ্ধ করিত, সেই সমস্ত প্রধান প্রধান যক্ষ ও রাক্ষসেরা এক জন মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যকর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়া ধরাতলে শয়ান রহিয়াছে; কেবল আমরা এই কএক জন পরিত্রাণ পাইয়াছি। আপনার সখা মণিমান্ও ভীষণ শমনবদনে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। এই দারুণ কার্য্য এক জন মনুষ্যকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে; এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, করুন।

যক্ষাধিপতি কুবের তাহাদের মুখে ভীমসেনের এই অদ্বিতীয় অপরাধ শ্রবণে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় রক্তবর্ণ হইল। মুখ-মণ্ডলে ক্রোধের লক্ষণ সকল লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি তখন রোষভরে সত্বরে রথ যোজন করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। অনুচরগণ তাহার অনুমতি প্রাপ্তি-মাত্র হেমমাল্যধারী অশ্বগণযুক্ত অভ্রপুঞ্জ-সদৃশ গিরিশৃঙ্গের ন্যায় সমুন্নত রথ যোজন করিল। সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন নানারত্নবিভূষিত মনোমারুতগামী অশ্বগণ রথে যোজিত হইয়া বিজয়াবহ হ্রেষারব করিতে লাগিল। ভগবান্ গুহ্যকেশ্বর সেই রথবরে আরোহণ করিয়া গমন করিলে, দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। সমুদায় রক্তনয়ন সুবর্ণবর্ণ মহাবল পরাক্রান্ত মহাকায় যক্ষগণ কুবেরকে গমন করিতে দেখিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে মহাবেগে সেই ধনাধিপতি-পালিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে লাগিল। পরে পাণ্ডবগণ লোমাঞ্চিত কলেবরে সেই যক্ষগণপরিবৃত প্রিয়দর্শন মহাত্মা কুবেরকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবকার্য্যচিকীর্ষু যক্ষাধিপতি কুবেরও সেই মহাসত্ত্ব পাণ্ডু-নন্দনগণকে গৃহীতাস্ত্র অবলোকনে মনে মনে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর ধনেশ্বরপ্রমুখ সেই যক্ষগণ পক্ষিকুলের ন্যায় গগন হইতে গন্ধমাদন-শৃঙ্গে পাণ্ডবগণের সমীপে অবতীর্ণ হইলেন। সমুদায় যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবেরকে পাণ্ডবগণের প্রতি প্রসন্ন দেখিয়া নির্বিকার চিত্তে রহিল। তখন ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব যক্ষাধিপতিকে প্রণাম করিয়া অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। যক্ষাধিপতি কুবের বিশ্বকর্ম্মবিনির্ম্মিত বিচিত্র আসনশ্রেষ্ঠ পুষ্পকে উপবেশন করিলে পর, মহাকায় শঙ্কুকর্ণ সহস্র সহস্র যক্ষ, রাক্ষস, অপ্সরাঃ ও গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন, সুররাজ শতক্রতু দেবগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন মস্তকে সুবর্ণময়ী মালা এবং করে পাশ, খড়্গ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক কুবেরকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণের দারুণ প্রহারে তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত হইলেও রাক্ষসগণপরিবৃত কুবেরকে সম্মুখীন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মনে গ্লানির লেশমাত্রও উদিত হইল না।

যক্ষাধিপতি জনেশ্বর শাণিতশরধারী ভীমসেনকে যুদ্ধাভিলাষী দেখিয়া ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে কৌন্তেয়! সকলেই তোমাকে সর্ব্ব ভূতহিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া অবগত আছে; তুমি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নির্ভয় চিত্তে এই শৈলশৃঙ্গে বাস কর; ভীমসেনের প্রতি কদাচ ক্রুদ্ধ হইবে না। আমার অধিকৃত লোকগণ কালকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে; তোমার অনুজ কেবল নিমিত্তমাত্র। এই সমুদায় যক্ষরাক্ষস নিহত হইয়াছে বলিয়া লজ্জা করিও না। পূর্ব্বে দেবগণ-সমক্ষে যে সকল যক্ষ ও রাক্ষস বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তন্নিমিত্ত আমি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হই নাই, প্রত্যুত পরম পরিতুষ্টই হইয়াছি; এবং উহার কার্য্যদ্বারা পূর্ব্বেও সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলাম।

যক্ষরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই সকল কথা বলিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে বৃকোদর! তুমি যে কৃষ্ণার প্রীতি সাধনার্থ এই অলৌকিক ও পরম সাহসিক কার্য্য করিয়াছ, তন্নিমিত্ত আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হই নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া যে আপনার বাহুবলে রাক্ষস ও যক্ষগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ, ইহাতে আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ভীমসেন! অদ্য আমি তোমার নিমিত্তই দারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইলাম। পূর্ব্বে কোন অপরাধবশতঃ মহর্ষি অগস্ত্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে শাপ প্রদান করেন; তাহাতে আমি সকল লোকসমক্ষে বিস্তর ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; অদ্য তুমি তাহার নিষ্কৃতি করিলে; হে বীরবর! ইহাতে তোমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই।

অনন্তর যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! মহাত্মা অগস্ত্য কি নিমিত্ত আপনাকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন? আপনি যে সেই

ধীমান্ মহর্ষির ক্রোধানলে সসৈন্য সানুচরবর্গে ভস্মসাৎ হন নাই, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এবং শ্রবণ করিতেও আমার সাতিশয় অভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব তৎ সমুদায় বর্ণন করুন।

কুবের কহিলেন, হে নরনাথ! একদা কুশাবর্ত্তী নগরীতে দেবগণের মন্ত্রণা হইয়াছিল; আমিও আমন্ত্রিত হইয়া ঘোররূপী বিবিধায়ুধধারী ত্রিশত পদ্মসংখ্যক যক্ষসমভিব্যাহারে তথায় গমন করিতেছিলাম। পথিমধ্যে নিরীক্ষণ করিলাম যে, ঋষিসত্তম অগস্ত্য নানা পক্ষিগণসমাকীর্ণ পুষ্পিতদ্রুম-সুশোভিত যমুনাতীরে ঊর্দ্ধহস্তে সূর্য্যাভিমুখে অবস্থিতি করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন, হুতাশন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছেন। আমার সখা মণিমান্ নামে এক প্রধান রাক্ষস আমার সমভিব্যাহারে ছিল; সে মূর্খত্ব, অজ্ঞানতা, দর্প বা মোহবশতঃ অন্তরীক্ষ হইতে সেই মহর্ষির মস্তকে নিষ্ঠীবন করিল। তখন মহর্ষি অগস্ত্য ক্রোধকম্পিত-কলেবরে আমাকে কহিলেন, তোমার এই সখা নিতান্ত দুরাত্মা; এ নিরপরাধে তোমার সমক্ষে আমার অবমাননা করিল; এই অপরাধে এই দুরাত্মা তোমার এই সমস্ত সৈন্য-সমভিব্যাহারে মনুষ্যহস্তে বিনষ্ট হইবে। তুমি এই সমুদায় সৈন্যের নিধনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে সেই মনুষ্যকে অবলোকন করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে এবং তোমার সৈন্যগণও পুত্রপৌত্রসমভিব্যাহারে পুনর্জীবিত হইয়া চিরকাল তোমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে।

হে ধর্ম্মনন্দন! পূর্ব্বে আমি মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট এইরূপ অভিশপ্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার অনুজ ভীমসেন সেই পাপ হইতে বিমুক্ত করিলেন।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

কুবের কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! লোকযাত্রা বিধানের ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম এই পঞ্চপ্রকার বিধি আছে। সত্যযুগে মনুষ্যেরা ধৈর্য্যশালী, পরাক্রমবিধানজ্ঞ ও আত্মকর্ম্মে সুনিপুণ ছিল। সর্ব্বধর্ম্মবিধিবেত্তা, দেশকালবিৎ ও ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্যসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ই চিরকাল এই পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! যিনি এইরূপ বিধানানুসারে সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে সদ্গতি লাভ হইয়া থাকে। দেখুন, দেশকালাভিজ্ঞ দেবরাজ ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক দেবলোকের আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। যে ব্যক্তি একমাত্র ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অনিষ্টপাতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, যে ব্যক্তি একান্ত পাপবুদ্ধি, পাপাত্মা ও কার্য্যবিভাগানভিজ্ঞ হইয়া পাপেরই অনুবর্ত্তী হয়, যে ব্যক্তি কার্য্যবিশেষানভিজ্ঞ, নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, অকালজ্ঞ, বৃথাচার ও বৃথাসমারম্ভ সেই ব্যক্তিকে ইহকাল ও পরকালে অশেষ ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়; আর যে ব্যক্তি

সাহসপ্রিয়, সামর্থ্যাভিলাষী, প্রবঞ্চনা-পর ও দুরাত্মা সে নিশ্চয়ই পাপপঙ্কে নিমগ্ন হয়।

হে মহারাজ! ভীমসেন নিতান্ত বালস্বভাব, অধর্ম্মপরায়ণ, অহঙ্কৃত ও নির্ভীক; এক্ষণে উহাকে শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তুমি এখন শোক ভয় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পুনরায় রাজর্ষি আর্ষ্টি-ষেণের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া এই অসিত পক্ষ অতিবাহিত কর। অলকাধি-বাসী যক্ষ ও পার্ব্বতীয়েরা আমার আদে-শানুসারে গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে তোমাকে ও বিপ্র সকলকে রক্ষা করিবে। আমার অনুগত ভৃত্যগণ সর্ব্বদা তোমা-দিগের রক্ষণাবেক্ষণ, সেবা, শুশ্রূষা ও নানাবিধ সুস্বাদু অন্নপান আহরণ করিবে। দেবরাজের অর্জ্জুন, বায়ুর ভীম, ধর্ম্মের তুমি এবং অশ্বিনীকুমারের নকুল, সহদেব যেমন নিয়োগোৎপন্ন পুত্র বলিয়া নিরন্তর রক্ষণীয়, তদ্রূপ তোমরাও আমার সতত রক্ষণীয় হইয়াছ।

অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞ সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা অর্জ্জুন দেবলোকে কুশলে আছেন। যে সমস্ত পরম সম্পত্তি স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া কীর্ত্তিত আছে, তৎসমুদয় জন্মাবধিই অর্জ্জুনে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং দম, দান, বল, বুদ্ধি, লজ্জা, ধৃতি ও তেজঃ এই সমস্ত উত্তম গুণ মহাসত্ত্ব অর্জ্জুনে বিরাজমান আছে। তিনি কদাচ মোহাবিষ্ট হইয়া অন্যায্য ও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন না; কাহাকেও তাঁহার মিথ্যাবাদ কীর্ত্তন করিতে দেখি না; তিনি দেব, গন্ধর্ব্ব ও পিতৃলোককর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অমরা-বতীতে অস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন। যিনি ধর্ম্মানুসারে সমস্ত মহীপালদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন, কুলধুরন্ধর অর্জ্জুন এখন দেবলোকস্থ তোমার সেই প্রপিতামহ মহারাজ শান্তনুকে প্রীত ও প্রসন্ন করিতেছেন। যিনি পিতৃ, দেব, ঋষি ও বিপ্রগণকে অর্চ্চনা করিয়া যমুনা-তীরে সপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে ইন্দ্রলোকস্থ স্বর্গজিৎ সেই অধিরাজ শান্তনু ধনঞ্জয়কে তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

পাণ্ডবগণ কুবেরমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃকোদর গদা ও শক্তি গ্রহণ, শরাসনে জ্যারোপণ ও অসি কোষনিষ্কাশিত করিয়া ধনাধ্যক্ষ কুবেরকে নমস্কার করি-লেন। তখন শরণ্য কুবের শরণাগত ভীমকে কহিতে লাগিলেন, হে ভীমসেন! তুমি শত্রুগণের মান হানি ও সুহৃদগণের সমৃদ্ধি বর্দ্ধন কর; তোমরা যখন স্বীয় সুরম্য হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে বাস করিবে, তখন যক্ষেরা অবশ্যই তোমাদিগের অভিলাষ সকল সাধন করিবে; আর অর্জ্জুনও অস্ত্র-শিক্ষায় দক্ষ হইয়া দেবরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন।

গুহ্যকেশ্বর কুবের পাণ্ডবগণকে এই-রূপ কহিয়া স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলে, সহস্র সহস্র রাক্ষস ও যক্ষেরা বিচিত্র-কম্বলসংস্তীর্ণ বিবিধরত্নবিভূষিত যানে

আরোহণ করিয়া কুবেরের অনুগমন করিল। তখন অশ্বের হ্রেষারব ও যক্ষ-রাক্ষসের কোলাহল শব্দে অলকা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কুবেরের তুরঙ্গমগণ যেন মারুত পান ও ঘনজাল আকর্ষণ করিয়াই মহাবেগে গগনমার্গে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর যক্ষেরা কুবেরের আদেশানুসারে অচলশিখর হইতে রাক্ষসদিগের মৃত কলেবর সকল অপসারিত করিল ও ভগবান্ অগস্ত্যনির্দ্দিষ্ট যক্ষরাক্ষসদিগের শাপেরও অবসান হইল। পাণ্ডবেরা যক্ষরাক্ষসগণকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া নিরুদ্বিগ্ন মনে কুবেরনিকেতনে কতিপয় যামিনী অতিবাহিত করিলেন।

ত্রিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দিনকর উদয় হইলে, মহর্ষি ধৌম্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ সমাপনপূর্ব্বক আর্ষ্টি-ষেণের সহিত পাণ্ডবগণের নিকট উপনীত হইলেন। তাঁহারা ভক্তিসহকারে সমাগত মহর্ষিযুগলের চরণ অভিবাদন ও কৃতাঞ্জলি-পুটে অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমুচিত সৎ-কার করিলেন। পরে মহর্ষি ধৌম্য ধর্ম্ম-রাজের দক্ষিণ কর গ্রহণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহারাজ! ঐ দেখুন, পরম রমণীয় মন্দর ভূধর সাগরা-ম্বরা বসুন্ধরাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে; দেবরাজ ইন্দ্র ও বৈশ্রবণ গিরিরাজি-বিরাজিত, বনবনান্ত-পরিশোভিত এই দিক্ রক্ষা করিতেছেন। মনীষী ঋষিগণ এই গিরিবরকে সুররাজের ও বৈশ্রবণের আলয় বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ, ঋষি, সিদ্ধ, সাধ্য ও দেবতা সকলে উদয়াচল-চূড়োপবিষ্ট সূর্য্যদেবের উপাসনা করিয়া থাকেন।

প্রাণিগণের প্রভু করাল কৃতান্ত মৃত-জীবের আশ্রয় এই দক্ষিণ দিক্ অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। প্রেতরাজের নানা সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অতি অদ্ভুতদর্শন, পবিত্র ঐ সংযমনাখ্য বাসভবন নয়নগোচর হইতেছে। ভুবনপ্রকাশক ভগবান্ মরীচিমালী যে পর্ব্বতে নিয়মিত রূপে প্রত্যহ অবস্থিতি করেন, সেই এই অস্তাচল দৃষ্টিগোচর হইতেছে। বরুণদেব এই পশ্চিমাচল এবং মহোদধিতে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্ব-ভূতের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। ব্রহ্ম-বাদীর অদ্বিতীয় গতি, পরম মঙ্গলালয় এই মহামেরু উত্তর দিক্ উদ্দীপিত করিয়া রহিয়াছে; যে স্থানে চরাচরস্রষ্টা ভূতাত্মা প্রজাপতি অবস্থিতি করিতেছেন এবং দক্ষ-প্রভৃতি ব্রহ্মার মানস পুত্রেরাও নিরুপদ্রবে বাস করিয়া থাকেন; বশিষ্ঠপ্রমুখ সপ্ত দেবর্ষি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন ও পুনর্ব্বার এই স্থানেই উদিত হইতেছেন। দেখুন, সুমেরুর রজোরহিত শিখরদেশ কি উত্তম স্থান; ঐ স্থানে দেবগণ ও পিতা-মহগণ সতত বাস করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বপ্রাণীর পঞ্চভূতাত্মিকা প্রকৃতির উপা-দান, অনাদি, অনন্ত ও সকলের ঈশ্বর, মেরুর পূর্ব্ব ভাগে সেই নারায়ণের বাসস্থান ব্রহ্মসদন অপেক্ষাও অধিকতর শোভা

পাইতেছে; দেবতারাও যে ভবন সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হন, যাহা অনল ও আদিত্য অপেক্ষাও প্রদীপ্ত, যাহা স্বীয় প্রভাপ্রভাবে দেবদানবদলেরও দুর্নিরীক্ষ্য, তথায় ভূতেশ্বর জগৎকর্ত্তা আত্মভূ চরাচর সকল উদ্ভাসিত করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছেন। হে কুরুসত্তম! ঐ স্থানে ব্রহ্মর্ষিদিগেরও গমনাধিকার নাই; অতএব মহর্ষিগণ কি রূপে যতিলভ্য পরম গতি লাভ করিবেন? ঐ স্থানে কোন প্রকার জ্যোতিঃপদার্থেরই প্রতিভা থাকে না; কেবল সেই ভগবান্ অচিন্ত্যাত্মাই উজ্জ্বলতর রূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছেন। যে সকল তপোবল-সম্পন্ন বিশুদ্ধকর্ম্মা যতিগণ অবিচলিত ভক্তিসহকারে নারায়ণ দর্শনে ঐ স্থানে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আর নরলোকে প্রত্যাগত হইতে হয় না। উহা অতি পবিত্র, ঈশ্বরাধিকৃত, সনাতন ও অক্ষয় স্থান; আপনি উহাকে প্রণাম করুন।

হে কুরুনন্দন! চন্দ্রসূর্য্য মেরুকে অহরহঃ প্রদক্ষিণ করিতেছেন; জ্যোতিষ্কমণ্ডল সকল ভগবান্ দিবাকরের আকর্ষণে তাহার চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। দিননাথ অস্তগত হইয়া সন্ধ্যা অতিক্রম করিয়া উত্তর দিকে গমন করিতে থাকেন; পরে উত্তরাশার পরাকাষ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করিয়া পুনরায় প্রাঙ্মুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই রূপে সর্ব্বভূতহিতৈষী ভগবান্ সহস্ররশ্মি সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া পর্ব্বসন্ধি ও কালক্রমে মাস বিভক্ত করিতেছেন এবং সমস্ত জগতে সতত আলোক বিস্তার করিয়া পুনরায় মন্দর ভূধরে গমন করেন। ভূতভাবন ভগবান্ চন্দ্রমাঃও ঐ রূপে নক্ষত্রমণ্ডল-সমভিব্যাহারে সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিতেছেন। তিমিরারি ভগবান্ আদিত্য জগতে কিরণজাল বিস্তার করিয়া এই অসম্বাধ পথে নিরন্তর পর্য্যটন করেন এবং ভূতল শীতল করিবার মানসে দক্ষিণাশা ভজনা করিলে শিশিরকাল সমুপস্থিত হয়।

অনন্তর বিভাবসু দক্ষিণ দিক্ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্বীয় তেজঃপ্রভাবে স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সকলেরই তেজোভাগ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে প্রাণিসকল নিতান্ত ক্লান্ত, গ্লানিযুক্ত, ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও সাতিশয় তন্দ্রাপরতন্ত্র হইয়া উঠে এবং সর্ব্বদাই স্বপ্নাভিভূত হইয়া থাকে। ভগবান্ আদিত্য এই রূপে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিয়া প্রজাদিগের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত পুনরায় বর্ষার সৃষ্টি করেন। অনন্তর তিনি সুধাময় বৃষ্টিধারা, মন্দ মন্দ সমীরণ ও সুখসেব্য সন্তাপ দ্বারা স্থাবর জঙ্গম সকল পরিবর্দ্ধিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। হে পার্থ! সবিতা অতন্দ্রিত হইয়া নিরন্তর এই রূপে কালচক্রে ভ্রমণ করিতেছেন; তাঁহার গতি অবিচ্ছিন্ন; তিনি জড় পদার্থের ন্যায় কখনই এক স্থানে অবস্থিতি করেন না; তিনি সর্ব্বভূতের তেজোভাগ গ্রহণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহা প্রদান করেন; তিনি সর্ব্বভূতের পরমায়ুঃ, ও ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের বিভাগ করিতেছেন, এবং দিবা, রাত্রি, কলা ও কাষ্ঠা নির্দ্দিষ্ট করিতেছেন।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! সত্যপরায়ণ ধৈর্য্যশালী ব্রতাচারকুশল মহাত্মা পাণ্ডবেরা সেই পর্ব্বতে অর্জ্জুনের দর্শনপ্রতীক্ষায় প্রমুদিত মনে পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

একদা বহুসংখ্যক গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া তাঁহাদিগের নিকট আগমন করিলেন। যেমন স্বর্গ প্রাপ্ত হইলে সুরগণের অনির্ব্বচনীয় চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তদ্রূপ সুপুষ্পিত পাদপশোভিত সেই নগোত্তম সন্দর্শন করিয়া মহাবীর পাণ্ডবগণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা মহীধরবরের শিখরদেশে অধিরূঢ় হইয়া ময়ূরের কেকা বাণী ও হংসকুলের কলরব শ্রবণ এবং নানা জাতীয় কুসুমের সুষমা সন্দর্শনে অপার আনন্দপ্রবাহে নিমগ্ন হইলেন। তথায় কুবেরকৃত কত শত সুরম্য সরোবর তাঁহাদিগের নয়নগোচর হইল; সেই সকল সরসীতে সর্ব্বদাই হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ ক্রীড়া করিতেছে; উৎপল সকল বিকশিত হইয়া রহিয়াছে ও শৈবালদ্বারা তীরভূমি সকল সংবৃত রহিয়াছে। তত্রত্য ক্রীড়াপ্রদেশ সকল অতি রমণীয়, সুবিচিত্র মাল্যদামে সুশোভিত, নানাবিধ মণিনিচয়ে অলঙ্কৃত ও ধনাধিপতি কুবেরের ঐশ্বর্য্যানুরূপ সুসমৃদ্ধ ছিল। মুনিগণ ইহার সুগন্ধিকুসুমসমূহশোভিত, নানাবিধ পাদপে সমাকীর্ণ, শৃঙ্গ সকলে সুখস্বচ্ছন্দে মনের আনন্দে বিচরণ করেন।

হে পুরুষপ্রবীর! সেই নগোত্তমের স্বীয় তেজঃ ও মহৌষধির প্রভাবে তথায় দিবসরজনীর কোন বিশেষ নয়নগোচর হইত না। বহ্নি যাঁহার সাহায্যে যামিনীযোগে চরাচর জগৎ উদ্ভাসিত করেন; পর্ব্বতস্থ মহাপুরুষ পাণ্ডবেরা সেই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত সন্দর্শন করিতেছেন। মহর্ষিগণ কহিলেন, হে বীরগণ! তোমরা তিমিরারির কিরণজালসমুদ্ভাসিত দিক্‌দিগন্ত এবং তাহার উদয় ও অস্তগমনস্থান অবলোকন করিয়া স্বাধ্যায়সম্পন্ন, শুচিব্রত ও সত্যপরায়ণ হইয়া এই স্থানেই মহারথ পার্থের সমাগম প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ কর; আমরা আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমরা অচিরাৎ সংগৃহীতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সাতিশয় হর্ষিত হইবে, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডবেরা মহর্ষিগণের আদেশে তপস্যা ও যোগানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন; পর্ব্বতস্থ বিচিত্র বনরাজি নিরীক্ষণ করিয়া নিরন্তর অর্জ্জুনকে চিন্তা করাতে দিবারাত্র সংবৎসরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন যখন ধৌম্যের অনুমতিক্রমে জটা ধারণপূর্ব্বক প্রব্রজিত হইয়াছেন, তদবধি তাঁহাদিগের হর্ষ বিলুপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে কেবল অর্জ্জুনচিন্তায় তাঁহাদিগের চিত্ত ব্যাসক্ত রহিয়াছে; অতএব কিরূপেই বা মনের সন্তোষ হইবে। গজেন্দ্রগামী জিষ্ণু জ্যেষ্ঠের আদেশক্রমে যে অবধি কাম্যক বন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রসকাশে গমন করিয়াছেন, তদবধি সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহারা

তখন সেই পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া দিন-যামিনী কেবল সেই অর্জ্জুনকে চিন্তা করিয়া অতি কষ্টে এক মাস অতিবাহিত করিলেন।

এ দিকে ধনঞ্জয় ইন্দ্রালয়ে পঞ্চবর্ষ বাস করিয়া তাঁহার নিকট আগ্নেয়, বারুণ, সৌম্য, বায়ব্য, বৈষ্ণব, ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম, পারমেষ্ঠ্য, যাম্য, ধাত্র, সাবিত্র ও বৈশ্রবণের অস্ত্র শস্ত্র লাভ করিয়া শতক্রতুকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া প্রীতিপ্রফুল্ল মনে গন্ধমাদনে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন।

যক্ষযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর অর্জ্জুন মস্তকে কিরীট, গলদেশে মালা ও অঙ্গে নানাবিধ অভিনব আভরণ ধারণ করিয়া ক্ষণপ্রভার ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মাতলিপরিচালিত ইন্দ্ররথে আরোহণ-পূর্ব্বক জলদের অভ্যন্তরবর্ত্তিনী মহতী উল্কার ন্যায়, ধূমসম্পর্ক-শূন্য প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় স্বীয় দীপ্যমান মূর্ত্তিতে নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সহসা গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন করিলেন। নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথ অবলোকন করিয়া অসীম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। কিরীটমালী ইন্দ্রনন্দন রথ হইতে অবরোহণ-পূর্ব্বক অতিনম্র ভাবে তাঁহাদের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন ও যথাক্রমে ধৌম্য, যুধিষ্ঠির ও বৃকোদরের পাদবন্দন করিয়া স্বীয় প্রণয়িনীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। পরে নকুল ও সহদেব উভয়ে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ ধনঞ্জয়কে প্রাপ্ত হইয়া যেরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন, ধনঞ্জয়ও তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া সেই রূপ আনন্দিত হইলেন।

নমুচিনিসূদন যাহাতে আরোহণ করিয়া দলবদ্ধ সপ্ত দানবকুলের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন, সত্ত্বশালী পাণ্ডবগণ সেই ইন্দ্ররথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন; এবং মাতলির প্রতি সুরেন্দ্রোচিত সমাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক যথাক্রমে দেবগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। মাতলিও পিতার ন্যায় পাণ্ডবগণকে উপদেশ সহকারে অভিনন্দন করিয়া সেই অপ্রতিম রথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় ত্রিদিবনাথের সকাশে প্রস্থান করিলেন। মাতলি প্রস্থান করিলে পর, শক্ররিপুপ্রমাথী শক্রনন্দন শক্রদত্ত মহামূল্য আভরণ সকল প্রিয়তমা পাঞ্চালনন্দিনীকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহাত্মা ধনঞ্জয় কুরুকুল-তিলক পাণ্ডবগণ ও সূর্য্যাগ্নিসদৃশ প্রভাসম্পন্ন ব্রহ্মর্ষিগণের মধ্যে উপবেশন-পূর্ব্বক আমি এই প্রকারে ইন্দ্র, বায়ু ও মহাদেবের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; দেবগণ আমার চরিত্রে ও সমাধিতে পরম পরিতুষ্ট

হইয়াছেন, ইত্যাদি সমুদায় স্বর্গবাস-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া সানন্দচিত্তে নকুল ও সহদেবের সহিত সেই আশ্রমে শয়ন করিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! রাত্রি প্রভাত হইলে, ধনঞ্জয়প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ রাজা যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিতেছেন, এমন সময়ে অন্তরীক্ষে মৃগ, শৃগাল ও পক্ষিগণের কোলাহলের ন্যায় বিবিধ বাদ্যধ্বনি, দেবগণের তুমুল কলরব, রথনেমিনিস্বন ও ঘণ্টাশব্দ সমুত্থিত হইল। অনন্তর দিব্যকান্তি সমুজ্জ্বল-কলেবর পুরন্দর বিমানারূঢ় অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনের ন্যায় পরিষ্কৃত মেঘের ন্যায় শব্দায়মান অশ্বযোজিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কৌন্তেয়দিগের অন্তিকে আগমন করিলেন।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা সুররাজকে অবলোকন করিবামাত্র প্রত্যুদ্গমন-পূর্ব্বক ভূরি দক্ষিণাসহকারে, বিধিবিহিত রূপে, পূজা করিয়া পরম প্রীত হইলেন। তেজস্বী ধনঞ্জয় দেবরাজকে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সমীপে ভৃত্যবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। মহাতেজাঃ যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়কে বিনীত ভাবে পবিত্র তাপসবেশে দেবরাজের সকাশে দণ্ডায়মান দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। ধীমান্ পুরন্দর অদীনমনাঃ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে রাজন্! আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। আপনার কল্যাণ হউক; এক্ষণে আপনি পুনরায় কাম্যকাশ্রমে গমন করুন। ধনঞ্জয় আমার নিকট হইতে সমুদায় অস্ত্র লাভ করিয়া আমার মহৎ প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। সহস্রলোচন এই কথা কহিয়া অপ্সরাঃ ও গন্ধর্ব্বগণ সহ অমরাবতী প্রস্থান করিলেন।

যে বিদ্বান্ সংবৎসর ব্রহ্মচারী ও ব্রতধারী হইয়া ইন্দ্রের সহিত ধনেশ্বরগৃহবাসী পাণ্ডবগণের এই সমাগম অধ্যয়ন করেন, সে ব্যক্তি নির্ব্বিঘ্নে পরম সুখে শত বর্ষ জীবিত থাকেন।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পুরন্দর প্রস্থান করিলে, ধনঞ্জয় কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মপুত্রকে অভিবাদন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে গদ্গদ বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এতাবৎ কাল সুরলোকে অতিবাহিত হইল? কি প্রকারে শতক্রতুকে পরিতুষ্ট করিয়া অস্ত্র সমস্ত গ্রহণ করিলে? তুমি কি সমুদায় অস্ত্রে সম্যক্ শিক্ষিত হইয়াছ? মহেন্দ্র ও মহাদেব কি তোমার প্রতি প্রীত হইয়াই তোমাকে এই সকল অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন? হে অরিন্দম! তুমি ভগবান্ ইন্দ্রের এমন কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ যে, তিনি তোমাকে প্রিয়কারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। যে

প্রকারে ভগবান্ পুরন্দর ও পিনাকধৃক্ তোমার দর্শনগোচর হইলেন, তুমি যে প্রকারে অস্ত্র সমুদায় হস্তগত করিলে, যে প্রকারে তাঁহাদিগের আরাধনা করিয়াছ, এবং দেবরাজের যে সকল প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছ, তৎসমুদায় বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব তুমি তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি যেরূপ অনুষ্ঠানের অনুবর্ত্তী হইয়া সুরেশ্বর ও শঙ্করের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করুন। আমি আপনার নিকটে সেই বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আপনার আদেশানুসারে কাম্যক কানন হইতে ভৃগুতুঙ্গে গমনপূর্ব্বক তপস্যা আরম্ভ করিলাম। এক রাত্র বাসের পরে পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কৌন্তেয়! তুমি কোথায় গমন করিবে? আমি তাঁহার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবিকল বর্ণন করিলাম। তিনি আমার বাক্য শ্রবণে আমার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া সৎকারপূর্ব্বক কহিলেন, হে ভারত! প্রফুল্ল হইয়া তপশ্চর্য্যা কর, তুমি অচির কালমধ্যেই সুররাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিবে।

আমি তাঁহার বাক্যে হিমালয় পর্ব্বতে আরোহণ-পূর্ব্বক প্রথম মাস ফলমূল ভোজনে, দ্বিতীয় মাস জলমাত্র পানে, তৃতীয় মাস নিরশনে ও চতুর্থ মাস ঊর্দ্ধবাহু হইয়া অতিবাহন করিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাতেও আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না। অনন্তর পঞ্চম মাসের প্রথম বাসর অতীত হইলে অবলোকন করিলাম, এক বরাহ মুহুর্ম্মুহুঃ বিবর্ত্তিত হইয়া পোত্র ও চরণ দ্বারা ধরাতল বিদারণ এবং জঠর দ্বারা সংমার্জ্জন-পূর্ব্বক আমার অভিমুখে আগমন করিতেছে। কিরাতবেশধারী এক পুরুষ স্ত্রীগণে পরিবৃত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ও খড়্গ ধারণপূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতেছে। আমি যে সময়ে ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করিয়া সেই ভীষণ জন্তুকে আঘাত করিলাম, সেই সময়ে সেই কিরাতও শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক যেন আমার হৃৎকম্প উৎপাদন করিয়াই তাহাকে দৃঢ়তর রূপে তাড়না করিল; এবং উচ্চৈঃস্বরে আমাকে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি মৃগয়াধর্ম্মের প্রথা পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার পূর্ব্বপরিগ্রহ লক্ষ্যের প্রতি শরাঘাত করিলে? অতএব এক্ষণে এই নিশিত শরজালে তোমার দর্প চূর্ণ করিতেছি। সেই মহাকায় ধনুর্দ্ধর এই কথা কহিয়া শর বর্ষণপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছাদন করিল। আমিও তাহার উপরে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলাম। পর্ব্বত যেমন বজ্রপরম্পরাদ্বারা আহত হয়, কিরাতের কলেবরও সেই রূপ আমার নিক্ষিপ্ত দীপ্তমুখ শরসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইল; পরে তাহার সেই শরীর শত সহস্র প্রকার হইয়া উঠিল, তথাপি আমি তাহার

ভিন্ন ভিন্ন শরীরেও শরাঘাত করিতে লাগিলাম; কিন্তু সেই সকল শরীর পুনরায় একীভূত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়াও আমি শরাঘাত করিতে নিরস্ত হইলাম না। পরে সেই কিরাত আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কখন শরীর সূক্ষ্ম ও মস্তক বৃহৎ, কখন বা শরীর বৃহৎ ও মস্তক ক্ষুদ্র, কখন বা একীভূত হইয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতে লাগিল।

আমি বারংবার শরনিকর বর্ষণেও তাহাকে পরাভব করিতে না পারিয়া শরাসনে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিলাম, কিন্তু তদ্দ্বারাও তাহাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইলাম না; প্রত্যুত সেই মহাস্ত্র প্রতিহত হইল দেখিয়া একবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম। মহারাজ! আমি পুনর্ব্বার দীপ্যমান শঙ্কুকর্ণ, বারুণ শরবর্ষ, প্রস্তরবর্ষ ও প্রকাণ্ড শলভাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু কিরাত সেই সমুদায় অস্ত্রই গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন আমি শরাসনে ব্রহ্মাস্ত্র সংযোজনা করিলাম। সেই সংযোজিত ব্রহ্মাস্ত্র প্রজ্বলিত শর সমূহ প্রসব করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; তাহার তেজঃপ্রভাবে ক্ষণমাত্রে সমুদায় লোক সন্তাপিত হইল এবং দিঙ্মণ্ডল ও নভোমণ্ডল এককালে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু মহাতেজাঃ কিরাত তাহাও বিনষ্ট করিল দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল; তথাপি ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে আঘাত করিলাম, কিন্তু সে সহসা সে সকল অস্ত্রও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই রূপে সমুদায় অস্ত্রপ্রয়োগ বিফল হইল অবলোকন করিয়া তাহার সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু মুষ্ট্যাঘাত ও তল প্রহারপূর্ব্বক ব্যায়াম করিয়াও তাহাকে পরাভূত করিতে পারিলাম না; প্রত্যুত আমিই অবসন্ন হইয়া ধরাতলে পতিত হইলাম।

অনন্তর সেই কিরাত হাস্য করিয়া আমার সমক্ষেই স্ত্রীগণের সহিত অন্তর্হিত হইল; পরে কিরাতমূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক দিব্যাম্বরশোভিত ভুজঙ্গভূষিত পিনাকপাণি বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া পরক্ষণেই উমা সমভিব্যাহারে আবির্ভূত হইলেন। আমি তৎকাল পর্য্যন্তও পূর্ব্বের ন্যায় সমরভূমিতে সম্মুখীন হইয়া রহিয়াছি দেখিয়া, তিনি আমার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে পরন্তপ! আমি তোমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; এই ধনুঃ ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ কর; ইহা কহিয়া সেই শরাসন ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় আমাকে প্রদান করিলেন; পরে পুনরায় কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আমি তোমার প্রতি একান্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি; তোমার প্রার্থনীয় কি? ব্যক্ত কর, আমি তোমাকে অমরত্ব ভিন্ন আর সমুদায় বর প্রদান করিব। তখন আমি তাঁহাকে মনে মনে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম, ভগবন্! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে সমুদায় দৈব অস্ত্র প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

অনন্তর ভগবান্ ত্রিলোচন কহিলেন, হে পাণ্ডব! আমি তাহা প্রদান করিলাম; আমার রৌদ্রাস্ত্র তোমাকে নিরন্তর উপাসনা করিবে, কিন্তু এই সনাতন অস্ত্র কদাপি মানবের প্রতি প্রয়োগ করিও না, ইহা দুর্ব্বলের প্রতি প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎ ভস্মসাৎ করিবে। যখন তুমি নিতান্ত পীড্যমান হইবে ও অন্যান্য অস্ত্র সমূহ প্রতিহত করিবার মানস করিবে, তখন ইহা প্রয়োগ করিও। তিনি এই কথা কহিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিলেন।

এই রূপে দেবদেব মহাদেব প্রসন্ন হইলে, অরাতিগণের উৎসাদন, পরসেনার নিকর্ত্তন, সুর, দানব ও রাক্ষসগণের দুঃসহ মূর্ত্তিমান্ পাশুপত অস্ত্র তৎক্ষণাৎ আমার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর আমি তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই স্থানে উপবেশন করিলে, তিনি আমার সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর আমি দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগ্রহে সেই স্থলে প্রীত ও প্রসন্ন চিত্তে এক রজনী অবস্থিতি করিলাম। পর দিন প্রভাতে প্রাতঃকৃত্য সমাধান-পূর্ব্বক সেই দৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে সন্দর্শন ও আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি ভগবান্ ভবানীপতির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রীত মনে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যেরূপে ভগবান্ ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ, তাহা অন্যের অদৃষ্টে কদাচ সম্ভবে না; এক্ষণে বৈবস্বতপ্রমুখ লোকপালবর্গের সহিত সমবেত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্দর্শন করিলে, তিনিও তোমাকে অস্ত্র প্রদান করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ আমাকে বারংবার আলিঙ্গন-পূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দিন অপরাহ্লে সুশীতল সমীরণ পৃথিবীস্থ সমস্থ লোককে নবীকৃত করিয়া হিমালয়ের প্রত্যন্ত পর্ব্বতে প্রাদুর্ভূত হইল, সুগন্ধি দিব্য মাল্য সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল, এবং ঘোরতর দিব্য বাদ্য ও ইন্দ্রবিষয়ক অতি মনোহর স্তুতিবাদ শ্রুতিগোচর হইয়া উঠিল। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ মহাদেবের সম্মুখে সঙ্গীত আরম্ভ করিল। মহেন্দ্রানুচর, তন্নিলয়নিবাসী স্ত্রী, বাল, বৃদ্ধ ও দেবগণ দিব্য বিমানে আরোহণপূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন। পরে দেবরাজ ইন্দ্র অলঙ্কৃত অশ্বগণ-যোজিত রথে আরোহণ করিয়া শচীদেবীর সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে অসাধারণ রাজশ্রীসম্পন্ন নরবাহন কুবেরও তথায় আগমন করিলেন। পরে দক্ষিণ দিগ্বিভাগে অবস্থিত যমরাজ এবং যথাস্থানস্থ বরুণ ও দেবরাজ ইন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিলাম।

অনন্তর লোকপালগণ আমাকে সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে অর্জ্জুন!

তুমি সুরকার্য্য নির্ব্বাহার্থ ভগবান্ ত্রিলোচনকে নেত্রগোচর করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে অবলোকন কর; আমরা প্রসন্ন হইয়া তোমাকে দিব্যাস্ত্র সকল প্রদান করিতেছি, যথা বিধানে গ্রহণ কর। আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রযতমনে মহাস্ত্র সকল বিধিবৎ গ্রহণ করিলাম। তখন দেবগণ আমাকে গমন করিতে অনুমতি প্রদানপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র রথারোহণ পূর্ব্বক আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি এস্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বেই তোমাকে অবগত হইয়াছি, কিন্তু পরে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। পূর্ব্বে তুমি বহুতর তীর্থে বারংবার স্নান ও অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছ; তন্নিমিত্ত দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ তোমার প্রভাব বিদিত হইয়াছেন; এক্ষণে পুনর্ব্বার তপোনুষ্ঠান করিয়া সুরলোকে গমন করিতে হইবে। মাতলি আমার আদেশানুসারে তৎকালে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক তোমাকে লইয়া দেবলোকে গমন করিবে।

অনন্তর আমি কহিলাম, ভগবন্! আমি অস্ত্র লাভার্থ আপনাকে আচার্য্যরূপে বরণ করিতেছি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! তুমি অস্ত্রশিক্ষা করিলে নিতান্ত ক্রূরকর্ম্মা হইবে; অতএব অস্ত্র শিক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই; এক্ষণে যে কারণে অস্ত্র শিক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, তোমার সে মনোরথ অচিরাৎ সম্পূর্ণ হইবে। আমি কহিলাম, হে দেবরাজ! আমি শত্রুপ্রযুক্ত অস্ত্র সমূহ নিবারণ ব্যতিরেকে কদাচ মনুষ্যের প্রতি দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিব না। আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া সেই সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন; পরে আমি তাঁহার প্রভাবে নিখিল লোক লাভ করিব।

ইন্দ্র কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পরীক্ষার নিমিত্ত এই রূপ কহিতেছিলাম; ফলতঃ আমার পুত্র হইয়া যেরূপ কহিতে হয়, তুমি তাহাই কহিয়াছ; এক্ষণে মন্নিকেতনে গমন করিয়া বায়ু, অগ্নি, অষ্টবসু, বরুণ ও মরুদ্গণ হইতে সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র শিক্ষা কর, এবং সাধ্য, পৈতামহ, গান্ধর্ব্ব, ঔরগ, রাক্ষস, বৈষ্ণব, নৈঋত ও ঐন্দ্র অস্ত্র সমুদায়ও তথায় অবগত হইতে সমর্থ হইবে। এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, এবং লোকপাল সকল স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতলি ইন্দ্রের অধিকৃত অতি পবিত্র মায়াময় এক রথ আনয়ন করিয়া আমাকে কহিলেন, হে মহাবল! দেবরাজ ইন্দ্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইয়াছেন; অতএব আপনি কার্য্যাবশেষ সংসাধন করিয়া সত্বরে প্রস্তুত হউন; অদ্যই সশরীরে সুরলোকে যাইয়া অতি পবিত্র লোক সকল অবলোকন করিবেন।

আমি মাতলিকর্ত্তৃক এই রূপ অভি-

হিত হইয়া হিমাচলকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দিব্য রথে আরোহণ করিলাম। অশ্ববিজ্ঞানবিৎ মহাত্মা মাতলি মনোমারুতগামী তুরঙ্গম সকলকে মহাবেগে চালনা করাতে রথবর বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মাতলি বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আমি প্রতিদিনই প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অশ্বগণ ধাবমান হইবামাত্র দেবরাজ বিচলিত হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি অণুমাত্রও বিচলিত বা চকিত হইলেন না, প্রত্যুত রথমধ্যে স্থিরভাবেই অবস্থান করিয়া রহিলেন, বলিতে কি, আপনার এই সমস্ত কার্য্য দেবরাজের কার্য্য সকল অতিক্রম করিয়াছে! এই বলিয়া মাতলি নভোমণ্ডলে উত্থিত হইয়া বিমান ও দেবালয় সকল দর্শন করাইলেন। ঐন্দ্র রথ ক্রমে ক্রমে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইলে, দেখিলাম যে, তথায় মহর্ষিগণ ও দেবতারা সকলে স্বীয় অভীষ্ট দেবের অর্চ্চনা করিতেছেন। অনন্তর দেবর্ষিদিগের কাম্য লোক সমুদায় এবং গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণের প্রভাব আমার নয়নপথে নিপতিত হইল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি নন্দনপ্রভৃতি দিব্য বন ও উপবন সকল অবলোকন করাইলেন।

পরিশেসে কল্পপাদপোপশোভিত, দিব্যরত্ন-বিভূষিত, ইন্দ্রনগরী অমরাবতী নিরীক্ষণ করিলাম। যে স্থানে সূর্য্যের উত্তাপ নাই, শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ক্লান্তি নাই ও ধূলিজাল-জনিত ক্লেশের লেশ নাই, যে স্থানে জরা নাই, শোক নাই এবং দৈন্য ও দৌর্বল্যের প্রাদুর্ভাব নাই, যে স্থানে গ্লানি, ক্রোধ ও লোভের অনুভব হয় না ও সকল প্রাণী নিত্য সন্তুষ্ট, যে স্থানে হরিদ্বর্ণ পলাশালঙ্কৃত পাদপাবলী সততই ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে, যে স্থানে বিকশিত পদ্মগন্ধামোদিত স্বচ্ছসলিল সরোবর সকল শোভা পাইতেছে, সুশীতল পরিশুদ্ধ জগৎপ্রাণ সমীরণ অনবরত মন্দ মন্দ সঞ্চরণ করিতেছে, যে স্থানে ভূমি সকল নানাবিধ রত্নরাগে রঞ্জিত ও কুসুমসমূহে সুশোভিত হইতেছে, যে স্থানে বহুতর মনোহর পক্ষিকুল মধুর স্বরে গান ও মৃগগণ সঞ্চরণ করিতেছে, এবং যে স্থানে বহুবিধ বিমানগামী প্রাণিসকল সতত পরিদৃশ্যমান হইতেছে।

আমি তথায় বসু, রুদ্র, সাধ্য, মরুদ্গণ, আদিত্য ও অশ্বিনীতনয়-দ্বয়কে অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা আমাকে "তোমার বল, বীর্য্য, তেজঃ, যশঃ ও অস্ত্র অক্ষয় এবং সমরে জয় লাভ হইবে," বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে আমি অমরপুরী প্রবেশ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবরাজকে নমস্কার করিলে, তিনি প্রীতমনে আমাকে নিজ আসনার্দ্ধ প্রদান করিলেন এবং স্নেহবশতঃ স্বকীয় করকমলদ্বারা বারংবার আমার গাত্র স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আমি তখন অস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত মহাত্মা দেব ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত সুরলোকে বাস করিতে লাগিলাম। অস্ত্রশিক্ষাপ্রসঙ্গে বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের সহিত আমার সাতিশয়

সৌহার্দ্দ জন্মিলে, তিনি আমাকে সমস্ত নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা করাইলেন। হে মহারাজ! এই রূপে আমি পূর্ণমনোরথ হইয়া পরম সুখসমাদরে পাকশাসনপুরে অবস্থিত করিতে লাগিলাম। তথায় প্রতিদিন সুমধুর গীত ও তূর্য্যঘোষ শ্রবণ এবং অপ্সরোগণের নৃত্য সন্দর্শন করিয়া তাহাতে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া বরং তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে রত থাকিতাম; এ দিকে আবার পুরুষার্থ-বোধে অস্ত্র শিক্ষাবিষয়েও সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়া তাহার পর্য্যালোচনা করিতাম; এই কারণে দেবরাজ ইন্দ্র আমার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে কিছুকাল অতিক্রান্ত হইলে, একদা সুররাজ আমার মস্তকে পাণি প্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! দুর্ব্বল মানবজাতির কথা দূরে থাকুক, অদ্যাবধি দেবগণও তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। তুমি সংগ্রামে অপ্রমেয়, অধৃষ্য ও অপ্রতিম হইবে; অস্ত্রযুদ্ধে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না; তুমি সকল বিষয়েই দক্ষ, সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বেদবেত্তা ও মহাবীর; তুমি আমার নিকট পঞ্চদশ অস্ত্র লাভ করিয়াছ; এবং অস্ত্রের প্রয়োগ, সংহার, আবৃত্তি, প্রায়শ্চিত্ত ও প্রতিঘাত এই পঞ্চবিধ বিধি-বিজ্ঞানবিষয়েও আর কেহ তোমার সহিত তুল্যরূপে পরিগণিত হইবে না। এক্ষণে তোমার গুরুদক্ষিণার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব তুমি প্রথমতঃ অঙ্গীকার কর, পশ্চাৎ আমি দক্ষিণা নিরূপণ করিয়া দিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া আমি সুররাজকে কহিলাম, হে দেবাধিপ! যে কার্য্য আমার কৃতিসাধ্যে সম্পন্ন হইবার যোগ্য, তাহার সংসাধনে কোন মতেই ত্রুটি করিব না; আপনি নিশ্চয় বোধ করিবেন, উহা সম্পন্ন হইয়াছে। তখন ভগবান্ পাকশাসন স্মিতমুখে আমাকে কহিলেন, হে অর্জ্জুন! ত্রিভুবনে অদ্য তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিবাতকবচ নামক কতকগুলি দুর্দ্দান্ত দানব আমার পরম শত্রু, তাহারা সাগর-গর্ভে দুর্গ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে; তাহাদিগের রূপ, বল ও প্রভা একই প্রকার, সংখ্যা তিন কোটি; তুমি তাহাদিগকে বিনাশ কর, তাহা হইলে তোমার গুরুদক্ষিণাদান সম্পাদিত হইবে।

অনন্তর দেবরাজ পূর্ব্বে যে রথে আরোহণ করিয়া বিরোচননন্দন বলিকে পরাজয় করিয়াছিলেন; ময়ূরপক্ষসদৃশ রোমপরিবৃত, অশ্বযোজিত, মাতলি-পরিচালিত, প্রভাসম্পন্ন সেই দিব্য রথ প্রদান করিয়া আমার মস্তকে স্বহস্তে কিরীট বন্ধন করিয়া দিলেন এবং লাবণ্যানুরূপ তাঁহার অঙ্গের অলঙ্কার সকলও অভেদ্য সুখস্পর্শ কবচ প্রদানপূর্ব্বক গাণ্ডীবে অজরা জ্যা যোজনা করিলেন। আমি সেই রথবরে অধিরূঢ় হইয়া যাত্রা করিলাম। তখন দেবগণ রথের ঘর্ঘর শব্দে প্রতিবোধিত হইয়া ইন্দ্র-

বোধে আমাকে অবলোকন করিতে আগমন করিলেন। পরে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে ফাল্গুন! তুমি কোন্ কার্য্য সাধনার্থে গমন করিতেছ? আমি কহিলাম, হে দেবগণ! আমি নিবাতকবচগণকে যুদ্ধে বিনাশ করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি; এক্ষণে আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন। তখন দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া দেবরাজের ন্যায় আমারও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন, হে অর্জ্জুন! এই রথে আরোহণ করিয়া দেবরাজ রণস্থলে শম্বর, নমুচি, বল, বৃত্র, প্রহ্লাদ ও নরক প্রভৃতি শতসহস্র অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; তুমিও তদ্রূপ ইহাতে অধিরূঢ় হইয়া নিবাতকবচগণকে বিনাশ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই। আর আমরা তোমাকে এই এক পরমোৎকৃষ্ট শঙ্খ প্রদান করিতেছি, তুমি ইহাদ্বারা দানবগণকে অনায়াসে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে; বলিতে কি, ত্রিদশনাথ এই শঙ্খপ্রভাবেই দেবদানবপ্রভৃতি সমস্ত লোক আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

তখন আমি জয় লাভার্থ সেই দেবদত্ত শঙ্খ গ্রহণ করিয়া অমরগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া শঙ্খ, কবচ, বাণ ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামাভিলাষে দানবগণোদ্দেশে সাগরগর্ভে গমন করিলাম।

একোনসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর আমি অনেকানেক স্থানে মহর্ষিগণকর্ত্তৃক স্তূয়মান হইয়া মহাসাগর সন্দর্শন করিলাম। তথায় বহুল ফেনপরিপ্লুত, সংহত ও অত্যুন্নত তরঙ্গনিকর উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে; চতুর্দ্দিকে রত্নপরিপূর্ণ শতসহস্র তরণী প্লবমান হইতেছে; তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলগিল, মকর ও কচ্ছপ সমুদায় জলমগ্ন শৈলের ন্যায় শোভা পাইতেছে; সলিলমধ্যে শতসহস্র শঙ্খ অল্পাভ্রপটলসংবৃত তারকাস্তবকের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে, প্রভাসম্পন্ন বহুবিধ রত্নজাত নিমগ্ন রহিয়াছে, এবং অতি ভীষণ সমীরণ প্রবল বেগে আশ্চর্য্যরূপে ঘূর্ণমান হইতেছে।

আমি এবংবিধ অম্ভোনিধি নিরীক্ষণ করিয়া পরিশেসে তন্মধ্যস্থিত দানবালয় অবলোকন করিলাম। অনন্তর রথযোগবেত্তা মাতলি অনতিবিলম্বে পাতালতলে অবতীর্ণ হইয়া রথঘর্ঘর শব্দে তত্রত্য সমস্ত লোকের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া দানবপুরীর অভিমুখে বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। তখন দানবেরা নভোমণ্ডলবর্ত্তী নীরদনিনাদের ন্যায় সেই রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রবোধে নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল, এবং শশব্যস্ত হইয়া অসি, শূল, পরশু, গদা,

মুষল, শর ও শরাসন ধারণপূর্ব্বক শঙ্কিত-মনে পুরদ্বার রোধ করিয়া তথায় রক্ষক নিযুক্ত করিয়া অদৃশ্য ভাবে রহিল।

অনন্তর আমি দেবপ্রদত্ত মহাস্বন শঙ্খ গ্রহণপূর্ব্বক প্রফুল্ল মনে মন্দ মন্দ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, তাহার প্রতিশব্দে অন্তরীক্ষ স্তব্ধ হইয়া উঠিল; প্রাণিগণ সংত্রস্তচিত্তে ইতস্ততঃ লুক্কায়িত হইতে লাগিল; ইত্যবসরে সহস্র সহস্র নিবাত-কবচগণ বর্ম্মধারণ ও লৌহনির্ম্মিত মহা-শূল, গদা, মুষল, পট্টিশ, করবাল, রথচক্র, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডি এবং বিচিত্র অলঙ্কৃত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক নির্গত হইতে লাগিল। মাতলি বারংবার বিচার করিয়া সমতল প্রদেশে অশ্ব চালনা করিলে, অশ্বেরা এরূপ দ্রুত-পদে গমন করিতে লাগিল যে, তৎকালে কিছুই লক্ষিত হইল না; ফলতঃ উহা আমার পক্ষে নিতান্ত অদ্ভুত বোধ হইয়া-ছিল। পরে নিবাতকবচগণ সহস্র সহস্র বিকৃত স্বর ও বিকৃতাকার বাদ্য বাদন করিতে আরম্ভ করিলে, সেই ঘোরতর শব্দপ্রভাবে সাগরগর্ভে পর্ব্বতোপম মৎস্য-গণ উদ্ভ্রান্তমনে দ্রুতগমনে ইতস্ততঃ সঞ্চ-রণ করিতে লাগিল। অনন্তর দানবেরা শাণিত বাণ বর্ষণ করিতে করিতে আমার প্রতি ধাবমান হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইল; ক্রমে ক্রমে সেই নিবাতকবচান্তক যুদ্ধ অতি তুমুল হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দানব-যুদ্ধে যেমন দেবগণ দেবরাজ ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন, সেই রূপ দেবর্ষি, দান-বর্ষি, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সংগ্রাম দর্শনার্থ আগমন করিয়া আমার স্তব করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর নিবাতকবচগণ বহুবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক মহাবেগে আমার প্রতি ধাবমান হইল, এবং আমার রথের পথ রোধ ও পরিবেষ্টন করিরা চারি দিক্ হইতে আমার প্রতি আক্রোশ প্রকাশ এবং অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিল। পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবেরা শূল, পট্টিশ-প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র হস্তে লইয়া আমার প্রতি নিক্ষেপ করিল; এবং আমার রথোপরি গদা, শক্তি ও সুমহৎ শূলবৃষ্টি করিতে লাগিল। অনন্তর রণস্থলে কাল-রূপী মহাঘোর প্রহরণধারী নিবাতকবচ-গণকে একে একে গাণ্ডীবমুক্ত অজিহ্মগ দশ দশ বাণ দ্বারা বিনাশ করিলাম। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া অবশিষ্ট সকলেই পলায়ন করিল।

তখন মাতলি বায়ুবেগে সুপ্রণালীক্রমে অশ্বগণ চালনা করিলে, তাহারা বহুবিধ পথ পর্য্যটন করিয়া অসুরগণকে মন্থন করিতে লাগিল। সেই রথে শত শত অশ্ব যোজিত ছিল, কিন্তু তৎকালে মাতলির সুকৌশলে পরিচালিত হইয়া তাহাদিগকে নিতান্ত অল্প সংখ্যক বলিয়া বোধ হইল, কোন ক্রমেই বিশৃঙ্খল হইল না। অশ্বের চরণ-পাত, রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ ও আমার শর বর্ষণে শত শত অসুরেরা প্রাণ পরিত্যাগ

করিল। তখন অশ্বেরা গৃহীতশরাসন, ধরাতলপতিত, গতাসু অসুর ও সারথি-দিগকে চরণদ্বারা আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর নিবাতকবচগণ দিক্‌বিদিক্ সকল রোধ করিয়া আমার প্রতি বহুবিধ অস্ত্র-ক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন আমার মনঃ সাতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু মাতলির কি আশ্চর্য্য শিক্ষাকৌশল ও অদ্ভুত বীর্য্য! তিনি অনায়াসেই সেই সেই মহাবেগে ধাবমান তুরগগণের রশ্মি সংযত করিলেন। পরে আমি আশুগামী বিচিত্র অস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অস্ত্রধারী অসুর-গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিলাম।

ইন্দ্রসারথি মাতলি যুদ্ধে আমার এই রূপ অসাধারণ নৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। অসুরেরা অনে-কেই অশ্ব ও রথদ্বারা বিনষ্ট হ[illegible]; কতকগুলি পলায়ন করিল; কেহ কেহ বা শরপীড়িত ও আমাদিগের কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে আচ্ছন্ন করিল। তখন আমি অবিলম্বেই মন্ত্রপূত ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা শতসহস্র অসুরগণকে দগ্ধ করিলাম। তাহারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া ক্রোধভরে শক্তি, শূল ও অসিবর্ষণ-দ্বারা পুনরায় আমাকে নিতান্ত উত্ত্যক্ত করিলে পর, আমি সুতীক্ষ্ণ তেজঃসম্পন্ন দেবরাজের দয়িত মাধব নামক এক উৎ-কৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া সহস্র সহস্র তোমর-প্রভৃতি শক্রপ্রযুক্ত অস্ত্র শস্ত্র সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম।

অনন্তর রোষপরবশ হইয়া দশ দশ বাণদ্বারা অসুরদিগের এক এক জনকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। তৎকালে আমার গাণ্ডীব হইতে ভ্রমরমালার ন্যায় শরনিকর নির্গত হইলে, মহাত্মা মাতলি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং অসুরেরা যে সমস্ত বাণ প্রয়োগ করিল, তিনি তাহারও সমুচিত প্রশংসা করিলেন। অসুরেরা পুনরায় আমার প্রতি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, আমিও অসুরগণকে বিদ্ধ করিতে লাগিলাম। অনন্তর যেমন জলদকালে পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবিরল জলধারা নিপ-তিত হইতে থাকে তদ্রূপ অসুরদিগের ক্ষত বিক্ষত গাত্র হইতে শোণিতধারা বিগ-লিত হইতে লাগিল। পরে দানবেরা অশনিসমস্পর্শ, অতি বেগগামী, অজিহ্মগ মদীয় বাণদ্বারা বধ্যমান হইয়া নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্তে আমার সহিত মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করিল।

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর চারি দিক্ হইতে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমি পর্ব্বতপ্রমাণ শিলাস্তম্ভ দ্বারা একান্ত নিপীড়িত হইয়া মাহেন্দ্রাস্ত্রপ্রেরিত বজ্র-সঙ্কাশ শরনিকরদ্বারা শিলা সকল চূর্ণ করিতে লাগিলাম। তাহাতে তৎক্ষণাৎ অগ্নি উত্থিত হইল, এবং অনলকণার ন্যায় সেই অশ্মচূর্ণসকল নিপতিত হইতে লাগিল। এইরূপে শিলাবৃষ্টি নিবৃত্ত হইলে, জলধারা সকল মুষলধারে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত হইতে

লাগিল। অবিরল ধারাপাত, প্রখর ঝঞ্ঝা-বাত ও দৈত্যগণের ভয়ঙ্কর গভীর গর্জ্জনে এক কালে সকল দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; আর কিছুই অনুভূত হইল না। ভূলোক হইতে দ্যুলোক পর্য্যন্ত সম্বদ্ধ বিশাল জল-ধারা সকল নিরন্তর নিপতিত হইয়া আমা-দিগকে বিমোহিত করিল। তখন আমি ইন্দ্রোপদিষ্ট ঘোরতর অতি প্রদীপ্ত বিশো-ষণ নামক এক দিব্য অস্ত্র প্রয়োগ করি-লাম, তাহাতেই সেই সকল জল তৎ-ক্ষণাৎ বিশোষিত হইয়া গেল।

অনন্তর দানবেরা আমার প্রতি মায়া-ময় আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ সলিলাস্ত্রদ্বারা অগ্নি নির্ব্বাণ ও শৈলাস্ত্র দ্বারা বায়ুবেগ নিবারণ করিলাম। এই রূপে আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র বিনষ্ট হইলে পর, যুদ্ধদুর্ম্মদ দানবগণ এককালে বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিয়া ঘোররূপ লোমহর্ষণ অস্ত্র, অগ্নি ও শিলা-বৃষ্টি আরম্ভ করিল; এবং প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; সেই মায়াময়ী বৃষ্টি আমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিল। পরে চারি দিক্ হইতে ঘোরতর নিবিড় অন্ধকার প্রাদুর্ভূত হইলে, অশ্বেরা বিমুখ ও মাতলি স্খলিত হইলেন। তাঁহার হস্ত হইতে হিরণ্ময় প্রতোদ ভূতলে নিপতিত হইল; তিনি তখন নিতান্ত ভীত হইয়া 'অর্জ্জুন কোথায়' ইহা বারংবার বলিতে লাগিলেন। তাঁহাকে বিচেতনপ্রায় অবলোকন করিয়া আমারও হৃদয়ে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল।

অনন্তর তিনি একান্ত শঙ্কিত মনে আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! পূর্ব্বে অমৃতের নিমিত্ত সুরাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল; আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি; সম্বরবধে ভয়া-নক যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল; আমি সে স্থানেও দেবরাজের সারথ্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছি; বৃত্রাসুর সংহারে আমিই অশ্ব চালনা করিয়াছি; বৈরোচনি বলির অতি বিষম সমরও নয়নগোচর করিয়াছি। এই সকল মহাঘোর সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করিয়াও কদাচ সংজ্ঞাশূন্য হই নাই। অদ্য বোধ হয়, সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা নিশ্চয়ই প্রকৃতিবর্গের বিনাশ কল্পনা করিয়াছেন; অন্যথা এই রূপ সংসারনাশকারী অভূত-পূর্ব্ব সমরঘটনা নিতান্ত অসম্ভব।

আমি এই কথা শ্রবণ করিয়া শঙ্কাশূন্য হইয়া দানবগণের মায়াবল নিরাকরণ করি-বার নিমিত্ত নিতান্ত ভীত মাতলিকে কহি-লাম, হে ইন্দ্রসারথে! অদ্য আপনি আমার ভুজবল, অস্ত্র ও গাণ্ডীব শরাসনের প্রভাব প্রত্যক্ষ করুন। অদ্য আমি অস্ত্রমায়া-দ্বারা দানবগণের নিদারুণ মায়া ও গাঢ়তর অন্ধকার নিরাকরণ করিব; আপনি অণু-মাত্র ভীত বা ব্যস্ত হইবেন না। এই বলিয়া আমি দেবগণের হিত সাধনার্থ সর্ব্বভূতবিমোহিনী অস্ত্রমায়া সৃষ্টি করি-লাম। তখন অসুরেরা আপনাদিগের মায়াজাল উচ্ছিন্ন হইল দেখিয়া পুনরায় বহুবিধ মায়া প্রকাশ করিতে লাগিল। কখন প্রচুর আলোক, কখন ঘোরতর অন্ধকার, কখন লোক সকল দৃষ্টিগোচর

হইয়া উঠিল; কখন বা সমস্ত সংসার অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। পরে ইন্দ্রসারথি মাতলি আলোক লাভ করিয়া রণস্থলে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে নিবাতকবচগণ পুনরায় আমাকে আক্রমণ করিলে, আমিও কোন প্রকার কৌশলে তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিলাম। পরে সেই নিবাতকবচান্তকারী সংগ্রামে মায়াপরিবৃত দানবগণকে আর অবলোকন করিতে পাইলাম না।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! দৈত্যগণ মায়াপ্রভাবে অলক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল; আমিও অদৃশ্যমান অস্ত্র সহকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার গাণ্ডীবোম্মুক্ত শরসমূহে ভূরি ভূরি দানবের মস্তক ছেদন হইলে, তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই রূপে নিবাতকবচগণের প্রাণ সংহার করিলে, তাহারা প্রকটিত মায়া উপসংহার করিয়া আত্মপুরীমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগের অপসারণে দৃষ্টিপথ প্রকাশিত হইলে দেখিলাম, শত সহস্র দানব নিহত হইয়া রণভূমিতে পতিত রহিয়াছে; তাহাদিগের অস্ত্র, আভরণ, গাত্র ও কবচ সকল চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এরূপ স্থান নাই যে, তুরঙ্গমগণ এক পদ গমন করে।

আমি এই সকল অবলোকন করিতেছি, এমন সময়ে নিবাতকবচগণ সহসা অলক্ষিতরূপে নভোমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া শিলোচ্চয়সমূহ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। কতকগুলি ভয়ানক দানব মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া অশ্বের চরণ ও রথের চক্র ধারণ করিয়া রহিল। এই রূপে তাহারা সমরসময়ে অশ্ব ও রথ আকর্ষণপূর্ব্বক অচল সমূহে দিক্ সকল অবরুদ্ধ করিলে, সেই স্থান পর্ব্বতগুহার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর আমরা দানবকর্ত্তৃক নিতান্ত আক্রান্ত এবং পর্ব্বতাচ্ছন্ন হইয়া সাতিশয় কাতর ও ভীত হইয়াছি নিরীক্ষণ করিয়া, মহাত্মা মাতলি কহিলেন, অর্জ্জুন! তুমি ভীত হইও না, বজ্র গ্রহণ কর। আমি মাতলির বাক্য শ্রবণ করিয়া দৃঢ়তররূপে দণ্ডায়মান হইয়া গাণ্ডীবকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সুররাজের প্রিয়তম অতি ভীষণ বজ্র উদ্যত করিলাম। পরে সেই বজ্র হইতে বজ্রস্বরূপ লৌহনির্ম্মিত বাণসমূহ বহির্গত হইয়া সেই সমস্ত মায়াময় পদার্থ ও নিবাতকবচগণের মধ্যে প্রবেশ করিলে, তাহারা নিহত ও পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল। যে সকল দানব পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অশ্ব ও রথ আকর্ষণ করিয়াছিল, আমার শরসকল তথায় প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকেও শমনসদনে প্রেরণ করিল।

এই রূপে পর্ব্বতোপম নিবাতকবচগণ নিহত ও ধরাশায়ী হইলে, সেই স্থান গিরিবরাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! অশ্বগণ, রথ, মাতলি অথবা আমার কিছুমাত্র ক্ষতি বা অপকার হইল না! অনন্তর মাতলি সহাস্য বদনে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার যেরূপ বল-বীর্য্য অবলোকন করিলাম বোধ হয়, দেববৃন্দেরও তদ্রূপ বলবীর্য্য নাই।

এ দিকে দানবগণ জীবনযাত্রা সংবরণ করিলে, নগরমধ্যে দানবযোষাসকল শারদীয় সারসকুলের ন্যায় উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল। আমি তখন রথশব্দে তাহাদিগের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক মাতলি সমভিব্যাহারে পুরমধ্যে প্রবেশ করিলাম।

দানবগণ ময়ূরসদৃশ দশ সহস্র অশ্ব ও সূর্য্যসদৃশ রথ অবলোকন করিয়া দলবদ্ধ হইয়া পলায়নপূর্ব্বক আপন আপন রত্নচয়-মণ্ডিত স্বর্ণময় গৃহে প্রবেশ করিল। তৎকালে ভয়ব্যাকুল কুলবধূকুলের অলঙ্কার-ঝঙ্কার শৈলোপরি নিপতিত শিলার ন্যায় মধুর ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল।

অনন্তর আমি সেই বিচিত্র দানবনগরী অমরপুরী অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মহাশয়! এই অসুরনগর দেবনগর অপেক্ষাও সমধিক সৌন্দর্য্যশালী দেখিতেছি; অতএব কি নিমিত্ত দেবগণ এবংবিধ মনোহর নগরে অধিবাস করেন না?

মাতলি কহিলেন, হে পার্থ! প্রথমে আমাদিগের দেবরাজেরই এই নগর ছিল; পরে নিবাতকবচগণ তীব্রতর তপোনুষ্ঠান-পূর্ব্বক পিতামহকে প্রসন্ন করিয়া এই স্থানে অধিবাস ও যুদ্ধে দেবগণ হইতে অভয় প্রার্থনা করে; তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া নগর হইতে দেবগণকে অপসারিত করিয়া দেয়। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র আত্মহিতার্থ তাঁহাদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত ভগবান্ কমলযোনিকে অনুরোধ করেন; তাহাতে তিনি কহিলেন, হে শত্রুহন্! তুমি দেহান্তরে অবতীর্ণ হইয়া উহাদিগকে সংহার করিবে।

দেবরাজ ব্রহ্মার নিকট সবিশেষ শ্রবণ করিয়া তোমাকে সমুদায় অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন। তুমি যে সমস্ত দানবগণকে বিনষ্ট করিয়াছ, দেবগণ কখনই তাহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইতেন না; পরে কমলযোনির বাক্যানুসারে কালক্রমে তুমিই তাহাদিগের কালস্বরূপ হইয়া এ স্থানে আগমন করিয়াছ। হে পুরুষেন্দ্র! ভগবান্ মহেন্দ্র দানবগণের বিনাশার্থ তোমাকে অত্যুত্তম অস্ত্রবল গ্রহণ করাইয়াছেন।

অনন্তর আমি সেই নগরের শান্তি স্থাপন করিয়া মহাত্মা মাতলি-সমভিব্যাহারে পুনরায় দেবপুরে গমন করিলাম।

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরনাথ! অমরাবতী গমনসময়ে পথিমধ্যে এক কামচারী নগর নয়নগোচর করিলাম। ঐ নগর পাবক ও প্রভাকরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন; সুস্বর পতত্রিগণ-পরিবৃত, রত্নময় পুষ্পফল-

শোভিত, রত্নপাদপশ্রেণীতে পরিকীর্ণ, গোপুরনিকরে পরিপূর্ণ, অট্টালিকায় সুশোভিত এবং দুর্গম্য দ্বারচতুষ্টয়ে উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। মাল্যধারী দানবগণ শূল, ঋষ্টি, মুষল, মুদ্গরপ্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ গ্রহণপূর্ব্বক তাহার চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতেছে। উহাতে কালকঞ্জ ও পুলোমজ দনুজদলের আবাসস্থান। আমি এই অদ্ভুতদর্শন আকাশচর নগর নিরীক্ষণ করিয়া মাতলিকে উহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

মাতলি কহিলেন, পুলোমা ও কালকা নাম্নী দুই প্রধান অসুরী দিব্য সহস্র বর্ষ কঠোর তপস্যা করিয়াছিল। তপস্যাবসানে ভগবান্ স্বয়ম্ভূ সেই অসুরীদ্বয়ের প্রার্থনানুসারে "তোমাদিগের পুত্ত্রগণ অল্প দুঃখভাগী ও সুর, রাক্ষস, পন্নগগণের অবধ্য হইবে" বলিয়া বর প্রদান করিলেন; এবং তাহাদিগকে সর্ব্বরত্ন-সমন্বিত, মহর্ষি, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ, অসুর ও রাক্ষসগণের অনভিভবনীয় এই আকাশচারী নগর প্রদান করিলেন। ব্রহ্মা এই সর্ব্বকামসমন্বিত, বীতরোগশোক নগর কালকেয়গণের নিমিত্তই নির্ম্মাণ করিয়াছেন; এই অমরা-র্জ্জিত নগর হিরণ্যপুর বলিয়া বিখ্যাত; কালকা ও পুলোমানন্দনগণ ইহার রক্ষণাবেক্ষণ করে। তাহারা দেবগণের অবধ্য বলিয়া এই নগরে সদা সানন্দচিত্তে বাস করিতেছে; উদ্বেগ বা ঔৎসুক্য তাহাদিগের স্বপ্নের অগোচর। হে ভারত! ভগবান্ ব্রহ্মা মনুষ্য হইতে তাহাদিগের মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি শীঘ্র বজ্রাস্ত্র প্রয়োগ করিয়া দুরন্ত কালকেয়গণকে কৃতান্তভবনে প্রেরণ কর।

আমি তখন দানবগণকে সুরাসুরের অবধ্য বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে কহিলাম, হে সূত! আপনি এই পুরীমধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করুন। আমি বলারাতির সমস্ত অরাতিদল অস্ত্রবলে নির্দ্দলিত করিব; এই দানবগণ আমারই বধ্য, তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর মাতলি হয়সনাথ দিব্য রথের সাহায্যে আমাকে অনতিবিলম্বেই হিরণ্যপুরের উপকণ্ঠে উপস্থিত করিলেন। দানবদল আমাকে অবলোকন করিবামাত্র বদ্ধপরিকর হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক মহাবেগে উৎপতিত হইল; এবং সংরম্ভসহকারে তীব্রতর পরাক্রম প্রকটিত করিয়া আমার প্রতি নালীক, নারাচ, ভল্ল, শক্তি, ঋষ্টি ও তোমর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

আমি সমরাঙ্গনে স্যন্দনারোহণে বিচরণ করিতে করিতে শস্ত্রবল ও বিদ্যাবল অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র সুদূরপরাহত ও তাহাদিগকে সম্মোহিত করিলাম। তাহারা যখন অতিমাত্র বিমোহিত হইয়া পরস্পর আক্রমণ ও আঘাত করিতে লাগিল, আমি সেই অবসরে তাহাদিগের উত্তমাঙ্গ সকল নিশিত বিশিখজালে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলাম। এই রূপে কামগ পুরবাসী দানবগণ নির্ভরনিপীড়িত হইয়া দানবী মায়া অবলম্বন করিয়া সেই নগর হইতে যেমন সমুৎপতিত হইল, আমি অমনি শরনিকর বিস্তার করিয়া তাহা-

দিগের গমনপথ আচ্ছাদন ও গতি রোধ করিলাম।

অনন্তর আমি বিবিধ আয়ুধপাত দ্বারা দনুজদলসহ সেই দেদীপ্যমান কামচারী নগরী আক্রমণ করিলাম। ঐ দিব্য পুরী কখন ভূতলে নিপতিত, কখন ঊর্দ্ধে উৎপতিত, কখন তির্য্যক্ ভাগে বিচলিত, কখন বা সলিলে নিমগ্ন হইতে লাগিল। উহা আমার সরলগামী লৌহময় বাণে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইল, ও তন্নিবাসী অসুরেরাও বজ্রসমবেগ বিশিখ-সমূহে নিতান্ত আহত হইয়া কালপ্রেরিতের ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে লাগিল।

অনন্তর মাতলি সেই আদিত্যপ্রভ রথের একান্ত প্রান্তভাগে উপবেশন-পূর্ব্বক আমাকে অচির কালমধ্যে অবনিতলে অবতারিত করিলেন। তথায় সেই রোষ-পরবশ যুযুৎসু দানবগণের যষ্টি সহস্র রথ আমার সম্মুখীন হইলে, আমি সেই রথ সকল নিশিত অর্দ্ধাকৃতি বাণে খণ্ড খণ্ড করিলাম। পরে দানবগণ সমরে আমাদিগকে পরাভব করা মানবের সাধ্য নহে, মনে করিয়া সাগরতরঙ্গের ন্যায় সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইল। আমিও যথাক্রমে দিব্যাস্ত্র-সকল সংযোজনা করিলাম; কিন্তু সেই সকল চিত্রযোধী রথী মুহূর্ত্তমাত্রেই আমার দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রতিহত করিল। পরে তাহারা বিচিত্র ধ্বজকবচে ও মুকুটপ্রভৃতি বিচিত্র অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া যেন আমার হর্ষোৎপাদন করিয়া বিচিত্র রথপথে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে উৎপীড়ন করা দূরে থাকুক, তাহারাই তখন আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল।

আমি সেই মহাযুদ্ধে যুদ্ধকুশল দানব-দলের উৎপীড়নে নিতান্ত ব্যথিত ও ভীত হইয়া সংযতচিত্তে দেবদেব মহাদেব এবং ভূতগণের নামোচ্চারণ ও স্বস্তিবাচন-পূর্ব্বক অমিত্রবিকর্ত্তন রৌদ্রাখ্য মহাস্ত্র সংযোজনা করিলাম; এমন সময়ে সেই সনাতন রৌদ্র অস্ত্র ত্রিমস্তক, নবলোচন, ষড়্ভুজ, সূর্য্যানলসঙ্কাশ কেশপাশে শোভিত এবং লেলিহান মহানাগসমূহে কৃতশেখর পুরুষের মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, অবলোকন করিলাম। দর্শনমাত্রেই শরাবিভূর্ত ভূতনাথকে নমস্কারপূর্ব্বক দানবগণের জীবন সংহারার্থ সেই গাণ্ডীবনিহিত পাশুপত অস্ত্র পরিত্যাগ করিলাম।

অনন্তর সেই পরিত্যক্ত অস্ত্র সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, হরিণ, মহিষ, আশীবিষ, গো, শরভ, বারণ, বানর, বৃষভ, বরাহ, মার্জ্জার, শালাবৃক, প্রেত, ভুরুণ্ড, গৃধ্র, গরুড়, চমর, অশ্ব, গজমুখ মীন, পেচক, দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, যক্ষ, অসুর, গুহ্যক ও গদা মুদ্গরধারী নিশাচর প্রভৃতি অশেষবিধ প্রাণিগণের মূর্ত্তি ও ত্রিশিরাঃ, চতুর্দ্দন্ত, চতুর্ম্মুখ ও চতুর্ভুজপ্রভৃতি বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত জগৎ আচ্ছাদিত করিল। আমি এবম্প্রকার সূর্য্যাগ্নিসম, তীক্ষ্ণ, বজ্রসম প্রভাযুক্ত ও পর্ব্বতসম সার-সম্পন্ন বাণ সমূহে মুহূর্ত্তমাত্রে দানবদলকে উন্মূলিত করিলাম। তাহাদিগকে গাণ্ডা-

বাস্ত্র-প্রভাবে বিনষ্ট ও নভোমণ্ডল হইতে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ত্রিপুরান্তক দেবাদিদেবকে নমস্কার করিলাম।

দিব্যাভরণভূষিত অসুরগণ পাশুপত অস্ত্রে নিষ্পেষিত হইয়াছে এবং আমি দেবদুষ্কর কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছি দর্শন করিয়া, মাতলি সাতিশয় হৃষ্টচিত্তে আমাকে সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি অদ্য সুরাসুরগণের অসাধ্য কর্ম্ম সাধন করিয়াছ! স্বয়ং সুরেশ্বরও এই কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! তুমি স্বীয় তেজঃ ও তপঃপ্রভাবে দেবদানবের অনভিভবনীয় এই আকাশচর নগর বিমথিত করিয়াছ!

এ দিকে বৈমানিক নগর ও দানবগণ নির্ম্মূলিত হইলে, দানবরমণীরা নিতান্ত দুঃখিনী ও স্খলিতকবরী হইয়া দুঃখদগ্ধ কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে নগরের বহির্ভাগে নিপতিত হইল। তাহারা পতি, পুত্র, ভ্রাতা ও পিতার শোকে ধরাতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া দীন কণ্ঠে রোদন ও উরঃস্থল তাড়ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের কুসুমমালা ও বিভূষণ সকল স্রস্ত হইয়া পড়িল। গন্ধর্ব্ব-নগরাকার সেই দানবনগর দানবীগণের শোকানলে দহ্যমান হইয়া নাগবর্জ্জিত হ্রদের ন্যায়, সরস তরুশূন্য অরণ্যের ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট ও কান্তিহীন হইয়া উঠিল।

অনন্তর মাতলি আমাকে অচির কালমধ্যেই অমরালয়ে আনয়ন করিলেন। আমি হিরণ্যপুর উৎসন্ন ও সংগ্রামে দুর্জ্জয় নিবাতকবচগণকে নিহত করিয়া সমধিক সানন্দ চিত্তে দেবেন্দ্রসমীপে আগমন করিলাম। মাতলি তখন আমার অনুষ্ঠিত সমুদায় কার্য্য দেবরাজকে আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সহস্রলোচন ও অন্যান্য দেবগণ হিরণ্যপুরের উৎসাদন, দানবী মায়ার নিরাকরণ এবং মহাতেজাঃ দানবগণের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে আমাকে বারংবার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং সুমধুর বাক্যে কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি গুরুর নিমিত্ত ভয়ানক শত্রুগণকে সংহার করিয়া দেবদানবের সাধ্যাতীত কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ। তুমি সংগ্রামসময়ে সর্ব্বদা স্থির-চেতাঃ ও অস্ত্র-প্রয়োগসময়ে অভ্রান্তহৃদয় হইবে; দেব, দানব, রক্ষ, যক্ষ, পক্ষী, পন্নগপ্রভৃতি কেহই তোমার পরাক্রম সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না; ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তোমারই বাহুবলে সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিয়া প্রতিপালন করিবেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দেবরাজ অবসরক্রমে আমাকে অভিনন্দন করিয়া কহিলেন, ভারত! সমুদায় দিব্যাস্ত্র তোমাতেই সন্নিবেশিত রহিল; কোন মানব তোমাকে পরাভব করিতে সমর্থ হইবে না। তুমি যখন সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, তখন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য ভূপতিগণ তোমার ষোড়শাংশের একাংশেরও যোগ্য হইতে

পারিবে না। তিনি এবম্প্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক আমাকে এই অভেদ্য তনুত্রাণ, হিরণ্ময়ী মালা, দেবদত্ত শঙ্খ, দিব্য বস্ত্র ও রুচির আভরণ প্রদান করিলেন, এবং স্বহস্তে এই দিব্য কিরীট গ্রহণ করিয়া আমার মস্তকে বিন্যস্ত করিয়া দিলেন। আমি ইন্দ্রভবনে এই রূপে পূজিত হইয়া গন্ধর্ব্বদারকগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছিলাম।

আমি তথায় দ্যূতজনিত বিপত্তি স্মরণ করিয়া পঞ্চ বর্ষ অতিবাহন করিলে, দেবরাজ ও সুরগণ আমাকে কহিলেন, অর্জ্জুন! তোমার ভ্রাতৃগণ এক্ষণে তোমাকে স্মরণ করিতেছেন; অতএব তোমার গমনের সময় সমুপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর আমি তাঁহাদিগের বাক্যানুসারে এই গন্ধমাদনের প্রত্যন্ত পর্ব্বতের শিখরদেশে আগমনপূর্ব্বক আপনাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধনঞ্জয়! তুমি ভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে দেবরাজকে আরাধনা করিয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে সাক্ষাৎ ভবানী ও ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিয়াছ; তুমি ভাগ্যবলে যুদ্ধে আশুতোষকে পরিতুষ্ট করিয়াছ; তুমি ভাগ্য বলে লোকপালগণের সহিত সমাগম লাভ করিয়াছ। আমরাও ভাগ্যবলে এতদিন কুশলে ছিলাম এবং তোমাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলাম। বোধ হয়, অদ্য বহুবিধ-পুরমালিনী ভগবতী অবনিদেবী হস্তগত হইলেন; এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণও পরাজিত হইল। এক্ষণে যাহা দ্বারা তাদৃশ বীর্য্যবান্ নিবাতকবচগণকে সংহার করিয়াছ, সেই সমুদায় দিব্য অস্ত্র দর্শন করিবার নিমিত্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়াছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! যাহা দ্বারা নিবাতকবচগণকে নিপাতিত করিয়াছি, কল্য প্রভাতে সেই সমুদায় অস্ত্র অবলোকন করিবেন। এই রূপে ধনঞ্জয় ভ্রাতৃগণের সমক্ষে আগমন-বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া তাঁহাদিগের সহিত তথায় সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে জনমেজয়! রজনী প্রভাত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিয়া মাতৃনন্দ-বর্দ্ধন অর্জ্জুনকে দানবঘাতন দিব্য অস্ত্র সকল প্রদর্শন করাইতে কহিলেন। ধনঞ্জয় শুচি ও দেবরাজদত্ত দিব্য কবচে আবৃত হইয়া দেবদত্ত অস্ত্রসমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তখন ধরাতল রথস্থানীয়, গিরি সকল যুগন্ধর, চক্র ও অক্ষস্বরূপ; এবং তত্রত্য বংশ সকল ত্রিবেণু-কল্প হইল। তিনি এই রূপ পার্থিব রথে আরোহণ, দেবদত্ত শঙ্খ ধারণ ও গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণ-পূর্ব্বক যখন অস্ত্র সমুদায় প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহার পদভরে সক্রমা পৃথিবী কম্পমানা হইতে লাগিল; নদী সকল স্তব্ধ ও মহাসাগর

ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ; পর্ব্বত সকল বিদীর্ণ ও বায়ুপ্রবাহ রুদ্ধ হইয়া গেল ; প্রভাকর প্রভাবিহীন, হুতাশন নির্ব্বাণ এবং দ্বিজাতিগণের বেদ সকল প্রতিভাশূন্য হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরবাসী প্রাণিসকল তাঁহার অস্ত্রপ্রভাবে পীড্যমান ও বিকৃতানন হইয়া তথা হইতে উত্থানপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে পরিবেষ্টন করিয়া বেপমান কলেবরে ধনঞ্জয়ের নিকটে অস্ত্রের প্রতিসংহার প্রার্থনা করিতে লাগিল। দেব, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব ও পক্ষিপ্রভৃতি আকাশচর, অন্যান্য জঙ্গম প্রাণিগণ তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল। পিতামহ, লোকপালগণ ও ভগবান্ ভূতপতি ভূতগণসমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। সমীরণ বিচিত্র দিব্য মাল্যে পাণ্ডুপুত্র পার্থকে পরিকীর্ণ করিল। গন্ধর্ব্বনিবহ সুরগণের অনুমতিক্রমে বিবিধ গাথা গান করিতে আরম্ভ করিল ; অপ্সরাঃসকল বহুবিধ বিভ্রমসহকারে নৃত্য করিতে লাগিল।

এমন সময়ে মহর্ষি নারদ সুরগণের আজ্ঞাক্রমে পাণ্ডবগণের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! তুমি দিব্যাস্ত্রের উপসংহার কর। এই সকল দিব্য অস্ত্র কোনক্রমেই অলক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে না, অথবা উৎপীড়িত না হইলে কাহারও প্রতি প্রয়োগ করা কদাচ উচিত নহে ; ইহা নিরর্থক প্রয়োগ করিলে সাতিশয় অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনা। এইসকল অস্ত্র শাস্ত্রানুসারে রক্ষা করিলে তেজস্বী ও সুখজনক হয়, সন্দেহ নাই ; কিন্তু রক্ষা করিতে না পারিলে সচরাচর ত্রৈলোক্য এককালে বিনষ্ট হইয়া যায়। হে অজাতশত্রো! যখন অর্জ্জুন এই সকল অস্ত্র দ্বারা সমরে অরাতিগণকে অবমর্দ্দন করিবে, তখন ইহাদিগের প্রভাব তোমার নয়নগোচর হইবে।

অর্জ্জুন এই প্রকারে নিবারিত হইলে, দেবগন্ধর্ব্বপ্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ; পাণ্ডবগণও সেই বনে হৃষ্টচিত্তে কৃষ্ণার সহিত বাস করিতে লাগিলেন।

নিবাতকবচযুদ্ধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আজগরপর্ব্বাধ্যায়।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! রথিশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় ইন্দ্রভবন হইতে প্রত্যাগমন করিলে পর, পাণ্ডুনন্দনগণ তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতি পাণ্ডুতনয়েরা ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মহাবীর অর্জ্জুনসমভিব্যাহারে সেই সুরম্য শৈলে ধনেশ্বরের আক্রীড়ভূমিতে বিহার করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর ধনঞ্জয় তত্রত্য

অপ্রতিম গৃহ সমুদায় ও নানাবিধ বৃক্ষে পরিবেষ্টিত ক্রীড়াস্থান সকল অবলোকন-পূর্ব্বক সুখে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুতনয়গণ যক্ষাধিপতি কুবেরের প্রসাদলব্ধ স্থান প্রাপ্ত হইয়া মর্ত্ত্য-লোকের ঐশ্বর্য্যে নিস্পৃহ হইলেন; বিশে-ষতঃ সেই সময় তাঁহাদের পক্ষে নিতান্ত শ্রেয়স্কর হইয়াছিল। মহাত্মা পাণ্ডবগণ বহুদিবসের পর প্রিয় ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাতিশয্য-বশতঃ ঐ স্থানেই অনায়াসে এক রাত্রির ন্যায় চারি বৎসর যাপন করিলেন। ইতি পূর্ব্বে বনবাসে তাঁহাদের ছয় বৎসর অতীত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার চারি বৎসর অতিবাহিত হওয়াতে তাঁহাদের দশ বৎসর অরণ্যবাস হইল। ঐ দশ বৎসর তাঁহারা বনে বাস করিয়াও পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

একদা মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর, অর্জ্জুন ও ইন্দ্রতুল্য প্রভাবসম্পন্ন মাদ্রী-নন্দনদ্বয় একান্তে আসীন হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রিয় ও হিত-কর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কুরু-রাজ! আমরা কেবল আপনার প্রিয়ানুষ্ঠান ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য করিবার মানসেই ঐ বন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সানুচর সুযোধনের সংহারার্থ গমন করিতেছি না। আমরা একান্ত সুখার্হ; কেবল দুরাত্মা দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক সুখসমৃদ্ধি সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়া একাদশ বৎসর বনে বাস করিতেছি। হে মহারাজ! আমরা আপনার আজ্ঞানু-সারে মান ও ধন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অবি-শঙ্কিত চিত্তে বনে বনে পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে সেই মন্দবুদ্ধি সুযোধনকে বঞ্চিত-পূর্ব্বক সুখে অজ্ঞাত বাস করিব। আমরা এক্ষণে অদূরে বাস করিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়াছি; পরে দূরদেশে গমন করিলে, তাহারা কখনই আমাদের উদ্দেশ্য প্রাপ্ত হইবে না।

এইরূপে সংবৎসর গূঢ়বাস করিয়া পরিশেষে সেই নরাধম দুর্য্যোধনকে অনায়াসে পরাজয়পূর্ব্বক তাহার সহিত চিরবদ্ধমূল বৈরনির্য্যাতন করিব। অনন্তর আপনি পরম সুখে পৃথিবী পরিপালন করিবেন। আমরা এই স্বর্গোপম পরম রমণীয় স্থানে চির কাল বাস করিয়া শোক-সন্তাপ নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে ভূমণ্ডলমধ্যে আপনার পরম পবিত্র কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইবে; অতএব আপনি কুরুবংশীয়গণের রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মহৎ যশঃ লাভ ও সৎক্রিয়ানুষ্ঠান করুন। আর আপনি ধনপতি কুবেরের নিকট যে কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন ও প্রাপ্ত হইবেন, রাজ্যলাভ হইলে অনায়াসেই তৎসমুদায় সুসম্পন্ন হইবে। আপনি এক্ষণে কৃতাপরাধ অরাতিগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করুন। হে রাজন্! স্বয়ং বজ্রপাণিও আপনার সাতিশয় উগ্রতেজঃ সহ্য করিতে সমর্থ হন না; মহাপ্রভাব-সম্পন্ন কৃষ্ণ ও সাত্যকি আপনার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াও ব্যথিত হইবেন না। ধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় অতুল বলশালী;

উঁহার তুল্য পরাক্রান্ত। ভগবান্ বাসুদেব যাদবগণ-সমভিব্যাহারে আপনার অর্থ-সিদ্ধিবিষয়ে যেরূপ চেষ্টা করিবেন, আমিও অস্ত্রপ্রয়োগনিপুণ মাদ্রীসুতদ্বয়-সহকারে তদ্রূপ চেষ্টা করিব। এই রূপে আমরা সকলে আপনার ঐশ্বর্য্য-লাভের নিমিত্ত একত্র মিলিত হইয়া অরাতিকুল নির্ম্মূল করিতে প্রবৃত্ত হইব।

মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ভ্রাতাদিগের মত গ্রহণানন্তর কুবেরপুরী প্রদক্ষিণ এবং সমুদায় গৃহ, নদী, সরোবর ও রাক্ষসগণকে আমন্ত্রণ করিয়া যথাগত পথ অবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে গন্ধমাদন পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে শৈলেন্দ্র! আমি শত্রুগণকে পরাজয় ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন-পূর্ব্বক পরিশেষে জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত যেন পুনরায় তোমাকে দর্শন করি।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির গন্ধমাদনের নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অনুজগণ ও দ্বিজাতি-কুলসমভিব্যাহারে সেই পূর্ব্বপরিচিত পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পর্ব্বত-নির্ঝরে সমুপস্থিত হইলে, ঘটোৎকচ তাঁহা-দিগকে বহন করিতে লাগিল। তখন মহর্ষি লোমশ কৃতপ্রস্থান পাণ্ডবগণকে পিতার ন্যায় উপদেশ প্রদান করিয়া পরম প্রীতমনে পুণ্যতম দেবগণ-নিলয়ে গমন করিলেন। এ দিকে পাণ্ডবগণ আর্ষ্টিষেণ-কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া পরম রমণীয় তীর্থ, তপোবন ও বৃহৎ বৃহৎ সরোবর-সকল অবলোকন-পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! ভরতকুলাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়েরা বহুবিধ প্রস্রবণ, দিগ্‌গজ, কিন্নর ও পক্ষিগণে আকীর্ণ সেই পরম রমণীয় আবাসস্থান গন্ধমাদন পরিত্যাগপূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত অসুখী হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তাঁহারা কুবেরের অভিলষ-ণীয়, অতি রমণীয়, জলধর-সমকান্তি কৈলাস ভূধরে সমুপস্থিত হইয়া উহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে গন্ধমাদন পরিত্যাগজনিত শোক সংবরণ-পূর্ব্বক পুনরায় মনে মনে সাতিশয় প্রীত হইলেন।

শরাসন ও খড়্গধারী নরেন্দ্রগণ অত্যু-ন্নত, ভূধরসংকীর্ণ ভূভাগ, সিংহ সমুদায়ের বাসস্থান, গিরিসেতু, প্রপাত, নিম্নস্থল ও অনেকানেক মৃগপক্ষি-সেবিত মহাবন সমু-দায় নিরীক্ষণ করিতে করিতে প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা পথি-মধ্যে যামিনীযোগে রম্য কানন, নদী, সরোবর, গিরিগুহা বা গিরিগহ্বরে বাস করিতেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ নানাবিধ দুর্গম স্থানে বাস করিয়া ক্রমে ক্রমে কমনীয়া-কৃতি কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার মনোহর আশ্রমে সমুপ-স্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা ঐ মহর্ষির সহিত মিলিত ও তৎকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া

আপনাদিগের গন্ধমাদনবাস-বৃত্তান্ত সবিস্তরে কহিলেন।

মহানুভব পাণ্ডবগণ দেবমহর্ষি-নিষেবিত পুণ্যাশ্রমে এক রাত্রি বাস করিয়া বিশাল বদরিকাশ্রম-মুখে পুনরায় গমন করিলেন। তাঁহারা সেই নারায়ণস্থানে অবস্থানপূর্ব্বক সুর ও সিদ্ধগণসেবিত কুবেরের প্রিয়তম সরসী অবলোকন করিয়া বিগতশোক হইয়াছিলেন। যেমন ব্রহ্মর্ষিগণ বীতমল হইয়া নন্দনবনে ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ তাঁহারা তথায় পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তাঁহারা সেই বদরিকাশ্রমে এক মাস বাস করিয়া পরিশেষে কিরাতরাজ সুবাহুর রাজ্যে যাত্রা করিলেন। ক্রমে ক্রমে চীন, তুষার, দরদপ্রভৃতি দেশ ও বহুরত্নশালী কুলিন্দের দেশ সমুদায় এবং হিমাচলের দুর্গম প্রদেশ অতিক্রম করিয়া সুবাহুর নগর নয়নগোচর করিলেন। কিরাতরাজ, পাণ্ডুনন্দনগণ আপনার রাজ্যে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পরম পরিতুষ্ট চিত্তে স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন করিলেন; তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন করিলেন।

অনন্তর কুরুবংশাবতংস পাণ্ডুতনয়গণ, মহারাজ সুবাহু, বিশোকপ্রভৃতি সূতগণ মহেন্দ্রসেনপ্রভৃতি পরিচারকবর্গ ও মহানসে নিযুক্ত পৌরোগবদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা তথায় এক রাত্রি বাস করিয়া সানুচর ঘটোৎকচকে বিদায় করিয়া সমস্ত রথ ও সূতসমূহ-সমভিব্যাহারে যামুন পর্ব্বতে গমন করিলেন। উহার সানুসমূহ অরুণ ও পাণ্ডুবর্ণ; শিখরদেশ-সংসক্ত-শিশিররাশি শ্বেতবর্ণ উত্তরীয়ের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে; স্থানে স্থানে প্রস্রবণসমুদয় শোভা পাইতেছে। পাণ্ডুতনয়গণ ঐ গিরিমধ্যে বিশাখযূপ নামক স্থানে গমন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা তথায় মৃগয়ানুরক্ত হইয়া নানাবিধ বরাহ, মৃগ ও পক্ষিকুলে সমাকীর্ণ চৈত্ররথতুল্য সেই মহাবনে সংবৎসর বিহার করেন।

একদা বৃকোদর ঐ পর্ব্বতকন্দরে মহাবল পরাক্রান্ত কালান্তক যমের ন্যায় এক ক্ষুধাতুর ভুজঙ্গকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিষাদ ও মোহে যুগপৎ নিমগ্ন হইলেন। তখন অপ্রতিমতেজাঃ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বহু প্রযত্নে ভুজঙ্গবেষ্টিতাঙ্গ ভীমসেনকে মুক্ত করিলেন। তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত সেই চৈত্ররথসদৃশ বন হইতে মরুধন্ব দেশের প্রান্তভাগ অতিক্রম-পূর্ব্বক সরস্বতীতীরস্থ দ্বৈতবনে সমুপস্থিত হইলেন। তত্রস্থ অধিবাসিগণের আচার অবলোকন করিয়া তৃণ ও জলপাত্র আহরণ-পূর্ব্বক তপঃ, দম, আচার ও সমাধি অবলম্বন-পূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাহার মধ্যে মধ্যে তীরপ্ররূঢ় প্লক্ষ, অক্ষ, রৌহিতক, বেতস, বদরী, খদির, শিরীষ, বিল্ব, ইঙ্গুদ, পীলু, শমী ও করীরপ্রভৃতি বৃক্ষনিবহে রমণীয় যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণের অভিলষণীয়, সুরসমূহের আবাসভূমি সর-

স্বতী-তীরে বিহার করিয়া পরম প্রীত হইতেন।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যিনি দর্পিত চিত্তে পুলস্ত্যতনয় কুবেরকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া সম্মুখীন হইয়াছিলেন, যিনি কুবের-সরসীতীরে অসঙ্খ্য যক্ষ ও রাক্ষসগণের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, সেই অযুতনাগতুল্য বলশালী ভীমপরাক্রম ভীমসেন কি নিমিত্ত অজগরের আক্রমণে ভীত হইয়াছিলেন? উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য পাণ্ডুতনয়গণ রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার আশ্রম হইতে আগমন করিয়া সেই দ্বৈতবনে বাস করিলে পর, মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর যদৃচ্ছাক্রমে শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই দেবগন্ধর্ব্ব-সেবিত পরম রমণীয় বন ও হিমাচলের রম্য প্রদেশ সমুদায় অবলোকন করিলেন। কোনস্থানে দেবর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরোগণ সতত বিচরণ করিতেছেন; কোথাও চকোর চক্রবাক, জীবঞ্জীবক ও কোকিলসকল সুমধুর ধ্বনি করিতেছে; কোথাও সিংহযূথ ভীষণ নিনাদ করিতেছে; কোথাও সতত পুষ্পফলে সমাকীর্ণ মনোনয়ননন্দন পাদপসমুদায় অসাধারণ শোভা সম্পাদন করিতেছে; কোথাও বৈদূর্য্য মণিসন্নিভ সলিলসম্পন্ন হংসকারণ্ডব-বিচরিত গিরিনদীসমুদায় শোভা পাইতেছে; কোথাও দেবদারুবনরাজি জলদজালের ন্যায় বিরাজিত হইতেছে; কোথাও বা হরিচন্দন ও উত্তুঙ্গ কালীয় বৃক্ষসমুদায় একত্র মিলিত হইয়া শোভিত হইতেছে।

মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সেই প্রদেশের এই রূপ শোভা নিরীক্ষণ করিয়া বিশুদ্ধ বাণ দ্বারা বিবিধ মৃগ, মহাকায় হস্তী, বরাহ ও মহিষ সমুদায়কে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। বেগে পাদপসমুদায় উৎপাটন ও ভগ্ন করিয়া কানন প্রতিধ্বনিত করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র মর্দ্দন এবং পাদপসমুদায় দূরে নিক্ষেপ করিলেন। পরে তিনি নির্ভয় হৃদয়ে আস্ফোটন, সিংহনাদ ও তলধ্বনি করিয়া কখন বেগে ধাবমান কখন দণ্ডায়মান কখন বা উপবিষ্ট হইয়া মৃগান্বেষণ পূর্ব্বক সেই গহন কাননে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন মহাসত্ত্ব গজেন্দ্র ও মৃগেন্দ্রগণ ভীমসেনের ভীষণ নিনাদ শ্রবণে ভীত হইয়া গুহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল; এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণ বিত্রাসিত ও গুহাশায়ী সর্পকুল সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মনুজশ্রেষ্ঠ ভীমসেন এই রূপে মৃগান্বেষণ করিয়া ক্রমে ক্রমে বনেচরের ন্যায় পাদচারে সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক অতি বেগে অতিক্রমণ করিয়া পরিশেষে শনৈঃ শনৈঃ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া গিরিদুর্গ-

মধ্যে অবস্থিত, লোমহর্ষণ, মহাকায় এক ভুজঙ্গম অবলোকন করিলেন। ঐ সর্প পর্ব্বতাকার স্বীয় বিপুল কলেবরদ্বারা গিরিকন্দর আবরণ করিয়াছে। উহার অঙ্গ চিত্রবিচিত্র ও হরিদ্রাবর্ণ; মুখবিবর গুহার ন্যায়; দন্তচতুষ্টয় অতিশয় ভীষণ; নয়নযুগল উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও আকার কালান্তক যমের ন্যায়; দেখিলে সমস্ত লোকেরই হৃদয়ে ভয় জন্মে। ঐ ভুজঙ্গ মুহুর্মুহুঃ সৃক্কণী লেহন ও ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক যেন প্রাণিগণকে ভৎর্সনা করিয়া দর্প প্রকাশ করিতেছে।

সেই ঘোরদর্শন অজগর ক্রোধান্বিতচিত্তে সহসা ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার করদ্বয় আক্রমণ করিল। তিনি তখন বিষধরের গাত্র স্পর্শ করিয়া বরপ্রভাবে একেবারে বিমোহিত হইলেন। ব্রাহ্মণবরের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! দশ সহস্র নাগতুল্য বলশালী ভীমসেনের তাদৃশ বাহুবল তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া গেল! তিনি ভুজগের আক্রমণে বিমোহিত হইয়া একেবারে নিশ্চেষ্ট হইলেন; আত্মমোচনের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনক্রমেই ভুজঙ্গকে পরাস্ত করিতে পারিলেন না।

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে অবনিনাথ! তেজস্বিগণাগ্রগণ্য ভীমসেন এই রূপে সেই অজগরের বশীভূত হইয়া তাহার অদ্ভুত বীর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া কহিতে লাগিলেন; হে ভুজগেন্দ্র! তুমি কে? আর আমাকে লইয়াই বা কি করিবে? অনুগ্রহ করিয়া বল। আমি পাণ্ডুতনয়, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বিতীয় ভ্রাতা, আমার নাম ভীমসেন। আমি অযুত নাগসম বলশালী; অতএব তুমি কিরূপে আমাকে বশীভূত করিলে? আমি অনেকানেক সিংহ, ব্যাঘ্র, মহিষ ও বারণ সংহার করিয়াছি; মহাবল পরাক্রান্ত রাক্ষস, পিশাচ ও পন্নগগণ আমার বাহুবল সহ্য করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু তুমি আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিয়াছ। হে পন্নগবর! এ কি তোমার বিদ্যাবল? অথবা বরপ্রভাব? দেখ, আমি সাতিশয় যত্নসহকারেও তোমার নিকট হইতে বিমুক্ত হইতে পারিতেছি না; তুমি অনায়াসেই আমার অসামান্য বল বিক্রম বিনষ্ট করিলে। এখন বিলক্ষণ বোধ করিলাম, মানবগণের বল বিক্রম সকলই বৃথা।

অক্লিষ্টকর্ম্মা ভীমসেন এই রূপ কহিলে, অজগর স্বীয় শরীর দ্বারা তাঁহার সমুদায় শরীর বেষ্টনপূর্ব্বক কেবল বাহুদ্বয়মাত্র পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহাভুজ! আমি নিতান্ত ক্ষুধিত; দেবগণ অদ্য তোমাকেই আমার ভক্ষ্য নিরূপিত করিয়াছেন। দেহিগণের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় আর কিছুই নাই; অদ্য বহু কালের পর তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি, কদাচ পরিত্যাগ করিব না। হে শত্রুনিপাতন!

আমি যে নিমিত্ত সর্পযোনি প্রাপ্ত ও মহর্ষিগণের কোপে যেরূপে শাপগ্রস্ত হইয়াছি এবং যেরূপ আমার শাপান্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা সবিশেষ কহিতেছি, শ্রবণ কর। তোমাদের বংশে সমুদ্ভূত আয়ু নামা নৃপবরের বংশধর পুত্র নহুষ ভুপতির নাম অবশ্যই তোমার কর্ণগোচর হইয়া থাকিবে। আমি সেই নহুষ; ব্রাহ্মণগণের অবমাননা-নিবন্ধন মহর্ষি অগস্ত্যের শাপে এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হায়! আমার কি দুর্দৈব! দেখ, তুমি আমার অবধ্য দায়াদ, অদ্য তোমাকেও ভক্ষণ করিতে হইল; কি করি! আমার প্রতি এই রূপ নিয়ম নিদ্দিষ্ট হইয়াছে; হে নরোত্তম? কি গজ, কি মহিষ, যে জন্তু হউক, দিবসের ষষ্ঠভাগে মৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে সমর্থ হয় না। তুমি তির্য্যগ্যোনিগত সর্পের নিকট পরাভূত হইয়াছ মনে করিয়া লজ্জিত হইও না; ব্রাহ্মণপ্রদত্ত বরপ্রভাবেই আমাকর্ত্তৃক তোমার বীর্য্যহানি হইয়াছে। আমি বিমানোপরিস্থিত শক্রাসন হইতে নিপতিত হইবার সময় অতিদীন বচনে মহর্ষিকে শাপান্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার কাতরোক্তি শ্রবণে কারুণ্য-রসপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, "রাজন্! তুমি কিয়দ্দিন পরে শাপ হইতে মুক্ত হইবে"; অনন্তর ভুমিতলে নিপতিত হইলাম, কিন্তু আমার স্মৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। অদ্যাপি আমার স্মৃতি পূর্ব্বের ন্যায় বিলক্ষণ বলবতী রহিয়াছে।

হে মনুজশ্রেষ্ঠ! তৎপরে মহর্ষি অগস্ত্য কহিলেন "হে রাজন্! যে ব্যক্তি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হইবে, সেই তোমাকে শাপ হইতে বিমুক্ত করিবে"। তখন অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ আমার প্রতি সদয় হইয়া কহিলেন, "হে রাজন্! তুমি অতি বলবান্ জন্তুকে আক্রমণ করিলেও তৎক্ষণাৎ তাহার সত্ত্বভ্রংশ হইবে" হে বীরবর! আমি এই স্থানে থাকিয়াই সেই সমুদায় অনুকম্পাপরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণের বাক্য শ্রবণ করিলাম। অনন্তর তাঁহারা সকলেই অন্তর্হিত হইলেন। আমি তদবধি এই সর্পযোনি-প্রাপ্তিরূপ অপবিত্র নরকে নিমগ্ন হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিয়া জীবন যাপন করিতেছি।

তখন মহাবাহু ভীমসেন ভুজঙ্গমকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাসর্প! আমি ক্রোধ বা আত্মনিন্দা করিতেছি না; কারণ, মর্ত্ত্য লোকে জন্ম গ্রহণ করিলে অবশ্যই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হয়; অতএব সুখনাশ ও দুঃখাগমে একান্ত অবসন্ন হওয়া নিতান্ত অনুচিত। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার-প্রভাবে দৈব নিবারণ করিতে সমর্থ হয়? দৈবই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; পুরুষার্থ নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। দেখ, আমি দৈবপ্রভাবেই স্বীয় ভুজবলে বঞ্চিত হইয়া এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি, কিন্তু তন্নিমিত্ত অণুমাত্রও পরিতাপ করিতেছি না; কেবল রাজ্যবিচ্যুত ভ্রাতৃগণের নিমিত্ত সতত পরিতপ্ত হইতেছি। হায়! তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার অন্বেষণার্থ বিহ্বলচিত্তে যক্ষরাক্ষস-

সঙ্কুল দুর্গম হিমাচলের চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইবেন এবং পরিশেষে আমি বিনষ্ট হইয়াছি, এই বোধে নিতান্ত উদ্যমশূন্য হইয়া পরিদেবন করিবেন! হা! তাঁহারা একান্ত ধর্ম্মপরায়ণ! কেবল আমিই রাজ্যলোভপরতন্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে প্রোৎসাহিত করিয়া রাখিয়াছি! অথবা ধীমান্ ধনঞ্জয় আমার বিনাশে বিষণ্ণ হইবেন না। তিনি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা; কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস, কেহই তাঁহাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় না। কপটদ্যূতকারী দম্ভপরায়ণ দুর্য্যোধনের কথা দূরে থাকুক, সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ একাকী দেবরাজকেও স্থানভ্রষ্ট করিতে পারেন।

হায়! আমি সেই পুত্রবৎসলা জননীর নিমিত্ত নিতান্ত পরিতাপ প্রাপ্ত হইতেছি! তিনি প্রত্যহ আমাদিগকে 'সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। হে ভুজঙ্গম! আমার বিনাশে তাঁহার সেই চিরসঞ্চিত মনোরথসকল এককালে নিষ্ফল হইবে! হা! নকুল ও সহদেব কেবল গুরুজনের নিদেশবর্ত্তী! তাহারা আমার বাহুবলে রক্ষিত হইয়াই পুরুষাভিমান করে! আমার বিনাশ হইলে নিশ্চয়ই তাহারা উৎসাহশূন্য, বীর্য্যবিহীন ও পরাক্রমহীন হইবে! মহাত্মা বৃকোদর এই রূপে ভুজঙ্গভোগে সংরুদ্ধকলেবর ও নিশ্চেষ্ট হইয়া বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

এ দিকে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নানাবিধ অনিষ্টজনক উৎপাত দর্শনে সাতিশয় অসুস্থচিত্ত হইলেন। শৃগালগণ আশ্রমের দক্ষিণ দিকে বিত্রস্তচিত্তে সূর্য্যাভিমুখে অশিব ধ্বনি করিতে লাগিল। একপক্ষা, একনেত্রা, একচরণা, মলিনা, ঘোরদর্শনা বর্ত্তিকা আদিত্যাভিমুখে রক্ত বমন করিতে লাগিল। প্রচণ্ড রুক্ষসমীরণের বেগে বালুকা উড্ডীয়মান হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল। দক্ষিণ ভাগে মৃগ ও পক্ষিগণ নিনাদ করিতে লাগিল। পশ্চাদ্ভাগে কৃষ্ণবায়স 'যাও যাও' বলিয়া ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার দক্ষিণ বাহু ও বাম চক্ষুঃ মুহুর্মুহুঃ স্পন্দিত, চিত্ত চঞ্চল ও বারংবার পাদস্খলন হইতে লাগিল।

ধীমান্ ধর্ম্মরাজ এই সমুদায় দুর্লক্ষণ নিরীক্ষণে ভীত হইয়া দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? তিনি কহিলেন, মহারাজ! ভীমসেন বহুক্ষণ হইল, কোন্ স্থানে গিয়াছেন কিছুই জানি না।

তখন মহাত্মা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে দ্রৌপদীরক্ষণে নিয়োগ এবং নকুল সহদেবকে ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া অনতিবিলম্বেই ধৌম্য-সমভিব্যাহারে ভীমসেনের অন্বেষণে গমন করিলেন। অনন্তর সেই আশ্রম হইতে বহির্গত হইয়া ভীমসেনের চরণচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন ক্রমে ক্রমে পূর্ব্ব দিকে গমন করিয়া ভীমসেনের অন্যান্য নানাবিধ চিহ্ন অবলোকন করিলেন। বনমধ্যে অনেক যূথপ হস্তী, শত শত মৃগ ও মৃগেন্দ্রগণকে

নিপতিত দেখিয়া বোধ করিলেন, বৃকোদর এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছেন; তখন তিনিও সেই পথে গমন করিলেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির পথিমধ্যে মহাবীর বৃকোদরের গমনকালীন উরুপবন-বেগে ভগ্নদ্রুম সমুদায় নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এই রূপে ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন ঐ সকল চিহ্ন অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিয়া পরিশেষে রূক্ষ মারুতপরিপূর্ণ, নিষ্পত্র কণ্টকিত দ্রুমসঙ্কুল, জলশূন্য, সুদুর্গম গিরিগহ্বরমধ্যে ভুজঙ্গভোগপরিবেষ্টিত নিশ্চেষ্ট স্বীয় অনুজকে অবলোকন করিলেন।

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির আশীবিষ-ভোগাবরুদ্ধ প্রিয়তম ভীমসেনকে দর্শন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! কি প্রকারে তোমার এই বিপত্তি ঘটিল? আর এই পর্ব্বতোপম ভোগভূষিত ভুজঙ্গই বা কে?

ভীমসেন অগ্রজ ভ্রাতাকে অবলোকন করিয়া সর্পের আক্রমণ-প্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! এই যে বিষধর আমাকে ভক্ষণের নিমিত্ত গ্রহণ করিয়াছেন, ইনি মহাসত্ত্ব রাজর্ষি নহুষ; ইনি ভুজঙ্গের ন্যায় হইয়া এই স্থানে রহিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির সর্পকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আয়ুষ্মন্! তুমি আমার অমিতবিক্রমশালী সহোদরকে পরিত্যাগ কর; আমরা তোমাকে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী অন্য প্রকার আহার প্রদান করিব।

সর্প কহিলেন, তাত! আমি আহারের নিমিত্তই মুখাগত রাজপুত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তুমি এ স্থান হইতে প্রস্থান কর; এই স্থানে থাকা কোন ক্রমেই তোমার উচিত নহে, কেন না তাহা হইলে তুমি কল্য আমার ভক্ষণীয় হইবে। আমার এই প্রকার নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি আমার রাজ্যে আগমন করিবে, আমি সেই ব্যক্তিকেই ভক্ষণ করিব। তুমিও আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ, কিন্তু অদ্য তোমার অনুজাতকে আহাররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি, আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং অন্য আহারেও আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! তুমি দেবতাই হও, দানবই হও অথবা সর্পই হও, যুধিষ্ঠির তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, তুমি যথার্থ করিয়া বল, কি নিমিত্ত ভীমসেনকে গ্রাস করিয়াছ? কোন্ বিষয় অবগত হইলে তোমার প্রীতি জন্মে? আমি তোমাকে কি প্রকার আহার প্রদান করিব? এবং কি হইলেই বা ইঁহাকে পরিত্যাগ করিবে?

সর্প কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার পূর্ব্বপুরুষ, আয়ুর পুত্র ও চন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, আমার নাম নহুষ, আমি যজ্ঞ, তপস্যা, বেদপাঠ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও পরাক্রমে বিনা ক্লেশে ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া ঐশ্বর্য্যসুলভ দর্পে এরূপ দর্পিত

হইয়াছিলাম যে, সহস্র সহস্র দ্বিজাতিকে অবমাননা করিয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিতাম। সেই অপরাধে ভগবান্ অগস্ত্য আমাকে এই অবস্থা প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু অদ্যাপি আমার সেই পূর্ব্বপ্রজ্ঞা বিনষ্ট হয় নাই। এক্ষণে সেই মহাত্মার অনুগ্রহে দিবসের ষষ্ঠভাগে আহারার্থ তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রাপ্ত হইয়াছি; অতএব কোন মতেই ইহাকে পরিত্যাগ করিব না এবং আমার অন্য কামনাও নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার সহোদরকে পরিত্যাগ করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বিষধর! আপনি যথেচ্ছা প্রশ্ন করুন; যদি বোধ হয় যে, এ বিষয়ে আপনার প্রীতি উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব, তাহা হইলে অবশ্যই আপনার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব। কিন্তু আপনি ব্রাহ্মণের বেদ্য নির্ব্বিশেষ পুরুষকে অবগত হইয়াছেন কি না, জ্ঞাত না হইয়া আমি আপনার বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব না।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তোমার বাক্য দ্বারা তোমাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব ব্রাহ্মণ কে? এবং বেদ্যই বা কি? ইহার উত্তর প্রদান কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীল, আনৃশংস্য, তপঃ ও ঘৃণা লক্ষিত হয় সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ এবং যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে আর শোক দুঃখ থাকে না সেই সুখদুঃখবর্জ্জিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই বেদ্য; যদি আপনার আর কিছু বলিবার থাকে, বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! অভ্রান্ত-বেদ চতুর্বর্ণেরই ধর্ম্মব্যবস্থাপক; সুতরাং বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে। যদ্যপি শূদ্রেও সত্যাদি ব্রাহ্মণ-ধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে। তুমি যাহা বেদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে সুখদুঃখবর্জিত তাদৃশ বস্তু কুত্রাপি বিদ্যমান নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র-লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্র-বংশীয় হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণ-বংশীয় হইলে যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ; এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত না হয়, তাহারাই শূদ্র।

আপনি কহিয়াছেন যে, "সুখদুঃখ-বিহীন কোন বস্তু নাই; অতএব তোমার কথিত বেদ্যলক্ষণ অসঙ্গত হইয়াছে"। উহা যথার্থ; কেন না অনিত্য বস্তুমাত্রেই হয় সুখ, না হয় দুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্তু আমার মতে কেবল এক নিত্য পরমেশ্বরই সুখদুঃখ-বিহীন; অতএব তিনিই বেদ্য। এক্ষণে আপনার মত কি, প্রকাশ করুন।

সর্প কহিলেন, হে আয়ুষ্মন্! যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া

স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কার্য্যে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত জাতি কি কোন কার্য্যকারক নহে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাসর্প ! বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানবজাতির সাধারণ ধর্ম্ম, এই নিমিত্ত সর্ব্বদা পুরুষেরা জাতি-বিচারে বিমূঢ় হইয়া নারীতে অপত্যোৎ-পাদন করিয়া থাকে ; অতএব মনুষ্য-জাতির মধ্যে সমুদায় বর্ণের এইরূপ সঙ্কর-বশতঃ ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে "যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ," এই আর্য-প্রমাণানুসারে বৈদিক ব্যবহারেরই প্রাধান্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু বলিয়া নালিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয় ; তদবধি মাতা সাবিত্রী ও পিতা আচার্য্যস্বরূপ হন। তিনি যত দিন পর্য্যন্ত বেদ পাঠ না করেন, ততদিন অবধি শূদ্র সমান থাকেন। জাতিসংশয়স্থলে সায়ম্ভুব মনু কহিয়াছেন, যদি বৈদিক ব্যবহার না থাকিত, তাহা হইলে সকল বর্ণই শূদ্রতুল্য এবং সঙ্কর জাতিই সর্ব্বপ্রধান হইত। এই নিমিত্ত পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে, বৈদিক ব্যবহারসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম ; তুমি জ্ঞাতব্য বিষয়ে বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ ; অতএব তোমার ভ্রাতাকে ভক্ষণ করিব না।

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প ! আপনি নিখিল বেদবেদাঙ্গের পারদর্শী ; অতএব কি কর্ম্ম করিলে সদ্গতি লাভ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির ! আমার মতে অহিংসাপর হইয়া সত্য ও প্রিয়-বাক্যের সহিত সৎপাত্রে দান করিলে স্বর্গ লাভ হয়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দান ও সত্য ইহার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান, এবং অহিংসা ও প্রিয় ইহার মধ্যেই বা কোনটির গৌরব অধিক ?

সর্প কহিলেন, হে রাজেন্দ্র ! দান, সত্য তত্ত্ব, অহিংসা ও প্রিয় ইহাদের পরস্পর ফলের সহিত তুলনা করিয়া গৌরব ও লাঘব বিবেচনা করিতে হয়। কোন প্রকার দান অপেক্ষা সত্যই উৎকৃষ্ট ; কখন সত্য অপেক্ষা কোন প্রকার দানও গুরুতর। এই রূপ কোন স্থলে প্রিয় বাক্য অপেক্ষা অহিংসার গৌরব অধিক ; কোন স্থলে বা অহিংসা অপেক্ষা সত্যের মাহাত্ম্য অধিক। হে যুধিষ্ঠির ! এক্ষণে তোমার আর কি অভিপ্রায় আছে, বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্পবর ! আত্মা শরীরশূন্য হইয়া কি প্রকারে স্বর্গে গমন ও স্থিরতর কর্ম্মফল ভোগ করে, এবং তাহার তৎকালোপভোগ্য বিষয় সকলই বা কি প্রকার ?

সর্প কহিলেন, হে রাজন্ ! মানব-

জাতির স্বকর্ম্মনির্দ্দিষ্ট গতি তিন প্রকার; মানবজন্মপ্রাপ্তি, স্বর্গলাভ ও তির্য্যগ্যোনি-প্রাপ্তি। নিরালস্য হইয়া অহিংসা ও দানাদি কর্ম্ম করিলে নরলোক হইতে মুক্ত ও স্বর্গলাভ হয়; ইহার বিপরীত কর্ম্ম মনুষ্যজন্মের কারণ; আর তির্য্যগ্যোনি প্রাপ্তির পক্ষে যে সকল বিশেষ কারণ নির্দ্ধারিত আছে, শ্রবণ কর, কাম, ক্রোধ, হিংসা ও লোভপরায়ণ ব্যক্তি মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া তির্য্যগ্যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। তির্য্যগ্যোনি হইতে মুক্ত হইলে মনুষ্যজন্ম লাভ হয়, কিন্তু কখন কখন গো, অশ্বপ্রভৃতি জন্তুগণকে একেবারে দেবত্ব লাভ করিতে দেখা গিয়াছে; অতএব জীব সকল কর্ম্মবশতই এতাদৃশী গতি প্রাপ্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। দেহাভিমানী আত্মা সুখ-কামনায় পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া দেহযোগজনিত ফল ভোগ করে, কিন্তু নিষ্কাম ব্যক্তি অন্তঃকরণের শুদ্ধতাতিশয়-নিবন্ধন সংসারের যথার্থ তত্ত্ব অনুভব করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সনাতন পুরুষে জীবাত্মাকে সমাহিত করেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহামতে! আত্মা কিরূপে শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ গ্রহণ করেন, আর এই সকল বিষয় যুগপৎ গ্রহণ করা যায় কি না, বিশেষ করিয়া বলুন।

সর্প কহিলেন, হে নরবীর! আত্মা যখন দেহ ও করণবিশিষ্ট হন, তখন তিনি বিষয় সকল যথাবিধি উপভোগ করেন। তাঁহার ভোগাধিকরণ দেহে জ্ঞান, বুদ্ধি ও মনঃ এই তিনটি করণ। জীবাত্মা শরীরাধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়সংসক্ত মনঃ দ্বারা ক্রমে ক্রমে শব্দাদি বিষয় সকল পরিগ্রহ করেন। তখন মনঃ বিষয় গ্রহণে বুদ্ধি কর্ত্তৃক ব্যাপৃত হয়; এই জন্য মনঃ কালভেদবশতঃ যুগপৎ সকল বিষয় গ্রহণ করিতে পারে না। বুদ্ধিও স্বতন্ত্র নহে; আত্মা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিষয়াধিকরণ দ্রব্যে উত্তমাধম বুদ্ধি প্রেরণ করেন। পণ্ডিতেরা যুক্তি ও অনুভব দ্বারা বুদ্ধির পরক্ষণেও যে জ্ঞানের উপলব্ধি করিয়া থাকেন, উহাই বুদ্ধি হইতে পৃথক্ জীবাত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সর্প! মনঃ ও বুদ্ধির লক্ষণ নিরূপণ করাই অধ্যাত্মবিৎ ব্যক্তিগণের প্রধান কার্য্য; আপনি উহা বিশেষ অবগত আছেন; অতএব মনঃ ও বুদ্ধির লক্ষণ কি, বলুন।

সর্প কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! বুদ্ধি আত্মার নিতান্ত অনুগত ও আশ্রিত, ব্যতিক্রমের বিধেয় এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। মনঃ এক বারে উৎপন্ন হইয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি, কার্য্য হইতে উৎপন্ন হইতেছে; মনঃ গুণসম্পন্ন, বুদ্ধি নির্গুণ; অতএব মনঃ ও বুদ্ধির যে প্রভেদ তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। হে রাজন্! তুমিও বুদ্ধিমান্; অতএব এ বিষয়ে আর কি বোধ করিতেছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! আপনি শুভবুদ্ধি-সম্পন্ন ও বেদিতব্য বিষয়ে অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ হইয়াও কি নিমিত্ত প্রশ্ন করিতেছেন, আপনি স্বর্গবাসী ও সর্ব্বজ্ঞ;

তথাপি মোহ কি প্রকারে আপনাকে অভিভূত করিল! আপনি ব্রাহ্মণের অবমাননারূপ অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহা কোন মতেই বিশ্বাস হয় না!

সর্প কহিলেন, আমি নিশ্চয় জানি, সম্পদ্ প্রজ্ঞাসম্পন্ন শৌর্য্যশালী মনুষ্যকেও মোহিত করিয়া রাখে; মনুষ্যেরা সুখে আসক্ত হইলেই মুগ্ধ হইয়া থাকেন। এই জন্য আমিও সেই রূপ ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়াছিলাম; এক্ষণে পতিত হইয়া চৈতন্য হওয়াতে তোমাকেও সচেতন করিয়া দিতেছি। হে মহারাজ! তুমি আমার সহিত সাধু সম্ভাষণপূর্ব্বক আমাকে এই দুর্মোচ্য ঘোরতর শাপ হইতে মুক্ত করিয়া অসাধারণ কার্য্য সাধন করিলে।

পূর্ব্বে আমি দেবলোকে দিব্য বিমানারোহণে বিচরণ করিতাম, অভিমানে মত্ত হইয়া কাহাকেও লক্ষ্য করিতাম না। দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, ব্রহ্মর্ষি ও ত্রিলোকনিবাসী সমুদায় লোক আমাকে কর প্রদান করিত। আমার ঈদৃশ দৃষ্টিশক্তি জন্মিয়াছিল যে, মানবগণকে অবলোকন করিবামাত্র তাহার তেজঃ হরণ করিতাম। সহস্র সহস্র ব্রহ্মর্ষি আমার শিবিকা বহন করিত। এই প্রকার অবিনয়ই আমাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে।

এক দিন অগস্ত্য মুনি আমার শিবিকা বহন করিতেছিলেন, আমি সেই সময় তাঁহাকে পাদ দ্বারা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তিনি সেই পাদস্পর্শে রোষাভিভূত চিত্তে আমাকে " সর্প হইয়া পতিত হও " বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ হীনতেজাঃ ও ভুজঙ্গ হইয়া বিমান হইতে অধোমুখে নিপতিত হইলাম। তখন আমি আপন দুরবস্থা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শাপবিমোচন প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, হে ভগবন্! আমি অনবধানদোষে বিমূঢ় হইয়া এই অপরাধ করিয়াছি, আপনি ক্ষমা করুন। তখন তিনি আমাকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কারুণ্যরস বশংবদ হইয়া কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তোমাকে শাপমুক্ত করিবেন। তোমার এই অহঙ্কারজনিত ঘোর পাপের ফলভোগ পর্য্যবসিত হইলে পুনরায় পুণ্যফল ভোগ করিবে!

আমি তাদৃশ তপোবল, ব্রহ্মপরায়ণতা ও ব্রাহ্মণত্ব দর্শন করিয়া বিস্ময়রসে প্লবমান হইলাম এবং এই নিমিত্তই তোমাকে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। সত্য, দম, তপঃ, দান, অহিংসা ও ধর্ম্মনিত্যতাই পুরুষার্থ সাধক; জাতি ও কুল কোন কার্য্যকারক নহে। হে যুধিষ্ঠির! তোমার এই মহাবল ভ্রাতার ও তোমার কল্যাণ হউক; আমি এক্ষণে সুরলোকে গমন করি।

নহুষরাজ আত্মবৃত্তান্ত বর্ণনপূর্ব্বক অজগরকলেবর পরিত্যাগ ও দিব্য বিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দিব্য ধামে গমন করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেন ও ধৌম্যসমভিব্যাহারে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রস্থ সমস্ত দ্বিজগণকে অজগরবিবরণ বিবৃত করিয়া কহিলেন। দ্বিজগণ, অর্জ্জুনাদি ভ্রাতৃত্রয় ও দ্রুপদনন্দিনী

সেই বৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হই-লেন। দ্বিজাতিগণ ভীমসেনের অসমসাহসিক কর্ম্মের নিমিত্ত তাঁহাকে নিন্দা করিয়া কহিলেন, ভীমসেন! ঈদৃশ কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। পাণ্ডবগণ বিপদ্‌বিনির্ম্মুক্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে তাঁহার চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।

আজগরপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায়।

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গ্রীষ্মাবসানে সুখময় বর্ষাকাল সমুপস্থিত হইল। শ্যামল জলদজাল নভস্তল ও দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক নিরবচ্ছিন্ন মুষলধারে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল। বিভাকরের প্রভামণ্ডল একবারে তিরোহিত হইল ও সৌদামিনীর প্রভাশ্রেণী সতত স্ফুরিত হইতে লাগিল। তৎকালে বোধ হইল যেন, ঘনমণ্ডলী বর্ষাকালের পটমণ্ডপস্বরূপ হইয়াছে। নবীন তৃণসমাচ্ছন্না অবনী বর্ষানীরে অভিসিক্ত হইয়া শান্ত ও মানবগণের একান্ত রমণীয় হইল; দংশ ও বিষধরকুলের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। চতুর্দ্দিকে বারি বিস্তীর্ণ হইলে, সমবিষম ভূতল, নদীনিবহ ও অন্যান্য স্থাবর সকল আর অনুভূত হইল না। তীব্রবেগবতী ক্ষুব্ধসলিলা স্রোতস্বতীসকল কলকল রবে বাণধারার ন্যায় প্রবাহিত হইয়া তীরস্থ বনস্থলী সকল পরিশোভিত করিল। তাহার মধ্যে ধারাজলসমাচ্ছন্ন বরাহ, মৃগ ও পক্ষিগণের বহুবিধ আনন্দনিনাদ কেবল কর্ণগোচর হইতে লাগিল। চাতক, ময়ূর ও পুংস্কোকিলকুল একান্ত মত্ত এবং দর্দ্দুর সকল নিতান্ত দর্পিত হইয়া উঠিল। পরিশুষ্ক গিরিপ্রদেশচারী পাণ্ডবগণ বিবিধাকারনীরদরবানুনাদিত বর্ষাকাল সুখসচ্ছন্দে অতিবাহিত করিলেন।

অনন্তর শরৎকাল উপস্থিত হইল। অরণ্য ও পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রচুর পরিমাণে তৃণসমূহ সমুৎপন্ন, নিম্নগা সকল স্বচ্ছসলিল, আকাশমণ্ডল নির্ম্মল ও নক্ষত্রনিবহ সমধিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ক্রৌঞ্চ, হংস, সারসপ্রভৃতি বহুবিধ পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিহার করিতে লাগিল। রজোবিহীন জলধরশীতল বিভাবরী গ্রহ, নক্ষত্র ও শশাঙ্কমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল। নদী ও পুষ্করিণীসকল কুমুদ, কুবলয় ও কহ্লারে সমলঙ্কৃত, অতি শীতল ও প্রশান্তদর্শন হইল। বেতসলতাসঙ্কুল নীলতটশালী সরস্বতীতে ভ্রমণ করিয়া মানবগণের অন্তঃকরণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল।

মহাবীর পাণ্ডবেরাও সেই প্রসন্নসলিলা পুণ্যতমা সরস্বতীকে পরিপূর্ণা দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। পাণ্ডবগণের

নারায়ণাশ্রম-বাসকালে শারদীয়া কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী রজনী উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা প্রস্থানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিত পক্ষের আরম্ভেই মহাসত্ত্ব তাপসগণ, মহর্ষি ধৌম্য, সূত ও পরিচারকবর্গ সমভিব্যাহারে কাম্যক বনে গমন করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ কাম্যক বনে উপনীত হইয়া মহর্ষিদত্ত অতিথিসৎকার গ্রহণপূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত উপবেশন করিলেন। তথায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলে, এক ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! অর্জ্জুনের প্রিয় সখা মহাত্মা কৃষ্ণ সততই আপনাদিগের দর্শন বাসনা ও শুভ প্রত্যাশা করিয়া থাকেন; এক্ষণে আপনাদিগের আগমনসংবাদ অবগত হইয়াছেন; অতএব তিনি অতি সত্বরেই এস্থানে সমুপস্থিত হইবেন। আর তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন চিরজীবী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ও অবিলম্বে আপনাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ প্রত্যাশায় এই কাম্যক বনে উপনীত হইবেন; এই বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলেন।

এই অবসরে বাসুদেব সুলক্ষণ-সম্পন্ন অশ্বযোজিত রথারোহণ করিয়া শচীসনাথ সুরনাথের ন্যায় প্রিয়তমা সত্যভামার সহিত কাম্যক বনে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও ধৌম্যকে যথাবিধি অভিবাদন করিলেন। পরিশেষে নকুল ও সহদেবকর্ত্তৃক নমস্কৃত হইয়া দ্রৌপদীকে সান্ত্বনাবাদ প্রদানপূর্ব্বক বীরবর প্রিয়তম অর্জ্জুনকে আগত অবলোকন করিয়া মুহুর্মুহুঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। এ দিকে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা পাণ্ডবমহিষী দ্রৌপদীকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ দ্রৌপদী ও পুরোহিত ধৌম্যের সহিত কৃষ্ণের সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন নন্দনন্দন কৃষ্ণ অসুরসংহার-সমর্থ পার্থের সহিত সমাগত হইয়া কার্ত্তিকেয়-সহ সমাসীন ভগবান্ ভূতপতির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন কৃষ্ণকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বনবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া সুভদ্রা ও অভিমন্যুর কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি অশেষ প্রশংসাপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, রাজন্! রাজ্যলাভ অপেক্ষা ধর্ম্ম উৎকৃষ্ট; ধর্ম্ম বৃদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়; আপনি সেই ধর্ম্মকে সত্য ও সারল্য দ্বারা প্রতিপালন করিয়া ইহ লোক ও পরলোক জয় করিয়াছেন। আপনি ব্রতানুষ্ঠান-পূর্ব্বক সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্ষাত্র-ধর্ম্মানুসারে ধনোপার্জ্জন-পূর্ব্বক চির-প্রথিত যাগযজ্ঞসকল সংসাধন করিয়াছেন। গ্রাম্য ধর্ম্মে আপনার অণুমাত্রও অনুরাগ নাই, আপনি কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ

কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন না। অর্থ-লাভলোভেও কখন ধর্ম্মপথপরিভ্রষ্ট হন নাই; এই নিমিত্তই আপনি ধরণীতলে ধর্ম্মরাজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। রাজ্য, ধন ও বহুবিধভোগ লাভ করিলেও দান, সত্য, তপঃ, শ্রদ্ধা, বুদ্ধি, ক্ষমা ও ধৃতি এই সকল বিষয়ে আপনার সবিশেষ অনুরাগ আছে। যখন শত্রুগণ সভামধ্যে সর্ব্বজন-সমক্ষে দ্রৌপদীকে বিবসনা করিয়াছিল, তৎকালে কাহার সাধ্য উহা সহ্য করে; কেবল আপনিই ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক তাদৃশ দুর্বিষহ নৃশংসাচার সহ্য করিয়াছেন। যদি আপনার প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা সকলে এই ক্ষণেই পৌরবকুল সমূলে নির্ম্মূল করিব; আর আপনি পুনরায় রাজ্য লাভ করিয়া পরম সুখে প্রজা পালন করিবেন। ভগবান্ বাসুদেব এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির ও ধৌম্যপ্রভৃতি সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাবীর অর্জ্জুন আপনাদিগেরই সৌভাগ্যবলে দিব্য অস্ত্রসকল লাভ করিয়া প্রফুল্ল মনে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

অনন্তর তিনি সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে কৃষ্ণে! এক্ষণে ধনুর্ব্বেদে একান্ত অনুরক্ত তোমার আত্মজ প্রতিবিন্ধ্যপ্রভৃতি সুশীল শিশু সুহৃদ্গণানু-মোদিত সাধুজনাচরিত পথে সতত সঞ্চরণ করিয়া থাকে। তাহারা তোমার পিতা ও ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক রাজ্য বা ধন দ্বারা প্রলোভিত হইয়াও তাঁহাদের আবাসে বাস করিয়া কোন ক্রমেই চিত্তপরিতোষ বা প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের একান্ত অভিলাষ যে, দ্বারকা নগরীতে যাদবদিগের সহিত সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে। আর্য্যা কুন্তী ও তুমি তাহাদিগকে যাদৃশ পরম যত্ন ও স্নেহসহকারে প্রতিপালন করিতে, তদ্রূপ সুভদ্রাও এক্ষণে তাহাদিগকে অপ্রমাদে প্রতিপালন করিয়া থাকে। প্রদ্যুম্ন যেমন অনিরুদ্ধ, অভিমন্যু, সুনীথ ও ভানুর বিনেতা ও একমাত্র গতি, তদ্রূপ তোমার সন্তানগণেরও বিনেতা এবং একমাত্র গতি। কুমার অভিমন্যু তোমার নিরালস্য সন্তানদিগকে গদা ও অসিচর্ম্মগ্রহণ, অস্ত্র, শিক্ষাশাস্ত্র ও রথাশ্বযান-বিষয়ে সতত সম্যক্রূপে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে প্রদ্যুম্ন, তোমার আত্মজগণ ও অভিমন্যুকে সমুদায় অস্ত্র-শস্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সুশিক্ষিত করিয়া তাহাদিগের বল বিক্রম দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতেছে। তোমার আত্মজেরা যেস্থানে বিহার করিবার অভিলাষে গমন করে, সেই স্থানেই হস্তী, অশ্ব ও রথসকল তাহাদের প্রত্যেকের অনুগমন করিয়া থাকে।

অনন্তর তিনি যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আপনি যে স্থানে ইচ্ছা করিবেন, যাদব, কুকুর ও অন্ধকেরা আপনার নিদেশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিবে। মাথুরী সেনাসকল শর-শরাসন-প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক হস্তী, অশ্ব, রথ ও হস্তিপকের সহিত আপনার সাহায্য করিবে। আপনি পাপাত্মা দুর্য্যো-

ধনকে অনুচর ও বান্ধবগণের সহিত ভৌম ও সৌভাধিপতির পথে প্রেরণ করুন। আপনি সভামধ্যে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার যেন অন্যথা না হয়। এক্ষণে হস্তিনা নগর যাদবগণকর্তৃক আপনার শত্রুকুল বিনাশ প্রার্থনা করুক। আপনি বিগতক্রোধ, বীতশোক ও নিষ্পাপ হইয়া যথেচ্ছ-বিহারপূর্ব্বক সর্ব্বাগ্রে প্রসিদ্ধ নাগপুরে প্রবেশ করিবেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তদুক্ত বাক্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে কেশব! তুমি পাণ্ডবগণের অদ্বিতীয় গতি; পাণ্ডবেরা তোমারই শরণাপন্ন; কি বিপদ্ কি সম্পদ্ সকলকালেই তুমি তাহাদিগের কর্ত্তা ও উপদেষ্টা। প্রতিজ্ঞানুসারে দ্বাদশ বৎসর নির্জ্জনে অতিবাহিত হইয়াছে; পরে পাণ্ডবেরা যথাবিধি অজ্ঞাতচর্য্যা সমাপন করিয়া তোমার সহিত মিলিত হইবে; হে কেশব! তোমার যেন সর্ব্বদাই এই রূপ সদ্ভাব থাকে ও সত্যপরায়ণ দানধর্ম্মানুরক্ত সদার সবান্ধব পাণ্ডবেরাও যেন তোমার শরণাগত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই রূপ কহিলে পর, ধর্ম্মাত্মা, রূপগুণ সম্পন্ন, অজর, অমর, মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি বহুসহস্র-বর্ষবয়স্ক; কিন্তু দেখিলে পঞ্চবিংশতি-বর্ষদেশীয়ের ন্যায় বোধ হয়। মহর্ষি সমাগত হইবামাত্র সমুদায়ব্রাহ্মণ ও কৃষ্ণসমবেত পাণ্ডুতনয়গণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন।

মহাভাগ মার্কণ্ডেয় বিধিমত অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবেশন পূর্ব্বক পরিশ্রম অপনয়ন করিলে পর, বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণ ও পাণ্ডবদিগের মত-গ্রহণপূর্ব্বক মহর্ষিকে কহিতে লাগিলেন, হে মার্কণ্ডেয়! সমুদায় সমাগত ব্রাহ্মণ, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী, সত্যভামা ও আমি আমরা সকলেই আপনার অত্যুৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ভূপতি, স্ত্রী ও ঋষিগণের সদাচার-ব্যবহারপ্রভৃতি পুরাবৃত্ত কীর্ত্তন করুন।

মহর্ষিকে এই রূপ জিজ্ঞাসানন্তর সকলে সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময় বিশুদ্ধাত্মা দেবর্ষি নারদ পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইলেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা সেই সমাগত দেবর্ষিকে যথাবিধি পূজা করিলেন। দেবর্ষি নারদ তত্রস্থ জনগণকে মার্কণ্ডেয়ের কথা শ্রবণে কৃতনিশ্চয় বুঝিতে পারিয়া তাহাতেই অনুমোদন করিলেন। তখন কালজ্ঞ সনাতন পুরুষ বাসুদেব মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি পাণ্ডবগণ সমক্ষে যাহা কীর্ত্তন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, তাহা কীর্ত্তন করুন।

মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় এই রূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, দেখ, অনেক উপাখ্যান কহিতে হইবে; অতএব একটী সময়

নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণে দ্বিজগণ-সমভিব্যাহারে মধ্যাহ্নকালে পুরাবৃত্ত শ্রবণ করিবার নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে বিবক্ষু দেখিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি আমাদের সেব্য, উপাস্য, অভিমত ও চিরকাঙ্ক্ষিত। আপনি সমুদায় দেব, দানব, মহাত্মা মহর্ষি ও রাজর্ষিগণের চরিত অবগত আছেন; অতএব আপনা হইতেই আমার সংশয়াপনোদ হইবে; সন্দেহ নাই। আর এই দেবকীনন্দন আমাদিগকে সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছেন, ইনিও এক জন বিজ্ঞ ও সমুৎসুক শ্রোতা। হে মহাত্মন্! আমি এক্ষণে আপনাকে সুখবিহীন ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে সমৃদ্ধিশালী দেখিয়া মনে করিতেছি যে, শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা কই তাহার ফল ভোগ করে? আর কি প্রকারেই বা ঈশ্বরকে কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করি? কি নিমিত্ত মনুষ্যের সুখ-দুঃখ সমুৎপন্ন হয়? মনুষ্য ইহ লোকে, কি পর লোকে আপনার কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয়? দেহী দেহ ত্যাগ করিয়া কিরূপে পরলোকে শুভাশুভ-ফল ভোগ করে ও ইহকালেই বা কিরূপে উহা লাভ করে? মৃত ব্যক্তির কর্ম্মকলাপ কোথায় থাকে?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আপনি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছেন; কিন্তু নিখিল জ্ঞাতব্য বিষয় আপনার জ্ঞানগোচর আছে; তথাপি কেবল লোকস্থিতির নিমিত্ত জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অতএব যেরূপে মনুষ্য ইহ লোক ও পর লোকে সুখ দুঃখ ভোগ করে, আমি তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।

ভগবান্ পূর্ব্বপ্রজাপতি শরীরীর শরীর নির্ম্মল, অতি পবিত্র ও ধর্ম্মতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। হে কুরুসত্তম! সর্ব্বদা সফলমনোরথ, সত্যবাদী, ব্রহ্মস্বরূপ, পুরাতন পুণ্যাত্মা নরগণ স্বচ্ছন্দে নভস্তলে দেবগণের সহিত সমাগত হইয়া পুনর্ব্বার সকলে যদৃচ্ছাক্রমে প্রত্যাগমন করিতেন। সেই স্বচ্ছন্দচারী নরগণ স্বেচ্ছামরণ ছিলেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে কোন ক্রমেই বাধা ঘটিত না; তাঁহারা নিরাতঙ্ক, নিরুপদ্রব, দেববৃন্দ ও মহাত্মা ঋষিগণের পরিদর্শক, দান্ত, বিগতমৎসর, সহস্র বর্ষজীবী ও সকলে সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। তাঁহারা সহস্র পুত্র লাভ করিতেন।

অনন্তর কালক্রমে তাঁহারা ধরাতলচারী ও কামক্রোধাভিভূত হইয়া সর্ব্বদা কপট ব্যবহার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা নূতন কলেবর পরিগ্রহ করিয়া লোভ ও মোহের একান্ত বশংবদ হইয়া উঠিলেন। তখন তাঁহারা নানাবিধ অশুভ কর্ম্মদ্বারা পাপগ্রস্ত, তির্য্যগ্যোনিগত ও নিরয়গামী হইয়া বিচিত্র সংসারে পুনঃ পুনঃ পচ্যমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট সঙ্কল্প ও জ্ঞান সকলই বিফল হইয়া গেল; তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই অশুভ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিবেকবিধুর,

সকল বিষয়েই শঙ্কিতচিত্ত, লোকসমাজের ক্লেশকর, দুষ্কুলজাত, ব্যাধিবহুল, দুরাত্মা, প্রতাপবিহীন, পাপিষ্ঠ, অল্পায়ুঃ, সর্ব্ব-কামের অভিলাষী, বিভিন্নহৃদয় এবং নাস্তিক হইয়া উঠিলেন। হে কৌন্তেয়! এই রূপে মৃত প্রাণী ইহ কালে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারিণী গতি লাভ করে।

প্রাজ্ঞ অথবা হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কর্ম্ম-সকল কোথায় থাকে এবং তাদৃশ ব্যক্তি কোথায় থাকিয়া সুকৃত ও দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে; এক্ষণে ইহার বিশেষ সিদ্ধান্ত শ্রবণ করুন।

মনুষ্য দেবসৃষ্ট আদি শরীর দ্বারা অনেক প্রকার শুভাশুভ কর্ম্মের সঞ্চয় করে। পরিশেষে আয়ুঃশেষ হইলে এককালেই এই ক্ষীণপ্রায় কলেবর পরি ত্যাগ করিয়া অন্তযোনিতে সম্ভূত হয়; ক্ষণমাত্রও সে দেহশূন্য হইয়া থাকে না; সেই দেহান্তর পরিগ্রহ-কালে স্বকৃত কর্ম্ম-সকল ছায়ার ন্যায় তাহার অনুগত হয় এবং উহাই তাহার সুখদুঃখের কারণ হইয়া উঠে। জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্থির করিয়া-ছেন যে, কৃতান্তবিধিবশংবদ জন্তু প্রাপ্ত সুখ দুঃখ কদাচ দূরীকৃত করিতে সমর্থ হয় না। হে রাজন্! হীনবুদ্ধি ব্যক্তির গতি নিরূপিত হইল; এক্ষণে জ্ঞানবানের পরমা গতি কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন।

যাঁহারা তপোনুষ্ঠান করিয়াছেন; যাঁহারা সর্ব্বাগম-পরায়ণ, স্থিরব্রত, সত্যপর, গুরুশুশ্রূষু, সুশীল, বিশুদ্ধস্বভাব, দান্ত, পবিত্র যোনিসম্ভূত, সর্ব্বপ্রকার শুভ-লক্ষণসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও রোগরহিত; সেই মহাত্মারাই ঋষি। তাঁহারা সর্ব্বদা নিরুপদ্রবে কাল যাপন করেন; কি জায়-মান, কি ভ্রাম্যমান, কি গর্ভস্থ, কি আত্মা, কি পর, সকলকেই জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা বোধ করিতে পারেন। তাঁহারা এই কর্ম্ম-ভূমিতে আগমন করিয়া পুনরায় সুরলোকে গমন করেন। হে রাজন্! মনুষ্য কিছু বা দৈবাৎ, কিছু বা হঠাৎ ও কিছু বা স্বীয় কর্ম্মফল দ্বারা লাভ করে। ইহা স্থিরতর আছে; আপনি এ বিষয়ে অন্য কোন বিচারণা করিবেন না।

হে যুধিষ্ঠির! এ বিষয়ে এক উদাহরণ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ করুন। মনুষ্য-লোকে যাহা পরম শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হয়, কেহ তাহা ইহ লোকে, কেহ পর লোকে, কেহ বা উভয় লোকেই প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বা ইহ লোক ও পর লোক কুত্রাপি প্রাপ্ত হয় না। যাহাদিগের বিপুল ধন আছে, যাহারা প্রতিদিন বিভূষিতাঙ্গ ও নিরন্তর কায়িক সুখে সংসক্ত হইয়া ক্রীড়াকৌতুকে কাল যাপন করে, ইহ লোকই তাহাদিগের সুখকর; পর কালে সুখ সম্ভাবনা থাকে না। যাঁহারা যোগী, তপস্যানুরক্ত, স্বাধ্যায়শীল, জিতে-ন্দ্রিয় ও প্রাণিবধে নিতান্ত পরাঙ্মুখ হইয়া দেহ জর্জরিত করেন; তাঁহাদিগেরই পর-কালে সুখসম্ভোগ হয়; ইহ লোকে হয় না। যাঁহারা প্রথমে ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্মতঃ ধনলাভ করিয়া যথাকালে দার পরিগ্রহ করিয়া যাগানুষ্ঠানে তৎপর হন, তাঁহা-

দিগের ইহ লোক ও পর লোক উভয় স্থানেই সুখ লাভ হয়। যে মূঢ়েরা বিদ্যা, তপস্যা, দান ও অপত্যোৎপাদন-বিষয়ে যত্ন করে না, তাহারা ইহ লোক ও পর-লোক উভয়ত্রই সুখ-সম্ভোগে বঞ্চিত হয়।

হে কৌরবেন্দ্র! আপনারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব, তেজস্বী ও কৃতবিদ্য, দেবকার্য্যের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন; আপনারা সুমহৎ সুরকার্য্য সম্পাদনানন্তর দেবগণ, ঋষিগণ ও সমুদায় পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ করিয়া পরিশেষে স্বীয় কর্ম্ম-ফলে পুনরায় পুণ্যধাম সুরলোক প্রাপ্ত হইবেন; সন্দেহ নাই। অতএব হে রাজন্! এক্ষণে এই ক্লেশ সন্দর্শন করিয়া কিছুমাত্র বিশঙ্কিত হইবেন না।

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

পাণ্ডবগণ মহাত্মা মার্কণ্ডেয়কে কহি-লেন, ভগবন্! আমরা দ্বিজাতিগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি; অতএব অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ মার্কণ্ডেয় পাণ্ডব-গণের প্রার্থনাপরতন্ত্র হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! একদা হৈহয়কুল-চূড়ামণি এক জন কুমার নৃপতি মৃগয়াভিলাসে তৃণবল্লরী-মণ্ডিত এক অরণ্যে পর্য্যটন করিতে-ছিলেন; এমত সময় তথায় কৃষ্ণাজিনাচ্ছা-দিত কলেবর এক মুনিবরকে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণসারভ্রমে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ আপনার অনবধানতা উপলব্ধি হওয়াতে নিতান্ত ব্যথিত ও শোকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া হৈহয়রাজ-গণের সমীপে গমনপূর্ব্বক আত্মকৃত দুষ্কর্ম্ম আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন।

হৈহয়রাজগণ ফলমূলাশী তপস্বীর প্রাণ-নাশবৃত্তান্ত শ্রবণ ও অরণ্যমধ্যে তাঁহাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া বিষাদসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং তিনি কাহার পুত্র জানিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে কাশ্যপনন্দন অরিষ্টনেমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সকলে দণ্ডায়-মান হইলেন। মহর্ষি অরিষ্টনেমা তাঁহা-দিগের নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ পূজোপকরণ আহরণ করিলে, তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর! আমরা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছি; অতএব আমরা এক্ষণে আপনার সৎকারের অযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতেছি।

মহর্ষি কহিলেন, আমি আপনাদিগকে এই ক্ষণেই তপোবল প্রদর্শন করিতেছি। আপনারা কি প্রকারে ব্রহ্মহত্যা করিয়া-ছেন; এবং সেই ব্রাহ্মণই বা কোথায়? বলুন।

তাঁহারা তখন অরিষ্টনেমাকে যথাভূত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন-পূর্ব্বক সেই মুনি-বরের মৃত কলেবর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে আর সে স্থানে দেখিতে না পাইয়া স্বপ্নের ন্যায় বোধ করিয়া গতচেতন ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন।

তখন ঋষিবর অরিষ্টনেমা তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে নৃপতিগণ! আপনারা যাঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, ইনিই সেই ব্রাহ্মণ; ইনি আমার পুত্র। এই কহিয়া তিনি আপন পুত্রকে প্রদর্শন করিলে, তাঁহারা সেই দৃষ্টচর ব্রাহ্মণকে দৃষ্টিগোচর করিবামাত্র বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! সেই মৃত মহর্ষি জীবিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছেন! হে বিপ্র! ইনি যাহার প্রভাবে পুনরায় জীবন প্রাপ্ত হইলেন, সেই তপোবীর্য্য কিরূপ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমাদিগের সাতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; যদি শ্রোতব্য হয়, বলুন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে নৃপগণ! মৃত্যু আমাদিগের নিকট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না। মৃত্যুপ্রভাব আমাদিগের নিকট যে নিমিত্ত প্রতিহত হয়, এক্ষণে তাহা সংক্ষেপে কহিতেছি, শ্রবণ করুন। আমরা কেবল সত্যই জানি; আমাদিগের মনঃ মিথ্যাতে কখন অনুরক্ত হয় না; আমরা সর্ব্বদা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা এই সকল ব্রাহ্মণকে কেবল সদাচারের উপদেশ প্রদান করি; গর্হিতাচার বিষয়ে কদাচ উপদেশ প্রদান করি না; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যু-ভয় নাই। আমরা অতিথিগণকে অন্নপান ও ভৃত্যগণকে পর্য্যাপ্ত ভোজন প্রদান করিয়া অবশিষ্ট ভোজন করি; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা দান্ত, শান্ত, বদান্য, ক্ষমাশীল, তীর্থসেবী ও পুণ্যস্থাননিবাসী; এই নিমিত্ত আমাদিগের মৃত্যুভয় নাই। আমরা তেজস্বী দেশে বাস করি; এই নিমিত্ত আমাদের মৃত্যুভয় নাই। হে বিমৎসরগণ! আপনাদিগকে সংক্ষেপে এই মাত্র কহিলাম; এক্ষণে আপনারা প্রস্থান করুন, আপনাদিগের ব্রহ্মহত্যা জনিত পাপভয় আর নাই।

অনন্তর হৈহয় ভূপতিগণ তাঁহার আশী-র্ব্বাদ গ্রহণ ও তাঁহাকে যথাবিধি অভিবাদন-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণগণের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে বৈন্য-নামে এক রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; শুনিয়াছি, মহর্ষি অত্রি বিত্তপ্রার্থনায় তৎসন্নিধানে গমন করিবার মানস করিলেন; কিন্তু ধর্ম্ম প্রকাশ হইলে অবশ্য ফলহানি হইবে, এই আশঙ্কায় সমধিক অর্থ আহরণে তাঁহার প্রত্যাশা ছিল না। পরিশেষে সবিশেষ পর্য্যা-লোচনা করিয়া বনগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও পুত্রগণকে আহ্বান-পূর্ব্বক কহিলেন, চল, আমরা নিরুপদ্রব অরণ্যে প্রস্থান করি; তথায় বহুসংখ্যক অক্ষয় ফল লাভ হইবে। বোধ হয়, তোমরা শীঘ্রই এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিবে। তখন তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন,

হে নাথ! আপনি বৈন্য সন্নিধানে গমন করিয়া ধন প্রার্থনা করুন। সেই যাজ্ঞিক রাজা আপনাকে অবশ্যই সমধিক অর্থ দান করিবেন। আপনি তাঁহার নিকট ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুত্রপ্রভৃতি পোষ্যবর্গকে উহা বিভাগ করিয়া দিয়া যথেচ্ছা প্রস্থান করুন; তাহাতে কোন হানি নাই। ধর্ম্ম-শাস্ত্রকারেরা উহাকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অত্রি কহিলেন, হে মহাভাগে! মহর্ষি গৌতম কহিয়াছেন যে, বৈন্যরাজ ধর্ম্ম-পরায়ণ ও সত্যবাদী, কিন্তু তথায় তোমার বিদ্বেষী কএক জন ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন; তাঁহারা ধর্ম্মকামার্থযুক্ত কল্যাণ-কর বাক্যও নিরর্থক বলিয়া কীর্ত্তন করি-বেন; এই নিমিত্ত সেই স্থানে গমন করিতে আমার মনঃ নিতান্ত অপ্রশস্ত হই-তেছে; কিন্তু কেবল তোমার বাক্য রক্ষার নিমিত্ত আমি বৈন্যযজ্ঞে গমন করিব; তথায় উপস্থিত হইলে, রাজা আমাকে প্রভূত অর্থ ও গো দান করিবেন; সন্দেহ নাই। এই বলিয়া মহাতপাঃ অত্রি অনতি-বিলম্বে বৈন্যযজ্ঞে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাকে সমুচিত সৎকারপূর্ব্বক মাঙ্গলিক মধুর বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। হে মহারাজ! আপনি ধন্য, প্রভু ও ভূমণ্ডলের প্রথম ভূপতি; মুনিজনেরাও আপনার স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন; আপনা অপেক্ষা ধর্ম্মাত্মা আর কেহই নাই।

মহর্ষি গৌতম এই কথা শ্রবণ করিবা-মাত্র রোষাবেশ প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, হে অত্রে! তুমি এরূপ কথা আর কখন কহিও না; তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিণত হয় নাই। আমাদিগের প্রধান প্রতিপালক প্রজাপতি মহেন্দ্র ভিন্ন আর কেহই নাই। অত্রি কহিলেন, হে গৌতম! প্রজাপতি ইন্দ্রের ন্যায় ইনিও সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন। তুমিই এক্ষণে মোহে অভিভূত হইতেছ এবং তোমারই প্রজ্ঞাবল পরিহীন হইয়াছে। গৌতম কহিলেন, হে অত্রে! আমি সকলই জানি; আমি কখন মোহে অভিভূত হই নাই; প্রত্যুত তুমি যখন মহারাজের সাক্ষাৎকার লাভ-প্রত্যাশায় জনসমাজে এই রূপ স্তব করিতেছ, তখন লোকে তোমাকেই মোহপরবশ বিবেচনা করিবে। তুমি ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ নও; এবং সেই ধর্ম্মের প্রয়োজনও জান না। তুমি কোন কারণবশতঃ বৃদ্ধ হইয়াছ; তোমার স্বভাব অদ্যাপি বালকের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে।

তাঁহারা পরস্পর এই রূপ বিবাদ করিতেছেন দেখিয়া, যজ্ঞদীক্ষিত মহর্ষিগণ পরস্পর জিজ্ঞাসা করিলেন, ইঁহারা কি প্রকার লোক? কোন্ ব্যক্তি বা ইঁহা-ইঁহাদিগকে রাজসভাপ্রবেশে আদেশ প্রদান করিয়াছে? ইঁহারা কি নিমিত্ত এস্থানে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথোপকথন করি-তেছেন? অনন্তর সর্ব্বধর্ম্মবিৎ কাশ্যপ তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইয়া বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মহামুনি গৌতম সভাস্থ সমস্ত মহর্ষিগণকে সম্বোধন করিয়া কহি-লেন, হে দ্বিজোত্তমগণ! আমরা আপনা-

দিগের নিকট একটী প্রশ্ন করিতেছি, শ্রবণ করুন। অত্রি বৈন্য নৃপতিকে বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন ; উহা সঙ্গত কি না ?

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষিগণ সত্বর হইয়া সংশয় নিরাকরণার্থ ধর্ম্মজ্ঞ সনৎকুমারের নিকট গমন করিলেন। সনৎকুমার মুনিগণমুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে তপোধনগণ! যেমন অনল অনিলের সহিত সমাগত হইলে, সমস্ত বন দগ্ধ হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পর একত্র মিলিত হইলে সমুদায় শত্রুই বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মস্থাপক ও প্রজাপালক, তিনি ইন্দ্র, শুক্র, বিধাতা ও বৃহস্পতিতুল্য; যিনি প্রজাপতি, বিরাট্, সম্রাট্, ক্ষত্রিয়, ভূপতি, নৃপ ঐ সকল শব্দ দ্বারা সংস্তূয়মান হন, তাঁহাকে কে না অর্চ্চনা করিবে? সেই রাজা ধর্ম্মমার্গের প্রথম প্রবর্ত্তক ; তিনি সতত নির্ভয়ে রক্ষা করেন, তিনি সকলের ঈশ্বর, স্বর্গের পথপ্রদর্শক, জেতা, সত্যের আকর ও বিষ্ণুস্বরূপ। পূর্ব্বে মহর্ষিগণ অধর্ম্মভয়ে ভীত ও শঙ্কিত হইয়া ক্ষত্রিয়কে মহাবল পরাক্রান্ত করিয়াছেন। যেমন দিবাকর স্বীয় করজাল বিস্তারপূর্ব্বক দ্যুলোকে দেবগণের অন্ধকার নষ্ট করিয়া থাকেন, সেই রূপ ভূপতি পৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের অধর্ম্ম নিরাকরণ করেন। এই রূপ শাস্ত্রপ্রমাণ দৃষ্টে রাজার প্রধানত্ব স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে ; অতএব যিনি রাজাকে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্তই অভ্রান্ত হইল।

অনন্তর বৈন্যরাজ সিদ্ধান্তপক্ষের যাথার্থ্য শ্রবণে প্রথম স্তুতিবাদক অত্রির প্রতি একান্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আপনি সর্ব্বজ্ঞ; এবং আমাকে নরোত্তম ও সর্ব্বদেবতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিলেন ; এই নিমিত্ত আমি আপনাকে বসন-ভূষণে বিভূষিত দাসীসহস্র, দশ কোটী সুবর্ণ ও দশ রজতভার সমর্পণ করিতেছি ; গ্রহণ করুন। তখন মহর্ষি অত্রি ন্যায়তঃ সমস্ত প্রতিগ্রহ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক প্রীতমনে পুত্রগণকে ধন বিভাগ করিয়া দিয়া তপোনুষ্ঠান মানসে বন প্রবেশ করিলেন।

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এই স্থলে দেবী সরস্বতী মহর্ষি তার্ক্ষ্যকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ; শ্রবণ করুন। একদা তার্ক্ষ্য সরস্বতী দেবীকে কহিলেন, হে ভদ্রে! ইহ লোকে মনুষ্যের শ্রেয়ঃ কি ; কিরূপ আচার ব্যবহারে তাহারা ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় না ; কিরূপে হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে হয় ; কোন্ কালেই বা দেবপূজা করিতে হইবে আর কি কারণেই বা ধর্ম্ম রক্ষা হয়? আপনি এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করুন ; আমি তদনুসারে কার্য্য করিব ও আপনার উপদেশ শ্রবণে নিষ্পাপ হইয়া পরিণামে স্বর্গলোক লাভ করিব।

শুশ্রূষাপরবশ মহর্ষি তার্ক্ষ্য এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, সরস্বতী দেবী ধর্ম্ম-সঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন! যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন, শুচি ও অপ্রমত্ত; তিনি ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক দেবগণের সহিত প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন। তথায় কনককমলালঙ্কৃত বিপুল বিশোক, তীর্থপরম্পরা-পরিশোভিত, মৎস্যসার্থসঙ্কুল, অপঙ্কিল ও রমণীয় পুষ্করিণী সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; ব্রহ্মজ্ঞ পুণ্যবান্ লোকেরা হিরণ্যবর্ণ বহুবিধ দিব্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও অতি পবিত্র অপ্সরোগণ কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া প্রফুল্ল মনে তাহার তীরে বিহার করিয়া থাকেন। গো প্রদান করিলে উৎকৃষ্ট লোক, বলীবর্দ্দদানে সূর্য্যলোক, বসনপ্রদানে চান্দ্রমসলোক ও হিরণ্যদানে অমরত্ব লাভ হয়। সুপ্রভা সুপ্রদোহা সুবৎসা ও পোষিতস্মস্তা ধেনু দান করিলে মানবগণ সেই ধেনুর রোমের সমসংখ্যক সংবৎসর দেবলোকে বাস করিয়া থাকে। যিনি অনন্তবীর্য্য, হলবাহী, ধুরন্ধর ও যুবা বলীবর্দ্দ দান করেন, তিনি দশ ধেনু দান-জন্য লোক সমুদায় প্রাপ্ত হন। দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্যসহকারে কাংস্যোপদোহসম্পন্ন সচেলা কপিলা প্রদান করিলে সেই কপিলা স্বীয় প্রসিদ্ধ গুণ দ্বারা কামদুঘা হইয়া প্রদাতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধেনুর গাত্রে যাবৎ সংখ্যক রোম বিদ্যমান থাকে, ধেনুদানে তৎসম সংখ্যক ফল-লাভ হয় এবং পরকালে প্রদাতার পুত্র-পৌত্র-প্রভৃতি সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া থাকে।

যিনি দ্রবিণ ও অন্যান্য দক্ষিণাদ্রব্য-সহকারে কাংস্যোপদোহযুক্ত, কাঞ্চননির্ম্মিত শৃঙ্গসম্পন্ন তিলধেনু ব্রাহ্মণকে সম্প্রদান করেন, তিনি অনায়াসে বসুলোক লাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মদোষে কামক্রোধ-প্রভৃতি দানববর্গ কর্ত্তৃক নিরন্তর নিরুদ্ধ গাঢ়ান্ধকার সমাচ্ছন্ন ঘোরতর নরকে নিপতিত হয়, ধেনুদানই মহাসমুদ্রে সমীরণপ্রেরিত নৌকার ন্যায় পরলোকে তাহার উদ্ধারের কারণ হইয়া উঠে। যিনি ব্রাহ্ম-বিধানানুসারে কন্যা দান ও বিধিপূর্ব্বক অন্যান্য প্রচুর দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া থাকেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। যিনি নিয়মাবলম্বী ও সুশীল হইয়া ক্রমাগত সপ্ত বর্ষ হুতাশনে আহুতি প্রদান করেন, তিনি স্ব-কর্ম্মবলে আপনাকে ও সপ্ত-পূর্ব্ব এবং সপ্ত-পর পুরুষকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

তার্ক্ষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দেবি! বেদোদিত অগ্নিহোত্র ব্রত কিরূপ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। আমি অদ্য আপনাকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিব। সরস্বতী কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! অপ্রক্ষালিতপাণি, অশুচি, বেদানভিজ্ঞ ও অবিদ্বান্ ব্যক্তি কদাচ হোম করে না; কারণ, পর-চিত্তানুসন্ধানপর শৌচপ্রিয় অমরগণ শ্রদ্ধাহীন লোক হইতে কদাচ হবনীয় দ্রব্যজাত গ্রহণ করেন না। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকেই

অশ্রোত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করে; তাহাদিগকে দেবহব্যে নিয়োগ করিলে সমুদায় বিফল হয়; অতএব তাদৃশ লোককে তদ্বিষয়ে কদাচ নিয়োগ করিবে না। যাঁহারা হুতশেষভোজী, সত্যব্রত, শ্রদ্ধাবান্ ও নিরহঙ্কার হইয়া হোম করেন, তাঁহারা অতি পবিত্র গোলোক লাভ এবং পরম সত্যস্বরূপ দেবকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! আপনি পরমাত্মরূপা প্রজ্ঞা; আপনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও কর্ম্মকাণ্ড এই উভয়বিধ বিষয়েই প্রবিষ্ট আছেন; আর ঐ সকল বিষয় আপনা কর্ত্তৃক দ্যোত্যমান হইতেছে জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি কে?

সরস্বতী কহিলেন, আমি পরাপরবিদ্যারূপা দেবী; বিপ্রর্ষিগণের সংশয় নিবারণার্থ অগ্নিহোত্রাদি সৎ কর্ম্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া তোমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে যথার্থ অর্থ সমুদায় প্রকাশ করিলাম। তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! আপনার তুল্য আর কেহই নাই; আপনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় নিরন্তর বিরাজমান হইতেছেন। আপনার রূপ দিব্য ও কান্তি অনন্ত। আপনি বুদ্ধি দেবীকে সতত ধারণ করিতেছেন। সরস্বতী কহিলেন, হে তপোধন! বানস্পত্য, ধাতুময়, পার্থিব ও অন্যান্য যে সমস্ত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যজ্ঞে উপপাদিত হইয়া থাকে; আমি তাহার উপযোগ দ্বারা বর্দ্ধিত, পরিতৃপ্ত ও রূপবতী হইয়া থাকি; তুমি আমার সেই দিব্য রূপ দর্শন ও আমাকে যজ্ঞস্বরূপ বোধ করিলে মুক্তি লাভ করিবে।

তার্ক্ষ্য কহিলেন, হে দেবি! শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা বিশ্বস্ত মনে যাহাকে শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি অতি কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করেন, সেই শোকদুঃখশূন্য মোক্ষ কি প্রকার? এবং সাংখ্য শাস্ত্রে যাঁহাকে চিরন্তন ও শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, সেই পরমাত্মাকেও আমি জানি না; অতএব আপনি তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করুন। সরস্বতী কহিলেন, হে তার্ক্ষ্য! স্বাধ্যায় সম্পন্ন বেদ বেদান্ত-পারদর্শী মহর্ষিগণ বীতশোক ও বিষয়বাসনা বিহীন হইয়া ব্রত ও পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং যোগসাধন দ্বারা যে পুরাতন পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তিনি পরমাত্মা; যে অবস্থাতে তাঁহাকে প্রাপ্ত হাওয়া যায়, তাহাকেই মোক্ষ বলে। সেই পুরুষমধ্যে সহস্রশাখা-সম্পন্ন পুণ্যগন্ধশালী বিশাল এক বেতসলতা শোভা পাইতেছে; তাহার মূলদেশ হইতে মধূদকপ্রস্রবণ অতিপবিত্র স্রোতস্বতীসকল প্রবাহিত হইতেছে। তাহার শাখায় শাখায় পুত্রাদি বিষয়সম্পন্না, ভৃষ্টযবাপূপ-বিশিষ্টা, মাংসশাকযুক্তা, পায়সকর্দ্দমশালিনী মহানদী সকল সঞ্চরণ করিতেছে; সে স্থানে অগ্নিমুখ ইন্দ্রাদি দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া থাকেন। হে তার্ক্ষ্য! সেই আমার পরম স্থান।

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি বৈবস্বত মনুর চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইতেছে; আপনি অনুগ্রহ করিয়া উহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! প্রজাপতিসম প্রভাসম্পন্ন মহাবল পরাক্রান্ত অতি তেজস্বী অসামান্য রূপসম্পন্ন বিবস্বতপুত্র মনু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি বিশাল বদরিকাশ্রমে কখন অধোমস্তক কখন বা ঊর্দ্ধবাহু কখন বা এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া নির্ণিমেষ লোচনে অযুত বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ফলতঃ ক্রমে ক্রমে তেজঃ, রূপ ও তপস্যা দ্বারা তিনি স্বীয় পিতৃ পিতামহকে অতিক্রম করিলেন।

একদা তিনি আর্দ্রচীর পরিধান ও জটাধারণ-পূর্ব্বক চীরিণী নদীতীরে তপস্যা করিতেছেন, এই অবসরে এক মৎস্য তথায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে কহিল, ভগবন্! মহাবল মৎস্যেরা দুর্ব্বল মৎস্যদিগকে ভক্ষণ করিবে, আমাদিগের এই চিরন্তনী বৃত্তি বিধাতা কর্ত্তৃক বিহিত হইয়াছে; অতএব আমি অতি ক্ষুদ্র মৎস্য; মহাবল মৎস্য হইতে সাতিশয় ভীত হইয়াছি; এক্ষণে আমাকে রক্ষা করুন। অঙ্গীকার করিতেছি, পশ্চাৎ আপনার প্রত্যুপকার করিব। মৎস্যের বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষির অন্তঃকরণে কারুণ্য রসের সঞ্চার হইল। তখন তিনি অঞ্জলি দ্বারা মৎস্যকে উদক হইতে উদ্ধার করিয়া শশিকান্তিধবল অলিঞ্জরে নিক্ষেপ করিয়া পুত্রভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

মৎস্য ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তদীয় কলেবর অলিঞ্জরমধ্যে অপর্য্যাপ্ত হওয়াতে তখন সে মনুকে কহিল, হে ভগবন্! অদ্য আমাকে স্থানান্তরে রক্ষা করুন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অলিঞ্জর হইতে উদ্ধার করিয়া অতিবিশাল বাপীসলিলে নিক্ষেপ করিলেন। ঐ বাপী দ্বিযোজন আয়ত; এক যোজন বিস্তৃত। মৎস্য বহুসংখ্যবৎসর তথায় অবস্থান করিয়া পরিবর্দ্ধিত হইল। ক্রমে ক্রমে অতি বিস্তীর্ণ সেই বাপীও তাহার পক্ষে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল; তখন সে মনুকে পুনরায় আহ্বান করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি আমাকে এক্ষণে সাগরগামিনী গঙ্গায় সংস্থাপিত করুন; আমি তথায় বাস করিব; অথবা আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন; আমি অসূয়াপরবশ না হইয়া আপনকার আদেশ পালন করিব। আমি আপনারই প্রযত্নাতিশয় সহকারে এই রূপ পরিবর্দ্ধিত ও বৃহৎ মৎস্য হইতে রক্ষিত হইয়াছি।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র মহর্ষি মনু স্বয়ং সেই মৎস্যকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। সে তথায় কিছুকাল বাস করিয়া সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে মনুকে কহিল, ভগবন্! আমার কলেবর অধিকতর

বিস্তীর্ণ হইয়াছে; এক্ষণে এ স্থলেও আর অঙ্গ চালনা করিতে পারি না। অধুনা প্রসন্ন হইয়া অবিলম্বে আমাকে লইয়া সাগরে নিক্ষেপ করুন। অনন্তর মহর্ষি স্বয়ং তাহাকে ভাগীরথী হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। পথিমধ্যে তাহার স্পর্শ, গন্ধ ও বৃহদাকার বহন জন্য কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব না করিয়া অনায়াসে বহন করিতে লাগিলেন; পরে সাগরতীরে সমুপস্থিত হইয়া তাহাকে সলিলে নিক্ষেপ করিলেন।

মৎস্য তৎক্ষণাৎ সহাস্য আস্যে কহিল, হে করুণাময়! আপনি আমাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন; আমিও প্রত্যুপকার করিতে ত্রুটি করিব না। এক্ষণে যে এক বিষম ব্যাপার ঘটিবার কাল উপস্থিত; আপনি তাহা শ্রবণ করুন। সংসারের সংহারসময় সমাগত হইয়াছে, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমুদায় বিশ্ব অচিরকালমধ্যেই প্রলয় প্রাপ্ত হইবে। অতএব অদ্য আমি আপনাকে হিতকর ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক সতর্ক করিতেছি; আপনি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় এক নৌকা নির্ম্মাণ করাইবেন এবং স্বয়ং সপ্তর্ষিগণের সহিত যথোক্ত বীজ সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে স্থাপিত ও রক্ষা করিয়া ঐ নৌকায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতীক্ষা করিবেন। পরে আমি শৃঙ্গসম্পন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইব। হে তপোধন! আমা ব্যতিরেকে আপনি এই দুস্তর সলিলরাশি হইতে কদাচ পরিত্রাণ পাইবেন না। এক্ষণে আমি চলিলাম; কিন্তু যেরূপ কহিলাম, ইহার যেন অন্যথা না হয়; আমার বাক্যে আপনি কোন আশঙ্কা করিবেন না। তখন মহর্ষি তথাস্তু বলিয়া মৎস্যবাক্য স্বীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পর পরস্পারকে আমন্ত্রণ করিয়া যথেচ্ছ প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি মনু মৎস্যের আদেশানুসারে নৌকা নির্ম্মাণ ও বীজসমস্ত গ্রহণ-পূর্ব্বক তথায় আরোহণ করিয়া তরঙ্গসঙ্কুল মহাসাগরসলিলে প্লবমান হইতে লাগিলেন এবং সেই মৎস্যকে একান্ত মনে চিন্তা করিতে সমাসক্ত হইলেন। মৎস্য মহর্ষি মনুকে চিন্তিত জানিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় আবির্ভূত হইল। মনু শৃঙ্গসম্পন্ন ও উন্নত পর্ব্বততুল্য সেই মৎস্যকে অর্ণবমধ্যে অবলোকন করিয়া তদীয় শৃঙ্গে পাশ সংযত করিলেন। সে তখন মহাবেগে পাশবদ্ধ সেই নৌকা আকর্ষণ করিয়া সমুদ্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে উত্তাল ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইল; বারিরাশি গর্জ্জন করিতে লাগিল; দেখিলে বোধ হয় যেন, মহাসাগর নৃত্য করিতেছে। নৌকা প্রবল বায়ুবেগে ক্ষুভিত ও মদমত্ত চপলস্বভাব অবলার ন্যায় বারংবার বিঘূর্ণিত হইতে লাগিল। তখন ভূমি বা দিক্ বিদিক্ কিছুই নিরীক্ষিত হইল না। ভূলোক ও দ্যুলোক কেবল জলময় বোধ হইতে লাগিল। এই রূপে লোক সকল প্রলয়জলে বিলীন হইলে, কেবল সপ্তর্ষি-

গণ, মনু ও মৎস্য ইঁহারাই পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। মৎস্য নিরলস হইয়া এই রূপে অনেক বৎসর সাগরসলিলে নৌকা আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল।

অনন্তর হিমাচলের এক উন্নত শৃঙ্গ পরিদৃশ্যমান হইলে, মৎস্য সেই শৃঙ্গাভিমুখে নৌকা লইয়া গমন করিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সন্নিহিত হইলে মৎস্য হাস্যমুখে মহর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে তপোধনগণ! আপনারা এই গিরিশৃঙ্গে কিয়ৎকাল নৌকা বন্ধন করিয়া রাখুন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তথায় নৌকা বন্ধন করিলেন। এই নিমিত্ত অদ্যাপি হিমালয়ের ঐ শৃঙ্গ নৌবন্ধনশৃঙ্গ বলিয়া লোকে প্রথিত আছে।

অনন্তর মৎস্য ঋষিদিগকে কহিল, হে মহর্ষিগণ! আমি পরাৎপর প্রজাপতি ব্রহ্মা, মৎস্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া এই বিপদ্ হইতে তোমাদিগকে উদ্ধার করিলাম। এক্ষণে এই বৈবস্বত মনু স্থাবর, জঙ্গম, দেবাসুর, মানুষ প্রভৃতি প্রজাবর্গ ও লোক সকল সৃষ্টি করিবেন। অতি তীব্র তপঃপ্রভাবে ইঁহার প্রতিভা প্রকাশিত ও অপ্রতিহত হইবে; ইনি আমারই প্রসাদবলে প্রজাসৃষ্টি-বিষয়ে মোহপরিশূন্য হইবেন। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

প্রজাসিসৃক্ষু ভগবান্ মনু সৃষ্টি করিবার সময়ে মোহে অভিভূত হইলেন। পরে তিনি অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক প্রভাবসম্পন্ন হইয়া প্রজা সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহারাজ! এই উপাখ্যান মাৎস্য উপাখ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমি এই সর্ব্বপাপহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই মনুচরিত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিবে, সে সুখী ও পরিপূর্ণমনোরথ হইয়া সকল লোকে গমন করিবে।

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে পুনরায় যশস্বী মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, হে তপোধন! আপনি অনেক সহস্র যুগান্ত অবলোকন করিয়াছেন। মহাত্মা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা ব্যতিরেকে অন্য কেহই আপনার সদৃশ আয়ুষ্মান্ নহেন। প্রলয়কালে এই ভূলোক দেবদানববর্জ্জিত ও অন্তরীক্ষবিহীন হইলে পর, আপনিই ব্রহ্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। প্রলয় নিবৃত্ত হইলে মৎকালে সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রবুদ্ধ হইয়া দিক্ সমুদায় বায়ুভূত করিয়া সেই সেই উপায় দ্বারা জল বিক্ষেপপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ ভূতের সৃষ্টি করেন, তখন সেই সমুদায় ভূতনির্ম্মাণ আপনিই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। আপনিই সমাধিতৎপর হইয়া লোকগুরু সর্ব্বলোকপিতামহ সাক্ষাৎ বিধাতার আরাধনা করিয়াছেন। হে বিপ্রসত্তম! আপনি অনেক উপায়ে এই সমস্ত বস্তু আত্মসম্মিত করিয়া তপোনুষ্ঠান দ্বারা মরীচিপ্রভৃতি বেধাদিগকে পরাজয়

করিয়াছেন। আপনি নারায়ণের প্রধান ভক্ত; পর লোকে স্তূয়মান হইয়া থাকেন। আপনি অনেক বার যোগকলা দ্বারা হৃদয়-কমল উদ্ঘাটিত করিয়া বৈরাগ্য ও যোগ-রূপ নেত্রদ্বয়ে কামরূপী ব্রহ্মাকে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্মার প্রসাদে সর্ব্বান্তক মৃত্যু ও দেহনাশিনী জরা আপনার শরীরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না।

যৎকালে সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্রমাঃ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, দেব, অসুর ও মহোরগ-প্রভৃতি সমুদায় স্থাবর, জঙ্গম একবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সময় একাকী আপনি একার্ণবে পদ্মপত্রশায়ী অমিতাত্মা সর্ব্বভূতেশ্বর ব্রহ্মার উপাসনা করেন। আপনি সমুদায় পূর্ব্ববৃত্ত অনেকবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; সকল লোকমধ্যে আপনার অবিদিত কিছুই নাই। অতএব আমি আপনার নিকট তৎ সমুদায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! আমি শাশ্বত, অব্যয়, অব্যক্ত, অতিসূক্ষ্ম, গুণ-স্বরূপ, নির্গুণাত্মা, পুরাণ পুরুষ স্বয়ম্ভুকে নমস্কার করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। এই সেই পীতবাসাঃ জনার্দ্দন; ইনি কর্ত্তা, বিবিধ রূপের বিধাতা, সর্ব্বভূতাত্মা, ভূত-নির্ম্মাতা, অচিন্ত্য, মহৎ, আশ্চর্য্য ও পরম পবিত্র। ইনি অনাদিনিধন, বিশ্বাত্মক, অব্যয় ও অক্ষয়। ইনি স্বয়ং কর্ত্তা; কাহারও কার্য্য নহেন; ইনি পুরুষত্বের কারণ। ইনিই বেদের অবিদিত সেই পরম পুরুষকে জানেন।

হে মনুজসত্তম! প্রলয়কালে সমুদায় বিনষ্ট হইলে, অবাঙ্মনসগোচর পরমাত্মা হইতেই এই আশ্চর্য্যপরিপূর্ণ সমস্ত জগৎ পুনরায় সৃষ্ট হয়। তাহার প্রথম সত্য যুগ; সেই সত্য যুগের পরিমাণ চতুঃ-সহস্র বৎসর। ঐ যুগের সন্ধ্যা চতুঃশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও সেই রূপ। ত্রেতা-যুগ ত্রিসহস্র বর্ষ পরিমিত; উহার সন্ধ্যা ত্রিশত বৎসর, এবং সন্ধ্যাংশও তাদৃশ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দ্বিসহস্র বৎসর; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ প্রত্যেকে দ্বিশত বৎসর। কলিযুগ এক সহস্র বর্ষমাত্রাত্মক; উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক শত বৎসর। হে মহারাজ! কলিযুগ ক্ষয় হইলে পুন-রায় সত্য যুগ সমুপস্থিত হয়; এই রূপ দ্বাদশ সহস্র বার্ষিক যুগাখ্যা পরিকীর্ত্তিত হইল। সহস্র মানুষী যুগাখ্যা এক ব্রাহ্মী যুগাখ্যার সমান। এই বিশ্ব ব্রহ্মভবনে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তিত হইতেছে। পণ্ডিতগণ সেই বিশ্বপরিবর্ত্তনকেই প্রলয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে নরনাথ! কলিযুগ অল্পমাত্রাবশিষ্ট হইলে, মনুষ্যগণ প্রায় মিথ্যাবাদী হইবে। তৎকালে যজ্ঞ-প্রতিনিধি, দানপ্রতিনিধি ও ব্রতপ্রতিনিধি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ব্রাহ্মণ-গণ শূদ্রের ন্যায় আচরণ করিবে এবং শূদ্রগণ ধনোপার্জ্জন-পরায়ণ ও ক্ষত্রধর্ম্মানু-বর্ত্তী হইবে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ ও স্বাধ্যায়ে জলাঞ্জলি প্রদান এবং দণ্ড ও অজিন

বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্বভক্ষ্য হইবে এবং জপ পরিত্যাগ করিবে; শূদ্রগণ জপ-পরায়ণ হইবে। এই রূপে লোকমর্য্যাদা বিপরীত হওয়াই প্রলয়ের পূর্ব্ব লক্ষণ।

হে রাজন্! ঐ সময় আন্ধ্র, শক, পুলিন্দ, যবন, কাম্বোজ, বাহ্লিক, শূর ও আভীরপ্রভৃতি বহুবিধ ম্লেচ্ছজাতীয় ভূপতি-গণ মিথ্যাবাদ-পরায়ণ ও পাপাসক্ত হইয়া মিথ্যা শাসন করিবে। তৎকালে কোন ব্রাহ্মণই স্বধর্ম্মোপজীবী হইবে না। যাবতীয় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বিরুদ্ধ-কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। মনুষ্যগণ অল্পায়ুঃ, অল্পবল, অল্পপরাক্রম, অল্পসার, অল্পদেহ ও অল্প সত্যভাষী হইবে। জনপদসমুদায় শূন্য-প্রায় ও দিক্‌সকল মৃগ ও হিংস্রজন্তু সমূহে পরিপূর্ণ হইবে। মনুষ্যগণ কপট ব্রহ্মবাদী হইবে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণগণকে 'ভো' বলিয়া সম্বোধন করিবে; ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদিগকে 'আর্য্য' বলিয়া সম্বোধন করিবে। জন্তু-সংখ্যার বৃদ্ধি হইবে; গন্ধদ্রব্যের তাদৃশ গন্ধ থাকিবে না। রস সমুদায় তদ্রূপ সুস্বাদু হইবে না এবং মনুষ্যগণ অনেকা-পত্য, হ্রস্বদেহ ও আচারভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। কামিনীগণ আপন মুখে ভগকার্য্য সমাধান করিবে। জনপদস্থ মনুষ্য সমুদায় সতত ক্ষুধাদিগ্রস্ত হইবে; চতুষ্পথ সমুদায় লম্পট বেশ্যাগণে পরিপূর্ণ হইবে এবং পত্নীগণ স্বামীদিগের দ্বেষ করিবে। ধেনুসকল অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে এবং বৃক্ষগণ অল্প পুষ্পফলযুক্ত ও বায়সকুলাকীর্ণ হইবে। লোভমোহ-পরতন্ত্র ব্রাহ্মণগণ কপট ধর্ম্ম-চিহ্নপরিবৃত হইয়া ব্রহ্মহত্যানুলিপ্ত মিথ্যা-বাদী রাজগণের নিকট প্রতিগ্রহ করিবে। গৃহস্থগণ সমধিক করপ্রদান ভয়ে ভীত হইয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে। ব্রাহ্মণ-গণ বাণিজ্যোপজীবী হইবে এবং অনর্থক মুনিগণের ন্যায় নখরোম ধারণপূর্ব্বক ছদ্ম-বেশে অবস্থান করিবে। ব্রহ্মচারিগণ অর্থ-লোভে বৃথাচার, মদ্যপায়ী ও গুরুতল্পগামী হইবে। মনুষ্যগণ ইহ লোকে কেবল মাংস ও শোনিত বর্দ্ধনের চেষ্টা করিবে। আশ্রম সকল পরান্নভোজী পাষণ্ডসমুদায়ে সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিবে। ভগবান্ ইন্দ্র যথাকালে বারিবর্ষণ করিবেন না। সমু-দায় বীজ হইতে অঙ্কুর সম্যক্‌রূপে উদ্ভিন্ন হইবে না। লোক সকল হিংসাপরায়ণ ও অশুচি হইয়া উঠিবে; অধর্ম্মফল প্রবল হইবে।

হে মহারাজ! ঐ সময় ধর্ম্মপরায়ণ হইলে মানব অল্পায়ুঃ হইবে। ফলতঃ তৎ-কালে কোন ধর্ম্মই থাকিবে না। মানব-গণ কূটপরিমাণে দ্রব্য বিক্রয় করিবে। বণিক্‌গণ বহুবিধ কপট ব্যবহার করিবে। ধর্ম্মের বলহানি ও অধর্ম্ম বলীয়ান্ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মিষ্ঠ মানবগণ অতি হীন, অল্পায়ুঃ ও দরিদ্র হইবে; পাপাত্মারা পরি-বর্দ্ধিত, দীর্ঘায়ুঃ ও সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে। ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণ নাগরিকদিগের ক্রীড়ার সময়ে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ উপায় ব্যবহার করিবে; লোকসকল অল্পমাত্র ধনে ঐশ্বর্য্যশালীর ন্যায় গর্ব্বিত হইবে। বিশ্বাসপূর্ব্বক নির্জ্জনে ন্যস্ত ধন সকল অপহরণ করিবার নিমিত্ত

লজ্জা পরিহার করিয়া "আমার নিকট তোমার ধন নাই" বলিয়া ন্যাসকারীকে প্রত্যাখ্যান করিবে। নরমাংস-লোলুপ জন্তু, পক্ষী ও মৃগসমুদায় নগরের ক্রীড়াস্থান ও চৈত্য সমুদায়ে শয়ান থাকিবে। কামিনীগণ সপ্তম বা অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গর্ভবতী হইবে; পুরুষগণ দশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমসময়ে পুত্রোৎপাদন করিবে এবং মনুষ্যগণ ষোড়শ বর্ষেই জরাগ্রস্ত হইয়া অতি অল্প কালের মধ্যেই করাল কালকবলে নিপতিত হইবে। বালকগণ বৃদ্ধদিগের ন্যায় ও বৃদ্ধেরা বালকগণের ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিপরীতাচারিণী রমণীগণ উপযুক্ত পতিদিগকে বঞ্চনা করিয়া দাস ও পশুদিগকে লইয়া আপনাদিগের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে। কি বীরপত্নীগণ কি সামান্য মহিলাগণ সকলেই পতি বর্ত্তমানেও পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে।

হে মহারাজ! কলিযুগের শেষে সমুদায় প্রাণিগণের আয়ুঃক্ষয় হইলে, বহুবার্ষিক অনাবৃষ্টি হইবে। তন্নিবন্ধন অনেকানেক ক্ষুধিত অল্পসার প্রাণিগণ শমনসদনে গমন করিবে। তৎপরে এককালে সপ্তসূর্য্য সমুদিত হইয়া সমুদ্র ও নদীসকলের জল শোষণ করিবে। শুষ্কই হউক বা আর্দ্রই হউক, যে কিছু তৃণকাষ্ঠ পৃথিবীতে থাকিবে, তৎসমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যাইবে। অনন্তর সংবর্ত্তক নামে বহ্নি বায়ুসহায় হইয়া আদিত্যোপশোষিত ভূমণ্ডল আক্রমণ করিবে এবং পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালতলে প্রবেশপূর্ব্বক দেব, দানব ও যক্ষগণের ভয়োৎপাদন করিবে।

হে রাজন্! এই রূপে সেই অগ্নি পৃথিবীস্থ ও পাতালতলস্থ সমুদায় পদার্থ দগ্ধ করিবে। ফলতঃ সেই অমঙ্গল বিধায়ক বায়ু ও সংবর্ত্তক অনল দ্বারা দেব, অসুর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণে সমাকীর্ণ সমুদায় জগৎ এককালে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে; তৎপরে গজকুল সদৃশ, তড়িন্মালা বিভূষিত, অদ্ভুতদর্শন মেঘসকল নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইবে। ঐ সমস্ত মেঘের মধ্যে কতক গুলি নীলোৎপল-সন্নিভ, কতক গুলি কুমুদের ন্যায়, কতক গুলি কিঞ্জল্কসদৃশ, কতক গুলি পীতবর্ণ, কতক গুলি হরিদ্রাকার, কতক গুলি কাকডিম্বতুল্য, কতক গুলি পদ্মপত্রবর্ণ, কতক গুলি হিঙ্গুলবর্ণ, কতক গুলি শ্রেষ্ঠ নগরাকার, কতকগুলি গজযূথসন্নিভ, কতক গুলি অঞ্জনবর্ণ ও কতক গুলি মকরসদৃশ; ঐ সমস্ত বিদ্যুন্মালাবিভূষিত ঘোররূপ গভীরনিস্বন পরমেষ্ঠিপ্রেরিত জলধরপুঞ্জ নভোমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া মুষলধারে বারিবর্ষণ-পূর্ব্বক পর্ব্বত ও কাননসমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল প্লাবিত ও সেই ঘোরতর অশিব সংবর্ত্তক হুতাশন নির্ব্বাপিত করিবে।

হে পাণ্ডবনাথ! এই রূপে ক্রমাগত দ্বাদশ বৎসর অবিচ্ছেদে বৃষ্টিধারা পতিত হইলে পর, সমুদ্রজল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া উঠিবে। ঐ সময় পর্ব্বতসকল বিদীর্ণ ও পৃথিবী জলনিমগ্ন হইয়া যাইবে।

পরে সেই সমুদায় বারিধর প্রবল বায়ুবেগে আহত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক সহসা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। তখন কমলালয় আদিদেব স্বয়ম্ভু আকার সঙ্কোচ করিয়া সেই প্রবল পবন পান করিয়া নিদ্রাগত হইবেন।

হে মহীপাল! সেই প্রলয়কালে সমুদায় দেব, অসুর, যক্ষ, রাক্ষস, মনুষ্য, শ্বাপদ, মহীরুহ, অন্তরীক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় স্থাবর জঙ্গম বিনষ্ট হইয়া কেবল একার্ণবমাত্র অবশিষ্ট হইলে, আমি একাকী সেই অসীম সলিলে সঞ্চরণপূর্ব্বক সমুদায় বিনষ্ট দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণ হইব। এই রূপে সুদীর্ঘকাল নিরবলম্ব হইয়া জলে প্লবমান হইতে হইতে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া উঠিব। কিয়ৎ কালানন্তর সেই একার্ণব-মধ্যে এক বিশাল ন্যগ্রোধ পাদপ আমার নয়নগোচর হইবে। হে রাজন্! ঐ পাদপের সুবিস্তীর্ণ শাখায় দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি সমুপবিষ্ট পূর্ণচন্দ্রনিভানন কমললোচন এক বালক আমার নেত্রপথে পতিত হইবেন। আমি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিব, কি আশ্চর্য্য! সমুদায় লোক বিনষ্ট হইয়াছে; কিন্তু এই শিশু এ স্থানে কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। হে মহারাজ! আমি ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও তৎকালে ধ্যান দ্বারা ঐ শিশুকে নিরূপণ করিতে সমর্থ হইব না। ঐ বালক অতসী কুসুমসন্নিভ ও শ্রীবৎসভূষিত; দেখিলে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর আবাস বলিয়া বোধ হয়।

তখন সেই কমলনয়ন বালক সুমধুর বাক্যে আমাকে কহিবেন, "হে মার্কণ্ডেয়! আমি তোমাকে জানি; তুমি নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রাম বাসনা করিতেছ; অতএব আমার শরীরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক যত কাল ইচ্ছা হয় বাস কর; আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি। হে রাজন্! বালকের ঐ বাক্য শ্রবণে আমার স্বীয় দীর্ঘজীবিত ও মনুষ্যত্বে নিতান্ত নির্ব্বেদ সমুপস্থিত হইবে। অনন্তর সেই বালক সহসা মুখ ব্যাদান করিবেন, আমিও দৈবযোগে তাঁহার মুখমধ্যে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! তদনন্তর আমি সহসা তাঁহার জঠরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ রাজ্য ও নগরসমাকীর্ণ সমুদায় মেদিনীমণ্ডল অবলোকন করিয়া ভ্রমণ করিব। তথায় গঙ্গা, শতদ্রু, সীতা, যমুনা, কৌশিকী, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, চন্দ্রভাগা, সরস্বতী, সিন্ধু, বিপাশা, গোদাবরী, বস্বোকসারা, নলিনী, নর্ম্মদা, তাম্রা, বেণ্যা, পুণ্যতোয়া, শুভাবহা, সুবেণা, কৃষ্ণবেণা, ইরামা, বিতস্তা, কাবেরী, শোণ, বিশল্যা ও কিম্পুনা প্রভৃতি নদী সকল; যাদোগণনিষেবিত, নানারত্নসংযুক্ত পয়োনিধি; চন্দ্রসূর্য্য-বিরাজিত জাজ্বল্যমান গগনমণ্ডল এবং নানাবিধ বনরাজি বিরাজিত হইতেছে; ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন; ক্ষত্রিয়গণ সকল বর্ণের অনুরঞ্জন করিতেছেন; বৈশ্যগণ যথাবিধি কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে ও শূদ্রেরা

ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর নিরত রহিয়াছে। হিমাচল, হেমকূট, নিষধ, রজত-সঙ্কীর্ণ শ্বেত গিরি, গন্ধমাদন, মন্দর, মহাগিরি নীল, কনকময় মেরু, মহেন্দ্র, বিন্ধ্য, মলয়, পারিপাত্র প্রভৃতি রত্নবিভূষিত পর্ব্বত সমুদায় শোভা পাইতেছে। সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি জন্তুগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। শক্রাদি সমুদায় অমর, সাধ্য, রুদ্র, রাহু, আদিত্য, গুহ্যক, পিতৃলোক, সর্প, নাগ, সুপর্ণ, বসু, অশ্বিনীকুমার, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাঃ যক্ষ ও ঋষিগণ এবং কালেয়-প্রভৃতি দৈত্য দানবগণ স্বচ্ছন্দে রহিয়াছে। পূর্ব্বে লোকমধ্যে যাহা যাহা আমার দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে; তৎসমুদায়ই সেই মহাত্মার কুক্ষিদেশে দেখিতে পাইব।

হে রাজন্! আমি এই রূপে তাঁহার উদরমধ্যে সমুদায় জগৎ নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক বহু সহস্র বৎসর ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তাঁহার শরীরের অন্ত পাইবার নিমিত্ত সতত ধাবমান হইব; কিন্তু কোন মতেই কৃত-কার্য্য হইতে পারিব না। তখন আমি উপায়ান্তর না পাইয়া কায়মনোবাক্যে সেই বরদাতা রমণীয় দেবের শরণাগত হইব। তৎপরে অকস্মাৎ তাঁহার বিবৃত মুখবিবর হইতে বায়ুবেগে বিনির্গত হইয়া নিরীক্ষণ করিব যে, সেই বালবেশধারী শ্রীবৎসাঙ্কিত-কলেবর অমিততেজাঃ পুরুষ সেই বট বৃক্ষের শাখাতেই রহিয়াছেন। তিনি তৎকালে আমাকে সন্দর্শন করিয়া প্রীতচিত্তে সহাস্য বদনে কহিবেন, হে মুনিসত্তম মার্কণ্ডেয়! তুমি বহুকাল জলে প্লবমান হইয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলে; কেমন এখন ত আমার শরীরমধ্যে বাস করিয়া উত্তমরূপে পরি-শ্রমাপনোদন করিলে?

অনন্তর আমার নূতন দৃষ্টি পুনরায় প্রাদুর্ভূত হইলে তদ্দ্বারা লব্ধচেতাঃ আত্মাকে বিনির্ম্মুক্ত দেখিব। তখন সেই অমিত-তেজাঃ বালকের অপরিমিত প্রভাব অব-লোকন করিয়া তাঁহার রক্ততল-সুপ্রতিষ্ঠিত চরণযুগল মস্তকে ধারণ ও বন্দনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় বচনে কহিব, আমার কি শুভাদৃষ্ট! অদ্য সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ কমললোচনকে দেখিলাম! হে দেব! তোমার এই অদ্ভুত মায়া ও তোমাকে জানিতে আমার নিতান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। আমি তোমার আস্য দ্বারা তোমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক জঠরমধ্যে দেব, দানব, রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, পর্ব্বত, কানন প্রভৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ অবলোকন করিলাম। হে দেব! তোমার প্রসাদে আমার স্মৃতি তিরোহিত হয় নাই। আমি তোমার শরীরমধ্যে সতত দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে তোমারই ইচ্ছানুসারে বহির্গত হইলাম। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি তোমাকে জানিতে নিতান্ত অভিলাষী হই-য়াছি। তুমি কি নিমিত্ত সমুদায় জগৎ ভক্ষণ করিয়া বালকবেশে এই প্রদেশে অবস্থান করিতেছ? কি নিমিত্ত এই সমু-দায় জগৎ তোমার শরীরস্থ হইয়া রহিয়াছে? আর কত কালই বা তুমি এই স্থানে থাকিবে? হে দেবেশ! তোমার নিকট

এই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে বাসনা করি। কেন না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা নিতান্ত মহৎ ও অচিন্ত্য।

সেই মহাদ্যুতি দেবদেব আমার বাক্য শ্রবণানন্তর আমাকে সান্ত্বনা করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিবেন।

ঊননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

দেব কহিলেন, হে বিপ্র! দেবতারাও আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই; আমি যেরূপে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা কেবল তোমার প্রীতির নিমিত্তই কহিব। হে বিপ্রর্ষে! তুমি পিতৃভক্ত, আমার শরণাগত এবং প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠাতা; এই জন্য আমি সাক্ষাৎ তোমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইলাম। পূর্ব্বে আমি জলের নার সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলাম; সেই নার সর্ব্বদা আমার অয়ন অর্থাৎ আশ্রয়; এই জন্য আমি নারায়ণ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকি। আমি কারণস্বরূপ, শাশ্বত, অব্যয় এবং সর্ব্বভূতের বিধাতা ও সংহর্ত্তা; আমি বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কুবের, প্রেতাধিপতি যম, আমিই শিব, সোম, কাশ্যপ, ধাতা, বিধাতা ও যজ্ঞ। অগ্নি আমার মুখ, পৃথিবী আমার পদ, সূর্য্য চন্দ্র আমার দুই নেত্র, স্বর্গ আমার মস্তক, আকাশ ও দিক্ আমার দুই শ্রবণ। মহাদিক্ ও মহাকাল আমার শরীর; বায়ু আমার মন।

আমি বহু শত সুদক্ষিণা সম্পন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। দেবযজনপ্রবৃত্ত বেদবেত্তা স্বর্গাকাঙ্ক্ষী ক্ষত্রিয় ও স্বর্গজিগীষু বৈশ্যগণ আমার উদ্দেশেই যাগ করিয়া থাকে। আমি শেষ নাগ হইয়া মেরুমন্দর সহিত চতুঃসমুদ্র-বেষ্টিতা বসুন্ধরা ধারণ করিয়া আছি। আমিই পূর্ব্বে বরাহদেহ পরিগ্রহ করিয়া স্ব-বীর্য্য প্রভাবে প্রলয়জলবিলীন বসুন্ধরা সমুদ্ধৃতা করিয়াছিলাম। আমিই বড়বামুখ অগ্নিস্বরূপ হইয়া অসীম সলিল সমুদায় পান করিয়া পুনরায় পরিত্যাগ করিয়া থাকি। আমার মুখ ব্রাহ্মণ; ভুজদ্বয় ক্ষত্রিয়; ঊরুদ্বয় বৈশ্য ও পাদদ্বয় শূদ্র হইয়াছে। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব বেদ আমা হইতে প্রাদুর্ভূত হয় এবং আমাতেই প্রবেশ করে।

শান্তিপরায়ণ, সংযতাত্মা, জিজ্ঞাসু, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ বিপ্রগণ ধ্যানপূর্ব্বক আমারই উপাসনা করিয়া থাকেন। আমিই সংবর্ত্তক অগ্নি; আমিই সংবর্ত্তক অনিল ও আমিই সংবর্ত্তক সূর্য্য। আকাশমণ্ডলে যে সকল নক্ষত্র নেত্রগোচর হইতেছে, ঐ সকল আমারই লোমকূপ; সমুদায় সমুদ্র ও চতুর্দ্দিক্ আমার বসন, শয়ন ও নিলয়; আমিই দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সেই সকলকে বিভক্ত করিয়াছি। কাম, ক্রোধ, হর্ষ, শোক, মোহ এবং শুভসাধন সত্য, দান, কঠোর তপস্যা ও সকল জীবের প্রতিহিংসা আমারই রোমস্বরূপ।

মনুষ্যেরা আমারই বিধানক্রমে জায়মান, মায়াভিভূত ও আমারই দেহচারী হইয়া চেষ্টমান হয়; কিন্তু স্বেচ্ছাক্রমে

নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ সম্যক্‌রূপে বেদাধ্যয়ন করেন; বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন; আত্মাকে শান্ত করেন; ক্রোধকে পরাজয় করেন; তাঁহারাই আমাকে প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি দুষ্কৃতকর্ম্মা, লোভাভিভূত, কৃপণ, অনার্য্য ও অকৃতাত্মা, সে ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয় না। যোগসেবিত পথ শুদ্ধাত্মাদিগের যেরূপ সুগম, মূঢ়গণের সেই রূপ দুষ্প্রাপ্য।

যে যে সময়ে ধর্ম্মবিপ্লাবন উপস্থিত হইয়া অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, সেই সেই সময়ে আমি আপনাকে সৃষ্টি করিয়া থাকি। যে সময়ে হিংসাপরায়ণ ও সুরগণের অবধ্য দৈত্য বা রাক্ষসগণ উৎপন্ন হয়, আমি সেই সময়ে মানুষদেহ ধারণপূর্ব্বক শুভ-কর্ম্মাদিগের গৃহে উৎপন্ন হইয়া তাহাদিগকে দমন করিয়া সকল শান্ত করি। আমি দেব, মনুষ্য, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও অন্যান্য চরাচর সৃষ্টি করিয়া আত্মমায়া-প্রভাবে তাহাদিগকে সংহার করিয়া থাকি; এবং পুনরায় কর্ম্মকালে মর্য্যাদা বন্ধনের নিমিত্ত মানবমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অচিন্তনীয় দেহ-সকল সৃষ্টি করি।

আমি সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ, ত্রেতা যুগে পীতবর্ণ, দ্বাপর যুগে রক্তবর্ণ ও কলিযুগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকি। সেই সময়ে অধর্ম্ম ও তিন পাদ হয়। আমি অন্তকালে অতি দারুণ কালস্বরূপ হইয়া সমুদায় চরাচর বিনাশ করিয়া থাকি। আমি ত্রিবর্ত্মা, বিশ্বাত্মা, সর্ব্বলোকের সুখদাতা, সকলের শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, হৃষীকেশ ও প্রচুর বিক্রমশালী। আমিই একাকী সর্ব্ব-ভূতান্তক নীরূপ কালচক্র গ্রহণ করি।

হে মুনিপ্রধান! আমার আত্মা এব-ম্প্রকারে সর্ব্বভূতে নিহিত হইয়া আছে; কিন্তু তাহা কেহই অবগত হইতে পারে না। সকল ভুবনেই আমার ভক্তসকল আমাকে পূজা করিতেছে। তুমি আমার নিমিত্ত যে কিছু ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহা তোমার সুখোদয়ের নিমিত্ত ও কল্যাণের হেতু হইবে। তুমি যে কিছু চরাচর দৃষ্টিগোচর করিয়াছ, সে সকলই আমার আত্মা। আমি ভূতভাবনরূপে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমিই শঙ্খচক্রগদাধারী নারায়ণ; সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আমার শরীরের অর্দ্ধভাগ। যখন কলিযুগের পরিবর্ত্তন হয়, তখন আমি সর্ব্বপ্রাণীকে মোহিত করিয়া নিদ্রিত হই, এবং অশিশু ব্রহ্মা শিশুরূপ ধারণ করিয়া যাবৎ জাগরিত না হন, তাবৎ আমিই এই রূপে অবস্থান করি।

হে মুনিপুঙ্গব! আমি বারংবার তোমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া তোমাকে বর প্রদান করিয়াছি। তুমি যে সমুদায় চরাচর বিলীন ও একার্ণব অবলোকন করিয়া ব্যাকুল হইয়াছিলে; আমি তাহা অবগত হইয়াই তোমাকে জগৎ প্রদর্শন করিয়াছি। তুমি যখন আমার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলে, তখন তুমি সমস্ত লোক অবলোকন করিয়া বিস্ময়বশতঃ আর কিছু অনুভব করিতে পার নাই; এই নিমিত্ত আমি তোমাকে অবিলম্বে মুখ হইতে নিঃসা-

রিত করিলাম। আমি তোমাকে সুরাসুরের দুজ্ঞের্য় আত্মতত্ত্ব কহিলাম; এক্ষণে মহাতপাঃ ব্রহ্মা যাবৎ জাগরিত না হন; তুমি তাবৎ এই স্থানে বিশ্রব্ধচিত্তে সুখে সঞ্চরণ কর। পরে সেই সর্ব্বলোকপিতামহ প্রবোধিত হইলে, আমি একাকী সমুদায় শরীর, আকাশ, পৃথিবী, জ্যোতিঃ, বায়ু ও সলিলপ্রভৃতি সমস্ত স্থাবর জঙ্গম ও অন্যান্য অবশিষ্ট বস্তু সমুদায় সৃষ্টি করিব।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! সেই পরমাদ্ভুত দেব এই কথা কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। পরে, এই সমস্ত বিবিধ বিচিত্র প্রজা দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি যুগক্ষয়ে এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলাম। আমি তখন যে কমলায়তলোচন দেবকে দর্শন করিয়াছিলাম, তোমরা সেই পুরুষোত্তমের সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিয়াছ; আমি ইঁহারই বরপ্রভাবে অব্যাহত স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়াছি; এবং দীর্ঘায়ুঃ ও স্বেচ্ছামরণ হইয়াছি। এই বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ এক্ষণে ক্রীড়াপরায়ণ হইয়া রহিয়াছেন; কিন্তু ইনিই পুরাণ পুরুষ, বিভু, অচিন্ত্যাত্মা, ধাতা, বিধাতা, সংহর্ত্তা, সনাতন, শ্রীবৎসলাঞ্ছন, গোবিন্দ, প্রজাপতি ও প্রভু। এই জন্মরহিত পীতবাসাঃ আদিদেব দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পূর্ব্ববৃত্ত সমুদায় আমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে। ইনি সকলভূতের পিতা ও মাতা; তোমরা ইঁহারই শরণাপন্ন হও।

পাণ্ডবগণ ও দ্রুপদনন্দিনী মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া জনার্দ্দনকে নমস্কার করিলেন। তিনি মনোহর শান্তবাদ দ্বারা তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির জগতের ভাবী অবস্থা অবগত হইবার নিমিত্ত মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনার নিকট যুগোৎপত্তি-কালীন সৃষ্টি ও সংহারবিষয়ক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া এক্ষণে কলিকালের বিষয় শ্রবণে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; অতএব আপনি তাহার বৃত্তান্ত সকল বিবৃত করিয়া বর্ণন করুন। তৎকালে ধর্ম্মসঙ্কুল উপস্থিত হইলে, পরিণামে কি ফল উৎপন্ন হইবে? মানবগণের বল, বীর্য্য, আহার, ব্যবহার, পরিচ্ছদ ও আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকার হইবে? এবং কত কাল পরেই বা পুনরায় সত্য যুগ আরম্ভ হইবে?

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের মনোরঞ্জন করিবার নিমিত্ত কহিতে লাগিলেন, হে রাজন্! যাহা পূর্ব্বে দর্শন করিয়াছিলাম, তাহা শ্রবণ করিয়াছ। এক্ষণে দেবদেবপ্রসাদে কলিকাল সম্বন্ধী যে সকল ভবিষ্য লোকবৃত্তান্ত অনুভূত হইতেছে, তাহাও কহিতেছি, শ্রবণ কর। সত্য যুগে ধর্ম্ম ছল ও লোভাদিসম্পর্কশূন্য এবং বৃষবৎ চতুষ্পাদ ছিল। ত্রেতা যুগে তাহার এক পাদ ও দ্বাপর যুগে দুই পাদ অধর্ম্মময়

এবং অন্যায়কারী রাজার করভারে নির্ভর-নিপীড়িত হইয়া ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবে ও শূদ্রগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অকর্ত্তব্য কর্ম্মসকল সম্পাদন করিবে। শূদ্রগণ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে; ব্রাহ্মণগণ শিষ্য হইয়া প্রামাণ্য বুদ্ধি-সহকারে তাহার শ্রোতা হইবে। নীচ উচ্চ ও উচ্চ নীচ হইবে; এই রূপে সকলই বিপরীত হইবে। সকলে দেবতা পরিত্যাগ করিয়া এড়ুকের উপাসনা করিবে। শূদ্রগণ দ্বিজগণের পরিচারণা করিবে না।

মহর্ষিগণের আশ্রম, ব্রাহ্মণগণের বাস-স্থান, দেবালয়, চৈত্য ও নাগালয়ে এড়ুক-চিহ্ন থাকিবে; পৃথিবী আর দেবগৃহে অলঙ্কৃত হইবে না। মানবগণ ভীষণপ্রকৃতি, অধার্ম্মিক, মাংসাশী ও মদ্যপায়ী হইবে। যুগক্ষয়ে পুষ্পোপরি পুষ্প ও ফলোপরি ফল সমুৎপন্ন হইবে। বারিদ সকল অকালে বারি বর্ষণ করিবে। ক্রিয়াকলাপের ক্রমবিপর্য্যয় হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মণের সহিত শূদ্রের বিরোধ ও পৃথিবী ম্লেচ্ছগণে পরিপূর্ণ হইবে। সমুদায় জনপদ একাচারপরায়ণ হইবে; এবং জনপদবাসী লোকেরা বৃষ্টিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া ফলমূলোপজীবিগণের আশ্রমে বাস করিবে। লোক সকল এই রূপ পর্য্যাকুল হইলে মর্য্যাদার লেশও থাকিবে না। শিষ্যগণ গুরূপদেশে অবহেলা করিয়া তাঁহাদিগের বিপ্রিয়কারী হইবে। আচার্য্যগণ নির্ধন হইয়া শিষ্যগণকে ভৎর্সনা করিবে। আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের সম্বন্ধ কেবল অর্থের উপর নির্ভর করিবে।

যুগান্তকালে সমস্ত চরাচর ধ্বংস হইবে; সমুদায় দিক্ প্রজ্বলিত হইবে; নক্ষত্রসকল প্রভাশূন্য হইবে; জ্যোতিষ্ক সমুদায় প্রতিকূল হইবে; এবং বায়ুপ্রবাহ পর্য্যাকুল হইয়া উঠিবে। মহাভয়সূচক ভূরি ভূরি উল্কাপাত হইবে; সপ্ত সূর্য্য ও বিষম নির্ঘাতসকল সমুদিত হইয়া সমস্ত দিক্ দাহ করিবে। ভাস্কর উদয় ও অস্ত-গমন সময়ে কবন্ধাচ্ছন্ন হইবেন। ভগবান্ সহস্রলোচন অনুচিত কালে বারি বর্ষণ করিবেন। শস্যরোপণ এক বারে রহিত হইয়া যাইবে। রমণীগণ পরুষবাদিনী, ক্রূরস্বভাবা ও রোদনপ্রিয়া হইয়া কদাচ স্বামীর বশীভূত হইবে না। পুত্র পিতা-মাতার প্রাণ সংহার করিবে। স্ত্রীলোক স্বতন্ত্র হইয়া পতি ও পুত্রগণকে বিনষ্ট করিবে। সূর্য্য অমাবস্যা ভিন্ন অন্য অতি-থিতেও রাহুগ্রস্ত হইবেন। হুতাশন সর্ব্বত্র প্রজ্বলিত হইবে। পান্থগণ প্রার্থনা করি-য়াও পান, ভোজন ও আশ্রয় প্রাপ্ত হইবে না; পরে নিরাশ হইয়া পথিমধ্যে শয়ন করিবে। নির্ঘাত, বায়স, সর্প, পক্ষী ও মৃগগণ অতি কঠোর শব্দ করিবে। মনুষ্য-গণ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিজনকে পরিত্যাগ করিবে।

মনুষ্য সকল দেশ, দিক্, নগর ও পত্তন আশ্রয় করিবে এবং কেবল "হা তাত! হা পুত্র!" ইত্যাদি নিদারুণ বাক্যে পরস্পর শোক করিয়া পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিবে।

অনন্তর এবম্প্রকার তুমুল সংঘাত

সমুপস্থিত হইলে, পুনরায় দ্বিজাতি প্রভৃতি সমুদায় লোক ক্রমানুসারে সমুৎপন্ন হইবে। কালান্তরে দৈব লোকবৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় যদৃচ্ছাক্রমে অনুকূল হইবেন। যখন সূর্য্য, চন্দ্র, পুষ্যা ও বৃহস্পতি এক রাশিতে আরোহণ করিবেন; তখন পুনরায় সত্য যুগ সমারব্ধ হইবে। তখন পর্জ্জন্য সমুচিত সময়ে বারি বর্ষণ করিবে; নক্ষত্র সকল কল্যাণকারী হইবে; গ্রহ সকল অনুকূল হইয়া যথাক্রমে গতায়াত করিবে; এবং লোক সকল ক্ষেমভাজন, সুভিক্ষ ও নিরাময় হইবে।

কালক্রমে সম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশাঃ নামে এক ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইবেন। মহাবীর্য্য মহানুভব কল্কী সেই ব্রাহ্মণ গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। তাঁহার মননমাত্রেই সমুদায় বাহন, কবচ, বিবিধ আয়ুধ ও ভূরি ভূরি যোদ্ধা উপস্থিত হইবে। তিনি ধর্ম্মবিজয়ী ও সম্রাট্ হইয়া পর্য্যাকুল লোক সকলের প্রতি প্রসন্ন হইবেন। ক্ষয়কারী ও যুগপরিবর্ত্তক সেই দীপ্ত পুরুষ উত্থিত ও ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া সর্ব্বত্রগত ম্লেচ্ছগণকে উৎসাদিত করিবেন।

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! তৎপরে ভগবান্ কল্কী চৌরক্ষয় করিয়া মহাযজ্ঞ অশ্বমেধে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল ব্রাহ্মণহস্তে সমর্পণ ও লোকমধ্যে বিধাতৃবিহিত মর্য্যাদা সংস্থাপন-পূর্ব্বক পরম রমণীয় কাননে প্রবেশ করিবেন। ভূলোকবাসী মনুষ্যগণ সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে। সত্য যুগে ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে অনায়াসে চৌরক্ষয় হইবে। দ্বিজসত্তম কল্কী পরাজিত দেশ সমুদায়ে কৃষ্ণাজিন, শক্তি, ত্রিশূল ও অন্যান্য আয়ুধ সমুদায় সংস্থাপন-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণ-কর্ত্তৃক সংস্তূয়মান হইয়া দস্যুদল দলন করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে ভ্রমণ করিবেন। তখন দস্যুগণ দারুণ যাতনায় হা তাত! হা মাতঃ! হা পুত্র! বলিয়া করুণ স্বরে ক্রন্দন করিয়া তাঁহার করাল করবালের বলিস্বরূপ হইবে।

হে মহারাজ! এই রূপে সত্য যুগ আরম্ভ হইলে অধর্ম্মের নাশ, ধর্ম্মের বৃদ্ধি ও মনুষ্যগণ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠিবে। চতুর্দ্দিকে উপবন, চৈত্য, তড়াগ, আবসথ, পুষ্করিণী ও দেবতাস্থান সমুদায় নির্ম্মাণ এবং বিবিধ যজ্ঞক্রিয়ানুষ্ঠান হইবে। সর্ব্বত্রই ব্রাহ্মণ, সাধু ও তপস্বিগণ দৃষ্ট হইবে। পূর্ব্বে যে সমুদায় আশ্রমে কেবল পাষণ্ডগণকেই দেখা যাইত; এক্ষণে তৎসমুদায় সত্যপরায়ণ জনগণে পরিপূর্ণ হইবে। চিরবদ্ধমূল কুসংস্কার সমুদায় প্রজাগণের হৃদয়ক্ষেত্র হইতে দূরীভূত হইবে। সমুদায় ঋতুতেই সমুদায় শস্য সমুৎপন্ন হইবে। মনুষ্যগণ দান, ব্রত ও নিয়মে নিরত হইবে। বিপ্রগণ জপযজ্ঞ-পরায়ণ, ষট্কর্ম্মনিরত, ধর্ম্মাভিলাষী ও সতত সন্তুষ্টচিত্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়গণ বিক্রমে রত হইবেন; ভূপতিগণ ধর্ম্ম সহকারে পৃথিবী পালন করিবেন; বৈশ্যগণ ব্যবহারনিরত এবং শূদ্রগণ উক্ত বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা-পরায়ণ হইবে।

হে রাজন্! এই ধর্ম্ম সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে প্রবল থাকিবে; আর শেষ যুগের ধর্ম্ম পূর্ব্বেই পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যুগসংখ্যা সকলেরই বিদিত আছে, এক্ষণে আমি বায়ুপ্রোক্ত ঋষিগণ-সংস্তুত পুরাণ অনুস্মরণ করিয়া তোমার সমীপে সমুদায় অতীত ও অনাগত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম। আমি চিরজীবী হইয়া সংসারের এই রূপ গতি অনেক বার নিরীক্ষণ ও স্বয়ং অনুভব করিয়াছি। অধুনা ধর্ম্মসংশয় মোচনের নিমিত্ত যাহা কহিতেছি; তাহা ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সাবধানে শ্রবণ কর। অতএব ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি উভয় লোকেই সুখ সম্ভোগ করে; অতএব ধর্ম্মে সতত আত্ম-সংযোগ করা তোমার নিতান্ত কর্ত্তব্য; কদাচ ব্রাহ্মণের অপমান করিও না; কারণ ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হইলে অনায়াসেই সমুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারেন।

কুরুবংশাবতংস ধীমান্ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি কোন্ ধর্ম্মে থাকিয়া প্রজা পালন করিব? আর কিরূপ ব্যবহার করিলে স্বধর্ম্ম রক্ষা হইবে? বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! তুমি সর্ব্বভূতে দয়াবান্, হিতৈষী, লোকানুরক্ত, অসূয়াশূন্য, সত্যবাদী, মৃদু, দান্ত ও প্রজা-রক্ষণতৎপর হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান কর এবং অধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। দেব ও পিতৃগণের পূজা কর। যদিও প্রমাদবশতঃ কোন মন্দ কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তবে দান দ্বারা তাহার প্রতিবিধান কর। গর্ব্বিত হইও না; সতত নম্র হইয়া ব্যবহার কর। সমুদায় পৃথিবী পরাজয় করিয়া সুখে কাল যাপন কর। হে রাজন্! আমি এই সমুদায় অতীত ও অনাগত ধর্ম্ম তোমাকে কহিলাম। হে বৎস! কি অতীত, কি অনাগত, তোমার কিছুই অবিদিত নাই। অতএব এই বর্ত্তমান ক্লেশে অভিভূত হইও না। পণ্ডিতগণ কালযোগে কষ্ট ভোগ করিয়াও বিমুগ্ধ হয়েন না; দেবগণেরও এরূপ সময় সমুপস্থিত হইয়া থাকে ও প্রজাগণ কাল-বশবর্ত্তী হইয়া অভিভূত হয়। কিন্তু হে রাজন্! আমি তোমাকে যাহা কহিলাম; তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিও না; তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম লোপ হইবে। তুমি কুরুগণের বিখ্যাত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; অতএব কায়মনোবাক্যে আমার উপদেশানুরূপ ব্যবহার কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে যেরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন; আমি পরম যত্নসহকারে তদনুসারে কার্য্য করিব। আমার লোভ, ভয় বা মৎসর কিছুই নাই; আপনি আমাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিলেন; তৎ সমুদায়ই প্রতিপালন করিব।

বাসুদেব-সমবেত পাণ্ডবগণ এবং সমাগত ব্রাহ্মণ সমুদায় মার্কণ্ডেয়ের সেই পুরাণ-বৃত্তান্ত শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট ও সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিলেন।

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে বিপ্রাগ্রগণ্য বৈশম্পায়ন! মহাতপাঃ মার্কণ্ডেয় পণ্ডিতগণ সমীপে যেরূপ ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছিলেন; আপনি আমার নিকট তদ্রূপ পুনরায় কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে পুনরায় ব্রাহ্মণগণের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে কহিলেন। তখন তিনি বলিলেন, হে মহারাজ! এই অপূর্ব্ব ব্রাহ্মণচরিত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অযোধ্যা নগরে ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস পরিক্ষিৎ নামে এক ভূপতি ছিলেন। তিনি একদা অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে, ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে সমুপস্থিত হইলেন। ক্রমে পথশ্রম ও ক্ষুৎ-পিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে করিতে এক নীলবর্ণ নিবিড় কানন নিরীক্ষণ করিলেন। তখন তিনি সেই কাননমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তথায় এক পরম রমণীয় সরোবর অবলোকন করিয়া অশ্বের সহিত তাহাতে অবগাহন করিলেন। স্বেচ্ছানুরূপ জলক্রীড়ায় তাঁহার পরিশ্রমাপনোদন হইলে, তিনি অশ্ব-সমভিব্যাহারে তীরে আগমনপূর্ব্বক অশ্বকে মৃণাল প্রদান করিয়া তথায় শয়ন করিলেন।

মহারাজ পরিক্ষিৎ এই রূপে সুস্থান্তঃকরণে শয়ান আছেন; এমত সময়ে সুমধুর গীতিধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। মহারাজ সেই নিবিড় অরণ্যানীমধ্যে অকস্মাৎ সঙ্গীতশব্দ শ্রবণে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এই অরণ্যে মনুষ্যের সমাগম নাই; তবে কোন্ ব্যক্তি এই সুমধুর স্বরে গান করিতেছে; তিনি এই রূপ চিন্তা-পরবশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিলেন; অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্না নিখিল লোক-ললামভূতা এক ললনা সুমধুর স্বরে গান করিয়া পুষ্পাবচয়ন করিতেছে। ঐ কামিনী ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইলে, তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কে? কাহার রমণী? কন্যা কহিল, আমি অদ্যাপি কন্যকাবস্থায় আছি, আমার বিবাহ হয় নাই। রাজা কহিলেন, হে বরবর্ণিনি! তবে আমাকে বরণ কর। কন্যা কহিল, মহাশয়! আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইলে আপনাকে এক প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। রাজা কহিলেন, কি? কন্যা কহিল, আপনি আমাকে বারি প্রদর্শন করিবেন না। রাজা কন্যার বাক্যে সম্মত হইয়া তাহার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক পরমাহ্লাদে তাহাকে লইয়া তথায় ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। পরে সৈন্য সমুদায় রাজার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল।

তখন মহারাজ পরিক্ষিৎ পরমাহ্লাদে সেই কামিনীকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বনগরে আনয়ন-পূর্ব্বক নির্জ্জনে তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সেই

ক্রীড়াশক্ত রাজাকে কেহই অবলোকন করিতে পাইত না। একদা প্রধান অমাত্য রাজসমীপচারিণী স্ত্রীগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম জিজ্ঞাসা করাতে তাহারা কহিল, মহাশয়! মহারাজের বাসস্থানে জল লইয়া যাইতে নিষেধ আছে; এই নিমিত্ত আমরা এস্থানে সতত নিযুক্ত আছি।

অমাত্য স্ত্রীগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বহুবিধ পাদপ-সম্পন্ন পুষ্পফলযুক্ত জল-শূন্য এক কৃত্রিম কানন নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ কাননমধ্যে এক গূঢ় বাপীও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; ঐ বাপী মুক্তাজাল জড়িত, সুধাধবল ও নির্ম্মল জলসম্পন্ন। কানন প্রস্তুত হইলে, অমাত্য রাজাকে উহা প্রদর্শন করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! এই বন বারিশূন্য; ইহাতে সচ্ছন্দে ক্রীড়া করুন। রাজা পরিক্ষিৎ অমাত্যের বাক্যানুসারে স্বীয় প্রণয়িণী-সমভিব্যাহারে সেই কাননে প্রবেশ করিয়া ক্রীড়া কৌতুকে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একদা মহারাজ পরিক্ষিৎ ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একান্ত অভিভূত হইয়া তত্রত্য এক মাধবীলতাগৃহ অবলোকন-পূর্ব্বক প্রিয়া-সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই সুধাধবলিত, সলিলপূর্ণ বাপী দেখিতে পাইলেন ও প্রণয়িনীর সহিত তাহার তীরে সমুপবিষ্ট হইলেন।

দৈব নির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়! রাজা কিয়ৎ-ক্ষণ পরে স্বীয় বনিতাকে সেই বাপীসলিলে অবতীর্ণ হইতে কহিলে, সে তাঁহার বাক্যানুসারে বাপীমধ্যে নিমগ্ন হইল; কিন্তু আর সমুত্থিত হইল না। তখন রাজা তাহার অন্বেষণার্থ গমন করিয়া সেই বাপীও দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন কালে তথায় গর্ত্তমুখে এক মণ্ডূক অব-লোকন করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে অনুমতি করিলেন যে, মণ্ডূক দেখিলেই বধ করিবে ও যে ব্যক্তি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করে; সে যেন আমাকে মৃত মণ্ডূক উপহার প্রদান করে।

রাজার এই রূপ আজ্ঞানুসারে চতু-র্দ্দিকে দারুণ মণ্ডূকবধ আরম্ভ হইলে পর সমুদয় মণ্ডূক ভীত হইয়া মণ্ডূকরাজের সমীপে গমন-পূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। মণ্ডূকরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর তাপসবেশে রাজা পরিক্ষিতের সমীপে আগমন-পূর্ব্বক কহিল, হে রাজন্! তুমি ক্রোধপরবশ হইও না; প্রসন্ন হও; নিরপরাধ মণ্ডূকদিগের সংহার করা তোমার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। হে মহারাজ! আমি যাহা কহিতেছি; সাবধানে শ্রবণ কর। তুমি আর মণ্ডূক বিনাশ করিও না; কোপ সংহার কর; মণ্ডূক বধ করিলে ধন ক্ষয় হয়; এক্ষণে প্রতিজ্ঞা কর যে, আর মণ্ডূক বধ করিয়া প্রিয়া-বিয়োগজ শোকের প্রতিবিধান করিবে না। কেন বৃথা ভেক বধ দ্বারা অধর্ম্মাচরণ করিতেছ?

ইষ্টজনবিয়োগ-জনিত শোকসাগর-নিমগ্ন রাজা পরিক্ষিৎ ব্রাহ্মণ-রূপধারী মণ্ডূকরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন; আমি কখনই ক্ষমা করিব না;

অবশ্যই ভেকগণকে সংহার করিব; ঐ দুরাত্মারাই আমার প্রণয়িনীকে ভক্ষণ করিয়াছে; অতএব আপনি আমাকে মণ্ডূক বধ করিতে নিষেধ করিবেন না।

ভেকরাজ রাজার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিমর্ষমনাঃ হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আমার নাম আয়ু, আমি মণ্ডূকগণের অধিপতি। আর আপনার যে প্রণয়িনী ছিল; সে আমারই কন্যা; উহার নাম সুশোভনা। সেই দুঃশীলা কুস্বভাববশতঃ পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়াছে। তখন রাজা কহিলেন, হে ভেকরাজ! আমি আপনার কন্যাকে প্রার্থনা করিতেছি; আপনি আমাকে কন্যা প্রদান করুন। মণ্ডূকরাজ রাজবাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে স্বীয় তনয়া প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, সুশোভনে! তুমি আজি অবধি নিরন্তর মহারাজের শুশ্রূষা করিবে এবং সক্রোধচিত্তে এই বলিয়া কন্যাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, অরে দুঃশীলে! তুই যেমন বিনা কারণে অনেকানেক ভূপতিকে বঞ্চিত করিয়াছিস্; সেই অপরাধে তোর অপত্যগণ ব্রাহ্মণহিত সাধনে পরাঙ্মুখ হইবে।

মহারাজ পরিক্ষিৎ মণ্ডূক-রাজপুত্রীর প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন; এক্ষণে তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিলোকৈশ্বর্য্য লাভ হইল বোধে পরম পরিতুষ্ট চিত্তে মণ্ডূকরাজকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক হর্ষজনিত বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন, মহাশয়! আমি অনুগৃহীত হইলাম। অনন্তর মণ্ডূকরাজ স্বীয় দুহিতাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে রাজার ঔরসে মণ্ডূকরাজতনয়া সুশোভনার গর্ভে তিন পুত্র জন্মিল; শল, দল ও বল। মহারাজ পরিক্ষিৎ কিয়দ্দিনানন্তর উপযুক্ত সময়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শলকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তপোনুষ্ঠান নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন।

একদা মহারাজ শল রথারোহণে মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি তথায় এক মৃগকে লক্ষ্য করিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া, সারথিকে অধিকতর বেগে রথ চালন করিতে আজ্ঞা করিলেন। সারথি কহিল, মহারাজ! কেন বৃথা ব্যগ্র হইতেছেন; ঐ মৃগকে ধৃত করিতে পারিবেন না। যদি আপনার রথে বামীদ্বয় যোজিত থাকিত; তাহা হইলে আপনি ঐ মৃগ আক্রমণ করিতে সমর্থ হইতেন। তখন রাজা সারথিকে কহিলেন, তুমি আমাকে বামীদ্বয়ের বিষয় বিশেষ করিয়া বল; নচেৎ তোমাকে সংহার করিব। সারথি এ দিকে রাজভয়, ওদিকে বামদেবের শাপভয়, এই উভয় ভয়ে সাতিশয় ভীত হইয়া প্রথমতঃ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল। রাজা তদ্দর্শনে খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক কহিলেন, শীঘ্র বল; নতুবা তোমার প্রাণ বিনাশ করিব। তখন সারথি প্রাণভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া কহিল, হে রাজন্! মহর্ষি বামদেবের বায়ুবেগগামী দুই অশ্ব আছে; উহাদিগের নাম বামী।

মহারাজ শল সারথির বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাকে বামদেবের আশ্রমাভিমুখে রথ চালন করিতে আদেশ করিলেন। পরে অতি অল্প কালমধ্যে তথায় সমুপস্থিত হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্! এক মৃগ আমার শাণিত শরে বিদ্ধ হইয়া পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে আপনার বামীদ্বয় প্রদান করুন। মহর্ষি কহিলেন, হে রাজন্! আমি আপনাকে বামীদ্বয় প্রদান করিতেছি কিন্তু আপনার কর্ম্ম সমাপন হইলে শীঘ্র আমাকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

মহারজ শল মহর্ষির বাক্য স্বীকার করিয়া বামীদ্বয় গ্রহণপূর্ব্বক রথে যোজন করিয়া মৃগাভিমুখে ধাবমান হইলেন। গমন করিতে করিতে সারথিকে কহিলেন, এই অশ্বরত্নদ্বয় ব্রাহ্মণগণের অনুপযুক্ত; অতএব ইহা ঋষিকে প্রত্যর্পণ করিব না। অনন্তর সেই বাণবিদ্ধ মৃগকে আক্রমণ ও গ্রহণ করিয়া আপনার নগরে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মহর্ষির বামীদ্বয়কে স্বীয় অন্তঃপুরে সংস্থাপন করিলেন।

এ দিকে মহর্ষি বামদেব কতিপয় দিবস অতীত হইলে মনে মনে চিন্তা করিলেন, কি উৎপাত! যুবা রাজকুমার আমার সেই উত্তম বাহন দুটী লইয়া সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিতেছে; প্রত্যর্পণ করিতে চাহে না। পরে এক মাস পরিপূর্ণ হইলে, তিনি আপনার শিষ্যকে কহিলেন, হে আত্রেয়! তুমি শল-রাজের নিকট গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিবে, যদি আপনার কার্য্য সমাপন হইয়া থাকে, তবে উপাধ্যায়ের বামীদ্বয় প্রদান করুন। আত্রেয় উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে রাজার সমীপে গমনপূর্ব্বক অশ্বদ্বয় প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে, তিনি প্রত্যুত্তর করিলেন, হে বিপ্র! এবম্বিধ বাহন রাজগণেরই উপযুক্ত; ব্রাহ্মণগণের অশ্বে প্রয়োজন কি? আপনি আশ্রমে প্রস্থান করুন। আত্রেয় রাজার বচন শ্রবণানন্তর স্বীয় উপাধ্যায়ের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন।

মহর্ষি বামদেব শিষ্যমুখে শল-রাজের অশ্বপ্রদানে অসম্মতি শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত চিত্তে স্বয়ং রাজসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে অশ্ব প্রত্যর্পণ করিতে কহিলে, তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন মহর্ষি কহিলেন, হে পার্থিব! তোমার দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে; এক্ষণে আমাকে বামীদ্বয় প্রত্যর্পণ কর; নচেৎ তোমার অসদাচরণ নিমিত্ত ব্রহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ তোমাকে পরিত্যাগ করিলে, ভগবান্ বরুণ অতি ভীষণ পাশ দ্বারা তোমাকে সংহার করিবেন।

রাজা কহিলেন, হে বামদেব! সুশিক্ষিত বৃষভদ্বয় ব্রাহ্মণগণের উপযুক্ত ও শাস্ত্রবিহিত বাহন; অতএব আপনি উহা দ্বারা যথেচ্ছ গমন করুন। ভবাদৃশ ব্যক্তিরা বেদবিহিত বিধির কদাচ অন্যথাচরণ করেন না।

বামদেব কহিলেন, মহারাজ! মাদৃশ ব্যক্তিরা পর লোকে শাস্ত্রোক্ত বাহন বৃষভে গতিবিধি করিয়া থাকে; কিন্তু ইহ লোকে

কি আমার, কি আপনার সকলেরই অশ্ব বাহন নির্দ্ধারিত আছে।

রাজা কহিলেন, তবে এক্ষণে ক্ষত্রিয়ের বাহন গর্দ্দভ, অশ্বতরী বা শীঘ্রগামী অশ্ব-চতুষ্টয়ে আরোহণ করিয়া গমন করুন, আর মনে করুন, সেই বামীদ্বয় আমার, আপনার নহে।

বামদেব কহিলেন, তুমি নিতান্তই বামী প্রদান করিতে অনিচ্ছু হইয়াছ, অতএব লৌহময় ঘোররূপ শূলধারী চারি জন রাক্ষস আমার নিদেশানুসারে তোমাকে চারি খণ্ড করিয়া বিদীর্ণ করিবে; কারণ, জীবিত ব্যক্তিকে বধ করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি গর্হিত কর্ম্ম।

রাজা কহিলেন; যাহারা তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত আছে; তাহারাই আমার আদেশানুসারে তোমাকে ও তোমার শিষ্যমণ্ডলীকে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ড দ্বারা শাস্তি প্রদান করিবে।

বামদেব কহিলেন, যিনি তপোবলে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনিই জীব-লোকে শ্রেষ্ঠ; সেই ব্রাহ্মণ কায়িক, মানসিক ও বাচনিক দণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না।

যাহা হউক; তুমি প্রত্যর্পণ করিবে স্বীকার করিয়া আমার বামীদ্বয় গ্রহণ করি-য়াছ; অতএব যদি জীবিত থাকা তোমার অভিপ্রায় হয়; তবে শীঘ্র আমাকে সেই বামীদ্বয় প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, যাহারা মৃগয়াচরণ করে, অশ্ব তাহাদিগের আবশ্যক; কিন্তু মৃগয়া ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ; অতএব আপনার অশ্বে প্রয়োজন কি? আমি সত্য কহিতেছি; অদ্য প্রভৃতি আপনি অন্যান্য যে সকল বিষয়ের অনুমতি করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইব না; ইহাতেই আমার পুণ্য লোক প্রাপ্তি হইবে।

মহারাজ পরিক্ষিৎ এই কথা কহিবামাত্র তথায় ঘোররূপ শূলধারী রাক্ষসচতুষ্টয় সমুপস্থিত হইয়া রাজাকে সংহার করিতে উদযোগ করিলে, তিনি তখন চীৎকার করিয়া কহিলেন, যদি ইক্ষ্বাকুগণ, দল ও বৈশ্যগণ আমার বশবর্ত্তী হয়; তবে বাম-দেবকে কখনই বামীদ্বয় প্রদান করিব না। বামদেবের ন্যায় লোকেরা কখনই ধার্ম্মিক হয় না। তিনি এই কথা বলিবামাত্র রাক্ষসগণ তাঁহাকে সংহার করিল।

অনন্তর ইক্ষ্বাকুগণ, রাজা বিনষ্ট হইয়া-ছেন দেখিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ দলকে রাজ্যে-অভিষেক করিল। তখন মহর্ষি বামদেব দলের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণকে দান করা যে অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বধর্ম্মেই প্রসিদ্ধ আছে। যদি তুমি অধর্ম্মপরায়ণ না হও; তবে অবিলম্বেই আমার সেই বামীযুগল প্রত্যর্পণ কর।

মহারাজ দল বামদেবের বাক্য শ্রবণা-নন্তর ক্রোধান্ধ চিত্তে সারথিকে কহিলেন, হে সূত! তুমি আমাকে এক বিষদিগ্ধ সায়ক আনিয়া দাও; আমি তদ্দ্বারা বামদেবকে সংহার করিয়া কুক্কুরগণের সম্মুখে নিক্ষেপ করিব।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! আমি জানি, তোমার এই দশ বর্ষবয়স্ক শ্যেনজিৎ নামে এক পুত্র আছে; আমার বচনানুসারে এই বিষাক্ত বাণ তাহাকেই সংহার করিবে। মহর্ষি এই কথা কহিবামাত্র দলবিসৃষ্ট বাণ অন্তঃপুরে গমনপূর্ব্বক রাজপুত্রকে সংহার করিল। দল সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ! আমি অদ্য এই ব্রাহ্মণকে নিধন করিয়া তোমাদিগের প্রিয়ানুষ্ঠান করিব; তোমরা শীঘ্র আর একটী সুতীক্ষ্ণ বাণ আনয়ন-পূর্ব্বক আমার প্রভাব অবলোকন কর।

বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! তুমি ঐ বিষদিগ্ধ বাণ আমার প্রতি সন্ধান করিতেছ; কিন্তু কদাচ উহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে না।

তখন রাজা মুনির বাক্যপ্রভাবে বাণ মোক্ষণে অক্ষম হইয়া কহিতে লাগিলেন, হে ইক্ষ্বাকুগণ! দেখ, আমি শর সন্ধান করিয়াছি; কিন্তু কোন মতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব এক্ষণে বামদেবকে বিনষ্ট করিতে আমার আর অভিলাষ নাই; এই বামদেব স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করুন।

তখন বামদেব কহিলেন, হে রাজন্! তুমি এই বাণ দ্বারা মহিষীকে স্পর্শ করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। রাজা দল মুনির বাক্য শ্রবণে তদনুসারে কার্য্য করিলেন।

তদনন্তর রাজমহিষী কহিলেন, হে বামদেব! আমি যেন এই নৃশংস স্বামীকে প্রতিদিন কল্যাণকর উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে সত্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া চরমে পুণ্য লোক লাভ করিতে পারি।

বামদেব কহিলেন, হে শুভে! তুমি এই রাজকুল পরিত্রাণ করিলে; এক্ষণে ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা কর। সমুদায় স্বজন ও এই বিস্তীর্ণ ইক্ষ্বাকুরাজ্য শাসন কর।

রাজমহিষী কহিলেন, হে ভগবন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন; তবে এই বর প্রদান করুন যে, আমার স্বামী পাপ হইতে বিমুক্ত হউন এবং পুত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণের মঙ্গল হউক।

মহর্ষি বামদেব রাজমহিষীর বাক্য শ্রবণানন্তর তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে, মহারাজ দল পাপবিমুক্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে মহর্ষিকে প্রণামপূর্ব্বক বাজীদ্বয় প্রদান করিলেন।

ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! তদনন্তর মহর্ষিগণ, ব্রাহ্মণ সকল ও রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মহাতপাঃ বক কি কারণে দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছিলেন? মর্কণ্ডেয় কহিলেন, সেই মহাতপাঃ রাজর্ষি বক কি কারণে দীর্ঘায়ুঃ হইয়াছিলেন; তাহার বিচারণার আবশ্যকতা নাই।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া আগ্রহাতিশয়-সহকারে পুনর্ব্বার

মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, মহর্ষে! শুনিয়াছি, বক ও দাল্ভ্য নামে দুই জন ঋষি ছিলেন; তাঁহারা চিরজীবী ও ইন্দ্রের সখা; লোকে তাঁহাদিগের বিস্তর প্রশংসা করিয়া থাকে। অতএব আমি সেই সুখদুঃখ-সংযুক্ত বক-শক্র-সমাগম শ্রবণ করিতে বাসনা করিয়াছি; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক অবিকল কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! দেবাসুরের সংগ্রাম হইলে পর দেবরাজ ত্রিলোকীর অধিপতি হইলেন। তখন পয়োধরমণ্ডলী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারি বর্ষণ করিতে লাগিল; উত্তমোত্তম শস্য উৎপন্ন হইতে লাগিল এবং প্রজারা ধর্ম্মপরায়ণ ও নিরাময় হইল। বলনিসূদন দেবরাজ সকলকেই হৃষ্ট ও ধর্ম্মনিষ্ঠ করিয়া ঐরাবতে আরোহণ-পূর্ব্বক নদ, নদী, বাপী, তড়াগ, উদপান, প্রপা, ব্রহ্মসমাচার-সম্পন্ন দ্বিজোত্তমপরিসেবিত সরোবর, সুসমৃদ্ধ নগর, জনপদ, খেট, বিচিত্র আশ্রম সকল ও প্রজাপালনদক্ষ ভূপতিগণকে অবলোকন করিয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর পূর্ব্বদিকে সাগরসন্নিহিত বহুবিধ পাদপশোভিত প্রদেশে মৃগপক্ষিগণ-নিষেবিত এক রমণীয় আশ্রমপদ সন্দর্শন করিয়া, তন্মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক মহাতপাঃ বককে অবলোকন করিলেন। মহাতপাঃ বক ইন্দ্রকে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া পাদ্য, আসন, অর্ঘ ও নানাবিধ ফল মূল প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

দেবরাজ সৎকৃত ও সুখাসীন হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি সহস্র বৎসর জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, অতএব চিরজীবীর দুঃখ বর্ণন করুন।

বক কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! চির কাল জীবিত থাকিলে অপ্রিয় ও অসদ্ব্যক্তির সংসর্গ এবং প্রিয়তমের বিরহজনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়; পুত্র, কলত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবগণের বিনাশ দেখিতে হয় এবং দুর্ব্বিষহ অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হয়; ইহার পর দুঃখ আর কি আছে! চিরজীবিত দরিদ্রের ক্লেশের পরিসীমা নাই; কারণ, অর্থবিহীন ব্যক্তিকে সকলেই পরাভব ও ঘৃণা করে। চিরজীবী হইলে কুলীনের কুলক্ষয়, অকুলীনের কুল ভাব, কাহারও সংযোগ, ও কাহারও বা বিয়োগ দর্শন করিয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

হে দেব শতক্রতো! অকুলীন সমৃদ্ধ ব্যক্তির কিরূপে কুলবিপর্য্যয় হইতেছে; তাহা আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, উরগ ও রাক্ষস ইহারা সকলেই বৈপরীত্য প্রাপ্ত হইতেছে। সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তি দুষ্কুলীনের বশংবদ হইয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে; ধনবান্ নির্ধনের অবমাননা করিতেছে; বিলক্ষণ জ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও ক্লেশ ভোগ করিতেছে; নিতান্ত জ্ঞানহীন ব্যক্তিও পরম সুখে রহিয়াছে। হে ত্রিদশনাথ! লোকে এইরূপ বিস্তর অন্যায়, মনুষ্যের বহুবিধ দুঃখ ও নানা ক্লেশ দৃষ্ট হয়। ইহা

অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ আর কি হইতে পারে!

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনি পুনর্ব্বার চিরজীবীর সুখের বিষয় বর্ণন করুন। বক কহিলেন, সুরনাথ! যে ব্যক্তি কুমিত্র পরিহার-পূর্ব্বক দিবসের অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগে গৃহে শাক পাক করিয়া ভোজন করে; যাহাকে লোকে ঔদরিক বলে না; যে ব্যক্তি দিবস গণনায় উদ্বিগ্ন হয় না; সেই চিরজীবীই যথার্থ সুখী। যে ব্যক্তি অন্যের আশ্রয় না লইয়া স্বীয় ক্ষমতায় অর্জ্জিত শাক আপন গৃহে পাক করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহার অপেক্ষা সুখী আর কে আছে! ফলতঃ আপন গৃহে ফল, মূল ও শাকান্ন ভোজন করাও শ্রেয়স্কর; তথাপি পরগৃহে প্রতিদিন তিরস্কৃত হইয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন ভোজন করাও সুখকর নহে। যে অধম কুকুরের ন্যায় পরান্ন প্রতিপালিত হইতে ইচ্ছা করে; তাহাকে ধিক্। যে ব্যক্তি অতিথি, অভ্যাগত প্রাণী ও পিতৃগণকে প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে, সেই পরম সুখী; এবং সেই অবশিষ্ট অন্ন অতি পবিত্র ও পরমোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। অতিথি ব্রাহ্মণ যত গুলি অন্নপিণ্ড ভোজন করেন; প্রদাতার তত সহস্র গোদানের ফল লাভ হয় এবং তাহার যৌবনকালকৃত সমস্ত পাপ একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার করতলস্থিত জল স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এবম্বিধ নানাপ্রকার কথোপকথনান্তে ত্রিদশনাথ ইন্দ্র মহামুনি বকের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন।

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পাণ্ডবেরা মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আপনি ব্রাহ্মণ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাজন্য মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমাদিগের অভিলাষ জন্মিয়াছে! মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন।

সুহোত্র নামে এক জন কুরুবংশীয় রাজা একদা মহর্ষিগণের নিকট গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে সম্মুখীন রথস্থ ঔশীনর শিবি-রাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে স্ব স্ব বয়ঃক্রমানুরূপ পরস্পরের সম্মান রক্ষা করিলেন; কিন্তু গুণবিষয়ে দুই জনই তুল্য বলিয়া কেহ কাহাকে পথ প্রদান করিতে সম্মত হইতেছেন না; ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদ তথায় উপনীত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগের বিতণ্ডা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত পরস্পরের পথ রোধ করিয়া রহিয়াছেন?

তাঁহারা কহিলেন, হে মুনিবর! আমরা বাস্তবিক বিবাদ করিতেছি না; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি কাহাকে পথ পরিত্যাগ করিবে, এই বিষয়ের মীমাংসা হওয়া অতি দুরূহ। পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন

যে, বিশিষ্ট বা সমর্থ ব্যক্তিকে পথ প্রদান করিবে; কিন্তু আমাদিগের মধ্যে উৎকর্ষাপকর্ষের নির্ণয় করা অসাধ্য; আমাদিগের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রম সমান; অতএব আপনি এ বিষয়ের মীমাংসা করুন।

নারদ কহিলেন, কি ক্রূর, কি মৃদু, কি সাধু, কি অসাধু পরস্পর সকলেরই সৌহার্দ্দ হইতে পারে; অতএব সৌহার্দ্দ তুল্যতার কারণ নহে। যিনি দেবগণের অনির্ণীত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন; যিনি দান দ্বারা কুকর্ম্ম নাশ, ক্ষমা দ্বারা ক্রূর ব্যক্তিকে পরাজয়, সত্য দ্বারা অসত্য বাদীকে পরাভব ও সাধু ব্যবহার দ্বারা অসাধু ব্যক্তিকে তিরস্কার করেন; তিনিই সাধুশীল। আমার মতে তোমরা উভয়েই উদারস্বভাব; কিন্তু ঔশীনর শিবি তোমা অপেক্ষা সচ্চরিত্র ও উৎকৃষ্ট; অতএব তুমি শিবিকে পথ প্রদান কর।

দেবর্ষি নারদ এই কথা কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, কৌরব্য শিবি-রাজকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক বহুবিধ প্রশংসা ও পথ প্রদান করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্! মহর্ষি নারদ এই রূপে রাজমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! নহুষাত্মজ রাজা যযাতির বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। রাজা যযাতি পৌরজন-পরিবৃত হইয়া রাজ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, এমত সময় এক ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আগমন-পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! আমি পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞা হেতু গুরুদক্ষিণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি কি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পার্থিব! লোকে যাচকের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ প্রদর্শন করিয়া থাকে; এ নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করি; আপনি কি প্রসন্ন মনে আমাকে অভিলষিত অর্থ প্রদান করিবেন?

রাজা কহিলেন, হে দানার্হ! বিদ্বেষের কথা দূরে থাকুক; আমি দান করিয়া পুনরায় তাহার কীর্ত্তন করি না; কিন্তু অগ্রে প্রার্থনা না করিলে অযাচ্য অর্থ প্রদানের অঙ্গীকার করি না। স্ত্রী, পুত্র ও আপন দেহ পর্য্যন্ত যাহা কিছু প্রাপ্য বস্তু আছে; তৎসমুদায় আপনাকে প্রদান করিয়া আমি কৃতার্থম্মন্য ও পরম সুখী হইতে পারি, কিন্তু অপ্রাপ্য অর্থ প্রদান করিতে কদাচ সম্মত হই না। হে ব্রাহ্মণ! আমার মনঃ যাচকের প্রতি কখনই কুপিত হয় না; আমি যাচমান ব্রাহ্মণকে পরম প্রিয় পাত্র জ্ঞান করিয়া থাকি; প্রদত্ত অর্থের নিমিত্ত আমি কদাপি শোকার্ত্ত হই না। অতএব এক্ষণে আমি আপনাকে সহস্র ধেনু দান করিতেছি; গ্রহণ করুন। রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণকে সহস্র গো দান করিলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিগ্রহ করিলেন।

ষণ্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির নিবেদন করিলেন, ভগবন্! পুনরায় রাজন্য-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বৃষদর্ভ ও সেদুক নামে দুই জন অস্ত্রশস্ত্র-বিশারদ রাজা ছিলেন। বৃষদর্ভ বাল্যাবধি উপাংশু-ব্রতধারী ছিলেন, তন্নিমিত্ত তিনি ব্রাহ্মণকে কেবল রজত ও কাঞ্চন প্রদান করিতেন; সেদুক ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন না।

এক দিবস বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণ সেদুকের নিকট উপনীত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিয়া গুরুদক্ষিণার নিমিত্ত সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলেন। সেদুক কহিলেন, ভগবন্! আমার গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবার ক্ষমতা নাই; অতএব আপনি বৃষদর্ভ-সকাশে গমন করুন। সেই রাজা পরম ধার্ম্মিক; তাহার নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি অবশ্যই আপনার অভিলষিত গুর্ব্বর্থ প্রদান করিবেন; সন্দেহ নাই। আমি উত্তমরূপ অবগত আছি, তিনি উপাংশু ব্রতাচরণ করিতেছেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ বৃষদর্ভ-সকাশে গমনপূর্ব্বক সহস্র অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি তাঁহাকে কশাঘাত করিলেন। ব্রাহ্মণ কহিলেন, মহারাজ! আমি নিরপরাধ; কি নিমিত্ত আমাকে তাড়না করেন? ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া শাপপ্রদানে উদ্যত হইলে, রাজা কহিলেন, হে বিপ্র! যে ব্যক্তি তোমাকে স্বীয় ধন দান না করিবে; তাহাকে কি অভিসম্পাত করা উচিত? অথবা অন্যায় শাপ প্রদান করা কি ব্রাহ্মণের কর্ম্ম?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে রাজাধিরাজ! আমি সেদুক-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভিক্ষার্থে আপনার নিকট আগমন করিয়াছি; শাপ প্রদান করা না অন্য কোন অভিলাষ নাই। রাজা কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অদ্য পূর্ব্বাহ্নে আমার যত অর্থাগম হইবে; তৎসমুদায় আপনাকে প্রদান করিব। কিন্তু কশাঘাত আর কোন ক্রমেই দূরীকৃত হইতে পারে না। এই কথা বলিয়া রাজা বৃষদর্ভ এক দিনের সমুদায় আয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। তাহা সহস্রাধিক অশ্বের মূল্য হইবে, সন্দেহ নাই।

একদা দেবতাদিগের এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, আমরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া উশীনরের পুত্র শিবি-রাজের স্বভাব পরীক্ষা করিতে অভিলাষ করি। পরে অগ্নি ও ইন্দ্র এই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া ধরাতলে সমাগত হইলেন। অনন্তর অগ্নি কপোতরূপ ধারণপূর্ব্বক শিবি-রাজের নিকট উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ধাবমান হইলে, ইন্দ্রও শ্যেনরূপী হইয়া সেই কপোতের অনুসরণ করিলেন। কপোত দিব্যাসনাসীন রাজার উৎসঙ্গে নিপতিত হইলে, পুরোহিত কহিলেন, মহারাজ! এই কপোত শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত আপনার শরণাগত হইয়াছে। যাহা হউক, কিন্তু এই রূপ কিংবদন্তী আছে যে, অঙ্গে সহসা কপোতনিপতন

হইলে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে; আপনি দিগ্‌দিগন্তের অধীশ্বর; অতএব ব্রাহ্মণকে ধন প্রদানপূর্ব্বক দুর্নিমিত্তের প্রতিকার করুন।

তখন কপোত কহিল, মহারাজ! আমাকে প্রকৃত কপোত বিবেচনা করিবেন না। আমি মুনি, স্যাধ্যায়সম্পন্ন, ব্রহ্মচারী, তপোনিরত, দান্ত ও নিষ্পাপ; আমি কদাচ আচার্য্যের প্রতি প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করি না; আমি তন্ন তন্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি; প্রতিদিন বেদপাঠ ও তাহার অনুশীলন করিয়া থাকি; এক্ষণে কেবল শ্যেনভয়ে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার্থ আপনার গাত্রে নিপতিত হইয়াছি। মহারাজ! শ্রোত্রিয়কে শ্যেনমুখে নিক্ষেপ করা অনুচিত; অতএব আমাকে শ্যেনহস্তে অর্পণ করিবেন না; আমি বাস্তবিক কপোত নহি।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! এই সংসারে জন্ম গ্রহণবিষয়ে অত্যাশ্চর্য্য পর্য্যায় লক্ষ্য হইয়া থাকে; পূর্ব্ব জন্মে যাঁহাদিগকে পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যা বলিয়া আসিয়াছেন; পর জন্মে তাঁহারাই আবার পুত্র, কন্যা, পিতা ও মাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন; শত্রু মিত্র এবং মিত্র শত্রু হইয়া থাকে; অতএব বোধ হইতেছে; আপনি পূর্ব্বে এই কপোত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; এই নিমিত্ত জন্মান্তরীণ পিতা কপোতকে রক্ষা করিতেছেন; যাহা হউক, এক্ষণে আমার আহারে বিঘ্নোৎপাদন করা আপনার অনুচিত।

রাজা কহিলেন, পক্ষিজাতি ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সংস্কৃতবাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, ইহা কোন্ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে; কপোত এবং শ্যেন এই উভয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সদসৎ নিশ্চয় করি। যিনি ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে প্রদান করেন; তাঁহার রাজ্যে বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় না; সময়ে বীজ বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হয় না; এবং তিনি বিপৎকালে শরণার্থী হইলে, কেহ তাঁহাকে পরিত্রাণ করে না; তাঁহার প্রজা সকল হ্রস্বকলেবর হয়; পিতৃগণ তাঁহার নিকটে বাস করেন না; এবং দেবতারা তাঁহার হব্য প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ হন। সেই অল্পমতি ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা; তিনি কদাচ স্বর্গলোক লাভ করিতে পারেন না এবং ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি বজ্রপ্রহার করেন। অতএব এই কপোতের পরিবর্ত্তে ওদনের সহিত বৃষভ পাক করিয়া তোমাকে প্রদান করিতেছি; হে শ্যেন! তুমি যে প্রদেশে অবস্থিতি করিয়া প্রীত হও; তথায় গমন কর; শিবিরা তোমার নিমিত্ত সেই স্থানে মাংস বহন করিবে।

শ্যেন কহিল, হে রাজন্! আমি বৃষভ প্রার্থনা করি না এবং কপোত ভিন্ন অন্য মাংসেও আমার তাদৃশ অভিরুচি নাই; অগ্য দেবতারা আমাকে এই কপোত প্রদান করিয়াছেন, উহাই আমার ভক্ষ্য; অতএব আপনি উহা প্রদান করুন। রাজা কহিলেন, হে শ্যেন! আমি সকলের

সমক্ষে তোমাকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বলীবর্দ্দ প্রদান করিতেছি; তুমি এই কপোতের প্রাণ হিংসা করিও না। কপোত প্রাণ-ভয়ে আমার শরণাগত হইয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারি; কিন্তু কপোত প্রদান করিতে কদাচ সম্মত নহি; অতএব তোমার কপোত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশ স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই। যদ্দ্বারা শিবিগণ প্রসন্ন হইয়া সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক আমার প্রশংসা করেন এবং তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদিত হয়; তাহা আদেশ কর; আমি অবশ্যই সম্পন্ন করিব।

শ্যেন কহিল, মহারাজ! আপনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে কপোত-পরিমিত মাংস কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমার প্রিয় কার্য্য সংসাধন ও কপোতের প্রাণ রক্ষা হইবে এবং শিবিগণও আপনার যথেষ্ট প্রশংসা করিবেন।

অনন্তর তিনি স্বীয় দক্ষিণ উরু হইতে মাংসপেশী কর্ত্তনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে ধারণ করিয়া দেখিলেন যে, মাংস অপেক্ষা কপোত গুরুতর; তখন পুনরায় মাংস কর্ত্তন করিয়া পরিমাণ করিলেন, তথাপি কপোতের সমান হইল না; এই রূপে সর্ব্বশরীরের মাংস ছেদনপূর্ব্বক তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও কপোত গুরুতর হইল; পরিশেষে রাজা স্বয়ং তুলায় আরোহণ করিলেন। তখন শ্যেন এই লোকাতিগ ব্যাপার অবলোকন করিয়া ‘রাজার কিছুই অপ্রিয় নাই; কপোত অনায়াসে রক্ষা পাইল;’ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইল।

অনন্তর রাজা কপোতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে পক্ষীন্দ্র! শিবিগণ তোমাকে কপোত বলিয়া জানেন; সম্প্রতি জিজ্ঞাসা করি, এই শ্যেন কে? আমার বোধ হয়, ইনি কোন অসামান্য শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি হইবেন; নচেৎ সামান্য লোকে ঈদৃশ দুরূহ কার্য্য করিতে কখনই সমর্থ হন না। কপোত কহিল, মহারাজ! আমি ধূমকেতু অগ্নি; আর এই শ্যেন শচীপতি ইন্দ্র। আমরা তোমার সাধু ব্যবহার সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইবার মানসে তোমার সকাশে আগমন করিয়াছি। তুমি আমার নিষ্ক্রয়ার্থ যে মাংসপেশী অসি দ্বারা কর্ত্তনপূর্ব্বক প্রদান করিয়াছ; আমি তাহা তোমাদের সুবর্ণবর্ণ, মনোহর, অতি পবিত্র রাজচিহ্নস্বরূপ করিব। তোমার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রজাপালক, অতি যশস্বী, দেবর্ষিগণের আদরণীয় এক পুত্র জন্মিবে; তাহার নাম কপোতরোমা; সে সৌরথেয়গণের প্রধান এবং অতি বীর্য্যশালী হইবে।

সপ্তনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহামুনি মার্কণ্ডেয় রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়া পুনর্ব্বার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। মহারাজ! বিশ্বামিত্রতনয় অষ্টক অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া এক দিন স্বীয় তিন ভ্রাতা প্রতর্দ্দন,

বসুমনাঃ ও শিবির সহিত রথারোহণ-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে দেবর্ষি নারদকে সমাগত দেখিয়া, তাঁহারা সকলে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! রথে আরোহণ করুন।

দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের বাক্যে রথারূঢ় হইলে পর এক জন কহিলেন, ভগবন্! আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ করি। নারদ কহিলেন, কি অভিলাষ হইয়াছে, বল। তখন তিনি কহিলেন, তপোধন! আমরা চারি জন অবিনশ্বর স্বর্গধামে গমন করিব, তন্মধ্যে প্রথমে কে ভূতলে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, অষ্টক। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! অষ্টক যে স্বর্গভ্রষ্ট হইবেন, তাহার কারণ কি? নারদ কহিলেন, আমি এক দিবস অষ্টকালয়ে বাস করিয়াছিলাম; পর দিন ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক স্থানে বহু সহস্র নানাবর্ণ বিচিত্রিত ধেনু বিচরণ করিতেছে দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সকল ধেনু কাহার? তিনি কহিলেন, আমার; আমি এই সমুদায় ধেনু স্বর্গ লাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছি। এই রূপে আত্মশ্লাঘা করিয়াছিলেন; এই হেতু তিনি অগ্রে ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহারা কহিলেন, ভগবন্! সম্প্রতি আমরা তিন জনে সুরসদনে গমন করিব; ইহার মধ্যে কে অগ্রে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, প্রতর্দ্দন; একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত? নারদ কহিলেন, আমি প্রতর্দ্দনের গৃহেও এক দিবস বাস করিয়াছিলাম। ইনি আমাকে রথে লইয়া গমন করিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতর্দ্দনের নিকট অশ্ব প্রার্থনা করিল; তিনি কহিলেন, আমি প্রত্যাগত হইয়া তোমাকে অশ্ব প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, শীঘ্র প্রদান করুন; তিনি তৎক্ষণাৎ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্ব তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

অনন্তর আর এক জন অশ্বপ্রার্থী ব্রাহ্মণ সমাগত হইলে তাঁহাকে বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। পরে অপর এক ব্রাহ্মণ আসিয়া অশ্ব যাচ্ঞা করিলে, তিনি তখন ধুর্য্য অশ্বের পৃষ্ঠ হইতে শীঘ্র ভার অবরোহণ-পূর্ব্বক সেই অশ্বটি তাঁহাকে প্রদান করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। পরে অন্য এক ব্রাহ্মণ আসিয়া পুনরায় অশ্ব প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, প্রত্যাগত হইয়া প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ কহিলেন, সত্বরে প্রদান করুন। তিনি তখন তাঁহাকে রথধুরসংযুক্ত অশ্ব প্রদানপূর্ব্বক স্বয়ং ধুর গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, আমি অনেক দান করিয়াছি; সম্প্রতি আর কিছুই নাই।

নারদ কহিলেন, দান করিয়া অসূয়া প্রকাশ করিলে কদাচ স্বর্গ প্রাপ্তি হয় না। তাঁহারা কহিলেন, এক্ষণে আমরা দুই জনে গমন করিব; তন্মধ্যে কে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে? নারদ কহিলেন, বসুমনাঃ; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত?

নারদ কহিলেন, আমি এক দিবস ভ্রমণ করিতে করিতে বসুমনার গৃহে গমন করিয়া পুষ্পরথের প্রয়োজন বশতঃ স্বস্তি-বাচনপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলাম; পরে ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন সমাপন হইলে, তিনি সকলকে রথ প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহার অনেক প্রশংসা করাতে বসুমনাঃ কহিলেন, "ভগবন্! আপনি যে রথের প্রশংসা করিতেছেন, উহা আপনার রথ" বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু প্রদান করিলেন না।

অনন্তর আমি পুনর্ব্বার এক দিবস বসুমনার নিকট উপস্থিত হইয়া পুষ্পরথের প্রয়োজনবশতঃ স্বস্তিবাচন করিলাম। তাহাতে রাজা ইহা আপনারই বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু প্রদান করিলেন না। পুনরায় তৃতীয় বার স্বস্তিবাচন সম্পন্ন করিলে পর রাজা ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে আমার প্রতি কটাক্ষ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! পুষ্পরথের নিমিত্ত স্বস্তি-বাচন অতি উত্তম হইয়াছে। এই রূপ দ্রোহবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত তাঁহাকে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

তাঁহারা কহিলেন, সম্প্রতি আমাদের মধ্যে এক জন ও আপনি, এই দুই জন গমন করিবেন; তাহাতে কে অবতীর্ণ হইবেন? নারদ কহিলেন, আমি অবতীর্ণ হইব; শিবি-রাজ স্বর্গে গমন করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত? নারদ কহিলেন, আমি শিবির সমান হইব না; কারণ একদা এক ব্রাহ্মণ শিবি-রাজের নিকট আগমন করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ভোজনার্থী। শিবি জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, রাজন্! বৃহদর্ভ নামে তোমার যে পুত্র আছে; তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তাহার মাংস পাক ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমার প্রতীক্ষা করিবে।

রাজা পুত্রকে বিনষ্ট ও যথাবিধি পাক করিয়া পাত্রে স্থাপিত করিয়া মস্তকে লইয়া ব্রাহ্মণের উদ্দেশে গমন করিলেন। তিনি ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে এক ব্যক্তি কহিল, আপনি যে ব্রাহ্মণের অনুসন্ধান করিতেছেন; তিনি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক আপনার গৃহ, কোষাগার, আয়ুধাগার, অশ্বশালা ও হস্তিশালা প্রভৃতি সমুদায় দগ্ধ করিতেছেন। এই অপ্রীতিকর সংবাদ শ্রবণে রাজার মুখ বিবর্ণ বা কিঞ্চিন্মাত্র বিকৃত হইল না; প্রত্যুত তিনি অবিচলিত চিত্তে নগরে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার ভোজনসামগ্রী প্রস্তুত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণে বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া অধোমুখে রহিলেন; কিঞ্চি-ন্মাত্র উত্তর প্রদান করিলেন না।

রাজা ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত আগ্রহাতিশয় সহকারে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্তকাল ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া শিবিকে কহিলেন, তুমিই ইহা ভোজন কর। শিবি ব্রাহ্মণবাক্যে সম্মত হইয়া অবিষণ্ণ মনে

কপাল উত্তোলনপূর্ব্বক ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইবামাত্র ব্রাহ্মণ তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, হে সাধো! আমি বুঝিলাম, তুমি জিতক্রোধ; ব্রাহ্মণার্থ তোমার কিছুই অদেয় নাই। এই বলিয়া যথাবিধি সৎকার করিলেন। রাজা সম্মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র পবিত্রগন্ধসম্পন্ন, অলঙ্কৃত দেবকুমারতুল্য নিজ পুত্রকে দেখিতে পাইলেন। ব্রাহ্মণ সেই বিষয় সকল সংসাধন করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। বিধাতা ব্রাহ্মণবেশ পরিগ্রহ করিয়া রাজর্ষির পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলে, অমাত্যগণ রাজাকে কহিলেন, মহারাজ! আপনি সবিশেষ জানিয়াও কি নিমিত্ত এই রূপ অনুষ্ঠান করিলেন? শিবি-রাজ কহিলেন, আমি যশোলাভ, অর্থলাভ বা ভোগাভিলাষে লোলুপ হইয়া এরূপ কর্ম্ম করি নাই; কেবল এই পথে পাপপরায়ণদিগের অধিকার নাই; এই নিমিত্ত আমি ঈদৃশ অনুষ্ঠান করিয়াছি। সাধু লোকে যাহা অধিকার করেন, তাহাই প্রশস্ত; এই কারণে আমার বুদ্ধি প্রশস্ত বিষয়ের আশ্রয় লইয়া থাকে। নারদ কহিলেন, আমি শিবিরাজের এইরূপ সৌভাগ্য সম্যক্ অবগত হইয়া এরূপ কহিয়াছি।

অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি ও পাণ্ডবগণ মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনার অপেক্ষা কি আর কেহ প্রাচীন আছেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন ক্ষীণপুণ্য ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া আমার সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে তপোধন! আমার কীর্ত্তিকলাপ বিলুপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারেন? আমি কহিলাম, আমরা নিরবচ্ছিন্ন তীর্থ পর্য্যটন করিয়া থাকি; কার্য্যপর্য্যাকুলত্বপ্রযুক্ত আপনারই সঙ্কল্প সকল বিস্মৃত হইয়া যাই; কখন স্মরণ করিলেও অতি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতোপবাসাদি সাধনজনিত শারীরিক উপতাপে তাহার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না; সুতরাং আপনাকে কি প্রকারে প্রত্যভিজ্ঞান করিব। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, ভগবন্! আপনার অপেক্ষা আর কেহ প্রাচীন আছেন কি না? আমি কহিলাম, হিমাচলে প্রাবারকর্ণ নামে এক উলূক বাস করিয়া থাকে; সে আমা অপেক্ষা অতি প্রাচীন; বোধ হয়, আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিলেও করিতে পারে কিন্তু হিমালয় অতি দূরবর্ত্তী; অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় ত চলুন; আমিও যাইব।

অনন্তর রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন অশ্বাকার স্বীকারপূর্ব্বক আমাকে লইয়া উলূক-সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর তিনি উলূককে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে উলূক! তুমি কি আমাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পার? প্রাবারকর্ণ উলূক মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না মহাশয়!

আমি আপনাকে প্রত্যভিজ্ঞান করিতে পারিলাম না। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, হে উলূক! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছেন? উলূক কহিল, মহাশয়! ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক সরোবর আছে; তথায় নাড়ীজঙ্ঘ নামে এক বক বাস করিয়া থাকে। সে আমা অপেক্ষাও প্রাচীন; অতএব আপনি তথায় গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন ইন্দ্রদ্যুম্ন ও উলূক আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সরোবরে গমন করিলেন।

অনন্তর আমরা বককে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলাম, হে নাড়ীজঙ্ঘ! তুমি কি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে জান? বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, না, আমি তাঁহাকে জানি না। তখন আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, নাড়ীজঙ্ঘ! তোমা অপেক্ষা আর কে প্রাচীন আছে? বক কহিল, এই সরোবরে অকূপার নামে এক কচ্ছপ বাস করিয়া থাকে, সে আমা অপেক্ষা প্রাচীন। আপনারা তাহাকেই জিজ্ঞাসা করুন; বোধ হয়, সে ইন্দ্রদ্যুম্নরাজকে জানিতে পারিবে।

অনন্তর সেই বক আমাদের সহিত অকূপার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, আমরা তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব; তুমি শীঘ্র আমাদিগের সন্নিধানে আগমন কর! কচ্ছপ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বর সরোবর হইতে উত্থিত হইয়া আমাদিগের সমক্ষে আগমন করিল। তখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অকূপার! তুমি কি এই ইন্দ্রদ্যুম্ন-রাজকে জান? এই কথা জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র সে কম্পিতকলেবর ও বিচেতনপ্রায় হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে উদ্বিগ্ন মনে কহিল, আমি ইঁহাকে বিলক্ষণ রূপে অবগত আছি; ইনি যাগযজ্ঞ সমাধান-পূর্ব্বক সহস্র বার যূপ সকল আহিত করিয়াছেন; ইনি যজ্ঞে যে সমস্ত ধেনু দান করিয়াছিলেন; তাহাদিগেরই সঞ্চরণে খুরক্ষুন্ন হইয়া এই সরোবর হইয়াছে; আমি এই স্থানেই সতত বাস করিয়া থাকি।

এই কথা পরিসমাপ্ত হইবামাত্র দেবলোক হইতে এক দেবরথ আবির্ভূত হইল ও রাজর্ষিকে লক্ষ্য করিয়া আকাশবাণী উচ্চারিত হইয়া উঠিল; হে মহারাজ! তোমার নিমিত্ত স্বর্গ প্রস্তুত আছে; এক্ষণে তুমি সেই সমুচিত স্থান লাভ করিয়া কীর্ত্তিমান্ লোকের অগ্রগণ্য হও। যত দিন মনুষ্যের পুণ্যধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোক স্পর্শ করিয়া থাকে; তত দিন সেই মনুষ্য পুরুষ বলিয়া পরিগণিত; যত দিন লোকের অকীর্ত্তি কীর্ত্তিত হইতে থাকে; তত দিন তাহার নিকৃষ্ট লোক প্রাপ্তি হয়। অতএব মনুষ্যের অনন্ত লোক লাভের নিমিত্ত নিরবচ্ছিন্ন সচ্চরিত্র হওয়া ও পাপসঙ্কল্প সকল পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কল্প।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন, আমি অগ্রে এই স্থবিরদ্বয়কে স্বস্থানে রাখিয়া আসি; পরে গমন করিব; এক্ষণে তুমি কিয়ৎক্ষণ আমার অপেক্ষা কর। এই বলিয়া তিনি প্রাবার-

কর্ণ উলূক ও আমাকে লইয়া যথাস্থানে স্থাপনপূর্ব্বক সেই দেবরথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং স্বর্গে গমন করিলেন। হে পাণ্ডবগণ! তিনিই আমা অপেক্ষা প্রাচীন। তখন পাণ্ডবেরা কহিলেন, হে তপোধন! স্বর্গলোকচ্যুত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে পুনরায় যথাস্থানে অবস্থাপিত করিয়া, আপনি অতি শ্রেয়স্কর কার্য্য সাধন করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এই রূপ দেবকীনন্দন কৃষ্ণও নিরয়নিমগ্ন রাজর্ষি নৃগকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিয়াছেন।

নবনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়মুখে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের পুনরায় স্বর্গপ্রতিপাদন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! গার্হস্থ্য, বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই অবস্থা-চতুষ্টয়মধ্যে কোন অবস্থায় দান করিলে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে এবং ইহার ফলশ্রুতিই বা কিরূপ? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অপুত্র ব্যক্তির জন্ম, জাতিবহিষ্কৃতের জন্ম, পরান্নভোজীর জন্ম এবং যে ব্যক্তি কেবল আপনার নিমিত্ত পাক করে, তাহার জন্ম, এই চারি প্রকার জন্ম নিতান্ত নিষ্ফল। বাল, বৃদ্ধ ও অতিথিকে আহার না করাইয়া স্বয়ং আহার করিলে, তাহা অসত্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনের সঙ্কল্প করিয়া পরিশেষে অকৃতকার্য্য হইয়াছে; তাহাকে যে দান করা যায়, উহা নিষ্ফল; যে বস্তু অন্যায়-পূর্ব্বক উপার্জ্জিত হইয়াছে তাহা দান করিলে কোন ফলোদয় হয় না। পতিত ব্রাহ্মণ, তস্কর, মিথ্যাবাদী গুরু, পাপকারী, কৃতঘ্ন, গ্রামযাজক, বেদবিক্রেতা, শূদ্র-পাচক, বৃষলীপতি ও বৃত্তাধ্যয়ন-শূন্য ব্রাহ্মণ-বাদী ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কোন ফলোদয় হয় না। আর স্ত্রীলোক, আহিতুণ্ডিক ও পরিচারককে দান করিলে, তাহারও কোন ফলোপধায়কতা নাই। হে মহারাজ! এই ষোড়শ প্রকার বৃথা দান কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আরও যে ব্যক্তি মোহাচ্ছন্ন হইয়া ভয় বা ক্রোধপ্রযুক্ত দান করে এবং যে ব্যক্তি বিনয়নম্র হইয়া ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করায়; সে গর্ভস্থ হইয়া সেই সকল দানফল উপভোগ করে; অতএব স্বর্গমার্গ-জিগীষাপরবশ হইয়া সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! বর্ণ-চতুষ্টয়মধ্যে প্রতিগ্রহপ্রণয়ী ব্রাহ্মণেরা কিরূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যবশতঃ অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন? মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে মহারাজ! ব্রাহ্মণেরা জপ, মন্ত্র, হোম ও স্বাধ্যায় দ্বারা বেদময়ী তরণী প্রস্তুত করিয়া অন্যকে ও আপনাকে উদ্ধার করেন; ব্রাহ্মণগণের তুষ্টি সম্পাদন করিলে, দেবতারা সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ-বাক্যবলেই লোকে স্বর্গলোক লাভ করিতে সমর্থ হয়। তুমি পিতৃ, দেব ও ব্রাহ্মণগণকে অর্চ্চনা

করিয়া জ্ঞানশূন্য, শ্লেষ্মাক্লিন্ন কলেবর ও ম্রিয়মান হইলেও নিঃসন্দেহ অনন্ত পুণ্য-লোক প্রাপ্ত হইবে। স্বর্গলাভ প্রত্যাশায় ব্রাহ্মণগণের অর্চ্চনা করিবে; শ্রাদ্ধকালে অনিন্দিত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। বিবর্ণ, কুনখী, কুষ্ঠী, মায়াবী, কুণ্ড, গোলক ও শরতূণীরধারী নরকে শ্রাদ্ধকালে প্রযত্ন-পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। যাদৃশ হুতাশন কাষ্ঠভার দগ্ধ করিয়া থাকে; তদ্রূপ দোষস্পর্শবিশিষ্ট শ্রাদ্ধ সমুদায় কর্ম্মফল ভস্মসাৎ করে। শ্রাদ্ধকালে মূক, অন্ধ ও বধির ব্রাহ্মণদিগকে অন্যান্য বেদবেদান্ত-পারগ বিপ্রদিগের সহিত একত্র মিলিত করিয়া নিয়োগ করিবে; হে মহারাজ। এক্ষণে কিপ্রকার বিপ্রকে প্রতিগ্রহ প্রদান করিবে; তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি স্বশক্ত্যনুসারে প্রদাতা ও আপ-নাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হন; সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ব্যক্তি তাঁহাকেই দান করিবেন। বহ্নি যেমন অতিথি ভোজন করাইলে সন্তুষ্ট হন, তদ্রূপ হবির হোম, কুসুম ও অনু-লেপন দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন না। যাহারা পাদোদক, পাদঘৃত, দীপ, অন্ন ও আশ্রয় দান করে; তাহাদিগকে যমালয়ে গমন করিতে হয় না। দেবনির্ম্মাল্য অপনয়ন, দ্বিজোচ্ছিষ্ট মার্জ্জন, গন্ধাদি দ্বারা অলঙ্করণ ও গাত্র সংবাহন ইহার এক একটি কার্য্য গোদান অপেক্ষাও গুরুতর। হে রাজন্! কপিলা প্রদান করিলে, লোক সঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মুক্তি-পদ প্রাপ্ত হয়; অতএব গৃহস্থ দারাপুত্র প্রভৃতি পোষ্যবর্গের ভরণপোষণে একান্ত অভিভূত, উপকারসমর্থ অগ্নিহোত্রী শ্রোত্রিয়কে অলঙ্কৃতা কপিলা দান করিবে; হে মহারাজ! সুসম্পন্নকে দান করিলে কোন গুণই দর্শে না।

এক ব্যক্তিকে একটি গো প্রদান করিবে; অনেক ব্যক্তিকে কদাচ একটি গো দান করিবে না; কারণ সেই ধেনু বিক্রীত হইলে, বিক্রেতার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ফলতঃ এইরূপ দান দাতা ও গ্রহীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়। যিনি ব্রাহ্মণকে বিশুদ্ধ স্বর্ণ-নির্ম্মিত সুবর্ণ প্রদান করেন; তাঁহার শাশ্বত সুবর্ণশত প্রদানের ফল লাভ হয়। যিনি ধুরন্ধর বলবান্ বলীবর্দ্দ প্রদান করেন, তিনি দুর্গম প্রদেশ সকল অনায়াসে উত্তীর্ণ ও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ভূমি প্রদান করেন, তাঁহার বাসনা সকল সফল হয়।

যাহারা গমনকালে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিধূসরপাদ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান করে; এবং যাঁহারা সেই সমস্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত লোকদিগকে অন্নলাভের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; সেই নির্দ্দেষ্টাও অন্নদাতার তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অতএব মহারাজ! তুমিও অন্য দান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অন্ন দান কর। ভূলোকে অন্নদান অপেক্ষা পুণ্যতম কর্ম্ম আর কিছুই নাই। যিনি স্বশক্ত্যনুসারে বিপ্রগণকে সুসংস্কৃত অন্ন দান করেন;

তাঁহার ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। অন্নই একমাত্র উৎকৃষ্ট; অন্ন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই। অন্ন সাক্ষাৎ প্রজাপতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ও উহাকেই সংবৎসরযজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই সংবৎসরযজ্ঞে সমস্ত বস্তুই প্রতিষ্ঠিত আছে; এই নিমিত্ত তাহাতেই স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি ভূতসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে; অতএব অন্নই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, তাহার সন্দেহ নাই।

যাঁহারা অগাধসলিল তড়াগ, হ্রদ, বাপী, কূপ, গৃহ ও অন্ন প্রদান করেন; যাঁহাদিগের বাক্য অতি মধুর, তাঁহাদিগের আর কৃতান্তের ভয় থাকে না। যিনি সুশীল ব্রাহ্মণকে শ্রমোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সঞ্চিত ধান্য প্রদান করেন; বসুন্ধরা তাঁহার প্রতি সমধিক সন্তুষ্ট হইয়া ধনধারা বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। হে মহারাজ! অন্নদাতা, সত্যবাদী ও অযাচিত প্রদাতা এই তিন ব্যক্তি অনুক্রমে সমলোক লাভ করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির অনুজবর্গের সহিত একান্ত কুতূহল-পরতন্ত্র হইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! যমলোকের পথ ও যমলোক হইতে মনুষ্যলোকের অন্তর কি প্রকার এবং তাহার প্রমাণই বা কি? মনুষ্যেরা কোন্ উপায় দ্বারা উহা উত্তীর্ণ হইয়া থাকে? আপনি এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এই প্রশ্ন ঋষিপ্রশংসিত, পবিত্র, সকলের গোপনীয় ও ধর্ম্মসঙ্গত; এক্ষণে আমি ইহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যমলোকের পথ ও মনুষ্যলোকের সীমা ষড়শীতি সহস্র যোজন পরিমিত। উহা কেবল শূন্যময় ও কান্তারের ন্যায় অতি ভীমদর্শন। তথায় মনুষ্যেরা নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে পারে, এরূপ বৃক্ষচ্ছায়া বা গৃহ ও সলিলের সম্পর্কও নাই। সেই পথ দিয়া যমদূতেরা বলপূর্ব্বক পৃথিবীস্থ জীবজন্তুদিগকে লইয়া যায়।

যাহারা ব্রাহ্মণগণকে উৎকৃষ্ট অশ্বাদি প্রদান করিয়াছে, তাহারাই সেই সমস্ত যানে আরোহণ করিয়া ঐ দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া থাকে। ছত্রদাতা ছত্র দ্বারা আতপ নিবারণ করিয়া গমন করে। অন্নদাতা পরিতৃপ্ত ও অন্নদানবিমুখ ব্যক্তি অপরিতৃপ্ত হইয়া সেই পথে গমন করিতে থাকে। বস্ত্রদাতা সবস্ত্র ও বস্ত্রদান-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি বিবস্ত্র হইয়া গমন করে। হিরণ্যদাতা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও ভূমিদাতা পূর্ণমনোরথ হইয়া প্রস্থান করে। শস্যপ্রদ ব্যক্তি অপরিক্লিষ্ট ভাবে এবং গৃহদাতা বিমানে আরোহণ করিয়া পরম সুখে গমন করিয়া থাকে। পানীয়দাতা পিপাসাক্লেশ-শূন্য হইয়া সন্তুষ্টচিত্তে গমন করে। দীপপ্রদ ব্যক্তি গমনপথ সমুজ্জ্বল করিয়া গমন করে এবং গোপ্রদাতা সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্ত হইয়া পরম সুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে। মাসোপবাসী হংস-সংযুক্ত ও ষষ্ঠরাত্রোপবাসী ময়ূরবর-যোজিত বিমানে

আরোহণ করিয়া সুখসচ্ছন্দে গমন করে। যে ব্যক্তি একাহারী হইয়া রজনীত্রয় যাপন করে; তাহার লোক সকল অনাময় হয়।

তথায় পুষ্পোদকা নামে এক স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছে, পানীয়দাতা পুণ্যাত্মারা তাহার দিব্য গুণসম্পন্ন প্রেতলোকসুখাবহ সুশীতল সলিল পান করিয়া থাকেন; কিন্তু কুক্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তাহা পূয়পূর্ণ বোধ হয়। এই রূপে ঐ নদী মনুষ্যের বাসনা সকল সফল করিয়া থাকে। হে মহারাজ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণকে বিধিপূর্ব্বক পূজা কর। যিনি পথপর্য্যটনশ্রমে ক্ষীণকলেবর ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া অন্নদাতার অনুসন্ধান বা ভোজন প্রাপ্তির আশয়ে গৃহপ্রবেশ করেন; সেই অতিথি ব্রাহ্মণকে প্রযত্নাতিশয়-সহকারে পূজা করিবে। অতিথি ব্রাহ্মণ গমন করিলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন। তিনি পূজিত হইলে, তাঁহারা প্রীত হন এবং তিনি পূজিত না হইলে, তাঁহারা সাতিশয় নিরাশ হন। হে মহারাজ! এই সমস্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয়, বলুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মার্থ সঙ্গত পাপনাশন পবিত্র কথা সকল বারংবার কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! সর্ব্বপাপাপনোদন ধর্ম্মার্থসম্বদ্ধ কথা সকল কীর্ত্তন করিতেছি; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

সর্ব্বপ্রধান পুষ্কর তীর্থে কপিলা প্রদান করিলে যে ফল হইয়া থাকে; ব্রাহ্মণের পাদধাবনে তাহাই লাভ হয়। মেদিনী যাবৎ কাল দ্বিজপাদ-প্রক্ষালনজলে পঙ্কিল থাকে; তাবৎ পিতৃলোকেরা পদ্মপলাশ দ্বারা জল পান করেন। অতিথি ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে হুতাশন, আসন প্রদানে দেবরাজ, পাদ প্রক্ষালনে পিতৃলোক ও অন্নাদি দানে প্রজাপতি ব্রহ্মার সাতিশয় তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। যখন বৎসের পাদ ও মস্তক পরিদৃশ্যমান হইবে, তদবসরে প্রযত মনে সেই প্রসবোন্মুখী গো দান করিলে পৃথিবী দানের ফল হয়; কারণ যত ক্ষণ পর্য্যন্ত অন্তরীক্ষগত বৎস যোনিদেশে বাস করিয়া থাকে; তাবৎ কাল সেই ধেনু পৃথিবীতুল্য হয়। এই রূপ ধেনু দান করিলে ধেনু ও বৎসের গাত্রে যত গুলি লোম থাকে; দাতা তৎসমসংখ্য সহস্র যুগ স্বর্গলোকে পূজিত হয়। সখুরা কৃষ্ণবর্ণ ধেনুকে সুবর্ণনির্ম্মিত নাসাসম্পন্ন, তিলপ্রচ্ছাদিত ও নানাবিধ রত্নে অলঙ্কৃত করিয়া প্রদান করিবে। যিনি প্রতিগ্রহ করিয়া কোন সাধু লোককে ঐ গৃহীত বস্তু প্রদান করেন; তাঁহার প্রতিগ্রহজনিত ফলেরও ফল লাভ হয়। ফলতঃ, এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে দরীসমুদ্রশৈলকানন-সম্পন্ন চতুরন্ত পৃথিবী দানের তুল্য হইয়া থাকে; সন্দেহ নাই। যে ব্রাহ্মণ জানুদ্বয়ের অভ্যন্তরে এক হস্ত দ্বারা ভোজনপাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক নিঃশব্দে অন্য হস্তে আহার করিয়া থাকেন; যাঁহাদিগকে কেহ

পাপাচারপর বলিয়া না জানে ও যাঁহারা সম্যক্ প্রকারে সংহিতা জপ করিয়া থাকেন; তাঁহারাই লোকোদ্ধারে সমর্থ হন। সচ্চরিত্র শ্রোত্রিয় সমস্ত হব্য-কব্যেরই অধিকারী; অতএব শ্রোত্রিয়ে হব্যকব্য-প্রদান প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি দানের তুল্য ফলপ্রদ হইয়া থাকে। বিপ্রগণের ক্রোধই অস্ত্র; তাঁহারা কদাচ সামান্য শস্ত্র দ্বারা প্রহার করেন না। যেমন দেবরাজ বজ্র দ্বারা অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন; সেই রূপ ব্রাহ্মণেরাও ক্রোধাস্ত্র ধারণপূর্ব্বক সমুদায় বিনাশ করিতে পারেন। হে মহারাজ! নৈমিষারণ্য-বাসী ঋষিগণ যাহা শ্রবণ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন; আমি ধর্ম্মার্থসম্বদ্ধ সেই সমস্ত কথা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। উহা কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, মনুষ্যেরা বিগত-শোক-ভয় ও বীত-পাপ হইয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! ব্রাহ্মণগণ যদ্দ্বারা সতত বিশুদ্ধ হইয়া থাকেন; সেই শৌচ কি প্রকার? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন; শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বাক্‌শৌচ ও কর্ম্মশৌচ ও জলশৌচ এই তিন প্রকার শৌচ দ্বারা সতত বিশুদ্ধভাবসম্পন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন; তাহার সন্দেহ নাই। যিনি সায়ং ও প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা করেন এবং বেদমাতা পবিত্রা দেবী গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন; তিনি বিগতপাপ হইয়া এই সসাগরা ধরা প্রতিগ্রহ করিলেও অবসন্ন হন না। তাঁহার পক্ষে অন্তরীক্ষে চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি যে সকল অশুভ গ্রহ বিদ্যমান থাকে; তৎসমুদয় শুভপ্রদ এবং শিবাগণও শিবপ্রদ হইয়া উঠে। ঘোর-রূপ মহাকায় রাক্ষসেরা তাঁহাকে কদাচ পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

ব্রাহ্মণেরা প্রজ্বলিত হুতাশনের তুল্য অধ্যাপন, যাজন বা কোন প্রকার প্রতিগ্রহ দ্বারা তাঁহাদিগকে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করিতে পারে না। ব্রাহ্মণগণ বেদানভিজ্ঞ হউন বা বেদজ্ঞই হউন, সামান্যই হউন বা সংস্কৃতই হউন; ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়; তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগকে কদাচ অবমাননা করিবে না। যাদৃশ শ্মশানদেশে প্রদীপ্ত পাবক দোষাবহ নহে; সেই রূপ ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খই হউন; অবশ্যই তাঁহাকে পরম দেবতাস্বরূপ গণ্য করিতে হইবে। রুচির প্রাচীর, উন্নত পুরদ্বার ও নানাবিধ প্রাসাদ সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ-হীন নগরের কোন শোভা নাই। গোষ্ঠই হউক বা অরণ্যই হউক; যথায় বেদবেদাঙ্গ-পারগ জ্ঞানবান্ সচ্চরিত্র সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মণগণ বাস করিয়া থাকেন; পণ্ডিতেরা তাহাকেই নগর ও তীর্থ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। রক্ষক রাজাও তপস্বী ব্রাহ্মণগণ-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সৎকার করিলে চিরসঞ্চিত পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন।

শাস্ত্রকারেরা অতি পবিত্র তীর্থে স্নান, পবিত্র বস্তু কীর্ত্তন ও সাধুসহ সম্ভাষণ অতি

প্রশস্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্ম-পরায়ণ মানবগণ সাধুসঙ্গম-পূত অতি মনোহর বাক্যরূপ সলিল দ্বারা আপনাদিগকে প্রতিনিয়ত পবিত্র জ্ঞান করেন। হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! যদি চিত্তশুদ্ধি না হইয়া থাকে; তাহা হইলে ত্রিদণ্ড ধারণ, মৌনাবলম্বন, জটাভার বহন, শিরোমুণ্ডন, বল্কলাজিন পরিধান, ব্রতচর্য্যা, অভিষেক, অগ্নিহোত্রানুষ্ঠান, অরণ্যবাস ও শরীর শোষণ এই সমুদায়ই নিষ্ফল হয়। চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি ব্যতিরেকে বিষয়োপভোগ সুকর হয়; কিন্তু চক্ষুরাদির বিশুদ্ধি-সহকারে বিষয়োপভোগ পরিত্যাগ করা স্বভাবত অতি সুকঠিন; কারণ, চক্ষুরাদির বিকার-সমুৎপাদক মনঃ নিতান্ত দুর্জ্জেয় ও অপ্রতিশাস্য। যাঁহারা মনঃ, বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা কদাচ পাপাচরণ করেন না; তাঁহাদিগের অনশন দ্বারা শরীর শোষণপূর্ব্বক তপস্যা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাঁহাদিগের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি কিছুমাত্র দয়া নাই; সেই শুক্রযোগোপজীবী মনুষ্য নিতান্ত পাপপরায়ণ; তাহার সেই নির্দ্দয় ব্যবহারই তপস্যার সম্পূর্ণ বিঘ্ন সম্পাদন করিয়া থাকে। অতএব কেবল অশন পরিত্যাগ করিলেই যে তপঃসাধন হয়, এমত নহে।

হে রাজন্! যিনি গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানপূর্ব্বক পবিত্র ভাবসম্পন্ন, গুণগণে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্ হন; তিনি চিরসঞ্চিত পাপনিবহ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন। অনশনাদি দ্বারা কদাচ পাপ কর্ম্ম সমুদয় বিনষ্ট হয় না; কেবল তৎপ্রভাবে এই মাংস-শোণিতময় দেহ ক্রমশঃ অবসন্ন হইতে থাকে। অজ্ঞাত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কেবল ক্লেশ-পরম্পরাই পরিবর্দ্ধিত হয়; পাপের কিছুমাত্র হানি হয় না। অগ্নি চিত্তশুদ্ধিশূন্য মনুষ্যের অশুভ কর্ম্ম সকল দগ্ধ করেন না; কিন্তু লোক সকল স্বকীয় পুণ্য বলেই প্রব্রজ্যা অবলম্বন ও বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে; অনশনাদি দ্বারা কোন রূপ ফল সমুৎপন্ন হয় না। ফল মূল ভক্ষণ, মৌনাবলম্বন, অনিলাশন, শিরোমুণ্ডন, জটাভার ধারণ, স্থাবর গৃহত্যাগ, স্থণ্ডিলশয্যা বা ধরাশয্যা, নিত্য অনশন, অগ্নিশুশ্রূষা বা জলপ্রবেশ ইহার দ্বারা কদাচ জরা, মরণ ও ব্যাধি সকল বিনষ্ট এবং উত্তম গতি প্রাপ্তি হয় না; কেবল জ্ঞান বা কর্ম্ম দ্বারা জরা, মরণ ও ব্যাধি সমুদয় নষ্ট এবং উত্তম পদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যেমন অগ্নিদগ্ধ বীজ সমুদায় পুনরায় অঙ্কুরিত হয় না; সেই রূপ জ্ঞানদগ্ধ অবিদ্যা প্রভৃতি কখন আর আত্মাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু আত্মাশূন্য কাষ্ঠকুড্যসম দেহ সাগরের ফেনপুঞ্জের ন্যায় নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্বভূতশায়ী আত্মাকে লাভ করিতে পারেন; পুণ্যফলজনক শ্লোক বা শ্লোকার্দ্ধ পাঠ করিলে তাঁহার সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

'তত্ত্বং' এই দ্ব্যক্ষর হইতে শাস্ত্রের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া বেদমন্ত্র-চিহ্নিত ভিন্ন ভিন্ন শত সহস্র উপনিষদ্ দ্বারা 'আমিই ব্রহ্ম' এই রূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ

বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদবিৎ কহেন, পরলোক, ইহ লোক ও সুখ দুঃখ নাই এই রূপ জ্ঞানই মোক্ষের লক্ষণ। যিনি বেদার্থ সমুদায় অবগত হইয়াছেন ও বৈদিক কার্য্যে দক্ষ; যেমন দানবদল হইতে সকলে ভীত হয়; তদ্রূপ তিনিও বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠানে উদ্বিগ্ন হন। যদি তুমি বেদবিহিত যুক্তি-দ্বারা শ্রুতি ও স্মৃতিসম্বদ্ধ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে বৃথা তর্ক পরি-ত্যাগপূর্ব্বক শ্রুতি ও স্মৃতির আশ্রয় গ্রহণ কর। শম দম প্রভৃতি সাধনের বিপর্য্যয়-বশতঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। শান্তিশয় যত্নসহকারে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে তাঁহাকে জানা যাইতে পারে। তত্ত্বই বেদস্বরূপ; বেদও তত্ত্বের শরীর; বেদই তাঁহাকে বিদিত হইবার অদ্বিতীয় উপায়; আত্মা বিপ্রকাশ; তিনি বুদ্ধিতত্ত্বের জ্ঞেয়। দেব-গণের দেবত্ব বেদ হইতে প্রতিপন্ন; কর্ম্মের শুভাশুভ ফল বেদে কথিত আছে। প্রাণি-গণের প্রভাব যুগে যুগে প্রাদুর্ভূত হই-তেছে; কিন্তু ইন্দ্রিয়শুদ্ধি দ্বারা উহা পরি-ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেহেতু ইন্দ্রিয়সংযম দিব্য অনশনস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে স্বর্গ-লাভ ও দানবলে ভোগলাভ, জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ ও তীর্থস্থান দ্বারা পাপক্ষয় হয়।

রাজা যুধিষ্ঠির মহর্ষিমুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে দানধর্ম্ম শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভি-লাষ হইয়াছে; আপনি উহা কীর্ত্তন করুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রুতি-স্মৃতিসঙ্গত দানধর্ম্ম গৌরববশতঃ সততই আমার অভীষ্ট; এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। হস্তীর দেহচ্ছায়ায় তদীয় কর্ণ-পরি-বীজিত দ্রব্যাদি দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশ অযুত কল্প অক্ষয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জীবিকা নির্ব্বাহার্থ অন্নসহিত প্রচুর অর্থ প্রদান-পূর্ব্বক বৈশ্যকে আশ্রয় প্রদান করেন; তাঁহার সকল যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়। প্রতিকূল স্রোতোবাহিনী স্রোতস্বতীতে অর্থীকে অর্থ দান ও অন্নার্থী ইন্দ্রকে অন্ন দান করিলে সকল পাপ হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকে। উপরাগ-কালে ব্রাহ্মণকে দধিমণ্ড দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। পর্ব্বকালে দান করিলে দ্বিগুণ ফল, বসন্তাদি ঋতুকালে দান করিলে দশ গুণ ও বৎসরে দান করিলে শত গুণ ও বিষুবসংক্রমে দান করিলে অনন্ত ফল লাভ হয় এবং অয়ন ও ষড়শীতি সংক্রমণে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে। চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণকালে দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়।

যিনি ভূমি দান করেন নাই, তিনি পরজন্মে কখন ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যিনি যান প্রদান করেন নাই, তিনি যানারোহণে বঞ্চিত হন। ব্রাহ্মণ-দিগকে যে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করা হয়, পরজন্মে সেই সকল অভীষ্ট বস্তুর উপভোগ লাভ হয়। অগ্নির অপত্য সুবর্ণ, বিষ্ণুর তনয়া ভূমি ও সূর্য্যসুতা ধেনু এই সকল দান করিলে ত্রিলোক দানের

ফল লাভ হইয়া থাকে। দান অপেক্ষা শাশ্বত ফলপ্রদ আর কিছুই নাই। ত্রিলোকমধ্যে দান হইতেই শ্রেয়োলাভ হয়, এই নিমিত্ত বুদ্ধিমানেরা দানকেই প্রধান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা যুধিষ্ঠির মহাভাগ মার্কণ্ডেয়ের নিকট রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের স্বর্গপ্রাপ্তি-বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি দেব, দানব, রাক্ষস, বিবিধ রাজবংশ, সনাতন ঋষিবংশ, মনুষ্য, উরগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরাগণের দিব্য উপাখ্যান অবগত আছেন; এই জগতীতলে কিছুই আপনার অবিদিত নাই; অতএব ইক্ষ্বাকুবংশীয় কুবলাশ্ব ভূপতি কি প্রকারে স্বনামের পরিবর্ত্তে ধুন্ধুমার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আমি সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত এক্ষণে নিতান্ত সমুৎসুক হইয়াছি।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় ধর্ম্মরাজের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ধুন্ধুমারের উপাখ্যান কহিতে আরম্ভ করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! উতঙ্ক নামে এক সুপ্রসিদ্ধ মহর্ষি ছিলেন; রমণীয় মরুধন্ব প্রদেশে তাঁহার আশ্রম। তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করিবার নিমিত্ত বহু বৎসর দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু সাতিশয় প্রীত হইয়া তাঁহার নয়নপথে আবির্ভূত হইলেন।

মহর্ষি উতঙ্ক তাঁহাকে দর্শন করিবামাত্র অতিমাত্র বিনীত ভাবে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। হে দেব! তুমি সুরাসুর মানবপ্রভৃতি সমুদায় চরাচর, ব্রহ্ম, বেদ ও বেদ্য সৃষ্টি করিয়াছ। আকাশ তোমার মস্তক; চন্দ্র সূর্য্য দুই নয়ন, সমীরণ নিশ্বাস; হুতাশন তেজঃ; দিক্ সকল বাহু; মহার্ণব কুক্ষি; পর্ব্বত সকল উরু; অন্তরীক্ষ জঙ্ঘা; পৃথিবী চরণ এবং ওষধি সকল রোম। ইন্দ্র, চন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতা, অসুর, মহোরগ ও মহাযোগী মহর্ষিগণ বিনীত হইয়া বিবিধ বাক্যে তোমার স্তব করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশ্বর! তুমি সমুদায় চরাচর ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ; তুমি পরিতুষ্ট থাকিলে, সমুদায় জগৎ সুস্থ থাকে; তুমি রুষ্ট হইলে মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। হে পুরুষোত্তম! তুমিই একমাত্র ভয়াপহারক ও দেব মানব প্রভৃতি সর্ব্বভূতের সুখদাতা। হে দেব! তুমি ত্রিবিধ বিক্রম দ্বারা লোকত্রয় সংহার ও সমৃদ্ধ দানবদলকে বিনাশ করিয়াছিলে। দেবগণ তোমারই বিক্রমে নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে ভূতভাবন! তুমিই ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেন্দ্রগণকে পরাভূত করিয়াছ; তুমিই ভূতগণের কর্ত্তা ও সংহর্ত্তা। দেবগণ তোমাকে আরাধনা করিয়াই সর্ব্বপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

হৃষীকেশ মহাত্মা উতঙ্কের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, আমি প্রীত হইয়াছি; তুমি বর প্রার্থনা কর।

উতঙ্ক কহিলেন, দেব! তুমি সনাতন

পুরুষ ও জগতের স্রষ্টা; আমি যখন তোমাকে দর্শন করিয়াছি, তখন আমার আর কোন্ বর অবশিষ্ট আছে।

বিষ্ণু কহিলেন, আমি তোমার ধৈর্য্য ও ভক্তিগুণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি; অতএব অবশ্যই তোমাকে বর গ্রহণ করিতে হইবে।

মহাত্মা উতঙ্ক বর দানের নিমিত্ত শ্রীহরির নির্ব্বন্ধাতিশয় সন্দর্শন করিয়া অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্ রাজীবলোচন! যদি আমার প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বুদ্ধি যেন সত্য, ধর্ম্ম ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে নিয়ত নিযুক্ত থাকে এবং ভক্তি দ্বারা নিত্য নিত্য যেন আপনার সন্নিহিত হইতে পারি।

বিষ্ণু কহিলেন, হে দ্বিজ! আমার প্রসাদে তোমার সমুদায় কামনা পরিপূর্ণ হইবে। তোমার যোগ এরূপ দীপ্যমান হইবে যে, তুমি তদ্দ্বারা লোকত্রয় ও দেবগণের অসামান্য উপকার সাধন করিবে। হে দ্বিজ! ধুন্ধুনামা এক মহাসুর লোকত্রয়ের উৎসাদনার্থ ঘোরতর তপশ্চর্য্যা করিবে। ইক্ষ্বাকু বংশীয় রাজা বৃহদশ্বের পুত্র জিতেন্দ্রিয় অতি পবিত্র কুবলাশ্ব মদীয় যোগবল অবলম্বনপূর্ব্বক তোমারই শাসনে তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হইবে। ভূতভাবন ভগবান্ বিষ্ণু ইহা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

একাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! মহারাজ ইক্ষ্বাকু লোকযাত্রা সংবরণ করিলে, ধর্ম্মাত্মা শশাদ পৃথিবীপতি হইয়া অযোধ্যায় রাজ্য করিয়াছিলেন। বীর্য্যবান্ ককুৎস্থ তাঁহার পুত্র; ককুৎস্থের পুত্র অনেনা; অনেনার পুত্র পৃথু; পৃথুর পুত্র বিশ্বগশ্ব; বিশ্বগশ্বের পুত্র অদ্রি; অদ্রির পুত্র যুবনাশ্ব; যুবনাশ্বের পুত্র শ্রাব; শ্রাবের পুত্র শ্রাবস্তক; যিনি শ্রাবস্তী নাম্নী নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্রাবস্তকের পুত্র মহাবল বৃহদশ্ব; বৃহদশ্বের পুত্র কুবলাশ্ব। কুবলাশ্বের এক বিংশতি সহস্র পুত্র সমুৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহারা সকলেই বিদ্বান্, বলবান্ ও সমধিক তেজস্বী।

কুবলাশ্ব পিতা অপেক্ষাও অধিকতর গুণসম্পন্ন ছিলেন। পিতা বৃহদশ্ব তাঁহার শূরত্ব ও পরম ধার্ম্মিকতা অবলোকন করিয়া সমুচিত সময়ে তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। রাজলক্ষ্মী মহারাজ কুবলাশ্বে সংক্রামিত হইলে, রাজা বৃহদশ্ব তপোনুষ্ঠানের নিমিত্ত তপোবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মহর্ষি উতঙ্ক বৃহদশ্ব বনে গমন করিতেছেন শুনিয়া, সত্বরে তৎসন্নিধানে গমনপূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! প্রজাগণকে প্রতিপালন করাই আপনার উচিত; আমরা আপনার প্রসাদে নিরুদ্বেগে কাল যাপন করিতেছি; এই সসাগরা পৃথিবী আপনা হইতে

নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইতেছে; অতএব আপনি কদাচ অরণ্যে গমন করিবেন না। প্রজাগণের প্রতিপালনে যাদৃশ ধর্ম্ম অরণ্যে গমন করিলে কখন তাদৃশ হয় না। হে রাজেন্দ্র! পূর্ব্বে রাজর্ষিগণ প্রজা-পালনে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাদৃশ ধর্ম্ম আর কুত্রাপি নয়নগোচর হয় না। প্রজাগণ অবশ্য রক্ষণীয়; অতএব প্রজাগণকে রক্ষা করুন; নতুবা আমরা নির্ব্বিঘ্নে তপোনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইব না।

হে রাজন্! মরুধন্ব প্রদেশে আমার আশ্রমের অনতিদূরে বহু যোজন বিস্তীর্ণ, বহু যোজনায়ত ও বালুকারাশিতে পরি-পূর্ণ একটি সমুদ্র আছে; উহা উজ্জালক বলিয়া বিখ্যাত। মধুকৈটভের পুত্র মহা-সুর ধুন্ধু ঐ স্থানে ভূমির অভ্যন্তরে বাস করে। তাহার পরাক্রম অতি ভীষণ ও অপরিমিত। অতএব তাহাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ অরণ্যে গমন করাই আপ-নার উচিত। সেই দানব দেবগণকে বিনষ্ট ও সমুদায় লোক উৎসাদিত করি-বার নিমিত্ত ঘোরতর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার বরে দেব, দানব, নাগ, যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বের অবধ্য হইয়াছে। আপনি তাহাকে বধ করিতে কৃতনিশ্চয় হউন; আপনার বুদ্ধি যেন অন্যথাভূত না হয়; এ বিষয়ে আপনার মহতী কীর্ত্তি লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। সেই ক্রূর দৈত্য বালুকাবিলীন হইয়া নিদ্রিত থাকে; বৎস-রান্তে নিশ্বাস পরিত্যাগ করে। তাহার নিশ্বাস প্রভাবে ধূলি সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে; সশৈলকানন। পৃথিবী আকাশে উৎপতিত হইয়া সপ্তাহ এরূপ কম্পিত হয় যে, তদ্দ্বারা নিদারুণ স্ফুলিঙ্গ, ধূম ও অগ্নিশিখা বিনিঃসৃত হইতে থাকে। তখন সেই আশ্রমে অবস্থিতি করা একান্ত অসাধ্য হইয়া উঠে।

হে রাজেন্দ্র! আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত তাহাকে বিনষ্ট করুন, তাহা হইলে সমুদায় লোক সুস্থ হইবে। আমি স্পষ্ট বোধ করিতেছি; আপনিই তাহাকে বধ করিতে সমর্থ হইবেন; ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় তেজঃ দ্বারা আপনার তেজঃ বর্দ্ধিত করিবেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে এই বর প্রদান করিয়াছেন, যে "যে মহীপতি দুরন্ত দৈত্য ধুন্ধুকে বধ করিবার অভিলাষ করিবেন, দুরাসদ বৈষ্ণব তেজঃ তাঁহাতে প্রবিষ্ট হইবে" অতএব আপনি অলৌ-কিক বিষ্ণুতেজঃ আশ্রয় করিয়া সেই পরা-ক্রান্ত দৈত্যকে বধ করুন। সেই মহা-তেজাঃ ধুন্ধু অল্প তেজে শত বৎসরেও দগ্ধ হইবে না।

দ্ব্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

অপরাজিত রাজর্ষি বৃহদশ্ব উতঙ্কের বাক্য শ্রবণান্তর কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করি-য়াছি; অতএব আমাকে বিদায় করুন; আপনার আগমন কখন বিফল হইবে না; আমার পুত্র মহাবীর কুবলাশ্ব মহাভুজ পুত্রগণসমভিব্যাহারে আপনার অভিলষিত

কার্য্য সম্পাদন করিবে। মহর্ষি উতঙ্ক তথাস্তু বলিয়া, তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলে, তিনি পুত্রকে মহাত্মা উতঙ্কের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া অরণ্যে গমন করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! এই মহাবীর্য্য দৈত্য কে? কাহার পুত্র ও কাহার পৌত্র? ইহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহল জন্মিতেছে? আমি কখন ঈদৃশ বলবান্ দৈত্যের কথা শ্রবণ করি নাই; অতএব আপনি ইহার যথাভূত বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! শ্রবণ করুন। সমুদায় চরাচর প্রলয়-পয়োধি-জলে বিলীন হইলে, সর্ব্বলোকেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু সলিলরাশিমধ্যে শেষ ভুজঙ্গভোগে শয়নপূর্ব্বক যোগনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন। তৎকালে এই ভূমণ্ডল তাঁহার শয়নভূত ভুজঙ্গভোগে সংসক্ত ছিল। তিনি নিদ্রিত হইলে, তাঁহার নাভিদেশে সূর্য্যসদৃশ প্রভাসম্পন্ন এক পদ্ম বিনির্গত হইল। তাহাতে বেদচতুষ্টয়, মূর্ত্তিচতুষ্টয় ও মুখচতুষ্টয়সম্পন্ন সাক্ষাৎ লোকগুরু পিতামহ সমুৎপন্ন হইলেন।

ব্রহ্মার জন্ম গ্রহণের কিয়ৎকাল পরে মহাবল পরাক্রান্ত মধু ও কৈটভ নামে দানবদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুকে বহু যোজন বিস্তৃত ফণিফণায় শয়ান, কিরীট কৌস্তুভ-ধারী, পীত-কৌশেয়বাসাঃ ও সহস্র সূর্য্য-সদৃশ দীপ্যমান দৃষ্টিগোচর করিয়া বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইল এবং তাঁহার নাভি-কমলে কমললোচন কমলযোনিকে ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল। ব্রহ্মা অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিবিনিঃসৃত পদ্মনাল কম্পিত করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি প্রবোধিত হইলেন; এবং বলবান্ দানবদ্বয়কে অব-লোকন করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসানন্তর কহিলেন, হে দানবদ্বয়! তোমাদিগের প্রতি প্রীত হইয়াছি; অতএব তোমরা বর গ্রহণ কর।

তাহারা সহাস্য মুখে কহিল, হে সুরো-ত্তম! আমরা উভয়ে বরদাতা; অতএব তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে আমাদের নিকট বর প্রার্থনা কর।

ভগবান্ কহিলেন, তোমরা অসামান্য বীর্য্যসম্পন্ন; তোমাদের সমান পৌরুষ-শালী আর কেহই নাই; অতএব আমি লোকহিতার্থী হইয়া তোমাদিগের নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি যেন তোমাদিগকে বধ করিতে সমর্থ হই।

মধু-কৈটভ কহিল, হে পুরুষোত্তম! আমরা সত্য ও ধর্ম্মে নিতান্ত অনুরক্ত; রূপ, বল, শম, ধর্ম্ম, তপস্যা, চরিত্র ও দমে আমাদিগের সমান কেহ নাই। পূর্ব্বে আমরা স্বেচ্ছাচার-সময়েও মিথ্যা কহি নাই; অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত অন্যথা করিব। কিন্তু মহৎ গোলযোগ উপস্থিত হইল; তুমি যাহা কহিলে, তাহা প্রতিপালন করা অত্যন্ত কঠিন; কারণ, আমরা পূর্ব্বে তোমাকে এই বর প্রদান করিয়াছিলাম যে, তুমি আমাদিগকে অনাবৃত আকাশে বধ

করিবে এবং আমরা তোমার পুত্র হইব। তুমি এক্ষণে তাহার প্রতীকার কর; আমরা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহার যেন অন্যথা না হয়।

অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু তথাস্তু বলিয়া তাহাদিগের অভিলাষ পরিপূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া যখন দেখিলেন, কি আকাশ, কি পৃথিবী কুত্রাপি অনাবৃত স্থান নাই; তখন স্বকীয় অনাবৃত উরুদেশে নিশিত-ধার চক্র দ্বারা মধুকৈটভের শিরশ্ছেদন করিলেন।

ত্র্যধিক শততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পরাক্রান্ত ধুন্ধু সেই মধু-কৈটভের পুত্র। ঐ ধুন্ধু এক পদে দণ্ডায়মান ও ধমনিসন্তত-শরীর হইয়া তপস্যা করিয়াছিল। ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রীত হইয়া বর দানে উদ্যত হইলে, সে কহিল, হে ভগবন্! দেব, দানব, যক্ষ, সর্প, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ যেন আমাকে বধ করিতে না পারে, এই আমার অভিলষণীয় বর। পিতামহ তথাস্তু বলিয়া তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিলে, সে যথাবিধি তাঁহার চরণ বন্দনপূর্ব্বক সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর ধুন্ধু এই রূপ বর প্রাপ্ত হইয়া, পিতৃবধ-জনিত ক্রোধে অধীর হইয়া বারংবার বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয়পূর্ব্বক উৎপীড়িত করিতে লাগিল। পরিশেষে বালুকাচ্ছাদিত উজ্জালক সমুদ্রে আগমন-পূর্ব্বক ভূমির অভ্যন্তরে বালুকায় বিলীন থাকিয়া উতঙ্কাশ্রমের উৎপাত-স্বরূপ হইয়া উঠিল। ঐ দুষ্টাত্মা উতঙ্কাশ্রমের অনতি দূরে লোক বিনাশের নিমিত্ত তপোবল আশ্রয়পূর্ব্বক শয়ান হইয়া অগ্নি-শিখার ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। এমন সময়ে মহারাজ কুবলাশ্ব বল, বাহন, উতঙ্ক ও এক বিংশতি সহস্র পুত্র-সমভিব্যাহারে তাহাকে বধ করিতে যাত্রা করিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু উতঙ্কের নিয়োগানুসারে ও লোকের হিত কামনায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে কুবলাশ্ব শরীরে প্রবিষ্ট হইলেন।

আকাশে "শ্রীমান্ অবধ্য কুবলাশ্ব ধুন্ধুমার হইবেন," এই মহান্ শব্দ সমুত্থিত হইল; দেবগণ চতুর্দ্দিক্ হইতে দিব্য কুসুমকলাপ বিকীর্ণ করিলেন; দেবদুন্দুভি সকল স্বতই শব্দায়মান হইয়া উঠিল; সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল; দেবরাজ ধরাতল পাংশুশূন্য করিবার নিমিত্ত বারি বর্ষণ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ ধুন্ধু ও কুবলাশ্বের সমর দর্শনে সমুৎসুক হইয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। অন্তরীক্ষে তাঁহাদিগের বিমান সকল নয়নগোচর হইতে লাগিল।

কুবলাশ্ব বৈষ্ণব তেজে আপ্যায়িত হইয়া পুত্রগণকে উজ্জালক সাগরের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টনপূর্ব্বক খনন করিতে নিযুক্ত করিলেন। সপ্তাহ খননের পর বালুকার অভ্যন্তরে মহাবল ধুন্ধু দানবের সূর্য্যসদৃশ দীপ্যমান ভীষণ কলেবর দৃষ্টিগোচর হইল।

কালানলতুল্য দীপ্তকলেবর ধুন্ধু তৎকাল পর্য্যন্তও সুপ্ত ছিল। কুবলাশ্বের পুত্রগণ তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া, তীক্ষ্ণ শর, গদা, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, প্রাশ ও খড়্গ-দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল।

মহাবল ধুন্ধু তাহাদিগের অস্ত্রাঘাতে জাতক্রোধ হইয়া সমুদায় অস্ত্র ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং তাহার মুখ হইতে সকল-লোকভয়াবহ সংবর্ত্তকসদৃশ হুতাশন বিনিঃসৃত হইয়া ক্ষণমাত্রে কুবলাশ্বের পুত্রগণকে ভস্মাবশেষ করিল। পুত্রগণ কপিল-কোপানল-কবলিত সগরসন্তানগণের ন্যায় ভস্মীভূত হইলে, মহাতেজাঃ কুবলাশ্ব দ্বিতীয় কুম্ভকর্ণের ন্যায় প্রবুদ্ধ ধুন্ধু দানবের সমীপবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার দেহ হইতে রাশীকৃত সলিল বিনিঃসৃত হইল; রাজা কুবলাশ্ব সেই বারিময় তেজঃ পান করিলেন; পরে যোগবারি দ্বারা ধুন্ধুর মুখবিনিঃসৃত অগ্নি সমুদায় নির্ব্বাণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ক্রূরস্বভাব অদ্ভুতপরাক্রম দানবকে ভস্মীভূত করিলেন।

অনন্তর দেব ও মহর্ষিগণ প্রীত হইয়া কুবলাশ্বকে কহিলেন, তুমি বর গ্রহণ কর। তিনি তখন বিনীত ভাবে অঞ্জলি বন্ধনপূর্ব্বক প্রফুল্ল বদনে বলিলেন, হে দেবগণ! আমি যেন দ্বিজাতিগণকে ধন দান করিতে পারি; অরাতিগণের অনভিভবনীয় হই; নারায়ণের সহিত বিলক্ষণ সখ্য জন্মে; আমার অন্তঃকরণ যেন দ্রোহশূন্য হয়; সতত ধর্ম্মে অনুরাগ উৎপন্ন হয় এবং স্বর্গে অক্ষয় বাস প্রাপ্ত হই।

দেবগণ প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তথাস্তু বলিয়া অভিলষিত বর প্রদান করিলেন; ঋষিগণ ও গন্ধর্ব্বগণ উতঙ্কের সহিত কুবলাশ্বকে বিবিধ আশীর্ব্বাদ সহকারে সম্ভাষণ করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সেই সময়ে কুবলাশ্বের দৃঢ়াশ্ব, কপিলাশ্ব ও চন্দ্রাশ্ব নামে তিনটি পুত্র অবশিষ্ট ছিল; তাঁহাদের হইতেই মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরা দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! রাজা কুবলাশ্ব এই রূপে ধুন্ধু দৈত্যকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নামে বিখ্যাত হইলেন। আমি তোমার জিজ্ঞাসানুসারে ধুন্ধুমারের উপাখ্যান আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম; যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিবে, সে ধার্ম্মিক, পুত্রবান্ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইবে এবং তাহার কিছুমাত্র ব্যাধিভয় থাকিবে না।

চতুরধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! তদনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাতেজাঃ মার্কণ্ডেয়কে ধর্ম্মানুসারে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! সূর্য্য, চন্দ্রমাঃ, বায়ু, পৃথিবী, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ চিরকাল যাহা প্রত্যক্ষ অবলোকন ও পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুপরম্পরা যাহার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন; সেই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম, অন্যান্য বেদবিহিত ধর্ম্ম এবং পরমোৎকৃষ্ট স্ত্রীগণের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে। অতএব হে ব্রহ্মন্! আপনি পতিব্রতাদিগের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন। গুরু ও পতিব্রতা

স্ত্রীগণ অবশ্য মান্য। তাঁহাদিগের শুশ্রূষাও অতিশয় দুষ্কর। তাঁহারা যে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ, মনঃসংযম ও সদাচার অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বীয় পতিকে দেব তুল্য জ্ঞান করিয়া থাকেন, উহা নিতান্ত দুরূহ। সন্তানগণের পিতৃ মাতৃশুশ্রূষা ও কামিনীগণের পতিসেবা এই উভয়ই নিতান্ত দুষ্কর। কিন্তু ইহার মধ্যেও পতিশুশ্রূষার অপেক্ষা কঠিন কর্ম্ম আর কিছু দেখি না।

কামিনীগণ যে পতিপরায়ণা ও সত্য-বাদিনী হইয়া যথাকালে স্বামি-সহযোগে গর্ভবতী হন এবং দশ মাস সেই দুর্ব্বহ গর্ভভার বহনপূর্ব্বক পরিশেষে প্রাণপণে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিয়া অতি কষ্টে সন্তান প্রসব পূর্ব্বক স্নেহ-সহকারে পোষণ করেন; ইহা এক অলৌকিক কার্য্য। আর মানবেরা ক্রূরগণের মধ্যে বাস করিয়া লোকসমাজে, নিন্দিত হইয়াও যে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরাঙ্মুখ না হয়; তাহাও নিতান্ত দুষ্কর কার্য্য বলিতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে তপোধন! এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম সমুদায় ও ক্ষত্রধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব অনু-গ্রহ করিয়া কীর্ত্তন করুন। দুরাত্মা নৃশংস ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মানুষ্ঠান বা ধর্ম্ম লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভৃগুবংশা-বতংস! আমি আপনার নিকট উক্ত প্রশ্নানুযায়িক উত্তর শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা করি।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! আমি তোমার প্রশ্নানুসারে উক্ত সমুদায় বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। কোন কোন ব্যক্তি মাতাকে, কেহ কেহ বা পিতাকে অপেক্ষাকৃত গুরু বলিয়া জ্ঞান করেন। দেখ, মাতা অতি ক্লেশে সন্তানগণকে লালন পালন করেন, পিতাও পুত্র লাভাকাঙ্ক্ষায় তপস্যা, দেবযজন, বন্দন, তিতিক্ষা, অভিচার প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করেন। এই রূপে বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক চিন্তা করেন যে, এই পুত্র কিরূপ হইবে। পিতা মাতা পুত্র হইতে যশঃ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্তান ও ধর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি পিতামাতার আশা পূর্ণ করে; সেই যথার্থ ধর্ম্মজ্ঞ। যে ব্যক্তি পিতা-মাতাকে নিত্য সন্তুষ্ট করিয়া থাকে; তাহার ইহ কাল ও পর কালে শাশ্বত ধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি লাভ হয়। কামিনীগণ কেবল স্বীয় স্বামীর শুশ্রূষা দ্বারাই স্বর্গ লাভ করিতে পারে; কিন্তু যে রমণী পতির প্রতি ভক্তি না করে; কি যজ্ঞ, কি শ্রাদ্ধ, কি উপবাস তাহার সকলই বৃথা হয়। হে যুধিষ্ঠির! আমি এই প্রকরণ অবলম্বন করিয়া তোমার নিকট পতিব্রতা-দিগের ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিব; অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

পঞ্চাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কৌশিক নামে এক তপঃপরায়ণ ধর্ম্মশীল ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সাঙ্গোপনিষৎ বেদ অধ্য-য়ন করিতেন। একদা ঐ বিপ্র এক বৃক্ষ-মূলে বেদোচ্চারণ করিতেছিলেন, এমত

সময়ে এক বলাকা ঐ বৃক্ষের উপরিভাগ হইতে তাঁহার গাত্রে পুরীষ পরিত্যাগ করিল। ব্রাহ্মণ তদ্দর্শনে ক্রোধাভিভূত হইয়া বলাকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল। ব্রাহ্মণ বলাকা নিহত হইয়াছে দেখিয়া, কারুণ্যরসপরতন্ত্র হইয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং আমি রোষবশীভূত হইয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছি বলিয়া বারংবার অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

তপোধনাগ্রগণ্য কৌশিক বলাকা নিধননিমিত্ত এই রূপ পুনঃ পুনঃ অনুতাপ করিয়া ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদা তিনি পূর্ব্বচরিত এক গৃহস্থভবনে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, ঐ গৃহস্থপত্নী তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ক্ষণ কাল অপেক্ষা করুন, আমি ভিক্ষা আনয়ন করিতেছি। গৃহিণী এই বলিয়া ভবনমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ভিক্ষাপাত্র পরিষ্কৃত করিতেছেন, এমত সময় তাঁহার স্বামী ক্ষুধাতুর হইয়া আবাসে প্রবেশ করিলে, ঐ পতিব্রতা কামিনী স্বীয় পতিকে সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা প্রদান না করিয়াই পাদ্য, আচমনীয়, আসন ও বিবিধ সুমধুর ভক্ষ দ্বারা অতি বিনীত ভাবে স্বামীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। হে ধর্ম্মনন্দন! ঐ কামিনী প্রত্যহ ভর্ত্তার উচ্ছিষ্ট ভোজন, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান, অনন্যমনে কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার শুশ্রূষা ও মনোরঞ্জন করিতেন এবং সদাচার-সম্পন্ন, শুচি, দক্ষ ও কুটুম্বহিতৈষিণী ছিলেন। সতত সংযতচিত্তে দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের শুশ্রূষা করিয়া কাল যাপন করিতেন।

পতিব্রতা স্বীয় স্বামীর সেবা করিতে করিতে ভিক্ষাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণপূর্ব্বক সাতিশয় লজ্জিত হইয়া ভিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন ব্রাহ্মণ রোষকষায়িত লোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে বরাঙ্গনে! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে ক্ষণ কাল অপেক্ষা করিতে কহিয়া উপরুদ্ধ করিলে? বিদায় করিলে না কেন?

পতিব্রতা ব্রাহ্মণকে ক্রোধসন্তপ্ত দেখিয়া সান্ত্ববাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে বিদ্বন্! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ভর্ত্তাকে পরম দেবতা বলিয়া জ্ঞান করি; তিনি ক্ষুধিত ও শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন; অতএব আমি এতাবৎ কাল তাঁহার সেবা করিতেছিলাম।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, তুমি ব্রাহ্মণগণকে গুরু বলিয়া জ্ঞান কর না; কিন্তু কেবল স্বামীকেই গুরুতর বোধ করিয়া থাক; তুমি গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিয়াও ব্রাহ্মণগণের অবমাননা কর; উহা অতি অনুচিত। হে গর্ব্বিতে! মানবের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে প্রণাম করিয়া থাকেন। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, তুমি বৃদ্ধগণের

নিকট সদুপদেশ শ্রবণ কর নাই ; ব্রাহ্মণেরা অগ্নিসদৃশ ; উঁহারা মনে করিলে অনায়াসেই সমুদায় বসুন্ধরা দগ্ধ করিতে সমর্থ হন।

পতিব্রতা কহিলেন, হে তপোধন! ক্রোধ পরিত্যাগ করুন ; আমি বলাকা নহি ; আপনি ক্রোধদৃষ্টি দ্বারা আমার কি করিবেন ? আমি কদাচ দেবতুল্য মনস্বী ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞা করি না। এক্ষণে আপনি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি ব্রাহ্মণগণের তেজঃ ও মাহাত্ম্যের বিষয় বিলক্ষণ রূপ অবগত আছি। ব্রাহ্মণের ক্রোধপ্রভাবেই সমুদ্রের জল লবণাক্ত ও নিতান্ত অপেয় হইয়াছে। আর আমি কঠোরতপাঃ মুনিগণেরও প্রভাব জ্ঞাত আছি ; তাঁহাদের ক্রোধাগ্নি অদ্যাপি দণ্ডকারণ্যে প্রদীপ্ত রহিয়াছে। দেখুন, দুরাত্মা বাতাপি ব্রাহ্মণগণকে পরিভব করিয়াই মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক জীর্ণ হইয়াছে।

হে বিপ্র! মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের বহুবিধ প্রভাব শ্রুত হইয়াছি। তাঁহাদের যেমন ক্রোধ অসীম, প্রসাদও তদ্রূপ। হে ব্রহ্মন্! আপনি আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করুন। আমার মতে পতিশুশ্রূষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ধর্ম্ম এবং ভর্ত্তা সমুদায় দেবগণ অপেক্ষাও প্রধান ; আমি অবিচলিত ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিয়া থাকি। আপনি তাহার ফল প্রত্যক্ষ দেখুন ; আপনি যে ক্রোধানলে বলাকা দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি।

হে বিপ্রেন্দ্র! ক্রোধ মনুষ্যগণের পরম শত্রু। যিনি ক্রোধ মোহ পরিত্যাগ করেন, সতত সত্য বাক্য কহেন ও গুরুজনকে সন্তুষ্ট করেন, যিনি হিংসিত হইয়াও হিংসা করেন না, সতত শুচি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত হইয়া থাকেন এবং কাম, ক্রোধপ্রভৃতি রিপুবর্গকে বশীভূত করেন। যিনি সমুদায় লোককে আত্মবৎ বিবেচনা করেন ও সর্ব্ব ধর্ম্মে রত হন, যিনি যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও যথাশক্তি দান করিয়া থাকেন, যিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অপ্রমত্ত হইয়া বেদাধ্যয়ন করেন, দেবগণ তাঁহাকেই যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন। ব্রাহ্মণগণ সদা সত্য বাক্য কহিয়া থাকেন ; তাঁহাদের মনে কখনই অনৃতপ্রবণ হয় না। বেদাধ্যয়ন, দম, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও সত্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণের নিত্য ধর্ম্ম ; অতএব সতত ব্রাহ্মণের কুশল চিন্তা করিবে। প্রাচীনেরা কহেন যে, শাশ্বত ধর্ম্ম অতি দুর্জ্ঞেয় ; উহা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং শ্রুতিই উহার প্রমাণ ; ফলতঃ ধর্ম্ম নানাপ্রকার কিন্তু অতি সূক্ষ্ম পদার্থ। আপনি স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, ধর্ম্মজ্ঞ ; কিন্তু বোধ হয়, আপনি যথার্থ ধর্ম্ম জানেন না।

হে ভগবন্! যদি যথার্থ প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত না থাকেন, তবে মিথিলায় গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করুন। ঐ ব্যাধ সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সতত পিতামাতার সেবা করিয়া থাকে ; সে আপনার নিকট ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিবে ;

আপনি তথায় গমন করুন। হে ব্রহ্মন্! অবলাগণ ধার্ম্মিকদিগের অবধ্য; অতএব আপনি আমার এই রমণী স্বভাব-সুলভ বাচালতাদোষ মার্জ্জনা করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে শোভনে! আমি তোমার প্রতি পরম প্রীত হইয়াছি; আমার ক্রোধেরও উপশম হইয়াছে। তোমার তিরস্কার বাক্য আমার সাতিশয় হিতকর হইল; তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে আমি চলিলাম।

তপোধন কৌশিক এই রূপে সেই পতিব্রতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

ষড়ধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্! দ্বিজোত্তম কৌশিক সেই পতিব্রতাকথিত আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত চিন্তা করিয়া আপনাকে নিতান্ত ঘৃণিত ও অপরাধিবৎ বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি যখন চিন্তা করিয়াও স্বধর্ম্মের সূক্ষ্মতম গতি বোধগম্য করিতে অসমর্থ হইলেন, তখন স্থির করিলেন যে, মিথিলাতে যে ধর্ম্মব্যাধ বাস করেন, ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার নিমিত্ত তাঁহার সমীপেই গমন করি। মহাত্মা কৌশিক মনে মনে সেই পতিব্রতা কথিত অগোচর-সম্পন্ন বলাকা-বৃত্তান্ত ও ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বাক্য চিন্তা করিতে করিতে ভূরি ভূরি অরণ্য, গ্রাম ও নগর অতিক্রম করিয়া মিথিলা নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই জনক-পরিপালিত পুরী প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানে বিমান সকল শোভা পাইতেছে; স্থানে স্থানে প্রশস্ত রথ্যাপ্রণালী ক্রমে সুচারু রূপে নির্ম্মিত হইয়াছে; কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে রথ, কোন স্থানে অন্যান্য যান সকল শোভমান হইতেছে; কোন স্থানে বা যোদ্ধৃগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে। সমুদয় স্থানই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ। সমুদায় লোকই হৃষ্ট পুষ্ট; নগরের চতুর্দ্দিকই ধর্ম্মালয়; যজ্ঞোৎসব ও সুরম্য হর্ম্ম্য সমূহে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ এবম্প্রকার বহুবৃত্তান্তশালী স্থান সকল অতিক্রম করিয়া ধর্ম্মব্যাধের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে তত্রত্য দ্বিজগণ তাঁহাকে সকল বৃত্তান্ত কহিলেন; তিনি তদনুসারে তথায় গমন-পূর্ব্বক দেখিলেন, তপস্বী ব্যাধ সূনামধ্যে আসীন হইয়া মৃগ ও মহিষের মাংস বিক্রয় করিতেছে।

মহাত্মা কৌশিক সেই স্থানে ক্রেতৃ-জনসম্বাধ অবলোকন করিয়া একান্তে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। ব্যাধ ব্রাহ্মণের আগমনবৃত্তান্ত মনে মনে অবগত হইয়া সহসা সম্ভ্রমসহকারে উত্থানপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে গমন করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজোত্তম! আমি আপনাকে অভিবাদন করি; আপনার সকল কুশল? হে বিপ্র! এই ব্যাধকে কি করিতে হইবে, আদেশ করুন। সেই পতিব্রতা রমণী আপনাকে মিথিলায় আগমন করিতে কহিয়াছেন; আপনি যে

নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, আমি তৎ-সমুদায় অবগত হইয়াছি।

কৌশিক প্রথমে ব্যাধের সম্ভাষণমাত্রেই বিস্মিত হইয়াছিলেন; এক্ষণে আবার তাঁহার মুখ হইতে আপনার গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ হইল দেখিয়া সমধিক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ব্যাধ কহিল, ভগবন্! এই দেশ আপনার অপরিচিত; অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে চলুন, গৃহে গমন করি। ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধের বাক্যে অনুমোদন করিলে, সে পরমাহ্লাদ-পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে অগ্রসর করিয়া আপন আলয়ে গমন করিল। ব্রাহ্মণ তাঁহার রমণীয় গৃহে প্রবেশ এবং আসন, পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণপূর্ব্বক সুখোপবিষ্ট হইয়া কহিলেন, তাত! এই মাংসবিক্রয় কর্ম্ম তোমার নিতান্ত অযোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বলিতে কি, আমি তোমার এই বিসদৃশ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত অনুতাপিত হইয়াছি।

ব্যাধ কহিলেন, হে দ্বিজবর! আমি স্বীয় ধর্ম্মানুসারে পূর্ব্বপুরুষ-পরম্পরাগত কুলোচিত কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; অতএব আপনি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি বিধিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক বৃদ্ধ ও গুরুজনদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে সেবা করিয়া থাকি; সত্য বাক্য ব্যবহার করি; কাহারও প্রতি অসূয়া প্রদর্শন করি না; যথাসাধ্য দান করি; দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যগণের ভুক্তশেষ ভোজন করিয়া থাকি; কাহারও কখন কিঞ্চিন্মাত্র কুৎসা বা নিন্দা করি না। হে দ্বিজোত্তম! পূর্ব্বকৃত-কর্ম্ম কর্ত্তার অনুগমন করে; তদনুসারেই কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য, দণ্ডনীতি ও ত্রয়ী-প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপজীবিকা হইয়া উঠে। শূদ্রের কর্ম্ম সেবা, বৈশ্যের কৃষি, ক্ষত্রিয়ের সংগ্রাম ও ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র ও সত্য। রাজা স্বকর্ম্মানুগত প্রজাগণকে ধর্ম্মানুসারে শাসন করেন এবং কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিগণকে স্ব স্ব কর্ম্মে সংযুক্ত করেন। সর্ব্বদা নৃপতিগণকে ভয় করিবে; কারণ, তাঁহারা প্রজাগণের অধীশ্বর হইয়া শর-নিবারিত মৃগের ন্যায় ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রজাগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবারিত করেন।

হে দ্বিজোত্তম! এই জনক-রাজ্যে এক ব্যক্তিও কুকর্ম্মী নাই; চতুর্ব্বিধ বর্ণই স্ব স্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনুরক্ত। রাজা জনক আপনার পুত্র দণ্ডার্হ হইলে তাহারও দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। তিনি কদাচ ধার্ম্মিকের গ্লানি বা হানি করেন না। তিনি শ্রী, রাজ্য ও দণ্ডপ্রভৃতি সমুদায় রাজকার্য্যই আচার, ব্যবহার ও ধর্ম্মানুসারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন। সকল রাজারাই স্বীয় ধর্ম্মানুসারে উন্নতি বাসনা করেন এবং সমুদায় বর্ণকে প্রতিপালন পূর্ব্বক কাল যাপন করিয়া থাকেন।

হে ব্রহ্মন্! আমি স্বয়ং পশুহত্যা করি না; অন্যের হত বরাহ ও মহিষের মাংস সর্ব্বদা বিক্রয় করিয়া থাকি। আমি মাংস ভোজন করি না; শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে স্ত্রীসহবাস ও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া

রাত্রিতে ভোজন করি। যে ব্যক্তি এই রূপ নিয়মানুষ্ঠান করে, সে কদাচার হইলেও ক্রমে ক্রমে সদাচার হইয়া উঠে।

নরেন্দ্রগণের অত্যাচার বশতঃ মহান্ ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ হয়; অধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; পরিশেষে প্রজাগণও সঙ্করদোষে দূষিত হয়; এবং রাজ্যমধ্যে ভীষণাকৃতি, বামন, কুব্জ, স্থূলমস্তক, ক্লীব, অন্ধ, বধির ও স্তব্ধলোচন মানবগণ উৎপন্ন হয়। ফলতঃ পার্থিবগণের অধর্ম্মই প্রজাগণের বিনাশের মূল। রাজা জনক সর্ব্বদা স্বধর্ম্মানুগত হইয়া অনুগ্রহসহকারে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণের পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত তাঁহার রাজ্যও নিরাময়।

যাহারা আমাকে নিন্দা করে এবং যাহারা প্রশংসা করে, আমি বিনয়সম্পন্ন কর্ম্ম দ্বারা তাহাদিগের সকলকেই পরিতুষ্ট করি। সতত সাধ্যানুসারে অন্নদান, তিতিক্ষা, ধর্ম্মনিত্যতা ও সকলকে সমুচিত প্রতিপূজা করিবে। ত্যাগই মনুষ্যগণের প্রধান ধর্ম্ম। মিথ্যা বাক্য একবারে পরিত্যাগ করিবে; অযাচিত হইয়াও অন্যের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে; কাম, ক্রোধ, বা দ্বেষের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। প্রিয় ঘটনায় অতিমাত্র হৃষ্ট হইবে না; অপ্রিয় ঘটিলেও একান্ত ম্রিয়মাণ হইবে না, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে মুহ্যমান হইবে না এবং ধর্ম্মও পরিত্যাগ করিবে না। যদি কিঞ্চিৎ অপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে পুনরায় আর সে কর্ম্ম করিবে না। যাহা কল্যাণকর বোধ করিবে, তাহাতেই সতত অনুরক্ত থাকিবে; পাপীর প্রতি পাপাচরণ করিবে না; প্রত্যুত সর্ব্বদা সাধুই হইবে। যে ব্যক্তি পাপাচরণ করিতে ইচ্ছা করে, সে স্বতই বিনষ্ট হয়। পাপাত্মা অসাধুগণের এই প্রকার অসাধু আচরণ। যাহারা ধর্ম্ম নাই মনে করিয়া সাধুগণকে উপহাস ও ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, তাহারা নিঃসন্দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

পাপাত্মা ব্যক্তি আধ্মাত ভস্ত্রার ন্যায় বৃথা নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; অহঙ্কারী মূঢ়গণের চিন্তা নিতান্ত অসার। যেমন প্রভাকর দিবাভাগে রূপসকল প্রকাশিত করেন, সেই রূপ তাহাদিগের অন্তরাত্মাই কেবল তাহাদিগের রূপ আবিষ্কৃত করেন। মূর্খ ব্যক্তি কেবল আত্মশ্লাঘা দোষে লোকের নিকট প্রভাহীন থাকে; কিন্তু কৃতবিদ্য ব্যক্তি শ্রীভ্রষ্ট হইলেও শোভমান হন। অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন এমত গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্ল্লভ। কুকর্ম্ম করিয়া অনুতাপ পূর্ব্বক পাপ হইতে মুক্ত হয়; এবং পুনরায় এতাদৃশ কর্ম্ম করিব না বলিয়া নিশ্চয় করিয়া কোন প্রকার সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে দ্বিতীয় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে এই প্রকার শ্রুতি নয়নগোচর হয়।

ধর্ম্মশীল ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ পাপাচরণ করিলেও নিষ্পাপ থাকিতে পারেন; কারণ, প্রমাদবশতঃ যে পাপ অনুষ্ঠিত হয়; উপার্জ্জিত ধর্ম্ম হইতে তাহার বিনাশ হয়।

পাপ কর্ম্ম করিয়া অস্বীকার করিলে স্বীয় অন্তরাত্মা ও দেবগণ তাহা দেখিতে পান। যিনি ধনাদি দানপূর্ব্বক সাধুগণের ন্যূনতা পরিহার করিয়াছেন এবং শ্রদ্ধান্বিত ও অসূয়াশূন্য হন, তিনি আপনার মোক্ষের উপায় সঙ্কলন করেন। যে ব্যক্তি প্রথমে পাপাচরণ করে, সে যদি পুনরায় কল্যাণ-পথের পান্থ হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি মহামেঘবিনির্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যেমন আদিত্য উদিত হইয়া অন্ধকার বিনষ্ট করেন, সেই রূপ কল্যাণকর কর্ম্ম সমুদায় পাপ বিনষ্ট করে।

হে দ্বিজোত্তম! লোভই সমুদায় পাপের আশ্রয়; অনধীতশাস্ত্র, অদূরদর্শী, লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে অনুরক্ত হয়। অধার্ম্মিক ব্যক্তি তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায় কপট ধর্ম্ম-রূপ আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে; বাহ্যে তাহাদিগের পবিত্র ভাব, দম ও ধর্ম্মানুগত আলাপ এ সকল দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু শিষ্টাচার তাহাদিগের নিকট সুদূরপরাহত।

মহাপ্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! আমি কি প্রকারে শিষ্টাচার-বিষয়ক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি? হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ মহামতে! তোমার নিকট এই বিষয় সবিশেষ জানি-বার নিমিত্ত আমার একান্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে; অতএব যথাযোগ্য বর্ণনা করিয়া পরিতৃপ্ত কর।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদ ও সত্য এই পাঁচটি পবিত্র বিষয় শিষ্টাচারের অঙ্গ। যাঁহারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ ও কপটতা বশী-ভূত করিয়া ইহাই ধর্ম্ম এই রূপ বোধে সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁহারাই শিষ্ট ও শিষ্ট-গণের সম্মত। সেই সকল স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কখন স্বেচ্ছাচার করেন না। সদাচার সংরক্ষণই সেই সকল শিষ্ট-গণের অদ্বিতীয় লক্ষণ।

আর গুরুশুশ্রূষা, সত্য, অক্রোধ, দান, এই চারিটি শিষ্টাচারের অঙ্গস্বরূপ। লোকে শিষ্টাচারে সম্পূর্ণরূপ মনোনিবেশ করিয়া যে সকল আচার ব্যবহারের অনু-ষ্ঠান করে, তাহা সকলেরই গ্রাহ্য; কেহই অন্যথা করিতে পারে না। বেদের রহস্য সত্য, সত্যের রহস্য দম, দমের রহস্য ত্যাগ, এই সকল শিষ্টাচারের লক্ষণ; ফলতঃ ত্যাগ না থাকিলে দম থাকে না; দম না থাকিলে সত্য থাকে না; সত্য জ্ঞান না হইলে বেদ নিষ্ফল হয়।

যে সকল মনুষ্য ভ্রান্তিবশতঃ ধর্ম্মের প্রতি অসূয়াপর হয়, তাহারা স্বয়ং অপথে পদার্পণ করে এবং যাহারা তাহাদের অনু-গামী হয়, তাহারাও পীড্যমান হইতে থাকে। যাঁহারা সুসংযত, বেদানুরক্ত, দানপরায়ণ, ধর্ম্মপথের পান্থ ও সত্য ধর্ম্মে সংসক্ত, তাঁহারাই শিষ্ট। শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তি বুদ্ধিকে সংযত করিয়া উপাধ্যায়ের মতানুবর্ত্তী এবং ধর্ম্মার্থের পরিদর্শক হন।

নাস্তিক, অমর্য্যাদক, ক্রূর ও পাপ-

গাতদিগকে পরিত্যাগ করুন; জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করুন এবং ধার্ম্মিকগণের সেবা করুন। ধৈর্য্যময়ী নৌকা অবলম্বন করিয়া কামক্রোধরূপ যাদোগণ সমাকীর্ণ, পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ সলিলে পরিপূর্ণ, অতি দুর্গম জন্মনদী উত্তীর্ণ হউন। যেমন শুক্লবর্ণ বস্ত্র রঞ্জিত হইলে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানযোগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে সঞ্চিত ধর্ম্ম শিষ্টাচারে মিলিত হইলে পরম রমণীয় হইয়া উঠে।

অহিংসা ও সত্য বচন সকলপ্রাণীরই হিতকর; অহিংসা পরম ধর্ম্ম; সেই অহিংসা সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রবৃত্তি সকল সত্যে সংসক্ত হইলে বিচলিত হয় না; শিষ্টাচারসমন্বিত সত্যেরই অধিক গৌরব। সদাচারই সাধুগণের ধর্ম্ম ও সদাচারই সাধুগণের লক্ষণ।

যে জন্তুর যে প্রকার প্রকৃতি সে তাহাই প্রাপ্ত হয়; অতএব পাপাত্মা ব্যক্তি কামক্রোধাদি দোষই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ন্যায়ানুগত কর্ম্মই ধর্ম্ম ও অনাচারই অধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহাদিগের ক্রোধ নাই, অসূয়া নাই, অহঙ্কার নাই, মাৎসর্য্য নাই, কপটতা নাই ও যাঁহারা শান্তস্বভাব, যাঁহারা ত্রয়ী বিদ্যায় অভিজ্ঞ, শুদ্ধাচার, মনস্বী, গুরুশুশ্রূষায় নিযুক্ত ও দমপরায়ণ, তাঁহারাই শিষ্টাচার-সম্পন্ন। যাঁহারা সত্যপরায়ণ, যাঁহাদিগের সদাচার অনন্যসাধারণ, যাঁহারা স্বকৃত সৎ কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র সৎকৃত হন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে হিংসাদি দোষ সকল তিরোহিত হয়। যে সকল মনীষী সাধুগণের আচরিত অনাদি অবিনশ্বর ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করেন, তাঁহাদিগেরই স্বর্গ লাভ হয়। আস্তিক, অভিমানশূন্য, বিপ্রসেবা নিরত, শাস্ত্রাভিজ্ঞ ও সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিরাই স্বর্গে বাস করেন।

বেদোক্ত পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম ও শিষ্টাচার এই তিনটী শিষ্টদিগের ধর্ম্ম। যাঁহাদিগের বিদ্যায় পারদর্শিতা, তীর্থে অবগাহন, ক্ষমা, সত্য, সরলতা, সদাচার-দর্শন, সর্ব্বভূতে দয়া, অহিংসা, অপারুষ্য, দ্বিজগণে প্রীতি, শুভাশুভ কর্ম্মের পরিমাণ দর্শন থাকে, যাঁহারা ন্যায়ানুগত, গুণবান্, সর্ব্বলোক-হিতৈষী, শক্রযোগ-সম্পন্ন স্বর্গ-জিৎ, সৎপথাবলম্বী, দাতা, দীনানুগ্রহকারী, সকলের পূজনীয়, শাস্ত্রসম্পন্ন, তপস্বী ও সর্ব্বভূতে দয়াবান্, তাঁহারাই শিষ্টসম্মত শিষ্ট। যাঁহারা দানপরায়ণ, তাঁহারা ইহ লোকে উন্নতি ও পর লোকে সুখময় লোক প্রাপ্ত হন। যাঁহারা কলত্র ও ভৃত্যের পীড়াতে সতত অবহিত থাকেন, সাধ্যাতীত দান করেন, সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ করেন, লোকযাত্রা, ধর্ম্ম ও আত্মহিতকর কর্ম্ম সকল অবলোকন করেন, তাঁহারাই সাধু ও চির কাল উন্নতি লাভ করেন। যাঁহারা অহিংসা পরায়ণ, সত্যবাদী, অনৃশংস, ঋজু, অদ্রোহী, অনভিমানী, হ্রীমান্, তিতিক্ষু, ধীমান্, ধৃতিমান্, সর্ব্বভূতে দয়াবান্ ও কামদ্বেষ বিবর্জ্জিত, তাঁহারাই সাধু ও লোকসাক্ষী।

কখন পরের অনিষ্ট চিন্তা করিবে না;

দান করিবে ও সত্য কথা কহিবে; সাধুগণ এই ত্রিবিধ ব্যবহারকে সৎপথ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। শিষ্টাচার সম্পন্ন মহাত্মারা সর্ব্বত্র দয়াবান্ ও সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম লাভ করেন; অসূয়া, ক্ষমা, শান্তি, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, কাম, ক্রোধ পরিত্যাগ ও শিষ্টাচার নিষেবণ ইহাই তাঁহাদিগের ধর্ম্ম। তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল শাস্ত্রসম্মত ও পথ অতি উত্তম। ধর্ম্মানুগত ব্যক্তিরা শিষ্টাচার সেবা করেন। লোকে জ্ঞানপ্রাসাদে আরোহণ করিলে মহৎ ভয় হইতে পরিমুক্ত হয়। তাহারা বিবিধ লোকের আচার ব্যবহার, পুণ্য ও পাপ কর্ম্ম সকল পর্য্যবেক্ষণ করে। হে দ্বিজোত্তম! আমি যাহা শ্রবণ করিয়াছি, জ্ঞানানুসারে তৎ সমুদায় আপনাকে কহিলাম।

সপ্তাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! তৎপরে ধর্ম্মব্যাধ পুনরায় ব্রাহ্মণকে কহিতে লাগিল, হে ব্রাহ্মণ! আমি যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, উহা নিতান্ত নিদারুণ; সন্দেহ নাই। বিধিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্; পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; দেখুন, আমি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদোষেই এই কুকর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। হে বিপ্র! আমি এই দোষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করিতেছি; কিন্তু বিধির কি অনুল্লঙ্ঘনীয় প্রভাব! কোন ক্রমেই উহা পরিহার করিতে পারিতেছি না। হে দ্বিজসত্তম! বিধিই প্রাণিগণকে সংহার করেন; ঘাতক কেবল নিমিত্তমাত্র। তদনুসারে আমরাও পশুবধে কেবল নিমিত্তভূত হইয়াছি। হে ব্রহ্মন্! আমরা যে সমুদায় পশুমাংস বিক্রয় করি, উহা ভক্ষণ করিলে ধর্ম্ম হয়; কারণ উহা দ্বারা দেব, অতিথি, ভৃত্য ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। আর ওষধি, লতা, পশু, মৃগ ও পক্ষী সকল যে, লোকের ভক্ষ্য, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। হে দ্বিজসত্তম! উশীনরনন্দন শিবি আপনার মাংস প্রদান করিয়া দুষ্প্রাপ্য স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে মহারাজ রন্তিদেবের মহানসে প্রত্যহ দুই সহস্র গো বধ হইত। তিনি ঐ দুই সহস্র পশু হত্যা করিয়া প্রতিদিন অতিথি ও অন্যান্য জনগণকে সমাংস অন্ন প্রদানপূর্ব্বক লোকে অতুল কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! চাতুর্ম্মাস্যে পশুবধের বিধান আছে; শ্রুতিতেও অগ্নি মাংসাভিলাষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞে মন্ত্রসংস্কৃত পশু সকল বধ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে অগ্নি যদি মাংসকাম না হইতেন, তাহা হইলে মাংস কদাপি লোকের ভক্ষ্য হইত না। আর মুনিগণও এ বিষয়ের বিলক্ষণ বিধান করিয়া গিয়াছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিধানানুসারে শ্রাদ্ধে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে মাংস প্রদান করিয়া ভক্ষণ করে, তাহার মাংসভোজন দোষাবহ নহে; প্রত্যুত শ্রুত্যনুসারে তাহাকে অমাংসাশী বলা যায়। যেমন

ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঋতুকালে স্বীয় পত্নীতে গমন করিলে তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না; তদ্রূপ বিধিবোধিত মাংস ভক্ষণ করিলে কোন ক্রমে তাহাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এস্থলে সত্য ও অনৃত বিশেষরূপে বিনিশ্চয় করিয়া এই বিধি অভিহিত হইয়াছে। কিন্তু মহারাজ সৌদাস শাপাভিভূত হইয়া যে মনুষ্যগণকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন; উহা আমার নিতান্ত ঘৃণাকর বলিয়া বোধ হয়।

হে দ্বিজোত্তম! আমি স্বধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া আপনার ব্যবহার পরিত্যাগ করি না; প্রত্যুত আপনার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া উহাদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। হে ব্রহ্মন্! স্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে অধর্ম্ম হয়; যে ব্যক্তি স্বকর্ম্মনিরত, তাহাকে ধার্ম্মিক বলা যায়। জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়; বিধাতা কর্ম্মনির্ণয়ে এই রূপ বিধিই নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই কর্ম্মনির্ণয় নানাপ্রকার; কোন অশুভ কার্য্য উপস্থিত হইলে কিপ্রকারে তাহা হইতে বিমুক্ত হইব ও কিরূপেই বা শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিব, তাহা বুদ্ধিপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করা উচিত। হে দ্বিজ-সত্তম! আমি দান, সত্যবাক্যকথন, গুরুশুশ্রূষা ও দ্বিজাতিপূজনপ্রভৃতি ধর্ম্মে সতত নিরত থাকি এবং কখন অভিমান বা কাহারও নিন্দা করি না।

হে মহাত্মন্! অনেকে কৃষিকর্ম্মকে উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন; কিন্তু ঐ কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে অনেক হিংসা করিতে হয়; দেখুন, পুরুষগণ লাঙ্গল দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিতে করিতে বহুবিধ প্রাণিগণের প্রাণ সংহার করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? ব্রীহি প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুকে লোকে বীজ কহে, তৎ-সমুদায়ই জীব; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

লোকে পশুগণকে আক্রমণ-পূর্ব্বক বধ ও তাহাদের মাংস ভক্ষণ এবং বৃক্ষ ও ওষধি সমুদায় ছিন্ন করে। হে ব্রহ্মন্! কি বৃক্ষ, কি ফল, কি জল, সকল বস্তুতেই বহুবিধ জীব আছে; অতএব এ বিষয়ে আপনি কি বিবেচনা করেন? অনেক প্রাণী প্রাণিভক্ষণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, এবং এমন অনেক জীব জন্তু আছে, যাহারা পরস্পর পরস্পরকে পাইলে ভক্ষণ করে; দেখুন, মৎস্যগণ মৎস্য ভক্ষণ করিয়া থাকে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? এই জগৎ বহুবিধ অসংখ্য জীবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে; এই নিমিত্ত মনুষ্য-গণ ভ্রমণ করিতে করিতে পদাঘাতে কত শত জীব জন্তুর প্রাণ সংহার করে; এবং উপবিষ্ট ও শয়ান হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনেকানেক প্রাণিগণকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়? সমুদায় পৃথিবী ও আকাশ জীবে পরিপূর্ণ; অণুমাত্রও প্রাণিগণশূন্য স্থান নাই; এই নিমিত্ত লোকে অজ্ঞাতসারে অবশ্যই তাহাদিগকে বিনষ্ট করে; অতএব এ বিষয়ে আপনার কি বিবেচনা হয়?

পূর্ব্বে মহাত্মারা অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু দেখুন, এই লোকমধ্যে কোন্ ব্যক্তি হিংসা না করে? বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেহই অহিংসক নাই; অহিংসানিরত যতিগণও হিংসা করিয়া থাকেন; তবে অহিংসার নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ থাকেন বলিয়া তাঁহাদের হিংসাদোষ অতি অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর দেখুন, সৎকুলজাত বহুগুণশালী পুরুষগণ অতিশয় নিন্দনীয় কর্ম্ম করিয়াও লজ্জিত হয় না; মনুষ্যগণ কি সুহৃৎ, কি অমিত্র, কি সম্যক্ প্রবৃত্ত লোক, কি সমৃদ্ধ বান্ধব কাহাকেও অভিনন্দন করে না। পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়গণ গুরু জনের নিন্দা করে। এই রূপে বিপর্য্যয়বশতঃ লোকে নানাপ্রকার ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। হে দ্বিজবর! ধর্ম্মাধর্ম্মমূলক কর্ম্মের বিষয় বর্ণন করিতে অনেক অবশিষ্ট রহিল; কিন্তু যে সকল ব্যক্তিরা স্বকর্ম্মনিরত, তাহারাই যশস্বী ও মান্য হয়।

অষ্টাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডব! ধার্ম্মিকবর ধর্ম্মব্যাধ পুনর্ব্বার দ্বিজসত্তম কৌশিককে কহিল, হে কৌশিক! বৃদ্ধপরম্পরায় কহিয়া থাকেন, বেদপ্রমাণক ধর্ম্মই যথার্থ ধর্ম্ম, উহার গতি অতি সূক্ষ্ম; উহার শাখা বহুল ও অনন্ত; প্রাণসঙ্কট ও বিবাহকাল উপস্থিত হইলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা দোষাবহ নহে; এই প্রকার স্থলে মিথ্যা সত্যে ও সত্য মিথ্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; অতএব যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। দেখুন, ধর্ম্মের গতি কি সূক্ষ্ম! যাহা ধর্ম্মের নিতান্ত বিপরীত তাহাও ধর্ম্মমধ্যে পরিগণিত হইল।

লোকে যে কিছু শুভ বা অশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, কোন না কোন সময়ে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিয়া থাকে। কেহ কেহ বিষম শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়া থাকে; কিন্তু সেই সমস্ত অনভিজ্ঞ লোকেরা স্ব স্ব কর্ম্মদোষ দর্শন করে না। চপল, শঠ ও মূর্খেরা নিরবচ্ছিন্ন সুখদুঃখের বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু প্রজ্ঞা, গুরূপদেশ বা পৌরুষ এই রূপ লোক সকলকে কদাচ বিমুক্ত করিতে সমর্থ হয় না।

যদি পুরুষকারের ফল স্বাধীন হইত, তাহা হইলে সকলেই আপন আপন প্রবৃত্তি সমুদায় চরিতার্থ করিতে পারিত। সংযতচিত্ত, মতিমান্, কার্য্যদক্ষ, সাধু ব্যক্তিরাও স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। আর কেহ বা হিংসা ও প্রতারণা-পরতন্ত্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন করিতেছে। কেহ কেহ নিশ্চেষ্ট ও উপবিষ্ট থাকিয়া প্রভূত ধনের অধীশ্বর হইতেছে। কেহ বা অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াও প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্ত হইতেছে না।

লোকে পুত্রের নিমিত্ত পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি-সহকারে দেবার্চ্চনা ও তপোনুষ্ঠান

করে ; সেই পুত্র জননীগর্ভে দশ মাস বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া কুলকলঙ্কীভূত হইয়া উঠে। কেহ বা পিতৃসঞ্চিত কল্যাণকর ধন, ধান্য ও ভোগসম্পন্ন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। ইহলোকে মনুষ্যের রোগ সকল স্ব স্ব কর্ম্মপ্রভাবেই প্রাদুর্ভূত হয় বটে ; কিন্তু ব্যাধ যেমন মৃগগণকে বধ করে, সুনিপুণ ঔষধসম্পন্ন চিকিৎসকেরা সেই সকল ব্যাধির প্রতিবিধান করিয়া থাকেন। কাহার বা আহার সামগ্রীর অভাব নাই ; কিন্তু সে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া আহার করিতে সমর্থ হয় না। কেহ বা ভুজবল প্রকাশপূর্ব্বক বহু ক্লেশে ভোজনদ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

হে তপোধন ! শোকমোহ-পরিপ্লুত ও সমরপরাঙ্মুখ লোক সকল এই রূপে প্রবল কর্ম্মপ্রহারে পতিত হইয়া বারংবার পীড়িত ও অবশ হইতেছে ; কিন্তু মৃত্যুমুখে নিপতিত বা জরাজীর্ণ হয় না ; প্রত্যুত সকলেই সর্ব্বকামসম্পূর্ণ হইয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির অপ্রিয় কিছুই নাই। সকলেরই প্রাধান্য লাভের স্পৃহা আছে এবং সকলেই স্বশক্ত্যনুসারে তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিয়া থাকে ; কিন্তু উহা তদ্রূপ ঘটিয়া উঠে না। অনেককে তুল্যনক্ষত্র ও তুল্য মঙ্গলসম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু কর্ম্মানুসারে তাহাদিগের ফল-বৈষম্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। কেহ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াও অভিলষিত কর্ম্ম সম্পাদনে স্বয়ং সমর্থ হয় না ; কিন্তু সামান্যতঃ কতপ্রকার কর্ম্মসিদ্ধ হইয়া থাকে। হে ব্রহ্মন্ ! এই রূপ শ্রুতি আছে যে, জীব নিত্য ও শরীর অনিত্য ; মৃত্যুকালে কেবল শরীর নাশ হয় ; কিন্তু কর্ম্ম নিবন্ধন জীব অন্য দেহে সংক্রান্ত হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ব্যাধ ! জীব কি নিমিত্ত নিত্য হয়, ইহা সবিস্তরে শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে। ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্ ! দেহ নাশ কালে জীবের বিনাশ হয় না ; কিন্তু মৃত্যু হইল, এই অমূলক কথা কেবল মূর্খেরাই কহিয়া থাকে। জীব দেহ হইতে অন্তরিত হইয়া দেহান্তরে গমন করে ; উহাই পঞ্চত্ব বলিয়া অভিহিত হয়। এই জীব-লোকে জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে ; তদ্বিষয়ে অন্যের অধিকার নাই। কর্ম্মের বিনাশ নাই ; জীব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন করে; তাহাকেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। মনুষ্য এই জীবলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জন্মান্তরীণ কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে ; তদনুসারে কেহ বা কর্ম্মানুসারে পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যাত্মা, কেহ বা পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপাত্মা হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাধ ! মনুষ্য কিরূপে উৎপন্ন হয় আর কি কারণেই বা পাপাত্মা ও পুণ্যশীল হয় এবং পবিত্র ও অপবিত্র জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ? ব্যাধ কহিল, হে বিপ্র ! আমি সত্বরে অতি সংক্ষেপে এই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। জন্মের বিষয় পিণ্ডোৎপত্তি-প্রকাশক গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ; কিন্তু আপাতত দৃশ্যমান উৎপত্তি

কেবল পূর্ব্ব কর্ম্মফলমাত্র। মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কর্ম্মবীজসম্ভার সঞ্চয় করিয়া পুনরায় সঞ্জাত হয়। পুণ্যকর্ম্মকারী পুণ্যযোনি ও পাপকর্ম্মকারী পাপযোনিতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। জীব একমাত্র শুভ কর্ম্মপ্রভাবে দেবত্ব, শুভাশুভ উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব লাভ করে। নিরয়গামী পাপাত্মা নিরবচ্ছিন্ন অশুভ কর্ম্ম সম্পাদন দ্বারা তির্য্যক্ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

মনুষ্য জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখপরম্পরা প্রভাবে নিরন্তর সন্তপ্ত হয় ও আত্মকৃত দোষে ক্রমাগত যোনি সঞ্চরণ করিয়া থাকে। এবং কর্ম্মনিবন্ধন সহস্র সহস্র তির্য্যক্ যোনি ও নিরয়গামী হয়। তাহারা কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া আত্মকৃত সমস্ত অশুভ কর্ম্ম দ্বারা একান্ত দুঃখিত হয় এবং সেই দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অশুভ যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে পুনর্ব্বার বহুতর অশুভ কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক অপথ্যভোজী রোগীর ন্যায় অশেষ ক্লেশ ভোগ করে, ইহলোকে দুঃখার্ত্তের সংখ্যাই অধিক; যাহাদিগকে সুখী বলিয়া বোধ হয়; বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তাহাদিগের সুখ নাম মাত্র।

মনুষ্য দুর্ব্বিষহ ক্লেশ-পরম্পরায় কর্ম্মের ভোগ ও বিষয় বাসনা-নিবন্ধন চক্রবৎ নিরবচ্ছিন্ন এই সংসারে পরিভ্রমণ করিতেছে; কিন্তু সুখের লেশমাত্র প্রাপ্ত হয় না। যদি মানব বীতরাগ ও সৎকর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ হয়; তাহা হইলে নিশ্চয়ই তপস্যা ও যোগ সাধনে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বকীয় বহুবিধ কর্ম্মবলে অনেকানেক লোক লাভ করিয়া থাকে; সেই সকল লোকে গমন করিয়া তাহাকে আর শোকের বশীভূত হইতে হয় না।

পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচরণ-পূর্ব্বক ক্রমাগত লিপ্ত থাকে; কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারে না; অতএব পাপাচার পরিহার করিয়া পুণ্য কর্ম্ম সম্পাদনে তৎপর হইবে। অসূয়াশূন্য কৃতজ্ঞ পুরুষ সুখ, ধর্ম্ম, অর্থ ও স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সংস্কারসম্পন্ন, দান্ত, প্রাজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ইহলোক ও পরলোকে পরম সুখে কালযাপন করেন। সতত সজ্জন সমাচরিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। শিষ্ট লোকের ন্যায় কার্য্য সাধন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোককে ক্লেশ প্রদান না করিয়া আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন শিষ্টপ্রকৃতি মানবেরা ধর্ম্মসঙ্কর ব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। তাহারা ধর্ম্মবলে প্রীতিলাভ ও ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে; এবং সেই ধর্ম্মসঞ্চিত ধন দ্বারা নানাবিধ গুণপ্রসবকারী কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে।

এই রূপ অনুষ্ঠান করিলে, লোকসকল ধর্ম্মাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে; তাহাদিগের চিত্ত প্রসন্ন ও পরিশুদ্ধ হয়; তাহারা বন্ধুগণের সহিত সন্তুষ্ট হইয়া পরলোকে অশেষ সন্তোষ লাভ করে এবং ধর্ম্মের ফলস্বরূপ অভিলাষানুরূপ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, গন্ধ ও প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাহারা ধর্ম্মের ফললাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া জ্ঞানপ্রভাবে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি পৃথিবীতলে দোষাদির বশীভূত হন না; প্রত্যুত তিনি বিষয়রসাস্বাদনে বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন এবং কোনক্রমেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না। তিনি লোক সকলকে বিনশ্বর বিলোকন করিয়া সর্ব্ব পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হইয়া, পরিশেষে মোক্ষ লাভের উপায় উদ্ভাবন-পূর্ব্বক তৎসাধনে যত্নশীল হন।

হে দ্বিজসত্তম! মনুষ্য এই রূপে বৈরাগ্য অবলম্বন ও পাপকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সনাতন ধর্ম্ম ও মোক্ষ লাভ করে। তপস্যা ও মুক্তির আদি কারণ শম ও দম; তদ্দ্বারা মনুষ্য অভিলষিত সমস্ত বস্তুই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-নিরোধ, সত্য ও দম দ্বারা পরমোৎকৃষ্ট ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ কহিলেন হে ব্যাধ! ইন্দ্রিয় কাহাকে কহে? তাহার নিগ্রহ কিরূপে করিতে হয়? তাহার ফলই বা কি প্রকার? এবং মনুষ্যগণ কিরূপেই বা তাহার ফল লাভ করিতে পারে? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি এই সকল বিষয় প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।

নবাধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম-ব্যাধ ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া যে প্রত্যুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রবণ কর। ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! মনুষ্যের মনঃ প্রথমতঃ রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতির বিজ্ঞানার্থ প্রবর্ত্তিত হয়; পরিশেষে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া রাগ ও দ্বেষ ভজনা করে। অনন্তর তন্নিমিত্ত যত্ন, মহৎ মহৎ কার্য্যারম্ভ এবং পুনঃ পুনঃ অভিলষিত রূপ, রস, গন্ধাদির সেবা করিয়া থাকে। পরে রাগ, দ্বেষ, লোভ ও মোহ যথাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া উঠে। লোভাভিভূত ও রাগদ্বেষ-বিমোহিত ব্যক্তির যথার্থ ধর্ম্মবুদ্ধি তিরোহিত হইয়া কপট ধর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। তখন সে কপট ধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কুটিল ব্যবহার দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিতে থাকে; এই রূপে ধনাগম সিদ্ধ হইলে, বুদ্ধি তাহাতেই আসক্ত হয় এবং পাপচিকীর্ষা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে। সেই শমদমাদি-শূন্য বেদমার্গ-পরিভ্রষ্ট বন্ধুবান্ধব ও পণ্ডিতগণ-কর্ত্তৃক নিবারিত হইলেও আমি বিলিপ্ত ও উদাসীন বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করে।

মনুষ্যের রাগ-দোষজনিত অধর্ম্ম ত্রিবিধ; পাপচিন্তা, পাপ কথন ও পাপাচরণ। অধর্ম্ম-প্রবিষ্ট ব্যক্তির সদ্গুণ-সকল বিনষ্ট হয়; পাপকর্ম্মকারী ব্যক্তিরা পাপীর সহিত মিত্রতা করিয়া দুঃখ ভোগ-পূর্ব্বক পরিশেষে বিপন্ন হইয়া উঠে। হে দ্বিজোত্তম! এইরূপে লোক সকল পাপী হয়; এক্ষণে কি রূপে ধর্ম্ম লাভ হয়, তাহা শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি সমুদায় দোষ সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কি সুখ, কি দুঃখ সকল অবস্থাতেই সাধু ব্যবহার করে, তাহার বুদ্ধি ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরক্ত হয়।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে সত্তম! তুমি যে

সত্য ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিতেছ, ইহার বক্তা অন্য আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব আমার বোধ হয়, তুমি দিব্য-প্রভাবসম্পন্ন কোন মহর্ষি হইবে।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! ইহ লোকে ব্রাহ্মণেরাই মহাভাগ, অগ্রভুক্ ও পিতা-স্বরূপ; তাঁহাদিগের প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের প্রিয়তম ব্রাহ্মী বিদ্যা কীর্ত্তন করিতেছি; প্রণিপাত-পূর্ব্বক শ্রবণ করুন।

এই প্রত্যক্ষপ্রমাণসিদ্ধ স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ কোন ক্রমেই কর্ম্মলভ্য নহে; সচরাচর বিশ্বই ব্রহ্মস্বরূপ; ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতি মহাভূতাত্মক; তাঁহার পর উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং পৃথিবী এই পাঁচটি মহাভূত। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কএকটী মহাভূতের গুণ। তারত্ব মন্দত্ব প্রভৃতি শব্দাদির গুণ সকলও পরস্পর সংক্রান্ত হইয়া থাকে; শব্দস্পর্শাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণসকল পৃথিব্যাদি তিনটি গুণীতে যথাক্রমে বর্ত্তমান আছে। ষষ্ঠের নাম চেতনা; তাহা মনঃ বলিয়া অভিহিত হয়; সপ্তমী বুদ্ধি; তৎপরে অহঙ্কার; পঞ্চ ইন্দ্রিয়, জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই সপ্তদশ রাশি মায়াসংজ্ঞ। মনঃ, বুদ্ধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, তদ্গ্রাহ্য শব্দাদি পঞ্চ, মন্তব্য, বোদ্ধব্য, আকাশাদি পঞ্চ, আত্মা, অহঙ্কার ও গুণত্রয় এই চতুর্বিংশতি গণ; ইহার মধ্যে কতক গুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও কতক গুলি অতীন্দ্রিয়। এই সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ হয় বলুন।

দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভারত! ব্রাহ্মণ ধর্ম্মব্যাধকর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া প্রীতিকর বাক্যে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি যে পঞ্চ মহাভূতের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের প্রত্যেকের গুণবিশেষ রূপে কীর্ত্তন কর।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! ভূমি, জল, তেজঃ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত; ইহাদিগের গুণ বলিতেছি শ্রবণ করুন। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ; শব্দ, স্পর্শ, রূপ, এবং রস এই চারিটি জলের গুণ। শব্দ, স্পর্শ এবং রূপ এই তিনটি তেজের গুণ। শব্দ এবং স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ; আর একমাত্র শব্দ আকাশের গুণ। এই পঞ্চগুণ এই রূপে পঞ্চ ভূতে সন্নিহিত হইয়া পঞ্চদশ সংখ্যা হয়।

জরায়ুজাদি ভূত সমূহে যে লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহারা পরস্পর পৃথক্ পৃথক্ হইয়া থাকে না; সর্ব্বদা একত্র অবস্থিতি করে। যখন ভূতসকল দেহলাভ ভাবনা করে, তখন দেহী দেহান্তর প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ভূতের পরস্পর বিয়োগ হয় না। সমুদায় ভূতই আনুপূর্ব্বিক তিরোহিত হয় এবং আনুপূর্ব্বিক আবির্ভূত হইয়া থাকে। যদ্দারা স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; সেই পাঞ্চ-

ভৌতিক ধাতুসকল সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই ব্যক্ত; আর যাহা অনুমেয় ও অতীন্দ্রিয় সেই বস্তু অব্যক্ত, দেহী শব্দাদির গ্রাহক এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ধারণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন; তিনি সমুদয় লোকে ব্যাপ্ত সোপাধিক আত্মা এবং আত্মাতে বিলীন লোক সকল সন্দর্শন করেন। সেই সোপাধি জ্ঞানসম্পন্ন জীব প্রারব্ধ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া দেহপাত পর্য্যন্ত ভূতসকলকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। তিনি নিরুপাধিহেতু ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া সকল অবস্থায় সর্ব্বভূতকে অবলোকন করেন; কিন্তু কদাচ কর্ম্মে লিপ্ত হন না। যিনি মায়াত্মক ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনি লোকের জীবনাত্মিকা বৃত্তিপ্রকাশক জ্ঞানদ্বারা পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন। যিনি অনাদিনিধন, স্বয়ম্ভু, অব্যয়, অনুপম এবং অমূর্ত্ত; তাঁহাকেই বেদে ভগবান্ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া থাকে।

হে বিপ্র! আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন; তৎ সমুদায়ই তপোমূল। ইন্দ্রিয়সংযম করিলেই তপস্যা হয়; উহা ভিন্ন তপোনুষ্ঠানের আর কোন প্রকার উপায় নাই। ইন্দ্রিয়ই স্বর্গ ও নরকের কারণ; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ করিলে স্বর্গ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইলে নরক লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয় ধারণের নামই যোগবিধি; ইন্দ্রিয়সংসর্গে রাগদ্বেষাদিরূপ দোষ সংস্রব হয় এবং তাহাদিগের সংযমে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি মনঃপ্রভৃতি ছয় ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিতে সমর্থ হন, তিনি কদাপি অনর্থমূল পাপে লিপ্ত হন না।

পুরুষের শরীর রথ, আত্মা নিয়ন্তা এবং ইন্দ্রিয় সকল অশ্বস্বরূপ হইয়াছে। ধীর ব্যক্তি অপ্রমত্ত হইয়া দান্ত ও সদশ্বসংযোজিত রথাধিরূঢ় রথীর ন্যায় ইন্দ্রিয়গণদ্বারা পরম সুখে সঞ্চরণ করেন। যে ধীর পুরুষ আত্মনিষ্ঠ, একান্ত প্রমত্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি উৎকৃষ্ট সারথি। যেমন বিমুক্ত অশ্বগণ পথিমধ্যে চপলতা প্রকাশ করিলে তাহাদিগের ধৈর্য্য সম্পাদন করা সারথির কার্য্য; সেই রূপ ইন্দ্রিয় সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে ধীরতা বা তাহাদিগকে বশীভূত করা সাধু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য। যেমন প্রবল অনিল নৌকাকে জলমগ্ন করে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মনঃ মনুষ্যের বুদ্ধি হরণ করে। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা মোহবশতঃ শব্দাদি বিষয়জনিত সুখভোগই উপাদেয় ও বীতরাগ হওয়া অতি হেয় বলিয়া থাকে; কিন্তু সেই সকল বিষয়ের দোষ দর্শনে যাঁহারা বীতরাগ হইয়াছেন, তাঁহারাই ধ্যানজনিত উৎকৃষ্ট ফল ভোগ করেন।

একাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদায় বর্ণন করিলে পর, ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সত্তম! তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিষয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন কর। ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! এই

গুণত্রিতয়ের মধ্যে তমোগুণ মোহাত্মক; রজোগুণ সকলের প্রবর্ত্তক এবং সত্ত্বগুণ সাতিশয় প্রতিভাত হয় বলিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অবিদ্যাবহুল, প্রবলেন্দ্রিয়, স্বপ্নশীল, বিবেকবিধুর, মোহাভিভূত, রোষপরবশ ও অলস ব্যক্তিরাই তমোগুণান্বিত। যাহার বাসনা অত্যন্ত বলবতী; অভিমানের পরিসীমা নাই; যিনি অসূয়াশূন্য, উত্তম মন্ত্রী এবং আপনাকে মহৎ বলিয়া বোধ করেন; তিনি রজোগুণ-বিশিষ্ট। যে ব্যক্তি ধীর, সর্ব্বত্র সুপরিচিত, বিষয়বাসনা বিরহিত, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, দান্ত, ধীশক্তিসম্পন্ন ও অসূয়াশূন্য, তিনিই সত্ত্বগুণাস্পদ। সাত্ত্বিক ব্যক্তি লোকব্যবহার সন্দর্শনে অত্যন্ত বিরক্ত হন; তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝিতে পারিয়া রজোগুণ ও তমোগুণের কার্য্যকে নিন্দা করেন।

বিরাগের লক্ষণ পূর্ব্বেই প্রকাশ পায়; দেখুন, অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইলে, অহঙ্কার মৃদু ভাব অবলম্বন করে; অন্তঃকরণ সরল ও প্রসন্ন হইয়া উঠে; তখন আর তাহার মানাপমান জ্ঞান এবং কোন বিষয়ে কোন প্রকার সংশয় থাকে না। হে ব্রহ্মন্! অধিক কি বলিব, যদি শূদ্রযোনিসম্ভূত ব্যক্তিও সদ্‌গুণ-সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে সে বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারে; এবং সেই আর্জ্জবসম্পন্ন ব্যক্তির ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। আপনার নিকট সমুদায় গুণ কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর কি শুনিতে অভিলাষ করেন, বলুন।

দ্বাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নরোত্তম! বিজ্ঞানাখ্য তেজোধাতু পার্থিব দেহ আশ্রয় করিয়া কেন দেহাভিমানী হয় এবং প্রাণাদি বায়ু নাড়ীমার্গ অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে দেহচেষ্টা সকল বিধান করে?

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! বিজ্ঞানোপাধিক বহ্নি চিদাত্মাকে আশ্রয় করিয়া শরীরকে সচেতন করে; প্রাণ বিজ্ঞান ও চিদাত্মার সহিত মিলিত হইয়া চেষ্টমান হয়। বিজ্ঞানাত্মা, চিদাত্মা ও প্রাণের সমষ্টিই জীবাত্মা; ইহাতেই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমুদায় প্রতিষ্ঠিত আছে; ইনি সর্ব্বভূতের শ্রেষ্ঠ এবং সকলের কারণ; আমরা ইঁহার উপাসনা করিয়া থাকি। এই জীবই সর্ব্বভূতের আত্মা; ইনিই সনাতন পুরুষ; ইনিই মহান্, বুদ্ধি ও অহঙ্কার ও শব্দাদিবিষয়। ইঁহার দ্বারাই লোকসকলের আন্তরিক ও বাহ্যিক চেষ্টা সম্পন্ন হয়। ইনি উপাধির আবেশপ্রভাবে জীবভাব লাভানন্তর জঠরানল আশ্রয়-পূর্ব্বক মূত্রাশয় ও পুরীষাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ গতি লাভ করেন। মূত্র ও পুরীষরাশি বহন করিয়া অপান বায়ু পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে; সেই এক অপান বায়ু প্রযত্ন, কর্ম্ম ও বল এই ত্রিবিধ বিষয়ে বিদ্যমান থাকে। অধ্যাত্মবেত্তা মহাত্মারা তাহাকেই উদান বায়ু বলিয়া কীর্ত্তন করেন। আর যে বায়ু মনুষ্যের শরীরসন্ধিতে সন্নিবিষ্ট আছে; তাহাই ব্যান বলিয়া অভিহিত হয়।

স্বপাদিমধ্যে ব্যাপ্ত জঠরানল বায়ু-প্রেরিত হইয়া অন্নাদি রস, শোণিতাদি ধাতু ও পিত্তাদি দোষসমুদায় পরিণত করিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। প্রাণাদি বায়ুর একত্র সন্নিপাতহেতু সঙ্ঘর্ষণ জন্মে; সেই সঙ্ঘর্ষণ জনিত উষ্মাকেই জঠরাগ্নি কহে; উহাতেই দেহীদিগের অন্নাদি ভুক্ত বস্তু সকল পরিপাক হইয়া থাকে। সমান ও উদানমধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ু সমাহিত আছে; তন্নিমিত্ত প্রাণ, অপান ও সমান সপ্ত বায়ুর সংঘর্ষণজনিত অনল ধাতুময় দেহকে সম্যক্ পরিবর্দ্ধিত করিতেছে। সেই অগ্নির পায়ুপর্য্যন্ত প্রদেশকে অপান বলিয়া নির্দ্দেশ করে। সেই অপান হইতে দেহীদিগের প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুর প্রবাহ সঞ্জাত হইতেছে। অগ্নিবেগে ঊর্দ্ধগামী প্রাণ অপানান্তে প্রতিহত ও ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নিকে উৎক্ষিপ্ত করে। নাভির অধোভাগ পাকস্থলী ও ঊর্দ্ধভাগ আমাশয়। নাভিমধ্যে প্রাণ সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। শরীরস্থ নাড়ীসকল প্রাণ-প্রভৃতি দশবিধ বায়ু দ্বারা প্রেরিত ও হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধ, অধ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রবৃত্ত হইয়া অন্নরসসকল বহন করিতেছে। জিতক্লম ও ধীর যোগীরা এই নাড়ীপথ দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন; এবং মস্তকে আত্মাকে ধারণ করেন। এই রূপে সর্ব্ব-দেহে প্রাণ ও অপান বায়ু বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। লিঙ্গ-শরীরাত্মক ও প্রাণাদি যোড়শ কলা-সম্পন্ন সুতরাং মূর্ত্তিমান্ আত্মাকে নিত্য যোগবলে অবগত হইবে। স্থালীসমাহিত অগ্নির ন্যায় যিনি যোড়শ কলায় নিরন্তর অবস্থিতি করেন, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে; পদ্মপত্রস্থ জল-বিন্দুর ন্যায় যে দেব যোড়শ কলায় অব-স্থান করিতেছেন, তিনিই নিত্য পরমাত্মা ও যোগলভ্য। জীবাত্মা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোঃ গুণের আশ্রয় ও নির্গুণ পরমাত্মার বশংবদ। জড় শরীরাদি জীবের উপভোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আত্মা জীবরূপে স্বয়ং চেষ্টমান হইয়া ঈশ্বররূপে সকলকে চেষ্টমান করেন। আত্মজ্ঞানীরা সেই আত্মাকে জীব ও ঈশ্বর অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং সপ্ত-ভুবনপ্রবর্ত্তক বলিয়া কীর্ত্তন করেন। এই রূপে ভূতাত্মা সর্ব্বভূতে প্রকাশমান হইতেছেন। জ্ঞানবানেরা সূক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। চিত্তের প্রসন্নতাবলে শুভাশুভ সমুদায় কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়; পরিশেষে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-জনিত অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। যেমন পরিতৃপ্ত ব্যক্তি পরম সুখে নিদ্রিত হয়, এবং সমীরণশূন্য প্রদেশে সুচারুরূপে প্রদীপিত দীপ যেমন সমুজ্জ্বলিত হইতে থাকে, আত্মপ্রসাদশালী ব্যক্তিও তদ্রূপ লক্ষিত হন। অল্লাহারী বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ পূর্ব্ব রাত্রিতেই হউক বা পর রাত্রিতেই হউক, নিরন্তর যোগ সাধন ও হৃদয়ে আত্মাকে সন্দর্শন করিয়া প্রদীপ্ততর দীপের ন্যায় মনোদীপ দ্বারা নির্গুণ আত্মাকে অবলোকন করিয়া মুক্তি লাভ করেন।

সকল প্রকার উপায় উদ্ভাবন-পূর্ব্বক

ক্রোধ ও লোভকে বশীভূত করিলে, লোকের পবিত্রতা সম্পাদন হইয়া থাকে; তপস্যা কেবল সেতুস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রোধ উপস্থিত হইলে তপস্যা হয় না; মাৎসর্য্যের উদয় হইলে ধর্ম্মলাভ হয় না; মানাপমানের ভয় করিলে বিদ্যা লাভ হয় না ও প্রমত্ত হইলে আত্ম সাক্ষাৎকার লাভ হয় না। অতএব উক্ত দোষ সকল পরিত্যাগ করিবে। অনৃশংসতাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; ক্ষমাই পরম বল; আত্মজ্ঞানই অতি প্রধান জ্ঞান এবং সত্যই পরম পবিত্র ব্রত। যাহা সাধারণের হিতজনক তাহাই সত্য; সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়; সত্য-প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিত সাধন হয়।

যাঁহার সকল অনুষ্ঠানই কামনাশূন্য আর যিনি বিষয়বাসনা সকল একবারে বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্ ও উদাসীন। গুরু এই রূপ উদাসীন ব্যক্তিকে যোগ শ্রবণ না করাইয়া সঙ্কেত দ্বারা তদ্বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিবেন; ভোগতৃষ্ণাতে চিত্তের ঔদাস্য হইলে ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মে প্রীতি জন্মে; তাহাকেই যোগ-সংজ্ঞিত ব্রহ্মসংযোগ বলিয়া জানিবে। সকলের সহিত মৈত্রী-ভাব সংস্থাপন করিবে; কোন প্রাণীর হিংসা ও কদাচ কাহার সহিত বিবাদ করিবে না। বুদ্ধি-পূর্ব্বক প্রতিগ্রহ-পরিত্যাগ করিয়া ইহ কাল ও পরকালে বৈরাগ্য অবলম্বন-পূর্ব্বক সতত যতব্রত হইবে। অকিঞ্চনত্ব, সন্তোষ, নিরাশিত্ব, অচাপল্য ও আত্মজ্ঞান এই কয়েকটী বস্তুই-সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহা-দিগকে হৃদয়ে অবকাশ দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

তপঃপরায়ণ, দান্ত সংযতাত্মা, অজিত, জয়াভিলাষী ও নিস্পৃহ মুনিগণের সহিত সর্ব্বদা সঙ্গত হইবে। যিনি সুখ দুঃখ সমুদায় পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্ববিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ, তিনিই গুণাগুণ সম্পন্ন ললনাদি-সঙ্গহীন জীবাত্ম-নিষ্পাদ্য, জ্ঞানাধিগম্য, স্বর্গাদিসুখবিশিষ্ট এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করিতে সমর্থ হন। হে দ্বিজোত্তম! আমি যেরূপ শ্রবণ করি-য়াছি, সংক্ষেপে তাহাই কহিলাম; এক্ষণে আর কি কীর্ত্তন করিব বলুন।

ত্রয়োদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম-ব্যাধ এই রূপে সমুদায় মোক্ষধর্ম্ম কহিলে পর, ব্রাহ্মণ প্রীত হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা যাহা কহিলে, তৎসমুদায়ই ন্যায়ানুগত! ধর্ম্মবিষয়ে তোমার কিছুই অবিদিত নাই।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! আমি যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া এই সিদ্ধি লাভ করি-য়াছি, আপনি তাহা এক বার প্রত্যক্ষ অবলোকন করুন। আর আপনি শীঘ্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমার পিতা মাতাকে দর্শন করুন।

ব্রাহ্মণ ব্যাধের বাক্যানুসারে তাহার সহিত সেই পরম রমণীয় চতুঃশাল-সৌধ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ঐ সৌধ সুর-সদনসদৃশ, দেবগণ-পূজিত, নানাবিধ আসন

ও শয়নীয়ে ব্যাপ্ত এবং পরমোৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য সমুদায়ে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন যে, ব্যাধের বৃদ্ধ পিতা ও মাতা শুক্লাম্বর পরিধান ও উত্তমরূপ আহার করিয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে।

ধর্ম্মব্যাধ স্বীয় পিতামাতাকে অবলোকন করিবামাত্র তাহাদিগের পদতলে নিপতিত হইল। বৃদ্ধ দম্পতী নিজতনয়কে চরণতলে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া কহিতে লাগিল, বৎস! গাত্রোত্থান কর; ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; আমরা তোমার শৌচ সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি; অতএব তুমি দীর্ঘায়ুঃ হও। তুমি ইষ্ট গতি, জ্ঞান ও মেধা প্রাপ্ত হইয়াছ; তুমি আমাদের সৎপুত্র; প্রত্যহই যথাকালে উত্তমরূপে আমাদিগকে পূজা করিয়া থাক ও দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ জ্ঞান কর। তুমি দ্বিজাতিগণের প্রতি সতত প্রযতচিত্ত ও একান্ত দান্ত হইয়াছ; অতএব হে পুত্র! আমার পূর্ব্ব পিতামহগণ তোমার দম ও পিতৃপূজন সন্দর্শনে তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট রহিয়াছেন। তুমি কায়মনোবাক্যে আমাদের শুশ্রূষা করিতে অণুমাত্র ত্রুটি কর না। ফলতঃ তোমার মনঃ কেবল আমাদের প্রতিই সতত অনুরক্ত রহিয়াছে। হে বৎস! জমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম যেমন স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিয়াছিলেন, তুমিও তদ্রূপ আমাদের শুশ্রূষা করিতেছ।

বৃদ্ধ দম্পতীর বাক্যাবসানে ধর্ম্মব্যাধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক সেই ব্রাহ্মণের বিষয় তাহাদের নিকট নিবেদন করিল। তখন তাহারা সেই ব্রাহ্মণকে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিলে, ব্রাহ্মণও প্রতিপূজন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধ দম্পতি! তোমাদের পুত্র ও ভৃত্যগণ এবং স্বীয় শরীরের ত মঙ্গল? বৃদ্ধদ্বয় কহিল, হে মহাত্মন্! আমাদের সমুদায় মঙ্গল। আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিয়াছেন? ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, হাঁ, নির্ব্বিঘ্নেই আগমন করিয়াছি।

তখন ধর্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিল, হে ভগবন্! ইঁহারা আমার পিতা মাতা, আমি ইঁহাদিগকে দেবতার তুল্য বিবেচনা করি; দেবগণের উদ্দেশে যাহা যাহা করিতে হয়, তৎসমুদায় ইঁহাদের সমীপেই সম্পন্ন করিয়া থাকি। যেমন ইন্দ্রাদি দেবগণ সর্ব্বলোকের পূজনীয়, তদ্রূপ এই বৃদ্ধ দম্পতী আমার অর্চ্চনীয়। ব্রাহ্মণগণ যেমন দেবগণের নিমিত্ত উপহার আহরণ করেন, আমিও ইঁহাদের নিমিত্ত তদ্রূপ উপহার আহরণ করিয়া থাকি। এই পিতামাতা আমার পরম দেবতাস্বরূপ; অমি ইঁহাদিগকে নানাবিধ পুষ্প, ফল ও রত্নদ্বারা সতত পরিতুষ্ট করি। আমি এই দুই জনকে অগ্নি, যজ্ঞ ও চারি বেদের ন্যায় জ্ঞান করি। হে ব্রহ্মন্! আমার ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃজ্জন ও প্রাণ এই সমুদায়ই ইঁহাদিগের সেবার নিমিত্ত আছে। আমি পুত্র-

কলত্র সমভিব্যাহারে সতত ইঁহাদিগের শুশ্রূষা করি।

হে দ্বিজসত্তম! আমি স্বয়ং ইঁহাদিগকে স্নান করাইয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক স্বহস্তে আহার প্রদান করি। সতত ইঁহাদের অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করি; বিপ্রিয় বাক্য কদাচ আমার মুখ হইতে বিনির্গত হয় না। অধিক কি, ইঁহাদের প্রিয় কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত যদি অধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, তথাপি আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হই না।

হে দ্বিজসত্তম! আমি পিতামাতাকে ধর্ম্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যমনে সতত তাঁহাদিগের শুশ্রূষা সম্পন্ন করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা ও উপদেষ্টা এই পাঁচ জন গুরু। এই পাঁচজনের প্রতি সম্যক্‌রূপে সদ্ব্যবহার করিলে প্রত্যহ অগ্নিসেবা সম্পন্ন হয়। হে বিপ্রেন্দ্র! গৃহস্থ ব্যক্তির এই রূপ নিত্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

চতুর্দ্দশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ধর্ম্মব্যাধ এই রূপে ব্রাহ্মণসমীপে স্বীয় মাতাপিতার বৃত্তান্ত নিবেদনানন্তর পুনরায় কহিতে লাগিল; হে ব্রহ্মন্! যে নিমিত্ত সেই সত্যশীলা পতিপরায়ণা কামিনী "হে বিপ্র! আপনি মিথিলায় গমন করুন; তত্রস্থ ব্যাধ আপনাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে" এই কথা বলিয়া আপনাকে এস্থানে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি দিব্য চক্ষুঃ ও তপোবলপ্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে যতব্রত! সুশীলা পতিব্রতা তোমাকে যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ ও গুণবান্ বলিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলাম।

ব্যাধ কহিল, হে বিপ্রবর! সেই পতিব্রতা আমার বৃত্তান্ত সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াই আপনাকে আমার নিকট উপস্থিত হইতে কহিয়াছেন। আমি আপনার হিত সাধনার্থই আপনাকে এই সমুদায় প্রদর্শন করিলাম; এক্ষণে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছি; শ্রবণ করুন।

আপনি পিতামাতার অনুমতি না লইয়াই তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বেদাধ্যয়নার্থ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিতান্ত অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন। সেই বৃদ্ধ জনক জননী আপনার শোকে অন্ধ হইয়াছেন; অতএব আপনি তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র গমন করুন। আপনি তপস্বী, মহাত্মা ও ধর্ম্মনিরত; অতএব আপনি শীঘ্র পিতামাতাকে প্রসন্ন করিতে গৃহাভিমুখে গমন করুন; নতুবা আপনার সমুদায় ধর্ম্ম কর্ম্মই ব্যর্থ হইবে। হে ব্রহ্মন্! আমি আপনাকে সদুপদেশ প্রদান করিতেছি; আপনি আমার বাক্যে শ্রদ্ধা করিয়া সত্বরে জনকজননী সন্নিধানে গমন করুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্! তুমি যাহা কহিলে, তৎ সমুদায়ই যথার্থ; তাঁহার

সন্দেহ নাই; অতএব আমি তোমার প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি।

ব্যাধ কহিল, হে ব্রহ্মন্! আপনি প্রাকৃত জনগণের দুষ্প্রাপ্য সনাতন কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবপ্রতিম হইয়াছেন; অতএব স্বীয় পিতামাতার সমীপে গমন-পূর্ব্বক অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহাদের পূজা করুন। আমার মতে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কর্ম্ম আর কিছুই নাই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমি ভাগ্যবলেই এখানে আসিয়াছি ও ভাগ্যবলেই তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি। হে ধর্ম্মাত্মন্! তোমার ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্যক্তি নিতান্ত দুর্লভ; কেন না এই জগতীতলে সহস্রের মধ্যে এক জন ধর্ম্মজ্ঞ হন কি না সন্দেহ। হে মহাত্মন্! অদ্য আমি তোমার সত্যাচার সন্দর্শনে পরম প্রীত হইলাম। আমি নরকে নিপতিত হইতেছিলাম; তুমিই অদ্য আমাকে সমুদ্ধৃত করিলে। অদ্য ভবিতব্যতা-প্রভাবে তোমার সন্দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি। যেমন ভৌম নরকে পতনোন্মুখ রাজা যযাতি সদাত্মা স্বীয় দৌহিত্রগণের অনুগ্রহে সন্তারিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমি অদ্য আমাকে রক্ষা করিলে।

হে পুরুষাগ্রগণ্য! আমি তোমার বচনানুসারে অদ্যাবধি সংযতচিত্তে পিতামাতার শুশ্রূষা করিব। মূঢ় ব্যক্তি কখনই ধর্ম্মাধর্ম্ম নির্ণয় করিতে বা উহার উপদেশ দিতে পারে না; আর সনাতন ধর্ম্ম শূদ্রজাতির নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়; অতএব স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তোমার শূদ্রতা প্রাপ্তি বিষয়ে অবশ্যই কোন গূঢ় কারণ আছে। হে মহামতে! আমি যথার্থরূপে এই বিষয় জানিতে বাসনা করি; তুমি অনুগ্রহ করিয়া কীর্ত্তন কর।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার মতে ব্রাহ্মণগণের বাক্য অতিক্রম করা নিতান্ত অনুচিত; অতএব আমার পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ছিলাম; আপনার দোষেই এই দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছি। হে দ্বিজবর! পূর্ব্বজন্মে এক ধনুর্ব্বেদপরায়ণ ভূপতি আমার সখা ছিলেন। তাঁহার সহিত সতত সহবাস হওয়াতে আমিও ক্রমে ক্রমে এক জন ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলাম। একদা ঐ ভূপতি প্রধান প্রধান যোদ্ধা ও মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে মৃগয়াভিলাষী হইয়া এক তপোবনে গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত মৃগয়ায় গমন করিলাম। দৈবের কি অখণ্ডনীয় প্রভাব! আমি তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা মৃগগণের প্রাণ সংহার করিতেছিলাম; এমত সময়ে দৈবাৎ এক বাণ মহর্ষির গাত্রে নিপতিত হইল।

হে দ্বিজবর! মহর্ষি বাণাঘাতে একান্ত ব্যথিত ও ধরাতলে নিপতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হায়! আমি কাহারও কোন অপরাধ করি নাই; তবে কে এমন পাপ কর্ম্ম করিল? আমি ঐ সময়ে শরদ্বারা মৃগবিদ্ধ করিয়াছি বিবেচনা করিয়া সহসা তথায় গমন-পূর্ব্বক দেখিলাম, বাণ-

দ্বারা ঋষিকে বিদ্ধ করিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! মহর্ষিকে ক্ষিতিতলে বিলুণ্ঠমান অবলোকনপূর্ব্বক আপনার অকার্য্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ব্যথিতচিত্ত হইলাম। পরে বিনয় বচনে মহর্ষিকে কহিলাম, হে ব্রহ্মন্! আমি অজ্ঞাতসারে এই কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। মহর্ষি আমার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে আমাকে কহিলেন, অরে ক্রূর! তুই ব্যাধ হইয়া শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ কর্বি।

পঞ্চদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজবর! ঋষি এই রূপ অভিসম্পাত করিলে, আমি তাঁহার শরণাগত হইয়া বিনয়নম্র বাক্যে নিবেদন করিলাম, মহর্ষে! আমি অজ্ঞানপ্রযুক্ত ঈদৃশ দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; অতএব আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদর্শন করুন। ঋষি কহিলেন, আমি যে শাপ প্রদান করিয়াছি; তাহা কোন ক্রমেই ব্যর্থ হইবে না; তবে অধুনা এই মাত্র অনুগ্রহ করিতে পারি যে, তুমি শূদ্রযোনিসম্ভূত হইয়া পরম ধার্ম্মিক হইবে; এবং অবিচলিত ভক্তিসহকারে পিতামাতার শুশ্রূষা করিবে। সেই শুশ্রূষাফলে তোমার সিদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে; এবং তুমি জাতিস্মর হইয়া স্বর্গে গমন করিবে। অনন্তর শাপ ক্ষয় হইলে, তুমি পুনরায় ব্রাহ্মণকুলে সমুৎপন্ন হইবে।

উগ্রতেজাঃ মহর্ষি প্রথমতঃ অতি কঠোর শাপ প্রদান করিয়া পরিশেষে আমার প্রতি এই রূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার শরীর হইতে শর উদ্ধৃত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আশ্রমে গমন করিলাম; কিন্তু ভাগ্যক্রমে শরাঘাতে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই। হে দ্বিজোত্তম! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্ত কীর্ত্তন করিলাম; আমি মুনিবচনপ্রভাবে ও পিতৃভক্তিবলে স্বর্গ লাভ করিতে পারিব; সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে মহামতে! মনুষ্য এই রূপে সুখ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব উৎকণ্ঠিত হওয়া সর্ব্বতোভাবে অনুচিত। তুমি পূর্ব্বে আপনার জাতি জানিয়াও মৃগয়ারূপ দুষ্কর কর্ম্ম করিয়াছিলে; এই নিমিত্ত আত্মকৃত কর্ম্মদোষ-জনিত ক্লেশ কিঞ্চিৎকাল ভোগ কর; পরে পবিত্র দ্বিজকুলে সমুৎপন্ন হইবে; সন্দেহ নাই। সম্প্রতি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে; পাতিত্যজনক, কুক্রিয়াসক্ত, দাম্ভিক ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয় আর যে শূদ্র সত্য, দম ও ধর্ম্মে সতত অনুরক্ত, তাহাকে আমি ব্রাহ্মণ বিবেচনা করি; কারণ, ব্যবহারেই ব্রাহ্মণ হয়। মনুষ্যেরা কর্ম্মদোষবশতঃ দুর্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু তোমার উভয়বিধ কার্য্যেই অতি সামান্য দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা দূরীকৃত কর। লোক-ব্যবহারজ্ঞ ধর্ম্মপরায়ণ ভবাদৃশ ব্যক্তিরা কখন বিষাদসাগরে নিমগ্ন হন না।

ব্যাধ কহিল, হে দ্বিজোত্তম! জ্ঞান-দ্বারা মানসিক দুঃখ ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক দুঃখ নিবারিত হয়; এই জ্ঞান স্থবির ব্যক্তির ন্যায় বালকদিগের অন্তঃকরণে সমুদিত হয় না। অল্পবুদ্ধি মনুষ্যেরাই ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্ট সংযোগে দুঃখিত হয়। সকল ভূতই সুখ, দুঃখ ও মোহে সংযুক্ত এবং বিযুক্ত হইয়া থাকে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক করা নিতান্ত অনুচিত।

লোকে অনিষ্টাপাত দর্শনে, অত্যন্ত বিরক্ত হয়; কিন্তু যদি উপক্রমে অবগত হইতে পারে; তাহা হইলে অনিষ্টাপাতের প্রতিকার চেষ্টা করে; আর শোক করিলে কেবল পরিতাপ ভিন্ন আর কিছুই লাভ হয় না। যাঁহারা সুখ দুঃখ উভয় পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন, সেই জ্ঞান তৃপ্ত মনীষী মহাপুরুষেরাই যথার্থ সুখী।

অসন্তোষ অতি হেয় পদার্থ; উহার অন্ত নাই; মূঢ় লোকেরাই নিরন্তর সেই অসন্তোষের পরবশ হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্ডিতগণের চিত্তক্ষেত্রে অশেষ সুখনিদান সন্তোষ বদ্ধমূল হইয়া সর্ব্বদা বাস করে; তাঁহারা দুর্গতি প্রাপ্ত হইলেও কখন শোকাভিভূত হন না। জ্ঞানী ব্যক্তির বিষণ্ণ হওয়াও কোন ক্রমে উচিত নহে; কারণ, বিষাদ তীব্রতর বিষস্বরূপ; যেমন ক্রোধান্ধ ভুজঙ্গ বালককে দংশন করে, তদ্রূপ বিষাদ নির্ব্বোধ ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। বিষাদ বিক্রমসময়ে যাঁহাকে অভিভূত করে, সে তেজোবিহীন; সুতরাং তাহার পৌরুষ থাকে না।

কর্ম্ম করিলে অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়; অতএব দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া ঔদাস্য করা অবিধেয়; কেন না অন্তঃকরণে নির্ব্বেদ উপস্থিত হইলে কিছুমাত্র প্রতিভা থাকে না; অতএব দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইবার উপায় উদ্‌ভাবন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। শোকরহিত হইয়া কার্য্য করিলে কদাচ দুঃখ বা বিপদ্ উপস্থিত হয় না। যে প্রাজ্ঞ পুরুষেরা জীবের বিনশ্বরত্ব চিন্তা করিয়া জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হন; তাঁহারা কদাচ শোকাভিভূত হন না; প্রত্যুত সদ্গতি লাভ করেন।

হে বিদ্বন্! আমি এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া বিষণ্ণ বা শোকাভিভূত হই না, বরং অবিচলিত চিত্তে কালের প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছি।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে ধর্ম্মব্যাধ! তুমি অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন, মেধাবী, ধর্ম্মজ্ঞ ও জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হইয়াছ; অতএব তোমার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে বিদায় হই; তোমার মঙ্গল হউক; ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করুন; তুমি সর্ব্বদা অপ্রমত্ত হইয়া ধর্ম্ম চিন্তা করিবে। ব্যাধ কৃতাঞ্জলিপুটে যে আজ্ঞা বলিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় করিলে পর, তিনি তাহাকে প্রদক্ষিণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া যথান্যায়ে দৃঢ়তর ভক্তি-সহকারে পিতা-মাতার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। হে ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য যুধিষ্ঠির! তুমি ধর্ম্মবিষয়ে

যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে এবং ধর্ম্মব্যাধ যে পতিব্রতা ও ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য এবং জনকজননীর শুশ্রূষা কীর্ত্তন করিয়াছেন তৎ সমুদায় বর্ণন করিলাম। যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধর্ম্মবিদাম্বর! আপনি যে অদ্ভুত অনুত্তম ধর্ম্মাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন, ইহা পরম প্রীতিকর ও শ্রুতিসুখাবহ বলিয়া এই দীর্ঘ কাল মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। আমি ধর্ম্মাখ্যান শ্রবণে অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হই নাই।

ষোড়শাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সমীপে উক্ত প্রকার ধর্ম্মসংযুক্ত কথা শ্রবণানন্তর পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে ভগবান্ হুতাশন কি নিমিত্ত সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন? অগ্নি এক; কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহার বহুত্ব দৃষ্ট হয়; তাহার কারণ কি? তিনি অন্তর্হিত হইলে পর, ভগবান্ অঙ্গিরাঃ কিরূপে স্বয়ং হুতাশন হইয়া হব্য বহন করিয়াছিলেন? কার্ত্তিকেয় কিরূপে সমুৎপন্ন হন? কিরূপেই বা মহাদেবের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন? আর গঙ্গা ও কৃত্তিকাগণই বা কিরূপে তাঁহার মাতা হইয়াছিলেন? হে মহর্ষে! আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে; আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত যথাবৎ কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ হুতাশন যে নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তপোনুষ্ঠানজন্য সলিলে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং মহর্ষি অঙ্গিরাঃ যে প্রকারে স্বীয় প্রভাবে সমুদায় জগৎ সন্তাপিত ও তিমির বিনষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে মহাভাগ অঙ্গিরাঃ আশ্রমে থাকিয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অগ্নি অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় প্রভাপ্রভাবে সমুদায় জগৎ প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভগবান্ হব্যবাহন সলিলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠান করিতেছিলেন। তিনি অঙ্গিরার প্রভাবে একান্ত সন্তপ্ত ও গ্লানিযুক্ত হইলেন, কিন্তু উহার কোন কারণই অবগত হইতে পারিলেন না। পরিশেষে মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, ব্রহ্মা এই সমস্ত লোকের নিমিত্ত অন্য এক অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন। বহু দিবস তপস্যা করাতে আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে কি করি; কিরূপেই বা পুনরায় অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হই। ভগবান্ হুতাশন এই রূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অগ্নিসদৃশ লোকতাপন মহর্ষিকে নিরীক্ষণ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তাঁহার সমীপে গমন করিলেন।

মহাভাগ অঙ্গিরাঃ অগ্নিকে অবলোকন করিয়া সভয়ান্তঃকরণে কহিলেন, হে ভগবন্! আপনি শীঘ্র অগ্নি হইয়া জনগণের হিত সাধন করুন; আপনি এই স্থাবর-

জন্মমাত্র ক ত্রিলোকীমধ্যে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। ভগবান্ কমলযোনি তিমিরাপনোদনজন্য প্রথমে আপনার সৃষ্টি করিয়াছেন ; অতএব আপনি শীঘ্র আপনার অধিকার প্রাপ্ত হউন।

অগ্নি কহিলেন, লোকমধ্যে আমার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইয়াছে ; আপনি এক্ষণে হুতাশনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোকে আপনাকেই অগ্নি বলিয়া জানিবে ; আমাকে কেহই অগ্নি বলিয়া মান্য করিবে না ; অতএব আমি অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি ; আপনিই প্রথম অগ্নি হউন, আর আমি দ্বিতীয় অগ্নি হইব।

অঙ্গিরাঃ কহিলেন, হে হুতাশন ! আপনি অগ্নি হইয়া হবির্বহন দ্বারা প্রজাগণের স্বর্গলাভের পথ প্রকাশ করুন, আর আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রথমে একটী পুত্র প্রদান করুন।

ভগবান্ হুতাশন অঙ্গিরসের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত হইলে, বৃহস্পতি নামে অঙ্গিরসের এক পুত্র জন্মিল। দেবগণ অগ্নির প্রভাবে অঙ্গিরসের প্রথম পুত্র জন্মিয়াছে জানিয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি দেবগণের সমীপে সমুদায় কারণ ব্যক্ত করিলেন। দেবগণও তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিলেন। হে রাজন্ ! অগ্নি নানাপ্রকার ; উঁহারা বহুবিধ কর্ম্ম দ্বারা বিখ্যাত ; উঁহাদের এক একটী দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

সপ্তদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর ! ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরসের ভার্য্যার নাম শুভা। শুভার গর্ভে অঙ্গিরসের যে কএকটী সন্তান হইয়াছে, কহিতেছি, শ্রবণ কর। বৃহৎকীর্ত্তি, বৃহজ্জ্যোতিঃ, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনাঃ, বৃহন্মন্ত্র, বৃহদ্ভাস ও বৃহস্পতি। অঙ্গিরসের প্রথমা কন্যা দেবী ভানুমতী ; উনি উক্ত সন্তানগণ অপেক্ষা সাতিশয় রূপবতী। দ্বিতীয়া কন্যার নাম রাগা ; ইনি সর্ব্বভূতের অনুরাগাস্পদ ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি রুদ্রের সুতা বলিয়া বিখ্যাত, যিনি সাতিশয় তনুত্বপ্রযুক্ত লোকে দৃশ্যাদৃশ্য হইয়াছেন, সেই সিনীবালী অঙ্গিরসের তৃতীয়া কন্যা। চতুর্থী কন্যা অর্চ্চিষ্মতী ; উঁহাকে পূর্ণিমা বলে। পঞ্চমী কন্যা হবিষ্মতী ; উঁহাকে চতুর্থী কহে। ষষ্ঠদুহিতা মহিষ্মতী ; উঁহাকেই চতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণমাসী বলিয়া থাকে। যিনি দীপ্ত যজ্ঞসমুদায়ে মহামতি বলিয়া বিখ্যাত, যাঁহাকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হয়, সেই কুহূ অঙ্গিরসের সপ্তমকন্যা।

অষ্টাদশাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে নৃপবর ! চন্দ্রমসী নামে বৃহস্পতির যে মনস্বিনী ভার্য্যা ছিলেন, তিনি পরম পবিত্র ছয় পাবক ও এক কন্যা প্রসব করেন। যজ্ঞকালে যে হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, সেই অগ্নির নাম শংযু। চাতুর্মাস্য ও অশ্বমেধ যজ্ঞের

সময় উঁহার সমীপে অগ্রজ পশু থাকে। উনি অনেকবিধ শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া শোভমান হন। ঐ শংযুর ভার্য্যার নাম সত্যা; উনি ধর্ম্মের কন্যা। সত্যার গর্ভে শংযুর এক পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। পুত্রটী প্রদীপ্ততর হুতাশন; উঁহার নাম ভরদ্বাজ; উনি শংযুর প্রথম পুত্র। যজ্ঞানুষ্ঠানসময়ে প্রথম আজ্যভাগ দ্বারা উঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। শংযুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম ঊর্জ্জভরত; শংযুর আর যে তিনটী কন্যা ছিলেন, ঐ ভরত তাঁহাদের অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। ঊর্জ্জভরতের পুত্রের নাম ভরত ও কন্যার নাম ভরতী। ভরত-পুত্র প্রজাপতিভরতের তনয় পাবক; ইনি লোকে সাতিশয় পূজিত।

ভরদ্বাজের ভার্য্যার নাম বীরা। বীরার গর্ভে ভরদ্বাজের ঔরসে বীর নামা হুতাশনের জন্ম হয়। দ্বিজগণ সোমের ন্যায় উঁহাকেও আজ্য দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন। উঁহার আর তিনটী নাম রথপ্রভু, রথাধ্বান ও কুম্ভরেতাঃ। উনি সরযূতে সিদ্ধি লাভ ও স্বীয় তেজঃপুঞ্জ-প্রভাবে সূর্য্যকে আবৃত করিয়াছিলেন, এবং উঁহার আরাধনা করিলে সুবর্ণ প্রদান করিয়া থাকেন। যিনি কখনই স্বীয় যশঃ, তেজঃ ও শ্রী হইতে চ্যুত হন না, তাঁহার নাম নিশ্চ্যবন অগ্নি। উনি কেবল পৃথিবীরই স্তব করেন। উঁহার পুত্রের নাম বিপাপ অগ্নি; উনি কলুষশূন্য, বিশুদ্ধ ও অর্চ্চিষ্মান্; যিনি রোরুদ্যমান প্রাণিগণের নিষ্কৃতি করেন, তাঁহার নাম নিষ্কৃতি হুতাশন। নিষ্কৃতির পুত্র স্বন। উনি লোকের শরীরে রোগ প্রদান করেন; বেদনার্ত্ত ব্যক্তিগণ উঁহার প্রভাবেই আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে।

যিনি জগতীতলস্থ সমুদায় লোকের বুদ্ধি আক্রমণ করিয়া থাকেন, অধ্যাত্ম-বেত্তারা তাঁহাকে বিশ্বজিৎ অগ্নি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যিনি দেহিগণের অন্তরে থাকিয়া ভুক্ত দ্রব্য সমুদায় পাক করেন, তিনি লোকে বিশ্বভুক্ হুতাশন বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যতাত্মা, বিপুলব্রত ব্রাহ্মণগণ পাকযজ্ঞে সতত ইঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন। পবিত্রা গোমতী নদী ইঁহার পত্নী। ব্রহ্মচারী ব্যক্তিগণ ঐ হুতাশনে সমুদায় ধর্ম্ম্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া থাকেন। যে দারুণ বড়বাগ্নি সমুদ্রের জল পান করেন ও সতত ঊর্দ্ধগামী, উঁহার নাম ঊর্দ্ধভাক্; আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া যে অগ্নি থাকে, তাহার নাম কবি।

লোকে যাঁহাকে নিত্য বারিপূত স্বিষ্ট-নামক হবিঃ প্রদান করিয়া থাকে, তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ অগ্নি। যে অগ্নি প্রলয়কালে সমুদায় লোক বিনষ্ট হইলেও ক্রোধস্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, তাঁহার নাম মন্যু। মন্যুর কন্যার নাম স্বাহা; উঁহার স্বভাব সাতিশয় ক্রূর ও দারুণ; সে সকল লোকেই অবস্থিতি করে; স্বর্গে যাঁহার তুল্য রূপবান্ আর কেহই নাই, লোকে তাঁহাকে কামপাবক বলিয়া জানে। দেবগণ উঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য সন্দর্শনে উঁহাকে কাম-পাবক আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যিনি

মাল্যধারণ, ধনুগ্রহণ ও রথে আরোহণপূর্ব্বক সমরে সমুদায় শক্রগণকে সংহার করেন, তাঁহার নাম অমোঘ হুতাশন। উক্‌থ নামে অগ্নি বেদবাক্য দ্বারা সতত সংস্তুত হইয়া থাকেন। উঁহার পুত্র মহাবাক্; মহাবাকের অপর নাম সকাশ্বাস।

একোনবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! বশিষ্ঠতনয় কশ্যপ, প্রাণপুত্র প্রাণ, অঙ্গিরসাত্মজ চ্যবন ও ত্রিসুবর্চ্চাঃ; ইঁহারা প্রজাপতিসম যশঃ সম্পন্ন, ধর্ম্মপরায়ণ এক পুত্র লাভ করিবার নিমিত্ত অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। পরে তাঁহারা মহাব্যাহৃতি মন্ত্র ধ্যান করিলে, পঞ্চবর্ণ মহাপ্রভাব প্রভাসম্পন্ন এক তেজঃ প্রাদুর্ভূত হইল। তাঁহার মস্তক প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায়; ভুজদণ্ড প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায়; ত্বক্ ও নেত্র সুবর্ণাভ এবং জঙ্ঘাযুগল কৃষ্ণবর্ণ। মহাতপাঃ পঞ্চ মহর্ষি তাঁহাকে তপোবলে পঞ্চবর্ণ-সম্পন্ন করিলেন। সেই পঞ্চবংশকর দেব পাঞ্চজন্য বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে, পাঞ্চজন্য পিতৃগণের প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত দশসহস্র বৎসর তপঃসাধন করিয়া ঘোরতর অগ্নি উৎপাদন করিলেন। পরে মস্তক হইতে বৃহৎ রথন্তর, আস্যদেশ হইতে হরিহর, নাভি হইতে শিব, শোণিত হইতে ইন্দ্র, প্রাণ হইতে বায়ু ও অগ্নি এবং বাহুদ্বয় হইতে উদাত্ত, অনুদাত্ত, বিশ্বসংসার ও ভূত সমুদায় সৃষ্টি করিলেন।

অনন্তর তাঁহা হইতে বৃহদ্রথের প্রণিধি, কশ্যপের মহত্তর, অঙ্গিরসের ভানু, বর্চ্চের সৌরভ ও প্রাণের অনুদাত্ত নামক পাঁচটী পাঁচটী পুত্র উৎপন্ন হইয়া পঞ্চবিংশতি সংখ্যক পুত্র হইল। তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারী অন্যান্য পঞ্চদশ দেবতাকেও সৃষ্টি করিলেন; সুভীম, অতিভীম, অবল, ভীমবল, ভীম, সুমিত্র, মিত্রবান্, মিত্রজ্ঞ, মিত্রবর্দ্ধন, মিত্রধর্ম্মা, সুরপ্রবীর, বীর, সুবেশ, সুরবর্চ্চাঃ ও দেবহন্তা এই পঞ্চদশ দেবতারা পাঁচটী পাঁচটী করিয়া তিন দল হইল; উহারা স্বর্গ হইতে যজ্ঞ অপহরণ করিতে আরম্ভ করিল; এবং বল প্রয়োগপূর্ব্বক হবনীয় দ্রব্যজাত হরণ ও বিনষ্ট করিতে লাগিল। এই হেতু বিচক্ষণ পুরুষেরা বহির্ব্বেদিতে তাহাদিগের প্রাপ্য ভাগ প্রদান করিতেন। পরে উহারা তখন আর যজ্ঞভূমির অন্তর্ব্বেদিতে গমন করিত না। অগ্নিচয়নকর্ত্তা যজমান আসন প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রবলে উহাদিগকে সন্তুষ্ট করিলে, উহারা কখন যজ্ঞীয় হবিঃ অপহরণ করে না।

অগ্নির বৃহদুক্‌থ নামে আর একটী পুত্র পৃথিব্যভিমানী দেবতা বলিয়া অভিহিত হন। পৃথিবীতে অগ্নিহোত্র যজ্ঞ করিবার সময় সাধু লোকেরা তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রথন্তর নামে অনলও অগ্নির পুত্র বলিয়া বিখ্যাত। হোতা বৃহস্পতিঅপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সেই রথন্তরকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিয়া থাকেন। মহা-

যশাঃ পাঞ্চজন্য অনল পুত্রগণের সহিত পরম প্রীত মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পুষ্টি-মতি নামে ভরত অগ্নি অতিশয় কঠিন নিয়মবলে সঞ্জাত হইয়াছেন; তিনি সন্তুষ্ট হইলে, লোকে পুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। ঐ অগ্নি প্রজাবর্গের ভরণ পোষণজন্য ভরত বলিয়া বিখ্যাত। অশিব নামে যে অনল বিদ্যমান আছেন, তিনি শক্তির উপাসক। আর যে হুতাশন দুঃখিত ব্যক্তির মঙ্গল সম্পাদন করেন, তাঁহার নাম শিব। পরে তপস্যার অতি সমৃদ্ধ ঐশ্বর্য্যলাভের নিমিত্ত পুরন্দর নামে অগ্নির আর এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ অগ্নি হইতে উষ্মা নামে অগ্নি জন্মিল; ঐ উষ্মা সর্ব্বদা মনুষ্যলোকে লক্ষিত হইয়া থাকে। মন্যুনামা অগ্নি প্রাজাপত্য ব্রত সম্পাদন করেন। বেদ-বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে শম্ভু এবং প্রদীপ্ততর মহাপ্রভ অগ্নিকে আবসথ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই তেজঃ অতি প্রদীপ্ত সুবর্ণ সদৃশপ্রভ পঞ্চ সোমভাগী হব্যবাহ উৎপাদন করিলেন।

অস্তগমনকালে একান্ত পরিশ্রান্ত দিবা-কর অগ্নিস্বরূপ হন। যিনি মহাঘোর অসুর ও পৃথগ্বিধ মনুষ্যগণকে সৃষ্টি করেন, অগ্নি তাঁহাকে উৎপাদন করিলে, অঙ্গিরারূপধারী অগ্নি প্রাজাপত্যকারী ভানুকে সৃষ্টি করি-লেন। বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বৃহদ্ভানু বলিয়া থাকেন; সূর্য্যদুহিতা সুপ্রজা ও বৃহদ্ভাসা এই দুইটী ভানু অনলের ভার্য্যা। তাঁহারা ছয় পুত্র প্রসব করেন। আমি এক্ষণে তাঁহাদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

যিনি দুর্ব্বল প্রাণিগণের প্রাণ প্রদান করিতেছেন, সেই অগ্নি ভানুর প্রথম পুত্র বলদ বলিয়া অভিহিত হন। যিনি ভূত-সকল বিনষ্ট হইলে নিদারুণ মনুম্যস্বরূপ হন, সেই অগ্নি ভানুর দ্বিতীয় পুত্র মন্যু-মান্ নামে বিখ্যাত। দর্শ পৌর্ণমাস যজ্ঞে যাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া হবিঃ প্রদান করিতে হয়, সেই অগ্নিকে বিষ্ণু, ধৃতিমান্ ও অঙ্গিরাঃ বলিয়া থাকে। ইন্দ্রের সহিত যিনি আগ্রয়ণ নামে হবির অংশ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি ভানুবংশ্য আগ্রতণ নামে প্রসিদ্ধ। চাতুর্ম্মাস্য যাগে আগ্নেয়প্রভৃতি আটটী হবির উৎপত্তিস্থান; অগ্রহ নামে ভানুর পঞ্চম পুত্র, স্তভ নামে ষষ্ঠ পুত্রও জন্মিয়াছিল।

ভানুর তৃতীয় ভার্য্যা নিশারোহিণী নাম্নী এক কন্যা, অগ্নি ও সোম নামক দুই পুত্র, এবং অন্য পঞ্চ পাবক প্রসব করিলেন। শ্রীমান্ বৈশ্বানর নামে প্রথম পাবক; ইনি ইন্দ্রের সহিত চাতুর্ম্মাস্য যাগে অগ্র হবিঃ দ্বারা পূজিত হন। যিনি এই লোকের প্রভু, তাঁহার নাম বিশ্বপতি; তিনি দ্বিতীয় পাবক। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া স্বিষ্ট আজ্য প্রদত্ত হয় বলিয়া তাঁহার নাম স্বিষ্টকৃৎ। তিনি হিরণ্যকশিপু-নন্দিনী রোহিণীকে সন্তানোৎপাদনের নিমিত্ত ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন। মনুর তৃতীয় পুত্রের নাম সন্নিহিত; ইনি শব্দরূপ

গ্রহণের প্রবর্ত্তক ; এবং দেহীদিগের দেহ-সকল আশ্রয় করিয়া প্রাণকে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। যাঁহার বর্ম্ম শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ ; যিনি অন্যান্য হুতাশনের পুষ্টি বর্দ্ধন করেন, যিনি স্বয়ং নিষ্পাপ কিন্তু ক্রোধের উদ্রেক হইলে কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং যতিগণ যাঁহাকে কপিল ঋষি বলিয়া কীর্ত্তন করেন, তিনিই সাংখ্য যোগপ্রবর্ত্তক কপিল-নামক অগ্নি ও চতুর্থ পাবক। ভূতগণ নানাবিধ কর্ম্মে অগ্র-নামক যজ্ঞীয় দ্রব্য প্রতিনিয়ত যাঁহাকে দান করে, তাঁহার নাম অগ্রণী ; তিনিই পঞ্চম পাবক।

বহুবিধ দোষদুষ্ট অগ্নিহোত্রের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের নিমিত্ত এই সকল ও অন্যান্য প্রথিত পাবকগণকে সৃষ্টি করিলেন। যখন বায়ুসহকারে অ সকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইবে ; তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান কবিবে। যখন দক্ষিণাগ্নি গার্হপত্য ও আহবনীয় অগ্নি দ্বারা সংসক্ত হইবে, তখন শুচি নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

যদি ঋতুমতী নারী অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে, দস্যুমান নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি মৃত জীব বা পশুরা অগ্নিকে স্পর্শ করে, তাহা হইলে সুরমান্ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। পীড়িত ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র অগ্নিতে হোম করিলে, উত্তর নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যাঁহার আবাসে দর্শ-পৌর্ণমাস যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে, তিনি পথিকৃৎ নামক অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। যখন সূতিকাগ্নি অগ্নিহোত্রিক অগ্নিকে স্পর্শ করিবে, তখন অগ্নিমান্ অগ্নির উদ্দেশে অষ্টাকপাল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে।

একবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভূলোক-ভুবলোকাধিপতি বরুণলোকে বিখ্যাত সহনামা অগ্নির দুহিতা নামে এক পরম প্রিয়তমা ভার্য্যা ছিলেন ; তিনি তাঁহার গর্ভে অদ্ভুত নামে পাবকের উৎপাদন করেন। ব্রাহ্মণেরা পুরুষ-পরম্পরাগত যে অদ্ভুতাখ্য পাবককে আত্মা ও ভুবনভর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সামান্য ও মহৎ প্রভৃতি সর্ব্বভূতের অধীশ্বর সেই মহাতেজাঃ ভগবান্ পাবক নিত্য বিচরণ করিতেছেন। গৃহপতি নামে অগ্নি যজ্ঞে নিত্য পূজিত হন ও লোকের হুত হব্য সকল বহন করেন। যে মহাভাগ লোকত্রয়সংহর্ত্তা এবং ভূলোক, ভুবলোক ও মহর্লোকের অধীশ্বর, অগ্নিষ্টোমে নিয়ত পূজিত, যিনি মৃত প্রাণিসকলকে দগ্ধ করেন, সেই ভরত অগ্নি সহের পৌত্র ও অদ্ভুতের পুত্র।

একদা দেবতারা হব্য বহনার্থ ভরতকে অন্বেষণ করিতেছেন, ইত্যবসরে তিনি দেবতাদিগকে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অর্ণব-

মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবতারাও তাঁহার অন্বেষণার্থ সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর ভরতাগ্নি অথর্ব্বা হুতাশনকে অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে বীর! সম্প্রতি আমি অদৃশ্য হইলাম; তুমি দেবগণের হব্য-বহনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন কর। তাহা হইলে তুমি অগ্নিত্ব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। ভরত অগ্নি অথর্ব্বাকে এই আদেশ করিয়া স্বয়ং স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে, মৎস্যেরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অথর্ব্বা অগ্নির বৃত্তান্তসকল নিবেদন করিল; তখন সেই অনল ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া মৎস্যদিগকে কহিলেন, তোরা বিবিধ প্রকারে শরীরীর ভক্ষ্য হইবি।

অনন্তর তিনি দেবগণের আজ্ঞাক্রমে হব্যবহন করিবার নিমিত্ত অথর্ব্বাকে পুনরায় নানাপ্রকার অনুনয় করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত না হইয়া কলেবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধরাপ্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার অঙ্গসংস্পর্শে নীললোহিতাদি ধাতুসকল, পূয হইতে গন্ধ ও তেজঃ, অস্থি হইতে দেবদারু, শ্লেষ্মা হইতে স্ফাটিক, পিত্ত হইতে মরকত, যকৃৎ হইতে কৃষ্ণায়স এবং কাষ্ঠ, পাষাণ ও লৌহ হইতে প্রজা সকল উৎপন্ন হইল। তাঁহার নখরসকল অভ্র ধাতু, শিরাজাল বিদ্রুম হইল; এবং সুবর্ণ, পারদপ্রভৃতি অন্যান্য ধাতুসকলও তাঁহার শরীর হইতে সমুৎপন্ন হইল।

অথর্ব্বা অনল এই রূপে কলেবর পরিত্যাগানন্তর নিরুপাধিক ধ্যানে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। এ দিকে ভৃগু, অঙ্গিরাঃপ্রভৃতি মুনিগণের তপোবলে উত্থাপিত হইয়া নিয়ত নামে বহ্নি সাতিশয় দেদীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন অথর্ব্বাকে তপস্যা করিতে দেখিয়া ভয়ে পুনর্ব্বার মহার্ণবে প্রবেশ করিলেন। এই রূপে অগ্নি বিনষ্ট হইলে, সমস্ত জগৎ সাতিশয় ভীত হইয়া অথর্ব্বার শরণাপন্ন হইল; সুরাসুরপ্রভৃতি লোকসকল তৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া অথর্ব্বার অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অথর্ব্বা পাবককে এই রূপ অবলোকন করিয়া স্বয়ং সকল লোকের সৃষ্টি করিলেন; এবং সর্ব্বভূতের সমক্ষে মহার্ণবকে উন্মথিত করিলেন। এই রূপে পূর্ব্ববিনষ্ট পাবক ভগবান্ অথর্ব্বাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া সর্ব্বভূতের হব্য বহন করিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বেদোক্ত বিবিধ বহ্নির সৃষ্টি করিয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তথায় সিন্ধু, নদ, পঞ্চ-নদ, শোণ, দেবিকা, সরস্বতী, গঙ্গা, শতকুম্ভা, সরযূ, গণ্ডসা, চর্ম্মণ্বতী, মহী, মেধ্যা, মেধাতিথি, তাম্রাবতী, বেত্রবতী, কৌশিকী, তমসা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, বেণা, উপবেণা, ভীমা, বড়বা, ভারতী, সুপ্রয়োগা, কাবেরী, মুর্ম্মুরা, তুঙ্গবেণা, কৃষ্ণবেণা ও কপিলা এই সকল নদী অগ্নিদিগের মাতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অদ্ভুতের ভার্য্যা প্রিয়া; তাঁহার পুত্র বিভুরসি। যত প্রকার পাবক উক্ত হইল, সোমও তত সংখ্যক আছে। ভগবান্

অত্রি অপত্য-কামনায় স্রষ্টুকাম অগ্নি-দিগের ধ্যান করাতে তাঁহারা তদীয় শরীর হইতে নিঃসৃত হইলেন। এই রূপে হুতাশনগণ অত্রির বংশে সঞ্জাত হন।

আমি মহাত্মা অগ্নিদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম; ইঁহারা এই রূপে অপ্রমেয়, শ্রীমান্ ও তিমিরাপহ হইয়া উঠিলেন। বেদে অদ্ভুতাখ্য অগ্নির যেরূপ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই রূপ সকল অগ্নিরই মাহাত্ম্য জানিবে। যেমন জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ হইতে বহুবিধ ক্রতু নিঃসৃত হইয়াছে, সেই রূপ প্রথম অগ্নি ভগবান্ অঙ্গিরাঃ হইতে সকল অগ্নি সম্ভূত হইয়াছে।

দ্বাবিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে কুরুবংশাবতংস! অগ্নিদিগের বিবিধ বংশের বিষয় কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে অদ্ভুত অগ্নির নন্দন অমিততেজাঃ কার্ত্তিকেয় যেরূপে ব্রহ্মর্ষি-পত্নীগণ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্ব্বকালে দেবগণ ও অসুরগণ সাতিশয় যত্ন সহকারে পরস্পর সংগ্রাম করিতেন; ঐ যুদ্ধে ঘোররূপী দানবগণেরই সতত জয় লাভ হইত। তখন সুরাধিপতি পুরন্দর এই রূপে আপনার সৈন্য সমুদায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, স্বীয় বর-প্রভাবে দানবদলের দারুণ শরনিকরে নিঃশেষিতপ্রায় দেবসেনাগণকে রক্ষা করিতে সমর্থ এক জন সেনানায়কের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। অনন্তর তিনি একদা মানস শৈলে গমনপূর্ব্বক একান্তচিত্তে ঐ বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমত সময়ে "কোন পুরুষ এস্থানে সত্বরে উপস্থিত হইয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন; তিনি আমাকে পতি প্রদান করুন বা স্বয়ং আমার পতি হউন" এই রূপ স্ত্রীলোকের আর্ত্তস্বর অকস্মাৎ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে, তিনি তখন করুণাপরতন্ত্র হইয়া 'ভয় নাই' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং দেখিলেন, গদাপাণি কিরীটধারী কেশী দানব ঐ কন্যার হস্ত ধারণ করিয়াছে। তখন তিনি সাতিশয় ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া কেশীকে কহিলেন, দুরাচার! তুমি কি নিমিত্ত এই কন্যাকে হরণ করিতেছ? আমি বজ্রী; আমার সমক্ষে উহাকে পীড়ন করিও না।

কেশী কহিল, হে ইন্দ্র! তুমি ইহার বাসনা পরিত্যাগ কর; আমি ইহাকে অভিলাষ করিয়াছি; আমি এক্ষণে তোমাকে ক্ষমা করিতেছি; তুমি প্রাণ লইয়া আপন আলয়ে প্রস্থান কর। কেশী এই বলিয়া ইন্দ্রনিধন মানসে গদা নিক্ষেপ করিল। ইন্দ্র অর্দ্ধপথেই বজ্র দ্বারা সেই গদা দ্বিধা ছেদন করিলেন। তখন কেশী ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রের উপর এক শৈলশিখর নিক্ষেপ করিলে, ভগবান্ পুরন্দর বজ্র দ্বারা সেই গিরিশৃঙ্গ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলেন। সেই গিরিশিখর কেশীর কায়ে পতিত হওয়াতে, সে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া কন্যা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দ্রুতবেগে

পলায়ন করিল। দানব পলায়ন করিলে পর, দেবরাজ ইন্দ্র কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শুভাননে! তুমি কে? কাহার দুহিতা? এবং এস্থানেই বা কি করিয়া থাক?

ত্রয়োবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কন্যা কহিলেন, আমি প্রজাপতির কন্যা; আমার নাম দেবসেনা; আমার ভগিনীর নাম দৈত্যসেনা; কেশী দানব পূর্ব্বে তাহাকে হরণ করিয়াছে। হে সুররাজ! আমরা দুই ভগিনী আমোদ প্রমোদ করিবার নিমিত্ত প্রজাপতির অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক সখীগণ-সমভিব্যাহারে সতত এই মানস শৈলে সমাগত হইতাম। সেই সময় মহাসুর কেশী প্রত্যহই আমাদিগকে হরণ করিবার চেষ্টা করিত। দৈত্যসেনা কেশীর প্রতি অনুরক্ত ছিল, কিন্তু আমি ঐ দানবকে অবজ্ঞা করিতাম; এই নিমিত্ত সে তাহাকে আমার সমক্ষে হরণ করিতে পারে নাই। পরে সে অবসর পাইয়া দৈত্যসেনাকে হরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমাকেও লইয়া যাইতেছিল, কেবল আপনিই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া পরিত্রাণ করিয়াছেন। হে দেবেন্দ্র! এক্ষণে কৃপা করিয়া এক জন দুর্জ্জয় ব্যক্তিকে আমার পতিরূপে নির্দ্দিষ্ট করুন।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বালে! দাক্ষায়ণী আমার মাতা; তুমি আমার মাতৃষ্বসার কন্যা। এক্ষণে তুমি আমার সমীপে স্বীয় বলের কথা প্রকাশ করিয়া বল।

কন্যা কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি অবলা; কিন্তু পিতৃবর-প্রভাবে অসামান্য বলবীর্য্য সম্পন্ন সুরাসুর-নমস্কৃত এক ব্যক্তি আমার পতি হইবেন।

ইন্দ্র কহিলেন, তোমার পতির বল কিরূপ হইবে? আমি তোমার নিকট তদ্বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ করিতে বাসনা করি; তুমি অতি শীঘ্র তাহা বল।

কন্যা কহিলেন, হে ভগবন্! যে মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরে সমুদায় দেব, দানব, যক্ষ, কিন্নর, উরগ, রাক্ষস ও দুষ্ট দৈত্যগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই আমার পতি হইবেন।

দেবরাজ তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই দেবী যাদৃশ পতির অভিলাষ করিতেছেন; তদ্রূপ ব্যক্তি ত এক্ষণে বর্ত্তমান নাই। পরে দেবরাজ শতক্রতু দেখিলেন, মহাদ্যুতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমাঃ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র মুহূর্ত্তে অমাবস্যা সমুপস্থিত হইল; উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকালে রক্তবর্ণ মেঘবৃন্দে আবৃত ও পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগ লোহিতবর্ণ হইল। ভগবান্ হুতাশন ভার্গবগণ ও আঙ্গিরসগণ কর্ত্তৃক পৃথগ্বিধ মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক হুত হব্য গ্রহণ করিয়া সূর্য্যে প্রবেশ করিতেছেন। অমা-

বন্তা প্রভৃতি পর্ব্ব-সকলে চতুর্ব্বিংশতি দিবাকর সমুপস্থিত হইয়াছেন।

ভগবান্ পুরন্দর শশিদিবাকরের একতা ও সেই রৌদ্র-সমবায় সমবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রমার ঘোর পরিবেষ দৃষ্ট হইতেছে; এই রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে; নদীর তরঙ্গ শোণিতময় ও প্রতিকূলগামী হইয়াছে; উল্কামুখী শৃগালিনী সূর্য্যাভিমুখী হইয়া চীৎকার করিতেছে; ও সূর্য্যের সহিত চন্দ্রের অদ্ভুত সমাগম হইয়াছে। স্পষ্টই বোধ হইতেছে, ভগবান্ চন্দ্রমাঃ যে পুত্র উৎপাদন করিবেন; তিনিই এই দেবীর পতি হইবেন। অথবা সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন অগ্নি যাঁহাকে উৎপাদন করিবেন; তিনি ইঁহার ভর্ত্তা হইবেন। ভগবান্ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া দেবসেনাকে গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-লোকে গমন করিয়া পিতামহকে কহিলেন, হে বিধাতঃ! আপনি এই রমণীর উপযুক্ত পতি নির্দ্দেশ করিয়া বলুন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দানবনিসূদন ইন্দ্র! তুমি যেরূপ চিন্তা করিয়াছ, সেই রূপেই এক পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; সে তোমার সমভিব্যাহারে সেনানীকার্য্য সমাধান করিবে ও সেই বীর পুরুষ এই দেবীর পতি হইবে; সন্দেহ নাই।

যে স্থানে বশিষ্ঠপ্রমুখ দেবর্ষিগণ যজ্ঞা-নুষ্ঠান করিতেছিলেন; সুররাজ শতক্রতু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সেই কন্যা-সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অন্যান্য সুর সমুদায়ও সোমরস-পিপাসু হইয়া ঐ স্থানে আগমন করিয়াছিলেন। দ্বিজাতিগণ সুসমিদ্ধ হুতা-শনে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া পরি-শেষে দেবগণের নামোল্লেখ-পূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ হুতাশন ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূত ও সহসা সূর্য্যমণ্ডল হইতে বিনিঃসৃত হইয়া বাক্যসংযম-সহকারে নিয়মানুসারে তথায় আগমন করিলেন। তিনি মহর্ষিগণ-প্রদত্ত বিবিধ হব্য গ্রহণ-পূর্ব্বক দেবগণকে প্রদান করিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছেন, এমত সময়ে সেই সকল মহাত্মা মহর্ষিগণের পত্নীরা তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইলেন। তাঁহা-দিগের মধ্যে কেহ কেহ উপবিষ্ট কেহ কেহ বা নিদ্রিত ছিলেন। ভগবান্ হুতাশন রুক্মবেদীর ন্যায়, চন্দ্রলেখার ন্যায়, হুতাশন-শিখার ন্যায় সেই ঋষিপত্নীগণকে অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরে নিতান্ত কাতর হইলেন, তখন তিনি মনে মনে চিন্তা করিলেন; পতিব্রতা ঋষিপত্নীগণ আমার প্রতি অনুরক্ত নহেন; তথাপি আমি উঁহা-দিগকে অভিলাষ করিতেছি; আমার এ কি অন্যায় চিত্তবিকার উপস্থিত হইল! যাহা হউক, আমি প্রকাশ্যরূপে উঁহা-দিগকে দর্শন বা কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে কখনই সমর্থ হইব না; অতএব গার্হপত্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক উঁহাদিগকে অনিমেষ নয়নে নিরীক্ষণ করি।

ভগবান্ হুতাশন মনে মনে ঐরূপ স্থির করিয়া গার্হপত্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষিপত্নী-গণকে নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি

আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শিখা সমুদায় এরূপ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল, দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি তৎসমুদায়-দ্বারা মহর্ষি ভার্য্যাগণকে স্পর্শ করিতেছেন। ভগবান্ দহন এইরূপে মহিলাগণের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগের প্রতি মনঃ সমর্পণ করিয়া তথায় বহুদিবস বাস করিলেন। পরিশেষে তাঁহাদের অলাভে নিতান্ত সন্তপ্ত ও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া বনে গমন করিলেন।

ইতিপূর্ব্বে দক্ষদুহিতা স্বাহা ভগবান্ হুতাশনের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। তিনি বহু দিন অবধি দহনের ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিলেন; কিন্তু বহ্নি নিতান্ত অপ্রমত্ত বলিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। দক্ষতনয়া, এক্ষণে অগ্নি কামার্ত্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছেন জানিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, আমি সপ্তর্ষি-পত্নীগণের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির নিকট গমন করি; তাহা হইলে তাঁহার পরিতোষ লাভ ও আমারও মনোবাঞ্ছা পরিপূর্ণ হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

চতুর্ব্বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! দক্ষ-দুহিতা স্বাহাদেবী প্রথমে অঙ্গিরার সহ-ধর্ম্মিণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া পাবকসন্নি-ধানে গমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে হুতাশন! আমি অঙ্গিরার ভার্য্যা; আমার নাম শিবা; আমি কামশরে সাতিশয় কাতর হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি; আমার কামনা পরিপূর্ণ কর; নতুবা প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অবশিষ্ট সপ্তর্ষি-পত্নীগণ মন্ত্রণা করিয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

অগ্নি কহিলেন, আমি যে সাতিশয় কামসন্তপ্ত হইয়াছি, তাহা তুমি কিপ্রকারে অবগত হইয়াছ? যে সকল ঋষিপত্নীগণের কথা উল্লেখ করিলে, তাঁহারাই বা কি প্রকারে অবগত হইলেন?

স্বাহা কহিলেন, তুমি চিরকাল আমা-দের অনুরাগভাজন ছিলে; কিন্তু আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া থাকিতাম। সম্প্রতি ইঙ্গিত দ্বারা তোমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আগমন করিয়াছি; তুমি শীঘ্র আমার মনোরথ সম্পন্ন কর। আমার ভগিনীগণ প্রতীক্ষা করিতেছেন; আমি ত্বরায় প্রস্থান করিব।

তখন হুতাশন হর্ষাতিশয় সহকারে প্রীতিপ্রফুল্লমূর্ত্তি স্বাহার পাণিগ্রহণ করি-লেন। স্বাহা দেবী পরম প্রীতি সহকারে পাণিকমলে আগ্নেয় তেজঃ গ্রহণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন; যদ্যপি কাননস্থ লোকেরা আমার এতাদৃশ রূপ সন্দর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই ব্রাহ্মণীদিগের দোষ পাবকের কর্ণগোচর করিবে; অতএব এস্থানে আর অবস্থান করা উচিত হয় না; এক্ষণে তেজঃ রক্ষা করিয়া গরুড়ী হইয়া অবিলম্বে এই বন হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃ।

অনন্তর তিনি সুপর্ণীরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই মহাবন হইতে প্রস্থান করিয়া পথি-মধ্যে শরস্তম্বাচ্ছাদিত শ্বেত পর্ব্বত অবলো-

কন করিলেন। সেই পর্ব্বত অসংখ্য দৃষ্টিবিষ সপ্তশীর্ষ সর্প দ্বারা পরিরক্ষিত; ভয়ঙ্কর রাক্ষস, রাক্ষসী, পিশাচ এবং ভূতগণ পরিবৃত ও নানাবিধ মৃগপক্ষিগণে সমাকুল ছিল। সুপর্ণরূপিণী স্বাহা সহসা দুর্গম শ্বেত ভূধরে উপনীত হইয়া সেই আগ্নেয় তেজঃ কাঞ্চনকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। তিনি মহাতেজাঃ সপ্তর্ষিগণের পত্নীদিগের রূপ ধারণপূর্ব্বক অগ্নির মনোরথ সফল করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অরুন্ধতীর অসামান্য তপঃপ্রভাব ও অকৃত্রিম স্বামিশুশ্রূষা-নিবন্ধন তদীয় দিব্য রূপ ধারণে অসমর্থ হইলেন। এই রূপে তিনি ছয় জন মহর্ষির পত্নীর রূপ ধারণ করিয়া প্রতিপদ্ তিথিতে সেই অগ্নিরেতঃ কাঞ্চনকুণ্ডে ছয় বার নিক্ষেপ করেন; সেই তেজোময় স্কন্ন রেতঃ হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হইলেন; এই নিমিত্ত তাঁহার নাম স্কন্দ হইল এবং তিনি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও বিখ্যাত হইলেন।

তাঁহার ছয় মস্তক, দ্বাদশ চক্ষু, দ্বাদশ কর্ণ, দ্বাদশ হস্ত, এক গ্রীবা ও এক জঠর। তিনি দ্বিতীয়াতে অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ সুব্যক্ত, তৃতীয়াতে সুস্পষ্ট শিশুর ন্যায় প্রতীত এবং চতুর্থীতে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। লোহিতবর্ণ মেঘমালায় আচ্ছাদিত গগনমণ্ডলে নবোদিত সূর্য্যের যেরূপ শোভা হয়; তদ্রূপ সুকুমার কুমার অতীব দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ত্রিপুরাসুর-নিহন্তা মহাদেব দানবকুলবিনাশন যে শরাসন রক্ষা করিয়াছিলেন; মহাবল পরাক্রান্ত কুমার সেই শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক নিনাদ করিলে, সচরাচর ত্রৈলোক্য যেন মূর্চ্ছিতপ্রায় হইল।

চিত্র ও ঐরাবত নামে নাগেন্দ্রযুগল সেই জলদগম্ভীর কুমারনিনাদ কর্ণগোচর করিবামাত্র তদভিমুখে ধাবমান হইল। সূর্য্যসমপ্রভ কুমার তাহাদিগকে অবলোকন করিয়া দুই হস্ত দ্বারা শক্তি, অপর এক হস্ত দ্বারা তাম্রচূড় ও ভুজান্তর দ্বারা প্রকাণ্ড কুক্কুটাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ভীম নিনাদ করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। তিনি অপর হস্তযুগল দ্বারা সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন এবং ভুজদ্বয় দ্বারা আকাশের নানা স্থানে অভিঘাত করিতে লাগিলেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, তিনি যুগপৎ ত্রিলোকী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছেন! অপ্রমেয়াত্মা ষড়ানন সেই ভূধরশিখরে এই রূপে ক্রীড়া করিয়া উদয়াচল-সন্নিবিষ্ট সহস্ররশ্মির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

তিনি শৈলশিখরে সমাসীন হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক দিগ্‌দিগন্ত সকল সন্দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার নিনাদ করিলেন। তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া, নানা জাতীয় লোক সকল ভীত ও উদ্বিগ্নমনাঃ হইয়া তথায় আগমনপূর্ব্বক তাঁহার শরণাগত হইল। যে সকল বর্ণ তাঁহার অশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; তাঁহারা পারিষদ ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

সেই মহাবাহু স্কন্দ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক শরণাগত ব্যক্তি সকলকে সান্ত্বনা-পূর্ব্বক ধনুরাকর্ষণ করিয়া শ্বেত পর্ব্বতে বাণ বর্ষণ

করিতে লাগিলেন। পরে শরাঘাতে হিমাচলসুত ক্রৌঞ্চ মহীধর বিদারিত করিলেন; তদবধি হংস ও গৃধ্রগণ সেই পথদ্বারা মেরুতে গমনাগমন করিয়া থাকে। ক্রৌঞ্চ ভূধর শরাঘাতে বিশীর্ণ হইয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিয়া নিপতিত হইল। ক্রৌঞ্চের নিপাত সন্দর্শনে অন্যান্য শৈলগণ সাতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। মহাবল পরাক্রান্ত ষড়ানন তাহাদিগের কারুণ্য বিলাপ শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত হইলেন না।

অনন্তর তিনি সিংহনাদ-পূর্ব্বক শক্তি বিক্ষেপ করিয়া তৎক্ষণাৎ শ্বেতাচলের শিখরদেশ বিদীর্ণ করিলেন। ভূধর ভীত ও শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পৃথিবী পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্যান্য অচলগণ-সমভিব্যাহারে উৎপতিত হইল। বসুন্ধরা পর্ব্বতের উৎপতনে সর্ব্বাঙ্গ-ব্যাপিনী বেদনায় নিতান্ত অধীরা হইয়া স্কন্দের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার প্রসাদে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় বলবতী হইয়া উঠিলেন। পর্ব্বতেরাও স্কন্দকে নমস্কার করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে গমন করিল। অনন্তর সকল লোক শুক্ল পঞ্চমীতে অবিচলিত ভক্তিসহকারে স্কন্দের উপাসনা করিতে লাগিল।

পঞ্চবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর্য্য কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিলে, ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইতে লাগিল। স্ত্রীপুরুষের বৈরভাব, শীত গ্রীষ্মের একান্ত প্রাদুর্ভাব ও দিঙ্মণ্ডল, নভঃস্থল এবং গ্রহসকল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পৃথিবী ভীষণরূপে শব্দায়মান হইতে লাগিল। মহর্ষিগণ চতুর্দ্দিকে এইরূপ ভয়ঙ্কর উৎপাত সন্দর্শনে উদ্বিগ্ন মনে সকলের শান্তি বিধান করিতে লাগিলেন। চৈত্ররথ কাননে যাহারা নিয়ত বাস করিতেছিল; তাহারা, ভগবান্ পাবক সপ্তর্ষিগণের ছয় পত্নীর সহিত সমাগত হইয়া এই অনর্থ পরম্পরা ঘটাইতেছেন, এই কথা বারংবার কহিতে লাগিল। কেহ কেহ সুপর্ণীকে গমন করিতে দেখিয়া কহিল, তোমা হইতেই এই অনর্থাপাত হইতেছে। কিন্তু স্বাহা যে এইরূপ অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কেহই ইহার বিন্দুবিসর্গও অনুধাবন করিতে পারিল না। অনন্তর সুপর্ণী এইটি আমারই পুত্র, এই বলিয়া সে কার্ত্তিকেয় সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিল, হে বৎস! আমি তোমার জননী।

বনবাসীরা কহিত, এই ছয় ঋষিপত্নীই ষড়াননের প্রসূতি! এই রূপে সপ্তর্ষিগণ সন্তানোৎপত্তি সংবাদ শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ দেবী অরুন্ধতী ব্যতিরেকে ছয় পত্নীকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন স্বাহা সপ্তর্ষিগণকে কহিলেন, এইটি আমারই পুত্র। সুপর্ণী যাহা কহিয়াছে, তাহা নিতান্ত বিরুদ্ধ। বিশ্বামিত্র সপ্তর্ষিগণের যজ্ঞ সম্পাদন-পূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে কামানলদগ্ধ পাবকের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এই নিমিত্ত তিনি এই বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত অবগত

আছেন। তিনিই প্রথমতঃ কুমারের শরণাপন্ন হইয়া স্তব করেন; পরে ত্রয়োদশ প্রকার মাঙ্গলিক কৌমার কার্য্য সম্পাদন ও জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া সকল সমাধান করিয়াছেন এবং লোকহিতার্থে ষড়াননের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, কুক্কুট অস্ত্রের সাধন এবং শক্তি দেবী ও পরিষদ্বর্গের আরাধনা করেন; এই কারণে তিনি কুমারের অতি প্রীতিভাজন হইয়াছেন।

মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র স্বাহার মুনিপত্নীরূপ ধারণ অবগত হইয়া সপ্তর্ষিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনাদিগের সহধর্ম্মিণীরা কিছুমাত্র অপরাধ করেন নাই। সপ্তর্ষিগণ বিশ্বামিত্রমুখে আদ্যোপান্ত এই কথা শ্রবণ করিয়াও সন্দিগ্ধ মনে স্ব স্ব পত্নীদিগকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর দেবগণ কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, হে ত্রিদশনাথ! আপনি শীঘ্রই কার্ত্তিকেয়কে সংহার করুন, তাহার বলবীর্য্য নিতান্ত অসহ্য হইয়াছে; অতএব বিলম্ব করা উচিত নহে। যদি আপনি তাহাকে বিনাশ না করেন; তাহা হইলে, সে আপনাকে ও আমাদিগকে ত্রৈলোক্যের সহিত পরাভব করিয়া নিশ্চয়ই ইন্দ্রত্ব অধিকার করিবে। তখন দেবরাজ নিতান্ত ব্যথিত হইয়া দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত বালক স্ববিক্রম-প্রভাবে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাকেও বিনাশ করিতে পারে; অতএব আমি তাহাকে কিরূপে সংহার করিব।

দেবগণ কহিলেন, হে ইন্দ্র! এক্ষণে বুঝিলাম; আপনার বল বীর্য্য সমুদায় হ্রাস হইয়া গিয়াছে; নতুবা কি নিমিত্ত আপনি এরূপ কহিতেছেন! যাহা হউক, অদ্য অসাধারণ-ক্ষমতাপন্ন লোকমাতা সকল স্কন্দসন্নিধানে গমন করুন; ইঁহারাই তাহাকে বিনাশ করিবেন। মাতৃগণ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র তথাস্তু বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাতৃগণ সেই অতুলবল বালককে অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ বদনে মনে মনে চিন্তা করিলেন; আমরা কোন রূপেই ইহাকে বিনাশ করিতে পারিব না। পরে তাঁহারা কার্ত্তিকেয়ের শরণাপন্ন হইয়া কহিলেন, হে বৎস! তুমি আমাদিগের পুত্র স্বরূপ; আমরা কোন অংশেই নিন্দনীয় নহি এবং পুত্রবাৎসল্যেও নিতান্ত বিহ্বল হইয়াছি; অতএব তুমি আমাদিগকে মাতৃভাবে অভিনন্দন কর। কার্ত্তিকেয় এই কথা শ্রবণ করিয়া লোকমাতৃগণের স্তন্যপান বাসনায় যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা ও তাঁহাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিলেন। এই অবসরে মহাবল অগ্নি তথায় উপস্থিত হইলে, কুমার তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। অগ্নি তৎকৃত সৎকার গ্রহণপূর্ব্বক মাতৃগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে মাতৃগণের ক্রোধপ্রভাবে এক নারী সমুৎপন্ন হইল। যেমন জননী স্বীয় সন্তানকে রক্ষা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ ঐ নারী শূল ধারণপূর্ব্বক এবং ক্রূর-

দর্শনা রুধিরপ্রিয়া লোহিত-সাগরদুহিতা কার্ত্তিকেয়কে আলিঙ্গনপূর্ব্বক রক্ষা করিতে লাগিলেন। আগমপ্রসিদ্ধ অগ্নি ছাগরূপ ও বহুসন্তানসম্পন্ন হইয়া সতত ক্রীড়নক দ্বারা অচলস্থ কুমার কার্ত্তিকেয়ের প্রীতি সম্পাদন করিতেন।

ষড়্‌বিংশত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! গ্রহ, উপগ্রহ, মহর্ষি, মাতৃগণ, অন্যান্য বহুতর ঘোরদর্শন স্বর্গবাসিগণ ও হুতাশনপ্রমুখ গর্ব্বিত পরিষদ্বর্গ মহাভাগ কার্ত্তিকেয়কে বেষ্টন করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিজয় লাভে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হইয়া দেবগণের সহিত ঐরাবতে আরোহণ ও বজ্র ধারণপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। কার্ত্তিকেয় তখন সেই উৎকৃষ্ট অম্বরসম্বীত ধ্বজপটাবগুণ্ঠিত দেবসেনা নিরীক্ষণ করিয়া বিনাশার্থী ইন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইলেন। দেবর্ষিপূজিত দেবরাজও কার্ত্তিকেয়কে সংহার করিবার নিমিত্ত সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেবসেনাদিগকে উত্তেজিত করিয়া সত্বরে গমন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি কার্ত্তিকেয়ের সন্নিহিত হইয়া সুরগণ-সমভিব্যাহারে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলে, কার্ত্তিকেয়ও মহাসাগরের ন্যায় অতিমাত্র সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। দেবসেনা সকল সেই মহাসিংহনাদে বিচেতনপ্রায় হইয়া সেই স্থানে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। তদবলোকনে ক্রোধাবিষ্ট কুমারের মুখ হইতে প্রজ্বলিত অনল রাশি উদ্গীর্ণ হইয়া কম্পিতকলেবর দেবসৈন্য সকলকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন কাহার মস্তক, কাহার বা দেহ, কাহার বা বাহন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তাহাদিগকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নক্ষত্রগণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর দেবসেনা সকল দগ্ধদেহ হইয়া পাবকনন্দন স্কন্দের শরণাপন্ন হইল। দেবতারাও দেবরাজকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া স্কন্দের প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলে, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গেল। তখন সেই বিদীর্ণ পার্শ্বদেশ হইতে দিব্য সুবর্ণ কুণ্ডল ও শক্তিধারী এক যুবা পুরুষ নির্গত হইলেন। বজ্রপ্রহার দ্বারা সঞ্জাত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম বিশাখ হইল। সুররাজ ইন্দ্র সেই কালানলসম কান্তিসম্পন্ন অন্য এক যুবা পুরুষ সমুৎপন্ন হইলেন দেখিয়া ভয়প্রযুক্ত কৃতাঞ্জলিপুটে স্কন্দের শরণাপন্ন হইলেন। স্কন্দ তাঁহাকে ও তাঁহার সৈন্যগণকে অভয় প্রদান করিলে, দেবগণ প্রহৃষ্টমনে বাদিত্র বাদন করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে কুমারের অদ্ভুতদর্শন পারিষদ গণের বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন। বজ্রপ্রহারে স্কন্দের পার্শ্বদেশ হইতে কুমার

সকল সঞ্জাত হইল। সেই সমস্ত দারুণ কুমারগণ গর্ভস্থ শিশু সন্তানকে হরণ করিয়া থাকে। পরে ঐ পার্শ্বদেশ হইতেই মহাবল-সম্পন্ন কুমারীগণ জন্ম গ্রহণ করিল। কুমার-সকল বিশাখকে পিতৃতুল্য বোধ করিত। ছাগমুখ বিশাখ ও ভদ্রশাখ কন্যা, পুত্র ও মাতৃগণে পরিবৃত হইয়া সমরসময়ে সকলকে রক্ষা করিতেন। লোকে কুমার স্কন্দকে পিতা বলিয়া আহ্বান করিত। সন্তানার্থী ও পুত্রবান্ ব্যক্তিসকল প্রদোষ সময়ে অগ্নিরূপ রুদ্র ও স্বাহারূপ উমাকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

তপনামা বহ্নি হইতে যে সকল কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিলেন; তাঁহারা স্কন্দসন্নিধানে গমন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! এক্ষণে আমরা আপনার প্রসাদে সকলের মাতা ও পূজনীয় হইতে অভিলাষ করিয়াছি; অতএব আপনি আমাদিগের এই চিরাভিলষিত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করুন। স্কন্দ কহিলেন, হে কুমারীগণ! তোমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে; এক্ষণে তোমরা শিবা ও অশিবা এই দুই ভাগে বিভক্ত হও।

অনন্তর লোকমাতা সকল স্কন্দকে পুত্রস্থানীয় করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। কাকী, হলিমা, মালিনী, বৃংহিকা, আর্য্যা, পলালা ও বৈমিত্রা এই সাতটি শিশুমাতা বা মাতৃগণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। স্কন্দদেবের প্রসাদবলে মাতৃগণের গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত অতি ভয়ঙ্কর লোহিতনেত্র আটটি শিশু জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারাই বীরাষ্টক এবং ছাগবক্ত্র তাঁহাদিগের নবম বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন। স্কন্দের ছয়টি বক্ত্রের মধ্যে ছাগবক্ত্রটিই প্রধান ও মধ্যবর্ত্তী। মাতৃগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। যিনি দিব্য শক্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নাম ভদ্রশাখ। হে মহারাজ! শুক্ল-পঞ্চমীতে বিবিধাকার সমুৎপাদন ও ষষ্ঠীতে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

অষ্টাবিংশত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! হিরণ্ময়লোচন স্কন্দদেব হিরণ্ময় কবচ, হিরণ্ময় মালা হিরণ্ময় চূড়া ও হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করিয়া উপবেশন করিলে, স্বয়ং কমলারূপা শ্রী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন ষড়ানন লক্ষ্মীর সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া পৌর্ণমাসী-সমুদ্ভাসিত শশীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে যথাবিধি পূজা করিয়া কহিলেন, হে হিরণ্যগর্ভ! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি সর্ব্ব লোকের কল্যাণকর হও; তুমি ছয় রাত্রিমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছ; ইতিমধ্যে সমুদায় লোক তোমার বশবর্ত্তী হইয়াছে; অতএব হে সুরোত্তম! তুমি এই সমস্ত লোককে অভয় প্রদান করিয়া ইন্দ্রত্ব পদে অধিরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে তপোধনগণ! ইন্দ্র সমুদায় লোকের কি কর্ম্ম করিয়া

থাকেন এবং কিপ্রকারে বা দেবগণকে প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন ?

ঋষিগণ কহিলেন, সুররাজ ইন্দ্র সন্তুষ্ট চিত্তে প্রজাগণকে বল, তেজঃ, সুখপ্রভৃতি সমুদায় অভিলষণীয় বস্তু প্রদান, দুষ্টের দমন, শিষ্টের প্রতিপালন ও সমুদায় চরাচর জগৎকে স্ব স্ব কার্য্যে অনুশাসন করেন। যে স্থানে সূর্য্য নাই; সে স্থানে তিনিই সূর্য্য; এবং যে স্থানে চন্দ্র নাই, সে স্থানে তিনিই চন্দ্রমাঃ হন। তিনি কারণবশতঃ অগ্নি, বায়ু, পৃথিবী ও জল হইয়া থাকেন। হে বীর! বিপুলবলশালী ইন্দ্রের এই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমিও বীরশ্রেষ্ঠ; অতএব আমাদিগের ইন্দ্রত্ব পদে অধিষ্ঠিত হও।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবাহো! তুমি আজি ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়া আমাদিগের সুখ সৌভাগ্য বিধান কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমি বিজয়ী হইয়া অনাকুলিত চিত্তে ত্রৈলোক্য শাসন কর; আমি তোমার কিঙ্কর হইয়া থাকিব; ইন্দ্রত্ব পদ আমার অভীপ্সিত নহে।

ইন্দ্র কহিলেন, হে বীর! তুমি অতি অদ্ভুত বল ধারণ করিয়াছ; অতএব দেবগণের অরাতিকুল নির্ম্মূল কর। লোকে তোমার তেজঃ দর্শনে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছে। আমি দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পরাজিত হইয়াছি; অতএব ইন্দ্রত্ব পদে অধিরূঢ় হইলে, সকলে আমাকে অবজ্ঞা করিবে। তাহাতে আমাদিগের সুহৃদ্ভেদ হইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। আমাদিগের প্রণয় ভঙ্গ হইলে উদ্যোগী সাবধান শাত্রবগণ অবিলম্বেই তাহা অবগত হইবে; পরে প্রজাগণও পরস্পর অন্যতর পক্ষে পক্ষপাতনিবন্ধন দুই দলে বিভক্ত হইবে। এই রূপ ভূতভেদকালে আমাদিগের পরস্পরের বিগ্রহ ঘটনারও অসম্ভাবনা নাই; তাহা হইলে তখন তুমি নিঃশঙ্ক চিত্তে আমাকে পরাজয় করিবে। অতএব হে মহাবল! তুমি কোন বিচার না করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রত্ব পদে আরোহণ কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে শক্র! তুমিই ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর; আমি তোমার আজ্ঞাবহ ও অনুগত; এক্ষণে কি করিব অনুমতি কর।

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাবল! আমি তোমার বাক্যে ইন্দ্রত্ব পদে অধিরোহণ করিব; সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি যদি যথার্থই আমার শাসন রক্ষা করিতে উৎসুক হইয়া থাক, তাহা হইলে দেবগণের সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে সুররাজ। দেবগণের অর্থসিদ্ধি, গোব্রাহ্মণের হিত সাধন ও দানবগণের উৎসাদন করিবার নিমিত্ত আমাকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত কর।

তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ স্কন্দদেবকে সৈনাপত্যে অভিষিক্ত করিলেন; মহর্ষিগণ পূজা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তকে কাঞ্চনময় ছত্র সুসমৃদ্ধ বহ্নিমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। যশস্বী ত্রিপুরারি দেবীসমভিব্যাহারে আগমনপূর্ব্বক তাঁহার গলদেশে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিতা

কাঞ্চনময়ী মালা প্রদান করিয়া অর্চ্চনা করিলেন।

ব্রাহ্মণগণ অগ্নিকে রুদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই রুদ্ররূপ অনল কর্ত্তৃক উৎসৃষ্ট শুক্রে শ্বেত পর্ব্বতে কৃত্তিকাগণের প্রযত্নে স্কন্দ দেব জন্ম গ্রহণ করেন, এই জন্য ইনি রুদ্রপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। দেবগণ রুদ্রকে তাঁহার অভিনন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাকে রুদ্রসূনু বলিয়া থাকেন। ফলতঃ তিনি রুদ্ররূপ বহ্নির ঔরসে ঋষিপত্নীরূপধারিণী স্বাহা হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছেন।

শ্রীমান্ পাবকনন্দন অজীর্ণ-রক্তাম্বর-পরিবেষ্টিত কলেবর হইয়া লোহিত বসনদ্বয়সম্বলিত অংশুমানের ন্যায় দীপ্ত পাইতে লাগিলেন। তাঁহার রথে অগ্নিপ্রদত্ত কুক্কুট কেতুভূত হইয়া কালানলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। যে শক্তি দেবগণের জয়বর্দ্ধিনী এবং সর্ব্বভূতের চেষ্টা, বল, প্রভা ও শান্তি, তিনি তাঁহাতে সমাবিষ্ট হইলেন। তাঁহার সহজাত কবচ শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলেই আবির্ভূত হইত। শক্তি, ধর্ম্ম, বল, তেজঃ, কান্তি, সত্য, উন্নতি, ব্রাহ্মণত্ব, অসম্মোহ, ভক্তগণের পরিরক্ষণ, অরাতিগণের নির্দ্দলন ও লোকাভিরক্ষণ এই সমস্ত গুণ তাঁহার জন্মকালেই সমুৎপন্ন হইয়াছিল।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন স্কন্দ দেবগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত ও অলঙ্কৃত হইয়া পরিপূর্ণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। স্বাধ্যায়ধ্বনি, দেবগণের বাদ্যধ্বনি ও গন্ধর্ব্বগণের গীতধ্বনি সমুদ্ভূত হইতে লাগিল। দেবগণ অপ্সরোগণ, পিশাচগণ ও অন্যান্য প্রাণিসকলে অলঙ্কৃত হইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তিনিও তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তী হইয়া পরমানন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। দেবগণ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া তমোরাশি-বিনাশী চণ্ডরশ্মির ন্যায় বোধ করিয়াছিলেন।

অনন্তর "তুমি আমাদের সেনাপতি হইলে" এই কথা বলিতে বলিতে দেবসৈন্যগণ ষড়াননের চতুর্দ্দিকে আগমনপূর্ব্বক স্তব ও পূজা করিতে আরম্ভ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিলেন।

দেবরাজ ইতিপূর্ব্বে দেবসেনা নাম্নী যে রমণীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং যাহাকে রুদ্রসুতের প্রণয়িনী হইবে বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন; এক্ষণে কার্ত্তিকেয় সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হইলে, তিনি সেই কন্যাকে আনয়ন করিয়া কহিলেন, হে সুরোত্তম! ভগবান্ ব্রহ্মা তোমার জন্মিবার অগ্রে ইঁহাকে তোমার পত্নীরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; অতএব তুমি বেদবিহিত বিধিপূর্ব্বক করকমল দ্বারা ইঁহার পাণিকমল পরিগ্রহ কর।

স্কন্দ ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া যথাবিধি তাঁহার পাণিপীড়ন করিলে, মন্ত্রবেত্তা বৃহস্পতি জপ ও হোমক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ যাঁহাকে ষষ্ঠী, সুখপ্রদা লক্ষ্মী, সিনীবালী, অপরাজিতা ও কুহূ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেই দেবসেনা

স্কন্দের মহিষী হইলেন। যখন দেবসেনা সনাতন স্কন্দদেবের প্রণয়িনীপদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তখন স্বয়ং লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিলেন। ভগবান্ কার্ত্তিকেয় পঞ্চমীতে লক্ষ্মীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন; এই জন্য ঐ তিথি শ্রীপঞ্চমী এবং ষষ্ঠীতে তাঁহার প্রয়োজন সকল সুসম্পন্ন হইয়াছিল; এই নিমিত্ত ষষ্ঠী মহাতিথি বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল।

একোন ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! এদিকে সেই ছয় জন মহর্ষিপত্নী স্ব স্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া অসামান্য শ্রীসম্পন্ন দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমাদের স্বামিগণ ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া বিনাপরাধে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। কোন ব্যক্তি আমাদিগের ভর্ত্তৃগণকে কহিয়াছে, আমরা তোমাকে সমুৎপন্ন করিয়াছি; তাঁহারা এই কথা শ্রবণে বিচার না করিয়াই আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; এক্ষণে তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ কর। হে মহাভাগ! তোমার প্রসাদে আমাদের অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে; আমরা তন্নিমিত্তই তোমাকে পুত্র করিতে বাসনা করি; তুমি আমাদের পুত্র হইয়া মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হও।

স্কন্দ কহিলেন, হে মহর্ষিপত্নীগণ! আপনারা আমার মাতা; আমি আপনাদের পুত্র; এতদ্ভিন্ন আপনারা আর যাহা অভিলাষ করেন; তৎসমুদায়ও সম্পূর্ণ হইবে। অনন্তর কার্ত্তিকেয় দেবরাজকে বিবক্ষু দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, সুররাজ! কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাত্মন্? রোহিণীর কনিষ্ঠ ভগিনী অভিজিৎ স্পর্দ্ধা করিয়া জ্যেষ্ঠ হইবার বাসনায় তপোনুষ্ঠান করিতে বনে গমন করিয়াছে; তন্নিমিত্ত আমি নক্ষত্রসংখ্যা পূরণে অসমর্থ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি ব্রহ্মার সহিত মিলিত হইয়া গগনচ্যুত অভিজিতের পরিবর্ত্তে অন্য নক্ষত্র প্রতিষ্ঠিত করিবার উপায় চিন্তা কর। স্কন্দ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলে, তিনি ধনিষ্ঠাদি কালের কল্পনা করিলেন। সেই কালই পূর্ব্বে রোহিণী নক্ষত্র হইয়াছিল। এ দিকে কৃত্তিকাগণ ইন্দ্রের অভিপ্রায় অবগত হইয়া নক্ষত্রসংখ্যা পূরণ করিবার নিমিত্ত স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহারা ছয় জন গারুড়ীর সহিত মিলিত হইয়া সপ্তশীর্ষাভ নক্ষত্ররূপে অদ্যাপি দীপ্তি পাইতেছেন।

অনন্তর বিনতা স্কন্দকে কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমিই আমার পিণ্ডদ পুত্র; আমি তোমার সহিত সতত একত্র বাস করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, জননি! আপনার অভিলাষ পূর্ণ করিলাম; আপনাকে নমস্কার; আপনি পুত্রস্নেহ-সহকারে আমাকে প্রতি-

পালন ও আপনার স্নুষার সহিত সুখ স্বচ্ছন্দে বাস করুন।

অনন্তর মাতৃগণ একত্র হইয়া স্কন্দকে কহিলেন, হে কুমার! পণ্ডিতগণ আমাদিগকে সর্ব্বলোক-মাতা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তন্নিমিত্ত আমরা তোমার মাতা হইতে বাসনা করি; তুমি আমাদিগকে পূজা কর।

স্কন্দ কহিলেন, আপনারা আমার মাতা; আমি আপনাদের পুত্র; আজ্ঞা করুন, আপনাদিগের কি অভিলাষ সম্পাদন করিব?

বিনতাদি মাতৃগণ কহিলেন, ব্রাহ্মী মাহেশ্বরীপ্রভৃতি যাহারা পূর্ব্বে মাতৃত্বপদে পরিকল্পিত হইয়াছে; এক্ষণে তাহাদের সেই পদ আর না থাকে; আমরা যেন তাহাদের স্থানীয় হইয়া লোকের পূজনীয় হই; কেহ যেন তাহাদিগকে পূজা না করে। আর তোমার নিমিত্ত তাহারা আমাদের ভর্ত্তৃগণকে প্রকোপিত করিয়া যে সমস্ত সন্তান সন্ততি বিনষ্ট করিয়াছে, তৎ সমুদায় আমাদিগকে প্রদান কর।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ! আমি আগ্রহাতিশয়-সহকারে প্রার্থনা করিলেও মহর্ষিগণ আপনাদের গ্রহণে সম্মত হইবেন না; অতএব এক্ষণে অন্য কোন্ প্রকার প্রজা আপনাদের অভিলষণীয় বলুন।

মাতৃগণ কহিলেন, আমরা তোমার সহিত একত্র মিলিত হইয়া সেই সমুদায় পূর্ব্বোক্ত মাতৃগণের প্রজা ও পিত্রাদিকে ভক্ষণ করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, হে মাতৃগণ! আমি আপনাদিগকে প্রজা প্রদান করিতেছি; কিন্তু আপনারা অতি দারুণ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন; অতএব প্রণতিপূর্ব্বক কহিতেছি, আপনারা অনুগ্রহ করিয়া ঐ প্রজাগণকে রক্ষা করুন।

মাতৃগণ কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমরা তোমার ইচ্ছানুসারে ঐ সন্তানগণকে রক্ষা করিব; কিন্তু তোমার সহিত চির কাল একত্র বাস করিতে বাসনা করি।

স্কন্দ কহিলেন, মানব-সন্ততিগণের যত দিন ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ না হইবে; তাবৎ কাল আপনারা নানাবিধ রূপ ধারণপূর্ব্বক তাহাদিগের বিঘ্ন উৎপাদন করুন। আর আমি আপনাদিগকে এক রৌদ্র অব্যয় পুরুষ প্রদান করিতেছি; আপনারা তাহার সহিত বাস করিবেন।

ভগবান্ স্কন্দ এই কথা কহিবামাত্র তাঁহার শরীর হইতে অগ্নিতুল্য এক বীর পুরুষ বিনির্গত হইল; মনুষ্যগণের সন্তান সন্ততি ভক্ষণ করাই উহার উদ্দেশ্য। ঐ পুরুষ উৎপন্ন হইবামাত্র ক্ষুধায় একান্ত কাতর ও বিসংজ্ঞপ্রায় হইয়া সহসা ধরাতলে নিপতিত হইল এবং তৎপরে স্কন্দের অনুজ্ঞানুসারে ঘোররূপ গ্রহ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণগণ ঐ গ্রহকে স্কন্দাপস্মার, মহারৌদ্রা বিনতাকে শকুনিগ্রহ, রাক্ষসী পূতনাকে পূতনাগ্রহ ও কষ্টদায়িনী ঘোররূপা নিশাচরী পিশাচীকে শীতপূতনা কহিয়া থাকেন। শীতপূতনা মানুষীগণের গর্ভ সমুদায় হরণ করে। অদিতি রেবতী

বলিয়া বিখ্যাত; উহার গ্রহের নাম রৈবত। ঐ মহাঘোর গ্রহও বালকগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। দৈত্যগণের মাতা দিতিকে মুখমণ্ডিকা কহে। দুরাসদা মুখমণ্ডিকা সাতিশয় শিশুমাংস-লোলুপ।

হে পাণ্ডবনাথ! যে যে কুমার ও কুমারীগণ স্কন্দ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, তাহারা সকলেই মহাগ্রহ ও গর্ভভোজী। ঐ সমুদায় কুমারগণ উক্ত কুমারীগণের পতি। উহারা সকলেই অজ্ঞাতসারে বালকগণকে হরণ করিয়া থাকে।

প্রাজ্ঞ লোক সমুদায় গোমাতাকে সুরভি কহিয়া থাকেন। শকুনিগ্রহ তাঁহার উপর আরোহণ-পূর্ব্বক বালকগণকে ভোজন করে। কুক্কুরমাতা সরমা সর্ব্বদা মানুষীগণের গর্ভ হরণ করিয়া থাকে। পাদপসমুদায়ের মাতাকে করঞ্জনিলয়া কহে। তিনি সাতিশয় অনুকম্পা-পরতন্ত্র, সৌম্যমূর্ত্তি ও বরপ্রদা; এই নিমিত্ত পুত্রার্থী ব্যক্তিগণ করঞ্জ পাদপ অবলোকন করিলেই তাঁহাকে নমস্কার করে। এই অষ্টাদশ ও অন্যান্য গ্রহ সমুদায় মাংস ভক্ষণ ও মধুপানে নিতান্ত অভিলাষী; উহারা দশ দিবস অনবরত সূতিকাগৃহে বাস করে।

হে মহারাজ! নাগমাতা কদ্রূ সূক্ষ্ম কলেবর পরিগ্রহ করিয়া গর্ভিণীর শরীরে প্রবেশপূর্ব্বক গর্ভ ভক্ষণ করে। গন্ধর্ব্বগণের মাতা গর্ভিণীর গর্ভ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করে; এই নিমিত্ত লোকে কোন কোন নারীর গর্ভ বিলীন হইতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপ্সরোদিগের জননী গর্ভিণীগণের গর্ভ গ্রহণ করিয়া থাকে, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ গর্ভ বিনষ্ট হইয়াছে, কহেন। লোহিত সমুদ্রের কন্যা স্কন্দের ধাত্রী, উহার নাম লোহিতযোনি; কদম্ব বৃক্ষে উহাকে পূজা করে। পুরুষগণের মধ্যে রুদ্র যেমন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; স্ত্রীগণের মধ্যে আর্য্যাও তদ্রূপ। আর্য্যা কুমারের মাতা; লোকে অভিলাষ সিদ্ধির নিমিত্ত উঁহাকে পৃথক্ পূজা করিয়া থাকে।

হে রাজন্! যে সমুদায় মহাগ্রহের বিষয় কীর্ত্তিত হইল, তাহারা বালকগণের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অমঙ্গল বিধান করে। আর যে সমুদায় পুরুষগ্রহ ও মাতৃগণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, উহারা স্কন্দগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত। স্নান, ধূপ, অঞ্জন, বলি ও উপহার প্রদান দ্বারা উহাদিগের শান্তি হয়। উহারা উক্ত প্রকারে সম্যক্ রূপে অভ্যর্চ্চিত হইলে মনুষ্যগণকে আয়ুঃ, বীর্য্যপ্রভৃতি শুভ ফল প্রদান করে। হে মহারাজ! এক্ষণে মনুষ্যগণের ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে যে সকল গ্রহ দ্বারা তাহাদের অপকার হয়; আমি মহেশ্বরকে নমস্কার করিয়া তৎ সমুদায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

হে পাণ্ডবনাথ! মনুষ্যগণ নিদ্রা বা জাগরণাবস্থায় দেবগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহাকে দেবগ্রহ কহে। মানবজাতি আসীন বা শয়ান হইয়া পিতৃগণকে দেখিবামাত্র যে উন্মাদগ্রস্ত হয়, উহাকে পিতৃগ্রহ কহে। সিদ্ধগণকে অবমাননা করিয়া বা তাঁহাদিগের ক্রোধ-

প্রযুক্ত অভিশপ্ত হইয়া যে হঠাৎ উন্মত্ত হয়, উহার নাম সিদ্ধগ্রহ। বিবিধ প্রকার গন্ধ বা রস আঘ্রাণ করিবামাত্র যে সহসা উন্মত্ত হয়; উহাকে রাক্ষসগ্রহ কহে; গন্ধর্ব্বের আবেশবশতঃ যে সহসা উন্মত্ত হইয়া উঠে, উহার নাম গন্ধর্ব্বগ্রহ; নিত্য নিত্য পিশাচের আরোহণবশতঃ যে ক্ষিপ্ত হয়; উহাকে পৈশাচ গ্রহ কহে; এবং যক্ষের আবেশবশতঃ যে হঠাৎ উন্মাদগ্রস্ত হইয়া উঠে, উহাকে যক্ষগ্রহ কহে। দোষবশতঃ চিত্ত প্রকুপিত হওয়াতে যে ব্যক্তি উন্মত্ত হয়, শাস্ত্রমতে অতি শীঘ্র তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। যে ব্যক্তি বৈক্লব্য, ভয় বা ঘোর দর্শন দ্বারা হঠাৎ উন্মত্ত হইয়া উঠে, সান্ত্বাদই তাহার রোগোপশমের উত্তম উপায়।

হে রাজন্! গ্রহ তিন প্রকার; কোন কোন গ্রহ ক্রীড়াভিলাষী; কোন কোন গ্রহ ভোগাভিলাষী ও কেহ কেহ কামক্রীড়াভিলাষী। এই সকল গ্রহ মনুষ্যগণের সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অহিতাচরণ করিয়া থাকে; তৎপরে গ্রহসদৃশ জ্বর তাহাদিগকে আক্রমণ করে। হে রাজন্! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, শুচি, অতন্দ্রিত, আস্তিক ও শ্রদ্ধাবান্; এবং মহেশ্বরের প্রতি যাহার অবিচলিত ভক্তি; গ্রহগণ কদাচ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হয় না।

ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! স্কন্দ সমুদায় মাতৃগণের প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিলে পর, স্বাহা কহিলেন, বৎস! তুমি আমার পুত্র; অতএব তোমাকর্ত্তৃক আমার প্রীতিকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, ইহাই নিতান্ত বাসনা। স্কন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবতি! আপনি কিদৃশী প্রীতির অভিলাষিণী?

তিনি কহিলেন, আমি দক্ষ প্রজাপতির প্রিয়তমা কন্যা; আমার নাম স্বাহা; বাল্যাবধি হুতাশনের প্রতি আমার সাতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছে; কিন্তু তিনি তাহা সম্যক্ অবগত নহেন। যাহা হউক, এক্ষণে অভিলাষ যে, নিরন্তর হুতাশনের সহিত বাস করিয়া কাল যাপন করি।

স্কন্দ কহিলেন, দেবি! অদ্যাবধি সৎপথস্থিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপূত হব্যকব্যপ্রভৃতি দ্রব্যজাত স্বাহা বলিয়া হুতাশনে আহুতি প্রদান করিবেন; তাহা হইলে সর্ব্বদাই আপনার অনলসহবাস হইবে; সন্দেহ নাই। স্বাহা স্কন্দের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত ও যথাবিধি পূজিত হইয়া তাঁহার পূজা করিয়া চিরপ্রার্থিত ভর্ত্তা পাবকের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ প্রজাপতি স্কন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ত্রৈলোক্যবিজয়িন্! তুমি তোমার পিতা ত্রিপুরনিসূদন মহাদেবের নিকট গমন কর। মহাদেব অগ্নিতে এবং উমা স্বাহাতে সমাবিষ্ট হইয়া লোকহিতার্থে তোমাকে উৎপাদন করিয়াছেন; তুমি সকলের অজেয়। মহাত্মা রুদ্র উমাযোনিতে শুক্র নিক্ষেপ করেন; সেই শুক্র পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া

পঞ্চ স্থানে নিপতিত হয়। প্রথমতঃ তাহা হইতে মিঞ্জিকা মিঞ্জিক-মিথুন উৎপন্ন হইয়া এই পর্ব্বতে পতিত হয়; এবং লোহিত সাগরে তাহার এক ভাগ, সূর্য্য-রশ্মিতে কিঞ্চিৎ, ভূলোকে কিঞ্চিৎ ও বৃক্ষে তাহার কিয়দংশ পতিত হইয়াছিল। এই রূপে স্থানে স্থানে তোমার নানা প্রকার পরিষদ্গণ সঞ্জাত হইয়াছে; তাহারা সকলেই অতি ভীষণ ও পিশিতাশন। তখন পিতৃবৎসল স্কন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া পিতা মহাদেবের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিলেন।

ধনার্থী ও ব্যাধিপ্রশমনার্থী লোকে অর্ক পুষ্প দ্বারা সেই পঞ্চ গণের পূজা করিবে। বালকহিতার্থে রুদ্রসম্ভব মিঞ্জিকা-মিঞ্জিক মিথুনকে সর্ব্বদাই নমস্কার করিবে। যে শুক্রাংশ বৃক্ষে নিপতিত হইয়াছিল; তাহা হইতে মানুসমাংসাদ কতিপয় দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা বৃদ্ধিকা-নামে প্রসিদ্ধ; প্রজার্থী লোকে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিবে। হে রাজন্ এই রূপে অসংখ্য পিশাচগণ সঞ্জাত হইয়াছে।

সম্প্রতি কার্ত্তিকেয়ের ঘণ্টা ও পতাকার উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর। ঐরাবতের বৈজয়ন্তী নামে দুইটি লোহিতবর্ণ ঘণ্টা ছিল; দেবরাজ স্বয়ং উহা আনয়নপূর্ব্বক একটি বিশাখকে অপরটি স্কন্দকে প্রদান করিলেন। তিনি দেবপ্রদত্ত সমস্ত ক্রীড়নক দ্বারা ক্রীড়া করিয়া পিশাচ ও দেবগণে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনশৈলে অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার সন্নিধানবশতঃ কুসুমকানন-সুশোভিত সেই নগপতিরও পরম রমণীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল। যেমন সূর্য্য-সন্নিধানে সুচারু-কন্দর মন্দরের শোভা হয়, তদ্রূপ স্কন্দের সন্নিধানে শ্বেত পর্ব্বত অতীব প্রতিভাত হইয়া উঠিল। তথায় কাননসকল করবীর পারিজাত, জবা, অশোক ও কদম্বপ্রভৃতি প্রফুল্ল কুসুমসমূহে বিরাজিত রহিয়াছে; নানা জাতীয় দিব্য মৃগ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে; অতি গভীরনিস্বন দেবতা ও দেবর্ষিগণ নিয়ত বাস করিতেছেন; অপ্সরাঃ ও গন্ধর্ব্বনিবহ নিরন্তর নৃত্য করিতেছে, এবং সর্ব্বদাই প্রাণিগণের আনন্দধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ফলতঃ দেবরাজাধিষ্ঠিত সমস্ত জগৎ সেই শ্বেতাচলে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

মহাত্মা কার্ত্তিকেয় সমস্ত জগতের আধারভূত সেই পর্ব্বতে প্রত্যহ অভিনব বস্তু সন্দর্শন দ্বারা নয়ন ও মনঃ পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন; কিন্তু দৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর দর্শননিবন্ধন ক্লেশের লেশও অনুভব করেন নাই।

অনন্তর ভগবান্ পাবকি সৈনাপত্যে অভিষিক্ত হইলে, ভূতভাবন ভবানীপতি আহ্লাদিত হইয়া পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সহস্রসিংহ-সংযোজিত, লোহিতবর্ণ, সমুজ্জ্বল রথে আরোহণ-পূর্ব্বক ভদ্রবটে গমন করিলেন। মৃগেন্দ্রগণ মুহূর্ত্ত কালমধ্যে নভোমণ্ডলে সমুত্থিত হইয়া গভীর গর্জ্জনে চরাচর ত্রাসিত করিতে লাগিল; বোধ হইল যেন তাহারা আকাশমণ্ডল গ্রাস

করিতে উদ্যত হইয়াছে। সৌদামিনী-সমভিব্যাহারী সূর্য্য যেমন শক্রশরাসনসনাথ জলধরপটলে শোভমান হন, তদ্রূপ পশু-পতি পার্ব্বতী-সমভিব্যাহারে সেই রথে দীপ্তি পাইতে লাগিলেন।

ধনপতি কুবের গুহ্যকগণ পরিবৃত হইয়া সুরুচির পুষ্পক রথে আরোহণ পূর্ব্বক মহাদেবের অগ্রে অগ্রে চলিলেন; দেব-রাজ ইন্দ্র দেবগণসমভিব্যাহারে ঐরাবতে আরোহণ করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। যুদ্ধবিশারদ বহুসংখ্যক দেবতা বসু ও রুদ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে গমন করিতে লাগিলেন; মাল্যাভরণবিভূষিত যক্ষ, রক্ষঃ ও গ্রহগণপরিবৃত মহাযক্ষও সেই পক্ষ আশ্রয় করিয়া চলিলেন।

ঘোররূপ যম ভয়ঙ্করব্যাধিশত-পরিবে-ষ্টিত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন; অতি ভীষণ, সুতীক্ষ্ণ, ত্রিশিখর বিজয়াখ্য রুদ্র-শূল তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। উগ্র-পাশ সলিলাধিপতি ভগবান্ বরুণদেব বিবিধ প্রকার জলজন্তুগণ-পরিবৃত হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন। রুদ্রের পট্টিশ অস্ত্র গদা, মূষল, শক্তিপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র-সমভি-ব্যাহারে বিজয়ের অনুগমন করিল। পট্টি-শের পশ্চাৎ রুদ্রের ছত্র, তাহার পশ্চাৎ কমণ্ডলু ও তাহার দক্ষিণ পার্শ্বে দেবপূজিত পরম শোভমান দণ্ড গমন করিতে লাগিল। ভৃগু ও অঙ্গিরাঃ প্রভৃতি ঋষিগণ তাহা-দিগের সমভিব্যাহারে চলিলেন।

মহাতেজাঃ ভগবান্ রুদ্র বিমলস্যন্দনাধি-ষ্ঠিত হইয়া দেবগণের সন্তোষোৎপাদন-পূর্ব্বক পট্টিশপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, ভুজগ, অপ্সরাঃ, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, দেবশিশু ও বরাঙ্গনাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়া রুদ্রের অনুগামী হইলেন। মেঘ-সকল মহাদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুগমন করিল। নিশাকর মহাদেবের মস্তকে শুভ্র ছত্র ধারণ করিলেন; বায়ু ও অগ্নি চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। রাজর্ষিগণ বৃষধ্বজের স্তব করিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। গৌরী, বিদ্যা, গান্ধারী, কেশিনী ও সাবিত্রীপ্রভৃতি সকলে পার্ব্ব-তীর অনুগামিনী হইলেন। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সেনামুখে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

যে রুদ্রসখ রাক্ষসগ্রহ সর্ব্বদা শ্মশানে ব্যাপৃত থাকে, সে পতাকা গ্রহণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল এবং লোকানন্দদায়ক পিঙ্গলাখ্য যক্ষেন্দ্রও তাহার অনুগমন করিল; এই রূপে মহাদেব পরম সুখে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার অগ্রে কি পশ্চাতে অপর কোন ব্যক্তির গমন করিবার ক্ষমতা ছিল না। যিনি শিব, ঈশ, রুদ্র, পিতামহ ও মহেশ্বর বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন; মানবগণ সৎ কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বিবিধ ভাবসহকারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে।

এই রূপে কৃত্তিকানন্দন দেবসেনাপতি সুরসেনাপরিবৃত হইয়া দেবদেবের অনু-গমন করিলেন। অনন্তর মহাদেব তাঁহাকে

কহিলেন, হে মহাবল! তুমি নিরন্তর অতন্দ্রিত হইয়া সপ্তম মারুত-স্কন্দকে রক্ষা করিবে। কার্ত্তিকেয় বিনয়নম্র বাক্যে কহিলেন, তাত! আমি সর্ব্বদাই সপ্তম মারুত-স্কন্দকে প্রতিপালন করিব; সন্দেহ নাই; এক্ষণে যদি অন্য কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম থাকে; তাহাও শীঘ্র অনুমতি করুন।

রুদ্র কহিলেন, হে বৎস! তুমি কোন কার্য্যোপলক্ষে পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহকারে আমাকে সন্দর্শন করিলে অবশ্যই তোমার মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া মহেশ্বর রুদ্র স্কন্দকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গমনের আদেশ প্রদান করিলেন।

অনন্তর অতি ভয়ঙ্কর উৎপাতসকল উপস্থিত হইল। দেবগণ সহসা মোহে আক্রান্ত ও অভিভূত হইলেন; নক্ষত্রপুঞ্জের সহিত নভোমণ্ডল অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; বিশ্ব সংসার এক বারে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল; মেদিনীমণ্ডল বিলক্ষণ শব্দায়মান, সহসা বিমোহিত ও কম্পিত হইতে লাগিল। ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্কর, দেবী পার্ব্বতী, দেবগণ ও মহর্ষিগণ ইঁহারা সকলে এই ভয়ানক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বিলক্ষণ ক্ষুভিত হইলেন।

অনন্তর পর্ব্বতাম্বুদ সন্নিভ পয়োধরাকার বিবিধায়ুধধারী প্রচণ্ড সৈন্যমণ্ডলী দৃষ্টিগোচর হইল। সেই অসংখ্য দানবদল তর্জ্জন-গর্জ্জনপূর্ব্বক ভগবান্ শঙ্কর ও অমরগণের প্রতি ধাবমান হইয়া তাঁহাদের সৈন্যের প্রতি অনবরত শরজাল, প্রাস, অসি, পরিঘ, শতঘ্নী, গদা ও পর্ব্বতসকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন দেবসৈন্যেরা দানবশরপ্রহারে নিতান্ত পীড়িত ও সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। শত শত হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। যেমন হুতাশন সমস্ত কানন দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ দানবেরা শরাগ্নি দ্বারা দেবসৈন্যদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। দেবগণ তখন দানবদলের শরাঘাতে বিদীর্ণমস্তক, ক্ষতবিক্ষতকায় ও নিঃসহায় হইয়া অনাথের ন্যায় পলায়ন করিলেন।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র সৈন্যগণকে দানবভয়ে পলায়ন করিতে দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে বীরগণ! তোমাদিগের মঙ্গল হইবে; তোমরা ভয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক অক্লিষ্ট চিত্তে পূর্ব্ববৎ বল বিক্রম প্রকাশ কর; ও ভীষণদর্শন দুর্ব্বৃত্ত দানবগণকে পরাজয় করিতে আমার সহিত অগ্রসর হও। দেবগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া আশ্বস্ত মনে ইন্দ্রের আশ্রয় লাভপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল বায়ু, মহাভাগ সাধ্য ও বসুগণের সহিত ক্রোধভরে দৈত্যগণের প্রতি ধাবমান হইয়া শর বর্ষণ আরম্ভ করিলেন।

নিশিত শর সকল দৈত্যকলেবরে নিপতিত হইয়া প্রচুর পরিমাণে রুধির পান করিতে লাগিল। ভুজঙ্গ যেমন গিরিদরী হইতে বিনির্গত হয়; তদ্রূপ দেবশর-

নিকর দৈত্যদেহ ভেদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অসুরগণের শরীর শর-নির্ভিন্ন হইয়া ছিন্ন অভ্রখণ্ডের ন্যায় তদ্দণ্ডেই ধরাতলশায়ী হইতে লাগিল। দৈত্যসেনা এই সকল ভয়ঙ্কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া একান্ত শঙ্কিত ও সাতিশয় ভীত হইয়া সমরে পরাঙ্মুখ হইল। তখন দেবগণ উদ্যতায়ুধ হইয়া প্রহৃষ্ট মনে কোলাহল করিতে লাগিলেন; তূরীপ্রভৃতি বহুবিধ সুমধুর বাদ্যসকল অনবরত বাদিত হইতে লাগিল।

এই রূপে দেব ও দানবগণের শোণিত-পঙ্কিল তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। ইত্যবসরে দেবতারা দেখিলেন, দানবেরা ভীষণ সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক সুরগণকে সংহার করিতেছে; এবং তূরী ভেরী প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যধ্বনি হইতেছে। দেখিতে দেখিতে মহিষ নামে মহাবল পরাক্রান্ত এক দৈত্য-বীর অতি প্রকাণ্ড পর্ব্বত হস্তে লইয়া সহসা অসুরসৈন্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। দেবগণ ঘনাবলিপরিবেষ্টিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় সেই মহিষাসুরকে নিরীক্ষণ করিয়া ভীতমনে পলায়ন করিতে লাগিলেন।

মহিষাসুর তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া পর্ব্বত নিক্ষেপ করিলে, অযুতসংখ্য দেবসৈন্য সেই পর্ব্বতপ্রহারে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। অনন্তর মহিষাসুর অন্যান্য দানবের সহিত দেবগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় উৎপাদন করিয়া ক্ষুদ্রমৃগানুসারী সিংহের ন্যায় রণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন দেবতারা তাহাকে অবলোকন করিয়া ভীতমনে অস্ত্র শস্ত্রপরিত্যাগপূর্ব্বক বাসবের সহিত পলায়ন করিলেন।

অনন্তর মহিষাসুর রোষকলুষিত মনে দ্রুতপদে রুদ্রের রথসন্নিধানে গমন করিয়া ধুর গ্রহণ করিলে, ভূলোক ও দ্যুলোক শব্দায়মান হইয়া উঠিল; জলদজালতুল্য মহাকায় দৈত্যসকল সিংহনাদ করিতে লাগিল; এবং মহর্ষিগণ বিমোহিত হইলেন। তখন অসুরেরা মনে করিল এই বার আমরা সম্পূর্ণ জয় লাভ করিব।

রণস্থল এইরূপ তুমুল হইয়া উঠিলে, ভগবান্ শঙ্কর মহিষাসুরকে সংহার করিবার নিমিত্ত তদীয় অন্তকস্বরূপ কার্ত্তিকেয়কে স্মরণ করিলেন। মহিষ তখন দেবগণের ভয় ও অসুরদিগের হর্ষ বর্দ্ধনপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে লোহিতাম্বরসম্বীত, রক্তমাল্যবিভূষিত, সুবর্ণবর্ম্মধারী ভগবান্ স্কন্দ কনকসঙ্কাশ রথে আরোহণপূর্ব্বক প্রচণ্ড সূর্য্যের ন্যায় ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তখন দেবসৈন্যেরা তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বরে সমরাভিমুখে ধাবমান হইল। মহাবল মহাসেন প্রজ্বলিত শক্তি পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ মহিষাসুরের মস্তক ছেদন করিলে, সে তখন প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইল। তাহার পর্ব্বতাকার মস্তক ভূতলে পতিত হইবামাত্র উত্তর কুরুর ষোড়শ যোজন বিস্তীর্ণ দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া গেল। তত্রত্য অন্যান্য সকলেরই গতি বিধি রোধ হইল; কেবল

উভয় কৌরবেরা ঐ পথ দিয়া অক্লেশে গমনাগমন করিতে লাগিল।

তখন স্কন্দদেব বারংবার শক্তি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক শত্রুগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। দেব ও দানবেরা এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। এই রূপে মহাসেন অনবরত শরবর্ষণ করিয়া শত্রুগণকে নিঃশেষপ্রায় করিলে পর, নিতান্ত দুৰ্দ্ধর্ষ তদীয় পারিষদবর্গ প্রহৃষ্ট মনে অবশিষ্ট অসুরগণকে সংহার করিয়া তাহাদিগের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিতে লাগিল। সূর্য্যদেব যেমন অন্ধকার ধ্বংস ও অনল যেমন মহীরুহগণকে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে; তদ্রূপ কার্ত্তিকেয় স্বকীয় অদ্ভুত বলবীর্য্যপ্রভাবে শত্রুগণকে সংহার করিলেন।

এই রূপে ক্ষণকালমধ্যেই দানবকুল নির্ম্মূল হইলে, তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে উপনীত দেখিয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক কহিলেন, হে স্কন্দ! যে মহিষ দৈত্য ব্রহ্মদত্ত বর-প্রভাবে দেবগণকে তৃণতুল্য জ্ঞান করিত, তুমি সেই দেবকণ্টক অসুরকে বিনাশ করিয়াছ। পূর্ব্বে যাহারা আমাদিগকে যুদ্ধে একান্ত পরিতাপিত করিয়াছিল; শত মহিষাসুরতুল্য বলশালী সেই অসুরগণ আজি তোমা হইতেই বিনষ্ট হইয়াছে, এবং তোমারই পারিষদবর্গ অবশিষ্ট অসুরদিগের রুধির পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছে। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের ন্যায় শত্রুগণের অজেয়; তোমার এই প্রাথমিক অদ্ভুত কর্ম্ম ত্রিলোকে প্রখ্যাত এবং এই কীর্ত্তি চিরস্থায়িনী হইবে; অধিক কি, অদ্যাবধি দেবগণ তোমার বশংবদ হইয়া রহিলেন।

এই বলিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভগবান্ ত্র্যম্বকের অনুজ্ঞানুসারে দেবগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, দেবাদিদেব রুদ্র দেবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা স্কন্দকে আমার সদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জ্ঞান করিবে; আমি এক্ষণে ভদ্রবটে চলিলাম; এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়া তিনি গমন করিলেন। হে মহারাজ! কৃত্তিকা-নন্দন স্কন্দ এই প্রকারে অসুরদিগকে সংহার করিয়া মহর্ষিগণের পূজা গ্রহণ-পূর্ব্বক এক দিবসে ত্রৈলোক্য জয় করিলেন। যে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া স্কন্দের এই জন্মবৃত্তান্ত পাঠ করেন, তাঁহার পুষ্টি ও স্কন্দের সলোকতা লাভ হয়।

একত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে তপোধন! আপনি স্কন্দদেবের ভুবনবিখ্যাত নাম সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন।

মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্ত্তিকেয়ের নামাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন; আগ্নেয়, স্কন্দ, দীপ্ত-কীর্ত্তি, অনাময়, ময়ূরকেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ,

কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভানন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, বিশাখ, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নক-প্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরজন্মা, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয় ও প্রিয়কৃৎ।' কার্ত্তিকেয়ের এই দিব্য নামসকল সংকীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য ও স্বর্গ লাভ হয়; তাহার সন্দেহ নাই।

হে যুধিষ্ঠির! এক্ষণে আমি দেব ও ঋষিগণের সহিত একত্র হইয়া তাঁহার স্তব করি; হে স্কন্দ! তুমি ব্রহ্মপ্রিয়; ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রতধারী, ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণের নেতা; তুমি স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র; মন্ত্র সকল তোমারই স্তব করিয়া থাকে; তুমিই বিখ্যাত হুতাশন; তুমিই সংবৎসর; তুমিই ছয় ঋতু, মাস, অর্দ্ধমাস, অয়ন ও দিক্। হে রাজীবলোচন! তুমি সহস্রমুখ ও সহস্রবাহু; তুমি লোকসকলের পাতা; তুমি পরম পবিত্র হবিঃ; তুমিই সুরাসুরগণের শুদ্ধিকর্ত্তা; তুমি সেনাগণের অধিপতি; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শত্রুগণের জেতা; তুমি সহস্রভূ; তুমি পৃথিবী; তুমি সহস্রতুষ্টি; তুমিই সহস্রভুক্ ও সহস্রশীর্ষ; তুমি অনন্তরূপ; তুমি সহস্রপাৎ; তুমিই গুরুশক্তিধারী।

হে দেব! গঙ্গা, স্বাহা, মহী ও কৃত্তিকাগণ তোমার মাতা; কুক্কুট তোমার ক্রীড়নক; তুমি ইচ্ছামত বিবিধ রূপ ধারণ করিতে সমর্থ। তুমি দক্ষ, তুমি সোম, তুমি সমীরণ, তুমি ধর্ম্ম, গিরীন্দ্র ও সহস্রলোচন; তুমি সনাতনের সনাতন, তুমি প্রভুর প্রভু; তুমিই উগ্রধন্বা; তুমি সত্যের কর্ত্তা ও দানবগণের হর্ত্তা; রিপুগণের জেতা ও সুরগণের শ্রেষ্ঠ; তুমি পরম সূক্ষ্ম তপঃস্বরূপ; তুমিই পরাপরের অভিজ্ঞ এবং তুমি স্বয়ংই সেই পরাপর; হে সুরবীর! তোমারই ধর্ম্ম, কাম ও শক্তি সমুদায় জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। আমি তোমাকে স্তব করিতেছি; হে লোকনাথ! তোমাকে নমস্কার; তুমি দ্বাদশ নেত্রবাহু; তোমার সূক্ষ্ম গতির আর কিছুই জানি না।

যে বিপ্র সমাহিত হইয়া স্কন্দদেবের এই স্তোত্র পাঠ বা ব্রাহ্মণগণের শ্রবণগোচর করান অথবা ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ করেন; তিনি ধন, আয়ুঃ, যশঃ, পুত্র, শত্রুজয়, পুষ্টি ও তুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া পরিশেষে স্কন্দলোকে বাস করেন।

মার্কণ্ডেয়সমস্যা পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বাত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাত্মা পাণ্ডবগণ ও বিপ্রসমুদায় আশ্রমমধ্যে সুখে সমাসীন হইয়া আছেন; এমত সময়ে দ্রৌপদী ও সত্যভামা তথায় প্রবেশ করিলেন। পরস্পর প্রিয়বাদিনী সেই কামিনীদ্বয় বহু দিবসের পর পরস্পর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরম প্রফুল্ল চিত্তে উপবেশনপূর্ব্বক কুরু ও যদুবংশসংক্রান্ত নানাবিধ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কৃষ্ণপ্রিয়া সত্যভামা একান্তে বসিয়া যাজ্ঞসেনীকে কহিলেন, হে দ্রৌপদি! তুমি লোকপালসদৃশ সুদৃঢ়কলেবর মহাবীর পাণ্ডবগণের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়া থাক? তাঁহারা যে কখনই তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হন না; প্রত্যুত ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছেন যে, তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও মনে করেন না; ইহার কারণ কি? সোমবারাদি ব্রতচর্য্যা, উপবাসাদিরূপ তপঃ, সঙ্গমাদিতে স্নান, মন্ত্র, ঔষধ, কামশাস্ত্রোক্ত বশীকরণ বিদ্যা, অচ্যুত তারুণ্যাদি, জপ, হোম বা অঞ্জনাদি ঔষধ, ইহার কোন্ উপায়ের প্রভাবে পাণ্ডবগণ তোমার এতাদৃশ বশীভূত হইয়াছেন? হে পাঞ্চালি! এক্ষণে তুমি আমাকে এরূপ কোন যশস্য ও সৌভাগ্যজনক উপায় বল; যদ্দারা আমি কৃষ্ণকে নিরন্তর বশীভূত করিয়া রাখিতে পারিব।

যশস্বিনী সত্যভামা এই কথা বলিয়া বিরত হইলে পর, পতিব্রতা দ্রৌপদী তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে সত্যভামে! তুমি আমাকে যেরূপ ব্যবহারের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, অসৎ স্ত্রীগণই ঐরূপ আচার করিয়া থাকে; অতএব কিরূপে উহার উত্তর প্রদান করিব; তুমি বুদ্ধিমতী; বিশেষতঃ কৃষ্ণের মহিষী; ঈদৃশ বিষয়ে সংশয় বা প্রশ্ন করা তোমার উচিত নহে; দেখ, স্বামী পত্নীকে মন্ত্রপরায়ণ জানিতে পারিলে গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় তাহার নিমিত্ত সতত উদ্বিগ্ন থাকেন। উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি নাই; অশান্ত লোক কখনই সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। হে ভদ্রে! স্বামী কদাচ মন্ত্র দ্বারা বশীভূত হন না। জিঘাংসু ব্যক্তিরাই উপায় দ্বারা শত্রুর রোগোৎপাদন বা তাহাকে বিষ প্রদান করিয়া থাকে। লোকে জিহ্বা বা ত্বক্দ্বারা যে সমস্ত বস্তু সেবন করে, তৎসমুদায়ে চূর্ণবিশেষ মিশ্রিত করিয়া প্রদান করিলে অবশ্যই প্রাণসংহার হয়।

অনেক পাপপরায়ণ কামিনীগণ স্বামীদিগকে বশ করিবার নিমিত্ত ঔষধ প্রদান করায় তাহাদিগের মধ্যে কেহ জলোদরগ্রস্ত, কেহ বা কুষ্ঠী, কেহ বা পলিত, কেহ বা পুরুষত্বরহিত, কেহ বা জড়, কেহ বা অন্ধ কেহ বা বধির হইয়া গিয়াছে। হে

বরবর্ণিনি! কামিনীগণের কদাপি স্বামীর বিপ্রিয়াচরণ কর্ত্তব্য নহে।

হে সত্যভামে! আমি মহাত্মা পাণ্ডবগণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহারপূর্ব্বক সতত পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রী-দিগের পরিচর্য্যা করিয়া থাকি। অভিমান পরিহারপূর্ব্বক প্রণয় প্রকাশ করিয়া অনন্য-মনে পতিগণের চিত্তানুবর্ত্তন করি। দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ ও দুরবেক্ষণে সতত শঙ্কিত থাকি; কদাপি দ্রুত পদসঞ্চারে মন্দরূপে গমন বা কুৎসিত রূপে উপবেশন করি না; এবং সেই সূর্য্যসম তেজস্বী অরাতিনিপাতন মহারথ পাণ্ডবগণের ইঙ্গি-তজ্ঞ হইয়া সতত সেবা করি। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি পরম সুন্দর অলঙ্কৃত যুবা মানব কাহাকেও মনে স্থান প্রদান করি না; ভর্ত্তৃগণ স্নান, ভোজন ও উপবেশন না করিলে কদাপি আহার বা উপবেশন করি না। ভর্ত্তা ক্ষেত্র, বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আগমন করিলে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক আসন ও উদক প্রদান দ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করি।

আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, পাক, যথা সময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীর সহিত কখন সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাসসময় ব্যতীত হাস্য এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিম্বা গৃহোপবনে সতত বাস করি না। অতি হাস ও অতি রোষ পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করিয়া থাকি; তাঁহাদিগকে অবলোকন না করিয়া এক মুহূর্ত্তও সুখী থাকি না। স্বামী কোন আত্মীয়ের নিমিত্ত প্রোষিত হইলে, পুষ্প ও অনুলেপন পরি-ত্যাগপূর্ব্বক ব্রতানুষ্ঠান করি। ভর্ত্তা যে যে দ্রব্য পান, সেবন বা ভোজন না করেন, আমিও তৎসমুদায় তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করি। উপদেশানুসারে অলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান সাধন করিয়া থাকি।

আমার শ্বশ্রূ কুটুম্ববিষয়ে আমাকে যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং ভিক্ষা, বলি, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বাহে স্থালীপাক ও মান্যগণের পূজা-প্রভৃতি যে সকল কর্ম্ম আমার মনে জাগরূক আছে; আমি অত-ন্দ্রিত চিত্তে দিবারাত্র তৎসমুদায় পালন করি। আমি প্রযত্নাতিশয় সহকারে সর্ব্বদা বিনয় ও নিয়ম অবলম্বন এবং মৃদু, সত্যশীল সাধু ও ধর্ম্মপালক পতিগণকে ক্রুদ্ধ সর্প-সমূহের ন্যায় জ্ঞান করিয়া পরিচর্য্যা করিয়া থাকি।

হে ভদ্রে! আমার মতে পতিকে আশ্রয় করিয়া থাকাই স্ত্রীদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পতিই নারীর দেবতা ও একমাত্র গতি; তজ্জন্য তাঁহার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করা নিতান্ত গর্হিত। আমি পতিগণকে অতি-ক্রম করিয়া শয়ন, আহার বা অলঙ্কার

পরিধান করি না এবং প্রাণান্তেও শ্বশ্রূর নিন্দায় প্রবৃত্ত হই না। হে শুভে! সতত সাবধানতা, কার্য্যদক্ষতা ও গুরু-শুশ্রূষা সন্দর্শনে স্বামিগণ আমার বশীভূত হইয়াছেন।

হে সত্যভামে! আমি প্রত্যহ বীর-প্রসবিনী আর্য্যা কুন্তীকে স্বয়ং অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান দ্বারা সেবা করি; কদাপি উঁহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভোজন বা বসন ভূষণ পরিধান করি না। পূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকেতনে প্রত্যহ অষ্ট সহস্র ব্রাহ্মণ রুক্মপাত্রে ভোজন করিতেন; এবং যাঁহাদিগের প্রত্যেকের সমভিব্যাহারে ত্রিংশৎ কর্ম্মকরী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছিল; এমন অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক প্রতিদিন প্রতিপালিত হইতেন। অপর দশ সহস্র স্নাতকের নিমিত্ত প্রত্যহ স্বর্ণ-পাত্র সমুদায় সুসংস্কৃত অন্নে পরিপূর্ণ থাকিত। আমি ঐ সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদানপূর্ব্বক সমুচিত সৎকার করিতাম।

মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নৃত্যগীতবিশারদ শত সহস্র দাসী ছিল; তাহারা মহার্হ মাল্য ও চন্দনে বিভূষিত এবং সর্ব্বদা বলয়, কেয়ূর, নিষ্ক ও মণি প্রভৃতি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া থাকিত। আমি তাহাদের সকলেরই নাম, রূপ ও কৃতাকৃত কর্ম্ম সমুদায় জ্ঞাত ছিলাম এবং তাহাদিগকে অন্ন, পান ও আচ্ছাদন প্রদান করিতাম। সেই সকল দাসীরা পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথিগণকে ভোজন করাইত। ইন্দ্রপ্রস্থবাসকালে শত সহস্র অশ্ব ও দশ অযুত হস্তী যুধিষ্ঠিরের অনুযাত্র ছিল।

মহারাজ ধর্ম্মরাজের রাজ্যশাসন সময়ে এই সমস্ত বিষয় ছিল; আমি তৎসমুদায়, অন্তঃপুরস্থ ভৃত্যগণ, গোপালগণ ও মেষপালগণের তত্ত্বাবধান করিতাম। হে ভদ্রে! আমি একাকিনী মহারাজের সমুদায় আয়-ব্যয়ের বিষয় অবগত ছিলাম। পাণ্ডবগণ আমার উপর সমুদায় পোষ্য-বর্গের ভার অর্পণ করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইতেন; আমি সমুদায় সুখ পরিহার করিয়া দিবারাত্র সেই দুর্ব্বহ ভার বহন করিতাম। আমি একাকিনী জলনিধির ন্যায় নিধিপূর্ণ কোষাগারের তত্ত্বাবধান করিতাম; দিবা ও রাত্রি সমান জ্ঞান এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাকে সহচরী করিয়া সতত কৌরব-গণের আরাধনা করিতাম। আমি সর্ব্বাগ্রে প্রতিবোধিত ও সর্ব্বশেষে শয়ান হইতাম এবং সতত সত্য ব্যবহারে রত থাকিতাম। হে সত্যভামে! আমি পতিগণকে বশীভূত করিবার এই মহৎ উপায় জানি; কিন্তু অসদাচার কামিনীগণের ন্যায় কদাচ কুব্যবহার করি না; তাহা করিতে অভি-লাষও করি না।

সত্যভামা ধর্ম্মচারিণী পাঞ্চালরাজ-তনয়ার এই রূপ ধর্ম্মসংযুক্ত বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! আমার অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর; সখী-জনের পরিহাসবাক্য স্বভাবতঃ প্রায়ই এরূপ হইয়া থাকে; তাহাতে ক্রোধ বা দুঃখ করা উচিত নয়।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, সখি! স্বামীর চিত্ত অনুরঞ্জন ও আকর্ষণ করিবার যে অব্যর্থ উপায় বলিতেছি; তদনুরূপ কার্য্য করিলে তোমার স্বামী আর কখন অন্য নারীর মুখাবলোকন করিবেন না। পতিই পরম দেবতা; পতির ন্যায় দেবতা আর কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; অতএব তাঁহার প্রসাদে সমস্ত মনোরথ সফল হয়; কোপ সমুদায় বিনষ্ট হয়; তাঁহা হইতেই অপত্য, বিবিধ বিষয়োপভোগ, উত্তম শয্যা, বিচিত্র আসন, বসন, গন্ধ, মাল্য, স্বর্গ, পুণ্য লোক ও মহতী কীর্ত্তি লাভ হইয়া থাকে। সুখের সময় সুখ লাভ হয় না; সাধ্বী স্ত্রী প্রথমতঃ দুঃখ ভোগ করিয়া পরিশেষে সুখভাগিনী হন।

তুমি কৃষ্ণের প্রতি প্রতিদিন অকৃত্রিম প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক রমণীয় বেশ ভূষা, সুচারু ভোজনদ্রব্য, মনোহর গন্ধ মাল্য প্রদান দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিলে, তিনি আপনাকে তোমার পরম প্রণয়াস্পদ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই। দ্বারদেশাগত স্বামীর কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিবামাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক গৃহমধ্যে দণ্ডায়মান থাকিবে; অনন্তর তিনি গৃহপ্রবিষ্ট হইলেই পাদ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিবে। তিনি কোন কার্য্যের নিমিত্ত দাসীকে নিয়োগ করিলে, তুমি স্বয়ং উত্থিত হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবে। তোমার এই প্রকার সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে কৃষ্ণ তোমাকে অবশ্যই সাতিশয় পতিপরায়ণা জ্ঞান করিবেন। পতি তোমার নিকট যাহা কহিবেন; তাহা গোপনীয় না হইলেও তুমি কদাচ প্রকাশ করিবে না; কারণ তোমার সপত্নী যদি কখন সেই কথা কৃষ্ণকে বলে, তাহা হইলে তিনি তোমার প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন।

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বামীর প্রণয়পাত্র, সতত অনুরক্ত ও হিতসাধনে নিযুক্ত, বিবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে; এবং প্রযত্নাতিশয় সহকারে স্বামীকে দ্বেষ্য, বিপক্ষ, অহিতাচারী ও কুহকীদিগের সহবাস পরিত্যাগ করাইবে। অন্য পুরুষের সমক্ষে মত্ততা ও অনবধানতা পরিত্যাগপূর্ব্বক মৌনাবলম্বিনী হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় সংযত করিয়া রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র হইলেও স্বামীর অসমক্ষে কদাপি তাহাদিগের সহিত একত্র বাস করিও না।

সৎকুলজাত পুণ্যশীল পতিব্রতা স্ত্রীদিগের সহিত সখ্য করিবে; ক্রূর, কলহপ্রিয়, ঔদরিক, চৌর, দুষ্ট ও চপল অবলাদিগের সহবাস সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে এবং সদ্গন্ধচর্চ্চিতকলেবর ও মহার্হ মাল্যাভরণবিভূষিত হইয়া সর্ব্বদা স্বামীর শুশ্রূষাপরতন্ত্র হইবে। এইরূপ সদাচরণে কাল হরণ করিলে, কেহ তোমার প্রতি শত্রুতা-

চরণ করিতে পারিবে না এবং তোমার মহতী কীর্ত্তি, পরম সৌভাগ্য ও স্বর্গ লাভ হইবে।

চতুস্ত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ জনার্দ্দন মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মহর্ষি ও মহাত্মা পাণ্ডবগণ-সমভিব্যাহারে নানাপ্রকার অনুকূল কথাপ্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া তাঁহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক রথারোহণসময়ে সত্যভামাকে আহ্বান করিলেন। সত্যভামা অবিচলিত প্রণয়ভাবে দ্রুপদাত্মজাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, অয়ি প্রিয়সখি! উৎকণ্ঠিত হইও না; দুঃখ দূর কর; চিন্তিত হইয়া রজনী জাগরণ করিবার আবশ্যকতা নাই; তোমার স্বামিগণ নিজভুজবলে অনতিকালমধ্যেই পুনরায় এই বসুমতী অধিকার করিবেন। তোমার ন্যায় সুশীলা ও সুলক্ষণা কামিনীদিগের কখনই চিরকাল ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না; আমি শুনিয়াছি; অবশ্যই তুমি ভর্তৃগণের সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে।

হে দ্রুপদনন্দিনি! পাণ্ডবেরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগের বধসাধনরূপ বৈরনির্য্যাতন করিয়া রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলে, যে সমস্ত দর্পবিমোহিত কুরুকামিনীগণ তোমাকে পদব্রজে পাণ্ডবদিগের সহিত বনে গমন করিতে দেখিয়া উপহাস করিয়াছিল, অচিরাৎ তাহাদিগের সেই গর্ব্ব খর্ব্ব ও সঙ্কল্প ব্যর্থ হইয়াছে দেখিবে। যাহারা নিতান্ত দুঃখের সময় তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে; তাহাদিগকে নিশ্চয়ই শমনসদনে গমন করিতে হইবে।

প্রতিবিন্ধ্য, সুতসোম, শ্রুতকর্ম্মা, শতানীক ও শ্রুতসেনপ্রভৃতি তোমার পুত্রেরা সকলেই ক্ষেমাস্পদ, মহাবীর ও কৃতাস্ত্র; ইহারা অভিমন্যুর ন্যায় দ্বারবতী নগরীতে সাতিশয় প্রীত ও অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং সুভদ্রাও তোমার ন্যায় সেই সকল পুত্রের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া থাকেন। তিনি সন্তাপশূন্য ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া তোমাদিগের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ অনুভব করেন। প্রদ্যুম্নজননীও ইহাদিগের প্রতি সর্ব্বতোভাবে সেই রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এবং কৃষ্ণ, ভানুপ্রভৃতি পুত্রগণ অপেক্ষা ইহাদিগকে সমধিক স্নেহ করেন। আমার শ্বশুর ইহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত সর্ব্বদাই যত্নবান্ রহিয়াছেন। বলরাম প্রভৃতি অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়েরা উহাদিগের সহিত বয়স্য ভাবে কালযাপন করিতেছেন। হে ভাবিনি! প্রদ্যুম্ন ও তোমার পুত্রগণের পরস্পর সদ্ভাব চিরকাল সমভাবে থাকিবে; তাহার সন্দেহ নাই।

সত্যভামা দ্রৌপদীকে এবম্বিধ নানাবিধ প্রিয় সম্ভাষণপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিয়া রথে আরোহণ করিলে, কৃষ্ণ দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দ্রৌপদী-সত্যভামা-সংবাদ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ঘোষযাত্রাপর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চত্রিংশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে তপোধন! শীতোষ্ণ বাতাতপে একান্ত কর্ষিতাঙ্গ পাণ্ডবগণ অরণ্যে বাস করিয়া সেই রমণীয় সরোবর ও পুণ্য বন প্রাপ্ত হইয়া কি করিয়াছিলেন? আপনি আনুপূর্ব্বিক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ সেই সরোবর সন্নিধানে উপনীত হইয়া এক গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন, সময়ক্রমে তাঁহারা কমনীয় কানন, উন্নত অচল ও সমস্ত নদীপ্রদেশে সঞ্চরণ করিতেন। কখন কখন তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বেদবেদাঙ্গপারগ স্বাধ্যায়সম্পন্ন প্রাচীন মহর্ষিগণ সমুপস্থিত হইলে, পাণ্ডবেরাও তাঁহাদিগকে বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিতেন।

অনন্তর একদা কথাকুশল এক ব্রাহ্মণ পাণ্ডবগণের নিকট আগমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদৃচ্ছাক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সন্নিধানে উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তথায় উপবিষ্ট ও পূজিত হইয়া রাজার আদেশানুসারে পাণ্ডবদিগকে কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এক্ষণে দুর্বিষহ দুঃখে নিপতিত হইয়া দিন দিন ক্ষীণ হইতেছ এবং অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট দ্রুপদনন্দিনী বীরসনাথ হইয়াও অনাথার ন্যায় রহিয়াছেন।

রাজা ধৃতরাষ্ট্র এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র একান্ত কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; পরে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে আত্মপ্রভব বোধ করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! যে সত্যবাদী সচ্চরিত্র যুধিষ্ঠির রঙ্কুরোমময় আস্তরণসংস্তীর্ণ শয্যায় শয়ন করিত এবং নিশাবসানে মাগধ সমূহের স্তুতিবাদশব্দে প্রবোধিত হইত; এক্ষণে সে ধরাশায়ী হইয়া প্রভাত কালে পক্ষিকুলের কলরবে জাগরিত হয়! কোপপীড়িতচেতাঃ বাতাতপকর্ষিত ও বন্য উপচারের নিতান্ত অযোগ্য বৃকোদর কিরূপে দ্রৌপদীসমক্ষে ক্ষিতিতলে শয়ন করিতেছে! এক্ষণে আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, ধর্ম্মরাজের একান্ত বশংবদ সুকুমার অর্জ্জুন নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী, ভীম ও যুধিষ্ঠিরকে সুখপরিভ্রষ্ট দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে সর্ব্বাঙ্গীন বেদনায় পরিদূন ব্যক্তির ন্যায় যামিনীযোগে কদাচ নিদ্রিত হয় না; প্রত্যুত উগ্রতেজাঃ অজগরের ন্যায় মুহুর্ম্মুহু দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকে।

যমজ নকুল সহদেব দেবতুল্য রূপসম্পন্ন এবং সুখোপচারসমুচিত হইয়াও ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধে অপ্রশান্ত মনে নিতান্ত দুঃখে রজনী জাগরণ করিয়া থাকে। এক্ষণে অনিলতুল্য বলশালী অপ্রতিহতপ্রভাব ভীমসেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ধর্ম্মপাশে সংযত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস

পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোধ সংবরণ করিয়া আছে এবং স্বয়ং সত্য ও ধর্ম্ম দ্বারা নিবারিত হইয়া আমার আত্মজদিগকে সংহার করিবার নিমিত্ত কাল প্রতীক্ষা করিতেছে।

দুঃশাসন ছল দ্বারা অজাতশত্রু রাজা যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে পরাজিত করিয়া যে-সকল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, তাহা বৃকোদরের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় নিরন্তর তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কদাচ মনোমধ্যে পাপ চিন্তার উদয় হইতে দেয় না, মহাবীর অর্জ্জুন সেই যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিয়া থাকে; কিন্তু অরণ্যবাস-ক্লেশে কেবল ভীমেরই ক্রোধ হুতাশন অনিলোদ্দীপিত অনলের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সেই ভীম ক্রোধে দগ্ধপ্রায় হইয়া বারে করনিষ্পেষণপূর্ব্বক মদীয় পুত্রপৌত্রগণকে ভস্মাবশিষ্ট করিয়াই যেন অত্যুষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। কালকল্প ভীম অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া অশনিসঙ্কাশ নিশিত শরনিকর নিক্ষেপ-পূর্ব্বক বিপক্ষসেনাদিগকে নিঃশেষিত করিবে।

দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি ইহারা যখন কপট দ্যূত অবলম্বনপূর্ব্বক রাজ্য হরণ করিয়াছে, তখন তাহারা কেবল মঙ্গলের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবী অমঙ্গলের বিষয় এক কালে বিস্মৃত হইয়াছিল। মনুষ্য শুভাশুভ কর্ম্ম সম্পাদন-পূর্ব্বক তাহার ফল প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; পরে সেই ফল লাভ করিয়া তাহারা একান্ত বিমোহিত হয়; অতএব লোকের মোক্ষ প্রাপ্তি হওয়া অতি দুরূহ। ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, ক্ষেত্র সুপ্রণালীক্রমে কর্ষিত, বীজ রোপিত এবং বর্ষা কালে দেবতা বারি-বর্ষণ করিলে কৃষকের প্রচুর পরিমাণে ফল লাভ হয় বটে; কিন্তু দৈববিড়ম্বনা-বশতঃ ইহার অন্যথা ঘটিয়া থাকে।

অক্ষপ্রিয় শকুনি দ্যূতে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় অশুভ কার্য্য করিয়াছে; পাণ্ডবেরা তৎকালে দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে বিনাশ না করায় নিতান্ত অপ্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে; এবং আমিও কুপুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া অতিশয় কুকর্ম্ম করিয়াছি; অতএব এক্ষণে বোধ হয়, কুরুকুলের বিনাশকাল সমুপস্থিত হইয়াছে; সন্দেহ নাই। দেখ, সমীরণ প্রেরিত না হইলেও প্রবাহিত হইয়া থাকে; গর্ভবতী অবশ্যই সন্তান প্রসব করে; দিন-প্রারম্ভে রজনীর নাশ ও রজনীপ্রারম্ভে দিনের নাশ হয়; অতএব পাপ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ফলিবে; তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিপৎকাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে; সুতরাং তখন হিতাহিত বিবেচনা থাকে না; এই-নিমিত্তই মনুষ্যেরা অন্যায়াচরণ দ্বারা বিত্তোপার্জ্জন করে; উহা কদাচ ধর্ম্ম কর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কেবল অসদুপায় দ্বারা তাহার রক্ষণাবেক্ষণে স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হয়; সুতরাং ঐ অর্থ অনর্থের মূল হইয়া উঠে।

ধনঞ্জয় অরণ্য হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া চতুর্বিধ দিব্য অস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক

পুনরায় ভূলোকে আগমন করিয়াছে; অতএব তাহার বলবীর্য্য অলোকসামান্য; কাহার সাধ্য সহ্য করে! দেখ, কোন্ ব্যক্তি স্বর্গে সশরীরে গমন করিয়া পুনর্ব্বার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার অভিলাষ করে? ইহাতে বোধ হয় অর্জ্জুন হইতেই কালোপহত কুরুকুল সমূলে নির্ম্মূল হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর; তাহার গাণ্ডীবের বেগ অতি ভয়ঙ্কর এবং সেই সমস্ত অস্ত্রও দিব্য অস্ত্র; এক্ষণে কাহার সাধ্য ইহাদিগের তুর্বিষহ তেজঃ সহ্য করে! অনন্তর শকুনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণকে নির্জ্জনে আনয়নপূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তখন হীনমতি দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইল।

ষট্‌ত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুষ্টমতি শকুনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণের সহিত দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া অবসরক্রমে কহিলেন, মহারাজ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণকে প্রব্রাজিত করিয়াছ; এক্ষণে দেবরাজের ন্যায় একাকী এই সাম্রাজ্য ভোগ কর। এক্ষণে সকল ভূপালই তোমার নিকট করপ্রদ হইয়াছেন এবং তুমিও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপ্রণয়িনী লক্ষ্মীকে ভ্রাতৃবর্গের সহিত সম্যক্‌রূপে অধিকার করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের যেরূপ সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমারও তদ্রূপ অবলোকন করিতেছি।

তুমি স্বীয় বুদ্ধিবলে রাজা যুধিষ্ঠির হইতে রাজলক্ষ্মী আত্মসাৎ করিয়াছ; এক্ষণে অতি অল্প দিবস হইল তোমার বিপক্ষেরা ক্লেশে সময় অতিবাহিত করিতেছে; সুতরাং তোমার সুখ সম্ভোগাভিলাষ চরিতার্থ করিবার বিলক্ষণ অবকাশ রহিয়াছে। আর অন্যান্য রাজারাও তোমার নিদেশ প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত নিরন্তর উন্মুখ হইয়া আছে। গ্রাম, নগর ও আকরে পরিপূর্ণ, শৈলকাননোপশোভিত এই সসাগরা ধরাও তোমার সম্পূর্ণরূপ অধিকৃত হইয়াছে।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তুমি ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক স্তূয়মান ও ভূপালবর্গ কর্ত্তৃক পূজ্যমান হইয়া সুখে কালাতিপাত করিতেছ। যেমন রশ্মিমালী সূর্য্য স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে দীপ্তি পান, তদ্রূপ তুমি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে এই ধরাতলে দেদীপ্যমান হইতেছ। দ্বাদশ রুদ্রপরিবেষ্টিত যমরাজ ও দেবগণপরিবৃত দেবরাজের ন্যায় তুমি কৌরববর্গপরিবেষ্টিত হইয়া সাতিশয় বিরাজমান হইতেছ। যাহারা তোমার আদেশ পালনে অনাদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, আমারা সেই অরণ্যবাসী পাণ্ডবদিগকে শ্রীহীন দেখিব; তাহার সন্দেহ নাই। শুনিতে পাই, এক্ষণে তাহারা বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত দ্বৈত বনে এক সরোবরসন্নিধানে বাস করি-

তেছে। অতএব তুমি প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগকে সমধিক সন্তপ্ত করিবার নিমিত্ত পরম শ্রীসম্পন্ন হইয়া তথায় গমন কর।

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তাহারা রাজ্যচ্যুত, শ্রীভ্রষ্ঠ ও অসমৃদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু তুমি রাজ্যেশ্বর, শ্রীমান্ ও সুসমৃদ্ধ; সুতরাং এই অবসরেই তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তোমার সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। তাহারা মহাভিজাত্যসম্পন্ন, সকলমঙ্গলাস্পদ, নহুষতনয় রাজা যযাতির ন্যায় তোমাকে সন্দর্শন করিবে। সুহৃৎ ও শত্রুগণ পুরুষের লক্ষ্মীকে প্রদীপ্তা দেখিলে, তাহাদিগের হর্ষ ও শোকসাগর একেবারে উদ্বেল হইয়া উঠে। যেমন উত্তুঙ্গ-শৈলশৃঙ্গারোহী ব্যক্তি জগতীস্থ সমস্ত বস্তুই অধীন ও নীচ বোধ করে; ক্ষেমাস্পদ ব্যক্তি একান্ত দুর্দশাগ্রস্ত শত্রুগণকে তদ্রূপ বোধ করিয়া থাকে; হে মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে?

পুত্র, ধন ও রাজ্য লাভ করিলে যেরূপ প্রীতি লাভ হয়; শত্রুদিগের দুঃখ দর্শনে তদপেক্ষা সমধিক প্রীতি লাভ হইয়া থাকে। তুমি সফলকাম হইয়া বল্কলাজিনধারী ধনঞ্জয়কে আশ্রমস্থ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে; এবং দিব্যাম্বরবিভূষিত তোমার প্রিয়তমাসকল বল্কলাজিনসংবৃতা একান্ত দুঃখিতা দ্রৌপদীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সে ইহাদিগকে দেখিয়া নিতান্ত নির্ব্বেদগ্রস্ত হইয়া ধনহীন জীবন ও আপনাকে বারংবার নিন্দা করিবে। অধিক কি, সে সভামধ্যে তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়া যেরূপ বিমনা হইয়াছিল, তোমার প্রিয়তমাদিগকে অলঙ্কৃতা অবলোকন করিয়া তদপেক্ষাও সমধিক বিমনা হইবে; সন্দেহ নাই। কর্ণ ও শকুনি রাজা দুর্য্যোধনকে এই রূপ কহিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন।

সপ্তত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নৃপবর! রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন; কিন্তু পুনরায় দীনের ন্যায় কহিতে লাগিলেন, হে অঙ্গরাজ! তুমি যে সকল কথা কহিলে, তৎসমুদায় আমারও মনে জাগরূক আছে; কিন্তু পিতার নিকট হইতে পাণ্ডবগণের সন্নিধানে গমন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের নিমিত্ত পরিদেবন ও তাহাদিগকে সমধিক তপোবলসম্পন্ন বিবেচনা করিয়া থাকেন; অথবা তিনি আমাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও ভাবী অনিষ্ট ঘটনার সম্ভাবনায় আমাদিগকে তথায় গমন করিতে অনুমতি করেন না। আর পাণ্ডবগণের উৎসাদন ব্যতীত আমাদিগের দ্বৈত বনে গমন করিবারও অন্য কোন প্রয়োজন নাই।

হে কর্ণ! মহামতি বিদুর দ্যূতক্রীড়ার সময় সমুপস্থিত হইলে, তোমাকে আমাকে ও শকুনিকে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তোমার বিদিত আছে। আমিও সেই সকল কথা এবং অন্যান্য পরিদেবন বাক্য চিন্তা করিয়া দ্বৈত বনে গমন করিব

কি না, ইহার কিছুই স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। যাহা হউক, এক্ষণে কৃষ্ণ-সমবেত ভীম ও অর্জ্জুনকে অরণ্যানীমধ্যে ক্লেশ ভোগ করিতে নিরীক্ষণ করিব মনে করাতে, আমার চিত্ত নিতান্ত প্রফুল্ল হইতেছে। ফলতঃ পাণ্ডুনন্দনগণকে বল্কলাজিনধারী দর্শনে আমার যেরূপ সুখী হইবার সম্ভাবনা, বোধ করি, সমুদায় সসাগরা ধরার আধিপত্য লাভ করিলেও তাদৃশ আহ্লাদ জন্মে না।

হে কর্ণ! আমি অরণ্যমধ্যে দ্রৌপদীকে যে কাষায়বসনধারিণী অবলোকন করিব, ইহার পর আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে! যদি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীমসেন আমাকে অসামান্য সম্পত্তিসম্পন্ন অবলোকন করে; তাহা হইলে আমার জীবন প্রফুল্ল হইবে ও আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিবে না। এখন কি করি? কি উপায়ে দ্বৈত বনে গমন করিব? কিরূপেই বা মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইব? তুমি শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাইবার কোন উপায় স্থির কর। আমি তথায় গমন করিব কি না, ইহা অদ্যই স্থির করিয়া কল্য মহারাজের সমীপে গমন করিব। তোমরা যে উপায় স্থির করিবে, আমি এবং ভীষ্ম তথায় উপবিষ্ট থাকিলে পর, তুমি শকুনি-সমভিব্যাহারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহা অবশ্যই প্রকাশ করিবে। তৎপরে আমি মহারাজ ও পিতামহ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণানন্তর পিতামহকেই অনুনয় করিয়া গমনে উদ্যত হইব।

তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্যে সম্মত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র কর্ণ দুর্য্যোধনের সমীপে আগমন পূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন, মহারাজ; উপায় স্থির হইয়াছে, শ্রবণ কর। দ্বৈত বনে যে সমস্ত আভীর-পল্লী আছে; তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য; অতএব আইস, আমরা ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি। বল্লবপল্লীতে সতত গমন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র অবশ্যই গমনে অনুজ্ঞা প্রদান করিবেন।

তাঁহারা দুই জনে এই রূপে ঘোষযাত্রা বিষয়ক কথোপকথন, করিতেছেন, এমত সময় গান্ধাররাজ শকুনি তথায় আগমন-পূর্ব্বক সহাস্য মুখে কহিলেন, হে রাজন্! আমি দ্বৈত বনে গমন করিবার এক অত্যুৎকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়াছি; মহারাজের সম্মুখে উহা কহিবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ গমনে অনুমতি করিবেন। দ্বৈতবনে যে সমুদায় আভীরপল্লী আছে, তৎসমুদায়ের তত্ত্বাবধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আইস, আমরা এক্ষণে ঘোষযাত্রাচ্ছলে দ্বৈতবনে গমন করি।

শকুনির বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহারা সকলেই পরমাহ্লাদে হাস্য করিতে করিতে পরস্পরের কর গ্রহণ করিলেন এবং ঐ উপায়ই স্থির করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন।

অষ্টত্রিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর তাঁহারা সকলে অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তিনিও তাঁহাদিগের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন।

অনন্তর সমঙ্গ নামে এক জন গোপ তাঁহাদিগের বচনানুসারে ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিল, মহারাজ! ধেনু সকল সমীপে রহিয়াছে। পরে রাধেয় ও শকুনি পার্থিবশ্রেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে কৌরবরাজ! ঘোষপল্লী অতি রমণীয় স্থানে সন্নিবেশিত আছে; গোবৎসদিগের বয়ঃক্রম, বর্ণ ও সংখ্যাদিনিরূপক অঙ্ক প্রদান করিবারও উত্তম সময় উপস্থিত হইয়াছে, এবং আপনার পুত্র দুর্য্যোধনেরও সাতিশয় মৃগয়াভিলাষ জন্মিয়াছে; অতএব গমনে অনুমতি প্রদান করুন।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, মৃগয়া উত্তম বটে এবং ধেনুগণের পর্য্যবেক্ষণ করাও আবশ্যক; কিন্তু গোপগণের নিকট বিশ্বস্ত হইয়া গমন করা অনুচিত; কারণ আমি শুনিয়াছি, নরব্যাঘ্র পাণ্ডবেরা তথায় অবস্থিতি করিতেছে; অতএব আমি তোমাদিগকে সে স্থানে গমন করিতে অনুমতি প্রদান করিতে পারি না। পাণ্ডবেরা সকলেই তপোবলসম্পন্ন, সমর্থ ও মহারথ; তোমরা কেবল কপটতাচরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া অরণ্যমধ্যে অনেক কষ্ট দিয়াছ। যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক; তিনি সেই ক্রোধ পরিত্যাগ করিলেও করিতে পারেন; কিন্তু ভীমসেন মহাক্রুদ্ধস্বভাব এবং দ্রুপদরাজনন্দিনীও সাতিশয় তেজস্বিনী; কদাচ ক্ষমাপর নহেন। তোমরা হিতাহিতবিবেকবিমূঢ় ও অত্যন্ত গর্ব্বিত; তথায় গমনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের কিছুমাত্র অপরাধ করিলেই তাহারা হয়ত তপঃপ্রভাবে তোমাদিগকে দগ্ধ করিবে; নতুবা অমর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া অস্ত্রানলে ভস্মীভূত করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। অথবা যদি তোমরা বহুসংখ্যক বলিয়া কোনক্রমে তাহাদিগকে পরাভব কর; তাহা হইলেও নিতান্ত অভদ্রতা প্রকাশ পাইবে। আর তাহাও সহজ ব্যাপার নহে; পাণ্ডবগণকে পরাজয় করা অতিশয় সুকঠিন।

মহাবাহু অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে বাস করিয়া সমুদায় দিব্যাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া বনে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। তিনি যখন অস্ত্র শিক্ষায় সুনিপুণ হন নাই; তখনই সাগরাম্বরা পৃথিবী জয় করিয়াছেন; অধুনা কৃতাস্ত্র হইয়া কি তোমাদিগকে নিহত করিবেন না? অতএব আমার বাক্যানুসারে সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবে; পাণ্ডবদিগকে বিশ্বাস করিলেই তোমাদিগের অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। যদ্যপি কোন সৈনিক পুরুষ যুধিষ্ঠিরের অপকার করে, তাহা হইলে সেই অবিবেককৃত কর্ম্ম দ্বারা তোমাদিগেরই দোষ হইতে পারে। অতএব ধেনুগণের রূপ, গুণ ও বয়ঃক্রমাদি নিরূপক চিহ্ন প্রদান করিবার নিমিত্ত

বিশ্বস্ত পুরুষদিগকে প্রেরণ কর; স্বয়ং তোমার তথায় গমন করা আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ হয় না।

শকুনি কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির পরম ধার্ম্মিক; তিনি সভামধ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন এবং তদীয় ধর্ম্মচারী অনুজেরাও তাঁহার নিতান্ত অনুগত; অতএব তাঁহারা প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে আমাদিগের প্রতি কদাচ ক্রোধ করিবেন না। মৃগয়ায় আমাদিগের অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে এবং ধেনুগণকে অঙ্কন করিতেও ইচ্ছা করিয়াছি; কিন্তু পাণ্ডবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাসনা নাই। আমরা তাঁহাদিগের আশ্রমে গমন করিব না এবং তথায় কোন প্রকার অত্যাচারও করিবার অভিলাষ নাই।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর অনিচ্ছাপূর্ব্বক অমাত্যসমেত দুর্য্যোধনকে দ্বৈত বন গমনে অনুজ্ঞা করিলেন। দুর্য্যোধন অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন, অন্যান্য ভ্রাতৃগণ, সহস্র সহস্র মহিলা এবং মহতী সেনাসমভিব্যাহারী হইয়া দ্বৈত বনে যাত্রা করিলেন। পৌরগণ স্ব স্ব পত্নী-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। অষ্ট সহস্র রথ, তিন অযুত হস্তী, নবতি শত অশ্ব ও সহস্র সহস্র পদাতি তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। অসংখ্য শকট, আপণ, বেশ্যা, বণিক, বন্দী ও মৃগয়াশীল পুরুষ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

এই রূপে নরপতি দুর্য্যোধনের প্রয়াণ সময়ে জনতার আধিক্য হওয়াতে বর্ষাকালীন সমুদ্ধত মহাবায়ুনিস্বনের ন্যায় ঘোরতর গভীর কোলাহল ধ্বনি সমুত্থিত হইল। নরপতি সেই জনতা-সমভিব্যাহারে গমন করিয়া দ্বৈত বনে সমুপস্থিত হইবার দুই ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে এক বাসোচিত স্থানে অবস্থিতি করিলেন।

ঊনচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন বহুতর অরণ্য অতিক্রম করিয়া পরিশেষে আভীরপল্লীতে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় পরিচারকদিগকে আদেশ করিবামাত্র তাহারা ছায়াবহুল মহীরুহসম্পন্ন প্রসন্নসলিলযুক্ত ও সর্ব্বগুণোপেত প্রদেশে দুর্য্যোধনের গৃহ নির্ম্মাণ করিতে লাগিল এবং তাঁহারই গৃহসন্নিধানে শকুনি, কর্ণ ও রাজসহোদরদিগের পৃথক্ পৃথক্ গৃহ প্রস্তুত করিল।

দুর্য্যোধন তথায় বাস করিয়া শতসহস্র গো সন্দর্শনপূর্ব্বক গণনা ও চিহ্ন দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্ বিদিত হইলেন। পরে বৎসসকলকে যথাক্রমে অঙ্কিত করিয়া তাহাদিগকে দমনাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া বালবৎসা ধেনু সকলকেও গণনা করিলেন। অনন্তর ত্রিবর্ষবয়স্ক বৃষদিগের সংখ্যা নিরূপণ এবং তৎ সমুদায় অঙ্কিত করিয়া গোপালকগণের সমভিব্যাহারে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। পৌর জন ও

বহুসংখ্য সৈন্যগণ অমরসমূহের ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে তথায় বাস করিতে লাগিল। তখন নৃত্যগীতবাদ্যানুরক্ত গোপ ও গোপাঙ্গনাগণ বিবিধ অলঙ্কার পরিধান করিয়া দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইল। দুর্য্যোধন অঙ্গনাগণপরিবৃত হইয়া হৃষ্টান্তঃকরণে তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন ও পানীয় প্রদানপূর্ব্বক প্রার্থনাধিক অর্থ দান করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া মৃগ, মহিষ, বরাহ, গবয় ও ভল্লুকদিগের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন বহুসংখ্য বন্য মাতঙ্গগণকে নিশিত শর দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া রমণীয় প্রদেশে মৃগয়া করিতে লাগিলেন। পরে গোরস পান ও অন্যান্য মাংস উপযোগ করিয়া মত্ত মধুকরসেবিত, ময়ূরগণের কেকারবমুখরিত, পরম রমণীয় বন ও উপবন সকল অবলোকনপূর্ব্বক সপ্তচ্ছদ, পুন্নাগ, বকুলসমাকীর্ণ অতি পবিত্র দ্বৈতবননামক সরোবরে উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির যদৃচ্ছাক্রমে ঐ সরোবরের চতুষ্পার্শ্বে গৃহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া অনায়াসলভ্য বন্য উপকরণ দ্বারা দিব্য বিধানানুসারে নিজ সহধর্ম্মিণী দ্রৌপদীর সহিত একদিবসসাধ্য যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন ঐ সরোবরের এক পার্শ্বে ক্রীড়ানিবাস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত শত সহস্র পরিচারকদিগকে আদেশ করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সরোবরের অভিমুখে ধাবমান হইল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বরাজ স্বীয় সন্তানগণ, অপ্সরাগণ ও দেববৃন্দে পরিবৃত হইয়া অলকা হইতে আগমনপূর্ব্বক তথায় বিহার করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত ঐ সরোবর সমাবৃত ছিল। রাজপরিচারকেরা তথায় উপস্থিত হইলে, দ্বারপালগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিল। তখন ভৃত্যগণ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া ভূপালসন্নিধানে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, রাজা দুর্য্যোধন ঐ অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র "শীঘ্র গিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে অপসারিত কর," এইরূপ আদেশ প্রদান করিয়া যুদ্ধদুর্ম্মদ সৈন্যগণকে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর সেনানায়কেরা রাজার নিদেশানুসারে সেই সরোবরসন্নিধানে গমন করিয়া গন্ধর্ব্বগণকে কহিল, হে গন্ধর্ব্বগণ! ম[illegible] পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয় রাজা দুর্য্যোধন বিহার করিবার নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিতেছেন; অতএব তোমরা সত্বরে অপসৃত হও। গন্ধর্ব্বেরা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাস্যমুখে অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, রে মূঢ় সৈন্যগণ! তোদের রাজা দুর্য্যোধন নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; অদ্যাপি তাহার চেতনা হয় নাই; কেন না যেমন দেবগণ বৈশ্যদিগকে আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেও আমাদিগকে আজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তোদেরও মৃত্যু নিতান্ত সন্নিকৃষ্ট; কারণ তোরা তাহারই নিদেশানুসারে আমাদিগকে এইরূপ কহিতেছিস্। অতএব এস্থান হইতে শীঘ্রই পলায়ন কর্;

নচেৎ অদ্যই শমনসদনে গমন করিবি। তখন সেনানায়কেরা গন্ধর্ব্বগণের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র বেগে ধার্ত্তরাষ্ট্রসন্নিধানে গমন করিল।

চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ যাহা যাহা কহিয়াছিল, সেনানায়কেরা সকলে একত্র হইয়া দুর্য্যোধনসমীপে তৎসমুদয় নিবেদন করিল। প্রতাপবান্ দুর্য্যোধন, গন্ধর্ব্বেরা তাঁহার সেনাগণকে নিবারণ করিয়াছে শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে সৈন্যগণ; তোমরা সত্বরে গমন করিয়া সেই অধার্ম্মিক বিপ্রিয়কারী গন্ধর্ব্বগণকে শাসন কর। যদি সুররাজ শতক্রতু সমুদায় দেবগণ-সমভিব্যাহারে আসিয়া তাহাদের সাহায্য করেন, তথাপি তোমরা কিছুমাত্র শঙ্কা করিবে না। দুর্য্যোধনের এই রূপ বচন শ্রবণানন্তর যাবতীয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও সহস্র সহস্র যোদ্ধা বদ্ধপরিকর হইয়া সিংহনাদে দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া বলপূর্ব্বক সেই বনে প্রবেশ করিতে লাগিল। তখন অন্যান্য গন্ধর্ব্বগণ সান্ত্ববাদপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিষেধ করিলেও তাহাদের বাক্যে অনাদর করিয়া বনে প্রবেশ করিল।

গন্ধর্ব্বগণ যখন দেখিল যে, দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কোন ক্রমেই বাক্যে নিবারিত হইবার নহে; তখন তাহারা সকলে সমবেত হইয়া গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের নিকট গমনপূর্ব্বক ঐ সমস্ত অত্যাচার নিবেদন করিল। তিনিও তখন ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত সেনাগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা শীঘ্র গিয়া সেই অনার্য্যগণের শাসন কর।

গন্ধর্ব্বগণ চিত্রসেনের অনুজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের সহিত সংগ্রাম করিতে ধাবমান হইল। কুরুসৈন্যেরা গন্ধর্ব্বগণকে বেগে ধাবমান দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর কর্ণ তাহাদিগকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়াও রণে পরাঙ্মুখ হইলেন না। তিনি ক্ষুরপ্র, বিশিখ, ভল্ল, বৎসদন্ত ও অন্যান্য অয়োময় নিশিত শর বর্ষণপূর্ব্বক শত শত গন্ধর্ব্বগণের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন। নিশিত সায়ক নিক্ষেপ দ্বারা এক কালে অসংখ্য গন্ধর্ব্বগণের মস্তক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। কর্ণকর্ত্তৃক আহত গন্ধর্ব্বগণ শতসহস্র সংখ্যায় একত্র হইয়া পুনরায় আগমন করিল; চিত্রসেনের সেনাসমাগমে পৃথিবীতল মুহূর্ত্তমধ্যেই গন্ধর্ব্বগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তখন রাজা দুর্য্যোধন, শকুনি, দুঃশাসন ও বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গম্ভীরনিঃস্বন রথে আরোহণপূর্ব্বক কর্ণকে অগ্রসর করিয়া গন্ধর্ব্বসেনার উপর পুনরায় শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণও

তাঁহাদিগের প্রতি শরসমূহ নিঃক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরে গন্ধর্ব্বগণ কৌরবদিগের শরে পীড়িত ও নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে কৌরবগণ আনন্দিত চিত্তে গর্ব্বভরে সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল।

তখন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্বগণকে বিত্রাসিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত কলেবরে কৌরবগণকে বধ করিবার মানসে আসন হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইলেন; এবং মায়াস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। কৌরবসেনাগণ চিত্রসেনের বিচিত্র মায়ায় মুগ্ধ হইল। তখন দশ দশ জন গন্ধর্ব্বসেনা এক এক জন কৌরবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহারা শত্রুগণের প্রহারে সাতিশয় পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিতে লাগিল।

এই রূপে দুর্য্যোধনের সেনা সমুদয় ভীত হইয়া পলায়ন করিলেও মহাবীর কর্ণ পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতর ভাবে দণ্ডায়মান ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া দুর্য্যোধন ও শকুনিকে সহায় করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। তখন সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্বগণ একত্র হইয়া কর্ণকে সংহার করিবার মানসে অসি, পট্টীশ, শূল, গদা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ধাবমান হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এবং কেহ কেহ তাহার রথের যুগকাষ্ঠ, কেহ কেহ বা ধ্বজ, কেহ কেহ ঈষা, কেহ কেহ বা অশ্বগণকে, কেহ কেহ সারথিকে, কেহ কেহ বা রথগুপ্তি, কেহ কেহ বা রথবন্ধন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার রথ তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। তখন কর্ণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অসিচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক রথ হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন এবং আত্মত্রাণের নিমিত্ত সত্বরে বিকর্ণের রথে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে অশ্ব চালনপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

একচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক মহারথ কর্ণ পরাভূত হইলে, কৌরবসেনা সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল; কিন্তু দুর্য্যোধন সকলকে রণবিমুখ ও পলায়নপর নিরীক্ষণ করিয়াও স্বয়ং বিমুখ হইলেন না। তিনি কেবল একমাত্র সাহসসহায় হইয়া মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় গন্ধর্ব্বসৈন্যের উপর অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন; গন্ধর্ব্বসেনা তদীয় অচিন্ত্য শরবর্ষণ সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে নিহত করিবার মানসে রথের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিল এবং রথের ধ্বজা, সারথি, যুগ, সৈন্য, অশ্ব, ত্রিবেণু ও তল্পপ্রভৃতি সমুদায় বস্তু বাণ দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল।

মহাবাহু চিত্রসেন দুর্য্যোধনকে বিরথ ও ভূতলনিপতিত অবলোকন করিয়া নিকটে আগমনপূর্ব্বক জীবিতাবস্থায়

তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন; এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্ব-সকল মিলিত হইয়া রথস্থ দুঃশাসনকে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রমণ করিল; এবং বিবিংশতি, চিত্রসেন, বিন্দ ও অনুবিন্দ-প্রভৃতি ধার্ত্তরাষ্ট্র ও রাজপত্নীদিগকে লইয়া ইতস্ততঃ প্রস্থান করিল। এইরূপে মহীপতি দুর্য্যোধন অপহৃত হইলে, তাঁহার সেনাগণ গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, যানযুগ্ম, শকট, আপণ, বেশ্যা ও পূর্ব্বপলায়িত সেনা-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের শরণাগত হইয়া কহিল, হে পাণ্ডবগণ! গন্ধর্ব্বগণ মহারাজ দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুর্জ্জন ও রাজপত্নীদিগকে বন্ধন করিয়া হরণ করিয়াছে; এক্ষণে আপনারা তাঁহাদিগের অনুগমন করুন। দুর্য্যোধনের অমাত্যবর্গ এই কথা বলিয়া অতি দীন মনে বাষ্পাকুল লোচনে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শরণাপন্ন হইল।

ভীমসেন সেই সকল বৃদ্ধদীনভাবাপন্ন যুধিষ্ঠিরের অনুগ্রহপ্রার্থী অতি কাতর দুর্য্যোধনের অমাত্যদিগকে কহিলেন; আমরা বদ্ধপরিকর হইয়া গজ বাজী সংগ্রহ-পূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয়-সহকারে যে কার্য্য করিতাম, অদ্য গন্ধর্ব্বেরা তাহা সম্পন্ন করিয়াছেন। মনুষ্যের মনোরথসকল সফল হয় না; তাহারা মনে মনে এক প্রকার চিন্তা করে, কিন্তু অন্য প্রকার ঘটিয়া উঠে; কপটদ্যূতবেদী ধৃতরাষ্ট্রের দুর্ম্মন্ত্রণার ফল এই; ইহা সকলেই অবগত আছেন যে, যাহারা অক্ষম ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ করে, অবশ্যই তাহারা অন্য দ্বারা তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হয়।

অদ্য গন্ধর্ব্বেরা আমাদিগের সমক্ষে এই অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আমাদিগের হিতচিকীর্ষু ব্যক্তিও ভূমণ্ডলে আছে; আমরা স্বচ্ছন্দে নিশ্চেষ্ট রহিয়াছি; কিন্তু অন্য লোকে আমাদিগের ভার অনায়াসে বহন করিল। যে দুর্ম্মতি মনে করিয়াছিল, আপনি পরম সুখে থাকিবে; আর আমরা শীত, আতপ, বাত ও বর্ষায় নিরতিশয় ক্লেশপরম্পরায় কালযাপন করিব; অদ্য সেই অধর্ম্মচারী দুরাত্মা কৌরবের স্বভাবানুবর্ত্তী লোকেরা পরাভব প্রত্যক্ষ করুক। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, কুন্তী-তনয়েরা অনৃশংস; কিন্তু যে ব্যক্তি ধার্ত্ত-রাষ্ট্রগণকে এই কুমন্ত্রণা প্রদান করিয়াছে, সেই অধার্ম্মিক।

উগ্রস্বভাব ভীম ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কৌরবদিগের প্রতি এই রূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন দেখিয়া, রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভীমসেন! এ সময় এরূপ ব্যবহার করা পুরুষের উচিত নহে।

দ্বিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে বৃকোদর! কৌরবগণ দুরবস্থাগ্রস্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া আমাদিগের আশ্রয় লইয়াছে; অতএব তুমি এক্ষণে কিরূপে এই সকল কথা কহিতেছ! দেখ, জ্ঞাতিভেদ, জ্ঞাতিবিবাদ ও জ্ঞাতিবৈর সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে; তথাপি কুলধর্ম্ম কদাচ নির্ম্মূল হইবার

নহে। যদি অপর কোন ব্যক্তি বংশের অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেই কুলজাত সৎ পুরুষদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা একমতাবলম্বী হইয়া পরকৃত দৌরাত্ম্যের প্রতিকার করেন।

আমারা এই স্থলে বহু কাল বাস করিতেছি, দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রতনয় ইহা জ্ঞাত হইয়াও আমাদিগের অবমাননাপূর্ব্বক এই প্রকার অপ্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছে; এবং গন্ধর্ব্বেরা দুর্য্যোধনকে অপহরণ ও বলপূর্ব্বক অবলাগণকে গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে কলঙ্কার্পণ করিতেছে; অতএব এক্ষণে আত্মকুল রক্ষা ও শরণাগত ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত তোমরা শীঘ্র উত্থিত ও সজ্জিত হও। হে ভীম! তুমি অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে বিমোচন কর।

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সারথিগণ অস্ত্র শস্ত্র পরিগ্রহপূর্ব্বক কাঞ্চনধ্বজশালী নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের রথ সকল সুসজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে; তোমরা তাহাতে আরোহণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও এবং সুযোধনকে মোচন করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন কর। হে ভীম! এক জন সামান্য ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে স্বশক্ত্যনুসারে রক্ষা করিয়া থাকে; অতএব তোমার কথা আর কি কহিব। যদি শত্রুগণ "আমাদিগকে রক্ষা কর" বলিয়া কোন আর্য্য ব্যক্তির সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাপন্ন হয়; তাহা হইলে তিনি অবশ্যই তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন। শত্রুকে রক্ষা করা বরপ্রাপ্তি, রাজ্যলাভ ও পুত্রোৎপত্তির তুল্য বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

সুযোধন বিপদাপন্ন হইয়া তোমারই বাহুবলে জীবন লাভের অভিলাষ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে! হে বৃকোদর! যদি আমার যজ্ঞ আরব্ধ না হইত, তাহা হইলে আমি অসন্দিগ্ধ মনে স্বয়ং ধাবমান হইতাম। এক্ষণে তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া সুযোধনকে গন্ধর্ব্বহস্ত হইতে মুক্ত কর; যদি তাহাতে কৃতকার্য্য না হও; তাহা হইলে অল্পমাত্র পরাক্রম প্রকাশ করিয়া কার্য্য সাধন করিবে। ইহাতেও যদি কৃতকার্য্য হইতে না পার, তবে সকল উপায় উদ্ভাবনপূর্ব্বক শত্রুকে শাসন করিয়া সুযোধনকে পরিত্রাণ করিবে। এক্ষণে আমি যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত আছি; অতএব এ সময় ইহা ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারি না।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে বিমুক্ত করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া কহিলেন, যদি গন্ধর্ব্বরাজ সন্ধি দ্বারা দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে অদ্য পৃথিবী তাহার শোণিত পান করিবে। কৌরবগণ অর্জ্জুনের এই অঙ্গীকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত ও নির্ভীক হইল।

ত্রিচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর ভীমসেন-প্রমুখ পাণ্ডবগণ প্রহৃষ্ট বদনে গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক বিবিত্র অভেদ্য কবচ ধারণ ও বিবিধ দিব্যাস্ত্র গ্রহণ করিয়া উত্তমরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা শীঘ্রগামী তুরঙ্গগণসংযুক্ত মহার্হ রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে গমন করিলেন। কৌরব-সৈন্য মহারথ পাণ্ডুনন্দনগণকে আগমন করিতে দেখিয়া কোলাহল করিতে আরম্ভ করিল। জয়শীল মহারথ গন্ধর্ব্বগণ নির্ভয়-চিত্তে ক্ষণকালমধ্যে সেই কাননে আগমন-পূর্ব্বক রথস্থ পাণ্ডবচতুষ্টয়কে সন্দর্শন করিয়া নিবৃত্ত হইল এবং গন্ধমাদনবাসীরা লোকপালগণের ন্যায় শোভমান সেই পাণ্ডবচতুষ্টয়কে নিরীক্ষণ করিয়া বিপুল সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে তথায় দণ্ডায়-মান রহিল। পরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অল্পে অল্পে সংগ্রাম হইতে লাগিল।

যখন শত্রুনিপাতন সব্যসাচী ধনঞ্জয় দেখিলেন যে, মন্দমতি গন্ধর্ব্বসৈন্যগণ মৃদু যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবার নহে, তখন সান্ত্ব-বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক কহিলেন, হে খেচরগণ! তোমরা আমার ভ্রাতা সুযোধনকে পরি-ত্যাগ কর।

গন্ধর্ব্বগণ যশস্বী অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল; হে তাত! আমরা অক্ষুব্ধ চিত্তে একমাত্র গন্ধর্ব্বরাজের বাক্যানুসারে কার্য্য করি ও তাঁহারই শাসন প্রতিপালন করিয়া থাকি; তিনি আমা-দিগকে যেরূপ আদেশ করিয়াছেন, তদনুসারেই কার্য্য করিব; তিনি ভিন্ন অন্য কেহই আমাদের শাসনকর্ত্তা নাই।

কুন্তীনন্দন ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বগণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় কহি-লেন, বল-প্রকাশপূর্ব্বক পরস্ত্রী অপহরণ করা ও মনুষ্যের সহিত একত্র মিলিত হওয়া গন্ধর্ব্বরাজের নিতান্ত অনুচিত; অতএব তোমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞানুসারে এই ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ ও উঁহাদের পত্নীদিগকে পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ইহাদিগকে সহজে পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে আমি বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক তোমাদের হস্ত হইতে মোচন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

সব্যসাচী ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্বগণের উপর শাণিত শর সমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন গন্ধর্ব্বেরাও পাণ্ডবগণের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণের তুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল।

চতুশ্চত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন-ন্তর দিব্যাস্ত্রসম্পন্ন হেমমাল্যধারী গন্ধর্ব্বেরা

নিশিত শর বর্ষণ দ্বারা চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিল। পাণ্ডবচতুষ্টয় ও সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব সমবেত হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া সকলেই নিতান্ত আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। পূর্ব্বে গন্ধর্ব্বেরা শরবৃষ্টি দ্বারা কর্ণ ও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের রথ যেমন বারংবার ছিন্নভিন্ন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ পাণ্ডবচতুষ্টয়ের বর্ম্মও ছিন্নভিন্ন করিলেন। পাণ্ডবেরাও শত শত গন্ধর্ব্বদিগকে মুহুর্মুহুঃ শরবিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তখন গগনচারী গন্ধর্ব্বেরা ক্ষতবিক্ষতদেহ হইয়া কোন ক্রমেই তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইতে পারিলেন না।

অনন্তর বলমদমত্ত ক্রোধাবিষ্ট অর্জ্জুন ক্রোধপরায়ণ গন্ধর্ব্বগণকে লক্ষ্য করিয়া দিব্যাস্ত্রজাল প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে, সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব যমভবনে গমন করিল। পরে মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন নিশিত শরনিকর-প্রহারে শত শত গন্ধর্ব্বকে সংহার করিতে লাগিলেন। মাদ্রীতনয় নকুল সহদেবও যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া শত্রু-সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগকে গ্রহণপূর্ব্বক গগনমার্গে উত্থিত হইল; তখন মহাবীর অর্জ্জুন শর-প্রয়োগপূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদিগকে সমাচ্ছন্ন করিলে, তাহারা পঞ্জরমধ্যগত শকুন্তের ন্যায় শরজাল দ্বারা বদ্ধ হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত গদা ও শক্তি বর্ষণ করিতে লাগিল। অর্জ্জুন সেই অস্ত্রজাল নিরাকরণ করিয়া গন্ধর্ব্বগণের প্রতি ভল্লাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তদ্দ্বারা কাহার মস্তক, কাহার বা চরণ, কাহার বা বাহু, শিলাবৃষ্টির ন্যায় নিরন্তর ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। উহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয়-সঞ্চার হইল। তখন তাহারা অন্তরীক্ষ হইতে ভূতলস্থ অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত শর-বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অর্জ্জুন তাহাদিগের অস্ত্রজাল নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্র-প্রয়োগপূর্ব্বক তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন।

পরে তিনি স্থূলকর্ণ, ইন্দ্রজাল, সৌর, আগ্নেয় ও সৌম্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। যাদৃশ দৈত্যগণ দেবরাজ ইন্দ্রের অস্ত্রে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিল, তদ্রূপ গন্ধর্ব্বেরা অর্জ্জুনবাণে একান্ত দহ্যমান হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। তাহারা যখন উর্দ্ধে উত্থিত হয়, তখন অর্জ্জুন বাণ-প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে নিরারণ করিলেন; পরে তাহারা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল দেখিয়া ভল্লাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের গতি রোধ করিলেন।

অনন্তর গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গন্ধর্ব্ব-গণকে নিতান্ত ত্রাসিত ও ভীত দেখিয়া এক আয়সী গদা গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। এই অবসরে অর্জ্জুন শরসমূহদ্বারা তদীয় হস্তস্থিত গদা সপ্তধা ছেদন করিলেন। তখন চিত্র-সেন বিদ্যাপ্রভাবে প্রচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন;

এবং দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তারপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। অর্জ্জুন অস্ত্র দ্বারা তাঁহার অস্ত্র নিবারণ করিয়া পুনরায় অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু চিত্রসেন মায়াবলে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহার অস্ত্রপ্রয়োগ সকল ব্যর্থ হইল।

মহাবীর অর্জ্জুন অস্ত্রপ্রয়োগ ব্যর্থ হইল নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া আকাশগামী দিব্যাস্ত্র মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন এবং অন্তর্হিত ব্যক্তির বধসাধন করিবার নিমিত্ত শব্দবেধী বাণ প্রয়োগ করিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ পার্থশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ও তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, হে অর্জ্জুন! আমি তোমার প্রিয় সখা চিত্রসেন। তখন অর্জ্জুন যুদ্ধকাতর প্রিয় সখা চিত্রসেনকে সন্দর্শন করিয়া অস্ত্র সংহার করিলেন। তদ্দর্শনে অন্যান্য পাণ্ডবগণও বেগগামী স্বীয় তুরঙ্গম, শর ও ধনুঃ সকল প্রতিসংহার করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া রথারূঢ় হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাবীর ধনঞ্জয় গন্ধর্ব্বসেনাগণমধ্যে চিত্রসেনকে কহিলেন, হে বীর! আপনি কি নিমিত্ত কৌরবগণের নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? আর কি নিমিত্তই বা সভার্য্য দুর্য্যোধনকে নিগ্রহ করিলেন?

চিত্রসেন কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমি স্ব স্থানে অবস্থিতি করিয়াই দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সেই মন্দমতি মনে করিয়াছিল যে, পাণ্ডবগণ বনমধ্যে অনাথের ন্যায় বাস করিতেছে; এই সময় আমি বিবিধ দাস, দাসী, হস্তী, অশ্বপ্রভৃতি সম্পত্তি সমভিব্যাহারে তাহাদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিব। আর এই সমস্ত কৌরবগণ দ্রৌপদীকে উপহাস করিবার নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিল। সুররাজ ইন্দ্র উহাদের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া আমাকে আদেশ করিলেন যে, "তুমি ত্বরায় গিয়া অমাত্যসমবেত দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া আনয়ন কর; অর্জ্জুন ও তাহার ভ্রাতৃগণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিও। ধনঞ্জয় তোমার প্রিয় সখা ও শিষ্য" হে পাণ্ডব! আমি সুররাজের বচনানুসারে এখানে আগমন করিয়া এই দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়াছি; এক্ষণে ইহাকে লইয়া সুরলোকে ইন্দ্রসন্নিধানে গমন করিব।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে চিত্রসেন! আপনি যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। কারণ দুর্য্যোধন আমাদের ভ্রাতা; উহাকে মুক্ত করা ধর্ম্মরাজের নিতান্ত অভিপ্রেত।

চিত্রসেন কহিলেন, এই পাপাত্মা দুর্য্যোধনকে মুক্ত করা কোন ক্রমে উচিত নহে। এই মন্দমতি ধর্ম্মরাজ ও দ্রৌপদীকে বঞ্চনা করিয়াছিল। ধর্ম্মরাজ যুধি-

ষ্ঠির ইহার দুষ্টাভিপ্রায় জানিতে পারেন নাই। চল, তাঁহার নিকট গিয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করি; পরে তিনি যাহা কহিবেন, তদনুসারে কার্য্য করা যাইবে।

অনন্তর তাঁহারা সকলে একত্র হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপে গমনপূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অজাতশত্রু ধর্ম্মরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর কৌরবগণ ও তাহাদিগের অঙ্গনাগণকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং গন্ধর্ব্বদিগকে প্রশংসা করিয়া কহিলেন, হে গন্ধর্ব্বগণ! তোমরা যে সমর্থ হইয়াও এই দুর্ব্বৃত্ত দুর্য্যোধন এবং ইহার অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গের কোন হিংসা কর নাই; ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়; তোমরা আমার যথেষ্ট উপকার করিয়াছ। এই দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়কে মুক্ত করাতে আমার কুলমর্য্যাদা রক্ষা হইল। তোমাদের দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি; আজ্ঞা কর; কি অভিলাষ সম্পাদন করিব। তোমরা স্ব স্ব অভিলাষ পূর্ণ করিয়া সত্বরে গমন কর; বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

চিত্রসেনপ্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া অপ্সরাগণসমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। কৌরবগণ যে সমুদায় গন্ধর্ব্বকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিল, দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতবর্ষণ দ্বারা তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করিলেন। পাণ্ডবগণ এই রূপে জ্ঞাতিগণ ও তাহাদের পত্নীসমুদায়কে বিমুক্ত করিয়া পরম প্রীত হইলেন। অনন্তর কৌরবগণ স্ত্রীপুত্রসমভিব্যাহারে তাঁহাদিগকে পূজা করিলে, তাঁহারা তখন যজ্ঞমধ্যস্থ অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রণয়বাক্যে ভ্রাতৃগণসমবেত দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! তুমি আর কখন এরূপ সাহস করিও না; অসম সাহসিক ব্যক্তি কদাপি সুখী হইতে পারে না। যাহা হউক, এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে পরম সুখে গৃহে গমন কর; অন্তঃকরণে কোন প্রকার দুঃখ চিন্তা করিও না।

নরপতি দুর্য্যোধন রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ অনুজ্ঞাত ; তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হইয়া বিকলেন্দ্রিয় আতুরের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ স্বীয় নগরাভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দুঃখে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। এই রূপে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ গমন করিলে, ভ্রাতৃচতুষ্টয়সমবেত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত ও অমরমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সুররাজের ন্যায় তপোধনগণে সমাবৃত হইয়া পরমাহ্লাদে সেই দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশদধিক দ্বি .ততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! দুরাত্মা অভিমানী গর্ব্বিত পাপপরায়ণ দুর্য্যোধন পুরুষকার ও উদারতা প্রকাশ-

পূর্ব্বক সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অবমাননা করিত; কিন্তু সেই পাপিষ্ঠ শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিবদ্ধ হইলে, মহাত্মা পাণ্ডবেরা তাহাকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত করিলেন; বোধ হয়, এই নিমিত্ত তাহার অন্তঃকরণ ঘৃণা ও লজ্জায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়াতে হস্তিনাপুরে প্রবেশ করা নিতান্ত দুষ্কর হইয়াছিল। তখন সে কিরূপে হস্তিনা পুরে প্রবেশ করিল, তাহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দুর্য্যোধন ধর্ম্মরাজের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক দুঃখে একান্ত কাতর ও শোকে হতবুদ্ধি হইয়া পরাভব চিন্তা করিয়া চতুরঙ্গিণী সেনা-সমভিব্যাহারে লজ্জাবনত মুখে নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে যবপূর্ণ ও জলসনাথ পরম রমণীয় ক্ষেত্রে যানসকল বিমুক্ত এবং হস্ত্যশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি সৈন্যচয় যথানিয়মে সন্নিবেশিত করিয়া স্বয়ং উজ্জ্বলতর সুচারু পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণ নিশাবসান সময়ে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিনবদন শোকদুঃখপরিপ্লুত দুর্য্যোধনের নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; হে কুরুনন্দন! আমাদিগের পরম সৌভাগ্য যে, তোমার জীবন বিনষ্ট হয় নাই; তুমি কামরূপী গন্ধর্ব্বগণকে পরাভব করিয়াছ; ভাগ্যক্রমে অদ্য আমরা পুনরায় গান্ধার নগরে মিলিত হইলাম; এবং ভাগ্যক্রমে বিজিগীষু নির্জ্জিতশত্রু তোমার ভ্রাতৃগণকে নয়নগোচর করিলাম। তোমার সমক্ষে গন্ধর্ব্বেরা আমাকে আক্রমণ করিলে, আমার সৈন্যগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাদিগকে কোনক্রমে নিবারণ করিতে না পারিয়া অরাতিশরে ক্ষতবিক্ষত ও নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তোমরা কিরূপে সেই অমানুষ যুদ্ধ হইতে স্ত্রী, সৈন্য ও বাহনগণ-সমভিব্যাহারে অক্ষত শরীরে নির্ব্বিঘ্নে বিমুক্ত হইলে! মহারাজ! অদ্য রনস্থলে ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তুমি যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছ, তাহা নির্ব্বাহ করে, এমন লোক আর ইহ লোকে দৃষ্টিগোচর হয় না।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ কর্ত্তৃক এই রূপ অভিহিত হইয়া গদগদ স্বরে কহিতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি আমাদের যুদ্ধের বিষয় কিছুই জান না; এই নিমিত্ত আমি তোমার বাক্যে ক্রুদ্ধ হইলাম না। তুমি বোধ করিয়াছ যে, আমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে গন্ধর্ব্বগণকে পরাজয় করিয়াছি; কিন্তু তাহা নহে। আমি সোদরগণ-সমভিব্যাহারে অনেক ক্ষণ গন্ধর্ব্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তাহাতে আমাদের উভয় পক্ষেরই সৈন্য ক্ষয় হইল। তৎপরে যখন মায়াবী গন্ধর্ব্বগণ গগনতলে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল,

তখন আমরা তাহাদের সহিত সমভাবে সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হওয়াতে তাহারা আমাদিগকে পরাজয় করিল; এবং পুত্র, কলত্র, অমাত্য, ভৃত্য, বল, বাহনসমভিব্যাহারে বন্ধন করিয়া আকাশমার্গে লইয়া চলিল।

ঐ অবসরে আমাদের কতকগুলি সৈনিক পুরুষ ও অমাত্য একত্র হইয়া শরণাগতরক্ষক পাণ্ডবদিগের নিকট গমনপূর্ব্বক দীন বচনে কহিল, হে মহাবীরগণ! স্বর্গবাসী গন্ধর্ব্বেরা পত্নীসমূহ-সমবেত রাজা দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণকে বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছে; আপনারা ত্বরায় গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্ত করুন। কুরুকুলকামিনীগণের অবমাননা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত নিন্দার বিষয়।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাদের মুখে এই রূপ সংবাদ শ্রবণমাত্র অন্যান্য পাণ্ডবগণকে সম্মত করিয়া আমাদিগকে মুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ গন্ধর্ব্বদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন এবং পরাজয়ে সমর্থ হইলেও সান্ত্ববাদপূর্ব্বক আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কহিলেন; কিন্তু গন্ধর্ব্বগণ তাহাতে সম্মত হইল না দেখিয়া, মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমসেন, নকুল ও সহদেব তাহাদিগের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাদিগকে লইয়া পলায়ন করিতে লাগিল; ঐ সময় আমরা দেখিলাম, মহাবীর ধনঞ্জয় শরজালে বেষ্টিত হইয়া দিব্যাস্ত্র বর্ষণ করিতেছেন।

কিয়ৎ ক্ষণ পরে অর্জ্জুনের সখা গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন ও ধনঞ্জয় পরস্পর আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিলেন এবং অন্যান্য পাণ্ডবগণও চিত্রসেনকে অবলোকন করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন। এই রূপে তাঁহারা যুদ্ধ পরিত্যাগপূর্ব্বক একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পরকে পূজা করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে কর্ণ! তখন মহাবীর অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেনের সহিত সমাগত হইয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, "সখে! তুমি এক্ষণে আমার ভ্রাতৃগণকে পরিত্যাগ কর; আমরা জীবিত থাকিতে ইঁহাদিগের এই রূপ অবমাননা নিতান্ত অযোগ্য হইতেছে"। আমরা যে প্রকার অভিসন্ধি করিয়া নগর হইতে নির্গত হইয়াছিলাম; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন অভিহিত হইয়া তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই অর্জ্জুনের কর্ণগোচর করিলেন। আমি তৎকালে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মনে করিলাম, ভগবতী বসুন্ধরা বিদীর্ণ হইলে এখনই ইঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করি।

অনন্তর গন্ধর্ব্বেরা পাণ্ডবগণের সহিত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুর্মন্ত্রণা ও বন্ধনবৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত সমস্তই নিবেদন করিল। হে কর্ণ! আমি প্রিয়াসমক্ষে বদ্ধ ও শত্রুবশংবদ

হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরের উপহারস্বরূপ হইলাম; ইঁহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে! আমি যাহাদিগকে রাজ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছি এবং যাহারা আমার পরম শত্রু, এক্ষণে তাহারাই আবার বন্ধন মোচন ও জীবন প্রদান করিল! ফলতঃ এই রূপ অপমান সহ্য করিয়া জীবন ধারণ করা অপেক্ষা যদি রণক্ষেত্রে বিপক্ষহস্তে আমার মৃত্যু হইত, তাহাও মঙ্গলের বিষয়; কারণ গন্ধর্ব্বহস্তে মৃত্যু হইলে ভূমণ্ডলে আমার প্রভূত যশোরাশি বিস্তীর্ণ হইত এবং আমিও ইন্দ্রসদনে অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ করিতাম। এক্ষণে আমি যেরূপ কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছি, শ্রবণ কর।

অদ্য তোমরা আমার দুঃশাসন-প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ ও বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত নগরে প্রতিগমন কর। আমি এ স্থানেই প্রায়োপবেশন করিব; শত্রুকৃত অপমান সহ্য করিয়া আর পুর প্রবেশ করিব না। পূর্ব্বে আমি শত্রুগণের মাননাশ ও সুহৃজ্জনের মান বর্দ্ধন করিতাম; আজি সুহৃদ্গণের শোক ও শত্রুপক্ষের হর্ষ বর্দ্ধন করিয়া বারণাবত নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক মহারাজকে কি বলিব! আর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, বাহ্লীক, সঞ্জয় ও সোমদত্তি প্রভৃতি অন্যান্য বৃদ্ধসম্মত ব্যক্তি, প্রধান প্রধান শিল্পী, ব্রাহ্মণ এবং উদাসীনেরাই বা আমাকে কি বলিবেন এবং আমিই বা তাহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর প্রদান করিব! আমি শত্রুগণের মস্তকে অবস্থান ও বক্ষঃস্থলে বিক্রম প্রকাশ করিয়া আত্মদোষে স্থানভ্রষ্ট হইয়াছি; এই কথা এক্ষণে তাঁহাদিগের নিকট কিরূপে কহিব!

দুর্বিনীত ব্যক্তি শ্রী, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া কখন নিরবচ্ছিন্ন সুখ সচ্ছন্দে নিরাপদে কাল যাপন করিতে পারে না; দেখ, মদগর্ব্বিত হইয়া আমার কি দশা ঘটিয়াছে। আমি মোহাবিষ্ট হইয়া এই রূপ অন্যায্য ও গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম বলিয়া এক্ষণে বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি; অতএব আমি এক্ষণে প্রায়োপবেশন করিব; আমার জীবন ধারণে আর প্রয়োজন নাই। আমি বিপৎকালে শত্রু কর্ত্তৃক উদ্ধৃত, উপহসিত ও যেরূপ অবমানিত হইয়াছি, তাহাতে ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ করিতে অণুমাত্র অভিলাষ করি না।

এই রূপে দুর্য্যোধন চিন্তাসাগরে একান্ত নিমগ্ন হইয়া দুঃশাসনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দুঃশাসন! আমি তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করিতেছি; তুমি রাজা হইয়া সুপ্রণালীক্রমে কর্ণসৌবলপালিতা পৃথিবী শাসন কর। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন দেবগণকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমিও ভ্রাতৃগণকে বিশ্বস্ত চিত্তে পালন কর। বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করুক; তুমিই তাহাদিগের একমাত্র গতি। তুমি অপ্রমত্ত চিত্তে বিপ্রগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে। যাদৃশ ভগবান্

যাছে ; তদ্বিষয়ে তোমার শোক করা অনুচিত ; বরং তাহাদিগের প্রত্যুপকার করাই তোমার পক্ষে একান্ত শ্রেয়স্কর। যে বিষয়ে তোমার হর্ষ প্রকাশ ও পাণ্ডবগণের সৎকার করা উচিত, তদ্বিষয়ে তুমি শোক করিয়া নিতান্ত বিপরীতাচরণ করিতেছ। এক্ষণে প্রসন্ন হও ; কদাচ প্রাণ পরিত্যাগ করিও না ; সন্তুষ্ট চিত্তে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াছ স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্য প্রদান কর ; তাহা হইলে তোমার যশঃ ও ধর্ম্ম লাভ হইবে। তুমি অবিলম্বে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সহিত সৌভ্রাত্র সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্য প্রদান কর ; তাহা হইলে পরম সুখে চির কাল যাপন করিবে।

মহারাজ দুর্য্যোধন শকুনির বাক্য শ্রবণানন্তর চরণতলে পতিত বিপর্য্যস্তচেতাঃ দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সোদরস্নেহবশতঃ বাহুযুগল দ্বারা তাহাকে উত্থাপিত করিয়া আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। কর্ণ, শকুনি ও অন্যান্য সুহৃদ্গণের সান্ত্বনাবাক্য শ্রবণে তাঁহার মনঃ স্থির হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত সমধিক নির্ব্বেদ ও ব্রীড়ার উদয় হওয়ায় নৈরাশ্য অবলম্বন করিলেন ; এবং দীন বাক্যে কহিলেন, কি ধর্ম্ম, কি ধন, কি সুখ, কি ঐশ্বর্য্য, কি প্রভুত্ব, কি ভোগ, কিছুতেই আমার আবশ্যকতা নাই ; আমি প্রায়োপবেশনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি ; তোমরা ইহার বিরুদ্ধে কোন পরামর্শ প্রদান করিও না। সকলে একত্র হইয়া নগরে প্রতিগমনপূর্ব্বক আমার গুরুগণের সেবা কর। তাহারা দুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণানন্তর পুনরায় তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! আমরা আর প্রতিগমন করিব না ; আমরা তোমা ব্যতিরেকে কদাচ সেই নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। এক্ষণে তোমার যেরূপ গতি আমাদিগেরও সেই রূপ হইবে।

মহারাজ দুর্য্যোধন সুহৃৎ, অমাত্য, ভ্রাতা ও স্বজনগণ কর্ত্তৃক এই রূপ বহুপ্রকার অভিহিত হইয়াও আপনার প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইলেন না। তিনি স্বর্গলাভ বাসনায় জলস্পর্শপূর্ব্বক শুচি হইয়া ভূতলে কুশাস্তরণ সংস্তীর্ণ করিয়া তদুপরি উপবিষ্ট হইলেন। কুশ ও চীর বসন পরিধান, বাক্য সংযম ও মনের একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া বাহ্য ক্রিয়া সকল পরিত্যাগ করিলেন।

এই অবসরে সুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত পাতালতলবাসী দারুণ দৈত্যদল দুর্য্যোধনকে মরণে কৃতনিশ্চয় জানিয়া ও জ্ঞাতিগণের ক্ষয় বুঝিতে পারিয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্যপ্রোক্ত অথর্ব্ববেদবিহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক যজ্ঞ কর্ম্ম আরম্ভ করিল। যে সকল মন্ত্রজপসমাযুক্ত ক্রিয়া উপনিষদে অভিহিত হইয়াছে ; তৎ সমুদায়ের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল ; বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণ সুসমাহিত চিত্তে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন।

কর্ম্ম সকল সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে পর, অদ্ভুতরূপশালিনী আজ্ঞাকারিণী এক

দেবতা জৃম্ভণ করিতে করিতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দানবগণ! তোমাদিগের কি করিতে হইবে? তখন দৈত্যগণ প্রফুল্ল চিত্তে কহিল, আপনি কৃতপ্রায়োপবেশন মহারাজ দুর্য্যোধনকে এই স্থানে আনয়ন করুন। সেই দেবতা দৈত্যগণের বাক্যে সম্মত হইয়া, নিমেষমধ্যে সুযোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে লইয়া, পাতালতলে প্রবেশ করিয়া, দানবগণের নিকট প্রদান করিলেন। দানবগণ দুর্য্যোধনকে সমানীত দেখিয়া রজনীযোগে সকলে একত্র সমাসীন হইয়া হৃষ্ট মনে উৎফুল্ল লোচনে সম্মান প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

একপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

দানবেরা কহিল, হে রাজেন্দ্র ভরতকুলশ্রেষ্ঠ সুযোধন! আপনি প্রতিদিন মহাবল পরাক্রান্ত শূরগণে পরিবৃত হইয়া অলৌকিক বল বিক্রম ও সাহস প্রকাশ করিয়াছেন; এক্ষণে কি নিমিত্ত প্রায়োপবেশন করিলেন। দেখুন! আত্মঘাতী ব্যক্তি নিরয়গামী হয়; এবং সকলে তাহার মহতী অকীর্ত্তি কীর্ত্তন করে। ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ পুরুষেরা কুল-বিনাশন আত্মহত্যারূপ মহাপাপে কদাচ লিপ্ত হন না; অতএব আপনি ধর্ম্ম, অর্থ, সুখ, যশঃ, প্রতাপ ও বীর্য্যবিনাশিনী এবং অরাতিকুলের আনন্দ বর্দ্ধিনী এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন। আপনি প্রাকৃত মনুষ্য নহেন; আপনি স্বর্গীয় মহাপুরুষ; যেরূপে আপনার কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহার যথার্থ তত্ত্ব শ্রবণ করুন।

মহারাজ! আমরা পূর্ব্বে তপস্যা করিয়া মহেশ্বরপ্রসাদে আপনাকে লাভ করিয়াছি; আপনার শরীরের পূর্ব্বার্দ্ধ বজ্রসমষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে; ঐ অংশ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভেদ্য। পশ্চিম কায় দেবী কর্ত্তৃক পুষ্প দ্বারা বিনির্ম্মিত; উহা নয়নগোচর করিলে রমণীজনের মনঃ মোহিত হয়। এই রূপে ভগবান্ ভবানীপতি ও পার্ব্বতী কর্ত্তৃক আপনি নির্ম্মিত হইয়াছেন; অতএব আপনার শরীর মানব শরীর নহে।

দিব্যাস্ত্রবিশারদ ভগদত্তপ্রমুখ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষত্রিয়গণ আপনার অরাতিকুল নির্ম্মূল করিবেন; অতএব আপনি বিষাদ পরিত্যাগ করুন; আপনার কিছুমাত্র ভয় নাই; কেবল ভবদীয় সহায়তা করিবার নিমিত্তই দানবেরা ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য অসুরগণ, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যপ্রভৃতির শরীরে প্রবেশ করিলে তাঁহারা দয়াশূন্য হইয়া তোমার শত্রুগণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিবেন; তখন তাঁহারা পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, শিষ্য, জ্ঞাতি, বালক ও বৃদ্ধ, কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। দারুণ দানবাবেশবশতঃ বিমোহিত হইয়া এক কালে চির পরিচিত স্নেহে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক হৃষ্ট চিত্তে সকলকেই যুদ্ধে প্রহার করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিধিনির্ব্বন্ধ ও দৈবপ্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া "আমি

তোমাকে জীবিত থাকিতে পরিত্যাগ করিব না,” এই রূপ পরস্পর বাক্‌যুদ্ধ, অনবরত অস্ত্র বর্ষণ, স্ব স্ব পুরুষকার-প্রকাশ ও শ্লাঘা করিয়া শত্রুবিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন। তদ্দর্শনে মহাত্মা পাণ্ডবেরাও যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না; তাহা হইলে ভীষ্মপ্রভৃতি মহাবল পুরুষেরা দৈববলে পাণ্ডবগণের প্রাণ সংহার করিবেন। দৈত্য ও রাক্ষসগণ ক্ষত্রিয়যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে; তাহারাই কার্য্যকালে গদা, মুষল, শূল ও নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া আপনার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবে।

হে রাজন্! আপনার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে অর্জ্জুনভয় জাগরুক রহিয়াছে, আমরা তাহার নিরাকরণের সদুপায় বিধান করিয়াছি। পূর্ব্বনিহত নরকাসুরের আত্মা কর্ণ মূর্ত্তি-পরিগ্রহপূর্ব্বক জন্মান্তরীণ বৈর স্মরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্জ্জুন ও অন্যান্য শত্রুদিগকে পরাজিত করিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া অর্জ্জুনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাবীর কর্ণের কুণ্ডলদ্বয় ও কবচ অপহরণ করিবেন। তন্নিমিত্ত আমরাও সংসপ্তক নামে শত সহস্র দানব তথায় নিযুক্ত করিয়াছি; তাহারাই অর্জ্জুনকে নিহত করিবে; অতএব আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। আপনি এই অখণ্ড ভূমণ্ডলের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইবেন; এক্ষণে বিষাদে প্রয়োজন নাই। হে রাজন্! আপনার বিনাশ হইলে, আমরাও বিনষ্ট হইব; পাণ্ডবেরা যেমন দেবগণের তদ্রূপ আপনি আমাদিগের একমাত্র গতি; অতএব এই দুর্ব্যবসায় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া গৃহে গমন করুন; আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ অন্য দিকে প্রবর্ত্তিত না হয়। এই বলিয়া দানবেরা নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ মহারাজ দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আত্মজের ন্যায় প্রবোধ বাক্যে আশ্বস্ত ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি স্থিরীকৃত করিল। পরে প্রিয় বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক আপনার জয় লাভ হউক বলিয়া তাঁহাকে বিদায় করিল। তখন যে স্থানে তিনি প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন, সেই দেবতা পুনর্ব্বার তথায় তাঁহাকে আনয়ন করিলেন এবং যথোচিত উপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া গমনের অনুজ্ঞালাভপূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন স্বপ্নকল্পিতের ন্যায় এই রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিব। তৎকালে তাঁহার এই রূপ বোধ হইল, যেন মহাবীর কর্ণ ও সংসপ্তকগণ পার্থ সংহারার্থ প্রস্তুত হইতেছেন। বস্তুত পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত দুর্ম্মতিপরতন্ত্র দুর্য্যোধনের বলবতী আশা এই রূপে ক্রমে ক্রমে বদ্ধমূল হইতে লাগিল; মহাবীর কর্ণ মৃত নরকাসুরের আত্মা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অর্জ্জুন সংহারে কৃতনিশ্চয় হইলেন; এবং সংসপ্তকগণ রাক্ষসাবেশপ্রভাবে রজঃ ও তমোগুণে অভিভূত হইয়া অর্জ্জুনবধে

অধ্যবসায়ারূঢ় হইল। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ ইঁহারা দানবাবিষ্ট হইয়া পাণ্ডবদিগের প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহ-প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইলেন।

রাজা দুর্য্যোধন এই কথা অতি গোপনে রাখিলেন। পর দিন প্রভাতে মহাবীর কর্ণ কৃতাঞ্জলি হইয়া সহাস্য মুখে রাজা দুর্য্যোধনকে কহিলেন, মহারাজ! জীবন পরিত্যাগ করিলে জয় লাভ হয় না; জীবিত ব্যক্তি সকল মঙ্গলেরই ভাজন হইয়া থাকেন; অতএব তুমি প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কিরূপে জয় বা মঙ্গল লাভ হইবে। এক্ষণে ভয়, বিষাদ বা মরণের অবসর নাই। মহাবীর কর্ণ এই বলিয়া রাজা দুর্য্যোধনকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পুনরায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কর; কি নিমিত্ত অকারণ শোক করিতেছ? স্ব বীর্য্যপ্রভাবে শত্রুদিগকে একান্ত সন্তাপিত করিয়া এক্ষণে কেনই বা মরণাভিলাষী হইয়াছ? অথবা যদি অর্জ্জুনের বলবীর্য্যে তোমার শঙ্কা জন্মিয়া থাকে তবে, সত্যই প্রতিজ্ঞা করিতেছি, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হইলে, আয়ুধগ্রহণপূর্ব্বক সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া অবিলম্বেই তাহাকে বধ করিব।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণ ও দৈত্যগণের প্রবোধ বাক্যে এবং দুঃশাসনাদির অনবরত প্রণিপাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরে দানবদিগের বাক্যানুসারে বুদ্ধি স্থির করিয়া সৈন্যগণকে নগর গমনের আদেশ প্রদান করিলে, রথ, অশ্ব, মাতঙ্গ, পদাতিকসঙ্কুল সৈন্যসকল গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অনবরত গমন করিতে লাগিল। তখন শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাতাকা ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায় সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল। রাজা দুর্য্যোধন অধিরাজের ন্যায় পরম রাজশ্রীসম্পন্ন হইয়া শকুনি, কর্ণ ও দ্যূতরত পুরুষগণের সহিত সর্ব্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণগণ জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন; অধীনস্থ সমস্ত লোক তথায় আসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। দুঃশাসনপ্রভৃতি রাজসহোদরগণ ভূরিশ্রবাঃ সোমদত্ত ও বাহ্লিকের সহিত নানাবিধ হস্তী, অশ্ব ও রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার অনুসরণ করিলেন। এই রূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহারা অল্প কালমধ্যেই স্বীয় নগরে সমুপস্থিত হইলেন।

দ্বিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! মহাত্মা পাণ্ডুতনয়গণের বনবাস কালে ধনুর্দ্ধর ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, কর্ণ, শকুনি, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা সুযোধন পাণ্ডুতনয়গণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মুক্ত হইয়া হস্তিনা নগরে আগমন করিলে পর, কুরুকুলচূড়ামণি ভীষ্ম তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আমি তোমার দ্বৈত বন

গমন কালে তোমাকে কহিয়াছিলাম যে, দ্বৈত বনে গমন করা আমার সম্মত নহে। তুমি আমার বাক্যে অবহেলন করিয়া তথায় গমন করিলে, শত্রুগণ বলপূর্ব্বক তোমাকে আক্রমণ করিল; ধর্ম্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ অরাতিহস্ত হইতে তোমাকে বিমুক্ত করিয়াছেন; ইহাতে কি তোমার লজ্জার লেশমাত্রও হয় নাই। সূতপুত্র কর্ণ তোমার ও তোমার সৈন্য সমূহের সমক্ষেই গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল; ইহাতে তুমি মহাত্মা পাণ্ডুনন্দনগণ ও দুর্ম্মতি সূতপুত্রের পরাক্রম স্পষ্টই অবগত হইয়াছ। দুরাত্মা সূতপুত্র কি ধনুর্ব্বেদ, কি শৌর্য্য কি ধর্ম্ম কিছুতেই পাণ্ডবগণেব চতুর্থাংশভাগী নহে। অতএব এই কুলের বৃদ্ধির নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করা আমার মতে শ্রেয়স্কর।

রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্মের বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক হাস্য করিতে করিতে শকুনিসমভিব্যাহারে তথা হইতে সহসা প্রস্থান করিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনপ্রভৃতি ধনুর্দ্ধরগণ তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। কুরুকুলাগ্রগণ্য ভীষ্ম তাঁহাদিগকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইয়া স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন।

মহাত্মা ভীষ্ম স্ব স্থানে গমন করিলে পর, নরপতি দুর্য্যোধন মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে পুনরায় তথায় আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, দেখ, কিরূপে আমাদের শ্রেয়োলাভ হইবে, কোন্ কর্ম্ম অবশিষ্ট আছে, আর সেই কার্য্য কিরূপেই বা সম্পন্ন হইবে, এক্ষণে তদ্বিষয়ক পরামর্শ করি।

কর্ণ কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! আমি যাহা কহিতেছি; অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। ভীষ্ম সতত আমাদের নিন্দা ও পাণ্ডবগণের প্রশংসা করিয়া থাকেন। তোমার দ্বেষ করিলেই আমার দ্বেষ করা হয়। তিনি সততই তোমার সমীপে আমার নিন্দা করেন। তিনি তোমার সমক্ষে যে পাণ্ডবগণের যশঃ কীর্ত্তন ও তোমার নিন্দা করিয়াছেন, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর, আমি ভৃত্য, বল ও বাহন লইয়া শৈল কানন সমবেত সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিব; বলশালী পাণ্ডবেরা চারি জনে সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরাজয় করিয়াছিল, আমি একাকী তাহা সম্পন্ন করিব। যে কুরুকুলাধম ভীষ্ম সতত অনিন্দ্য ব্যক্তির নিন্দা ও অপ্রশংস্য ব্যক্তির প্রশংসা করিয়া থাকে, সে অদ্য আমার বল বিক্রম দর্শন করিয়া আত্মাকে নিন্দা করুক। হে রাজন্! তুমি অনুমতি কর; আমি আয়ুধ গ্রহণ করিয়া তোমার নিকট সত্য করিতেছি, নিশ্চয়ই তোমার জয় লাভ হইবে।

নরপতি দুর্য্যোধন কর্ণের বচন শ্রবণানন্তর পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, অঙ্গরাজ! তুমি আমার হিত কার্য্যে নিরত হওয়াতে আমি ধন্য ও কৃতার্থম্মন্য হইলাম;

অদ্য আমার জন্ম সার্থক হইল। যখন তুমি সমুদায় শত্রুনিধনে কৃতসংকল্প হইয়াছ, তখন সচ্ছন্দে দিগ্বিজয়ে গমন করিতে প্রবৃত্ত হও; আর আমাকে সদুপদেশ প্রদান কর।

মহাবীর কর্ণ ধীমান্ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক এই রূপ আদিষ্ট হইয়া যাত্রিক সমুদায়কে বহির্গত হইতে আদেশ করিলেন; এবং শুভ তিথি নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে স্নাতক ও ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ ও রথে আরোহণ-পূর্ব্বক বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ত্রৈলোক্য প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

ত্রিপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কর্ণ সৈন্যমণ্ডলীপরিবৃত হইয়া রমণীয় দ্রুপদ নগরী রো[illegible] দ্রুপদ-রাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট কর স্বরূপ রজত, ও বিবিধ রত্নজাত গ্রহণ করিলেন। পরে দ্রুপদরাজের অনুচর রাজগণকে বশংবদ ও করপ্রদ করিয়া উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় সমরানল প্রজ্বলিত করিয়া তত্রস্থ সমস্ত নৃপতিকে বশীভূত ও মহারাজ ভগদত্তকে পরাজিত করিলেন। পরে হিমাচলে আরোহণপূর্ব্বক তত্রস্থ পার্ব্বত্য রাজাদিগকে পরাজিত ও করপ্রদ করিয়া সত্বরে তথা হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

অনন্তর পূর্ব্ব দিগ্বিভাগে যাত্রা করিয়া অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিল, মাগধ, কর্কখণ্ড, আবশীর, যোধ্য ও অহিক্ষত্র এই কএকটি প্রদেশকে আপনার রাজ্যান্তর্গত করিলেন। পরে বৎসভূমি অধিকার করিয়া কেবলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, পত্তন, ত্রিপুরা ও কোশলাবাসী ভূপালদিগের নিকট জয়লাভপূর্ব্বক কর সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া তত্রত্য রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজ রুক্মীর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রুক্মী কর্ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া কহিলেন, হে রাজন্! আপনার বলবিক্রমে পরম প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব আপনার আর বিঘ্নানুষ্ঠান করিব না; প্রতিজ্ঞা পালন করিলাম, এক্ষণে প্রীতিপূর্ব্বক আপনার ইচ্ছানুরূপ সুবর্ণ প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। তখন মহাবীর কর্ণ কর-গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মীসমভিব্যাহারে পাণ্ড্য ও শৈলদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। পরে মহীপতি কেরল, নীল, বেণুদারিতনয় এবং অন্যান্য দাক্ষিণাত্য রাজাকে পরাজিত ও করপ্রদ করিলেন।

অনন্তর মহীপাল শিশুপালের সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজয় করিয়া পার্শ্বস্থ ভূপালগণকে পরাজিত করিলেন। পরে সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক অবন্তিদেশীয়দিগকে বশীভূত করিলেন এবং বৃষ্ণিবংশীয়দিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া

যবন, বর্ব্বরপ্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া কর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর ম্লেচ্ছ, ভদ্র, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক, নগ্নজিৎ প্রভৃতি আটবিক ও পার্ব্বত্যগণকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করিতে লাগিলেন।

এই রূপে তিনি পর্ব্বত, বন ও সাগর সমবেত দেশ, পত্তন, নগর, জলপ্রায় প্রদেশ ও দ্বীপ-সম্পন্ন পৃথিবী অল্প কাল-মধ্যেই অধিকৃত এবং ভূপালগণকে বশী-ভূত করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় হস্তিনা পুরে উপস্থিত হইলে, রাজা দুর্য্যো-ধন ভ্রাতৃবর্গ ও বন্ধুবান্ধব-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে যথোচিত উপ-চারে অর্চ্চনা করিয়া নগরমধ্যে তাঁহার দিগ্বিজয়সংবাদ প্রচারিত করিয়া দিলেন ও প্রীত মনে কহিলেন, হে কর্ণ! তোমার মঙ্গল হউক। বাহ্লিক, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য হইতে যে কার্য্য প্রাপ্ত হই নাই, অদ্য তাহা তোমা হইতেই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিলাম। অধিক কি, তুমি আছ বলিয়া আমি সনাথ হইয়াছি। পাণ্ডবেরা বা অন্য উন্নতিশালী রাজগণ তোমার ষোড়শী কলারও উপযুক্ত নহে। যাদৃশ দেবরাজ অদিতিকে ভক্তিভাবে দেখিয়া থাকেন, তদ্রূপ তুমি যশস্বিনী গান্ধারী ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিরীক্ষণ করিবে।

অনন্তর হস্তিনা নগরে মহাকোলাহল ও হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল; কেহ কেহ কর্ণকে প্রশংসা কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল; কোন কোন রাজা তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এ দিকে কর্ণ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া গান্ধারী ও তাঁহাকে সন্দর্শন এবং তাঁহাদিগের পাদ বন্দন করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র প্রীতিপূর্ব্বক কর্ণকে আলি-ঙ্গন করিয়া গমনের অনুমতি করিলেন। হে মহারাজ! শকুনি তদবধি মনে মনে ইহা স্থির করিয়াছিল যে, মহাবীর কর্ণ পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিয়া রাখিয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই।

চতুঃপঞ্চাশদধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন-ন্তর সূতপুত্র কর্ণ দুর্য্যোধনকে কহিলেন, দুর্য্যোধন! এই ভূমণ্ডলমধ্যে তোমার শত্রু আর কেহই নাই; এক্ষণে তুমি ইন্দ্রের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী পালন কর।

রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, অঙ্গরাজ! তুমি যাহার সহায়, যাহার প্রতি অনুরক্ত এবং যাহার কার্য্য সাধনে সতত সমুদ্যত, তাহার কিছুই দুর্লভ নাই। এক্ষণে আমার এক অভিপ্রায় আছে; শ্রবণ কর। পাণ্ডু-নন্দনের রাজসূয় যজ্ঞ দর্শনাবধি উহার অনুষ্ঠানে আমারও স্পৃহা হইয়াছে; অধুনা তুমি আমার সেই অভিলাষ সম্পা-দন কর।

মহাবীর কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্! এক্ষণে সমুদায় ভূপতিই তোমার বশীভূত হইয়াছেন; অতএব তুমি দ্বিজগণকে আহ্বান করিয়া যজ্ঞোপকরণ সমুদায়

আহরণ কর। বেদপারগ ঋত্বিক্‌গণ আসিয়া সুচারুরূপে কর্ম্ম সম্পন্ন করুন। হে মহারাজ! তুমি বহুবিধ অন্ন, পান ও অতুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহাযজ্ঞ আরম্ভ কর।

মহারাজ দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় পুরোহিতকে আনয়ন-পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি আমার নিমিত্ত বিপুলদক্ষিণ মহাক্রতু রাজসূয়ের যথাবিধি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন।

পুরোহিত দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির জীবিত থাকিতে আপনাদের বংশে কেহই রাজসূয়ানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইবেন না। বিশেষতঃ আপনার পিতা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিতে রাজসূয়ানুষ্ঠান করা আপনার পক্ষে নিতান্ত বিরুদ্ধ। হে মহারাজ! রাজসূয় যজ্ঞের সদৃশ আর এক মহাসত্র আছে; আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করুন। যে সমুদায় ভূপতি আপনার করপ্রদ হইয়াছেন, এক্ষণে তাঁহারা আপনাকে সুবর্ণ কর প্রদান করুন। আপনি সেই সুবর্ণ-সমূহ দ্বারা লাঙ্গল প্রস্তুত করাইয়া তদ্দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে আজ্ঞা প্রদান করুন এবং তথায় যথাশাস্ত্র প্রভূতান্নসম্পন্ন সুসংস্কৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হউন। এই সৎ-পুরুষসম্পাদ্য যজ্ঞের নাম বৈষ্ণব যজ্ঞ। বিষ্ণুব্যতীত আর কেহই পূর্ব্বে এ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। এই যজ্ঞ রাজসূয় যজ্ঞের সমকক্ষ। ইহা আপনার পক্ষে শ্রেয়স্কর; ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ মত আছে। আপনার আশা সফল ও এই যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

মহীপতি দুর্য্যোধন পুরোহিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া কর্ণ, শকুনি ও স্বীয় ভ্রাতৃ-গণকে কহিলেন, দেখ, ব্রাহ্মণ যাহা কহিলেন, উহাতে আমার সম্পূর্ণ মত আছে; তোমাদের মত কি? তখন কর্ণপ্রভৃতি সকলেই দুর্য্যোধনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। পরে মহারাজ দুর্য্যোধন শিল্পি-গণকে সুবর্ণ লাঙ্গল প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিবামাত্র অনতিকালমধ্যেই সমুদায় দ্রব্যজাত প্রস্তুত হইয়া উঠিল।

পঞ্চপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন সমুদায় শিল্পী, অমাত্যগণ এবং মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর দুর্য্যোধনের সমীপে গমন-পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! মহামূল্য সুবর্ণময় লাঙ্গল ও যজ্ঞের অন্যান্য দ্রব্য সমুদায় প্রস্তুত এবং শুভ সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে; মহারাজ দুর্য্যোধন ইহা শ্রবণ করিয়া যজ্ঞ আরব্ধ করিতে অনুমতি করিলে পর, সেই ক্রতু যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। দুর্য্যোধন স্বয়ং শাস্ত্রানুসারে দীক্ষিত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও যশস্বিনী গান্ধারী সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ-সমুদায়ের নিমন্ত্রণের নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে শীঘ্রগামী দূতসকল প্রেরণ করিতে

লাগিলেন। দূতগণ তাঁহাদের অনুমতি প্রাপ্তিমাত্র দ্রুত-পদসঞ্চারে গমন করিতে লাগিল। ঐ সময় দুঃশাসন উহাদের মধ্যে এক জনকে কহিলেন, হে দূত! তুমি দ্বৈত বনে গমনপূর্ব্বক পাপাত্মা পাণ্ডব ও তত্রস্থ বিপ্র সমুদায়কে নিমন্ত্রণ করিয়া আইস।

দূত দুঃশাসনের আজ্ঞানুসারে পাণ্ডবগণসমীপে গমনপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! নরপতি দুর্য্যোধন স্ববীর্য্যার্জ্জিত অর্থজাত দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেছেন; যাবতীয় ভূপতি ও ব্রাহ্মণ সকল তথায় গমন করিতেছেন। কৌরবকুলাগ্রণী নরনাথ দুর্য্যোধন আপনাকে আমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; তাঁহার মানস যে, আপনি তথায় উপস্থিত হইয়া যজ্ঞ দর্শন করেন।

মহারাজ যুধিষ্ঠির দূতের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের কীর্ত্তিবর্দ্ধন মহারাজ দুর্য্যোধন যে অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছেন, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমরা এক্ষণে কোন মতেই তথায় যাইতে পারিব না; আমাদিগকে অবশ্যই ত্রয়োদশ বর্ষ নিয়মানুসারে প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইবে।

ধর্ম্মরাজের বাক্যাবসান হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন কহিলেন, হে দূত! তুমি দুর্য্যোধনের সমীপে শীঘ্র গিয়া বল যে, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পর, যখন যুদ্ধযজ্ঞে অস্ত্রাগ্নিমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, সেই সময়েই তাহার সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার হইবে। আর, যখন ইনি সমরানলদগ্ধ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধহবিঃ নিক্ষেপ করিবেন, তৎকালে আমিও তথায় গমন করিব। মহাবীর বৃকোদর এই কথা বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন; অন্যান্য পাণ্ডবগণ কেহই কোন কটূক্তি করিলেন না। তখন দূত তথা হইতে দুর্য্যোধনসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল।

অনন্তর নানা জনপদের অধিপতি ভূপতিগণ ও ব্রাহ্মণ সমুদায় হস্তিনা নগরে আগমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যথাবিধি পূজিত হইয়া পরম প্রীত হইলেন। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র সমুদায় কৌরবগণে পরিবৃত হইয়া পরম পরিতুষ্ট চিত্তে বিদুরকে কহিলেন, হে ক্ষত্তঃ! যজ্ঞসদনে সমাগত সমুদায় লোকে যাহাতে উত্তমরূপে ভোজন করিতে পায়, শীঘ্র তদ্বিষয়ের চেষ্টা কর। মহামতি বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে যথাবিধি অন্ন, পান, গন্ধ, মাল্য ও বিবিধ প্রকার বসনদ্বারা সর্ব্ব বর্ণের পূজা করিতে লাগিলেন। মহারাজ দুর্য্যোধন সমাগত ভূপতিবর্গের অবস্থানের নিমিত্ত উত্তমোত্তম গৃহসমুদায় নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন। পরিশেষে যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর, তাঁহাদিগকে ও ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ধন প্রদান ও সান্ত্বনাপূর্ব্বক বিদায় করিয়া ভ্রাতৃগণ, কর্ণ ও শকুনিসমভিব্যাহারে হস্তিনা নগরে প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌পঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর স্তুতিপাঠকেরা রাজা দুর্য্যোধনকে স্তব করিতে লাগিল; অভ্যাগত লোকে তাঁহার মস্তকোপরি মাঙ্গলিক লাজাঞ্জলি ও চন্দনচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া স্তুতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভূপালেরা কহিলেন, মহারাজ! ভাগ্যক্রমে আপনার যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। উন্মত্তেরা কহিল, আপনার যজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের তুল্য হয় নাই; বলিতে কি, ইহা তাহার ষোড়শ অংশেরও উপযুক্ত নহে। সুহৃজ্জনেরা কহিল, ইহার সদৃশ যজ্ঞ আর কোথাও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

ভ্রাতৃপরিবৃত দুর্য্যোধন এই রূপ প্রীতিকর বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে পুরমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক পিতামাতার পাদবন্দন, ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও কৃপপ্রভৃতি নমস্যদিগকে নমস্কার ও অনুজবর্গের প্রণাম গ্রহণ করিয়া বিচিত্র সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। ইত্যবসরে মহাবীর কর্ণ গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে তুমি নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে; কিন্তু যখন পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করিয়া মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে, তৎকালে আমি তোমাকে সমুচিত সৎকার করিব; সন্দেহ নাই। রাজা দুর্য্যোধন কহিলেন, হে বীর! তুমি কি সত্যই কহিতেছ; আমি দুরাত্মা পাণ্ডবদিগকে সংহার করিয়া মহাক্রতু রাজসূয় সম্পন্ন করিলে, তুমি আমাকে সৎকার করিবে?

এই বলিয়া তিনি মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের কথা উত্থাপনপূর্ব্বক পার্শ্বস্থ কৌরবদিগকে কহিলেন, হে কৌরবগণ! আমি পাণ্ডবদিগকে বিনাশ করিয়া কবে রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিব।

তখন কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আমি অর্জ্জুনকে বিনাশ না করিয়া পাদ ধাবন বা জল গ্রহণ করিব না; অদ্যাবধি আসুর ব্রত ধারণ করিব। কোন অর্থী আসিয়া আমার নিকট কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, আমি তাহাকে কদাচ পরাঙ্মুখ করিব না।

তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা মহাবীর কর্ণের অর্জ্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মনে করিল যেন, তাহারা পাণ্ডবদিগকে পরাজয় করিয়াছে। অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন অন্যান্য মহীপালগণকে বিদায় করিয়া অনুজবর্গের সহিত স্ব স্ব বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবেরা দূতমুখে দুর্য্যোধনের বৈষ্ণব যজ্ঞবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিতান্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া আছেন; এই অবসরে এক দূত উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে কর্ণের অর্জ্জুনবধ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করাইল। ধর্ম্মরাজ তাহা শুনিবামাত্র মহাবল পরাক্রান্ত কর্ণের একান্ত দুর্ভেদ্য কবচের বিষয় চিন্তা করিয়া সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন আপনাদিগের দুর্বিষহ ক্লেশপরম্পরা স্মরণ হওয়াতে তাঁহার

অন্তঃকরণ হইতে শান্তিরস এক কালে তিরোহিত হইয়া গেল। অনন্তর তিনি সেই দুরন্ত হিংস্র ও শ্বাপদসমাকীর্ণ দ্বৈত বন পরিত্যাগের কল্পনা করিতে লাগিলেন।

রাজা দুর্য্যোধন অনুজবর্গ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও কৃপাচার্য্যের সহিত সমবেত হইয়া এই সসাগরা ধরা শাসন করিতে লাগিলেন। তিনি দান ও ভোগ দ্বারা ধনের সার্থকতা সম্পাদিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রতিনিয়ত প্রাণপণে নৃপতিগণের প্রিয়-সম্পাদন ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা বিপ্রদিগের তুষ্টি সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঘোষযাত্রা পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্তপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুনন্দনগণ দুর্য্যোধনকে মোচন করিয়া পরিশেষে সেই বনমধ্যে কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! একদা রজনীযোগে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির নিদ্রাবসানের পূর্ব্বে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কতকগুলি মৃগ বাষ্পকণ্ঠে কম্পান্বিত কলেবরে কৃতাঞ্জলি-পুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? কি নিমিত্ত এ স্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছ? যাহা তোমাদের বলিতে ইচ্ছা হয়, বল।

মৃগগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিতে লাগিল, হে মহারাজ! আমরা মৃগ; এই দ্বৈত বন আমাদের আবাসস্থান। সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ মহাবল পরাক্রান্ত আপনার ভ্রাতৃগণ অত্রত্য মৃগগণকে প্রায় নিঃশেষিত করিয়াছেন; কেবল আমরা কএকটী অবশিষ্ট আছি। অতএব আপনি স্থানান্তরে গিয়া বাস করুন; আমাদিগকে এক কালে সমূলে উৎসন্ন করিবেন না। এক্ষণে আমরা এই বনের মৃগবৃদ্ধির বীজভূত হইয়াছি; যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে পুনরায় আমাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়।

সর্ব্বভূতহিতকারী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই হতাবশিষ্ট মৃগগণকে সাতিশয় বিত্রস্ত ও কম্পিত-কলেবর নিরীক্ষণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দয়ার্দ্র হইয়া কহিলেন, হে মৃগগণ! আমি অবশ্যই তোমাদের প্রার্থনানুরূপ কার্য্য করিব।

রাত্রিশেষে এই রূপ স্বপ্ন দর্শনানন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রতিবুদ্ধ হইয়া ভ্রাতৃগণকে কহিলেন; অদ্য যামিনীযোগে আমি স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিলাম যেন, অত্রত্য মৃগগণ আমার নিকট আসিয়া কহিতেছে; "হে মহারাজ! আমরা অধুনা অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছি; অতএব আপনি আমাদের প্রতি দয়া করুন" হে ভ্রাতৃগণ! তাহারা যথার্থ কহিয়াছে; বনবাসিগণের প্রতি দয়া করা আমাদের অবশ্য

কর্ত্তব্য। আমাদের বনবাসের আর এক বৎসর আট মাস অবশিষ্ট আছে; ঐ সময় আমাদিগকে মৃগমাংসও উপযোগ করিতে হইবে; অতএব আইস, আমরা মরুভূমির প্রান্তস্থিত তৃণবিন্দু সরোবরের সমীপবর্ত্তী সেই পরম রমণীয় কাম্যক বনে গমনপূর্ব্বক তথায় বনবাসের অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করি।

ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণগণ, অন্যান্য সমভিব্যাহারী লোক এবং ইন্দ্রসেন-প্রমুখ ভৃত্যবর্গ-সমভিব্যাহারে বিবিধ অন্নপানীয়সম্পন্ন পথ অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিতে করিতে কাম্যক কানন নয়নগোচর করিলেন। যেমন সুকৃতি ব্যক্তিরা স্বর্গে প্রবেশ করেন, তদ্রূপ তাঁহারা সেই অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

মৃগস্বপ্নোদ্ভব পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

ব্রীহিদ্রৌণিক পর্ব্বাধ্যায়।

অষ্টপঞ্চাশদধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহু ক্লেশে অরণ্যবাসে একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই রূপ অনুধ্যান করিয়া অনায়াসলভ্য বন্য ফল-মূল ভক্ষণপূর্ব্বক দিন পাত করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বকর্ম্মদোষজনিত ভ্রাতৃগণের দুঃখ, দ্যূতসম্ভূত শক্রগণের দৌরাত্ম্য ও কর্ণের অতি পরুষ বচন স্মরণ করিয়া শল্যাহত-হৃদয়ের ন্যায় সুখে রজনীতে নিদ্রিত হইতেন না; প্রত্যুত রোষাবেশপ্রভাবে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন। অর্জ্জুন, ভীম, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী ইঁহারা বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল অল্পমাত্রই অবশিষ্ট আছে, এই ভাবিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে সেই দুর্বিসহ দুঃখ সহ্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহাদিগের কলেবর উৎসাহ, চেষ্টা ও অমর্ষপ্রভাবে যেন অন্য প্রকার বোধ হইতে লাগিল।

এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, একদা সত্যবতীসুত ভগবান্ ব্যাস পাণ্ডবগণকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক বিধানানুসারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। মহাতপাঃ ব্যাস আসনে আসীন হইলে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরও প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর সত্যবতীনন্দন ব্যাস স্বীয় পৌত্রগণকে বন্য ফলমূলাহারী ও নিতান্ত কৃশকায় নিরীক্ষণ করিয়া বাষ্পগদগদ বচনে কৃপা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! তপোনুষ্ঠান না করিলে কদাচ সুখ লাভ হয় না। মনুষ্য পর্য্যায়ক্রমে

সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে; কিন্তু অনন্ত সুখ সম্ভোগে কেহই সমর্থ হয় না। বিশুদ্ধ বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাজ্ঞ লোক উন্নতি লাভে হর্ষ ও হীন দশায় কোন ক্রমে বিষণ্ণ হন না; অতএব উপস্থিত সুখ দুঃখ সমভাবে বোধ করিবে। যাদৃশ কৃষক শস্যের সময় প্রতিপালন করিয়া থাকে; তদ্রূপ সকলেরই সুখ দুঃখের অবসর প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য।

হে যুধিষ্ঠির! তপস্যা অপেক্ষা সার পদার্থ আর নাই; তপস্যা হইতে পরম সুখ লাভ হয়; তপস্যাপ্রভাবে সকল বস্তুই সিদ্ধ হইতে পারে। সত্য, সরলতা, অক্রোধ, সংবিভাগ, দম, শম, অনসূয়া, অহিংসা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযম, এই কএকটি গুণ মনুষ্যের পবিত্রতা সম্পাদন করিয়া থাকে। সৎপথবিরোধী অধর্ম্মরুচি মনুষ্যেরা কদাচ সুখ লাভ করিতে পারে না। ইহ লোকে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, পর লোকে তাহার ফল ভোগ হইয়া থাকে; অতএব মনুষ্য তপস্যা ও নিয়মে নিরন্তর নিরত থাকিবে। প্রদানকাল উপস্থিত হইলে বিগতমৎসর হইয়া প্রফুল্ল মনে অর্থীকে পূজা ও প্রণামপূর্ব্বক শক্ত্যনুসারে দান করিবে।

সত্যবাদী ব্যক্তি অনায়াসে দীর্ঘায়ুঃ ও সরল হইয়া থাকে। অক্রোধী ও অসূয়াশূন্য মনুষ্য পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। দান্ত ও শান্তিপর হইলে নিরন্তর সুখসচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়দমনশীল ব্যক্তি অন্যের সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া কদাচ সন্তপ্ত হন না। যে ব্যক্তি সংবিভাগকর্ত্তা, দাতা, অহিংসক এবং সুখ ও ভোগসম্পন্ন, সে পরম আরোগ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ মনুষ্যকে সম্মান করিয়া থাকে, মহৎ কুলে তাহার জন্ম লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় পুরুষ কদাচ ব্যসনী হন না। যিনি শুভ বিষয়ে অনুশোচনা করেন, তিনি কল্যাণমতি হইয়া প্রাদুর্ভূত হন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! পর লোকে দান ধর্ম্ম ও তপস্যার কি কি গুণ লাভ হয় এবং দুষ্কর কর্ম্মই বা কি? আপনি তাহা কীর্ত্তন করুন। ব্যাসদেব কহিলেম, হে যুধিষ্ঠির! পৃথিবীতে দান অপেক্ষা দুষ্কর আর কিছুই নাই। লোকের অর্থতৃষ্ণা অতি বলবতী; অর্থও অতি কষ্টে লাভ হইয়া থাকে। দেখ, মনুষ্য ধন লাভে লোলুপ হইয়া প্রিয়তর প্রাণের প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সাগর ও অরণ্যে প্রবেশ করে; কেহ কেহ কৃষি ও গোরক্ষণে নিযুক্ত হয়; কেহ বা দাসত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া থাকে; সুতরাং এই রূপ দুঃখোপার্জ্জিত ধন পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর। বিশেষতঃ ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া প্রদান করা সাতিশয় সুকঠিন। যে ব্যক্তি অন্যায়তঃ অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সম্প্রদান করে, সেই দান তাহাকে মহৎ পাপভয় হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু যথার্থ অবসরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে অর্থীকে ন্যায়োপার্জ্জিত

অর্থ প্রদান করিলে তাহার অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

একোনষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

ব্যাস কহিলেন, হে ধর্ম্মনন্দন! মহর্ষি মুদ্গল এক দ্রোণ ব্রীহি প্রদান করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তদ্বিষয়ে একটি পুরাতন ইতিহাস আছে; শ্রবণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহর্ষে! মহাত্মা মুদ্গল কিরূপে ব্রীহিদ্রোণ প্রদান করেন এবং কোন্ বিধান অবলম্বনপূর্ব্বক কাহাকে উহা প্রদান করিয়াছিলেন; তদ্বিষয় শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইয়াছে; সকল ধর্ম্মাভিজ্ঞ ভগবান্ ঈশ্বর যে মহাত্মার কর্ম্মে পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আমার মতে সার্থকজন্মা।

ব্যাস কহিলেন, কুরুক্ষেত্রে সত্যবাদী অসূয়াশূন্য জিতেন্দ্রিয় মুদ্গল নামে এক ধর্ম্মাত্মা মহর্ষি ছিলেন। তিনি উঞ্ছ ও কপোতবৃত্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ, অতিথি সৎকার ও অন্যান্য ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেন। ঐ মহর্ষি ইষ্টীকৃত ও দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নিয়ত তৎপর থাকিতেন; তিনি কপোতবৃত্তি অবলম্বন করিয়া এক পক্ষে এক দ্রোণ ব্রীহি উপার্জ্জন করিতেন এবং পক্ষান্তে তদ্দ্বারা দেবতা ও অতিথিগণের পূজা করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিত, পুত্র কলত্র-সমভিব্যাহারে তাহাই উপযোগ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। ত্রিভুবনাধীশ্বর ইন্দ্র দেবগণের সহিত প্রতি পর্ব্বে মহর্ষি-সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেন। মহর্ষি মুদ্গল প্রতিপর্ব্বে প্রফুল্লান্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবে অতিথি-গণকে অন্ন প্রদান করিতেন বলিয়া, অতিথিগণ সমাগত হইবামাত্র তাঁহার ব্রীহিদ্রোণ বর্দ্ধিত হইত; সুতরাং তিনি অনায়াসেই শত শত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেন।

মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ পরম ধার্ম্মিক ব্রত-পরায়ণ মুদ্গলের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া উন্মত্তের ন্যায় দিগম্বর ও কেশবিহীন হইয়া বিবিধ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে মহর্ষি মুদ্গলের সমীপে গমনপূর্ব্বক কহি-লেন, হে দ্বিজসত্তম! আমি অন্নার্থী হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। মহর্ষি মুদ্গল অকপট ভক্তিসহকারে সেই উন্মত্ত-বেশধারী ক্ষুধিত দুর্ব্বাসাকে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং পাদ্য, অর্ঘ ও উত্তম অন্ন প্রদান করিলেন। সাতিশয় ক্ষুধিত দুর্ব্বাসাঃ ক্রমে ক্রমে মুদ্গলের গৃহস্থিত সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন। ভোজনাবসানে উচ্ছিষ্ট অন্ন সমুদায় অঙ্গে লেপনপূর্ব্বক স্বাভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। তিনি তাহার পর পর্ব্বাহেও তথায় আগমনপূর্ব্বক সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিলেন।

মহর্ষি মুদ্গল নিরাহারে পুত্রকলত্র-সমভিব্যাহারে পুনরায় উঞ্ছ বৃত্তি অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কি ক্ষুধা, কি ক্রোধ, কি মাৎসর্য্য, কি অবমাননা, কি সম্ভ্রম কিছুতেই তাঁহাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারিল না। তিনি এই রূপে ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহারপূর্ব্বক

উঞ্ছ বৃত্তির অনুশীলন করিতে লাগিলেন। মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাও পর্ব্বে পর্ব্বে আগমন-পূর্ব্বক তাঁহার সমুদায় অন্ন ভক্ষণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ ক্রমে ক্রমে ছয় বার মুদ্গলের সমস্ত অন্ন ভোজন করিলেও তাঁহার কিছুমাত্র মনঃক্ষোভ নিরীক্ষণ করিলেন না; প্রত্যুত সতত তাঁহাকে বিশুদ্ধমনাই দেখিতেন।

তখন মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্ মুদ্গল! ইহ লোকে তোমার সমান মাৎসর্য্যবর্জ্জিত দাতা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। হে মহর্ষে! ক্ষুধা ধর্ম্ম, জ্ঞান ও ধৈর্য্য নাশ করে; রসনা রসের দিকেই সতত ধাবমান হয়; প্রাণ আহার প্রভাবেই দেহে অবস্থান করে; মনঃ অতি চঞ্চল ও দুর্নিবার; তাহাকে বশীভূত করা অতি কঠিন। ইন্দ্রিয়গণ ও মনের একাগ্রতাই তপস্যা; তাহা কেবল তোমাতেই বিদ্যমান দেখিতেছি। হে মহাত্মন্! শ্রমোপার্জ্জিত দ্রব্য পরিত্যাগ করা নিতান্ত দুষ্কর; কিন্তু আপনি অনায়াসেই তাহা করিতেছেন। আমি আপনার সহিত একত্র মিলিত হইয়া পরম প্রীত ও অনুগৃহীত হইলাম। ইন্দ্রিয়সংযম, ধৈর্য্য, সংবিভাগ, দম, শম, দয়া, সত্য ও ধর্ম্ম এই সমুদায়ই তোমাতে বর্ত্তমান আছে। তুমি কর্ম্ম দ্বারা সমুদায় লোক জয় এবং উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়াছ। স্বর্গবাসীরাও তোমার যশঃ কীর্ত্তন করিতেছেন; তুমি অচিরাৎ সশরীরেই স্বর্গ গমন করিবে।

মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ এই কথা কহিবামাত্র এক দেবদূত হংসসারসযুক্ত কিঙ্কিণীজাল-জড়িত কামচারী বিচিত্র বিমান লইয়া মহাতপাঃ মুদ্গলের সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, হে মহর্ষে! আপনার সিদ্ধি লাভ হইয়াছে; আপনি স্বীয় কর্ম্মপ্রভাবে এই বিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব ইহাতে আরোহণ করুন।

মহর্ষি মুদ্গল দেবদূতের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, হে দেবদূত! তুমি স্বর্গনিবাসিগণের গুণ, তপস্যা, নিয়ম, সুখ এবং দোষই বা কিরূপ; ইহা কীর্ত্তন কর। কুলোচিত সৎপুরুষগণ সাধুদিগের মিত্রকে সপ্তপদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন; আমি সেই মিত্রতা অবলম্বন করিয়া তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; তুমি এ বিষয়ে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া আমাকে সৎপরামর্শ প্রদান কর; আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

ষষ্ট্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

দেবদূত কহিল, মহর্ষে! আপনি বুদ্ধিমান্ হইয়াও অবোধের ন্যায় কি নিমিত্ত স্বর্গসুখ উত্তম বলিয়া তাহার বহুমান করিতেছেন না? স্বর্গলোক উপরিভাগে অবস্থিত; তথায় নিরন্তর দেবযান সকল গমনাগমন করিতেছে; সেস্থানে তপোবলবিহীন, যজ্ঞানুষ্ঠানবিবর্জ্জিত, মিথ্যাভিরত নাস্তিকেরা গমন করিতে সমর্থ হয় না। যাঁহারা ধার্ম্মিক, জিতাত্মা, শান্ত, দান্ত, নির্ম্মৎসর, ধ্যান ও ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত এবং সমরপ্রিয় মহাবীর; তাঁহারাই শমদমমূলক

অনুত্তম ধর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক সৎপুরুষগণনিষেবিত পবিত্র লোক প্রাপ্ত হন।

দেবতা, সাধ্য, বিশ্ব, মহর্ষি, যাম, ধাম, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ ইহাদিগের কামফলপ্রদ অনেকানেক লোক দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত হিরণ্ময় অদ্রিরাজ মেরুতে নন্দনপ্রভৃতি অনেকানেক পবিত্র পরম রমণীয় দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে; সেই স্থান পুণ্যবান্ লোকদিগের বিহারভূমি; তথায় ক্ষুধা, পিপাসা, গ্লানি, ভয়, বীভৎস বা অন্য কোন প্রকার অশুভ অনুভূত হয় না; সর্ব্বদাই পরম রমণীয় সুখস্পর্শ সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ বেগে সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে; শ্রুতিসুখাবহ শব্দ শ্রবণ ও মনঃ মোহিত করিতেছে। তথায় শোক, তাপ, জরা ও আয়াসের লেশ নাই। হে মুনীন্দ্র! লোকে স্বোপার্জ্জিত সুকৃতফলে সেই সর্ব্বসুখাস্পদ স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তথায় গমন করিলে কর্ম্মজ তৈজস শরীর সমুদ্ভূত হয়; পিতৃমাতৃজ শরীর পরিগ্রহ করিতে হয় না; তথায় স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, দুর্গন্ধ ও রজঃপ্রভৃতি বস্তু দ্বারা বস্ত্র অপবিত্র বা মলিন হয় না। তত্রত্য লোকদিগের দিব্য গন্ধযুক্ত মনোরম মাল্যদাম ম্লান হয় না; তাঁহারা সর্ব্বদা বিমান দ্বারা গমনাগমন করেন; ঈর্ষা, শোক ও শ্রমজনিত ক্লেশের লেশও অনুভব করেন না; এবং নির্ম্মৎসর ও মোহবিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতেছেন। হে মুনিপুঙ্গব! ঈদৃশ লোক অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট লোক আছে; এই রূপে অশেষ গুণসম্পন্ন অনেকানেক দিব্য লোক উপর্য্যুপরি অবস্থিতি করিতেছে।

পূর্ব্ব দিকে শুভাস্পদ তেজোময় ব্রহ্মলোক বাস করে; তথায় পবিত্রস্বভাব ঋষিগণ স্ব স্ব শুভ কর্ম্মফলে গমন করেন; তথায় ঋভু নামে দেবগণ আছেন; তাঁহাদিগের লোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট; দেবতারাও তাঁহাদিগের উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া থাকেন। তাঁহারা প্রভাসম্পন্ন; সকলের অভীষ্ট ফলপ্রদ; তাঁহাদিগের স্ত্রীকৃত তাপ নাই; ঐশ্বর্য্যজনিত মাৎসর্য্যও নাই। তাঁহারা আহুতি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ ও অমৃত ভোজন করেন না; তাঁহাদিগের শরীর দিব্য ও অনির্ব্বচনীয়; কোন প্রকার আকৃতি বা মূর্ত্তি নাই; তাঁহারা দেবদেব ও সনাতন; তাঁহাদিগের সুখকামনা নাই; কল্প পরিবর্ত্তিত হইলেও তাঁহারা পরিবর্ত্তিত হন না; নিরন্তর এক ভাবেই থাকেন। তাঁহাদিগের জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোক, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ নাই; এই দুষ্প্রাপ্য পরমা গতি দেবতাদিগেরও অভিলষণীয়; তাহা বিষয়বাসনানিরত জনগণের অগম্য। মনীষিগণ বিবিধ নিয়মানুষ্ঠান ও বিধিপূর্ব্বক দানাদি দ্বারা এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবলোক প্রাপ্ত হন। আপনি লোকাতিশায়িনী বদান্যতাপ্রভাবে এই পরম সুখাবহ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া সুকৃতিলব্ধ সদ্গতি উপভোগ করুন।

হে বিপ্রেন্দ্র! স্বর্গের সুখ ও নানা-

বিধ লোকের বর্ণন করিলাম এবং স্বর্গের গুণ সমূহও কীর্ত্তিত হইয়াছে; এক্ষণে উহার দোষ কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ করুন।

লোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করে; কিন্তু অন্য কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না; সুতরাং পুণ্যপাদপ ক্রমে ক্রমে সমূলে উন্মুলিত হইয়া যায়। পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় যে অধঃপতন হয়; ইহা আমার মতে মহাদোষ; কারণ বহু দিবস সুখে কালাতিপাত করিয়া পরিশেষে দুর্গতি লাভ করিলে তাহা সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে। অন্যের অতুল ঐশ্বর্য্য সন্দর্শন করিয়া অমরলোকস্থ জনগণের যে অসন্তোষ ও পরিতাপ জন্মে, ইহা অপেক্ষা ক্লেশজনক আর কি আছে! কণ্ঠবিলম্বিত মাল্য ম্লান হইলে পতনোন্মুখ ব্যক্তির অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হয় এবং পতন কালে তিনি রজোগুণাক্রান্ত ও তাঁহার বুদ্ধি বিমোহিত হইয়া যায়। ব্রহ্মভবন-পর্য্যন্ত এই সমস্ত দারুণ দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সুরলোকবাসে লক্ষলক্ষবিধ গুণ সমূহ লক্ষিত হয়; কিন্তু স্বর্গভ্রষ্ট মনুষ্য-দিগের এই একমাত্র গুণ দৃষ্ট হয় যে, তাঁহারা অন্য কোন অধম গতি প্রাপ্ত না হইয়া অতীত শুভাদৃষ্ট স্মরণ ও অনুতাপ-পূর্ব্বক কেবল মনুষ্যলোকেই জন্ম গ্রহণ করেন। সেই মহাভাগ সে স্থানেও সুখে কালাতিপাত করিতে পারেন; কিন্তু যদি সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক কার্য্য না করেন, তাহা হইলে পরিশেষে তিনি নীচতা প্রাপ্ত হন; কারণ পৃথিবী কর্ম্মভূমি; আর স্বর্গ ফলভূমি; ইহ লোকে কর্ম্ম করিলে পর লোকে তাহার ফল ভোগ হয়। হে মহর্ষে! আপনি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম; এক্ষণে আর বিলম্ব করিতে পারি না; অতএব অনুমতি করুন; আমি সচ্ছন্দে গমন করি।

মুনিবর এই কথা শ্রবণানন্তর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন; হে দেবদূত! তুমি যে মহাদোষ কীর্ত্তন করিলে, তাহাই আমার আবশ্যক, স্বর্গে বা সুখে প্রয়োজন নাই। স্বর্গভ্রষ্ট হইলে পুনরায় নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় এবং দারুণ দুঃখ ও পরিতাপ সহ্য করিতে হয়; এই নিমিত্ত আমি স্বর্গ প্রাপ্তির কামনা করি না। যে স্থানে গমন করিলে পুনরায় পরিভ্রষ্ট হইতে হয় না এবং শোক, দুঃখ ও মনস্তাপ থাকে না, আমি প্রাণ-পণে সেই স্থানের অন্বেষণ করিব।

দেবদূত কহিল, ব্রহ্মসদনের ঊর্দ্ধে পরমোৎকৃষ্ট বিশুদ্ধ সনাতন জ্যোতির্ম্ময় বিষ্ণুপদ আছে; লোকে উহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানে। হে বিপ্র! সে স্থানে দম্ভ, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও বিষয়বাসনা-পরায়ণ পুরুষেরা গমন করিতে পারে না। নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, নির্দ্বন্দ্ব, জিতেন্দ্রিয়, ধ্যান ও যোগনিরত মানবেরাই তথায় গমন করিতে সমর্থ হন।

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা মুনিবর দেবদূতকে বিদায় করিয়া উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অনুত্তম শমগুণ আশ্রয় করিলেন। তখন তাঁহার নিন্দা ও স্তুতিবাদ এবং লোষ্ট্র ও কাঞ্চন সমান জ্ঞান হইতে লাগিল। এই রূপে তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ সহকারে ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমে ক্রমে নির্ম্মল হইয়া উঠিল; এবং তিনি ধ্যানযোগবলে পরম পুরুষার্থ শাশ্বত মুক্তিপদ লাভ করিলেন। অতএব হে কৌন্তেয়! রাজ্যচ্যুত হইয়াছ বলিয়া, তোমার শোক করা অনুচিত; তুমি তপোবলে পুনরায় তাহা প্রাপ্ত হইবে; তন্নিমিত্ত চিন্তা কি? দেখ, সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় নিরন্তর পরিবর্ত্তিত হইতেছে; সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের বিগমে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে পৈতৃক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইবে; অতএব মনোদুঃখ দূর কর। ভগবান্ মহামুনি ব্যাস এই কথা বলিয়া স্বীয় আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

ব্রীহিদ্রৌণিক পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

দ্রৌপদীহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামুনে! মহাত্মা পাণ্ডবগণ অরণ্যমধ্যে মুনিগণসমভিব্যাহারে বিচিত্র কথাপ্রসঙ্গে চিত্তবিনোদন করিয়া দ্রুপদনন্দিনীর ভোজন পর্য্যন্ত আদিত্যপ্রদত্ত অক্ষয়ান্নে ও নানাবিধ আরণ্যক মৃগমাংসে অন্নার্থী ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া সময়াতিপাতে প্রবৃত্ত হইলে, কর্ণ, শকুনি ও দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ তাঁহাদিগের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, তাহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! বনবাসী পাণ্ডবগণ নগরনিবাসী মানবের ন্যায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, রাজা দুর্য্যোধন এবং কপটাচারপরায়ণ কর্ণ ও দুরাত্মা দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বিবিধ উপায় দ্বারা পাণ্ডবগণের অনিষ্ট চিন্তা করিতেছে; এমন সময়ে মহাযশাঃ দুর্ব্বাসাঃ দশ সহস্র শিষ্য-সমভিব্যাহারে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ দুর্য্যোধন ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ পরম কোপন তপস্বীকে অবলোকন করিয়া বিনয়, প্রশ্রয় ও দম অবলম্বনপূর্ব্বক আতিথ্য দ্বারা তাঁহাকে আমন্ত্রণ এবং কিঙ্করবৃত্তি গ্রহণ করিয়া যথাবিধি পূজা করিলেন।

তিনি যে কএকদিন তথায় অবস্থিতি করিয়াছিলেন, রাজা দুর্য্যোধন শাপভয়ে শঙ্কিত হইয়া আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাঃ, "ক্ষুধিত হইয়াছি, শীঘ্র অন্ন প্রদান কর" বলিয়া স্নান করিতে গমন করিতেন; কিন্তু বহু ক্ষণের পর প্রত্যাগত হইয়া, "আজি আহার করিব না; আজি আমার ক্ষুধা নাই" বলিয়া অদর্শন

হইতেন; পুনরায় সহসা আগমনপূর্ব্বক কহিতেন, "ত্বরান্বিত হইয়া আমাকে ভোজন করাও" নিকৃতিপরায়ণ দুর্ব্বাসাঃ কখন নিশীথ সময়ে উত্থান করিয়া পূর্ব্ববৎ অন্ন প্রস্তুত করাইতেন; কিন্তু তাহা ভোজন করিতেন না; প্রত্যুত তিরস্কার করিতেন। যখন রাজা দুর্য্যোধন তাঁহার তাদৃশ ব্যবহারও নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতে লাগিলেন; তখন তিনি তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে ভারত! তোমার কল্যাণ হউক। এক্ষণে বর প্রার্থনা কর; আমি প্রীত হইলে তোমার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।

দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন ইতিপূর্ব্বে কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত মন্ত্রণা করিয়া প্রার্থনীয় বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন; এক্ষণে শুদ্ধাত্মা মহর্ষির বাক্য শ্রবণে আপনাকে পুনর্জাত বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; এবং অতিমাত্র হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! রাজা যুধিষ্ঠির আমাদিগের কুলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ; গুণবান্ এবং শীলসম্পন্ন; তিনি এক্ষণে ভ্রাতৃগণের সহিত বনে বাস করিতেছেন; অতএব আপনি যেমন আমার নিকট সশিষ্যে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন, সেই রূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে সুকুমারী দ্রুপদকুমারী ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে স্বয়ং ভোজন করিয়া সুখে বিশ্রাম করিবেন, তৎকালেই আপনাকে তথায় গমন করিতে হইবে; আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ দুর্ব্বাসাঃ কহিলেন, আমি তোমার প্রতি প্রীতিবশতঃ অবশ্যই তাহা করিব; এই বলিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা সুযোধন কৃতার্থম্মন্য হইয়া হর্ষোৎফুল্ল বদনে করদ্বারা কর্ণের কর গ্রহণ করিলেন।

কর্ণ তাঁহার ভ্রাতৃগণের সমক্ষে কহিলেন, হে কৌরব! সৌভাগ্যক্রমে তোমার অভিলাষ পরিপূর্ণ হইল; তোমার শত্রুগণ দুস্তর ব্যসনার্ণবে মগ্ন হইল; এবং পাণ্ডবগণ দুর্ব্বাসার ক্রোধানলে পতিত হইল। এই রূপে দুর্য্যোধন প্রভৃতি সকলে পরম প্রীতচিত্তে হাস্য করিতে করিতে স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল।

দ্বিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কোন সময় মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদীকে কৃতভোজন এবং সুখাসীন জানিয়া দশ সহস্র শিষ্যে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদিগের বসতি বনে উপস্থিত হইলেন। শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির সেই অতিথিকে সমাগত দেখিয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া, এবং যথাবিধি পূজা ও আতিথ্য গ্রহণে নিমন্ত্রণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! শীঘ্র আহ্নিক সমাধান করিয়া আগমন করুন। মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ এই চিন্তা করিতে করিতে শিষ্য-

গণ-সমভিব্যাহারে স্নান করিতে গমন করিলেন যে, ইনি কি প্রকারে আমাকে ও আমার শিষ্যগণকে ভোজন করাইবেন।

অনন্তর মহাযশাঃ দুর্ব্বাসাঃ শিষ্যগণ-সমভিব্যাহারে সলিলে অবগাহন করিলেন। এ দিকে রমণীরত্ন দ্রৌপদী অন্নের নিমিত্ত সাতিশয় চিন্তাপরায়ণ হইয়াও যখন কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না, তখন মনে মনে কংসনিসূদন মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন; হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! মহাবাহো! দেবকীনন্দন! হে অব্যয়! হে বাসুদেব! হে জগন্নাথ! হে প্রণতার্ত্তি-বিনাশন! হে বিশ্বাত্মন্! হে বিশ্বজনক! হে বিশ্বসংহারকারিন্! হে বিপন্নপাল! গোপাল! প্রজাপাল! হে পরাৎপর! আমি তোমাকে নমস্কার করি; হে বরেণ্য! হে বরদ! হে অনন্ত! তুমি গতিহীনের গতি; হে পুরাণ পুরুষ! হে প্রাণ! হে সর্ব্বসাক্ষিন্! হে পরাধ্যক্ষ! আমি তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি; হে শরণাগতবৎসল! কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর। হে নীলোৎপলদলশ্যাম! হে পদ্মারুণেক্ষণ! হে পীতাম্বর! হে কৌস্তুভভূষণ! তুমিই আদি ও অন্ত; তুমিই সকলভূতের আশ্রয়; তুমিই পরতর জ্যোতিঃ; তুমিই বিশ্বাত্মা; তুমি সর্ব্বতোমুখ; তুমি সকলের বীজ ও সকল সম্পদের নিধান; তুমি যাহাকে রক্ষা কর; তাহার পাপভয় সুদূর-পরাহত হয়। তুমি পূর্ব্বে যেমন সভা-মধ্যে দুঃশাসন হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই রূপ এই সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর।

অচিন্ত্যগতি ভক্তবৎসল বাসুদেব দ্রুপদনন্দিনীর স্তবে তাঁহার বিপদ্-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে পরি-ত্যাগপূর্ব্বক ত্বরিত গমনে সেই বনে আগ-মন করিলেন। দ্রুপদনন্দিনী তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক দুর্ব্বাসার আগমনবৃত্তান্ত সকল নিবেদন করিলেন।

কৃষ্ণ কহিলেন, দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত হইয়াছি; অগ্রে আমাকে ভোজন প্রদান কর; পশ্চাৎ অন্যান্য কর্ম্ম করিও।

দ্রৌপদী তাঁহার বাক্য শ্রবণে লজ্জাব-নতমুখী হইয়া কহিলেন, দেব! আমার ভোজনপর্য্যন্ত সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরি-পূর্ণ থাকে; কিন্তু অদ্য আমি ভোজন করিয়াছি; এখন ত আর তাহাতে কিছুই নাই।

কমলায়তলোচন বাসুদেব কহিলেন, দ্রৌপদি! আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছি; এক্ষণে কি পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে প্রদর্শন কর।

দ্রৌপদী তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় উল্ল-ঙ্ঘন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থালী আনিয়া প্রদর্শন করিলেন। সেই স্থালীর কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। বাসুদেব তাহা ভোজন করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন, ইহাতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হউন; এবং ভীমসেনকে কহিলেন, তুমি শীঘ্র

ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করিতে আহ্বান কর।

দুর্ব্বাসা-প্রভৃতি মুনিগণ স্নানার্থ দেবনদীতে গমন করিয়াছিলেন। মহাযশাঃ ভীমসেন ভোজনার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে গমন করিলেন; তাঁহারা তৎকালে সলিলে অবতীর্ণ হইয়া অঘমর্ষণ করিতেছিলেন। পরে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরস্পর সান্নরস উদ্গার অবলোকন করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন; এবং দুর্ব্বাসার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, হে বিপ্রর্ষে! আমরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে অন্ন প্রস্তুত করিতে কহিয়া স্নানার্থ আগমন করিয়াছি; কিন্তু আমরা অধুনা এরূপ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, কোন প্রকারেই আহার করিতে পারিব না; অতএব অকারণ পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে; এক্ষণে কি করিব।

দুর্ব্বাসাঃ কহিলেন, আমরা বৃথা পাক নিমিত্ত রাজর্ষির নিকটে অপরাধী হইলাম; এক্ষণে এই অপরাধে পাণ্ডবগণ কোপদৃষ্টিতে আমাদিগকে ভস্মসাৎ না করেন; এমত উপায় চিন্তা কর। হে বিপ্রগণ! ধীমান্ অম্বরীষ রাজর্ষির প্রভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, হরিপদাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই ভীত হইতে হয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা, ধর্ম্মপরায়ণ, শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, ব্রতধারী, তপস্বী, সদাচাররত এবং নারায়ণপরায়ণ; তাঁহাদের ক্রোধানল উদ্দীপিত হইলে তুলরাশির ন্যায় আমাদিগকে ভস্মসাৎ করিতে পারে; অতএব তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়াই সকলে শীঘ্র পলায়ন কর।

শিষ্যগণ দুর্ব্বাসার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে দশ দিকে পলায়ন করিলেন।

ভীমসেন দেবনদীতে মুনিগণকে অবলোকন না করিয়া ইতস্তত তীর্থে তীর্থে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসগণের মুখে তাঁহাদিগের পলায়নবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকটে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সমুদায় নিবেদন করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগের প্রত্যাগমন প্রত্যাশায় কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দুর্ব্বাসাঃ নিশীথসময়ে অকস্মাৎ আগমন করিয়া আমাদিগকে ছলনা করিবেন; তাহা হইলে আমরা কি প্রকারে এই দৈবোপপাদিত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারিব।

শ্রীমান্ বাসুদেব চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবগণকে মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে পাণ্ডবগণ! পাঞ্চালকুমারী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাঃ হইতে আপদ্‌ঘটনার সম্ভাবনা দেখিয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন; আমি তন্নিমিত্ত সত্বর হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব দুর্ব্বাসাঃ হইতে আর কিছুমাত্র ভয় নাই। তিনি তোমাদিগের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহারা ধর্ম্মের অনুগত, তাঁহারা কখনই অবসন্ন হন না। হে পাণ্ডবগণ! তোমা-

দিগের কল্যাণ হউক; আমি এক্ষণে তোমাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া প্রস্থান করিলাম।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী কেশবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সুস্থচিত্ত হইলেন; এবং কহিলেন, হে গোবিন্দ! সিন্ধুনিমগ্ন ব্যক্তির ভেলা প্রাপ্তির ন্যায় আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া এই আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইলাম; তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর।

বাসুদেব পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী প্রফুল্ল চিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিয়া সুখে সময় যাপন করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! দুরাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ এই রূপে পাণ্ডবগণের সহিত যত অনিষ্টাচরণ করিয়াছিল; সমুদায়ই ব্যর্থ হইয়াছিল।

ত্রিষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা বহুল মৃগযূথসংযুক্ত, ফলপুষ্পোপশোভিত, ঋতুকালরমণীয় অরণ্যসকল নিরীক্ষণ করিয়া কাম্যক বনে মৃগানুসরণ-প্রসঙ্গে ইতস্ততঃ পর্য্যটন-পূর্ব্বক অমরগণের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহারা সেই অরণ্যে কিয়ৎক্ষণ অবস্থান করিয়া মহর্ষি তৃণবিন্দু ও পুরোহিত ধৌম্যের নিদেশানুসারে দ্রৌপদীকে আশ্রমে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তি সাধনার্থ মৃগয়া প্রসঙ্গে এককালে চতুর্দ্দিকে নির্গত হইলেন।

এই অবসরে সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ বিবাহার্থী হইয়া সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক শাল্বেয়দিগের নিকট গমন করিলেন। তথা হইতে অনেকানেক ভূপালগণসমভিব্যাহারে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। যাদৃশ সৌদামিনী নীল জলধরকে উজ্জ্বল করিয়া থাকে, তথায় পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তদ্রূপ সেই বনবিভাগ আলোকময় করিয়া আশ্রমদ্বারে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে তিনি রাজা জয়দ্রথের নয়নপথে পতিত হইলেন। তখন অন্যান্য ভূপালগণ ইনি অপ্সরা, কি দেবকন্যা, অথবা দৈবী মায়া, এই বলিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে সন্দর্শনপূর্ব্বক নিতান্ত বিস্মিত ও মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া হৃষ্ট মনে রাজা কোটিকাস্যকে কহিলেন, হে সৌম্য! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী ভুবনমোহিনী কাহার রমণী? বোধ হয়, ইনি মানুষী নহেন। আমি বিবাহার্থ ইঁহাকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যাইব। এক্ষণে ইনি কাহার পরিগৃহীত? কোথা হইতে আসিয়াছেন? এই কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে আগমন করিবার কারণ কি? আর ত্রিলোকললামভূতা ঐ ললনা আমাকে কি ভজনা করিবেন? এবং আমি ইঁহাকে পাইয়া কি সফলকাম হইব? হে কোটিক! তুমি সত্বরে গমন করিয়া এই সকল কথা সবিশেষ অবগত হইয়া আইস। তখন শৃগাল যেমন

ব্যাঘ্রীকে জিজ্ঞাসা করে ; তদ্রূপ কোটি-কাস্য দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন।

চতুঃষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

কোটিকাস্য কহিলেন, হে সুলোচনে ! তুমি কে ? শর্ব্বরী সময়ে পবনাবিকম্পিত প্রজ্বলিত হুতাশনশিখার ন্যায় কদম্বশাখা অবনত করিয়া একাকী আশ্রমপদে অবস্থান করিতেছ ; তথাচ তোমার অন্তঃকরণে কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। তোমার রূপলাবণ্য অলোকসামান্য ; বোধ হয়, তুমি দেবনারী, যক্ষী, দানবী, অসুরপত্নী, অপ্সরা, মূর্ত্তিমতী উরগরাজদুহিতা, বনদেবী বা নিশাচরী হইবে। কিম্বা তোমাকে মহারাজ বরুণ, যম বা সোমের সহধর্ম্মিণী অথবা ধনাধিপতি কুবেরের ভার্য্যা বলিয়া বোধ হয়। তুমি যেন প্রজাপতি ব্রহ্মা, বিধাতা কাশ্যপ, ভগবান্ রুদ্র অথবা ত্রিলোকীনাথ বিষ্ণুর আলয় হইতে এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ। যাহা হউক, আমি তোমার নিকট সম্যক্ অপরিচিত এবং তুমি যে কাহার আশ্রয় লইয়া এস্থানে অবস্থিতি করিতেছ, তাহাও সবিশেষ অবগত নহি। এক্ষণে আমি তোমার সম্মান বর্দ্ধনার্থ পিতা ও পতির নাম জিজ্ঞাসা করিতেছি ; তুমি তাহা সবিশেষ নির্দ্দেশ কর এবং এই অরণ্যমধ্যে একাকিনী কি করিতেছ ; তাহাও প্রকাশ করিয়া বল।

আমি সুরথ-রাজের আত্মজ ; আমার নাম কোটিকাস্য। যিনি হুত হুতাশনের ন্যায় এই কাঞ্চনবিনির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যিনি ত্রিগর্ত্তক্ষত্রিয় কুলিন্দাধিপতির আত্মজ, যিনি আমাদিগের অপেক্ষা ধনুর্ব্বেদে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, সেই পর্ব্বতবাসনিরত আয়তলোচন ক্ষেমঙ্কর নামা মহাবীর তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। আর ঐ যে, প্রিয়দর্শন যুবা পুষ্করিণীসন্নিধানে দণ্ডায়মান আছেন, উনি ইক্ষ্বাকুরাজ সুবলের তনয় ; সৌবীরক দেশীয় দ্বাদশ রাজকুমার লোহিতকায় অশ্বযুক্ত রথে আরোহণপূর্ব্বক দীপ্তিশালী যজ্ঞীয় অনলের ন্যায় ইঁহার অনুগমন করিয়া থাকেন এবং অঙ্গারক, কুঞ্জর, গুপ্তক, শত্রুঞ্জয়, সৃঞ্জয়, সুপ্রবৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর, ভ্রমর, রবি, শূর, প্রতাপ, কুহনপ্রভৃতি ষট্‌সহস্র রথী ও হস্ত্যশ্ব, রথ, পদাতি সকল ইঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া থাকে। ইঁহার নাম সৌবীররাজ জয়দ্রথ ; বোধ হয়, তুমি লোকপরম্পরায় ইঁহার নাম অবশ্যই শ্রবণ করিয়া থাকিবে। বলাহক, অনীক, বিদারণ প্রভৃতি সৌবীরপ্রবীর যুবা ভ্রাতৃগণ রাজা জয়দ্রথের অনুগমন করিয়া থাকেন। ইনি দেবগণপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় এই সকল সহায়সম্পন্ন হইয়া গমন করেন। হে সুকেশি ! তুমি কাহার ভার্য্যা ও কাহারই বা দুহিতা ? আমরা এ বিষয়ে কিছুই বিদিত নহি ; অতএব এক্ষণে উহা কীর্ত্তন কর।

পঞ্চষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! দ্রুপদরাজনন্দিনী কৃষ্ণা শিবিবংশাবতংস কোটিকাস্যের এই রূপ বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে অবলোকন করিয়া শাখা পরিত্যাগ ও কৌশেয় উত্তরীয় গ্রহণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্রনন্দন! তোমার সহিত কথোপকথন করা মাদৃশী মহিলার নিতান্ত অনুচিত; কিন্তু এখানে এমন কোন পুরুষ বা নারী নাই যে, তোমার বাক্যের উত্তর প্রদান করে; সুতরাং আমাকে স্বয়ংই উত্তর করিতে হইল। আমি স্বধর্ম্মনিরত; বিশেষতঃ একাকিনী রহিয়াছি; তুমিও একাকী এখানে আসিয়াছ; তন্নিমিত্ত তোমার সহিত আলাপ করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে; তবে তোমাকে সুরথের পুত্র কোটিকাস্য বলিয়া অবগত হইয়াছি; এই নিমিত্ত তোমার সমীপে আপনার বন্ধুগণ ও কুলের পরিচয় প্রদান করিব।

হে শৈব্য! আমি দ্রুপদ-রাজের কন্যা; আমার নাম কৃষ্ণা। আমি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পঞ্চ পাণ্ডবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি। তাঁহারা আমাকে এখানে রাখিয়া মৃগয়ার নিমিত্ত চারি দিকে গমন করিয়াছেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির পূর্ব্ব দিকে, ভীমসেন দক্ষিণ দিকে, অর্জ্জুন পশ্চিম দিকে এবং নকুল সহদেব উত্তর দিকে গমন করিয়াছেন। তাঁহাদের আগমনসময় প্রায় সমুপস্থিত হইয়াছে। তোমরা বাহন হইতে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষণকাল এই স্থানে অবস্থান কর। তাঁহারা আসিয়া তোমাদের যথেষ্ট সম্মান করিবেন; তৎপরে তোমরা অভিলষিত স্থানে গমন করিও। হে মহাত্মন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একান্ত অতিথিপ্রিয়; তিনি তোমাদিগকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইবেন; সন্দেহ নাই। পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া কোটিকাস্যকে এই কথা কহিয়া সমাগত ব্যক্তিগণকে অতিথির ন্যায় পূজা করিবার মানসে পর্ণশালায় প্রবেশ করিলেন।

ষট্‌ষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! সমুদায় রাজগণ তথায় সমুপবিষ্ট হইলে পর, কোটিকাস্য দ্রৌপদীসমক্ষে যাহা যাহা কহিয়াছিলেন, তৎসমুদায় তাহাদিগের নিকট কহিলেন। পাপাত্মা জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে শৈব্য! ঐ সর্ব্বলোকললামভূতা ললনার বাক্য শ্রবণমাত্র আমার মনঃ উহাতে রত হইয়াছে; তুমি কিরূপে উহার নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে? আমি যে অবধি উহাকে অবলোকন করিয়াছি, তদবধি অন্যান্য কমিনীগণকে বানরী বলিয়া বোধ হয়। ঐ কামিনী দর্শনাবধি আমার মনঃ হরণ করিয়াছে; অতএব সে মানুষী কি না আমাকে বল।

কোটিকাস্য কহিলেন, ঐ কামিনী রাজতনয়া; উহার নাম দ্রৌপদী; ও পঞ্চ পাণ্ডবের মহিষী; তাহারা সকলেই উহার

প্রতি একান্ত অনুরক্ত। তুমি উহাকে লইয়া সৌবীরাভিমুখে প্রস্থান কর।

বৃক যেমন সিংহগোষ্ঠে প্রবেশ করে, তদ্রূপ দুষ্টমতি জয়দ্রথ কোটিকাস্যের বাক্য শ্রবণানন্তর আমি দ্রৌপদীকে দেখিব বলিয়া পাণ্ডবগণের আশ্রমে প্রবেশ করিল এবং কৃষ্ণাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিল, হে বরারোহে! তোমার মঙ্গল ত? তুমি সতত যাঁহাদের কুশল কামনা কর; তাঁহারা সকলে ও তোমার ভর্ত্তৃগণ ত কুশলে আছেন?

দ্রৌপদী কহিলেন, তোমার রাজ্য, কোষ ও বলের কুশল ত? তুমি একাকী ধর্ম্মানুসারে সৌবীর ও সিন্ধুদেশ ত উত্তমরূপে শাসন করিতেছ? মহারাজ যুধিষ্ঠির ও তাঁহার ভ্রাতৃগণপ্রভৃতি আমরা সকলেই কুশলে আছি। তুমি আর আর যাহাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাদের সকলেরই মঙ্গল। এই পাদ্য ও আসন গ্রহণ কর। আমি তোমার প্রাতরাশ সম্পাদনের নিমিত্ত পঞ্চশত মৃগ প্রদান করিতেছি। কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির আসিয়া স্বয়ং তোমাকে এণ, পৃষত, ন্যঙ্কু, হরিণ, শরভ, শশ, ঋক্ষ, রুরু, শম্বর, গবয়, বরাহ ও মহিষপ্রভৃতি বিবিধ পশুরাশি প্রদান করিবেন।

জয়দ্রথ কহিল, হে বরাননে! তুমি আমাকে যে সমুদায় প্রাতরাশ প্রদান করিতে বাসনা করিয়াছ, উহা পরমোৎকৃষ্ট। এক্ষণে আমার রথে আরোহণ কর; সুখে কাল যাপন করিবে। শ্রীহীন, হৃতরাজ্য, অরণ্যচারী পাণ্ডবগণের আর অনুরোধ করিও না; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা শ্রীহীন ভর্ত্তার উপাসনা করেন না। হে নিতম্বিনি! সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবিহীন পাণ্ডুতনয়গণের প্রতি ভক্তি করায় কোন আবশ্যক নাই। উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও; তাহা হইলে আমার সহিত সমুদায় সিন্ধু ও সৌবীর রাজ্য পরম সুখে যাবজ্জীবন ভোগ করিতে পারিবে।

দ্রুপদতনয়া পাঞ্চালী জয়দ্রথমুখে এই হৃদয়কম্পন বাক্য শ্রবণ করিয়া ভ্রুকুটীকুটিল মুখে তাহার বাক্যে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক তথা হইতে গমন করিতে উদ্যত হইয়া সিন্ধুরাজকে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! তোমার লজ্জা হয় না; তুমি এরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিও না। জয়দ্রথ তাহাতেও ক্ষান্ত না হওয়াতে দ্রৌপদী স্বীয় পতিগণের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া মিষ্ট বাক্য দ্বারা সেই দুরাত্মাকে প্রলোভিত করিতে লাগিলেন।

সপ্তষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী ভ্রুকুটীবন্ধন ও ফুৎকার পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রোধকম্পিত কলেবরে পুনরায় জয়দ্রথকে কহিতে লাগিলেন; অরে মূঢ়! তুমি স্বকর্ম্মনিরত, যশস্বী, মহেন্দ্রতুল্য, যক্ষ ও রাক্ষসগণের অজেয়, মহারথ পাণ্ডবদিগের নিন্দা করিয়া লজ্জিত হইতেছ না? সাধু ব্যক্তিরা কদাচ পরম

পূজ্য কৃতবিদ্য বনবাসী বা গৃহস্থ তপস্বীর প্রতি কুবাক্য প্রয়োগ করেন না; পামরগণই তাদৃশ কার্য্য করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, ক্ষত্রিয়সমাজে এমন কোন ব্যক্তি তোমার সমভিব্যাহারে নাই যে, মহাগর্ত্তে পতোন্মুখ মানবের হস্ত ধারণপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করে।

যেমন অবিবেকী ব্যক্তি দণ্ডমাত্র গ্রহণ করিয়া হিমাচলের উপত্যকায় গিরিকূটপরিমিত মদস্রাবী কুঞ্জরকে আক্রমণ করিবার মানস করে, তদ্রূপ তুমিও ধর্ম্মরাজকে পরাজয় করিতে বাসনা করিতেছ। যখন তুমি ক্রুদ্ধ ভীমসেনকে অবলোকন করিবে; তখন মনে করিবে যে, অজ্ঞানতাবশতঃ সুখপ্রসুপ্ত মহাবল পরাক্রান্ত সিংহকে পদাঘাত করিয়া তাহার মুখলোম উৎপাটনপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ। যখন অর্জ্জুনের সহিত তোমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন তুমি মনে করিবে যে, পর্ব্বতকন্দরজাত মহাবল পরাক্রান্ত শয়ান সিংহকে পদাঘাত করিতেছ। রে দুরাত্মন্! তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ নকুল ও সহদেবের সহিত সংগ্রাম করিতে বাসনা করিয়া তীক্ষ্ণবিষ অতি প্রমত্ত কৃষ্ণ সর্পদ্বয়ের পুচ্ছদেশে পাদ ক্ষেপ করিবার অভিলাষ করিতেছ। রে মন্দাত্মন্! যেমন বেণু, নল ও কদলী আপনার নাশের নিমিত্তই ফলিত হয়; যেমন কর্কটী আত্মবিনাশের নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিতেছ।

জয়দ্রথ কহিল, হে কৃষ্ণে! পাণ্ডুনন্দনগণের যেরূপ বল বিক্রম, তাহা আমার অবিদিত নাই। তুমি উক্ত প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া কখনই আমাকে ত্রাসিত করিতে পারিবে না। আমি পরমোৎকৃষ্ট সপ্তদশ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; শৌর্য্য প্রভৃতি ছয় গুণ আমাতে বর্ত্তমান আছে; তন্নিমিত্ত পাণ্ডবগণকে অতিহীন জ্ঞান করিয়া থাকি। অতএব হে নিতম্বিনি! তুমি শীঘ্র গজ বা রথে আরোহণ কর; বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা আমাকে নিবৃত্ত করিতে পারিবে না; এক্ষণে সহজে আমার বশীভূত না হইলে, আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব; তখন অবশ্যই তোমাকে আমার প্রসাদ প্রার্থনা করিতে হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি মহাবলসম্পন্না হইয়া কি নিমিত্ত দুর্ব্বলার ন্যায় তোমার বশবর্ত্তিনী হইব? তুমি নিগ্রহ করিলেও কখন আমি তোমার প্রসাদ প্রার্থনা করিব না। দেখ, এক রথস্থ মহাবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন যাহার সহায়, ক্ষুদ্র মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, ইন্দ্রও তাহাকে হরণ করিতে পারেন না। অগ্নি যেমন গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক তৃণ দগ্ধ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করে, তদ্রূপ অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন রথারোহণপূর্ব্বক শত্রুগণের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার করিয়া তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবেন।

মহাবীর জনার্দ্দন অন্ধক, বৃষ্ণি ও কেকয়বংশসম্ভূত রাজপুত্রগণ-সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া আমার সহায় হই-

বেন। তুমি জান না; মহাবীর ধনঞ্জয়ের ভয়ঙ্কর শরনিকর গাণ্ডীব হইতে অতি-বেগে বহির্গত হইয়া ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করে। তুমি যে সময় সেই অর্জ্জুনকে পতঙ্গপুঞ্জসদৃশ শর-সমুদায় নিক্ষেপ করিতে নিরীক্ষণ করিবে, তখন অবশ্যই তোমাকে স্বীয় অসদভিপ্রায়ের নিন্দা করিতে হইবে। যখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব ধারণপূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি ও তলবারনিঃস্বন করিতে করিতে তোমার বক্ষঃস্থলে বাণাঘাত করিবেন; তখন তোমার মনঃ কিরূপ অবস্থাগ্রস্ত হইবে, বলিতে পারি না। অরে অধম! যখন তুমি গদাহস্ত বৃকোদর ও ক্রোধবিষপ্রদীপ্ত মাদ্রীসুতদ্বয়কে মহাবেগে আগমন করিতে অবলোকন করিবে, তখন তোমার মনে অবশ্যই অনুতাপ উপস্থিত হইবে। আমি পাণ্ডবগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে কখন মনেও স্থান প্রদান করি নাই; অদ্য সেই সতীত্ববলে অচিরাৎ অবলোকন করিব যে, পাণ্ডুনন্দনগণ তোমাকে সমরা-ঙ্গনে আকর্ষণ করিতেছেন। তুমি আমাকে নিগ্রহ করিয়াও ভীত করিতে পারিবে না; আমি কুরুবংশাবতংস পাণ্ডবগণ-সমভিব্যা-হারে কাম্যক বনে সমাগত হইয়াছি।

বিশালনেত্রা যাজ্ঞসেনী পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইবার মানসে তাঁহাদেরই আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এক বারও তাঁহাদিগকে ভৎ'সনা করিলেন না। তিনি বারংবার জয়দ্রথকে তাঁহার শরীর স্পর্শ করিতে নিষেধ করিতে লাগি-লেন এবং ধৌম্য পুরোহিতকে আহ্বান করিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ তাঁহার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া তদীয় উত্তরীয় বসন ধারণ করিল। তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী উপায়ান্তর প্রাপ্ত না হইয়া বেগে জয়দ্রথকে আকর্ষণ করিবামাত্র সেই দুরাত্মা ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সাতিশয় বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। দ্রুপদনন্দিনী জয়-দ্রথের আকর্ষণে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পুরোহিত ধৌম্যের চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক অগত্যা সিন্ধুরাজের রথে আরোহণ করিলেন।

তখন মহামতি ধৌম্য জয়দ্রথকে সম্বো-ধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, অরে পাপা-ত্মন্! তুমি পাণ্ডবগণকে পরাজয় না করিয়া কখন ইঁহাকে হরণ করিতে পারিবে না। কেন এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে? এক বার পুরাতন ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তুমি অচিরাৎ যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পাণ্ডবগণের নয়নপথে পতিত হইয়া এই পাপের সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। ধৌম্য জয়দ্রথকে এই কথা বলিয়া তাহার পদাতি সৈন্যের মধ্য-বর্ত্তী হইয়া যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনীর অনু-গমন করিতে লাগিলেন।

অষ্টষষ্ট্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে পাণ্ডবেরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিয়া বরাহ, মৃগ, মহিষপ্রভৃতি নানাবিধ পশুর প্রাণ সংহার করিয়া পুনরায় একত্র মিলিত হইলেন। অনন্তর যুধিষ্ঠির মৃগপক্ষিসমাকুল কাম্যক বনমধ্যে মৃগগণের করুণালাপ শ্রবণ করিয়া ভ্রাতৃবর্গকে কহিলেন, এই বনস্থ সমস্ত মৃগপক্ষী পূর্ব্ব দিকে উপস্থিত হইয়া পরুষ শব্দ দ্বারা দুঃসহ ক্লেশ ব্যক্ত করিতেছে; বোধ হয়, শত্রু কর্ত্তৃক কাম্যক বন অত্যন্ত উপদ্রুত হইয়া থাকিবে; অতএব তোমরা শীঘ্র নিবৃত্ত হও। আমাদিগের মৃগে প্রয়োজন নাই; আমার মনঃ নিতান্ত বিষণ্ণ ও দগ্ধ হইতেছে, বুদ্ধি বিমোহিত হইতেছে এবং অন্তরাত্মা শোকাকুল হইয়া একান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইতেছে।

গরুড় কর্ত্তৃক ভুজঙ্গমসকল অপহৃত হইলে, সরোবরের যেরূপ অবস্থা হয়, হস্তিগণ নিঃশেষরূপে জল পান করিলে শূন্য কুম্ভের যেমন শোভা হয় এবং রাজলক্ষ্মী অপহৃত ও স্বামিবিহীন হইলে রাজ্য যেমন শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হয়, অদ্য কাম্যক বনও সেই রূপ প্রতীত হইতেছে। অনন্তর সেই সমস্ত মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা উত্তমোত্তম রথ ও মারুতগামী তুরঙ্গমে আরোহণপূর্ব্বক আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের বাম পার্শ্বে গোমায়ুগণ চীৎকার শব্দ করিতে লাগিল; রাজা যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে সাতিশয় অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, দেখ, বায়স ও শৃগালপ্রভৃতি অশুভসূচক জন্তুগণ অকস্মাৎ আমাদিগের পার্শ্বে আসিয়া যখন ভীষণ শব্দ করিতেছে, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, পাপাত্মা কৌরবেরা আশ্রমে উপস্থিত হইয়া বলপূর্ব্বক আমাদিগের অবমাননা বা গুরুতর অপকার করিয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই।

তাঁহারা অরণ্যানী ভ্রমণ ও মৃগয়া করিতে করিতে এই রূপ দুর্নিমিত্ত সন্দর্শনে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া পরিশেষে কাম্যক বনে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, প্রিয়তমার দাসপত্নী ধাত্রেয়িকা রোদন করিতেছে। ইন্দ্রসেন ত্বরায় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুতপদসঞ্চারে তাহার নিকট গমনপূর্ব্বক সকাতরে জিজ্ঞাসা করিল; ধাত্রেয়িকে! তুমি কি নিমিত্ত ধূলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছ? কি নিমিত্তই বা তোমার মুখ বিবর্ণ ও পরিশুষ্ক হইয়াছে? নৃশংস পাপিষ্ঠেরা কি রাজপুত্রী দ্রৌপদীর অবমাননা করিয়াছে? যদি সেই অচিন্ত্যরূপবতী পাণ্ডবশরীরসমা দেবী পৃথিবী, স্বর্গ কিম্বা সমুদ্রে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে ধর্ম্মপুত্র যেরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইহাতে বোধ হয়, পাণ্ডবেরা সকলেই তাঁহার অনুগামী হইবেন। কোন্ মূঢ় ব্যক্তি অনুত্তম রত্নসদৃশ পাণ্ডবপত্নী দ্রৌপদীকে হরণ করিবার মানস করিয়াছে? সে কি জানে না যে, দ্রৌপদী দুর্জ্জয় অরাতিবিমর্দ্দন পাণ্ডব-

গণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা; তিনি অনাথা নহেন; তিনি পাণ্ডবদিগের হৃদয়-স্বরূপ। অদ্য সুতীক্ষ্ণ অতি ভয়ঙ্কর পাণ্ডব-শর কোন্ হতভাগ্য ব্যক্তির হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া মহীতলে প্রবিষ্ট হইবে; বলিতে পারি না। হে ভীরু! তুমি আর দ্রৌপদীর নিমিত্ত শোক করিও না; অতি শীঘ্রই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। পাণ্ডবেরা অচিরকালমধ্যেই সমগ্র শক্র বিনষ্ট করিয়া যশস্বিনী যাজ্ঞসেনীর সমভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

ধাত্রেয়িকা ইন্দ্রসেনের এবম্বিধ আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সারথে! পাপবুদ্ধি জয়দ্রথ ইন্দ্রকল্প পাণ্ডবগণকে অবজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণাকে হরণপূর্ব্বক এই নূতন পথ দিয়া গমন করিয়াছে; বোধ হয়, রাজপুত্রী এখনও অধিক দূর নীত হন নাই; দেখ, এই অভিনব ভগ্ন বৃক্ষসকলের পল্লব-নিচয় অদ্যাপি ম্লান হয় নাই। অতএব সত্বরে তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তিত কর। ইন্দ্র-কল্প পাণ্ডবেরা শীঘ্র বর্ম্ম ধারণ ও সুমহৎ শরচাপ গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুগমন করুন।

যদি পাণ্ডবেরা ত্বরায় দেবীর উদ্ধার সাধন না করেন, তাহা হইলে পাষণ্ড-দিগের নির্ভৎসন ও দণ্ডভয়ে তাঁহার বদন-সুধাকর মলিন হইয়া যাইবে; এবং হত-বুদ্ধি হইয়া হয় ত কোন অযোগ্য পাত্রেই আত্মসমর্পণ করিবেন। কিন্তু তাহা হইলে অদ্য উৎকৃষ্ট আজ্যপূর্ণ শ্রুক্ ভস্মে নিপতিত, তুষানলে আহুতি প্রদত্ত, শ্মশানে কুসুমমালা নিপতিত ও দ্বিজগণকে মোহিত করিয়া কুক্কুর কর্ত্তৃক যজ্ঞীয় সোমরস পীত হইবে; এবং শৃগাল মহারণ্যে মৃগয়া করিয়া সরোবরে অবগাহন করিবে। অতএব আর কাল ক্ষেপ করিবেন না; শীঘ্র এই পথে তাঁহার অনুসরণ করুন। কুক্কুর যেমন যজ্ঞীয় পুরোডাশ স্পর্শ করিয়া দূষিত করে, সেই রূপ কোন অধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ পুরুষ যেন আপনাদিগের প্রিয়-তমার সুপ্রসন্ন বদনসুধাকর স্পর্শ করিয়া দূষিত করিতে না পারে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভদ্রে! নিবৃত্ত হও; পরুষ বাক্য দ্বারা আর আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। রাজাই হউক অথবা রাজ-পুত্রই হউক, বলপ্রমত্ত হইয়া যে ব্যক্তি এই কার্য্য করিয়াছে, সে অবশ্যই স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবেরা এই কথা বলিয়া বারংবার শরাসন হইতে জ্যানিক্ষেপ ও সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শীঘ্র সেই পথে প্রস্থান করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া শক্রসৈন্যের বাজিখুরোত্থিত গগন-গামী ধূলিপটল অবলোকন করিলেন; এবং পদাতিমধ্যগত ধৌম্য শীঘ্র গমন কর বলিয়া ভীম নিনাদ করিতেছেন, শ্রবণ করি-লেন। এ দিকে সেই সমস্ত রাজপুত্রেরা ধৌম্যকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন; মহা-শয়! এরূপ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই; আপনি সচ্ছন্দে আগমন করুন।

শ্যেনগণ যেমন আমিষ দ্রব্যের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ জয়দ্রথসৈন্যেরা বেগে ধাবমান হইল। মহাবল পরাক্রান্ত ক্রোধান্ধ শত্রুগণের অবমাননায় দ্রৌপদীর ক্রোধানল সাতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অনন্তর ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ইঁহারা জয়দ্রথ ও তাহার রথস্থ দ্রৌপদীকে নিরীক্ষণ করিয়া সিন্ধুরাজের প্রতি এমন আক্রোশ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে শত্রুগণের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয়ের সঞ্চার হইল এবং তাহাদিগের দিগ্ভ্রম হইতে লাগিল।

একোনসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অমর্ষপরবশ ক্ষত্রিয়েরা ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া সেই অরণ্যমধ্যে ঘোরতর কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা জয়দ্রথ ধ্বজাগ্রভাগ অবলোকনপূর্ব্বক ভগ্নোৎসাহ চিত্তে দ্রৌপদীকে কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! ঐ দেখ, অদূরে পঞ্চ রথ লক্ষিত হইতেছে; বোধ হয়, উহাতে তোমার ভর্ত্তৃগণ আগমন করিতেছেন; অতএব এক্ষণে তুমি অনুক্রমে উঁহাদিগের পরিচয় প্রদান কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, রে মূঢ়! তুমি অতি নিদারুণ আয়ুঃক্ষয়কর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া এক্ষণে ঐ সকল মহাবীরের পরিচয় লইয়া কি করিবে। উঁহারা সমবেত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন; আজি তোমাদিগের মধ্যে কেহই জীবিতাবশিষ্ট থাকিবে না। এক্ষণে অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে নিরীক্ষণ করিয়া আমার সকল ক্লেশই অপনীত হইল; আমি তোমা হইতে আর কোন অনিষ্ট আশঙ্কা করি না। তুমি যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে; আমি ধর্ম্মবোধে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

যাঁহার ধ্বজাগ্রভাগে নন্দ ও উপনন্দ নামক সুমধুর মৃদঙ্গদ্বয় নিনাদিত হইতেছে। যাঁহার বর্ণ কাঞ্চনের ন্যায় গৌর, নাসা উন্নত ও লোচনদ্বয় আয়ত, উনিই আমার পতি, কুরুকুলশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির। কুশলাভিলাষী মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থবেত্তা বলিয়া উঁহার অনুসরণ করিয়া থাকে। উনি শরণাগত শত্রুরও প্রাণ দান করেন; অতএব তুমি যদি আপনার শ্রেয়ঃ ইচ্ছা কর তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবিলম্বেই উঁহার শরণাপন্ন হও।

যিনি শাল বৃক্ষের ন্যায় উন্নত, যাঁহার বাহুযুগল আজানুলম্বিত, আনন ভ্রুকুটীকুটিল ও ভ্রূদ্বয় পরস্পর সংহত, যিনি মুহুর্মুহুঃ ওষ্ঠাধর দংশন করিতেছেন, উনি আমার পতি, মহাবীর বৃকোদর। আয়ানেয় নামক মহাবল অশ্বেরা প্রফুল্ল মনে উঁহাকে বহন করিয়া থাকে। উঁহার কর্ম্ম সকল অলোক সামান্য এবং উঁহার ভীম এই সার্থক নামটি পৃথিবীতে সুপ্রচার হইয়াছে। উঁহার নিকট অপরাধী হইলে অতি বলবতী জীবিতাশা পরিত্যাগ করিতে

হয়। উনি শক্রতা কদাচ বিস্মৃত হন না এবং শক্রর প্রাণান্ত না করিয়া অন্তঃকরণে অণুমাত্র শান্তি লাভ করেন না।

ইঁহার নাম যশস্বী অর্জ্জুন। ইনি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা ও প্রিয় শিষ্য; ভয়, লোভ বা কামপরতন্ত্র হইয়া কদাচ ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না এবং নৃশংসাচারেও নিরত নহেন। ইনি ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য, সর্ব্বধর্ম্মার্থবেত্তা এবং ভয়ার্ত্তের ত্রাতা; ইঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য ত্রিলোকে প্রথিত আছে, অন্যান্য ভ্রাতৃবর্গ সততই এই প্রাণপ্রিয় অর্জ্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন। এই মহাবীরের নাম নকুল; ইনি আমার পতি। ইনি খড়্গযুদ্ধে অদ্বিতীয়; আজি দৈত্যসৈন্যমধ্যবর্ত্তী দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় রণস্থলে ইঁহার অদ্ভুত কর্ম্ম সমুদায় প্রত্যক্ষ করিবে। ইনি মহাবল পরাক্রান্ত, মতিমান্ ও মনস্বী এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে নিরন্তর সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন। আর যাঁহাকে সূর্য্যসম তেজঃসম্পন্ন দেখিতেছ, উনি আমার পতি, সর্ব্বকনিষ্ঠ সহদেব; উঁহার তুল্য বুদ্ধিমান্ ও বক্তা আর নাই। উনি অনায়াসে প্রাণ ত্যাগ বা অগ্নিপ্রবেশ করিতে পারেন; তথাপি অধর্ম্ম্য ব্যবহারে কদাচ প্রবৃত্ত হন না এবং কিছুতেই অপ্রিয় সহ্য করিতে পারেন না। উনি আর্য্যা কুন্তীর প্রাণপ্রিয় পুত্র এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে একান্ত নিরত।

যেমন অর্ণবমধ্যে রত্নপরিপূর্ণ নৌকা মকরপৃষ্ঠে আহত হইলে চূর্ণ ও বিকীর্ণ হইয়া যায়, এক্ষণে আমি সৈন্যগণমধ্যে তদ্রূপ বিক্ষোভিত ও অসহায় হইয়াছি। তুমি মোহাবেশ পরবশ হইয়া যাঁহাদিগকে এই রূপ অবমাননা করিতেছ, সেই পাণ্ডবেরা তোমাকে অবিলম্বেই ইহার সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবেন, কিন্তু অদ্য যদি তুমি ইঁহাদিগের নিকট পরিত্রাণ প্রাপ্ত হও, তাহা হইলে তোমার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। অনন্তর ইন্দ্রকল্প পঞ্চ পাণ্ডব নিতান্ত ভীত ও বদ্ধাঞ্জলি পদাতিদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য সৈন্যগণের প্রতি ক্রোধভরে অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

সপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরনাথ! তখন সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ "থাক," "প্রহার কর," "ধাবমান হও" বলিয়া সেই সমুদায় ভূপতিগণকে সংগ্রামে প্রেরণ করিতে লাগিল। তাহার সৈন্যগণ রণস্থলে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ পঞ্চ পাণ্ডবকে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিল। শিবি, সৌবীর ও সিন্ধুদেশীয় ভূপতিগণ ব্যাঘ্রের ন্যায় বলসম্পন্ন সেই পঞ্চ পুরুষব্যাঘ্রকে অবলোকন করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণমনাঃ হইলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীম সুবর্ণচিত্রিত অতি ভীষণ লৌহময় গদা গ্রহণপূর্ব্বক জয়দ্রথের প্রতি ধাবমান হইলে, নরপতি কোটিকাস্য তদ্দর্শনে সত্বরে বহুসংখ্যক রথ দ্বারা ভীম ও জয়দ্রথের মধ্য-

বর্ত্তী পথ অবরোধ করিলেন এবং ভীম-সেনের উপর শক্তি, তোমর, নারাচপ্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর কোটিকাস্যের অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া প্রত্যুত, গদাঘাতে গজ, গজারোহী ও চতুর্দ্দশ জন পদাতিকে সংহার করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন জরাসন্ধকে আক্রমণ করিবার মানসে মহাবল পরাক্রান্ত মহারথ পঞ্চশত পার্ব্বতীয়কে বিনাশ করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং নিমেষমধ্যে শত সংখ্যক সুবীরদেশীয় বীর পুরুষকে সংহার করিলেন। বলবীর্য্যসম্পন্ন নকুল খড়্গধারণপূর্ব্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদাতিগণের মস্তক ছেদনপূর্ব্বক বীজের ন্যায় ভূতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে পক্ষি-সমূহকে নিপাতিত করে, তদ্রূপ সহদেব রথে আরোহণ করিয়া নারাচ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক গজারোহিগণকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

তখন ধনুর্দ্ধর ত্রিগর্ত্ত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাঘাতে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বাহন চতুষ্টয় সংহার করিলে, ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন সেই সমীপগত পাদচারী ত্রিগর্ত্তের বক্ষঃস্থলে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ত্রিগর্ত্ত যুধিষ্ঠিরের বাণাঘাতে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রুধির বমন করিতে করিতে ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইলেন। তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রসেন-সমভিব্যাহারে সেই অশ্ববিহীন রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সহদেবের রথে আরোহণ করিলেন।

বর্ষাকালীন মেঘ যেমন মুষলধারে বারি বর্ষণ করে, তদ্রূপ ক্ষেমঙ্কর ও মহামুখ নামক বীরদ্বয় নকুলের উভয় পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার উপর অনবরত তোমর ও বিবিধ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ত্রিগর্ত্তরাজ সুরথ নকুলের রথের অগ্র ভাগে আরোহণপূর্ব্বক গজ দ্বারা ঐ রথ আক্রমণ করিলেন। তখন নকুল রথ হইতে অবরোহণপূর্ব্বক খড়্গ ঘূর্ণিত করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় স্থিরতর পদে দণ্ডায়মান রহিলেন। নরপতি সুরথ তদ্দর্শনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া নকুলের বধের নিমিত্ত এক মত্ত কুঞ্জর প্রেরণ করিলেন। করিবর শুণ্ড উত্তোলন করিয়া নকুলের সম্মুখে ভ্রমণ করিতে লাগিল। নকুল তদ্দর্শনে সত্বরে তাহার গণ্ডদেশে এরূপ বলপূর্ব্বক এক খড়্গাঘাত করিলেন যে, তাহাতেই তাহার দন্তদ্বয় ও শুণ্ড ছিন্ন হইয়া গেল। সেই হস্তী তখন চীৎকার করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইয়া বহু সংখ্যক হস্তি-পকের প্রাণ নাশ করিল। মহাবল পরাক্রান্ত মাদ্রীনন্দন সেই দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর ভীমসেনের রথে আরোহণ করিয়া সুস্থ ও সুখী হইলেন।

বলবীর্য্যসম্পন্ন বৃকোদর ক্ষুরদ্বারা সমরাঙ্গনে সমাগত কোটিকাস্যের সারথির শিরশ্ছেদন করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। সারথি নিহত হওয়াতে তাঁহার অশ্বগণ বিশৃঙ্খল হইয়া

ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। এই অবসরে ভীমসেন প্রাসদ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় নিশিত ভল্লদ্বারা দ্বাদশ জন সৌবীরের শরাসন ও মস্তক ছেদন করিয়া বহুসংখ্যক শিবি, ইক্ষ্বাকু, ত্রিগর্ত্ত ও সিন্ধুদেশীয় বীরগণের প্রাণনাশ করিতে লাগিলেন। অনেকানেক মাতঙ্গ ও মহারথ তাঁহার শরনিকরে ক্ষতবিক্ষত হইয়া শমনসদনে যাত্রা করিল। সেই সময় যুদ্ধক্ষেত্র মস্তকশূন্য কলেবর ও কলেবরশূন্য মস্তক দ্বারা একবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কুক্কুর, গৃধ্র, কঙ্ক, কাকোল, ভাস, গোমায়ু ও বায়সগণ নিহত বীর পুরুষসমূহের মাংস ভক্ষণ ও শোণিত পান করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইতে লাগিল।

ক্ষত্রিয়কুলকলঙ্ক দুরাত্মা জয়দ্রথ সেই সমুদায় বীর পুরুষগণকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া সাতিশয় সন্ত্রস্ত চিত্তে দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিবার মানস করিল। পরে সেই নরাধম প্রাণভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সৈন্যসমুদায়সঙ্কুল সংগ্রামস্থলে কৃষ্ণাকে রথ হইতে অবতারণপূর্ব্বক স্বয়ং পলায়ন করিতে লাগিল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ধৌম্যসমভিব্যাহারিণী দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাকে নিরীক্ষণ করিয়া মাদ্রীসুতের সহিত তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইলেন।

এই রূপে পাপাত্মা জয়দ্রথ সমরস্থল পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে পর, তাহার সৈন্যগণ ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিলে, মহাবীর বৃকোদর নারাচদ্বারা তাহাদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ সময় সব্যসাচী ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়ন করিতে অবলোকন করিয়া ভীমসেনকে জয়দ্রথের সৈন্য সংহার করিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন, দেখ, যে দুরাত্মার অত্যাচার নিবন্ধন আমাদিগকে এতাদৃশ ক্লেশ সহ্য করিতে হইল, তাহাকেই এই সমরাঙ্গনে অবলোকন করিতেছি না; অতএব আইস, আমরা তাহারই অন্বেষণ করি; বৃথা সৈন্য বিনাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

বলবদগ্রগণ্য ভীমসেন ধীমান্ ধনঞ্জয়ের বাক্য শ্রবণানন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, মহাশয়! রিপুগণ প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে; যাহারা অবশিষ্ট আছে, তাহারাও ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে; অতএব আপনি নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া আশ্রমে গমনপূর্ব্বক সান্ত্বনা করুন। দুরাত্মা জয়দ্রথ যদি পাতালতলে পলায়ন করে, আর সুররাজ ইন্দ্র যদি উহার সারথি হন, তথাপি আমি ঐ নরাধমকে নিধন করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবীর! নরাধম জয়দ্রথ নিতান্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভগিনী দুঃশলা ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী যশস্বিনী গান্ধারীকে স্মরণ করিয়া উহাকে সংহার না করাই কর্ত্তব্য।

লজ্জানম্রমুখী দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণে ব্যাকুলিতচিত্ত হইয়া কোপ-

কম্পিত কলেবরে ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে বীরদ্বয়! যদি আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা তোমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে অবশ্যই ঐ দুরাত্মাকে সংহার করিও। দেখ, যে ব্যক্তি ভার্য্যা বা রাজ্য অপহরণ করে, সে সংগ্রামে শরণাগত হইলেও তাহাকে নিধন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীম ও অর্জ্জুন দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণানন্তর জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল, সহদেব ও ধৌম্য-সমভিব্যাহারে কৃষ্ণাকে লইয়া সেই বহুবিধ মঠসঙ্কুল আশ্রমে আগমন করিলেন; এবং দেখিলেন, মার্কণ্ডেয়প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ একত্র মিলিত হইয়া দ্রৌপদীর নিমিত্ত সন্তাপ করিতেছেন। তখন ধর্ম্মরাজ ভার্য্যা, ভ্রাতৃদ্বয় ও পুরোহিত-সমভিব্যারারে সেই দ্বিজগণসম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, তাঁহারা যুধিষ্ঠির শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া দ্রৌপদীকে আনয়ন করিয়াছেন দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। তৎপরে মহারাজ যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণপরিবৃত হইয়া তথায় উপবেশন করিলেন; বরবর্ণিনী কৃষ্ণা নকুল ও সহদেব-সমভিব্যাহারে আশ্রমমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

এ দিকে ভীমসেন ও অর্জ্জুন জয়দ্রথ তথা হইতে এক ক্রোশ পথ পলায়ন করিয়াছে জানিয়া স্বয়ং বায়ুবেগে অশ্ব চালনা করিতে লগিলেন। ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবীর অর্জ্জুন সেই স্থান হইতে জয়দ্রথের অশ্বগণকে সংহার করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দিব্যাস্ত্রধারী সব্যসাচী বিপৎকালেও বিচলিতহৃদয় হইতেন না; তিনি মন্ত্রপূত শরনিকর দ্বারা অনায়াসে ঐ অদ্ভুত ব্যাপার সাধন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা দুই জনে জয়দ্রথকে লক্ষ্য করিয়া বেগে ধাবমান হইলে, ক্ষত্রিয়াপসদ জয়দ্রথ অশ্বগণ নিহত হইয়াছে ও ধনঞ্জয় অতি বিক্রমের কার্য্য করিতেছেন নিরীক্ষণ করিয়া, সাতিশয় ভীত ও দুঃখিত হইয়া পলায়ন মানসে প্রাণপণে বনমধ্যে ধাবমান হইল।

মহাবীর ধনঞ্জয় জয়দ্রথকে পলায়নপরায়ণ দেখিয়া তাহার অনুগমনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, ওহে রাজপুত্র! তুমি এই সাহসে বলপূর্ব্বক কামিনী হরণ করিবার বাসনা করিয়াছিলে; নিবৃত্ত হও, নিবৃত্ত হও, তোমার পলায়ন করা নিতান্ত অনুচিত। তুমি কি বলিয়া শত্রুমধ্যে অনুচরগণকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতেছ? ক্ষত্রিয়কুলপাংশুল দুরাত্মা জয়দ্রথ অর্জ্জুনের বাক্য শ্রবণ করিয়াও পলায়নে নিবৃত্ত হইল না। তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর 'থাক্' 'থাক্,' বলিয়া সহসা জয়দ্রথের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দয়াশীল অর্জ্জুন উহার প্রাণ সংহার করিও না বলিয়া ভীমসেনকে নিষেধ করিলেন।

দ্রৌপদীহরণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পর্ব্বাধ্যায়।

একসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা জয়দ্রথ উদ্যতায়ুধ মহাবীর ভীমার্জ্জুনকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত বেগে ধাবমান হইল। ভীমও তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ ও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া কেশপাশ গ্রহণ করিলেন। পরে তাহাকে উত্তোলিত করিয়া ভূতলে নিক্ষেপ ও জটাজূট গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। জয়দ্রথ ধরাতল হইতে গাত্রোত্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, ইত্যবসরে মহাবীর ভীম তাহার মস্তকে পদাঘাত ও বক্ষঃস্থলে জানুদ্বয় আরোপিত করিয়া বারংবার কূর্পর প্রহার করিতে লাগিলেন। তখন জয়দ্রথ তাঁহার প্রহারে পীড়িত হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির দুঃশলার বিষয় উল্লেখ করিয়া যে কথা কহিলেন, তাহা এক্ষণে স্মরণ করা কর্ত্তব্য। ভীম কহিলেন, এই পাপাচার দ্রৌপদীকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছে; আমি ইহাকে অবশ্যই বিনাশ করিতাম, কিন্তু ধর্ম্মরাজ একান্ত কৃপাপরতন্ত্র; এবং তুমিও দুর্ব্বুদ্ধিপ্রভাবে বারংবার আমাকে নিষেধ করিতেছ; সুতরাং এক্ষণে আমি তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম। এই বলিয়া ভীমসেন অর্দ্ধচন্দ্র বাণদ্বারা জয়দ্রথের মস্তকের পঞ্চ স্থান মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড় করিয়া দিলেন; কিন্তু সে বাঙ্নিষ্পত্তিও করিতে পারিল না।

অনন্তর বৃকোদর তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! যদি তুই জীবিত লাভের অভিলাষ করিস্; তাহা হইলে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর্। সভামধ্যে আমাদিগের দাস বলিয়া তোকে পরিচয় দিতে হইবে; ইহাতে সম্মত হইলে, আমি তোর জীবন প্রদান করিব। যুদ্ধনির্জ্জিত শত্রুর প্রতি এই রূপই ব্যবহার করা চিরপ্রসিদ্ধ। জয়দ্রথ অগত্যা তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন।

অনন্তর মহাবল ভীমসেন ভূপৃষ্ঠে বিচেষ্টমান ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর জয়দ্রথকে বন্ধন করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সহিত আশ্রমস্থ রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তদবস্থ শত্রুকে তাঁহার সমীপে অর্পণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ তাহাকে দেখিবামাত্র সহাস্য মুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি অবিলম্বেই ইহাকে মুক্ত কর। ভীম কহিলেন, মহারাজ! এই নরাধম আমাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; অতএব আপনি ইহার পরিত্যাগের বিষয় দ্রৌপদীকে জিজ্ঞাসা করুন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির

প্রায় সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে অচিরাৎ এই দুরাচারকে পরিত্যাগ কর। অনন্তর দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া মহাবীর ভীমকে কহিলেন, এই দুরাচার তোমাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে; এবং তুমি ইহার মুণ্ড মুণ্ডিত করিয়া পঞ্চচূড়সম্পন্ন করিয়াছ; অতএব ইহাকে শীঘ্রই মুক্ত কর।

অনন্তর জয়দ্রথ বন্ধনবিমুক্ত ও একান্ত বিহ্বল হইয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের পাদবন্দনপূর্ব্বক সম্মুখীন মুনিগণকে অভিবাদন করিল। তখন ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনপরিগৃহীত জয়দ্রথকে নিরীক্ষণ করিয়া দয়ার্দ্র চিত্তে কহিলেন, রে নরাধম! এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইলে, কিন্তু এরূপ গর্হিত কর্ম্ম আর কদাচ করিও না। তুমি নিতান্ত ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রাশয়েরাই তোমার একমাত্র সহায়। তুমি পরস্ত্রীলোলুপ; তোমায় ধিক্; তোমার ন্যায় নীচপ্রকৃতি না হইলে আমাদিগকে গতাসু বোধ করিয়া এই রূপ অন্যায় আচরণে কোন্ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হইতে পারে? অনন্তর তিনি সদয় হৃদয়ে কহিলেন, এক্ষণে তুমি হস্ত্যশ্ব রথ পদাতিসমভিব্যাহারে স্বনগরাভিমুখে গমন কর; আর কদাচ অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিও না; প্রার্থনা করি, তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিই পরিবর্দ্ধিত হউক।

অনন্তর মহারাজ জয়দ্রথ নিতান্ত ক্ষুণ্ণ মনে লজ্জাবনত মুখে গঙ্গাদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিয়া ভূতভাবন ভগবান্ শঙ্করের শরণাপন্ন হইলেন এবং অতি কঠোর তপোনুষ্ঠানপূর্ব্বক অনতি কালমধ্যেই তাঁহাকে প্রীত ও প্রসন্ন করিলে, দেবদেব ত্রিলোচন তথায় আবির্ভূত হইয়া পূজোপহার গ্রহণপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। জয়দ্রথ কহিলেন, ভগবন্! আমি পঞ্চ পাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজয় করিব। শঙ্কর কহিলেন না, তুমি কেবল মহাবাহু অর্জ্জুন ব্যতিরেকে সেই অজেয় ও অবধ্য পাণ্ডবগণকে পরাজয় করিতে পারিবে। পূর্ব্বকালে নররূপী অর্জ্জুন ভগবান্ নারায়ণের সহিত বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকের অজেয় ও দেবগণেরও দুরধিগম্য; তিনি আমা হইতে পাশুপত অস্ত্র ও লোকপালদিগের নিকট বজ্রপ্রভৃতি মহাস্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।

প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে, চরাচর গুরু ভগবান্ বিষ্ণু কালাগ্নিরূপ পরিগ্রহ করিয়া শৈলকাননসম্পন্না সসাগরা সদ্বীপা পৃথিবী ও পাতালতল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন। তৎকালে সৌদামিনীজালমণ্ডিত ঘনমণ্ডলী অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া অতি গম্ভীর গর্জ্জন ও রথাক্ষতুল্য স্থূল ধারে অনবরত বারি বর্ষণপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া সেই প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাণ করিয়া থাকে। চারি সহস্র যুগ অতিক্রান্ত হইলে, এই পৃথিবী এক কালে সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যায়; চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পবন কিছুই লক্ষিত হয়

না। কেবল একমাত্র অসীম সাগর নেত্র-গোচর হইয়া থাকে।

এই অবসরে সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ ও সহস্র মস্তকসম্পন্ন ভগবান্ নারায়ণ সেই অগাধ জলধিজলে সহস্র সূর্য্যসন্নিভ, সহস্র ফণাধারী, শশিমৃণালধবল শেষসর্পে শয়ন করিয়া থাকেন। তৎকালে তিনি স্বীয় নিদ্রার নিমিত্ত রজনীকে নিরবচ্ছিন্ন গাঢ়-তর তিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন; পরে সত্ত্বগুণের উদ্রেকে প্রবুদ্ধ হইয়া ত্রিলোককে কেবল শূন্যময় অবলোকন করেন। জলের নাম নার; প্রলয়কালে ভগবান্ তাহাতেই শয়ন করিয়াছিলেন এই কারণে তিনি নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ প্রজা সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত ধ্যানস্থ হইলে, তাঁহার নাভি সরোবর হইতে এক পদ্ম সমুত্থিত হইল। সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা সেই নাভিপদ্মে সমদ্ভুত ও উপবিষ্ট হইয়া এই নিখিল বিশ্ব লোকশূন্য অবলোকন-পূর্ব্বক আপনার মনঃ হইতে মরীচি প্রভৃতি মহর্ষি-গণকে সৃষ্টি করিলেন। অনন্তর তাঁহারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূত সকলকে সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্রহ্মমূর্ত্তি-দ্বারা সৃষ্টি, পৌরুষী মূর্ত্তিদ্বারা রক্ষা ও রৌদ্রভাবে সকল সংহার করিয়া থাকেন।

হে সিন্ধুপতে! বোধ হয়, তুমি বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণ ও মুনিগণমুখে ভগ-বান্ বিষ্ণুর অদ্ভুত কর্ম্মসমুদায় শ্রুত হইয়া থাকিবে। এই অবনীমণ্ডল জল-প্লাবিত হইলে, তিনি বর্ষারজনীর খদ্যোতের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমি কি প্রকার আকার পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিব। অনন্তর দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে জলবিহার যোগ্য বরাহরূপ তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইলে, তিনি দশ যোজন বিস্তৃত শত যোজন আয়ত বেদোক্ত বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দংষ্ট্রা সকল অতি তীক্ষ্ণ, শরীর পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ও নবীন জলধরের ন্যায় নীল বর্ণ; এবং তাঁহার গভীর গর্জ্জন মেঘনির্ঘোসসদৃশ।

ভগবান্ বিষ্ণু এবম্বিধ বরাহরূপ পরি-গ্রহ করিয়া সাগরসলিলে প্রবেশপূর্ব্বক একমাত্র দশন দ্বারা মেদিনীমণ্ডল উদ্ধার করিয়া স্বস্থানে স্থাপন করিলেন। অন-ন্তর তিনি অপূর্ব্ব নরসিংহবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর সভা-মণ্ডপে গমন করিলেন। দানবরাজ সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব অপূর্ব্ব নরসিংহরূপ নিরীক্ষণ করিয়া রোষকষায়িত লোচনে এক সুতীক্ষ্ণ শূল উদ্যত করিয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল; তখন ভগবান্ নৃসিংহদেব ক্রোধ-ভরে খর নখরপ্রহারে তাহার উরঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ লোকের হিতসাধনার্থ মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতিগর্ভে জন্ম পরিগ্রহণ করিলেন। অদিতি সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, নবীন নীরদশ্যামল দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী, জটামণ্ডিতমস্তক, শ্রীবৎসলাঞ্ছিতবক্ষ,

যজ্ঞোপবীতসম্পন্ন, বামনাকার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বামনদেব বৃহস্পতি-সমভিব্যাহারে দানবরাজ বলির যজ্ঞ দর্শনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন। দৈত্য-রাজ বলি সেই অদ্ভুতরূপ বামনরূপ নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, হে বিপ্র! আমি আপনার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে যাহা অভিলাষ হয়; প্রার্থনা করুন।

বামনদেব স্বস্তি বলিয়া হস্তোত্তোলন-পূর্ব্বক রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সহাস্য মুখে কহিলেন, মহারাজ! আপনি আমাকে ত্রিপাদমাত্র ভূমি প্রদান করুন। দানব-রাজ তৎক্ষণাৎ প্রীতমনে বামনের মনো-রথ পূর্ণ করিলেন। তখন বিক্রমশালী বামনদেব দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া ত্রিবিক্রমপ্রভাবে দানবহস্ত হইতে পৃথিবী প্রত্যাহরণপূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন। ঐ বামনের সহিত দেবতারাও ভূতলে প্রাদুর্ভূত হন এবং তিনি পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন এ নিমিত্ত এই জগৎ বৈষ্ণব জগৎ বলিয়া অভিহিত হয়।

হে বৎস! বামনাবতারের বিষয় সম্যক্‌রূপ কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে ভগবান্ বিষ্ণু সনাতন ধর্ম্ম স্থাপন, অসৎ নিগ্রহ ও যদুবংশ ধ্বংস করিবার নিমিত্ত পৃথিবীতে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সাধু লোকেরা তাঁহাকে অনাদি, অনন্ত, অজ ও অজিত বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তিনি পীতাম্বর ও শঙ্খচক্রগদাধারী; তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসভূষিত। সেই ভূতভাবন ভগবান্ কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দেবগণেরও অজেয় হইয়াছেন; সুতরাং মনুষ্যেরা তাঁহাকে কিরূপে পরাজয় করিবে। অতএব তুমি এক দিন অর্জ্জুন ব্যতীত সসৈন্য পাণ্ডবচতুষ্টয়কে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে।

এই বলিয়া ভগবান্ ত্রিলোচন দেবী পার্ব্বতীর সহিত নানা প্রহরণধারী বিকট, বামন, কুব্জ ও বিকৃতনয়ন প্রভৃতি পারি-ষদবর্গপরিবৃত হইয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলে, রাজা জয়দ্রথ স্ব ভবনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন; এবং পাণ্ডবেরাও সেই কাম্যক বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

জয়দ্রথবিমোক্ষণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

রামোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দ্রৌপদী অপহৃত হইলে, পাণ্ড-বেরা নিরতিশয় দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া পরি-শেষে কি করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির জয়দ্রথকে পরাজিত ও দ্রৌপদীকে বিমুক্ত করিয়া পরিশেষে কাম্যক বনে মুনিগণসমভিব্যাহারে একত্র

সমাসীন হইয়া নানাপ্রকার কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ মার্কণ্ডেয়কে কহিলেন, ভগবন্! আপনি দেবর্ষিগণের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত; ভূত ও ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন; অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার অন্তঃকরণের সংশয় অপনোদন করুন। স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, কাল, দৈব ও ভবিতব্যতা অনতিক্রমণীয়; নতুবা অযোনিজা বেদিমধ্যসম্ভূতা, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ ও আমাদিগের সহধর্ম্মিণী সেই ধর্ম্মচারিণী দ্রুপদরাজনন্দিনী কি নিমিত্ত এরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইলেন। তিনি কদাপি পাপ ও নিন্দিত কর্ম্ম করেন নাই; সর্ব্বদা দ্বিজসেবা প্রভৃতি ধর্ম্মাচরণে তৎপর।

পাপমতি জয়দ্রথ ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিল বলিয়া সহায়সম্পন্ন হইলেও সে সংগ্রামে পরাজিত হইয়াছে এবং তাহার মস্তকের কেশপাশ মুণ্ডিত হইয়াছে। আমরা সমুদায় সিন্ধুদেশীয় সৈন্য নিহত করিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছি। যাহা হউক, অতর্কিতচর ভার্য্যাহরণ, দীর্ঘ কাল অরণ্যবাস, বনেচর নিরপরাধ মৃগগণের প্রাণহিংসা দ্বারা জীবিকা ও কপটাচারী জ্ঞাতিকর্ত্তৃক নির্ব্বাসন এই সকল দুঃখে আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। মহর্ষে! আপনি ত্রিকালজ্ঞ; অতএব আপনি কি কখন আমার ন্যায় হতভাগ্য মনুষ্যকে দর্শন বা নাম শ্রবণ করিয়াছেন?

ত্রিসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত রাবণ মায়াপ্রভাবে আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জানকীকে হরণ ও পথিমধ্যে গৃধ্র জটায়ুর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিলে পর, রামচন্দ্র সীতার অদর্শনে তোমা অপেক্ষাও সমধিক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন। অনন্তর তিনি সুগ্রীবের সাহায্যে সমুদ্রে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক দশাননপুরী লঙ্কা দগ্ধ করিয়া জানকীর উদ্ধার সাধন করেন।

যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! রাম কোন বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহার শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রমই বা কিরূপ এবং রাবণই বা কাহার পুত্র? তাহার সহিত কোন্ ব্যক্তির শত্রুতা হইয়াছিল? তৎ সমুদায় সবিস্তর কীর্ত্তন করুন। অনুত্তম রামচরিত শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, রাজন্। পূর্ব্বে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত অজ নামে এক সুবিখ্যাত নরপতি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম দশরথ; তিনি অতি পবিত্রস্বভাব ও নিরন্তর স্বাধ্যায়নিরত ছিলেন। দশরথের চারি পুত্র; রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন; তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম ও অর্থচিন্তাবিশারদ। রামের জননী কৌশল্যা, ভরতের জননী কৈকেয়ী এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী

সুমিত্রা। বিদেহরাজদুহিতা সীতা রামের প্রিয়তমা মহিষী হইবেন বলিয়া, বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং তাঁহাকে নির্ম্মাণ করেন। হে ভূপাল! রাম ও সীতার জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তিত হইল; এক্ষণে রাবণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি; শ্রবণ কর।

সর্ব্বলোকপ্রভু ভগবান্ প্রজাপতি রাবণের পিতামহ; তাঁহার পুলস্ত্য নামে এক মানস পুত্র জন্মেন, তিনি পিতার পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন। পুলস্ত্যের পুত্র বৈশ্রবণ; বৈশ্রবণ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের নিকট উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা ক্রোধে তনু ত্যাগ করিলেন। কিন্তু বৈশ্রবণের প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ছিল; অতএব তিনি তাহার প্রতিকার করিবার নিমিত্ত স্বয়ং অর্দ্ধাংশে দ্বিজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া বিশ্রবাঃ নামে বিখ্যাত হইলেন।

এ দিকে পিতামহ বৈশ্রবণের প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে অমরত্ব, ধনেশত্ব, লোকপালত্ব ও নলকূবর নামে পুত্র প্রদান করিলেন এবং মহাদেবের সহিত তাঁহার সখ্য বিধান করিয়া তাঁহাকে পুষ্পকাখ্য কামগ বিমান সমর্পণপূর্ব্বক রাক্ষসগণ-পরিপূর্ণ লঙ্কা তদীয় রাজধানী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। বৈশ্রবণ ভগবান্ কমলযোনির কৃপাবলে যক্ষগণের আধিপত্য ও রাজরাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

চতুঃসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহর্ষি পুলস্ত্যের দেহার্দ্ধসমুৎপন্ন বিশ্রবাঃ বৈশ্রবণকে সতত ক্রোধদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। রাক্ষসেশ্বর কুবের স্বীয় পিতাকে ক্রোধপরতন্ত্র জানিয়া সতত সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা করিতেন। নরবাহন বৈশ্রবণের আবাসস্থান লঙ্কা। তিনি পুষ্পোৎকটা, রাকা ও মালিনী নাম্নী তিন জন রাক্ষসীকে স্বীয় পিতা বিশ্রবার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ঐ রাক্ষসীত্রয় নৃত্য ও গীতে সাতিশয় সুনিপুণ। উহারা সকলেই স্ব স্ব শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত পরস্পর স্পর্দ্ধা-সহকারে মহর্ষি বিশ্রবার সন্তোষ সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল।

মহর্ষি বিশ্রবাঃ তাহাদের আস্থা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া অভিলাষানুসারে তিন জনকেই লোকপালসদৃশ অপত্য প্রদান করিলেন। পুষ্পোৎকটার গর্ভে বীরশ্রেষ্ঠ রাবণ ও কুম্ভকর্ণ, মালিনীর গর্ভে মহাত্মা বিভীষণ এবং রাকার গর্ভে খর ও শূর্পনখা জন্ম পরিগ্রহ করেন। উহাদের মধ্যে বিভীষণ সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্, ধার্ম্মিক ও সৎকর্ম্মনিরত; সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাবণ মহাবল পরাক্রান্ত ও উৎসাহশীল; কুম্ভকর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, মায়াবী, সংগ্রামনিপুণ ও প্রচণ্ড; এবং খর ব্রহ্মদ্বেষী, মাংসলোলুপ ও মহাধনুর্দ্ধর ছিলেন। ঘোররূপা শূর্পনখা সতত সিদ্ধগণের বিঘ্ন উৎপাদন করিত। রাবণপ্রভৃতি ভ্রাতৃগণ সকলেই মহাবল

পরাক্রান্ত, বেদবেত্তা ও ব্রতাচারী ছিলেন। উঁহারা স্বীয় পিতার সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে বাস করিতেন।

একদা দশাননাদি ভ্রাতৃগণ পরম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নরবাহন বৈশ্রবণকে পিতার সহিত একত্র সমাসীন অবলোকন করিয়া সাতিশয় ঈর্ষান্বিত হইয়া তপোনুষ্ঠানে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা অতি কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। দশানন পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ বায়ুভুক্, কুম্ভকর্ণ অধঃশিরাঃ ও সংযতাহার এবং বিভীষণ শীর্ণ পত্রমাত্র ভক্ষণপূর্ব্বক উপবাসনিরত ও জপপরায়ণ হইয়া সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিলেন। খর ও শূর্পনখা রাবণাদির তপোনুষ্ঠান কালে হৃষ্ট চিত্তে তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিল। সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে, দুর্দ্ধর্ষ দশানন আপনার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন।

তখন ভগবান্ ব্রহ্মা রাবণের সেই অলোকসামান্য কার্য্য সন্দর্শনে পরম প্রীত হইয়া স্বয়ং তাঁহাদের সমীপে আগমনপূর্ব্বক সকলকে পৃথক্ পৃথক্ বর দান দ্বারা প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিয়া কহিলেন, হে বৎসগণ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি; আর তপস্যা করিতে হইবে না; এক্ষণে অমরত্ব ব্যতীত স্ব স্ব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। বৎস রাবণ! তুমি মহত্ত্ব লাভ বাসনায় আপনার মস্তক ছেদনপূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, তন্নিমিত্ত তোমার যত ইচ্ছা, ততই মস্তক হইবে; কিন্তু উহা দ্বারা তোমার দেহের কিছুমাত্র বৈরূপ্য জন্মিবে না। তুমি কামরূপী ও সংগ্রামে শত্রুগণের নিহন্তা হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

রাবণ কহিলেন, হে প্রভো! দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিন্নর ও ভূতগণ ইহাদের নিকট যেন আমার পরাভব না হয়।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে রাবণ! তুমি মনুষ্য ভিন্ন যাহাদিগের নাম কীর্ত্তন করিলে; তাহাদের নিকট তোমার কিছুমাত্র ভয়ের বিষয় নাই; তুমি অনায়াসেই জয় লাভ করিবে। নরমাংসাশী রাবণ মনুষ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন; সুতরাং ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

অনন্তর সর্ব্বলোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা কুম্ভকর্ণকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলে, মোহাক্রান্তচিত্ত কুম্ভকর্ণ, আমার দীর্ঘকাল নিদ্রা হউক বলিয়া, বর প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্ব্বক বিভীষণকে বর গ্রহণ করিতে কহিলেন। বিভীষণ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুমহান্ আপৎ কাল সমুপস্থিত হইলেও যেন আমার মতি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হয় এবং অশিক্ষিত ব্রহ্মাস্ত্র যেন সতত আমাতে প্রতিভাত থাকে। ব্রহ্মা কহিলেন, হে বৎস! তুমি যখন রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও অধর্ম্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়াছ; তখন আমি তোমাকে অমরত্ব প্রদান করিলাম।

মহাবীর দশানন ব্রহ্মার নিকট বর গ্রহণানন্তর কুবেরকে সংগ্রামে পরাজয় ও রাজ্যচ্যুত করিয়া লঙ্কা অধিকার করিলেন। ধনেশ্বর তখন লঙ্কা পরিত্যাগপূর্ব্বক যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, ও কিম্পুরুষ সমভিব্যাহারে গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত রাবণ তাঁহার পুষ্পক নামক বিমান বলপূর্ব্বক হরণ করিলে, তিনি তখন ক্রোধকম্পিত কলেবরে রাবণকে অভিসম্পাত করিলেন, রে দুরাত্মন্! এই পুষ্পক কখনই তোকে বহন করিবে না। যিনি সমরাঙ্গনে তোকে সংহার করিবেন; এই বিমান সেই মহাবীরকে বহন করিবে। আর আমি তোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, গুরু; তুই যেমন আমার অপমান করিলি; এই অপরাধে তোকে ত্বরায় শমনসদনে গমন করিতে হইবে।

ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সজ্জনাচরিত পথ স্মরণপূর্ব্বক কুবেরের অনুগমন করিলেন। ভগবান্ ধনেশ্বর স্বীয় ভ্রাতা বিভীষণের প্রতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যক্ষরাক্ষসসৈন্যের আধিপত্য প্রদান করিলেন।

এ দিকে নরমাংসলোলুপ মহাবল পরাক্রান্ত পিশাচগণ একত্র হইয়া দশাননকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। আকাশগামী, কামরূপী, মহাবল পরাক্রান্ত দশগ্রীব দেবগণ ও দৈত্যগণকে আক্রমণপূর্ব্বক তাঁহাদের সমুদায় রত্ন হরণ করিল। তিনি দেবগণেরও মনে ভয় সমুৎপাদন করিয়াছিলেন। মহাবীর দশানন সমস্ত লোককে রাবিত অর্থাৎ তাহাদের হিংসা করিয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম রাবণ হইল।

পঞ্চসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর ব্রহ্মর্ষি, সিদ্ধ ও দেবর্ষিগণ হুতাশনকে পুরস্কৃত করিয়া ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন। হুতাশন কমলযোনিকে কহিলেন, ভগবন্! বিশ্রবার পুত্র মহাবল দশগ্রীব আপনার বরপ্রভাবে অবধ্য হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রজাগণের অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে; অতএব আপনি রক্ষা করুন; আপনা ব্যতীত ত্রাণকর্ত্তা আর কেহই নাই।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে হব্যবাহ! যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করা দেবাসুরের অসাধ্য; আমি তাহার নিগ্রহের উপায় বিধান করিয়াছি। চতুর্ভুজ বিষ্ণু আমার নিয়োগক্রমে অবতীর্ণ হইয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করিবেন। সম্প্রতি তুমি দেবগণ-সমভিব্যাহারে মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া ঋক্ষী ও বানরীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত কামরূপী পুত্র সকল উৎপাদন কর; তাহারা কার্য্যকালে বৈকুণ্ঠস্বামী বিষ্ণুর সহায় হইবে।

অনন্তর দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ অংশক্রমে ভূতলে অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কমলযোনি তাঁহাদিগের সমক্ষে দুন্দুভী নামে গন্ধর্ব্বীকে আদেশ করিলেন, "দুন্দুভি! তুমি দেবকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মর্ত্ত্য লোকে গমন কর।" দুন্দুভী পিতামহবাক্য শ্রবণ-

পূর্ব্বক কুব্জা হইয়া মনুষ্যালোকে জন্ম গ্রহণ করিলেন; তথায় তাঁহার নাম মন্থরা হইল।

এ দিকে দেবরাজ প্রভৃতি দেবতারা প্রধান প্রধান বানরী ও ঋক্ষীর গর্ভে মহাবল পরাক্রান্ত বহুসংখ্যক পুত্রোৎপাদন করিলেন। সেই সকল পুত্রেরা যশঃ ও বলবিষয়ে পিতৃগণের অনুরূপ হইল; তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ, গিরিশৃঙ্গবিদারণক্ষম; অযুত নাগেন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমী ও বায়ুর ন্যায় দ্রুতগামী; এবং শাল, তাল ও শিলা প্রভৃতি তাহাদিগের আয়ুধ হইল। তাহাদিগের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না; যাহার যে স্থানে অভিলাষ হইত; সে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিত।

ভূতভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা এই রূপে সমুদায় বিধান করিয়া পরিশেষে যেরূপে যে কার্য্য করিতে হইবে; মন্থরাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোমারুতগামিনী মন্থরা ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণানন্তর বৈরসন্ধুক্ষণে বিরত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ-পূর্ব্বক পিতামহের আদেশানুরূপ সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন।

ষট্‌সপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্! আপনি রামচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিলেন; এক্ষণে রাম, লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা কি কারণে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন; তাহাও আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মনিরত বৃদ্ধজনমতাবলম্বী রাজা দশরথ অপত্য লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। তাঁহার পুত্রেরা বিমল শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইয়া সমুদয় বেদ ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদে সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিলেন। তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত সাধন করিলে, রাজা দশরথ তাঁহাদিগের বিবাহসংস্কার নির্ব্বাহ করিয়া যৎপরোনাস্তি সুখী হইলেন। অনন্তর সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রাম রমণীয় গুণগ্রামে প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন।

মত্তমাতঙ্গগামী কমললোচন রামের বাহুযুগল আজানুলম্বিত; কেশকলাপ নীল ও কুঞ্চিত; বক্ষঃস্থল অতি বিশাল। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, অসতের নিয়ন্তা, ধার্ম্মিকের রক্ষিতা, বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ এবং শত্রুগণেরও প্রিয়দর্শন ছিলেন। রাজা দশরথ সেই অধৃষ্য ও অপরাজিত রঘুনাথকে নিরীক্ষণ ও তাঁহার গুণ সমূহ চিন্তা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে, রাজা দশরথ আপনাকে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিগণ পরস্পর পরামর্শ করিয়া রাজ্যাভিষেকের সমুচিত অবসর উপস্থিত হইয়াছে; ইহা অবধারণ করিলেন।

অনন্তর রাজা দশরথ প্রীতমনে পুরোহিতকে কহিলেন; অদ্য পুষ্যা নক্ষত্র ও পবিত্র যোগযুক্ত রজনী; অতএব আপনি রামকে এই বিষয় অবগত করিয়া অভিষেকোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করুন। মন্থরা ভূপালমুখে এই সংবাদ শ্রবণমাত্র সত্বরে কৈকেয়ীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, দেবি! তোমার নিতান্ত দুরদৃষ্ট; ভীষণ অজগর ক্রুদ্ধ হইয়া এখনই তোমাকে দংশন করুক; কৌশল্যার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে; তাহার পুত্র অনতিকালমধ্যেই যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবে। মহারাজ তোমার পুত্রকে কখন রাজ্যাধিকারী করিবেন না; সুতরাং তোমার সৌভাগ্য আর কোথায় রহিল? উহা এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র বিচিত্র বসনভূষণে বিভূষিত হইয়া দ্রুত গমনে নির্জ্জনে ভূপালসন্নিধানে উপনীত হইলেন এবং সহাস্য মুখে প্রণয় প্রকাশপূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত বরদ্বয় প্রদান করিয়া আমাকে মহাসঙ্কট হইতে পরিত্রাণ কর। রাজা দশরথ কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি এক্ষণে বর প্রদানে সম্মত আছি; তুমি অবিলম্বেই স্বাভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমি পৃথিবীর রাজাধিরাজ এবং বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষক; বল, কোন্ অবধ্যকে বধ বা কোন্ বধ্যকে বিমুক্ত করিব? আমার যে কিছু ধন আছে; বল, কাহাকে প্রদান করিব; অথবা ব্রহ্মস্ব ব্যতিরেকে কাহার ধন অপহরণ করিয়া লইব?

তখন কৈকেয়ী রাজার প্রসন্ন ভাব নিরীক্ষণ করিয়া স্বীয় ক্ষমতানুসারে কহিলেন, মহারাজ! তুমি রামের রাজ্যাভিষেক সাধনার্থ যে দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিয়াছ; তাহা দ্বারা আমার পুত্র ভরতের অভিষেক হউক; আর রাম অরণ্যে প্রস্থান করুক। রাজা কৈকেয়ীমুখে এই নিদারুণ দুর্বিষহ বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক একান্ত দুঃখিত হইয়া কিছুমাত্র বলিলেন না।

অনন্তর মহানুভব রাম পিতা এইরূপ বচনবদ্ধ হইয়াছেন; ইহা সবিশেষ বিদিত হইয়া তাঁহার সত্য রক্ষার্থ বনপ্রস্থান করিলেন। ধনুর্দ্ধর লক্ষ্মণ ও জনকদুহিতা সীতা তাঁহার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা দশরথ পুত্রবিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী ভরতকে নন্দি গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া কহিলেন, বৎস! রাজা তনু ত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়াছেন; রাম ও লক্ষ্মণ বনপ্রস্থান করিয়াছে; এক্ষণে তুমি রাজ্যাধিকারী হইয়া নিষ্কণ্টকে ভোগ কর। ধর্ম্মাত্মা ভরত কহিলেন, কুলপাংসনে! তুমি কি কুকর্ম্মই করিয়াছ! ধনলাভ লোভে ভর্ত্তৃবিনাশ ও সূর্য্যবংশ উৎসন্ন করিলে! লোকে এ বিষয়ে আমারই অযশঃ ঘোষণা করিবে; এক্ষণে তোমার বাসনা সকল সম্যক্ সফল হইল; এই বলিয়া ভরত অবিরল বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন।

পরে তিনি প্রজাদিগের নিকট আপনার নির্দোষিতা সপ্রমাণ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকে প্রত্যানয়ন করিবার অভিলাষে কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে সুসজ্জিত যানে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। পশ্চাৎ বশিষ্ঠ ও বামদেব প্রভৃতি শত সহস্র ব্রাহ্মণ, পৌর ও জানপদবর্গপরিবৃত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত স্বয়ং যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে তাপসবেশধারী ধনুর্দ্ধর রঘুনাথকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যানয়নার্থ বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাম পিতার আদেশে বনবাসই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া ভ্রাতা ভরতকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

অনন্তর ভরত নন্দি গ্রামে তদীয় পাদুকাযুগল পুরস্কৃত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। রামও তথায় পৌরগণের পুনরাগমন আশঙ্কা করিয়া এক মহারণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক মহর্ষি শরভঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সৎকার করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় গোদাবরী নদী নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় জনস্থাননিবাসী রাক্ষস খরের সহিত রামের শূর্পনখামূলক ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ধর্ম্মবৎসল রাম তাপসগণের রক্ষার্থ চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার ও মহাবল পরাক্রান্ত খর ও দূষণকে বিনাশ করিয়া সেই ধর্ম্মারণ্য নিষ্কণ্টক করিলেন।

অনন্তর শূর্পণখা ছিন্ননাসা ও ছিন্নৌষ্ঠী হইয়া লঙ্কাধিনাথ রাবণের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া তাঁহার চরণে নিপতিত হইল। বীরবর রাবণ ভগিনীকে তাদৃশ বিরূপীকৃত অবলোকন করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক সত্বরে সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন এবং অমাত্যবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নির্জনে শূর্পণখাকে কহিলেন, হে শূর্পণখে! আমাকে অবমাননা ও ঘৃণা করিয়া কে তোমাকে এরূপ বিরূপ করিল। কোন্ ব্যক্তি সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা আপনার সর্ব্বাঙ্গ বিদ্ধ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তি মস্তকে বহ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিশ্বস্ত মনে শয়ন করিয়া আছে? কোন্ ব্যক্তি মহাঘোর ভুজঙ্গকে চরণ দ্বারা স্পর্শ করিতেছে? কোন্ ব্যক্তিই বা মহাবল পরাক্রান্ত কেশরীর দশন স্পর্শ করিয়া নিঃশঙ্ক চিত্তে অবস্থান করিতেছে?

যাদৃশ নিশাকালে বৃক্ষরন্ধ্র হইতে তেজঃ নির্গত হইয়া থাকে; তদ্রূপ সেই সময়ে রাবণের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বার হইতে অনবরত অগ্নিকণা নির্গত হইতে লাগিল। তখন শূর্পণখা খরদূষণবধ প্রভৃতি রাক্ষসগণের পরাভব পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত রামবিক্রমবৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। অনন্তর রাবণ কর্ত্তব্যাবধারণপূর্ব্বক ভগিনীকে সান্ত্বনা ও মন্ত্রিহস্তে নগরের রক্ষাভার সমর্পণ করিয়া অন্তরীক্ষে উত্থিত হইলেন। পরে ত্রিকূট ও কাল পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া অতি গভীর তিমিমকরসঙ্কুল সাগর নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক অনায়াসে উল্লঙ্ঘন করিয়া

ভগবান্ শূলপাণির প্রিয়তর গোকর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যে স্থানে তদীয় পূর্ব্বামাত্য মারীচ রামভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করিতেছিল; রাবণ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সপ্তসপ্তত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মারীচ রাক্ষসাধিপতি রাবণকে সমাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে ফলমূলাদি দ্বারা তাঁহার সৎকার করিল। রাবণ তথায় সমাসীন হইয়া কিছু কাল বিশ্রাম করিলে, মারীচ তাঁহাকে কহিতে লাগিল, হে রাক্ষসেন্দ্র! আপনার নগরী লঙ্কা ও প্রজাগণের মঙ্গল ত? প্রজাগণ ত পূর্ব্বের ন্যায় আপনাকে ভক্তি করিয়া থাকে? কি মনে করিয়া এখানে আগমন করিয়াছেন? আপনি আমাকে যাহা আদেশ করিবেন; অতি দুষ্কর হইলেও আমি তাহা অবশ্যই সম্পাদন করিব।

রাবণ মারীচের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহার সমীপে রামের সমুদায় বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কহিলেন। মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিল, হে মহারাজ! আপনি রামের সহিত বিরোধ করিবেন না। আমি তাঁহার পরাক্রম বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। এই ভূমণ্ডলে এমন কোন ব্যক্তিই নাই যে, দাশরথির বাণবেগ সহ্য করিতে পারে। তিনি আমার এই প্রব্রজ্যার এক মাত্র হেতু। কোন্ দুরাত্মা আপনাকে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতে উপদেশ প্রদান করিয়াছে?

দশানন মারীচের বাক্য শ্রবণে একবারে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে ভৎর্সনপূর্ব্বক কহিলেন, যদি তুমি আমার আদেশানুসারে কার্য্য না কর; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে সংহার করিব। তখন মারীচ মনে মনে চিন্তা করিল; রামের হস্তে হউক বা রাবণের হস্তে হউক, আমার মরণ অবশ্যই হইবে; সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরাত্মার হস্তে প্রাণ ত্যাগ করা অপেক্ষা সাধু লোকের হস্তে মৃত্যু হওয়াই শ্রেয়ঃ; অতএব আমি দুরাত্মা রাবণের বাক্যানুসারে কার্য্য করিব। মনে মনে এই রূপ স্থির করিয়া রাবণকে কহিল, হে রাক্ষসরাজ! আপনার কি অভিলাষ সম্পাদন করিতে হইবে, বলুন; আমার ইচ্ছা না থাকিলেও আমি তাহা সম্পন্ন করিব।

রাবণ কহিলেন, হে মারীচ! তুমি রত্নশৃঙ্গ ও রত্নরোমসম্পন্ন মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক সীতার সমীপে গমন করিয়া তাহাকে প্রলোভিত কর। সীতা তোমাকে দেখিয়া অবশ্যই তোমার আনয়নার্থ রামকে প্রেরণ করিবে। রাম দূর প্রদেশে গমন করিলে, আমি অনায়াসেই সীতাকে বশীভূত করিয়া আনয়ন করিতে পারিব। রাম সীতার বিয়োগে অবশ্যই প্রাণত্যাগ করিবে। হে মারীচ! তুমি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন কর।

মারীচ রাবণের বাক্য শ্রবণানন্তর স্বীয় ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাপনপূর্ব্বক

রাবণের অনুগমন করিল। পরে তাঁহারা দুই জনে রামের আশ্রমসমীপে গমনপূর্ব্বক পূর্ব্বকৃত মন্ত্রণানুরূপ কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাবণ কুণ্ডল ও ত্রিদণ্ডধারী মুণ্ডিতমুণ্ড যতির বেশ ধারণ করিলেন। মারীচ রাবণের আদেশানুরূপ মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক বৈদেহীসন্নিধানে গমন করিল। দৈবনির্ব্বন্ধ অখণ্ডনীয়; সীতা সেই অপূর্ব্ব মৃগরূপ সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহার আনয়নার্থ রামকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ রুদ্র যেমন তারামৃগের প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন, তদ্রূপ রাম সীতার প্রিয় কার্য্যানুষ্ঠানের নিমিত্ত লক্ষ্মণকে তাঁহার রক্ষণে নিযুক্ত করিয়া শর, শরাসন, তূণীর ও অঙ্গুলিত্র গ্রহণপূর্ব্বক সেই মায়ামৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। মৃগরূপী মারীচ ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত ও ক্ষণে ক্ষণে রামের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

মহাবীর দাশরথি এই রূপে মায়ামৃগের অনুসরণক্রমে ক্রমে ক্রমে অতি দূরতর প্রদেশে উপনীত হইলেন। অনন্তর তিনি ঐ মৃগকে নিশাচর বলিয়া বোধ করিয়া অমোঘ অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুষ্ট নিশাচরের প্রাণ সংহার করিলেন। নিশাচর মারীচ মরণসময়ে রামের স্বরসদৃশ স্বরে উচ্চৈঃ স্বরে হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বৈদেহী রাক্ষসের করুণ স্বর শ্রবণে রামের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া সাতিশয় ব্যাকুলিত চিত্তে সেই শব্দানুসারে ধাবমান হইলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে কহিলেন, ভীরু! কোন শঙ্কা করিও না; রামকে প্রহার করা কাহার সাধ্য? তুমি মুহূর্ত্ত কালমধ্যে পুনরায় ভর্ত্তার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে।

সীতা লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণানন্তর রোদন করিতে লাগিলেন এবং স্ত্রীস্বভাবসুলভ লঘুতাপ্রভাবে লক্ষ্মণের দুরভিসন্ধি সন্দেহ করিয়া পরুষ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, রে মূঢ়! তুই মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছিস তাহা কখনই সিদ্ধ হইবে না। আমি বরং অস্ত্রাঘাতে, কি গিরিশৃঙ্গ হইতে পতনপূর্ব্বক অথবা হুতাশনে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব; তথাপি জীবিতনাথকে পরিত্যাগ করিয়া তোর বশীভূত হইব না। অরে মূর্খ! ব্যাঘ্রী কি কখন শৃগালকে ভজনা করে?

পরম ধার্ম্মিক রামপ্রিয় লক্ষ্মণ বৈদেহীর তাদৃশ অসদৃশ বাক্য শ্রবণে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক রামসন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। তিনি রামের চরণচিহ্ন অনুসারে গমন-পূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে জানকীর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন।

এ দিকে যতিবেশধারী দশানন সময় বুঝিয়া সীতাকে হরণ করিবার মানসে ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনের ন্যায় তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। ধর্ম্মপরায়ণা বৈদেহী তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ফলমূলাদি ভক্ষণ করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। রাবণ তৎসমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বকীয় রূপ গ্রহণ করিয়া সীতাকে সান্ত্বনা বাক্যে কহি-

লেন, অয়ি সীতে! আমি রাক্ষসকুলের অধিপতি; আমার নাম রাবণ; পয়োনিধিপারে লঙ্কা নাম্নী পরম রমণীয়া পুরী আমার রাজধানী। তুমি তথায় গমন করিয়া বরনারীগণমধ্যে আমার সহিত শোভিত হইবে। হে সুশ্রোণি! তুমি আমার প্রণয়িনী হও; তপস্বী রাঘবকে পরিত্যাগ কর।

পতিব্রতা জানকী রাবণের মুখে ঐ সমুদয় বাক্য শ্রবণে কর্ণে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, যদি নক্ষত্রসমবেত স্বর্গ ভূতলে পতিত হয়; যদি পৃথিবী খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়; আর যদি অগ্নি শীতল হয়; তথাপি আমি রঘুনন্দনকে পরিত্যাগ করিব না। করেণু মদস্রাবী হস্তীকে ভজনা করিয়া কি শূকরকে স্পর্শ করিতে পারে? যে কামিনী মাধ্বীক বা মধুমাধবী পান করিয়া থাকে; তাহার কি কখন কাঞ্জিকে শ্রদ্ধা হয়?

সীতা রাবণকে এই কথা বলিয়া ক্রোধভরে স্ফুরিতাধর হইয়া করদ্বয় কম্পন করিতে করিতে আশ্রমমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবণ দ্রুতবেগে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া অতি রুক্ষ বাক্যে ভৎর্সনা করিয়া তাঁহার কেশকলাপ গ্রহণপূর্ব্বক ঊর্দ্ধ মার্গে গমন করিলেন। সীতা রাক্ষসের হস্তে পতিত ও তৎকর্ত্তৃক সাতিশয় নিপীড়িত হইয়া রাম রাম বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় গিরিনিবাসী গৃধ্ররাজ জটায়ু তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন অবলোকন করিলেন।

অষ্টসপ্তত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ! অরুণাত্মজ গৃধ্ররাজ জটায়ু রাজা দশরথের সখা; এবং মহাসুর সম্পাতির সহোদর ছিলেন। তিনি বধূ জানকীকে রাবণের অঙ্কে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক ক্রোধভরে দ্রুতবেগে রাক্ষসেশ্বরসমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, ওরে দুষ্ট নিশাচর! সীতা আমার স্নুষা; তুই আমার সমক্ষে কিরূপে ইঁহাকে হরণ করিবি। যদি তোর জীবন রক্ষা করিবার বাসনা থাকে; তবে অবিলম্বে জানকীকে পরিত্যাগ কর। গৃধ্ররাজ জটায়ু এই কথা বলিয়া প্রচণ্ড নখাঘাত ও পক্ষ প্রহার দ্বারা নিশাচরের শরীর জর্জ্জরীভূত করিলে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে প্রস্রবণের ন্যায় অজস্র রুধিরধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল।

রাবণ, রামহিতৈষী জটায়ু কর্ত্তৃক অত্যন্ত আহত হইয়া খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক পক্ষীন্দ্রের পক্ষযুগল ছেদন করিয়া তাঁহাকে মৃতকল্প করিলেন এবং সীতাকে অঙ্কে লইয়া আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। বৈদেহী পথিমধ্যে যে যে স্থানে আশ্রমমণ্ডল, সরোবর ও নদী অবলোকন করিলেন; তথায় স্বীয় অলঙ্কার উন্মোচনপূর্ব্বক নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; পরিশেষে গিরিপ্রস্থে পাঁচটি বানর দর্শন করিয়া তথায় দিব্য উত্তরীয় বসন নিক্ষেপ করিলেন। যেমন বারিদমধ্যে বিদ্যুৎ বিরা-

জিত হয়; তদ্রূপ সেই পীতবর্ণ বসন বায়ুবেগে বানরগণের মধ্যে পতিত হইয়া শোভিত হইল। খেচর নিশাচর অচির কালমধ্যে সীতা-সমভিব্যাহারে বিশ্বকর্ম্ম-বিনির্ম্মিত, পরম রমণীয় প্রাকারবেষ্টিত, বহুদ্বারোপশোভিত লঙ্কা পুরী প্রবেশ করিলেন।

এ দিকে রাম মৃগরূপী মারীচের প্রাণ সংহার করিয়া প্রত্যাগত হইতেছেন; এমন সময় পথিমধ্যে লক্ষ্মণকে আগমন করিতে নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে এই বলিয়া ভ্রাতাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন যে, লক্ষ্মণ কিরূপে সেই রাক্ষসপূর্ণ জনশূন্য অরণ্যে সীতাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া আগমন করিল। অনন্তর তিনি মৃগরূপী রাক্ষস দ্বারা আপনার আকর্ষণ ও লক্ষ্মণের আগমনে নিতান্ত শঙ্কিত ও একান্ত চিন্তাকুল হইয়া আপনাদিগকে নিন্দা করিয়া শীঘ্র তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, লক্ষ্মণ! বৈদেহী ত জীবিত আছেন? তখন লক্ষ্মণ, সীতা তাঁহার প্রতি যে সকল অসদৃশ দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তৎ সমুদায় নিবেদন করিলেন। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি আশ্রমে উপস্থিত হইয়া পর্ব্বতপ্রতিম মৃতের ন্যায় নিপতিত গৃধ্র-রাজকে অবলোকন করিয়া রাক্ষসভ্রমে শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। গৃধ্ররাজ রাম ও লক্ষ্মণকে নয়নগোচর করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমাদিগের মঙ্গল হউক; আমি রাজা দশরথের সখা; আমার নাম জটায়ু। ভ্রাতৃযুগল তাঁহার বাক্য কর্ণগোচর করিয়া পরস্পর কহিলেন ইনি কে আমাদিগের পিতার নাম করিতেছেন। পরে তাঁহারা সেই ছিন্নপক্ষ পক্ষীর নিকট গমন করিলে, তিনি কহিলেন, অদ্য সীতার নিমিত্ত দুরাত্মা রাবণ হইতে আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। তখন রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! রাবণ কোন্ পথে প্রস্থান করিয়াছে। পক্ষীন্দ্র বাঙ্নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া শিরশ্চালন দ্বারা পথের নিরূপণ করিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। দাশরথি গৃধরাজের ইঙ্গিত দর্শনে রাবণ দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছে বুঝিতে পারিলেন এবং স্বীয় পিতৃবন্ধু জটায়ুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিয়া তথা হইতে লক্ষ্মণ-সমভিব্যাহারে আশ্রমে গমন করিলেন। দেখিলেন, আশ্রম শূন্য হইয়া রহিয়াছে; তত্রস্থ মঠ সমুদায় ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; কলস সকল চূর্ণ হইয়াছে এবং শত শত গোমায়ুগণ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে।

তখন তাঁহারা জানকীহরণ-জন্য শোকে নিতান্ত অভিভূত হইয়া ক্রমিক দক্ষিণাভিমুখে দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, ঐ ঘোর অরণ্যমধ্যে সহস্র সহস্র মৃগযূথ বায়ুবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতেছে এবং অন্যান্য জন্তুগণ

বর্দ্ধমান দাবাগ্নির ন্যায় ঘোরতর শব্দ করিতেছে। তাঁহারা কিয়ৎক্ষণ পরেই এক ঘোরদর্শন মহাভুজ কবন্ধ অবলোকন করিলেন। উহার আকার নিবিড় মেঘ ও পর্ব্বতের ন্যায় এবং স্কন্ধদেশ শালসদৃশ। উহার বিশাল নেত্রদ্বয় বক্ষঃস্থলে ও ভীষণ বদনমণ্ডল উদরে সন্নিহিত রহিয়াছে। কবন্ধ যদৃচ্ছাক্রমে লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করাতে, তিনি সাতিশয় বিমগ্ন হইলেন। কবন্ধ তখন লক্ষ্মণকে আকর্ষণ করিয়া রামের অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। তখন সুমিত্রানন্দন রামকে অবলোকন করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন, মহাশয়! আমার দুরবস্থা দর্শন করুন। বৈদেহীর হরণ, আমার এই আকস্মিক বিপৎপাত, আপনার রাজ্য নাশ ও পিতার মরণ এই সমুদায় অমঙ্গল এককালে উপস্থিত হইয়াছে। হায়! আমি কোশল নগরে বৈদেহী-সমভিব্যাহারে আপনাকে পিতৃ-পৈতামহ রাজ্য শাসন করিতে দেখিলাম না; আপনি যখন কুশ, লাজ ও শমী দ্বারা রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন; তখন ধন্য ব্যক্তিরাই মেঘনির্ম্মুক্ত শশধরের ন্যায় আপনার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবেন! লক্ষ্মণ এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিলেন।

সূর্য্যবংশাবতংস মহাবীর রাম সেই বিপৎকালেও কিছুমাত্র ভীত না হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না; আমি জীবিত থাকিতে উহার নিকট তোমার ভয়ের বিষয় কি? আমি এই দুরাত্মার বাম বাহু ছেদন করিতেছি; তুমি শীঘ্র উহার দক্ষিণ বাহু ছেদন কর। মহাবীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে অনায়াসে কবন্ধের বাম বাহু ছেদনপূর্ব্বক পাতিত করিলেন। লক্ষ্মণও তদ্দর্শনে সাহসী হইয়া খড়্গাঘাতে তাহার দক্ষিণ বাহু ছেদন-পূর্ব্বক পার্শ্বদেশে দৃঢ়তর আঘাত করিতে লাগিলেন। কবন্ধ দারুণ আঘাতে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী দিব্যদর্শন এক পুরুষ কবন্ধের দেহ হইতে বহির্গত হইলেন। রাম তদ্দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? অনুগ্রহপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করুন; আমি আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি। দিব্য পুরুষ কহিলেন, হে ভূপনন্দন! আমি গন্ধর্ব্ব, আমার নাম বিশ্বাবসু; ব্রহ্মশাপপ্রভাবে রাক্ষসযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। হে মহাত্মন্! লঙ্কাধিবাসী দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে। আপনি সুগ্রীবের নিকট গমন করুন; তিনি আপনার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবেন। এই যে পবিত্রতোয়া হংসকারণ্ডবসনাথা পম্পা পুষ্করিণী দেখিতেছেন; ইহার অনতি দূরে ঋষ্যমূক পর্ব্বত; সুগ্রীব চারি জন সচিব-সমভিব্যাহারে ঐ পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। মহাবীর সুগ্রীব বানররাজ বালীর সহোদর। আপনি তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে আপনার দুঃখের

কারণ জ্ঞাপন করুন। তিনিও আপনার ন্যায় ভার্য্যাবিয়োগী; অতএব অবশ্যই আপনার সাহায্য করিবেন। আমি এই মাত্র বলিতে পারি যে, আপনি নিঃসন্দেহ জানকীর সন্দর্শন পাইবেন; বানররাজ সুগ্রীব নিশ্চয়ই রাবণাদিকে জানেন। মহাপ্রভাবসম্পন্ন দিব্য পুরুষ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলে, মহাবীর রাম ও লক্ষণ বিস্ময়ান্বিত হইলেন।

একোনাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দাশরথি অনতি দূরবর্ত্তী প্রফুল্লোৎপলশালী সুরম্য পম্পা সরোবরে উপনীত হইলেন। তাহার সুশীতল সুখকর সমীরণ সেবন করিতে করিতে তাঁহার অন্তঃকরণে জানকীবিরহ উদ্দীপিত হইল। তখন তিনি মদনবাণে একান্ত আহত হইয়া অতীত বৃত্তান্তের অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে লক্ষ্মণ তাঁহাকে জানকীবিরহে নিতান্ত কাতর দেখিয়া প্রবোধ বাক্যে কহিলেন, আর্য্য! যেমন ব্যাধি, বৃদ্ধমতানুযায়ী বিজ্ঞ মনুষ্যকে আক্রমণ করিতে পারে না; তদ্রূপ এবম্বিধ বিরূপ ভাব আপনাকে স্পর্শ করিতে কদাচ সমর্থ হয় না; অতএব আপনার শোকাকুল হওয়া অনুচিত; আপনি জানকী ও রাবণের বার্ত্তা অবগত আছেন; এক্ষণে বুদ্ধি, বল ও পৌরুষ প্রকাশপূর্ব্বক সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে যত্নবান্ হউন। আসুন, আমরা পর্ব্বতবাসী কপিবর সুগ্রীবের নিকট গমন করি। আমি আপনার শিষ্য, ভৃত্য ও সহায়; আমি বিদ্যমান থাকিতে আপনার নিরাশ্বাস হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে।

অনন্তর রাঘব প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কর্ত্তব্য কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা সেই সরোবরে অবগাহন ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া ঋষ্যমূকাভিমুখে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া গিরিশিখরবাসী মহাবীর পঞ্চ বনরকে নিরীক্ষণ করিলে, কপিবর সুগ্রীব হিমাচলের ন্যায় উন্নত নিজ মন্ত্রী ধীমান্ হনূমানকে তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা হনূমানকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহার সহিত কপিরাজ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি রামের সহিত মৈত্রীভাব সংস্থাপন করিলেন।

অনন্তর রাম কপিগণের নিকট নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে, তাঁহারা, সীতা দেবী হরণ কালে পর্ব্বতোপরি যে বস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তাহা তাঁহার নেত্রগোচর করিলেন। রাম প্রত্যয়কর সেই অভিজ্ঞান লাভ করিয়া সুগ্রীবকে পৃথিবীস্থ বানরগণের অধিপতি করিয়া দিলেন এবং আমি মহাবল বালীকে বধ করিব এই বলিয়া তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিলেন। সুগ্রীবও সীতা দেবীর উদ্ধার সাধনে প্রতিশ্রুত হইলেন।

তাঁহারা এই রূপ পরস্পর বচনবদ্ধ

হইয়া বিশ্বস্ত মনে যুদ্ধার্থ কিষ্কিন্ধ্যা আক্রমণ করিলে, সুগ্রীব মুহুর্মুহু সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। বালী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধভরে যুদ্ধার্থ নির্গত হইতেছেন; ইত্যবসরে সুগ্রীবপত্নী তারা তাঁহাকে তদ্বিষয়ে নিষেধ করিয়া কহিল, মহারাজ! যখন মহাবল পরাক্রান্ত সুগ্রীব সিংহনাদ করিতেছে; তখন নিশ্চয়ই বোধ হয়, সে অন্য কোন জীবের আশ্রয় লাভ করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিবে; অতএব এই ক্ষণে যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইও না। তখন হেমমালী বালী প্রিয়তমা তারাকে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি ত বুদ্ধিবলে সকল প্রাণীরই কণ্ঠস্বর অনুধাবন করিতে পার; অতএব আমার ভ্রাতা সুগ্রীব কাহার আশ্রয় লাভ করিয়াছে বলিয়া দাও।

অনন্তর তারা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া মহাবীর বালীকে কহিল, মহারাজ! হৃতদার দাশরথি সুগ্রীবের সহিত তুল্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া মিত্রতা সংস্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং সুগ্রীবের মিত্র তাঁহার মিত্র ও সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু। আর উঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সুগ্রীবের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত একান্ত যত্নবান্ আছেন এবং মৈন্দ, দ্বিবিদ, হনূমান্ ও ঋক্ষরাজ জাম্ববান্ ইঁহারা সুগ্রীবের মন্ত্রী। ইঁহারা সকলেই মহাবল পরাক্রান্ত ও বুদ্ধিমান্; বিশেষতঃ রামবলবীর্য্যের আশ্রয় লাভ করিয়া তোমার বিনাশে অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবেন। তখন বালী তারার হিত বাক্যে অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক ঈর্ষাবশে তাহাকে সুগ্রীবানুরাগিণী মনে করিয়া বারংবার ভর্ৎসনাপূর্ব্বক সত্বরে গুহা হইতে নির্গত হইলেন এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সুগ্রীবকে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, রে দুরাচার! আমি পূর্ব্বে তোকে বারংবার পরাজয় করিয়া জ্ঞাতি বোধে পরিত্যাগ করিয়াছি; এক্ষণে পুনর্ব্বার মৃত্যু ইচ্ছা হইয়াছে কেন? তখন সুগ্রীব কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি আমার ভার্য্যা ও রাজ্য অপহরণ করিয়াছ; সুতরাং আমার জীবনের আর গৌরব কি? এই বলিয়া আমি পুনরায় আগমন করিয়াছি।

এই রূপ কথোপকথনানন্তর বালী ও সুগ্রীব শাল, তাল ও শিলা গ্রহণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার, ভূতলে পাতিত ও মুষ্ট্যাঘাত করিয়া বিচিত্র লম্ফ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়ে পরস্পর নখ দন্ত প্রহার দ্বারা রুধিরাক্তকলেবর হইয়া পুষ্পিত কিংশুক পাদপের ন্যায় শোভিত হইলেন। সেই ঘোরতর যুদ্ধে যখন বালী ও সুগ্রীবের আকারগত কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল না; তখন হনূমান্ সুগ্রীবের কণ্ঠদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। যেমন মেঘমালা দ্বারা মহাশৈল মলয় শোভিত হয়, তদ্রূপ মহাবীর সুগ্রীব হনূমৎ-প্রদত্ত মাল্য দ্বারা শোভমান হইলেন।

তখন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম সেই মাল্য দ্বারা সুগ্রীবকে চিনিতে পারিয়া বালীকে লক্ষ্য

করিয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বাণ পরিত্যাগ করিলেন। মহাবীর বালী রামের দারুণ শরে বিদ্ধহৃদয় হইয়া রক্ত বমনপূর্ব্বক লক্ষ্মণসমবেত রামকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে ভৎর্সনা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইলেন। তখন তারা তারাপতিসদৃশ ভূতলশায়ী স্বীয় পতিকে নিরীক্ষণ করিয়া শোকসাগরে মগ্ন হইল।

এই রূপে মহাবীর বালী নিহত হইলে পর, সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ও পূর্ণেন্দুমুখী তারাকে প্রাপ্ত হইলেন। রামও সুগ্রীব কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া চারি মাস মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপর অধিবাস করিলেন।

এ দিকে রাবণ লঙ্কাপুরী গমনপূর্ব্বক তাপসাশ্রমসদৃশ অশোক বনসমীপবর্ত্তী নন্দনোপম ভবনে জানকীকে নিবেশিত করিলেন। ভর্ত্তৃস্মরণকৃশাঙ্গী, তাপসীবেশধারিণী, পৃথুলোচনা জানকী সেই স্থানে ফলমূলাশনে জীবন ধারণ-পূর্ব্বক অতি কষ্টে বাস করিতে লাগিলেন। রাক্ষসাধিপতি তাঁহার রক্ষার নিমিত্ত প্রাস, অসি, শূল, পরশু, মুদ্গর ও আলাতধারিণী কতকগুলি রাক্ষসীকে নিযুক্ত করিলেন; তাহাদিগের মধ্যে কেহ দ্বিনেত্রা, কেহ ত্রিনেত্রা, কেহ বা ললাটনেত্রা; কাহারও বা দীর্ঘ জিহ্বা; কাহারও বা জিহ্বার চিহ্নমাত্র নাই; কাহারও বা তিন স্তন; কাহারও এক পদ; কাহারও বা তিনটিমাত্র জটা; কাহারও বা এক লোচন; কাহারও প্রজ্বলিত চক্ষুঃ; কাহারও বা কেশকলাপ পিঙ্গল বর্ণ ও রুক্ষ; তাহারা দিবারাত্র অতন্দ্রিত হইয়া সীতাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত এবং সর্ব্বদা পরুষ বাক্যে "ভক্ষণ করিব, সংহার করিব, তিল তিল করিয়া খণ্ড খণ্ড করিব, এ আমাদের স্বামীকে অবমাননা করিয়াও জীবিত রহিয়াছে;" এই বলিয়া তর্জ্জন ও ভৎর্সনা করিত।

পতিশোকবিধুরা জানকী তাহাতে অতি ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কহিতেন, 'আর্য্যাগণ! আমাকে শীঘ্র ভক্ষণ কর; আমার জীবনে কিছুমাত্র যত্ন নাই; আমি সেই নীলকুঞ্চিতকেশ রাজীবলোচন প্রাণবল্লভবিরহে তালগত সর্পীর ন্যায় নিরাহারে শরীর শোষণ করিব। তোমরা নিশ্চয়ই জানিও, আমি সেই রাঘব ব্যতীত অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করিব না; ইহার পর যাহা কর্ত্তব্য থাকে কর'।

রাক্ষসীগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসপতিকে তৎসমুদায় নিবেদন করিবার নিমিত্ত তথা হইতে প্রস্থান করিলে, ত্রিজটা নাম্নী প্রিয়বাদিনী এক রাক্ষসী তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিল, সখি জানকি! আমাকে কিঞ্চিৎ বিশ্বাস কর; ভয় ত্যাগ করিয়া আমার বাক্য শ্রবণ কর। অবিন্ধ্য নামে একটি মেধাবী বৃদ্ধ রাক্ষস আছেন; তিনি রামের হিতান্বেষী; তিনি তোমার নিমিত্ত আমাকে কহিলেন, "তুমি আমার বাক্যে সীতাকে আশ্বাসিত ও প্রসন্ন করিয়া কহিবে, তোমার ভর্ত্তা রাম

এবং বলবান্ লক্ষ্মণ কুশলে আছেন; তিনি তোমার নিমিত্ত সচেষ্টিত হইয়া শক্র-সমতেজাঃ বানররাজ সুগ্রীবের সহিত সখ্য বন্ধন করিয়াছেন; হে ভীরু! লোকবিনিন্দিত রাবণ হইতে ভীত হইও না; তুমি নলকূবরশাপে সুরক্ষিত হইবে। পাপাত্মা রাবণ পূর্ব্বে রম্ভা বধূকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করাতে এই রূপ অভিশপ্ত হইয়াছে যে, কোন অবশীভূত রমণীকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। তোমার ভর্ত্তা এবং সৌমিত্রি সুগ্রীবসহায় হইয়া শীঘ্র আগমন-পূর্ব্বক তোমার উদ্ধার করিবেন। অদ্য আমি দুরাত্মা রাবণের সংহারসূচক এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি যে, দুষ্টাত্মা নিশাচর দেবগণ কর্ত্তৃক স্পর্দ্ধিত ও কালোপহতচেতন হইয়া গর্দ্দভযুক্ত রথে নৃত্য করিতেছে; কুম্ভকর্ণাদি রাক্ষসগণ নগ্ন, মুণ্ডিতমস্তক ও রক্তমাল্যবিভূষিত হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছে; বিভীষণ একাকী শ্বেতাতপত্র, উষ্ণীষধারী ও শুক্ল মাল্যানুরঞ্জিত হইয়া শ্বেত পর্ব্বতে আরোহণ করিয়াছে; তাহার চারি জন মন্ত্রী শুক্ল মাল্যধারী, শুক্লানুলেপনে অনুলিপ্ত ও শ্বেত পর্ব্বতারূঢ় হইয়া এই মহাভয় হইতে মুক্ত হইয়াছে; সসাগরা পৃথিবী রামের অস্ত্রে পরিক্ষিপ্ত হইয়াছে; এবং তোমার স্বামীর যশে পৃথিবী পরিপূর্ণ হইবে। লক্ষ্মণ দশ দিক্ দাহ করিয়া অস্থিরাশিতে আরোহণ-পূর্ব্বক মধু ও পায়স ভোজন করিতেছেন; এবং তোমার সমুদায় শরীর রুধিরে আর্দ্র হইয়াছে ও একটি ব্যাঘ্র তোমাকে রক্ষা করিতেছে," অতএব হে মৃগশাবাক্ষি! তুমি অচির কাল মধ্যে স্বামীর সহিত সমাগত হইয়া আনন্দিত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্রিজটার বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী সীতার পুনরায় ভর্ত্তৃসমাগমের আশা বলবতী হইয়া উঠিল। অনন্তর সেই সকল নিশাচরীগণ আগমনপূর্ব্বক দেখিল যে, সীতা ত্রিজটা-সমভিব্যাহারে পূর্ব্বের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন।

অশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, ভর্ত্তৃবিরহবিধুরা অতি দীনা, মলিনবসনা, মণিমাত্রভূষণা, পতি-পরায়ণা জনকনন্দিনী শিলাতলে উপবেশন করিয়া রোদন করিতেছেন ও রক্ষাধিকৃত রাক্ষসীগণ সমীপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; এমন সময়ে রাজা দশানন দিব্য বসন, মনোহর মণিকুণ্ডল, বিচিত্র মাল্য ও মুকুট ধারণ করিয়া মূর্ত্তিমান্ বসন্তের ন্যায়, রত্ন-বিভূষিত কল্প পাদপের ন্যায় কন্দর্পশরে আহত হইয়া জনকনন্দিনীসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তাঁহার মূর্ত্তি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইলেও শ্মশানারোপিত চৈত্য বৃক্ষের ন্যায়, রোহিণীসমীপবর্ত্তী শনৈশ্চর গ্রহের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, অয়ি জনকনন্দিনি! শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইয়াছে; এক্ষণে প্রসন্ন হও; বেশ

বিন্যাস করিয়া দিতেছি। হে বরারোহে! আমাকে ভজনা কর; আমার রমণীগণের শিরোমণি হও। আমার গৃহে বহুসংখ্যক দেব, গন্ধর্ব্ব, দানব ও দৈত্যকন্যা বাস করিতেছে। হে কল্যাণি! চতুর্দ্দশ কোটি পিশাচ, অষ্টবিংশতি কোটি ভীমকর্ম্মা রাক্ষস এবং রাক্ষসের তিন গুণ যক্ষ আমার আজ্ঞাকারী। কত শত লোক আমার ধনাধ্যক্ষ ভ্রাতা কুবেরকে উপাসনা করিতেছে; আমি আপানে উপবেশন করিলে, কত শত গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা আমার ভ্রাতার ন্যায় আমাকে সেবা করে। আমি বিপ্রর্ষি বিশ্রবার পুত্র; কুবেরের ন্যায় আমার যশঃ সর্ব্বত্র প্রথিত; হে ভাবিনি! ত্রিদশালয়ে যেরূপ বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্য, পানীয় বিদ্যমান আছে, আমার আলয়েও সেইরূপ আছে; তাহার সন্দেহ নাই। হে নিতম্বিনি! এক্ষণে বনবাসজনিত দুষ্কৃত ক্ষয় কর; তুমি মন্দোদরীর ন্যায় আমার প্রণয়িনী হও।

পতিপরায়ণা জানকী রাবণের বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মুখমণ্ডল পরিবর্ত্তিত করিয়া তৃণরাশিমধ্যে অন্তরিত করিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি দুরাশয় রাক্ষসরাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাক্ষসরাজ! তুমি বারংবার বিষাদকর দুর্ব্বাক্য সকল প্রয়োগ করিতেছ; এই অভাগিনীও উহা শ্রবণ করিতেছে; আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে; অতঃপর তোমার কল্যাণ হউক; তুমি এই দুরভিলাষ পরিত্যাগ কর। আমি পতিব্রতা, পরপত্নী; তোমার গ্রহণীয় নহি; কৃপাপাত্র মানুষী তোমার উপযুক্ত প্রেয়সী নহে। তুমি অবশীভূত কামিনীর প্রতি বল প্রকাশ করিয়া কি প্রীতি লাভ করিবে? তুমি প্রজাপতিসম ব্রাহ্মণের সন্তান এবং স্বয়ং লোকপালসদৃশ হইয়া কি নিমিত্ত আপন ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ না? তুমি মহেশ্বরের সখা ধনেশ্বরকে ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিয়াও কি লজ্জিত হইতেছ না?

জনকনন্দিনী রাবণকে উক্ত প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া বসন দ্বারা গ্রীবা ও মুখমণ্ডল আচ্ছাদনপূর্ব্বক হৃৎকম্প-সহকারে রোদন করিতে লাগিলেন; তখন তাঁহার মস্তকশোভিনী সুসংযতা বেণী নিশ্বসিতা কালসর্পীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দুর্বুদ্ধি দশানন তাঁহার নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণে আপনার দুরাশা পরিপূরণে হতাশ্বাস হইয়াও পুনরায় কহিল, হে জনকনন্দিনি! মকরধ্বজ আমাকে যারপরনাই ব্যথিত করিতেছে; কিন্তু তুমি স্পৃহাবতী না হইলে কখনই আত্মস্পৃহা চরিতার্থ হইবে না। তুমি যখন অদ্যাপি আমাদের আহার স্বরূপ মনুষ্য রামচন্দ্রের অনুরোধ করিতেছ; তখন আর আমি তোমার কি করিতে পারি। রাক্ষসরাজ রাবণ এই কথা কহিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়া অভিমত দিকে প্রস্থান করিলে, রাক্ষসীগণ-পরিবৃতা, শোকাভিভূতা, জনকদুহিতা বৈদেহী সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন।

একাশীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে রাম ও লক্ষ্মণ বানররাজ সুগ্রীব কর্ত্তৃক পালিত হইয়া মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপর বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাম রজনীযোগে নির্ম্মল নভঃস্থলে চন্দ্রমাঃ সমুদিত হইয়াছে ও গ্রহ নক্ষত্রাদি তাহার চতুর্দ্দিকে শোভা পাইতেছে অবলোকন-পূর্ব্বক নিদ্রিত হইলে, প্রভাত-কালীন কুমুদ উৎপল পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ পুষ্পের পরি-মলবাহী সুগন্ধ গন্ধবহের সুখস্পর্শে প্রতি-বোধিত হইলেন। তখন তিনি সীতা রাক্ষসাগারে বদ্ধ রহিয়াছেন, স্মরণ করিয়া সাতিশয় উৎকণ্ঠিত চিত্তে লক্ষ্মণকে কহি-লেন, "হে সৌমিত্রে! তুমি কিষ্কিন্ধ্যা নগরীতে সেই গ্রাম্য ধর্ম্মনিরত স্বার্থসাধন-তৎপর কৃতঘ্ন বানররাজের নিকট গমন কর। যে কুলাধম মূঢ়কে আমি রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি। গোপুচ্ছ প্রভৃতি নানাবিধ বানরনিবহ ও ঋক্ষগণ সতত যাহাকে ভজনা করিয়া থাকে। আমি যাহার নিমিত্ত তোমার সমভিব্যাহারে কিষ্কিন্ধ্যার উপবনে বালীকে বধ করিয়াছি। এক্ষণে সেই বানরাপসদ সুগ্রীবকে নিতান্ত কৃতঘ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। ঐ দুরাত্মা আমার এই দুর্দ্দশা একবার মনেও করে না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সে মৎকৃত উপকার অল্প জ্ঞান করিয়া আমার অবমাননা-পূর্ব্বক নিয়ম প্রতিপালনে পরা-ঙ্মুখ হইয়াছে। হে ভ্রাতঃ! তুমি তথায় গমন করিলেও যদি সেই দুরাত্মা নিশ্চেষ্ট ও কামপ্রবৃত্তিপরতন্ত্র হইয়া থাকে; তবে বালীর ন্যায় তাহাকেও যমালয়ে প্রেরণ করিও। আর যদি সে আমাদিগের কার্য্য সাধনে একান্ত মনে নিযুক্ত হয়; তাহা হইলে তাহাকে এখানে আনয়ন করিও; সত্বর হও, বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

গুরুজনহিতানুষ্ঠাননিরত লক্ষ্মণ ভ্রাতার বচনানুসারে দিব্য কার্ম্মুক ও শর গ্রহণ-পূর্ব্বক কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া নির্ভয়ে পুরপ্রবেশ করিলেন। বানররাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ জানিতে পারিয়া সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক সস্ত্রীক হইয়া পূজা করিলেন। তখন সুমিত্রানন্দন নির্ভীক চিত্তে সুগ্রীবসন্নিধানে সমুদায় রামবাক্য কহিলেন। বানররাজ লক্ষ্মণের মুখে রামের আদেশ শ্রবণানন্তর ভৃত্য ও পত্নী-সমভিব্যাহারে কৃতাঞ্জলিপুটে নিতান্ত বিনীত ভাবে কহিলেন, হে লক্ষ্মণ! আমি মেধাহীন, অকৃতজ্ঞ বা নির্দ্দয় নহি। আমি সীতার অন্বেষণের নিমিত্ত যেরূপ প্রযত্ন করিতেছি; শ্রবণ কর। সুশিক্ষিত বানর-গণকে চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিয়াছি; তাহা-দিগকে এক মাস পরে প্রত্যাগমন করিতে নিয়ম করিয়া দিয়াছি। ঐ সমুদায় বানর পর্ব্বতবনগ্রামনগরসমবেত সমুদায় মেদিনী-মণ্ডলে সীতার অন্বেষণ করিবে। হে সৌমিত্রে! এক মাস পূর্ণ হইবার আর পঞ্চ রাত্রিমাত্র অবশিষ্ট আছে। ঐ পঞ্চ-রাত্র অতীত হইলেই তুমি রাম সমভি-ব্যাহারে শুভ সংবাদ শ্রবণ করিবে।

লক্ষ্মণ সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রতিপূজন করিলেন। অনন্তর তিনি বানররাজকে সমভিব্যাহারে লইয়া রামসমীপে গমনপূর্ব্বক সুগ্রীবের কার্য্যারম্ভের বিষয় নিবেদন করিলেন।

ক্রমে ক্রমে বানর সমূহ সমাগত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব, উত্তর ও পশ্চিম এই তিন দিকে যে সমুদায় বানর গমন করিয়াছিল; সকলেই প্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু কেবল যাহারা দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিল; তাহারাই প্রত্যাগত হইল না। সমাগত বানরগণ রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিল, মহাশয়! আমরা সসাগরা সদ্বীপা সমুদায় মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু কোন স্থানেই সীতা বা রাবণের উদ্দেশ প্রাপ্ত হই নাই। তখন বৈদেহীবিয়োগবিধুর রঘুনন্দন দক্ষিণ দিকে প্রস্থিত বানরগণের নিকট জানকীর বার্ত্তা শ্রবণের আশায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন।

দুই মাস অতীত হইলে পর, একদা কতকগুলি বানর সত্বরে সুগ্রীবসন্নিধানে সমাগত হইয়া কহিল, মহারাজ! হনূমান্, অঙ্গদ ও অন্যান্য যে সমুদায় বানরগণকে দক্ষিণ দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তাহারা আসিয়া আজি আপনার চিররক্ষিত ও যত্নপূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত মধুবনে প্রবেশপূর্ব্বক সমুদায় ফল ভক্ষণ করিতেছে। কপিরাজ সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণের সেই প্রণয়সূচক কার্য্য শ্রবণে তাঁহাদিগকে কৃতকার্য্য বিবেচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। তখন তিনি রামসমীপে ঐ বৃত্তান্ত কহিলে রামও মৈথিলী দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া অনুমান করিলেন।

অনন্তর হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ বিশ্রান্ত হইয়া রামলক্ষ্মণসন্নিধানে বানররাজ সুগ্রীবের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রঘুবংশাবতংস রাম হনূমানের গতি ও মুখবর্ণ নিরীক্ষণ করিয়া সীতা দৃষ্ট হইয়াছেন বলিয়া প্রত্যয় করিলেন। তখন পূর্ণমানস হনূমান্ প্রভৃতি বানরগণ রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে যথাবিধি প্রণাম করিলে, রাম সশর শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক সেই সমুদায় বানরগণকে কহিতে লাগিলেন; তোমরা কি কৃতকার্য্য হইয়াছ? আমায় কি জীবিত রাখিবে? আমি কি যুদ্ধে শত্রু বিনাশ করিয়া জানকীকে আনয়নপূর্ব্বক পুনরায় অযোধ্যায় রাজ্য করিব? আমি সীতার উদ্ধার সাধন ও সংগ্রামে শত্রুগণকে বিনাশ না করিয়া কোন ক্রমেই ক্ষান্ত হইব না। আমি হৃতদার ও অবমানিত হইয়া কদাচ জীবন ধারণ করিব না।

অনন্তর পবননন্দন হনূমান্ কহিলেন, হে রাম! আমি আপনাকে একটি প্রিয় বাক্য কহিতেছি; শ্রবণ করুন; আমি আপনার জানকীকে নিরীক্ষণ করিয়াছি। আমরা বহু কাল অচলাকর অরণ্যপরিপূর্ণ দক্ষিণ দিক্ অনুসন্ধান করিয়া একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অতি গভীর এক

গুহা অবলোকন করিলাম। ঐ গুহা বহু যোজন আয়ত, গাঢ় তিমিরে নিরন্তর সমাচ্ছন্ন, কীটকুলসঙ্কুল ও নিরবচ্ছিন্ন নিবিড় কাননে পরিপূর্ণ রহিয়াছে।

আমরা তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক বহু দূর গমন করিয়া দিবাকরের আলোক ও ময় দানবের পূর্ব্ব ভবন সুরম্য এক হর্ম্ম্য অবলোকন করিলাম; সেই স্থানে প্রভাবতী নাম্নী এক বর্ষীয়সী তাপসী তপস্যা করিতেছেন। আমরা তদ্দত্ত পান ভোজনে পরিতৃপ্ত ও লব্ধবল হইয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক গুহা হইতে বহির্গত হইলাম। পরে সহ্য, মলয় ও দর্দ্দুর পর্ব্বত এবং অগাধ নীরনিধি নিরীক্ষণ করিয়া মলয় পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সাতিশয় বিষণ্ণ, ব্যথিত ও জীবিতাশায় নিরাশ হইলাম। আমরা সেই বহু যোজন বিস্তীর্ণ তিমি-মকর-নক্র-সার্থপরিপূর্ণ মহার্ণব কিরূপে উল্লঙ্ঘন করিব; ইহাই নিতান্ত দীনমনে বারংবার ভাবিতে লাগিলাম।

অনন্তর আমরা সেই স্থানে প্রায়োপবেশনে কৃতসংকল্প ও একত্র সমাসীন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে গৃধ্ররাজ জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলাম। ইত্যবসরে উত্তুঙ্গ শৈলশৃঙ্গসদৃশ ঘোররূপ অতি ভীষণ এক পক্ষী নিরীক্ষণ করিলাম। সে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবার অভিলাষে উপস্থিত হইয়া কহিল। অহে! কে আমার ভ্রাতা জটায়ুর কথা কীর্ত্তন করিতেছ? আমি তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতি। একদা আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করিয়া সূর্য্যসদনে উপস্থিত হইলে তাঁহার উত্তাপে আমার পক্ষ দগ্ধ হইয়া গেল, কিন্তু জটায়ুর পক্ষ সকল তদ্রূপই রহিল। আমি দগ্ধপক্ষ হইয়া তৎক্ষণাৎ এই গিরিপৃষ্ঠে নিপতিত হইলাম।

অনন্তর আমরা সম্পাতিকে জটায়ুর মৃত্যুসংবাদ নিবেদন করিলে, তিনি ঐ অপ্রিয় সমাচার কর্ণগোচর করিয়া বিষণ্ণ মনে আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে কপীন্দ্রগণ! রাম কে? সীতা কি নিমিত্ত অপহৃতা হইয়াছেন ও জটায়ুরই বা কি নিমিত্ত মৃত্যু ঘটনা হইল? আমি এই সমস্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি। তখন আমরা আপনার বিপদ্‌বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমাদিগের প্রায়োপবেশনের বিষয় সকল নিবেদন করিলাম।

অনন্তর সম্পাতি আমাদিগকে উত্থাপিত করিয়া কহিলেন, "আমি রাবণকে সবিশেষ জ্ঞাত আছি; সাগরপারে ত্রিকূটকন্দরে তাহার রাজধানী লঙ্কাও দেখিয়াছি। তথায় সীতা দেবী অবস্থান করিতেছেন; তাহার সন্দেহ নাই"। তখন আমরা সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত মন্ত্রণা করিতে লাগিলাম; কিন্তু কেহই তদ্বিষয়ে অধ্যবসায় প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, পরিশেষে আমিই পিতা পবনকে অবলম্বন করিয়া জলরাক্ষসী বিনাশ-পূর্ব্বক সেই শত যোজন বিস্তীর্ণ অতি ভীষণ সলিলরাশি অনায়াসেই অতিক্রম করিলাম এবং রাক্ষস-

রাজ রাবণের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অতিদীনা সতী সীতাকে নয়নগোচর করিলাম। তিনি স্বামিসমাগম লালসায় মগ্ন হইয়া উপবাস ও তপস্যায় নিরন্তর মনোনিবেশ করিয়া আছেন; তাঁহার মস্তকে জটাভার; সর্ব্বাঙ্গ মললিপ্ত ও নিতান্ত কৃশ। আমি এই সকল পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে তাঁহাকে সীতা বোধ করিয়া সম্মুখীন হইয়া কহিলাম, আর্য্যে! আমি পবনাত্মজ হনুমান্; রামের দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দেবীকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আকাশমার্গ দিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। এক্ষণে রাজকুমার রাম লক্ষ্মণ কুশলে আছেন। কপিবর সুগ্রীব প্রভৃতি সকল বানর তাঁহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। রাম ও লক্ষ্মণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, বীরবর সুগ্রীবও মিত্রভাবে আপনার মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। রাম মহাবল কপিবল-সমভিব্যাহারে সত্বরেই লঙ্কা পুরে উপস্থিত হইবেন। হে দেবি! আমি প্রচ্ছন্নরূপী রাক্ষস নহি; আমাকে প্রকৃত বানর বলিয়াই বিশ্বাস করিবেন।

তখন জনকদুহিতা সীতা মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, বৎস! একদা শিষ্টতম রাক্ষস অবিন্ধ্য আমাকে কহিয়াছিল যে, কপীশ্বর সুগ্রীব হনূমান্ প্রভৃতি মন্ত্রিসমূহে সতত পরিবৃত থাকেন; তদনুসারে তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর; এই বলিয়া তিনি অভিজ্ঞানস্বরূপ এই মণিটি আমাকে প্রদান করিয়া আপনার মনে বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্ত কহিলেন, "রাম মহাগিরি চিত্রকূটে অবস্থান কালে এক কাককে লক্ষ্য করিয়া ঈষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন"। অনন্তর আমি রাক্ষস কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া লঙ্কা পুরী দগ্ধ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; এই বলিয়া মহাবীর হনূমান্ রামকে অর্চ্চনা করিলেন।

দ্ব্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সমুদায় বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের বচনানুসারে পর্ব্বতোপরি বানরগণের সহিত সুখাসীন রামের সমীপে সমুপস্থিত হইতে লাগিল। বালীর শ্বশুর শ্রীমান্ সুষেণ মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র কোটি বানর লইয়া আগমন করিল। বানরেন্দ্র গয় ও গবয় শত কোটি বানরে পরিবৃত হইয়া সমাগত হইল। ভীমদর্শন গবাক্ষ নামা গোলাঙ্গুল বানর ষষ্টি সহস্র কোটি বানরসমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে আগমন করিল। গন্ধমাদননিবাসী গন্ধমাদন নামা বানর শত সহস্র কোটি বানর লইয়া উপস্থিত হইল। পনস নামে মেধাবী মহাবল পরাক্রান্ত বানর দ্বিপঞ্চাশৎ কোটি বানর আনয়ন করিল। বলবীর্য্যসম্পন্ন শ্রীমান্ দধিমুখ নামে বৃদ্ধ বানর ভীমপরাক্রমশালী সুমহতী বানরসেনা লইয়া রামসন্নিধানে সমাগত হইল। জাম্ববান্ কৃষ্ণবর্ণ পাণ্ডুবদন ভীমকর্ম্মা শত সহস্র কোটি ভল্লুক লইয়া আগমন করিল।

এই সমুদায় ও অন্যান্য বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান বানরগণ রামের কার্য্য সাধন নিমিত্ত তথায় সমুপস্থিত হইল। ঐ সমস্ত গিরিকূটসন্নিভ বানরগণ মহাবেগে ধাবমান হইয়া তুমুল শব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। উহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শৈলশৃঙ্গের ন্যায়; কেহ কেহ মহিষের তুল্য; কেহ কেহ বা শরদভ্রসন্নিভ ও হিঙ্গুলবর্ণ মুখসম্পন্ন। কপিগণ উৎপতিত, পতিত ও প্লবমান হইয়া ধুলিপটল উদ্ধৃত করিয়া মহাবেগে চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিল। ঐ সমুদায় বানরসৈন্য সুগ্রীবের অনুমতি ক্রমে সেই স্থানেই সন্নিবেশিত হইয়া রহিল।

এই রূপে সেই সমুদায় প্রধান প্রধান বানরগণ একত্র মিলিত হইলে, রাম প্রশস্ত তিথি নক্ষত্রে উত্তম মুহূর্ত্তে তাহাদিগকে লইয়া সুগ্রীব-সমভিব্যাহারে গমন করিলেন; বোধ হইল যেন, ভূলোক আলোড়িত হইতে লাগিল। পবননন্দন হনুমান্ সেই মহাসৈন্যের মুখস্বরূপ হইলেন এবং সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ উহার জঘনদেশ পালন করিতে লাগিলেন। গোধাঙ্গুলিত্রধারী রাম ও লক্ষ্মণ কপিসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া গ্রহগণপরিবৃত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। ঐ সুমহৎ বানরসৈন্য শাল, তাল ও শিলা ধারণ করিয়া উদয়াচলচূড়াবলম্বী দিনকরের অভিমুখস্থিত শালিকাননের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সেই মহতী বানরচমূ নল, নীল, অঙ্গদ, ক্রাথ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ কর্ত্তৃক পালিত হইয়া রাঘবের কার্য্য সাধন করিতে গমন করিল। সৈন্যগণ প্রভূত মধু-মাংস ও জলসম্পন্ন বিবিধ ফলমূলসমাকীর্ণ অরণ্য ও গিরিশিলাতলে বাস করিয়া নির্ব্বিঘ্নে ক্ষীরোদ সাগরসমীপে সমুপস্থিত হইল। দ্বিতীয় সাগরসন্নিভ বহুধ্বজশালী সেই বানরসৈন্য সমুদ্রের বেলাভূমিতে বাস করিতে লাগিল।

তখন শ্রীমান্ দাশরথি সুগ্রীব ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণকে কহিলেন, তোমাদের মতে সাগর লঙ্ঘনের উপায় কি? কিরূপে এই মহতী সেনা ঈদৃশ দুস্তর সাগর পার হইবে? তখন কোন কোন স্বাভিমানী বানর কহিল, আমরা লম্ফ প্রদান দ্বারা সমুদ্র পার হইব। কেহ কেহ নৌকা দ্বারা ও কেহ কেহ বা বিবিধ প্লব দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে স্থির করিল। তখন রাম তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, ইহার মধ্যে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ সাগর শত যোজন বিস্তীর্ণ; সমুদায় বানরগণ লম্ফ প্রদান দ্বারা উহা অতিক্রমণ করিতে সমর্থ হইবে না। এত অধিক নৌকাও নাই যে, এই মহতী চমূ তদ্দ্বারা পার হইতে পারে। বিশেষতঃ বণিক্‌দিগের প্রতি উপদ্রব করা মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত অকর্ত্তব্য। শত্রুগণ ছিদ্র পাইলেই আমাদের এই অসংখ্য সৈন্য অনায়াসে সংহার করিবে; অতএব প্লব বা উড়ুপ দ্বারা পার হওয়া আমার মতে কোন মতই যুক্তিসিদ্ধ হয় না; অত-

এব আমি ঐ সমস্ত উপায় পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্নাকরের আরাধনা করি। আমি উপবাস করিয়া ইহার তীরে শয়ান থাকিলে, ইনি অবশ্যই আমাকে পথ প্রদান করিবেন। যদি না করেন; তবে অগ্নিতুল্য সমুজ্জ্বল অপ্রতিহত মহাস্ত্র দ্বারা ইঁহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব।

এই বলিয়া রাম লক্ষ্মণের সহিত কুশাসন সংস্তীর্ণ করিয়া সাগরতীরে শয়ন করিয়া রহিলেন। তখন রত্নাকর রাঘবের স্বপ্নযোগে জলজন্তুগণের সহিত আবির্ভূত হইয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে লোকনাথ! আমি কোন্ বিষয়ে আপনাকে সাহায্য প্রদান করিব, আদেশ করুন। রাম কহিলেন, হে সমুদ্র! আমি ইক্ষ্বাকুবংশীয়, তোমারই জ্ঞাতি; এক্ষণে রাক্ষসকুলপাংসন রাবণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত লঙ্কায় গমন করিব; অতএব তুমি আমার সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান কর। যদি এই বিষয়ে সম্মত না হও, তাহা হইলে এখনই মন্ত্রপূত শর দ্বারা তোমাকে শুষ্ক করিব।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র নিম্নগাপতি অতিমাত্র দুঃখিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে রাঘব! আপনি আমার শোষণবিষয়ে বিরত হউন; আমি কদাচ আপনার বিঘ্ন সম্পাদন করিব না। কিন্তু এক্ষণে আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করুন। অদ্য যদি আপনার আদেশানুসারে সৈন্যগণের গমনপথ প্রদান করি; তাহা হইলে অন্যেও কার্ম্মুকবলে আমাকে এই রূপ আজ্ঞা করিবে; সন্দেহ নাই। অতএব বিশ্বকর্ম্মার আত্মজ সাতিশয় শিল্পী নল নামা মহাবল এক বানর আছেন; তিনি আমার উপর যে সমস্ত শিলা, কাষ্ঠ ও তৃণ নিক্ষেপ করিবেন; আমি তাহা ধারণ করিয়া আপনার সেতু প্রস্তুত করিয়া দিব। এই বলিয়া সরিৎপতি সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর রাঘব নলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে নল! তুমি সকল বিষয়েই সমর্থ এবং আমার একান্ত প্রিয়তম; এক্ষণে সমুদ্রে সেতু বন্ধন কর। এই বলিয়া রঘুবংশাবতংস রাম সাগরনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক নল বানর দ্বারা দশ যোজন বিস্তীর্ণ ও শত যোজন আয়ত এক সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। অদ্যাপি উহা ভূমণ্ডলে নলসেতু বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে এবং সমুদ্র রামের আদেশক্রমে আজিও ঐ পর্ব্বততুল্য প্রকাণ্ড সেতু অনায়াসে ধারণ করিয়া আছেন।

অনন্তর একদা রাবণের ভ্রাতা পরম ধার্ম্মিক বিভীষণ মন্ত্রিসমভিব্যাহারে সাগরতীরবর্ত্তী রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলে, রাম স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন বিভীষণকে রাবণের গুপ্তচর বলিয়া সুগ্রীবের অন্তঃকরণে শঙ্কা জন্মিল। রাম আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাকে নির্দ্দোষ বিবেচনা করিয়া যথোচিত উপচারে অর্চ্চনা-পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং

মন্ত্রণাবিষয়ে লক্ষণের পরম সুহৃৎ করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাম বিভীষণের মতানুসারে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে এক মাসে সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র পার হইলেন। পরে লঙ্কা প্রবেশ করিয়া বানরগণ দ্বারা রাবণের অতি বিস্তীর্ণ বহুবিধ রমণীয় উদ্যান ভগ্ন করিলেন। রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ গুপ্তচর হইয়া বানরবেশে স্কন্ধাবারে প্রবেশ করিয়াছিল; বিভীষণ জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে ধারণ করিলেন। পরে যখন তাহারা পুনর্ব্বার রাক্ষসরূপ পরিগ্রহ করিল; তখন কৃপাবান্ রাম তাহাদিগকে কপিবল অবলোকন করাইয়া প্রতিগমনের আদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর তিনি সেই নগরীয় সুরম্য উপবনে সেনানিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক মহাবীর অঙ্গদকে দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

ত্র্যশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! এ দিকে রাবণ যুদ্ধশাস্ত্রানুসারে লঙ্কা পুরীমধ্যে বিবিধ যুদ্ধোপকরণ সামগ্রী সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। সেই পুরী স্বভাবতই দুরাক্রমণীয়; তাহাতে আবার দৃঢ়তর প্রাকার ও তোরণে পরিরক্ষিত; এবং মীনকুম্ভীর-সমাকীর্ণ অগাধ জলপরিপূর্ণ সাতটী পরিখায় পরিবেষ্টিত। প্রথম পরিখা সুদৃঢ় খদিরকাষ্ঠবিনির্ম্মিত শঙ্কুসমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত; দ্বিতীয় পরিখা কপাটযন্ত্রে দৃঢ়ীকৃত; তৃতীয় পরিখা লগুড় ও প্রস্তরগোলকে ব্যাপ্ত; চতুর্থ পরিখা আশীবিষ সমূহ ও যোদ্ধৃগণে নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ; পঞ্চম পরিখা সর্জ্জ-রস ও ধূলিপটলে পরিপূর্ণ; ষষ্ঠ পরিখা মুষল, আলাত, নারাচ, তোমর, খড়্গ, পরশু ও শতঘ্নীসমাকীর্ণ; সপ্তম পরিখা মধূচ্ছিষ্ট ও মুদ্গর সমূহে সমাকীর্ণ। সমুদায় পুরদ্বারে স্থাবর ও জঙ্গম বুরুর্জ সকল গজবাজিনিবহে পরিপূর্ণ ও পদাতি সমূহে পরিরক্ষিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রামচন্দ্রপ্রেরিত বীরবর অঙ্গদ রাক্ষসরাজের অজ্ঞাতসারে পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট ও কোটি কোটি রাক্ষসগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক মেঘমালার অভ্যন্তর স্থিত আদিত্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং অমাত্যগণবেষ্টিত রাক্ষসাধিপতি রাবণের সমীপবর্ত্তী হইয়া বাগ্মিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক রামচন্দ্রের আদেশসকল কহিতে আরম্ভ করিল, হে রাজন্! মহাযশাঃ অযোধ্যানাথ কহিয়াছেন যে, "দেশ ও নগর সকল দুরাত্মা অন্যায়কারী শাসনকর্ত্তার পরতন্ত্র হইলে, দুর্নীতিনিবন্ধন উচ্ছেদদশা প্রাপ্ত হয়; তাহার সন্দেহ নাই। তুমি বলপূর্ব্বক আমার সীতাকে অপহরণ করিয়া কেবল একাকী অপরাধী হইয়াছ; কিন্তু সেই একের অপরাধে কত শত নিরপরাধ প্রজার প্রাণ দণ্ড হইবে, তাহা বলিতে পারি না। তুমি যে বলদর্পে দর্পিত হইয়া বনবাসী ঋষিগণের হিংসা ও দেবনিবহের অবমাননা

করিয়াছ; তুমি রাজর্ষিদিগকে নিহত করিয়াছ; এবং অবলাগণের নেত্রজল উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছ; এক্ষণে তোমাকে সেই সকল দুর্নীতির ফল ভোগ করিতে হইবে; সন্দেহ নাই। তুমি যুদ্ধই কর, আর আপনার পৌরুষই প্রকাশ কর, আমি তোমাকে অমাত্যসহ শমনসদনে প্রেরণ করিব। হে নিশাচর! তুমি আমার এই মানব ধনুর বীর্য্য প্রত্যক্ষ কর। তুমি জানকীকে মুক্ত করিলেও আমার নিকট মুক্তি পাইবে না; আমি নিশিত শর সমূহে এই ভূমণ্ডল রাক্ষসশূন্য করিব; তাহার সন্দেহ নাই"।

তখন ক্রোধমূর্চ্ছিত রাবণ দূতের পরুষ বাক্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া চারি জন রজনীচরকে ইঙ্গিত করিলেন। যেমন পক্ষিগণ শার্দ্দূলকে আক্রমণ করে; সেই রূপ ঐ চারি জন রজনীচর অঙ্গদের চারি অঙ্গ ধারণ করিল। অঙ্গদ অঙ্গসংলগ্ন চারি জন নিশাচরকে গ্রহণ করিয়া আকাশে উৎপতিত হইয়া প্রাসাদতলে আরোহণ করিল। উৎপতন কালে ঐ চারি নিশাচর আর্ত্ত নাদ করিয়া ভূমিতলে নিপতিত ও চূর্ণহৃদয় হইয়া গেল।

অঙ্গদ তখন হর্ম্ম্যশিখর হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক লঙ্কা পুরী উল্লঙ্ঘন করিয়া স্ববলসমীপে উপনীত হইল এবং রামচন্দ্রকে আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদনপূর্ব্বক তৎকর্ত্তৃক অভিনন্দিত হইয়া বিশ্রাম করিল।

অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র মহাবেগবান্ বানরগণের সম্যক্ সাহায্যে লঙ্কার প্রাকার ভগ্ন করিলেন। লক্ষ্মণ বিভীষণ ও জাম্ববান্সমভিব্যাহারে দুরতিক্রম্য দক্ষিণ দ্বার আক্রমণ করিলেন। তখন করভকায় ও অরুণবর্ণ অতি মাত্র যোদ্ধা শত সহস্র কোটি বানর তাঁহার সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিল; এবং লম্ববাহু দীর্ঘকর আয়তোরু ও মহাজঙ্ঘাশালী ধূম্রবর্ণ তিন কোটি ভল্লুক সেই নগর নিপীড়ন করিতে লাগিল। বানরগণের উৎপতন ও নিপতনে ধূলিপটল উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রভাকরের প্রভা তিরোহিত করিল। কোন বানর শালিপ্রসূনসদৃশ; কেহ কেহ বা শিরীষ কুসুমতুল্য; কেহ কেহ বা তরুণ অরুণসন্নিভ এবং কেহ কেহ বা শণের ন্যায় গৌরবর্ণ; ঈদৃশ বিচিত্রবর্ণ বানরগণাধিষ্ঠিত পুরপ্রাচীর কাপিল বর্ণ হইয়া উঠিল; আবালবৃদ্ধ বনিতা রাক্ষসগণ বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে দর্শন করিতে লাগিল।

বানরগণ নগরের মণিস্তম্ভ ও কর্ণাটশিখর সকল ভগ্ন করিল; পরে শতঘ্নী, চক্র, লগুড় ও প্রস্তর গ্রহণ করিয়া মহাশব্দে মহাবেগে ভগ্ন ও উৎপাটিত শৃঙ্গ এবং যন্ত্র সকল লঙ্কামধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল নিশাচর প্রাকারোপরি উপবিষ্ট ছিল, তাহারা কপিগণের উপদ্রবে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল।

অনন্তর বিকৃতাকার, কৃষ্ণকায়, কামরূপী শত সহস্র বিক্রমশালী নিশাচর রাব-

ণের আদেশানুসারে প্রাকারপৃষ্ঠে আরোহণ ও বানরগণকে আক্রমণপূর্ব্বক শস্ত্রজাল বর্ষণে অপসারিত করিয়া সেই প্রাকার কপিশূন্য করিল; এক দিকে বানরগণ শূলাঘাতে, অন্য দিকে রাক্ষসগণ স্তম্ভতোরণাঘাতে নিপতিত হইতে লাগিল। কোন স্থানে কেশাকেশি, কোন স্থানে নখানখি ও কোন স্থানে দন্তাদন্তি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয় দলই তর্জ্জনগর্জ্জনপূর্ব্বক এরূপ উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, ভূতলে নিপাতিত ও নিহত না হইলে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করে না।

এ দিকে রামচন্দ্র পয়োধরের ধারা বর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করিয়া অনেক সংখ্যক নিশাচরকে ধরাশায়ী করিলেন। দৃঢ়ধন্বা শ্রমশূন্য সৌমিত্রিও নারাচ সমূহ দ্বারা একে একে দুর্গস্থ অরাতিগণকে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। এই রূপে লঙ্কা পুরী বিমর্দ্দিত হইলে, সে দিন সৈন্যগণ চরিতার্থ ও জয় প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের আজ্ঞাক্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

চতুরশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন পর্ব্বণ, পতন, জম্ভ, খর, ক্রোধবশ, হরি, প্ররুজ, আরুজ, প্রঘস প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাবণানুগত পিশাচ ও ক্ষুদ্র রাক্ষসগণ প্রচ্ছন্নরূপে রামচন্দ্রের সেনানিবেশে প্রবেশ করিল। বিভীষণ ঐ দুরাত্মাদিগকে অদৃশ্য ভাবে আগমন করিতে দেখিয়া তাহাদের অন্তর্দ্ধান শক্তি নিরোধ করিলেন। এই রূপে তাহারা দৃষ্টিগোচর হইতে আরম্ভ হইলে, মহাবল পরাক্রান্ত বানরগণ তাহাদিগকে সংহার করিয়া ধরাসাৎ করিল।

তখন যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ মহাবীর রাবণ সৈন্যক্ষয় সহ্য করিতে না পারিয়া ঘোররূপ রাক্ষস ও পিশাচসৈন্য-সমভিব্যাহারে যুদ্ধক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন এবং ঔশনস ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক বানরগণকে পরিবেষ্টন করিলে, রঘুবংশাবতংস রাম তদ্দর্শনে বার্হস্পত্য বিধানানুসারে ব্যূহ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। রাম রাবণের সহিত, লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত, সুগ্রীব বিরূপাক্ষের সহিত, নিখর্বট তারের সহিত, নল তুণ্ডের সহিত ও পটুশ পনসের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সৈন্যগণ স্ব স্ব বাহুবল অবলম্বনপূর্ব্বক যে যাহাকে আপনার সমকক্ষ জ্ঞান করিল, তাহারই সহিত সে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

পূর্ব্বকালে দেবাসুরের যেরূপ ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল, এক্ষণে এই যুদ্ধও তদ্রূপ হইয়া উঠিল। এই তুমুল সংগ্রাম সন্দর্শনে ভীরুগণের ভয় বৃদ্ধি ও লোমহর্ষণ হইতে লাগিল। রাম ও রাবণ শক্তি, শূল, অসি প্রভৃতি বিবিধ শাণিত লৌহময় অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন; লক্ষ্মণ ও ইন্দ্রজিৎ বহুবিধ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা পরস্পরকে পীড়িত করিলেন এবং বিভীষণ ও

প্রহস্ত পরস্পর পরস্পরের উপর খগপত্রযুক্ত নিশিত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ তৎকালে সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষগণ পরস্পরের প্রতি এরূপ শর সন্ধান করিতে লাগিলেন যে, তদ্দ্বারা স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পঞ্চাশিত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন প্রহস্ত রাক্ষস সহসা বিভীষণসমীপে আগমন করিয়া গভীর গর্জ্জন-পূর্ব্বক তাঁহাকে গদাঘাত করিল। মহাবল পরাক্রান্ত বিভীষণ সেই দারুণ গদাঘাতেও কিঞ্চিন্মাত্র ব্যথিত বা কম্পিত না হইয়া হিমাচলের ন্যায় স্থির পদে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং সুবিপুল শতঘণ্টাযুক্ত শক্তি মন্ত্রপূত করিয়া প্রহস্তের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। শক্তি অশনিবেগে নিপতিত হইয়া মস্তক ছেদন করাতে, সে বাতরুগ্ন বৃক্ষের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল। রজনীচর প্রহস্ত রণে নিহত হইলে, ধূম্রাক্ষ রাক্ষস মহাবেগে কপিগণের প্রতি ধাবমান হইল। প্রধান প্রধান বানরগণ মেঘসদৃশ ভীমদর্শন ধূম্রাক্ষের সেনাগণকে আগমন করিতে দেখিয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল।

পবননন্দন মহাবীর হনূমান্ সহসা বানরগণকে পলায়ন করিতে দেখিয়া রণক্ষেত্রে গমন করিলেন। বানরগণ মহাবল পরাক্রান্ত মারুততনয়কে সমরক্ষেত্রে সমাগত নিরীক্ষণ করিয়া সত্বরে চতুর্দ্দিক্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল। তখন রাম ও রাবণের সৈন্যগণ পরস্পরের প্রতি ধাবমান হওয়াতে লোমহর্ষণ তুমুল কোলাহল সমুত্থিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল; হতাহত সেনাগণের রুধিরধারায় রণক্ষেত্র পঙ্কিল হইয়া উঠিল। নিশাচর ধূম্রাক্ষ ঐ সময় শরনিকর নিক্ষেপ দ্বারা কপিগণকে তাড়িত করিতে লাগিল। পবননন্দন তদ্দর্শনে তৎক্ষণাৎ রাক্ষসের সম্মুখীন হইলেন। পূর্ব্বে ইন্দ্র ও প্রহ্লাদের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে হনূমান্ ও ধূম্রাক্ষের তদ্রূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল। রাক্ষস গদা ও পরিঘ দ্বারা হনূমানকে প্রহার করিলে, হনূমান্ও শাখাপল্লবসমবেত বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পবননন্দন সাতিশয় ক্রোধপরবশ হইয়া এক কালে ধূম্রাক্ষ এবং তাহার অশ্বগণ, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন।

বানরগণ ধূম্রাক্ষকে নিহত নিরীক্ষণ করিয়া অশঙ্কিত চিত্তে রাক্ষসসেনাগণকে বিনাশ করিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বানরদিগের প্রহারে সাতিশয় ব্যথিত ও ভগ্নসংকল্প হইয়া ভয়ে লঙ্কামধ্যে পলায়নপূর্ব্বক রাবণসমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহাধনুর্দ্ধর প্রহস্ত ও ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে বানরহস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক সিংহাসন হইতে সমুত্থিত হইয়া কহিলেন,

এইবার কুম্ভকর্ণের কার্য্যকাল সমুপস্থিত হইয়াছে।’ এই কথা বলিয়া মহানিস্বন বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক অতিশয় নিদ্রালু কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করিলেন।

এই রূপে বহু প্রযত্নে মহাবল পরাক্রান্ত কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইয়া অব্যগ্র চিত্তে সমুপবিষ্ট হইলে পর, মহাবীর দশানন তাঁহাকে কহিলেন, হে কুম্ভকর্ণ! তুমি ধন্য; তোমার নিদ্রাও আশ্চর্য্য, তুমি এরূপ অভিভূত হইয়াছিলে যে, এই দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়াছে, উহার অণুমাত্রও তোমার জ্ঞানগোচর হয় নাই। হে ভ্রাতঃ! আমি রামের ভার্য্যা জানকীকে হরণ করিয়া আনিয়াছি; সে তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত বানরগণ-সমভিব্যাহারে সেতু বন্ধনপূর্ব্বক পারাবার পার হইয়া আমাদিগকে অপমান করিয়া রাক্ষসগণকে সংহার করিয়াছে। ঐ দুরাত্মা প্রহস্ত প্রভৃতি আমাদিগের স্বজনগণকে নিহত করিয়াছে। হে অরাতিনিপাতন! তোমা ব্যতীত আর কেহই ঐ দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর নিহন্তা নাই; অতএব তুমি মহতী সেনা-সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া শত্রুগণকে সংহার কর। বজ্রবেগ ও প্রমাথী নামে দূষণের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রভূততর সৈন্য লইয়া তোমার সহিত গমন করিবে।

রাক্ষসাধিপতি দশানন কুম্ভকর্ণকে এই রূপ আদেশ করিয়া বজ্রবেগ ও প্রমাথীকে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিযুক্ত করিলেন; তাহারা ‘যে আজ্ঞা মহারাজ!’ বলিয়া কুম্ভকর্ণকে অগ্রসর করিয়া সত্বরে পুরমধ্য হইতে বহির্গত হইল।

ষড়শীত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর কুম্ভকর্ণ অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে নগর হইতে নির্গত হইয়া সম্মুখে বানরসৈন্য নিরীক্ষণ করিলেন। পরে রামদর্শন বাসনায় সেই সৈন্যমধ্যে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কার্ম্মুকধারী লক্ষ্মণকে দেখিতে পাইলেন। তখন বানরগণ কুম্ভকর্ণকে বেষ্টন করিয়া অতি বিশাল পাদপ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কেহ কেহ নির্ভীক হইয়া খর নখর প্রহারে তাঁহার কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল। এই রূপে তাহারা ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কুম্ভকর্ণকে বহুবিধ আয়ুধ প্রহার করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ বানরগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার বারংবার তাড়িত হইয়া সহাস্য মুখে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; চণ্ডবল ও বজ্রবাহু নামে মহাবল পরাক্রান্ত বানরদ্বয়কে অনায়াসে গ্রাস করিলেন। তখন তার প্রভৃতি বানরেরা কুম্ভকর্ণের এই রূপ ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত ও কম্পিত হৃদয়ে চীৎকার করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মহাবীর সুগ্রীব নির্ভয়ে কুম্ভকর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া বল প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে এক বিশাল শাল বৃক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। বৃক্ষ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র শত খণ্ডে চূর্ণ

হইয়া গেল; কিন্তু মহাবীর কুম্ভকর্ণের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইল না।

বীরবর কুম্ভকর্ণ শাল প্রহারে প্রতিবোধিত হইয়া সিংহনাদ পরিত্যাগ ও বল প্রকাশপূর্ব্বক সুগ্রীবকে ভুজপঞ্জরে রুদ্ধ করিয়া হরণ করিলেন। মিত্রবৎসল সৌমিত্রি এই ব্যাপার নেত্রগোচর করিয়া কুম্ভকর্ণের প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন এবং শরাসনে শর সন্ধান করিয়া অনবরত প্রহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল নিশিত শর কুম্ভকর্ণের বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করিয়া শোণিতাক্ত হইয়া পৃথিবী বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

অনন্তর কুম্ভকর্ণ কপীশ্বর সুগ্রীবকে পরিত্যাগপূর্ব্বক এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড উদ্যত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইলেন। লক্ষ্মণ সত্বরে খরধার ক্ষুর প্রহারে তাঁহার উদ্যত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন। তখন কুম্ভকর্ণের চারিমাত্র হস্ত অবশিষ্ট রহিল। পরে লক্ষ্মণ সম্মুখীন হইয়া তাঁহার গৃহীতাস্ত্র হস্তচতুষ্টয় ক্ষুর দ্বারা ছেদন করিলেন।

তখন মহাবীর কুম্ভকর্ণ কলেবর বৃদ্ধি করিয়া বহুতর কর, চরণ ও শিরঃসম্পন্ন হইলেন। লক্ষ্মণ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা পর্ব্বতের ন্যায় উন্নতকায় কুম্ভকর্ণকে বিদীর্ণ করিলে, তিনি অশনিনির্দ্দগ্ধ শাখাপল্লবশালী পাদপের ন্যায় তৎক্ষণাৎ রণক্ষেত্রে নিপতিত হইলেন। রাক্ষসেরা কুম্ভকর্ণকে ভূমিপতিত ও গতাসু দেখিয়া সচকিত চিত্তে আশু পলায়ন করিতে লাগিল।

অনন্তর দূষণানুজ বজ্রবেগ ও প্রমাথি যোদ্ধৃবর্গকে প্রতিষেধ করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। লক্ষ্মণ তাহাদিগকে আগমন করিতে অবলোকন করিয়া সিংহনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শর প্রহার করিতে লাগিলেন। এই রূপে উভয় পক্ষেরই ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, লক্ষ্মণ তাহাদিগের প্রতি অনবরত বাণ বর্ষণ করিলেন; তাহারাও ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া নিরন্তর শর নিক্ষেপ করিল। এই অবসরে মহাবীর মারুতি এক অদ্রিশৃঙ্গ গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধাবমান হইয়া বজ্রবেগের প্রাণ সংহার করিলেন। পরে মহাবল নীল এক প্রকাণ্ড পর্ব্বত উদ্যত করিয়া দ্রুতবেগে আগমনপূর্ব্বক প্রমাথিকে বিনাশ করিল। তখন উভয় পক্ষের সৈন্যেরা পুনরায় পরস্পর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। ঐ যুদ্ধে বানরেরাই অধিকাংশ রাক্ষসকে বিনাশ করিল; কিন্তু রাক্ষসেরা বানরদিগকে তদ্রূপ সংহার করিতে সমর্থ হইল না।

সপ্তাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর রাক্ষসপ্রবর রাবণ সানুচর কুম্ভকর্ণ ও মহাবল ধূম্রাক্ষ সংগ্রামে নিহত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া আত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া ভূমণ্ডলে

আমার যশোরাশি বিস্তার করিয়াছ; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বা সম্মুখীন হইয়া দিব্য প্রাপ্তবর শর দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার কর। রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব ইহারা তোমার বাণবেগ কদাচ সহ্য করিতে পারিবে না। সুতরাং তাহাদিগের অনুযায়িবর্গ যে তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। কুম্ভকর্ণ ও প্রহস্ত শত্রুগণের কিছুমাত্র অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই; অদ্য তোমা হইতেই তাহার সম্পূর্ণ আশা করিতেছি। যেমন পূর্ব্বে তুমি বাসবকে পরাজয় করিয়া আমার প্রীতি বর্দ্ধন করিয়াছিলে; তদ্রূপ এক্ষণে সসৈন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিয়া আমাকে আনন্দিত কর।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ, সত্বরে সমরবেশ পরিধান করিয়া রথারোহণপূর্ব্বক রণস্থলে উপস্থিত হইল। পরে উচ্চ স্বরে আপনার নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক ঘন ঘন লক্ষ্মণকে আহ্বান করিতে লাগিল। যাদৃশ মৃগরাজ সিংহ ক্ষুদ্র মৃগের অনুসরণ করিয়া থাকে, তদ্রূপ লক্ষ্মণ সশর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত করতালি প্রদান করিয়া বিপক্ষ রাক্ষসগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। অনন্তর তাঁহারা পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

তখন ইন্দ্রজিৎ মহাবল লক্ষ্মণকে বাণবলে পরাস্ত করিতে অসমর্থ হইয়া গুরুতর যত্ন সহকারে এক তোমর প্রহার করিলেন। লক্ষ্মণ শাণিত শরনিকর দ্বারা সেই তোমর ছিন্ন ভিন্ন করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ ধরাতলে নিপতিত হইল। ঐ অবসরে অঙ্গদ এক পাদপ উদ্যত করিয়া মহাবেগে ধাবমান হইয়া ইন্দ্রজিতের মস্তকে আঘাত করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে অঙ্গদের হৃদয়ে এক প্রাস অস্ত্র প্রহার করিবার উপক্রম করিলে, লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রজিৎ অঙ্গদকে সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহার বাম পার্শ্বে এক গদাঘাত করিলেন। অঙ্গদ সেই গদাঘাতে কিছুমাত্র ব্যথিত না হইয়া বরং ইন্দ্রজিতের বধোদ্দেশে ক্রোধভরে এক শালবৃক্ষ নিক্ষেপ করিল। শালতরু উৎসৃষ্ট হইবামাত্র ইন্দ্রজিতের অশ্ব, রথ ও সারথিকে বিনষ্ট করিল। তখন ইন্দ্রজিৎ সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া মায়াবলে সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইল। রাম তাহাকে অন্তর্হিত দেখিয়া সত্বরে তথায় আগমনপূর্ব্বক কপিবল রক্ষা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া বাণবৃষ্টি দ্বারা তাঁহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত করিলে, তাঁহারা অন্তর্হিত ইন্দ্রজিতের প্রতি বাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া পুনরায় শর দ্বারা তাঁহাদিগের কলেবর ক্ষত বিক্ষত করিল। কপিগণ নিরন্তর শরপ্রহারকারী অদৃশ্য ইন্দ্রজিৎকে অনুসন্ধান করিয়া এক এক শিলাখণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক নভোমণ্ডলে উত্থিত হইল। ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে অদৃশ্য রূপে বানর ও রামলক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শরে

বিদ্ধ করিল। যেমন চন্দ্রসূর্য্য নভোমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপাতিত হন; তদ্রূপ রাম-লক্ষ্মণ শরপরিবৃত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রণ-শায়ী হইলেন।

অষ্টাশীত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহাবীর ইন্দ্রজিৎ রাম ও লক্ষ্মণকে নিপতিত নিরীক্ষণ করিয়া প্রাপ্তবর শরজাল দ্বারা পুনরায় তাঁহাদিগকে বন্ধন করিল। তাঁহারা শরবন্ধে বদ্ধ হইয়া পিঞ্জরস্থিত পক্ষীর ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। কপিরাজ সুগ্রীব রাম ও লক্ষ্মণকে ভূতলনিপাতিত এবং বাণবিদ্ধকলেবর অবলোকন করিয়া সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, কুমুদ, অঙ্গদ, হনুমান্, নীল, তার ও নল প্রভৃতি বানরগণ দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। তখন কৃতকর্ম্মা বিভীষণ তথায় আগমনপূর্ব্বক প্রজ্ঞাস্ত্র দ্বারা ভ্রাতৃদ্বয়কে প্রবোধিত করিলে, বানররাজ সুগ্রীব দিব্য মন্ত্রপ্রযুক্ত মহৌষধি বিশল্যা দ্বারা অতি সত্বরে তাঁহাদিগকে শল্যনির্ম্মুক্ত করিয়া দিলেন। মহারথ রাম লক্ষ্মণ লব্ধসংজ্ঞ ও শল্যনির্ম্মুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক ক্ষণ কালমধ্যেই গতক্লম হইলেন।

অনন্তর রাক্ষসকুলতিলক বিভীষণ ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস রামকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে অরাতিনিপাতন! এক গুহ্যক কুবেরের শাসনানুসারে এই জল লইয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে আপনার নিকট আগমন করিয়াছে। যক্ষরাজ কুবের অন্তর্হিত প্রাণিগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনাকে এই বারি প্রদান করিয়াছেন। আপনি হউন বা অন্য কোন ব্যক্তি হউন, এই উদক দ্বারা নেত্র ক্ষালন করিলে অন্তর্হিত ভূতগণকে অনায়াসে অবলোকন করিতে সমর্থ হইবেন। রাম বিভীষণের বচনানুসারে সেই সুসংস্কৃত সলিল দ্বারা নেত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন। মহামনাঃ লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনুমান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল ও অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরগণ ঐ জল দ্বারা নয়ন ক্ষালন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের চক্ষুঃ অতীন্দ্রিয় হইয়া উঠিল।

এ দিকে ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া পিতৃসমীপে গমনপূর্ব্বক সমুদায় নিবেদন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে আগমন করিল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে পুনর্ব্বার সমাগত দেখিয়া বিভীষণের মতানুসারে তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তিনি বিভীষণের বাক্যানুসারে অকৃতাহ্নিক ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবার মানসে ক্রোধান্বিত চিত্তে তাহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সুররাজ ও প্রহ্লাদের যেরূপ ঘোরতর সমর হইয়াছিল; তদ্রূপ ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণের অতিশয় আশ্চর্য্য সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইন্দ্রজিৎ মর্ম্মভেদী শরনিকর দ্বারা লক্ষ্মণকে ও লক্ষ্মণ অনলসদৃশ শর সমূহ দ্বারা ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

রাবণনন্দন লক্ষ্মণের শরস্পর্শে সাতিশয় ক্রোধোদ্দীপিত হইয়া আশীবিষসদৃশ অষ্ট বাণ তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিল।

এক্ষণে মহাবীর লক্ষ্মণ যেরূপে তিন বাণ দ্বারা ইন্দ্রজিতের প্রাণ সংহার করিলেন; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। প্রথমতঃ সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ দুই বাণে ইন্দ্রজিতের শরাসন ও নারাচোপশোভিত ভুজদ্বয় ছেদন করিলেন; পরিশেষে তৃতীয় বাণ দ্বারা তাহার কুণ্ডলমণ্ডিত মুণ্ড কর্ত্তনপূর্ব্বক ধরাতলে পাতিত করিয়া তাহার ভুজস্কন্ধবিহীন ভীমদর্শন কবন্ধ কলেবর সংহার করিয়া সারথিকে নিধন করিলেন। তখন ঘোটকগণ রথ লইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল। রাবণ শূন্য রথ সন্দর্শনে পুত্র নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া, শোক ও মোহে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর ক্রোধান্বিত চিত্তে অশোক বনস্থা রামদর্শনলালসা সীতাকে সংহার করিবার নিমিত্ত খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইলেন। অবিন্ধ্য রাবণের পাপ সংকল্প বুঝিয়া বিবিধ সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা তাঁহাকে শান্ত করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি এই দেদীপ্যমান মহারাজ্য শাসন করিতেছেন; অতএব স্ত্রীহত্যা করা আপনার নিতান্ত অনুচিত। সীতা একে নারী, তাহাতে আবার আপনার বশীভূত হইয়া বন্ধনাবস্থায় রহিয়াছে; ইহাই ত তাহার পক্ষে মৃত্যুতুল্য। আমার মতে উহার দেহ নাশ করিলে উহাকে বধ করা হয় না; আপনি উহার ভর্ত্তাকে সংহার করুন; তাহা হইলেই উহাকে নিধন করা হইবে। স্বয়ং শতক্রতুও আপনার তুল্য বিক্রমশালী নহেন। আপনি অনেক বার ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাজিত ও ত্রাসিত করিয়াছেন।

অবিন্ধ্য এই রূপ বহুবিধ সান্ত্বনাবাক্য দ্বারা রোষপরবশ রাবণকে শান্ত করিলে, তিনি অবিন্ধ্যের বাক্যে সম্মত ও সমরগমনে অভিলাষী হইয়া খড়্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক রথসজ্জা করিতে আদেশ করিলেন।

একোননবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর দশগ্রীব ইন্দ্রজিতের বধবার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া, রত্নালঙ্কৃত রথে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ঘোররূপ রাক্ষসগণ বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিল। রাবণ কপীন্দ্রকুলের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন অঙ্গদ, মৈন্দ, নীল, নল, হনূমান্ ও জাম্ববান্ ক্রোধভরে তাঁহাকে নিবারণ করিল এবং রাবণের সমক্ষেই শিলা ও বৃক্ষ নিক্ষেপপূর্ব্বক রাক্ষস সৈন্য সংহার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণ সৈন্যগণকে বিনষ্ট হইতে দেখিয়া মায়া সৃষ্টি করিলেন। তখন তাঁহার কলেবর হইতে শরশক্তি ঋষ্টিধারী রাক্ষসগণ নির্গত হইতে লাগিল। রাঘব দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিয়া সেই

সমস্ত রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন। তখন রাবণ পুনর্ব্বার মায়া সৃষ্টি করিলেন; কতকগুলি নিশাচর রামের রূপ ধারণ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি এবং কতকগুলি রাক্ষস লক্ষ্মণের রূপ ধারণ করিয়া রামের প্রতি ধাবমান হইল। সেই রাক্ষসেরা শর-শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক রামলক্ষ্মণকে অর্চ্চনা করিয়া রামের নিকট উপস্থিত হইল। তখন ইক্ষ্বাকুনন্দন লক্ষ্মণ রাবণের মায়া অবগত হইয়া অবিচলিত চিত্তে রামকে কহিলেন, আর্য্য! রাক্ষসেরা আমাদিগের প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে ইহাদিগকে বিনাশ করুন। এই বলিবামাত্র রাম অতিমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া সেই সমস্ত মায়াবী রাক্ষসকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অনন্তর ইন্দ্রসারথি মাতলি সূর্য্য-সঙ্কাশ রথে হরিদ্বর্ণ অশ্ব যোজনা করিয়া রামসন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে রাম! দেবরাজ ইন্দ্র এই রথে আরোহণ করিয়া রণস্থলে দৈত্যদানবদিগকে সংহার করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ইহার সারথ্য করিতেছি; আপনি আরূঢ় হইয়া অবিলম্বে রাবণকে বিনাশ করুন। তখন মাতলির বাক্যে উহা রাক্ষসী মায়া বলিয়া রামের শঙ্কা জন্মিলে, বিভীষণ কহিলেন, হে রাম! ইহা দুরাত্মা রাবণের মায়া নহে; অতএব আপনি এই ইন্দ্রপ্রেরিত স্যন্দনে স্বচ্ছন্দে আরোহণ করুন।

রঘুকুলোদ্বহ রাম বিভীষণবাক্যে অনুমোদন করিয়া প্রহৃষ্ট মনে রথারোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে দশগ্রীবের প্রতি গমন করিলেন। তখন সকল ভূত হাহাকার করিতে লাগিল; দেবলোকে দেবতারা পটহ বাদনপূর্ব্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে রাম ও রাবণের এরূপ তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল যে, উহার উপমা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। রাবণ ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শূল উদ্যত করিয়া রামের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাম সুতীক্ষ্ণ শর দ্বারা সত্বরে তাহা ছেদন করিলেন। ইহা দেখিয়া রাবণের অন্তঃকরণে সাতিশয় ভয় সঞ্চার হইল।

অনন্তর দশগ্রীব ক্রুদ্ধ হইয়া রামের প্রতি শূল, মুষল, পরশু, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, শক্তি প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বানরেরা রাবণের এই রূপ বিকৃত মায়া নিরীক্ষণ করিয়া ভীত মনে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। ইত্যবসরে রাম সুবর্ণপুঙ্খসম্পন্ন, সুমুখ, সুতীক্ষ্ণ এক শর তূণীর হইতে উদ্ধৃত করিয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সহিত যোগ করিলেন। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রাবণের পরমায়ুঃ অতি অল্প মাত্র অবশিষ্ট আছে, এই রূপ কল্পনা করিতে লাগিলেন।

পরে রাম সমুদ্যত ব্রহ্মদণ্ডের ন্যায় রাবণান্তকর অতি ভয়ঙ্কর সেই শর সত্বরে পরিত্যাগ করিবামাত্র নিতান্ত ভীষণ হুতাশন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্বলিত হইয়া সারথি রথ ও অশ্বের সহিত রাবণকে ভস্মসাৎ

করিল। গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিন্নর ও দেবগণ রাবণকে বিনষ্ট বিলোকন করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ও হৃষ্ট হইলেন। তখন পঞ্চ ভূত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; এবং তিনি সকল লোক হইতে অন্তরিত হইলেন। তাঁহার শরীর, ধাতু, মাংস ও রুধির সকলই বিনষ্ট হইয়া গেল; আর কোন চিহ্নই রহিল না।

নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! রঘুকুলতিলক রাম সুরদ্বেষী নিশাচর রাক্ষসরাজ দশাননকে সংহার করিয়া লক্ষ্মণ ও অন্যান্য সুহৃদ্গণ-সমভিব্যাহারে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। দেবগণ ও ঋষিগণ রাবণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া মহাবাহু রামকে আশীর্ব্বাদ ও স্তব করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেব, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ রামকে পূজা করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করাতে নভোমণ্ডল একেবারে যেন মহোৎসবময় হইয়া উঠিল।

মহাযশাঃ রাম এই দুর্জ্জয় দশাননের প্রাণ সংহার করিয়া বিভীষণকে লঙ্কা প্রদান করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ অবিন্ধ্য নামা বৃদ্ধামাত্য বিভীষণ সমভিব্যাহারে সীতাকে লইয়া রামসমীপে আগমনপূর্ব্বক অতি দীনস্বরে কহিল, হে মহাত্মন্! এই সচ্চরিত্রা জানকী দেবীকে গ্রহণ করুন। ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস দাশরথি রাক্ষসামাত্যের বাক্য শ্রবণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বাষ্পাভিষিক্তা, পতিবিরহে একান্ত কর্ষিতা, মলিনকলেবরা, মলিনবসনা, জটিলা, যানস্থা জানকীকে অবলোকন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার সতীত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া কহিলেন, বৈদেহি! তুমি মুক্ত হইয়াছ; যথা ইচ্ছা হয়, গমন কর। আমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করিয়াছি। হে ভদ্রে! আমি থাকিতে রাক্ষসগৃহে বাস করিয়া জরাক্রান্ত হওয়া তোমার উচিত নহে; এই ভাবিয়া আমি দশাননকে সংহার করিয়াছি। হে শুভে! অস্মদ্বিধ ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে পরহস্তগত নারীকে পুনরায় গ্রহণ করিবে? অতএব হে মৈথিলি! তুমি সচ্চরিত্রা হও বা অসচ্চরিত্রাই হও, আমি কুক্কুরোচ্ছিষ্ট হবির ন্যায় তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম।

জনকনন্দিনী রামের সেই হৃদয়মর্ম্মচ্ছেদী দারুণ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় সহসা ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার মুখচন্দ্র রামদর্শনজনিত হর্ষে বিকচ কমলের ন্যায় প্রফুল্ল হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহার সেই মুখমণ্ডল পরুষ বাক্য শ্রবণে নিঃশ্বাসোপহত দর্পণের ন্যায় তৎক্ষণাৎ মলিন হইয়া গেল। লক্ষ্মণ ও সমুদায় বানরগণ রামের নির্দ্দয় বাক্য শ্রবণে মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

তখন জগৎস্রষ্টা বিশুদ্ধাত্মা পদ্মযোনি, সুররাজ শক্র, অগ্নি, বায়ু, যম, বরুণ, যক্ষাধিপতি কুবের, সপ্তর্ষিমণ্ডল ও দিব্য-

ভাস্বরকলেবর রাজা দশরথ দীপ্তিশালী মহার্হ হংসযুক্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক রামসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। সেই সময় অন্তরীক্ষ দেব ও গন্ধর্ব্বকুলে সঙ্কুল হওয়াতে নক্ষত্রমালামণ্ডিত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

তখন বৈদেহী উত্থিত হইয়া তাঁহাদের সমক্ষে রামকে কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! আমি ইহাতে তোমার কিছুমাত্র দোষ আশঙ্কা করি না। তুমি স্ত্রী ও পুরুষগণের রীতি বিশেষরূপে অবগত আছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি; শ্রবণ কর। সদাগতি সমীরণ সর্ব্বভূতের শরীরে সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। যদি আমি কোন প্রকার পাপাচরণ করিয়া থাকি; তবে সেই বায়ু এবং অগ্নি, জল, আকাশ ও পৃথিবী আমাকে পরিত্যাগ করুন। আমি তোমা বিনা আর কাহাকে স্বপ্নেও চিন্তা করি নাই; অতএব তুমি দেবগণের নিদেশানুসারে আমার পতি হও।

সীতার বাক্যাবসানে চতুর্দ্দিক্ প্রতিধ্বনিত ও বানরগণকে লোমাঞ্চিত করিয়া এক আকাশবাণী আবির্ভূত হইয়া উঠিল। বায়ু কহিলেন, হে রাঘব! আমি সদাগতি বায়ু; তোমাকে সত্য কহিতেছি; মৈথিলীর কিছুমাত্র পাপ নাই; তুমি ইহার সহিত সঙ্গত হইয়া সচ্ছন্দে সম্ভোগ কর।

অগ্নি কহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি সমুদায় ভূতের দেহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করি; আমি জানি, মৈথিলী অণুমাত্রও অপরাধ করেন নাই।

বরুণ কহিলেন, হে রাঘব! মৎপ্রসূতা পৃথিবী প্রাণিগণের শরীরে অবস্থিতি করেন; অতএব আমি কহিতেছি; তুমি জানকীকে গ্রহণ কর; ইনি কোন ক্রমেই অপরাধী নহেন।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে পুত্র! তুমি রাজর্ষিধর্ম্মা ও সাধুশীল; অতএব বায়ু, অগ্নি ও বরুণ তোমার প্রণয়িনীর সতীত্ববিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহার অসম্ভাবনা কি; তুমি দেব, গন্ধর্ব্ব, সর্প, যক্ষ, দানব ও মহর্ষিগণের শত্রু দুরাত্মা রাবণকে সংহার করিয়াছ। এই পাপাত্মা আমার প্রসাদে সকলের অবধ্য হইয়াছিল। এই দুরাত্মা কোন কারণবশতঃ কিয়ৎকাল উপেক্ষিত ছিল; পরে আপনার বধের নিমিত্ত সীতাকে হরণ করিয়া আনে। পূর্ব্বে নলকূবর রাবণকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিল যে, অকামা কামিনীকে বলাৎকার করিলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া পড়িবে। আমি সেই নলকূবরশাপে নির্ভর করিয়া সীতাকে রক্ষা করিয়াছি। অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া জানকীকে গ্রহণ কর। হে অমরপ্রভ! তুমি অমরগণের মহৎ কার্য্য সাধন করিয়াছ।

দশরথ কহিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা দশরথ; তোমার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইয়াছি; হে পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি সচ্ছন্দে গিয়া রাজ্য শাসন কর।

রাম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! যদ্যপি আপনি আমার পিতা, তবে আমি আপ-

নাকে অভিবাদন করি। আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞানুসারে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিব।

দশরথ কমললোচন রামের বাক্য শ্রবণে সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, হে মহাদ্যুতে! চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইয়াছে; অতএব ত্বরায় অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক রাজ্য শাসন কর।

তখন রাজীবলোচন রামচন্দ্র দেবগণকে নমস্কারপূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত সম্মিলিত হইয়া শচীসহায় সুররাজের ন্যায় শোভমান হইলেন। তৎপরে অবিন্ধ্যকে বর ও ত্রিজটা রাক্ষসীকে অর্থ ও সম্মান প্রদান করিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মা ইন্দ্রাদি দেবগণের সমক্ষে রামকে কহিলেন, হে কৌশল্যানন্দন! তুমি কি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর?

রাম কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমার ধর্ম্মপরায়ণতা ও শত্রুগণের নিকট অপরাজয় এবং রাক্ষসনিহত বানরগণের পুনর্জ্জীবন এই তিনটি বর প্রদান করুন।

ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া বর প্রদান করিলে, রাক্ষসনিহত বানরগণ সচেতন হইয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। তখন ভাগ্যবতী সীতা হনূমান্‌কে এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন, "বৎস হনূমান্! যত দিন শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তি বিদ্যমান থাকিবে, তুমিও তত দিন জীবিত থাকিবে; এবং আমার প্রসাদকৃত দিব্য উপভোগ সকল চিরকাল তোমার সমীপে সমুপস্থিত হইবে।"

তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ সেই সকল অক্লিষ্টকর্ম্মা বীরগণের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন। শক্রসারথি মাতলি রামচন্দ্রকে জানকীসমবেত নিরীক্ষণ করিয়া সুহৃদ্গণের সমক্ষে পরম প্রীত চিত্তে কহিলেন, হে সত্যপরাক্রম! আপনি দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মানুষ, অসুর ও পন্নগগণের দুঃখ অপনীত করিলেন; অতএব পৃথিবী যত দিন তাঁহাদিগকে ধারণ করিবে; তত দিন তাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করিবেন। মাতলি রামকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিয়া তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে সেই রথ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর রাম লঙ্ক রক্ষার উপায় বিধান করিয়া সীতা, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও সুগ্রীব প্রভৃতি বানরগণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পক রথে আরোহণপূর্ব্বক অমাত্যগণসংবৃত হইয়া সেই সেতু দ্বারা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং পূর্ব্বে সমুদ্রতীরে যে স্থানে শয়ন করিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া যথাকালে বানরগণকে পূজা ও বিবিধ রত্ন প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। গোপুচ্ছ বানর ও ভল্লুকগণ প্রস্থান করিলে, শ্রীরামচন্দ্র সুগ্রীব ও বিভীষণ-সমভিব্যাহারে পুষ্পকরথে আরোহণপূর্ব্বক কিস্কিন্ধ্যা পুরীতে যাত্রা করিলেন। গমনকালে জানকীকে তত্রত্য কানন সমুদায় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে কিস্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া কৃতকর্ম্মা অঙ্গদকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যথাগত পথে অযোধ্যাভিমুখে গমন করিলেন। রাজ্যে-

স্বর রাম অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া হনূমান্‌কে বক্তব্য বিষয়ে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক ভরতসমীপে প্রেরণ করিলেন। পবননন্দন নন্দিগ্রামে উপনীত হইয়া দেখিলেন, মলিনকলেবর চীরবাসাঃ ভরত শ্রীরামচন্দ্রের পাদুকাদ্বয় সম্মুখে রাখিয়া অধ্যাসীন আছেন।

অনন্তর বীর্য্যবান্ রামলক্ষ্মণ ভরত ও শত্রুঘ্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হইয়া ও বৈদেহীকে অবলোকন করিয়া হর্ষসাগরে নিমগ্ন হইলেন। তখন মহাত্মা ভরত প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে শ্রীরামচন্দ্রকে সেই নিক্ষিপ্ত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

অনন্তর বশিষ্ঠ ও বামদেব একত্র হইয়া বৈষ্ণব নক্ষত্রে অভিমত দিনে শৌর্য্যশালী রামকে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি অভিষেকানন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও তাঁহাদিগের সুহৃদ্গণকে বিবিধ ভোগ দ্বারা অর্চ্চনা ও তৎকালোচিত শিষ্টাচার দ্বারা সৎকার করিয়া অতি দুঃখে গৃহগমনে অনুমতি করিলেন। তাঁহারা বিদায় হইলে পুষ্পক রথকে পূজা করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যক্ষরাজকে প্রদান করিয়া, দেবগণ সমভিব্যাহারে গোমতী নদীসমীপে নির্ব্বিঘ্নে ত্রিগুণদক্ষিণ দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

একনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে রাম এই রূপে বনবাসজনিত নিতান্ত দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিয়াছিলেন। অতএব হে অরাতিনিপাতন! তুমি আর শোক করিও না; তোমার কিছুমাত্র পাপ নাই। তুমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া প্রত্যক্ষফল বাহুবলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আছ। হে রাজন্! তুমি যে পথ অবলম্বন করিয়াছ; ইন্দ্রাদি দেব এবং দানবগণও এই পথের পান্থ হইয়া থাকেন। দেবরাজ দেবগণের সহিত সমবেত হইয়া নিতান্ত দুর্দ্ধর্ষ বৃত্র, নমুচি ও দীর্ঘজিহ্বা রাক্ষসীকে সংহার করিয়াছেন। সহায়সম্পন্ন ব্যক্তির সকল বিষয়ই সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হইয়া থাকে। মহাবীর অর্জ্জুন, ভীমপরাক্রম ভীমসেন এবং মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব যাহার ভ্রাতা, তাহার কিছুই অজেয় নাই। তুমি এই সমুদায় সহায়সম্পন্ন; কেন বিষণ্ণ হইতেছ। এই মহাবীরগণ সমুদায় দেবতা সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সেনাদিগকে অনায়াসে পরাজয় করিতে পারেন। তুমি ইঁহাদিগের সাহায্যে সংগ্রামে শত্রুগণকে অবশ্যই পরাজয় করিবে। দেখ, এই অরণ্যমধ্যে সিন্ধুদেশাধিপতি দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে হরণ করিয়াছিল; কিন্তু এই সমস্ত মহাত্মারা সিন্ধুপতিকে অনায়াসে পরাজয় ও

বশীভূত করিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যাহরণ করিয়াছেন।

রাঘব অসহায় হইয়া সংগ্রামে দশ-গ্রীবকে সংহার করিয়া সীতা দেবীকে প্রত্যাহরণ করেন; কেবল ভল্লুক ও বানরেরাই তাঁহার মিত্র ছিল। অতএব হে মহারাজ! এক্ষণে সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া শোকের সন্তাপ পরিত্যাগ কর। তোমার সদৃশ মহাত্মারা কদাচ শোকের বশীভূত হয়েন না।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধীমান্ মার্কণ্ডেয় এই রূপ আশ্বাস প্রদান করিলে পর, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোক পরিহারপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন।

রামোপাখ্যান পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

পতিব্রতামাহাত্ম্যপর্ব্বাধ্যায়।

দ্বিনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

রাজা যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! আমি এই দ্রুপদনন্দিনীর নিমিত্ত যে প্রকার শোকাকুল হইয়াছি, আপনার বা ভ্রাতৃগণের অথবা রাজ্য নাশের নিমিত্ত তাদৃশ পরিতপ্ত হই নাই। যখন দুরাত্মারা দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিগ্রহ করে, তৎকালে এই যাজ্ঞসেনী আমাদিগকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। দুরাত্মা জয়দ্রথ বন হইতে ইঁহাকে যখন হরণ করে; ইনি সেই বিষম সময়েও মনে মনে আমাদিগকেই চিন্তা করিয়াছেন। মহর্ষে! আপনি কি এই দ্রুপদনন্দিনীর তুল্য পতিব্রতা রমণী কুত্রাপি দৃষ্টি বা শ্রবণগোচর করিয়াছেন?

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! কুলকামিনীগণের সৌভাগ্য যত দূর পর্য্যন্ত হইতে পারে; রাজপুত্রী সাবিত্রী তৎসমুদায়ই যেরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করুন।

মদ্রদেশে অশ্বপতি নামে এক পরম ধার্ম্মিক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, দানশীল নরপতি ছিলেন। উঁহার সন্তানসন্ততি কিছুই ছিল না। কালক্রমে বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে, ভূপতি অনপত্যতা নিবন্ধন দুঃখে পরিতাপিত হইয়া অপত্যোৎপাদনার্থ মিতাহার, ব্রহ্মচর্য্য ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ প্রভৃতি তীব্রতর নিয়ম সকল অবলম্বনপূর্ব্বক সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রতিদিন লক্ষ আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে যৎকিঞ্চিৎ আহার গ্রহণ করিতেন।

এই রূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে, সাবিত্রী দেবী সুপ্রীত হইলেন এবং দিব্য কলেবর ধারণ করিয়া অগ্নিহোত্র হইতে উত্থানপূর্ব্বক অশ্বপতির নেত্রপথে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন, মদ্ররাজ! আমি তোমার ব্রহ্মচর্য্য, শুচি, দম, নিয়ম ও অকৃত্রিম ভক্তিতে অতীব প্রীত হইয়াছি;

এক্ষণে তুমি ধর্ম্মবিষয়ে অপ্রমত্ত হইয়া অভীপ্সিত বর গ্রহণ কর।

অশ্বপতি কহিলেন, দেবি! দ্বিজাতি-গণ আমাকে কহিয়া থাকেন যে, সন্তানই পরম ধর্ম্ম। আমি তাঁহাদিগের বাক্যে আস্থা করিয়া ধর্ম্ম লাভ কামনায় অপত্য লাভের নিমিত্ত আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি আপনি প্রীত হইয়া থাকেন, তবে আমাকে এই বর প্রদান করুন যে, আমার বহুসংখ্যক সন্তান উৎ-পন্ন হউক।

সাবিত্রী কহিলেন, হে রাজন্! আমি পূর্ব্বেই এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া তোমার পুত্রের নিমিত্ত ভগবান্ পিতামহকে কহিয়া-ছিলাম; তাঁহার প্রসাদে অচির কালমধ্যেই তোমার এক তেজস্বিনী কন্যা উৎপন্ন হইবে। আমি পিতামহের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট হইয়া কহিতেছি যে, তুমি ইহাতে আর কিঞ্চিন্মাত্র উত্তর প্রদান করিও না।

রাজা অশ্বপতি সাবিত্রীর বাক্য স্বীকার করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন; তৎপরে সাবিত্রী দেবী অন্ত-হিত হইলে, স্বদেশে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ-কাল অতীত হইলে, ব্রতপরায়ণ রাজার জ্যেষ্ঠ মহিষী গর্ভবতী হইলেন। রাজপুত্রীর গর্ভ সিতপক্ষোদিত চন্দ্রমার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর রাজমহিষী সমুচিত সময়ে এক রাজীবলোচনা কন্যা প্রসব করিলেন। নৃপচূড়ামণি অশ্বপতি প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কন্যার জাতকর্ম্ম সমাধান করিলেন। সাবিত্রী দেবীর উদ্দেশে হোম করাতে তিনি প্রীত হইয়া কন্যাটী প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রাজা ও বিপ্রগণ তাহার নাম সাবিত্রী রাখিলেন। রাজপুত্রী সাবিত্রী মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে যৌবনসীমায় আরোহণ করিলেন। তৎ-কালে লোকে তাঁহাকে সুমধ্যমা, নিবিড়-নিতম্বিনী ও কাঞ্চনময়ী প্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া বোধ করিতে লাগিল যে, বুঝি, দেবকন্যা মানবরূপ ধারণ করিয়া অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ঐ পদ্ম-পলাশলোচনা এই রূপ তেজস্বিনী ছিলেন যে, সকল পুরুষই তাঁহার তেজঃপ্রভাবে প্রতিহত হইয়াছিল; কেহই তাঁহার পাণি-গ্রহণে সাহস করিতে পারে নাই।

একদা পর্ব্বদিবসে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-সদৃশী সাবিত্রী উপবাস, স্নান, দেবার্চ্চন ও অগ্নিতে যথাবিধি আহুতি প্রদান করিয়া শেষ গ্রহণপূর্ব্বক মহাত্মা পিতার সমীপে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও শেষ দ্রব্য নিবেদন করিয়া অঞ্জলি বন্ধন-পূর্ব্বক তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন। মহারাজ অশ্বপতি দেবরূপিণী স্বীয় কন্যাকে নয়নগোচর করিয়া মনে মনে চিন্তা করি-লেন, হায়! কন্যাটী যৌবনস্থা হইয়াছে, কিন্তু কেহই ইহার পাণিগ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে না; মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে! তোমার সম্প্রদান সময় উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তোমার নিমিত্ত

আমার নিকটে প্রার্থনা করে না ; অতএব তুমি স্বয়ং আত্মানুরূপ ভর্ত্তা অন্বেষণ কর। যে ব্যক্তি তোমার অভিলষিত হইবে, আমার নিকটে তাহার পরিচয় প্রদান করিবে ; আমি বিবেচনা করিয়া তোমাকে সম্প্রদান করিব। আমি ব্রাহ্মণগণের ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠ সময়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি ; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে বৎসে ! যে পিতা কন্যাকে সম্প্রদান না করে এবং যে পুরুষ বিবাহ না করে, যে ব্যক্তি ভর্ত্তৃহীনা মাতার রক্ষণাবেক্ষণ না করে ; এই তিন জন নিন্দনীয় হয়। অতএব তুমি বরান্বেষণে সত্বর হও ; আমি যাহাতে দেবগণের নিন্দনীয় না হই, তাহা কর।

রাজা অশ্বপতি কন্যাকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া মন্ত্রিগণকে তাঁহার অনুযাত্র হইতে অনুমতি করিলেন। সাবিত্রী লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পিতার পাদ বন্দনপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিবগণ সমভিব্যাহারে হৈমরথে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন, পিতার আজ্ঞায় কিঞ্চিন্মাত্রও বিচার করিলেন না। নৃপনন্দিনী প্রথমতঃ রাজর্ষিগণের রমণীয় তপোবনে গমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মান্যতম স্থবিরগণের পাদাভিবন্দন করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে সমুদায় বন গমনপূর্ব্বক তীর্থে ধনে প্রদান করিয়া তত্তদ্দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিনবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, অনন্তর একদা মহারাজ মদ্রাধিপতি নারদের সহিত সভামধ্যে সমুপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছেন ; এমত সময়ে সাবিত্রী মন্ত্রিগণ-সমভিব্যাহারে সমুদায় তীর্থ ও আশ্রম পর্য্যটন করিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রাজনন্দিনী স্বীয় পিতাকে নারদসমভিব্যাহারে উপবিষ্ট দেখিয়া মস্তকদ্বারা উভয়ের পাদবন্দন করিলেন।

তখন নারদ অশ্বপতিকে কহিলেন, রাজন্ ! তোমার এই দুহিতাটী কোথায় গিয়াছিল ; কোথা হইতেই বা আগমন করিল ? কন্যাটি যৌবনস্থা হইয়াছে ; তথাপি, কেন সৎপাত্রে সম্প্রদান করিতেছ না ?

অশ্বপতি কহিলেন, হে মহর্ষে ! আমি উহাকে সৎপাত্রসাৎ করিবার মানসে পাঠাইয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনি উহার মুখে শ্রবণ করুন, কাহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। মহর্ষিকে এই কথা বলিয়া সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে ! কাহাকে পতি করিতে মনস্থ করিয়াছ ; বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী পিতার বাক্য শ্রবণে উহা দেববাক্য তুল্য জ্ঞান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পিতঃ ! পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন নামা ভূপতি শাল দেশের অধীশ্বর ছিলেন। কিয়দ্দিন পরে দুর্ব্বিপাক বশতঃ তাহার নেত্রদ্বয় বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সময়ে তাঁহার এক মাত্র পুত্রের অতি শৈশবাবস্থা ছিল। রন্ধ্রান্বেষণকারী বৈরিগণ তাঁহাকে অন্ধ ও তাঁহার পুত্রকে নিতান্ত বালক দেখিয়া তাঁহার রাজ্যাপহরণ করে।

ভূপতি এই রূপে রাজ্যচ্যুত হইয়া সেই বালক পুত্র ও ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে অরণ্যে আগমনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানপরায়ণ হইয়াছেন। তাঁহার সেই পুত্রের নাম সত্যবান্। সত্যবান্ নগরে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপোবনে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; তিনিই আমার অনুরূপ পতি। আমি মনে মনে তাঁহাকে বরণ করিয়াছি।

তখন নারদ অশ্বপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; ভূপতে! তোমার কন্যা বিশেষ না জানিয়া গুণবান্ সত্যবান্কে বরণ করিয়া কি অকার্য্য করিয়াছে! সত্যবানের পিতা মাতা সতত সত্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন বলিয়া, ব্রাহ্মণগণ উঁহার সত্যবান্ নাম রাখিয়াছেন। সত্যবান্ বালক কালে সাতিশয় অশ্বপ্রিয় ছিল এবং মৃণ্ময় অশ্ব নির্ম্মাণ ও চিত্রফলকে অশ্বের আকার অঙ্কিত করিত বলিয়া অনেকে উঁহাকে চিত্রাশ্ব বলিয়াও আহ্বান করে।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! রাজতনয় সত্যবান্ এক্ষণে তেজঃ, বুদ্ধি, ক্ষমা, পিতৃবাৎসল্য ও শৌর্য্যগুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন ত?

নারদ কহিলেন, সত্যবান্ সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধিমান্, ইন্দ্রের ন্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন ও বসুধার ন্যায় ক্ষমাবান্।

রাজা কহিলেন, রাজনন্দন সত্যবান্ দাতা, ব্রহ্মপরায়ণ, রূপবান, উদারস্বভাব ও প্রিয়দর্শন ত?

নারদ কহিলেন, প্রিয়দর্শন সত্যবান্ সংকৃতিনন্দন রন্তিদেবের ন্যায় দানশীল; উশীনরতনয় শিবির ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী; যযাতির ন্যায় উদার এবং অশ্বিনীতনয়ের ন্যায় রূপবান্। তপোবৃদ্ধ ও শীলবান্ ব্যক্তিরা সংক্ষেপে কহেন যে, মহাবল পরাক্রান্ত সত্যবান্ দান্ত, মৃদু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বন্ধুজনপ্রিয়, অসূয়াশূন্য, লজ্জাশীল, ধৃতিমান, ঋজুস্বভাব ও মর্য্যাদাপালক।

অশ্বপতি কহিলেন, হে তপোধন! আপনি সত্যবানের, গুণের কথাই কহিলেন, এক্ষণে উঁহার যে সমুদায় দোষ আছে, তাহা উল্লেখ করুন।

নারদ কহিলেন, সত্যবানের একমাত্র দোষ আছে; ঐ দোষ তাহার উক্ত সমুদায় গুণের অন্তরায় হইয়াছে; উহা নিবারণ করিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। অশেষগুণসাগর সত্যবান্ অল্পায়ুঃ; অদ্যাবধি সংবৎসর পরিপূর্ণ হইলে অকালে কালকবলে নিপতিত হইবে।

তখন ভূপতি স্বীয় কন্যাকে কহিলেন, সাবিত্রি! তুমি অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। সত্যবানের এক মহাদোষ তাহার সমুদায় গুণ গ্রাস করিয়াছে। ভগবান্ নারদ কহিতেছেন যে, সে অদ্যাবধি সংবৎসর পূর্ণ হইলেই শমনসদনে গমন করিবে।

সাবিত্রী কহিলেন, দ্রব্যের অংশ একবার মাত্র নিপতিত হয়; কন্যাকে এক বারই প্রদান করে; দদানি এই বাক্য এক বারই বলে; হে পিতঃ! এই তিন

কার্য্য এক এক বারই অনুষ্ঠিত হয়। অতএব সত্যবান্ দীর্ঘায়ুই হউন আর অল্পায়ুই হউন; সগুণই হউন বা নির্গুণই হউন; আমি যখন এক বার তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন তিনিই আমার পতি; আমি কদাপি আর কাহাকে বরণ করিব না। দেখুন, কর্ম্ম প্রথমতঃ মন দ্বারা নিশ্চিত, তৎপরে বাক্য দ্বারা অভিহিত ও তৎপশ্চাৎ কার্য্য দ্বারা সম্পাদিত হয়; অতএব আমার মতে মনই প্রমাণ।

তখন নারদ ভূপতিকে কহিলেন, হে রাজন্! তোমার কন্যার বুদ্ধি নিতান্ত স্থির; উহাকে কখনই এই ধর্ম্মপথ হইতে চালিত করিতে পারিবে না। সত্যবানে যে সমুদায় গুণ আছে, তাহা অন্য কোন পুরুষেই নাই; অতএব আমি কহিতেছি, তুমি সত্যবান্‌কে কন্যা প্রদান কর।

রাজা কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনার বাক্য লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? আপনি যাহা কহিলেন, উহা যথার্থ; আপনি আমার গুরু; আপনি যাহা কহিলেন তাহাই করিব।

নারদ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি নির্ব্বিঘ্নে সাবিত্রী প্রদান কর, আমি চলিলাম। তোমাদের সকলেরই মঙ্গল হউক।

মহর্ষি নারদ এই কথা বলিয়া ঊর্দ্ধমার্গে গমন করিলেন, নরপতি অশ্বপতিও দুহিতার বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহারাজ অশ্বপতি কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বিবাহোপযোগী দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিলেন। পরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে আহ্বানপূর্ব্বক পুণ্যদিনে কন্যা-সমভিব্যাহারে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে সেই অরণ্যমধ্যে দ্যুমৎসেনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, অন্ধ-রাজ দ্যুমৎসেন এক বিশাল শালবৃক্ষমূলে কুশাসনে উপবিষ্ট আছেন। তখন তিনি যথোচিত উপচারে রাজর্ষিকে অর্চ্চনা করিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজর্ষি দ্যুমৎসেন অশ্বপতির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পরম সমাদরে তাঁহাকে অর্ঘ, আসন ও গো প্রদানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ! কি নিমিত্ত এস্থলে আগমন করিয়াছেন? তখন মদ্ররাজ অশ্বপতি সত্যবান্‌কে স্বীয় কন্যা প্রদান করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষিসত্তম! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার এই সাবিত্রী নাম্নী পরম শোভনা কন্যাটীকে ধর্ম্মানুসারে স্নুষার্থে প্রতিগ্রহ করুন।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আমরা রাজ্যচ্যুত হইয়া বনবাসী হইয়াছি। আপনার কন্যা কিরূপে এই বনবাসজনিত

দুঃসহ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিবেন? অশ্বপতি কহিলেন, হে রাজর্ষে! আমি ও আমার কন্যা আমরা উভয়েই উৎপত্তি-বিনাশাত্মক সুখ দুঃখ সমুদায় জ্ঞাত আছি, অতএব আপনি আমাকে আর ও কথা কহিবেন না; আমি আদ্যোপান্ত সমুদায় নিশ্চয় করিয়াই আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। হে রাজন্! আমি প্রণতি-পরতন্ত্র হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আপনার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়াছি, আপনি প্রত্যাখ্যান করিয়া আমার বলবতী আশালতা ছেদন করিবেন না। বিশেষতঃ আমরা উভয়েই উভয়ের অনুরূপ; অতএব আপনি সুশীল সত্যবানের নিমিত্ত আমার কন্যাকে প্রতিগ্রহ করুন।

তখন রাজর্ষি দ্যুমৎসেন কহিলেন, মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ আমার চির প্রার্থনীয়; কিন্তু এক্ষণে আমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছি বলিয়া এই অবশ্য কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা করিতেছিলাম। যাহা হউক, আমি পূর্ব্বাবধি যাহা আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, আপনি অদ্য আমার সেই মনোরথ পূর্ণ করুন; আপনি আমার অভীষ্ট অতিথি।

অনন্তর তাঁহারা আশ্রমবাসী সমুদায় ব্রাহ্মণগণকে আনয়নপূর্ব্বক বিধানানুসারে পুত্র কন্যার বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন। মহারাজ অশ্বপতি সালঙ্কৃতা দুহিতাকে পাত্রসাৎ করিয়া পরম সুখে স্বভবনাভিমুখে গমন করিলেন। রাজকুমারী সাবিত্রী ও সুশীল সত্যবান্ ইঁহারা পরস্পর পরস্পরকে লাভ করিয়া পরম প্রীত ও প্রফুল্ল হইলেন। পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতার প্রস্থানানন্তর সর্ব্বাঙ্গ হইতে অলঙ্কার সমস্ত উন্মোচনপূর্ব্বক অরণ্যসুলভ বল্কল ও কাষায় বসন পরিধান করিলেন এবং বিনয় লজ্জা প্রভৃতি বহুবিধ সদ্‌গুণ, সকলের অভিলাষানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যা দ্বারা আশ্রমবাসীদিগের তুষ্টি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। শরীর-সংস্কার ও আচ্ছাদনাদি প্রদান দ্বারা শ্বশ্রূকে, দেবপূজা ও বাক্‌সংযম দ্বারা শ্বশুরকে এবং প্রিয়োক্তি, নৈপুণ্য, শান্তি ও নির্জ্জনে উপহার প্রদান দ্বারা ভর্ত্তাকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই আশ্রমে তপোনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদিগের কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইল। পতিপরায়ণা সাবিত্রী দেবর্ষি নারদের বাক্য স্মরণ করিয়া দিন দিন নিতান্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন।

পঞ্চনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তৎপরে কালক্রমে যে করাল কাল পতিপ্রাণা সাবিত্রীর প্রাণবল্লভের প্রাণসংহার করিবে; সেই কাল সমুপস্থিত হইল। সাবিত্রীর হৃদয়ে নারদের বাক্য নিরন্তর জাগরূক ছিল; তিনি উহা শ্রবণাবধি দিন দিন গণনা করিতেছিলেন; যখন দেখিলেন, প্রাণেশ্বরের প্রাণ পতনের আর চারি দিন মাত্র অবশিষ্ট আছে; তখন তিনি ত্রিরাত্র ব্রত

অবলম্বন করিলেন। তিনি তাদৃশ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর রাজা দ্যুমৎসেন সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে উত্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি অতি তীব্রতর কর্ম্ম আরব্ধ করিয়াছ; দিনত্রয় উপবাস করিয়া থাকা অতি দুষ্কর।

সাবিত্রী কহিলেন, তাত! পরিতাপ করিবেন না; আমি ব্রত সাধন করিতে সমর্থ হইব। অধ্যবসাই ইহার উপায়; আমি অধ্যবসায় সহকারে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছি। তখন পরম ধার্ম্মিক দ্যুমৎসেন মাদৃশ লোকে ব্রত সংসাধন কর ব্যতীত কখন ব্রত ভঙ্গ করা বলিতে সমর্থ হয় না, এই মাত্র কহিয়া বিরত হইলেন।

এ দিকে সাবিত্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত কৃশা হইতে লাগিলেন। তিনি যে দিন জানিলেন যে, কল্য প্রাণনাথ জন্মের মত পলায়ন করিবেন; সেই রাত্রি তাঁহার অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। প্রভাত হইলে আজি সেই দিন উপস্থিত হইল মনে করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে হোমক্রিয়া সমাধান করিলেন, এবং সূর্য্যদেব চারি হস্ত মাত্র উত্থিত হইলেই পূর্ব্বাহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সমাধান করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে যথাক্রমে অভিবাদনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন। তপোবনবাসী তপস্বিগণ তোমার অবৈধব্য হউক বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। ধ্যানপরায়ণা সাবিত্রী মনে মনে তাহাই হউক বলিয়া তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন এবং দুঃখিত চিত্তে নারদবাক্য স্মরণ করিয়া সেই কাল ও সেই মুহূর্ত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাঁহাকে একান্তে লইয়া প্রীতিপূর্ব্বক কহিলেন, মাতঃ! যে প্রকারে ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয় তাহা করিয়াছ; এক্ষণে আহারসময় সমুপস্থিত; অতএব শীঘ্র গিয়া আহার কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমি এই রূপ সঙ্কল্প করিয়াছি যে, দিবাকর অস্তগত হইলে ভোজন করিব।

সাবিত্রী এই রূপে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরসমীপে আপন সঙ্কল্পের পরিচয় প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে সত্যবান্ স্কন্ধে পরশু গ্রহণপূর্ব্বক বনে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। সাবিত্রী স্বামীকে কহিলেন, একাকী গমন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। আমি অদ্য তোমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না; তোমার সহিত গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, ভাবিনি! তুমি কখন বনে গমন কর নাই; অতএব বনের পথ তোমার নিতান্ত ক্লেশকর হইবে; বিশেষতঃ ব্রতোপবাসে ক্ষীণ হইয়াছ; কিরূপে পদব্রজে গমন করিবে?

সাবিত্রী কহিলেন, উপবাসে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বা পরিশ্রম হয় নাই। আমি গমনের নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি; আমাকে নিষেধ করিও না।

সত্যবান্ কহিলেন, যদি গমনের নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক হইয়া থাক, তবে আমি

অবশ্যই তোমার প্রিয়ানুষ্ঠান করিব। কিন্তু তোমাকে আমার পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে; নতুবা আমিই ইহার দোষভাগী হইব।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্যানুসারে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, আর্য্যপুত্র ফলমাত্র আহার করিয়া অরণ্যানীমধ্যে গমন করিতেছেন; আজি আমি উঁহার বিরহ সহ্য করিতে পারিব না; ইচ্ছা করিয়াছি, উঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিব; আপনারা অনুমতি করুন। উনি মাতা পিতা ও অগ্নিহোত্রের প্রয়োজন সংসাধনের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিতেছেন; অতএব উঁহাকে নিবারণ করা উচিত নহে। যদ্যপি ঈদৃশ গুরুতর প্রয়োজন না থাকিত; তবে উঁহাকে বন গমন করিতে নিষেধ করিলেও হানি হইত না। বিশেষতঃ কিঞ্চিদূন এক বৎসর হইল, আমি আশ্রম হইতে বহির্গত হই নাই; এই জন্য কুসুমিত কানন নিরীক্ষণ করিতে একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

দ্যুমৎসেন কহিলেন, যে অবধি সাবিত্রী আমার পুত্রবধূ হইয়াছেন, তদবধি কখন আমার নিকটে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রার্থনা করেন নাই; অতএব অদ্য ইনি স্বাভিলষিত ফল লাভ করুন। পরে সাবিত্রীকে কহিলেন, বৎসে! পথে সত্যবানের প্রতি অবহিত থাকিবে।

যশস্বিনী সাবিত্রী উভয়ের অনুমতি গ্রহণানন্তর ভর্ত্তৃ-সমভিব্যাহারে রমণীয় কাননে গমন করিলেন। নারদবাক্য স্মরণে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে, তথাপি স্বামীর সহিত অরণ্য গমন কালে তাঁহার বদন সহাস্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সত্যবান্, প্রিয়ে! অবলোকন কর বলিয়া মধুর বাক্যে সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলে, তিনি রমণীয় বন, ময়ূর, পুণ্যবহা নদী ও পুষ্পিত পর্ব্বত সকল অবলোকন করিলেন কিন্তু মুনিবাক্য স্মরণে স্বীয় জীবিতেশ্বরকে গতজীবিতই মনে করিয়া তাঁহার প্রতি বারংবার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ঐ সময় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতে লাগিল। তিনি সেই বিষম সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া ধীর গমনে ভর্ত্তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবত্যধিকদ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, তখন বীর্য্যবান্ সত্যবান্ ভার্য্যা-সমভিব্যাহারে বহুবিধ ফল আহরণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্থালী পরিপূর্ণ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে সাতিশয় ব্যায়াম হওয়াতে তাঁহার গাত্র হইতে স্বেদ বিনির্গত হইতে লাগিল ও মস্তকে বেদনা জন্মিল। তখন তিনি প্রাণপ্রিয়া প্রণয়িনীর সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রভূত পরিশ্রম হওয়াতে আমার শিরঃপীড়া হইয়াছে; অঙ্গ অবশ হইয়া আসিতেছে ও হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে; ফলত আমি নিতান্ত অসুস্থ হইয়াছি; আমার মস্তক যেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রিয়ে! এক বার নিদ্রা যাইতে নিতান্ত বাসনা

হইতেছে ; আর এক মুহূর্ত্তও দণ্ডায়মান থাকিতে পারি না।

প্রতিপ্রাণা সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া ভূতলে উপবেশন-পূর্ব্বক স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করিলেন এবং নারদের বাক্য স্মরণপূর্ব্বক সেই মুহূর্ত্ত, ক্ষণ, বেলা ও দিবস অনুধ্যান করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে দেখিলেন, এক রক্তবাসাঃ, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী, শ্যামবর্ণ, রক্তনয়ন ভয়ানক পুরুষ পাশ হস্তে করিয়া সত্যবানের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

সাবিত্রী তাঁহাকে দেখিবামাত্র শনৈঃ শনৈঃ স্বামীর মস্তক ভূতলে সংস্থাপন করিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কম্পিত হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে দেবেশ! আপনার অমানুষ আকৃতি দেখিয়া আপনাকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। অতএব অনুগ্রহ করিয়া বলুন, আপনি কে? কি অভিলাষেই বা এখানে আসিয়াছেন?

যম কহিলেন, হে সাবিত্রি! তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না ; এই নিমিত্ত তোমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি যম ; অদ্য তোমার পতি সত্যবানের আয়ুঃ শেষ হইয়াছে ; আমি উঁহাকে বন্ধনপূর্ব্বক লইয়া যাইব ; এই আমার অভিলাষ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ভগবন্! শ্রুত আছি যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায় ; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?

পিতৃরাজ সাবিত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর তাঁহাকে প্রীত করিবার নিমিত্ত আপনার আগমনহেতু কহিতে লাগিলেন, হে শুভে! এই সত্যবান্ পরম ধার্ম্মিক, রূপবান্ ও গুণসাগর, আমার দূতেরা ইঁহাকে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি। কৃতান্ত এই বলিয়া সত্যবানের দেহমধ্য হইতে এক পাশবদ্ধ অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া নিষ্কাশিত করিলেন। প্রাণ সমুদ্ধৃত হইবামাত্র সত্যবানের দেহ শ্বাসরহিত, প্রভাশূন্য, চেষ্টাবিহীন ও নিতান্ত অপ্রিয়দর্শন হইল। তখন যম সেই অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে বন্ধন ও গ্রহণপূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে চলিলেন। ব্রতসিদ্ধা পতিপ্রাণা সাবিত্রী দুঃখার্ত্ত চিত্তে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন।

পিতৃপতি সাবিত্রীকে আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন করিতে দেখিয়া কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতিনিবৃত্ত হও ; শীঘ্র গিয়া সত্যবানের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সমাধান কর। তোমা হইতে তোমার ভর্ত্তা আনৃণ্য লাভ করিয়াছেন। তুমি যাহা কর্ত্তব্য, তাহা সম্পাদন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার স্বামী যে স্থানে নীত হন অথবা স্বয়ং গমন করেন ; আমারও সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য ইহাই নিত্য ধর্ম্ম। হে মহাত্মন্! তপস্যা,

গুরুভক্তি, ভর্ত্তৃস্নেহ, ব্রত ও তোমার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত হইয়াছে। হে ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে আমি মিত্রতাপূর্ব্বক তোমাকে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বনে আসিয়া গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য অথবা সন্ন্যাস ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করে না; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিরাই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন; তন্মধ্যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মই বিজ্ঞান প্রাপ্তির কারণ; সকল আশ্রমিকেরাই প্রথমত ঐ ধর্ম্ম সম্যক্ রূপে অনুষ্ঠান করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন; এই নিমিত্ত মাদৃশ লোকে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় বা তৃতীয় আশ্রম অবলম্বন করিতে অভিলাষ করে না; এবং পণ্ডিতগণ এই নিমিত্তই প্রথম আশ্রমকে প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন।

যম কহিলেন, হে অনিন্দিতে! নিবৃত্ত হও; আমি তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে তুমি বর প্রার্থনা কর; সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে যে বর প্রার্থনা করিবে, সমুদায়ই তোমাকে প্রদান করিব।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর রাজ্যচ্যুত হইয়া অরণ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহার নয়নদ্বয় বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি তোমার প্রসাদে চক্ষুঃ লাভ এবং অগ্নি ও দিবাকরের ন্যায় বল ধারণ করুন।

যম কহিলেন, অনিন্দিতে! আমি ঐ বর প্রদান করিলাম; তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহাই হইবে। দেখিতেছি, তুমি পথশ্রান্ত হইয়াছ; অতএব এক্ষণে নিবৃত্ত হও; নতুবা আরও শ্রান্তি হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি যখন স্বামীর সমীপে রহিয়াছি, তখন আমার পরিশ্রমের বিষয় কি? স্বামীই আমার এক মাত্র গতি। অতএব তুমি যে স্থানে স্বামীকে লইয়া যাইবে, আমিও তথায় গমন করিব; এক্ষণে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ কহিতেছি, শ্রবণ কর। সাধুগণের সহিত এক বার মাত্র সমাগমেই মিত্রতা জন্মে; সাধুসমাগম কদাপি নিষ্ফল হয় না; এই নিমিত্ত সাধুসংসর্গে বাস করা কর্ত্তব্য।

যম কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যে বাক্য বিন্যাস করিলে, উহা হৃদয়রঞ্জন, হিতকর এবং বুধগণেরও বোধবর্দ্ধন; তুমি সত্যবানের জীবন ভিন্ন দ্বিতীয় বর প্রার্থনা কর। সাবিত্রী কহিলেন, আমার শ্বশুর পূর্ব্বাপহৃত রাজ্য লাভ করুন; এবং স্বধর্ম্ম হইতে অপরিচ্যুত থাকুন; আমি তোমার নিকটে এই দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, রাজা দ্যুমৎসেন অচিরেই স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন; স্বধর্ম্ম হইতেও পরিচ্যুত হইবেন না। হে রাজপুত্রি! তোমার কামনা পরিপূর্ণ করিলাম; এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হও, নতুবা পরিশ্রান্ত হইবে।

সাবিত্রী কহিলেন, হে দেব! প্রজাগণ তোমারই নিয়মে নিগৃহীত হইতেছে এবং তুমিই নিয়মপূর্ব্বক তাহাদিগকে

কামনা সকল প্রদান করিতেছ; এই নিমিত্ত তোমার যমত্ব সুবিখ্যাত হইয়াছে। হে যমরাজ! এক্ষণে আমার এই বাক্য শ্রবণ কর, কায়মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করাই সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। এই ভূমণ্ডলমধ্যে প্রায় সমুদায় মনুষ্যগণই ভক্তিপ্রবণ; সজ্জনগণ শত্রুগণকেও দয়া করিয়া থাকেন।

যম কহিলেন, হে শুভে! পিপাসু ব্যক্তির যেমন পানীয়, তদ্রূপ তোমার এই বাক্যও সকলের আদরণীয়; অতএব সত্যবানের জীবন ভিন্ন যে বর ইচ্ছা, প্রার্থনা কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আমার পিতার সন্তান সন্ততি নাই; অতএব যেন তাঁহার বংশধর এক শত ঔরস পুত্র জন্মে; আমি তোমার নিকট এই তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতেছি।

যম কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার পিতার বংশকর সুতেজাঃ শত পুত্র সমুৎপন্ন হউক। হে রাজপুত্রি! এক্ষণে কৃতকামা হইলে, প্রতিনিবৃত্ত হও; দেখ, তুমি অতি দূরপথে আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, হে ঈশ্বর! আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে রহিয়াছি, তখন ইহা আমার দূর পথ নহে। আমার মনঃ ইহা অপেক্ষা দূরতর পথে ধাবমান হইতেছে। তুমি গমন করিতে করিতেই আমার কথা শ্রবণ কর। তুমি ভগবান্ বিবস্বানের তনয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ তোমাকে বৈবস্বত বলিয়া থাকেন। আর প্রজাগণ ইহ সংসারে তোমার পক্ষপাতরহিত ধর্ম্ম শাসনে সঞ্চরণ করিতেছে; এই জন্য তুমি ধর্ম্মরাজ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছ। হে ধর্ম্মরাজ! সাধু ব্যক্তিকে যত দূর বিশ্বাস করা যায়; আপনার প্রতিও তত বিশ্বাস হয় না; এই নিমিত্ত সকলেই সাধু ব্যক্তির উপরে বিশ্বাস ও প্রণয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হয়।

যম কহিলেন, ভদ্রে! তুমি যেরূপ কহিলে, আর কাহারও নিকটে এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি নাই; আমি ইহাতে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম; অতএব সত্যবানের জীবন বিনা চতুর্থ বর গ্রহণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হও।

সাবিত্রী কহিলেন, সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্য্যশালী কুলবর্দ্ধন এক শত পুত্র হইবে, আমি এই চতুর্থ বর প্রার্থনা করি।

যম কহিলেন, অবলে! তোমার বলবীর্য্যশালী আনন্দবর্দ্ধন শত নন্দন হইবে, এক্ষণে নিবৃত্ত হও; আর পরিশ্রম স্বীকারে প্রয়োজন নাই; অনেক দূর আগমন করিয়াছ।

সাবিত্রী কহিলেন, সজ্জনের ধর্ম্মবৃত্তি চির কালই সমান; সজ্জনেরা অবসন্ন বা ব্যথিত হন না; সজ্জনের সহিত সজ্জনের সমাগম কদাপি বিফল হয় না; এবং সজ্জনেরা সজ্জনের সমীপে ভীত হন না। সজ্জনেরাই সত্য দ্বারা সূর্য্যকে চালিত করিতেছেন; সজ্জনেরাই তপ দ্বারা পৃথিবী ধারণ করিতেছেন; সজ্জনেরাই

ভূত ভবিষ্যতের গতি ; এবং সজ্জনেরা সজ্জনসমাজে কদাচ অবসন্ন হন না। সাধুগণ পরস্পর অপেক্ষা না করিয়া আর্য্যগণের পূজনীয় জ্ঞানেই চির কাল পরোপকার করিয়া থাকেন। সাধুগণের প্রসাদ কখন বিফল হয় না ; এবং তাঁহাদিগের নিকটে অর্থ বা মানেরও হানি হয় না ; প্রত্যুত প্রসাদ, অর্থ ও মান এই তিনই সাধুসমীপে অব্যাহত থাকে ; অতএব সাধুগণ সকলের রক্ষাকর্ত্তা।

যম কহিলেন, হে পতিব্রতে ! আমি তোমার সুবিন্যস্ত ধর্ম্মসংহিত বাক্য যত শ্রবণ করিতেছি ; ততই আমার ভক্তিবৃত্তি তোমার প্রতি উচ্ছলিত হইতেছে। অতএব তুমি পুনরায় অভিলষিত বর গ্রহণ কর।

সাবিত্রী কহিলেন, হে মানদ ! স্বামীর ঔরস পুত্র যেরূপ ; ক্ষেত্রজাদি পুত্র তদ্রূপ নহে ; বিশেষতঃ পতি ব্যতীত আমি জীবনধারণে সমর্থ নহি ; অতএব সত্যবান্ জীবিত হউন, এই বর প্রার্থনা করি। আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ অথবা স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নহি ; এবং স্বামী ব্যতীত জীবন ধারণ করিতেও আমার প্রবৃত্তি নাই। তুমিই আমার শত-পুত্রতা বর প্রদান করিয়াছ এবং তুমিই আমার পতিকে অপহরণ করিতেছ ; অতএব হে ধর্ম্মরাজ ! সত্যবান্ জীবিত হউন ; এই বর প্রার্থনা করি ; তাহা হইলেই তোমার বাক্য সত্য হইবে।

ধর্ম্মরাজ যম আনন্দিত চিত্তে তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পাশমুক্ত করিলেন এবং সাবিত্রীকে কহিলেন, হে কুলনন্দিনি! এই তোমার ভর্ত্তাকে মুক্ত করিয়া দিলাম ; ইনি রোগমুক্ত, কৃতার্থ ও তোমারই বশীভূত হইয়া তোমার সহিত চারি শত বৎসর জীবিত থাকিবেন। ইনি যজ্ঞ ও ধর্ম্ম দ্বারা খ্যাতি লাভ এবং তোমার গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করিবেন। তোমার নামে তোমার পুত্রগণের নামধেয় হইবে। তাহারাও রাজা, পুত্রপৌত্রশালী ও সুবিখ্যাত হইয়া পরম সুখে কাল যাপন করিবে। তোমার পিতাও তোমার মাতা মালবীর গর্ভে মালব নামে বংশকর ইন্দ্রসদৃশ শত পুত্র উৎপাদন করিবেন।

প্রতাপবান্ ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীকে এই রূপ বর প্রদানপূর্ব্বক নিবৃত্ত করিয়া স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রী ও স্বামীকে প্রতিলাভ করিয়া, যে স্থানে তাঁহার মৃত কলেবর পতিত রহিয়াছে, সেই স্থানে সমুপস্থিত হইলেন। তথায় ভূমিনিপতিত ভর্ত্তাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপন উৎসঙ্গে তাঁহার মস্তক আরোপিত করিয়া উপবেশন করিলেন। সত্যবান্ সংজ্ঞা লাভ করিয়া প্রবাসাগত ব্যক্তির ন্যায় প্রণয়িনীর প্রতি বারংবার সপ্রেম দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিলেন, কি কষ্ট ! আমি এত অধিকক্ষণ নিদ্রিত ছিলাম ! প্রিয়ে ! তুমি কি নিমিত্ত আমাকে জাগরিত কর নাই ; আর যিনি আমাকে আকর্ষণ করিতেছিলেন, সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায় ?

সাবিত্রী কহিলেন, জীবিতনাথ! তুমি বহুক্ষণ আমারই উৎসঙ্গে নিদ্রিত ছিলে। যে পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তিনি লোকসংহর্ত্তা যম; কিয়ৎক্ষণ হইল, স্বস্থানে গমন করিয়াছেন। হে রাজপুত্র! তোমার নিদ্রা ভঙ্গ ও বিশ্রাম লাভ হইয়াছে; এক্ষণে যদি সামর্থ্য থাকে, শীঘ্র গাত্রোত্থান কর। দেখ, অন্ধকার রজনী উপস্থিত হইতেছে।

তখন সত্যবান্ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সমুদায় দিক্ ও অরণ্যানী নিরীক্ষণ-পূর্ব্বক কহিলেন, হে সুমধ্যমে! আমার এই মাত্র স্মরণ হইতেছে যে, আমি ফলমাত্র আহার করিয়া তোমার সহিত অরণ্যানীমধ্যে আগমন করিয়াছিলাম। পরে কাষ্ঠ পাটন করিতে করিতে শিরঃপীড়ায় একান্ত পরিতাপিত ও নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া তোমার উৎসঙ্গে শয়ন করিলাম; এবং তৎপরে তোমার আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হইয়া নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলাম। হে প্রিয়ে! তৎপরে যে ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজাঃ পুরুষকে অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্ন, কি সত্য কিছুই জানি না। তুমি যদ্যপি তাহার বিষয় অবগত থাক, বিশেষ করিয়া বল।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! এক্ষণে রজনী উপস্থিত হইয়াছে, অবিলম্বে পিতামাতার নিকটে গমন করা তোমার নিতান্ত আবশ্যক; অতএব শীঘ্র গাত্রোত্থান কর; কল্য সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিব। ঐ দেখ, তামসী নিশা উপস্থিত দিবাকর অস্তমিত হইয়াছেন। নিশাচরগণের নিষ্ঠুরতর নিনাদ, মৃগগণের সঞ্চারশব্দ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে শিবাগণের ভয়ঙ্কর চীৎকার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে।

সত্যবান্ কহিলেন, এই ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন হইয়াছে; এক্ষণে তুমি কোন ক্রমেই ইহাতে পথ নিরীক্ষণ ও গমন করিতে সমর্থ হইবে না।

সাবিত্রী কহিলেন, নাথ! তোমাকে পীড়িত দেখিতেছি; অতএব যদ্যপি তমসাবৃত পথে গমন করিতে অসমর্থ হও, তবে অদ্য এই স্থানেই অবস্থান কর। ঐ দেখ, স্থানে স্থানে শুষ্ক তরু সকল প্রজ্বলিত হইতেছে; আমি তাহা হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া এই সমস্ত কাষ্ঠ প্রজ্বলিত করি; তুমি তদ্দ্বারা শরীরগ্লানি অপনোদন কর। হে নাথ! অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অতিবাহিত করা যাউক; কল্য প্রভাতে কানন সকল প্রকাশিত হইলে, আশ্রমে গমন করিব।

সত্যবান্ কহিলেন, আমার শিরঃপীড়া নিবৃত্ত এবং অঙ্গ সকলও প্রকৃতিস্থ হইয়াছে; এক্ষণে মাতাপিতার সমীপে গমন করিতে বাসনা করি। আমি পূর্ব্বে কখন নিয়মিত সময় অতিক্রমণ করিয়া আশ্রমে গমন করি নাই। মাতা সন্ধ্যা না হইতেই আমাকে রুদ্ধ করিতেন। আমি দিবাভাগে বহির্গত হইলেও আমার মাতাপিতা সন্তপ্ত হইতেন। পিতা আশ্রমবাসিগণের সমভিব্যাহারে আমাকে অন্বেষণ করিতেন। এক বার

তাঁহারা আমার বিলম্বে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে সাতিশয় তিরস্কার করিয়াছিলেন। আজি আমার নিমিত্ত তাঁহাদের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, আমি তাহাই চিন্তা করিতেছি। নিশ্চয়ই আমার অদর্শনে তাঁহারা যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইবেন। একদা রাত্রিতে তাঁহারা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া গলদশ্রুলোচনে প্রীতিযুক্ত বচনে আমাকে কহিয়াছিলেন, "বৎস! আমরা তোমা ব্যতীত মুহূর্ত্তমাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারি না; তুমি আমাদিগকে ফলাদি আহরণ করিয়া না দিলে, আমাদের জীবন ধারণ করিবার উপায়ান্তর নাই; তুমি এই নয়নহীন স্থবিরদ্বয়ের যষ্টি; আমাদিগের বংশ, পিণ্ড, কীর্ত্তি ও সন্তান তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত।" হে প্রিয়ে! আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন; আমি তাঁহাদের যষ্টিস্বরূপ! আহা! না জানি অদ্য আমার অদর্শননিবন্ধন তাঁহাদের কি অবস্থাই ঘটিবে! আঃ পাপীয়সী নিদ্রে! কেবল তোর নিমিত্তই আমার পিতামাতা আমার জীবনে সংশয়াপন্ন হইয়াছেন। আমিও বিপন্ন ও সংশয়াপন্ন হইলাম। ফলত আমি মাতাপিতা ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ নহি। নিশ্চয়ই আমার সেই অন্ধ পিতা এই সময়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া আশ্রমবাসীদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিতেছেন। প্রিয়ে! পিতা ও তাঁহার আশ্রিতা অতি দুর্ব্বলা জননীর নিমিত্তই আমার শোকসাগর উচ্ছ্বসিত হইয়াছে; আপনার নিমিত্ত নহে। হায়! আজি তাঁহারা আমার নিমিত্ত কতই পরিতাপ করিতেছেন! তাঁহারা জীবিত থাকিলেই আমি জীবিত থাকি। আমি এইমাত্র জানি যে; তাঁহাদিগের ভরণ, পোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠান করাই আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য।

গুরুভক্ত, গুরুপ্রিয়, ধর্ম্মাত্মা সত্যবান্ এইমাত্র বলিয়া বাহুযুগল উন্নমিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। তখন ধর্ম্মচারিণী সাবিত্রী শোকবিহ্বল ভর্ত্তার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা মার্জ্জন করিয়া কহিলেন, আমি যদি তপোনুষ্ঠান, দান ও আহুতি প্রদান করিয়া থাকি; তাহা হইলে, শর্ব্বরী আমার শ্বশ্রূ, শ্বশুর ও ভর্ত্তার পক্ষে কল্যাণকরী হউক। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখন মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করি নাই, আজি সেই সত্য আমার শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের অবলম্বন হউক।

সত্যবান্ কহিলেন, সাবিত্রি! আমি পিতামাতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি; চল, আর বিলম্ব করিও না। সত্য কহিতেছি, যদ্যপি অদ্য জনক বা জননীর কিছুমাত্র অমঙ্গল দেখি, অবশ্যই প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অতএব হে বরারোহে! যদি তোমার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনুগামিনী হয়; যদি তুমি আমাকে জীবিত রাখিতে ইচ্ছা কর; যদি আমার প্রিয়াচরণ করা তোমার কর্ত্তব্য হয়; তাহা হইলে চল, ত্বরায় আশ্রমে গমন করি।

সাবিত্রী সত্যবানের বাক্য শ্রবণমাত্র গাত্রোত্থানপূর্ব্বক আপনার কেশপাশ বন্ধন করিয়া বাহুযুগল দ্বারা সত্যবান্‌কে উত্থাপিত করিলেন। সত্যবান্‌ও উত্থিত হইয়া হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন ও চতুর্দ্দিক্ অবলোকনপূর্ব্বক স্থালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তখন সাবিত্রী কহিলেন, হে নাথ! কল্য ফল আহরণ করিও। আমি তোমার যোগক্ষেমসাধন এই পরশু লইয়া যাইব; এই বলিয়া সাবিত্রী তরুশাখা হইতে স্থালী ও পরশু গ্রহণ করিয়া সত্যবানের সমীপে আগমন করিলেন; এবং স্বীয় বাম স্কন্ধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করিয়া দক্ষিণ করে তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন।

সত্যবান্ কহিলেন, ভীরু! অভ্যাসবশত এই সমস্ত পথ আমার বিদিত আছে; এবং তরুরাজির অভ্যন্তর দিয়া জ্যোৎস্নাপাত হওয়ায় দৃষ্টিগোচরও হইতেছে; অতএব যে পথে আগমন করিয়া ফলাবচয়ন করিয়াছি, সেই পথে গমন কর। এই পলাশখণ্ডে দুই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে; ইহার উত্তর পথ অবলম্বন করিয়া গমন কর। প্রিয়ে! এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ ও বলবান্ হইয়াছি, তুমি ত্বরান্বিত হও; মাতাপিতাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকলিকাকুল হইয়াছে। সত্যবান্ সাবিত্রীকে এই রূপ কহিতে কহিতে তাঁহার সমভিব্যাহারে দ্রুতপদসঞ্চারে আশ্রমাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, এ দিকে মহাবল দ্যুমৎসেন সাবিত্রীগৃহীত বরপ্রভাবে পুনরায় চক্ষুষ্মান্ হইয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন। তখন তিনি পুত্রের নিমিত্ত নিতান্ত কাতর হইয়া তাঁহার অন্বেষণার্থ সেই রাত্রিকালে স্বীয় পত্নী শৈব্যাসমভিব্যাহারে সমস্ত আশ্রম, দুর্গম কানন, নদী ও সরোবর প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কোন প্রকার শব্দ শ্রবণ করিবামাত্র উন্মুখ হইয়া ঐ সাবিত্রী ও সত্যবান্ আসিতেছেন ভাবিয়া উচ্চৈঃ স্বরে আহ্বান করিতে থাকেন। এই রূপে সেই নৃপদম্পতি পুত্রশোকে উন্মত্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের চরণতল বিদীর্ণ এবং কুশ ও কণ্টকে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হওয়াতে গাত্র হইতে অনবরত শোণিতধারা নির্গত হইতে লাগিল।

অনন্তর আশ্রমবাসী ব্রাহ্মণগণ সমীপে উপস্থিত হইয়া নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। বৃদ্ধতম তপোধনেরা চতুর্দ্দিকে সমাসীন হইয়া পূর্ব্ব রাজগণের কথাপ্রসঙ্গে বহুবিধ আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; রাজা দ্যুমৎসেন ও তাঁহার ভার্য্যা ঋষিগণের প্রবোধ বাক্যে তৎকালে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পুত্রমুখনিরীক্ষণবাসনা পুনরায় তাঁহাদের

হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল। পুত্রের বাল্য বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে আবির্ভূত হওয়াতে তাঁহাদের দুঃখার্ণব পুনরায় উচ্ছলিত হইল। তখন তাঁহারা নিতান্ত কাতর হইয়া হা পুত্র সত্যবান্! হা বৎসে পতিব্রতে সাবিত্রি! কোথায় রহিলে! এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সুবর্চাঃ নামে ব্রাহ্মণ কহিলেন, আপনারা ধৈর্য্যাবলম্বন করুন; ধর্ম্মপরায়ণা সাবিত্রীর তপস্যা, দম ও সদাচারবলে সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন; সন্দেহ নাই।

মহর্ষি গৌতম কহিলেন, আমি সাঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; দীর্ঘ কাল তপোনুষ্ঠান করিয়াছি; কৌমার ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইয়া গুরু ও অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিয়াছি এবং সমাহিত হইয়া বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া সর্ব্ব প্রকার ব্রতানুষ্ঠান ও যথাবিধি উপবাসাদি করিয়াছি; এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা আমি অন্যের অভিপ্রায়ও জানিতে পারি; অতএব নিশ্চয় বলিতেছি, সত্যবান্ প্রাণ ত্যাগ করেন নাই।

শিষ্য কহিলেন, আমার উপাধ্যায়ের মুখনিঃসৃত বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; অতএব সত্যবান যে জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঋষিগণ কহিলেন, সাবিত্রী সমুদায় অবৈধব্যকর সুলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তাঁহার স্বামী অবশ্যই জীবিত আছেন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, সাবিত্রী যেরূপ তপোঃদম ও সদাচারসম্পন্ন, তাহাতে কদাচ সত্যবানের প্রাণ নাশ হইবে না।

দাল্ভ্য কহিলেন, যখন তুমি চক্ষুষ্মান্ হইয়াছ; যখন সাবিত্রী ব্রতানুষ্ঠান করিয়া অনাহারে স্বামীর সহিত গমন করিয়াছেন, তখন সত্যবান্ অবশ্যই জীবিত আছেন।

আপস্তম্ব কহিলেন, যখন দিক্ সকল প্রসন্ন রহিয়াছে, মৃগ ও পক্ষিগণ অনুকূল শব্দ করিতেছে এবং তোমার প্রবৃত্তি রাজ-ধর্ম্মের অনুরূপ হইয়াছে; তখন সত্য-বান্ জীবিত আছেন; তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ধৌম্য কহিলেন, মহারাজ! তোমার পুত্র সত্যবান্ অশেষ গুণসম্পন্ন, সকলের প্রিয় ও দীর্ঘজীবিলক্ষণসম্পন্ন; অতএব তিনি অবশ্যই জীবিত আছেন।

দ্যুমৎসেন সেই সকল সত্যবাদী তপস্বিগণ কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া তাঁহাদিগের তপঃপ্রভাব, মহিমা এবং অতীত ও অনাগত কালের অভিজ্ঞতাদি চিন্তা করিয়া সুস্থির হইলেন।

পরে অনতি বিলম্বে সাবিত্রী ও সত্য-বান্ হৃষ্টচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করি-লেন। তখন ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, মহা-রাজ! আপনি পুত্রের সহিত পুনর্ম্মিলিত ও চক্ষুষ্মান্ হইলেন দেখিয়া আমরা সাতি-শয় সন্তুষ্ট হইলাম; এক্ষণে প্রার্থনা করি যে, অচিরাৎ আপনার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হউক। আজি আপনার পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ অদ্য আপনি প্রিয়-তম নিরুদ্দেশ পুত্র ও পুত্রবধূর দর্শন পাই-

লেন এবং অমূল্য রত্ন চক্ষুঃ পুনরায় লাভ করিলেন। আমরা যাহা যাহা কহিলাম, তৎ সমুদায়ই সত্য, তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয় করিবেন না। অধুনা উত্তরোত্তর আপনার শ্রী বৃদ্ধি হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই কথা বলিয়া তথায় অগ্নি প্রজ্বালনপূর্ব্বক মহীপতি দ্যুমৎসেনের শরীরগ্লানি নিরাকরণ করিলেন। শৈব্যা, সত্যবান্ ও সাবিত্রী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন; ব্রাহ্মণেরা অনুমতি করিলে, তাঁহারা সকলে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর বনবাসী ঋষিগণ রাজার সহিত একত্র উপবেশনপূর্ব্বক একান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সত্যবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নৃপনন্দন! তোমরা এতাবৎ কাল কি নিমিত্ত আগমন কর নাই, আর কি নিমিত্তই বা রাত্রিশেষে আগমন করিলে, তোমাদের কি ঘটনা হইয়াছিল, আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই; অতএব সবিশেষ সমস্ত বর্ণন কর। অদ্য তোমাদিগের নিমিত্ত এই বনস্থ সমস্ত লোক, বিশেষতঃ তোমার পিতা মাতা যে কিরূপ উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না।

সত্যবান্ কহিলেন, অদ্য পিতার আদেশক্রমে কাষ্ঠাহরণ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রী-সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছিলাম; তথায় কাষ্ঠ সঞ্চয় করিতে করিতে অত্যন্ত শিরোবেদনা উপস্থিত হওয়াতে, আমি শয়ান ও নিদ্রিত হইলাম। অদ্য দীর্ঘ কাল নিদ্রাভিভূত ছিলাম; আমি পূর্ব্বে কখন এত ক্ষণ পর্য্যন্ত নিদ্রাগত থাকি নাই। এই জন্যই আসিতে এত বিলম্ব হইল। আর আমাদিগকে না দেখিয়া আপনারা নিতান্ত সন্তপ্ত হইবেন এই ভাবিয়া রজনীশেষে প্রত্যাগমন করিলাম। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই।

গৌতম কহিলেন, সত্যবান্! তুমি তোমার পিতার অকস্মাৎ চক্ষুঃ-প্রাপ্তির কারণ কিছুই জান না। সাবিত্রী ইহার পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছেন; অতএব উনি উহা আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন; আমরা শুনিতে অত্যন্ত অভিলাষী হইয়াছি। বৎসে সাবিত্রি! তুমি সাবিত্রীসদৃশ তেজস্বিনী; শ্বশুরের চক্ষুঃপ্রাপ্তির কারণ অবশ্যই তোমার বিদিত আছে; যদি রহস্য না হয় তবে যথার্থ বর্ণন কর।

সাবিত্রী কহিলেন, আপনারা যাহা বিবেচনা করিয়াছেন, উহা যথার্থ বটে; ইহাতে কিছুমাত্র রহস্য নাই; আমি যথার্থ রূপে সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি; শ্রবণ করুন। পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ কহিয়াছিলেন, এক বৎসর অতীত হইলে আমার স্বামীর মৃত্যু হইবে; অদ্য সেই দিবস উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া উঁহাকে পরিত্যাগ না করিয়া উঁহার সহিত বনে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, সত্যবান্ নিদ্রায় নিতান্ত অভিভূত হইলে, কৃতান্ত কিঙ্কর-সমভিব্যাহারে স্বয়ং তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বন্ধন-

পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে লইয়া চলিলেন। তদ্দর্শনে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সত্য বাক্য দ্বারা সেই দেবের স্তব করিতে লাগিলাম। ভগবান্ কৃতান্ত প্রসন্ন হইয়া আমার শ্বশুরের রাজ্য ও চক্ষুঃ-প্রাপ্তি, পিতার এক শত পুত্র, আপনার শত পুত্র এবং সত্যবানের চারি শত বৎসর আয়ুঃ এই পাঁচটি বর প্রদান করিলেন। আমি কেবল স্বামীর জীবনের নিমিত্তই ঈদৃশ কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছি। হে মহর্ষিগণ! আমি যে পরিণামসুখ দুঃসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তাহা আপনাদের সমীপে সবিস্তর কীর্ত্তন করিলাম।

ঋষিগণ কহিলেন, হে সাধ্বি! তুমি অতি সৎকুলোদ্ভবা; স্বীয় সুশীলতা, ব্রত এবং পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা দুঃখার্ণবে নিমগ্ন ও বিনাশোন্মুখ রাজকুল পুনরুদ্ধৃত করিলে।

সমাগত মহর্ষিগণ এই রূপে বরবর্ণিনী সাবিত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া রাজা দ্যুমৎসেন ও সত্যবানের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক আহ্লাদিত চিত্তে নির্ব্বিঘ্নে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন।

অষ্টনবত্যধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই রজনী প্রভাতে দিবাকর সমুদিত হইলে, তপস্বিগণ প্রাতঃকৃত্য সমাধানপূর্ব্বক রাজর্ষি দ্যুমৎসেনের আশ্রমে সমাগত হইয়া তাঁহার নিকট বারংবার সাবিত্রীর অদ্ভুত সৌভাগ্যবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দ্যুমৎসেনের প্রজাবর্গ শাল্বদেশ হইতে তথায় সমুপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিল, মহারাজ! রাজমন্ত্রী আপনার শত্রুকে সবান্ধবে সংহার করিয়াছেন; তাহার সৈন্যগণ তৎ শ্রবণে ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে। এক্ষণে সকলে এক মত অবলম্বনপূর্ব্বক স্থির করিয়াছেন যে, রাজা দ্যুমৎসেন চক্ষুষ্মান্ হউন বা না হউন; তিনিই পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবেন। হে রাজন্! তাঁহারা এই নিশ্চয় করিয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে এই চতুরঙ্গিণী সেনা ও যান সমস্ত সমুপস্থিত আছে; আপনি ইহার অন্যতর যানে আরোহণপূর্ব্বক নিজ রাজধানী প্রতিগমন করুন। নগরমধ্যে আপনার জয় ঘোষণা হইয়াছে; অতএব আপনি নির্ব্বিঘ্নে চির কালের নিমিত্ত পিতৃপরম্পরাগত পদে পুনর্ব্বার আরোহণ করুন। এই বলিয়া তাহারা রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাঁহাকে চক্ষুষ্মান্ ও রমণীয় রূপসম্পন্ন দেখিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিল।

রাজা দ্যুমৎসেন প্রজামুখে শত্রুবিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন। তখন তিনি আশ্রমবাসী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন ও তাঁহাদিগের পূজা গ্রহণ করিয়া স্বীয় সহধর্ম্মিণী, পুত্র ও পুত্রবধূসমভিব্যাহারে মনুষ্যবাহ্য যানে আরোহণ-

পূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া পরম সুখে স্ব নগরে সমুপস্থিত হইলেন। তখন পুরোহিতগণ প্রীত মনে মহারাজ দ্যুমৎ-সেনকে রাজ্যে ও তাঁহার আত্মজ সত্য-বান্‌কে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

বহু কাল অতীত হইলে, সাবিত্রীর গর্ভে সত্যবানের এক শত পুত্র উৎপন্ন হইল এবং মদ্রাধিপতি অশ্বপতির ঔরসে মালবীর গর্ভে সাবিত্রীর এক শত মহাবল পরাক্রান্ত সহোদর জন্ম গ্রহণ করিল। হে মহারাজ! এই রূপে পতিপরায়ণা সাবিত্রী পিতা, মাতা, শ্বশ্রু, শ্বশুর, সমগ্র ভর্ত্তৃকুল ও আপনাকে কৃচ্ছ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই কল্যাণী দ্রৌপদীও তাঁহার ন্যায় তোমাদিগকে পরি-ত্রাণ করিবেন; সন্দেহ নাই।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই রূপে পাণ্ডু-নন্দন যুধিষ্ঠির মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুনীত ও শোকজ্বরবিবর্জ্জিত হইয়া পরম সুখে কাম্যক বনে বাস করিতে লাগিলেন। যে নর ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে পতিব্রতা সাবিত্রীর উপাখ্যান শ্রবণ করে; তাহার পরম সুখ ও সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়।

পতিব্রতামাহাত্ম্য পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

কুণ্ডলাহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

একোনশতাধিক দ্বিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! মহর্ষি লোমশ রাজা যুধিষ্ঠিরকে দেবরাজের এই বাক্য কহিয়াছেন যে, "হে ধর্ম্মরাজ! তোমার হৃদয়ে যাহার ভয় নিরন্তর জাগরূক রহিয়াছে ও তুমি যাহার বিষয় কুত্রাপি কীর্ত্তন কর নাই; ধনঞ্জয় এস্থান হইতে প্রস্থান করিলে, আমি তাহা অপহরণ করিব;" হে মহর্ষে! এক্ষণে তাহার বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে মহারাজ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে; তদ্বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। অরণ্য-মধ্যে পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে, একদা সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাদিগের হিতচিকীর্ষু হইয়া কর্ণসমীপে ভিক্ষার্থে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সহস্র-রশ্মি ও সহস্রলোচনের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অপত্যস্নেহবশতঃ করুণার্দ্র হৃদয়ে রজনীযোগে কর্ণের নিকটে আগমন করি-লেন। সত্যপরায়ণ মহাবীর কর্ণ তৎ-কালে বিশ্রব্ধচিত্তে মহামূল্য শয়নে শয়ান ও নিদ্রিত ছিলেন; দিবাকর বেদবিৎ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া স্বপ্নযোগে

তাঁহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, 'বৎস কর্ণ! আমি সৌহার্দ্দবশতঃ তোমার পরম হিতকর বাক্য কহিতেছি, শ্রবণ কর; দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিতাভিলাষে ব্রাহ্মণবেশে কুণ্ডলাপহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার সমীপে আগমন করিবেন। তিনি তোমার এই স্বভাব অবগত হইয়াছেন এবং সমস্ত জগতেও ইহা প্রচারিত হইয়াছে যে, তুমি কাহারও নিকটে প্রার্থনা কর না; কিন্তু সাধুগণ বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ তোমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করেন, তুমি সাধ্যমতে অবশ্যই তাহা প্রদান করিয়া থাক; কাহাকেও প্রত্যাখ্যান কর না। পাকশাসন তোমার এবম্বিধ স্বভাব অবগত হইয়া তোমার নিকট কুণ্ডল ও কবচ ভিক্ষা করিতে আসিবেন। তুমি যাচমান পুরন্দরকে কুণ্ডলযুগল প্রদান না করিয়া সাধ্যানুসারে অনুনয় বিনয় করিবে; ইহাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। তিনি কুণ্ডল লাভের নিমিত্ত তোমাকে বহুবিধ কারণ প্রদর্শনপূর্ব্বক বাগ্‌জাল বিস্তার করিবেন; তুমি রত্ন, স্ত্রী, গো প্রভৃতি অন্যান্য নানাবিধ ধন দ্বারা তাঁহাকে নিবারিত করিবে। যদি তাহা না করিয়া সহজাত কুণ্ডলদ্বয় প্রদান কর, তাহা হইলে, তুমি অবশ্যই গতায়ুঃ হইয়া অচির কালমধ্যে কালগ্রাসে নিপতিত হইবে। হে মানদ! তুমি কবচ ও কুণ্ডলযুগলসম্পন্ন বলিয়াই সমরে অরাতিগণের অবধ্য হইয়াছ। তোমার রত্নময় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় অমৃত হইতে সমুত্থিত হইয়াছে; অতএব যদি জীবিত থাকিতে বাসনা কর, তাহা হইলে উহা রক্ষা করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য'।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি কে ব্রাহ্মণবেশে প্রণয় প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন; বলুন।

সূর্য্য কহিলেন, তাত! আমি সূর্য্য, সৌহার্দ্দনিবন্ধন তোমাকে দর্শন দিয়াছি। আমার কথা রক্ষা কর; তাহা হইলেই তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে।

কর্ণ কহিলেন, যখন দিবাকর আজি আমার হিতান্বেষী হইয়া উপদেশ প্রদান করিয়াছেন; তখন আমি অবশ্যই শ্রেয়ঃ লাভ করিব। কিন্তু হে বরদ! আমি প্রণয়পূর্ব্বক যাহা কহিতেছি, প্রসন্ন হইয়া শ্রবণ করুন। হে বিভাবসো! যদ্যপি আমি আপনার প্রীতিভাজন হইয়া থাকি, তবে আমাকে ব্রত হইতে পরাঙ্মুখ করিবেন না। লোকমধ্যে আমার এই ব্রত প্রচারিত হইয়াছে যে, আমি ব্রাহ্মণগণকে প্রাণ পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকি। অতএব যদি দেবরাজ পাণ্ডবগণের হিত কামনায় আমার নিকটে বর্ম্ম ও কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আগমন করেন; আমি অবশ্যই তাঁহাকে উহা সমর্পণ করিব। আমি আমার ত্রিভুবনসঞ্চারিণী কীর্ত্তি বিনষ্ট করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ। মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তিকর প্রাণ প্রতিপালন অপেক্ষা যশস্কর মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অতএব যদ্যপি আখণ্ডল পাণ্ডবগণের হিতচিকীর্ষু হইয়া কুণ্ডলার্থে মৎসমীপে সমুপস্থিত হন; আমি

অবশ্যই তাঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব; তাহা হইলে সমস্ত জগতে আমার কীর্ত্তি ও তাঁহার অকীর্ত্তি দীপ্তি পাইতে থাকিবে।

আমি প্রাণদান করিয়াও কীর্ত্তি লাভ করিতে বাসনা করি। কীর্ত্তিমান্ লোকেই স্বর্গ লাভ করে; এবং কীর্ত্তিভ্রষ্ট ব্যক্তি বিনষ্ট হয়। কীর্ত্তি মাতার ন্যায় পুরুষের জীবন রক্ষা করেন; কিন্তু অকীর্ত্তি জীবিত মনুষ্যকেও গতজীবিত করিয়া ফেলে। বিধাতা স্বয়ং কহিয়াছেন যে, বিশুদ্ধা কীর্ত্তি পর লোকে পুরুষের প্রধান আশ্রয় হন; এবং ইহলোকে আয়ুর দীর্ঘতা সম্পাদন করেন। অতএব আমি শরীরজাত অচির-স্থায়ী কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়া চিরস্থায়িণী কীর্ত্তি লাভ করিব। ব্রাহ্মণগণকে যথা-বিধি দান, দুষ্কর কর্ম্মের সংসাধন, সংগ্রামে অরাতিগণকে পরাজয় এবং পরিশেষে সমরানলে শরীরাহুতি প্রদান করিয়া কেবল কীর্ত্তি স্থাপন করিব। সংগ্রামে ভীত জীবিতার্থী ব্যক্তিদিগকে অভয় প্রদান এবং বৃদ্ধ, বালক ও দ্বিজাতিগণকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া ইহ লোকে যশঃ ও পর লোকে স্বর্গ লাভ করিব। ফলতঃ নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণ দান করিয়াও কীর্ত্তি রক্ষা করাই আমার ব্রত। অতএব আমি দ্বিজবেশধারী পুরন্দরকে এই কীর্ত্তি-কর ভিক্ষা প্রদান করিয়া চরমে দেবলোকে পরম পদে অধিরোহণ করিব।

ত্রিশততম অধ্যায়।

সূর্য্য কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি পুত্র, কলত্র, পিতা, মাতা, বন্ধুবর্গ ও আপনার অপ্রিয় কার্য্যানুষ্ঠান করিও না। প্রাণিগণ প্রাণ রক্ষা করিয়া অক্ষয় যশঃ ও অনন্ত কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে; কিন্তু তুমি প্রাণের অপেক্ষা না করিয়া শাশ্বতী কীর্ত্তি লাভে লোলুপ হইয়াছ; এক্ষণে নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, সেই কীর্ত্তিই তোমার প্রাণ হরণ করিয়া পলায়ন করিবে। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌত্র ও অন্যান্য বান্ধবগণ জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশ্য সংসাধন করিয়া থাকেন; অধিক কি, জীবিত লোকের পৌরুষবলে ভূপালেরাও তাঁহার কার্য্যানুষ্ঠানে উদ্যত হয়েন।

মনুষ্য জীবিতাবস্থাতেই মহীয়সী কীর্ত্তি লাভে সমধিক সন্তোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। মৃত ব্যক্তির কীর্ত্তিকলাপ নিতান্ত অকিঞ্চিৎ-কর। দেখ, পরলোকগত ব্যক্তি আপনার কীর্ত্তির বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারে না; কিন্তু জীবিত ব্যক্তি উহা ভোগ করে। হে বৎস! তুমি আমার নিতান্ত ভক্ত বলিয়াই তোমার হিতাভিলাষে আমি বারংবার এই রূপ কহিতেছি। যে ব্যক্তি পরম ভক্তি সহকারে আমার আরাধনা করে, আমি তাহাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকি। হে বৎস! তোমার আস্থা দর্শনে তোমার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি; অতএব তুমি আমার আদেশ ও উপদেশ প্রতিপালন কর।

হে কর্ণ! এই বিষয়ে দৈবকৃত একটি রহস্য আছে, তাহা দেবগণেরও অগোচর; সুতরাং তুমি তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পার নাই। আমি সেই রহস্য এক্ষণে ব্যক্ত করিব না; সমুচিত অবসর উপস্থিত হইলে, তুমি অবশ্যই তাহা জ্ঞাত হইবে। হে বৎস! আমি বারংবার তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, দেবরাজ ইন্দ্র প্রার্থনা করিলে, তুমি কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না। নির্ম্মল নভোমণ্ডলে বিশাখা নক্ষত্র দ্বারা মধ্যগত শশাঙ্কের ন্যায় তুমি এই রমণীয় কুণ্ডলযুগল দ্বারা অতিমাত্র শোভা পাইতেছ। অতএব তুমি কুণ্ডলার্থী সুররাজ ইন্দ্রকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি যুক্তিসঙ্গত বহুবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অবশ্যই তাঁহার কুণ্ডলস্পৃহা অপনীত করিতে পারিবে। ফলতঃ যে কোন রূপে হউক, তাঁহার এই বুদ্ধি অপনোদন করা তোমার অতি কর্ত্তব্য।

মহাবীর সব্যসাচী অর্জ্জুন নিয়তই তোমার প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া থাকে। সে তোমার সহিত যুদ্ধ করিবে; কিন্তু তুমি কুণ্ডলসম্পন্ন থাকিলে, ইন্দ্রের সাহায্যেও সে তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না। অতএব তুমি যদি অর্জ্জুনকে সংগ্রামে জয় করিতে বাসনা কর; তাহা হইলে দেবরাজকে কদাচ কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিও না।

একাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আমি আপনার পরম ভক্ত; আপনি তাহা সম্যক্ বিদিত আছেন। আপনাকে অদেয় আমার কিছুই নাই। আমি আপনার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত; পুত্র, কলত্র, আত্মা ও অভিলষিত মিত্রের প্রতিও তদ্রূপ নহি। মহাত্মারা যে অভীষ্ট ভক্তের উপর সততই অনুরক্ত থাকেন, আপনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। কর্ণ আমার নিতান্ত ভক্ত, তাহার অন্য উপাস্য দেবতা নাই, এই বিবেচনা করিয়াই আপনি আমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতেছেন; কিন্তু আমি বারংবার প্রণিপাত দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিতেছি; আপনি এক্ষণে আমাকে ক্ষমা করুন।

আমি মৃত্যু অপেক্ষা মিথ্যা হইতে সমধিক ভীত হইয়া থাকি; বিশেষ সাধু ব্রাহ্মণগণের নিকট অনৃতাচারে সাতিশয় শঙ্কিত হই। কেহ আমার প্রাণ প্রার্থনা করিলেও কিছুমাত্র বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা প্রদান করিতে পারি। আপনি অর্জ্জুনের কথা উল্লেখ করিয়া আমাকে যেরূপ কহিলেন, সেই চিন্তা ও তন্নিবন্ধন সন্তাপ পরিত্যাগ করুন। আমি নিশ্চয়ই রণস্থলে অর্জ্জুনকে পরাজয় করিব। আমি মহাত্মা জামদগ্ন্য ও দ্রোণ হইতে যে সমস্ত অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ অবগত আছেন। এক্ষণে হে সুরশ্রেষ্ঠ! ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র আমার জীবন প্রার্থনা করিলেও আমি তাঁহাকে তাহা প্রদান করিব; আপনি আমার এই ব্রত সাধন বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন।

সূর্য্য কহিলেন, বৎস! তুমি এই কুণ্ডলদ্বয়ের প্রভাবে সর্ব্বভূতের অবধ্য হইয়াছ। দেবরাজ অর্জ্জুন-দ্বারা তোমার বধ সাধন করিবার নিমিত্ত কুণ্ডল প্রার্থনা করিয়াছেন। অতএব যদি তুমি নিতান্তই আখণ্ডলকে কুণ্ডল প্রদান কর; তাহা হইলে অগ্রে অর্জ্জুনবিজয় মানসে প্রিয়োক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহার নিকট অভ্যর্থনা করিবে, হে সুররাজ! আমি আপনাকে কুণ্ডল প্রদান করিতেছি, কিন্তু একটি নিয়ম সংস্থাপন করিতে হইবে। আপনি অগ্রে আমাকে এক শত্রুঘাতিনী অমোঘ শক্তি প্রদান করুন; পশ্চাৎ আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল দান করিব। তুমি দেবরাজকে এই রূপ নিয়মবদ্ধ করিয়া কুণ্ডল যুগল প্রদান করিবে; তাহা হইলে সেই শক্তি দ্বারা অনায়াসে সমরে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবে; সন্দেহ নাই।

ইন্দ্রের সেই শক্তি শত সহস্র শত্রু বিনাশ না করিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করে না। এই বলিয়া সূর্য্যদেব তথায় অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর মহাবীর কর্ণ নিশাবসানে সূর্য্যসন্নিধানে স্বপ্নের কথা উল্লেখ করিয়া যেরূপ দর্শন ও উভয়ে যেরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। তখন ভগবান্ ভানু এই কথা শুনিয়া হাস্যমুখে স্বপ্নের বিষয় সমস্ত স্বীকার করিলেন। পরে কর্ণ আপনার স্বপ্নের যাথার্থ্য জানিয়া শক্তি লাভ লালসায় বাসবের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দ্ব্যধিকত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তপোধন! ভগবান্ সূর্য্য কর্ণের নিকট যে গূঢ় বৃত্তান্ত গোপন করিলেন; তাহা কি? সেই কুণ্ডলদ্বয় ও কবচই বা কিরূপ এবং তিনি কোথা হইতেই বা ঐ কবচ ও কুণ্ডল-যুগল প্রাপ্ত হইলেন? উহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হই-য়াছে; আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে মহাতেজাঃ, শ্মশ্রুবিশিষ্ট, দণ্ডধারী, প্রাংশু ও জটিল এক ব্রাহ্মণ রাজা কুন্তি-ভোজের নিকট উপনীত হন। তিনি পরম দর্শনীয়, মধুরভাষী ও তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন; দেখিলে সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় বোধ হয়। সেই মহাতপাঃ কুন্তিভোজকে কহিলেন, মহারাজ! আমি ভিক্ষার্থী; আপনার গৃহে ভোজন করিতে অভিলাষ করি; কিন্তু আপনি বা আপনার অনুচর-বর্গ আমার কোন প্রকার অপ্রিয় কার্য্য করিতে পারিবেন না; আমার যখন যে স্থানে ইচ্ছা হইবে; গমন করিব এবং আমি স্বেচ্ছাক্রমে প্রত্যাগত হইব। আমার শয়ন ও উপবেশনকালে কেহ কোন প্রকার অপ্রিয়াচরণ করিতে পারিবে না। যদি ইহাতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি আপনার গৃহে বাস করি।

রাজা কুন্তিভোজ প্রীত মনে 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ব্রাহ্মণের বাক্যে অনুমোদন করি-

লেন। পরে অতি বিনীত ভাবে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! পৃথা নামে আমার এক যশস্বিনী কন্যা আছেন; তিনি অতি সচ্চরিত্রা, সাধ্বী ও ধর্ম্মপরায়ণা। তিনি ভক্তিপূর্ব্বক আপনার পরিচর্য্যা করিবেন; আপনি তাঁহার সদ্ব্যবহার ও সুশীলতায় পরম পরিতুষ্ট হইবেন; সন্দেহ নাই।

রাজা এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের যথাবিধি সংকার করিয়া পৃথুলোচনা পৃথার নিকট উপনীত হইয়া কহিলেন; বৎসে! ঐ ব্রাহ্মণ আমার গৃহে বাস করিতে অভিলাষী, আমিও উঁহার ইচ্ছা পূরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; অতএব তুমি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হও; দেখ, যেন আমার বাক্য কদাপি মিথ্যা না হয়। ঐ মহাতেজাঃ স্বাধ্যায়সম্পন্ন তপস্বী যখন যাহা বলিবেন; নির্ম্মৎসর হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিবে। বৎসে! ব্রাহ্মণই পরম তেজঃ ও ব্রাহ্মণই পরম তপঃস্বরূপ; ব্রাহ্মণের নমস্কারপ্রভাবে ভগবান্ উষ্ণরশ্মি অন্তরীক্ষে বিরাজমান রহিয়াছেন। মহাসুর বাতাপি ও তালজঙ্ঘ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা না করিয়া ব্রহ্মদণ্ডে নিহত হইয়াছে। সম্প্রতি ঐ মহাভাগ ব্রাহ্মণের শুশ্রূষার ভার তোমাতেই অর্পিত হইল; তুমি সর্ব্বদা সংযত চিত্তে উঁহার সেবা কর।

ব্রাহ্মণ, গুরু ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি বাল্যাবধি তোমার যে বিশেষ ভক্তি আছে; তাহা আমি জানি; তুমি ভৃত্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, মাতৃগণ ও আমাকে যথোচিত সমাদর করিয়া থাক। তোমার সদ্ব্যবহারে নগরস্থ ও অন্তঃপুরস্থ সমস্ত লোক এবং দাস দাসীগণ সর্ব্বদা সন্তুষ্ট রহিয়াছে। বৎসে! তুমি বালিকা ও আমার কন্যা; এ নিমিত্ত তোমাকে আদেশ করিতেছি যে, অতি সাবধানে ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিবে; কারণ ব্রাহ্মণজাতি সহজেই অতি কোপনস্বভাব; তুমি বৃষ্ণিকুলসম্ভূত রাজা শূরসেনের প্রিয়তমা কন্যা; বসুদেবের ভগিনী; তোমার পিতা প্রীত হইয়া স্বয়ং বাল্যকালে তোমাকে আমাকে প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমার সন্তানসন্ততির মধ্যে শ্রেষ্ঠ; অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার দুহিতা হইয়াছ। তুমি বৃষ্ণিবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কুলে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছ; অতএব যেমন পদ্মিনী হ্রদ হইতে হ্রদান্তরে নীত হয়; সেই রূপ তুমিও সুখ হইতে সুখান্তর প্রাপ্ত হইয়াছ। দুষ্কুলজাত প্রমদারা আবদ্ধ হইয়াও প্রায় বালস্বভাবসুলভ দোষাচরণ করিয়া থাকে; কিন্তু হে কল্যাণি! তুমি রাজকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ; অসাধারণ গুণ সকল তোমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে; তোমার রূপ-লাবণ্য অলোকসামান্য; সম্প্রতি তুমি অহঙ্কার ও অভিমান পরিহার করিয়া বরপ্রদ ঐ ব্রাহ্মণের আরাধনা কর; অবশ্যই শ্রেয়োলাভ হইবে; কিন্তু ঐ দ্বিজশ্রেষ্ঠের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে, আমর বংশ ধ্বংস হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ত্র্যধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

কুন্তী কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! সত্য বলিতেছি; আপনি ব্রাহ্মণের নিকট যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন; আমি সংযত হইয়া অবশ্যই সেই রূপ তাঁহার আরাধনা করিব। বিপ্রের সেবা করা আমার স্বাভাবিক ধর্ম্ম; বিশেষতঃ আপনার প্রিয় কার্য্য; অতএব উহা আমার পক্ষে পরম শ্রেয়স্কর; তাহার সন্দেহ কি। তিনি যদি সায়াহ্নে, প্রাতে, রাত্রিকালে অথবা নিশীথ সময়ে আগমন করেন; তথাপি আমাকে ক্রোধান্বিত করিতে পারিবেন না; আমি অবিরক্ত ভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিব। মহারাজ! একে ত ব্রাহ্মণসেবা তাহাতে আবার আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন ও হিতানুষ্ঠান; ইহার পর আমার আর শ্রেয়োলাভ কি আছে। আপনি বিশ্বস্ত হউন; আমি সত্য কহিতেছি, আপনার গৃহে বাস করিলে, কোন ক্রমেই সেই দ্বিজোত্তমের অপ্রিয় কার্য্য বা সেবার ত্রুটি হইবে না। যাহা তাঁহার প্রিয় ও আপনার হিতকর; আমি তৎ সাধনে সতত যত্ন করিব; আপনি কদাচ চিন্তিত হইবেন না।

হে পৃথিবীনাথ! ব্রাহ্মণ পরম পূজনীয়, তাঁহার প্রসাদে অনায়াসে উদ্ধার হওয়া যায়, কিন্তু ব্রাহ্মণের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইলে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে হয়। ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইলে, রাজাদিগেরও নানাবিধ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। স্মরণ করিয়া দেখুন; পূর্ব্বে সুকন্যার অপরাধে তপোধন চ্যবন ক্রোধান্বিত হইলে, রাজা শর্য্যাতির কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল; আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছি; অতএব যাহাতে দ্বিজোত্তমের সন্তোষ জন্মে, তাহাই করিব; আমার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ হইতে আপনার কোন প্রকার অপকার হইবে না। আপনি যেরূপ অনুমতি করিয়াছেন; আমি বিশিষ্টরূপে নিয়মবতী হইয়া তদনুসারে বিপ্রর্ষির সেবা করিব; তাহার সন্দেহ নাই।

রাজা কন্যার এবম্প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহাকে ইতিকর্ত্তব্যতার উপদেশ প্রদান করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! যাহাতে আমার, তোমার ও বংশের হিত হয়; তাহাই করিবে।

দ্বিজবৎসল কুন্তিভোজ এই কথা বলিয়া পৃথাকে ব্রাহ্মণসেবায় নিযুক্ত করিয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! এই আমার কন্যা; ইনি অতি বালিকা, চির কাল সুখে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন; কদাপি এরূপ বৃত্তি অবলম্বন করেন নাই; অতএব যদি ইহা হইতে কখন কোন অপরাধ হয়; তাহা হইলে আপনি কিছু মনে না করিয়া, বরং ক্ষমা করিবেন। বাল, বৃদ্ধ ও তপস্বিগণ অত্যন্ত অপরাধী হইলেও ভবাদৃশ মহাভাগ ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগের প্রতি কখন ক্রোধ প্রকাশ করেন না। গুরুতর অপরাধ হইলেও ব্রাহ্মণের ক্ষমা করা

উচিত এবং যথাশক্তি পূজা করিলে তাহা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ব্রাহ্মণ তথাস্তু বলিয়া রাজবাক্যে সম্মত হইলে, রাজা কুন্তিভোজ প্রীত মনে তাঁহাকে সুধাধবলিত এক প্রাসাদ প্রদান করিলেন এবং তত্রস্থ অগ্নিশরণে রুচির আসন ও আহারাদি দ্রব্য সামগ্রী সকল নিবেদন করিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজপুত্রী পৃথা শুচি হইয়া দ্বিজোত্তমের নিকট গমন করিলেন। তিনি আলস্য ও অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রযত্নাতিশয় সহকারে দেবতার ন্যায় তাঁহার সেবা* করিয়া পরম পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন।

চতুরধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ব্রতপরায়ণা সেই কন্যা পরিশুদ্ধ চিত্তে নিয়তব্রত ব্রাহ্মণের সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালেই আগমন করিব বলিয়া, কখন সায়ংকালে, কখন বা রাত্রিকালে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন; তথাপি ঐ কন্যা সকল সময়েই ভোজ্য, শয়ন, আসন প্রভৃতি প্রদান করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতেন। তিনি প্রতিদিন উত্তমোত্তম ভোজ্য ও ভোগ্য সামগ্রী ব্যতীত কদাপি তাঁহাকে অপকৃষ্ট বস্তু প্রদান করিতেন না; এবং তিরস্কার, অপবাদ বা অপ্রিয় বাক্য দ্বারা তাঁহার অপ্রিয়াচরণে কদাপি প্রবৃত্ত হইতেন না। ভোজকন্যা কুন্তী যে সময়ে ব্যস্ত থাকিতেন; ব্রাহ্মণ সেই সময়েই তাঁহাকে নানাবিধ আদেশ এবং অতি দুর্ল্লভ সামগ্রী সকলও প্রার্থনা করিতেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যের ন্যায়, পুত্রের ন্যায় ও ভগিনীর ন্যায় অবহিত হইয়া ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রার্থিত সামগ্রী সকল প্রদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণ কন্যারত্ন কুন্তীর যত্ন, স্বভাব ও আচরণে প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কুন্তিভোজ প্রতিদিন প্রভাতে ও সায়ংকালে কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, পুত্রি! ব্রাহ্মণ কি তোমার পরিচর্য্যায় পরিতুষ্ট হইতেছেন? তিনি উত্তর করিতেন, যারপর নাই আনন্দিত হইতেছেন। মহানুভব কুন্তিভোজ তৎশ্রবণে আনন্দসাগরে প্লবমান হইতেন।

এই রূপে একবর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, সৌহার্দ্দপরায়ণ ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন, রাজ-কন্যার কিঞ্চিন্মাত্রও দোষ নাই; তখন প্রীতিপ্রফুল্ল চিত্তে কহিলেন, কল্যাণি! আমি তোমার পরিচারণায় পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়াছি; অনন্যসুলভ বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর; তুমি সেই বর প্রাপ্তিনিবন্ধন যশ দ্বারা সমস্ত সীমন্তিনীর অগ্রণী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে বিপ্র! আপনি ও আমার পিতা উভয়েই যখন আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; তখন আমার বর লাভের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই; অতএব অন্য বরে প্রয়োজন কি?

ব্রাহ্মণ কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তুমি আমার নিকট বর গ্রহণ করিতে অনভিলাষিণী হইলেও আমি তোমাকে দেব-

গণকে আহ্বান করিবার নিমিত্ত এই মন্ত্র প্রদান করিতেছি; গ্রহণ কর; তুমি এই মন্ত্র দ্বারা যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহারা অকামই হউন, আর সকামই হউন, মন্ত্রপ্রভাবে ভৃত্যের ন্যায় তোমার বশবর্ত্তী হইবেন।

অনিন্দিতা কুন্তী দ্বিজবরকে প্রত্যাখ্যান করিতে আর সমর্থ হইলেন না; তখন তিনি তাঁহাকে অথর্ব্ব বেদবিহিত মন্ত্র সকল গ্রহণ করাইলেন। অনন্তর দ্বিজবর কুন্তিভোজকে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার কন্যা কর্ত্তৃক পরিতোষিত হইয়া তোমার গৃহে পরম সুখে বাস করিয়াছি; এবং সর্ব্বদা যথাবিধি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে ইষ্ট সাধন করিতে চলিলাম। এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা কুন্তিভোজ তাঁহাকে সেই স্থানে অন্তর্হিত হইতে দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন; এবং তদবধি পৃথাকে সাতিশয় সমাদর সহকারে সম্মান করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! একদা কুন্তিভোজকন্যা দ্বিজপ্রদত্ত মন্ত্রসমূহের প্রতি সংশয়ান হইয়া চিন্তা করিলেন, মহাত্মা ব্রাহ্মণ আমাকে যে সকল মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; তাহা অবিলম্বেই পরীক্ষা করিয়া দেখি। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে সহসা আপনার ঋতুলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কন্যাবস্থায় রজস্বলা হইয়াছেন বলিয়া, অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন।

অনন্তর সুমধ্যমা কুন্তী প্রাসাদতলে রমণীয় শয্যায় উপবেশনপূর্ব্বক তরুণোদিত অরুণের প্রতি নেত্রপাত করিবামাত্র দিব্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন, এই নিমিত্ত ভানুমানের রূপে সন্তাপিত না হইয়া, তাঁহার কবচ ও কুণ্ডলযুগলমণ্ডিত দিব্য মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করিয়া বিমোহিত হইলেন। ঐ সময়েই তাঁহার অন্তঃকরণে ব্রাহ্মণপ্রদত্ত মন্ত্র সকলের বলাবল পরীক্ষার কৌতূহল আবির্ভূত হইল। তিনিও তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্ব্বক দিবাকরকে আহ্বান করিলেন। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, কম্বুগ্রীবাবিশিষ্ট মহাবাহু দিবাকর তৎক্ষণাৎ যোগপ্রভাবে আত্মাকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া মূর্ত্তিদ্বয় ধারণ করিলেন, এক মূর্ত্তি দ্বারা পূর্ব্ববৎ তাপ প্রদান করিতে লাগিলেন; এবং অঙ্গদ ও মুকুটমণ্ডিত অন্য মূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক দিক্‌সকল প্রজ্বলিত করিয়া, সত্বরে পৃথাসমীপে আগমন-পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিলেন, কল্যাণি! আমি মন্ত্রপ্রভাবে তোমার নিতান্ত বশংবদ হইয়াছি; এক্ষণে তোমার কি করিব, বল।

কুন্তী কহিলেন, ভগবন্! যে স্থান হইতে আগমন করিয়াছেন; সেই স্থানেই প্রতিগমন করুন। আমি কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

সূর্য্য কহিলেন, হে সুমধ্যমে! তুমি যে প্রকার কহিতেছ; তাহাতে আমি অবশ্যই

গমন করিব; কিন্তু দেবতাকে বৃথা আহ্বান করিয়া প্রেষণ করা ন্যায়ানুগত নহে। হে গজগামিনি! আমি বুঝিয়াছি; আমা হইতে অপ্রতিম শৌর্য্যশালী, কবচকুণ্ডলমালী সন্তান উৎপাদন করা তোমার অভিসন্ধি; অতএব এক্ষণে আত্মপ্রদান কর; তোমার অভিলষিত পুত্র উৎপন্ন হইবে। হে সস্মিতমুখি! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া গমন করিব। যদ্যপি তুমি অদ্য আমার প্রিয়াচরণ না কর; তাহা হইলে তোমাকে, তোমার পিতাকে ও সেই ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিয়া, নিশ্চয়ই তোমার নিমিত্ত সকলকে ভস্মীভূত করিব। যখন তোমার পিতা তোমার এই দুর্নীতিদোষ অবগত হইতেছেন না; এবং যখন সেই ব্রাহ্মণ তোমার স্বভাব ও চরিত্র পরীক্ষা না করিয়াই তোমাকে মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন; তখন আমি অবশ্যই তাঁহাদিগের দণ্ড বিধান করিব। হে ভাবিনি! তুমি আমার প্রদত্ত দিব্য দৃষ্টি দ্বারা ঐ অন্তরীক্ষস্থিত ইন্দ্রাদি দেবগণকে অবলোকন কর; দেখ, তাঁহারা বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় তোমার প্রতারণা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

রাজদুহিতা কুন্তী ভাস্করের ন্যায় ভাস্বরমূর্ত্তি দেবগণ আকাশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিতেছেন, অবলোকনপূর্ব্বক লজ্জিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আপনি বিমানে আরোহণ করুন; আমি বালস্বভাবসুলভ অপরাধে আপনাকে দুঃখপ্রদান করিয়াছি। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরু জনেরাই আমার দেহ দানে অধিকারী; অতএব আমি তাহার অন্যথা করিয়া ধর্ম্ম লোপ করিতে অসমর্থ। লোকসমাজে স্ত্রীলোকের দেহরক্ষারূপ ধর্ম্মই পূজনীয়। হে দিনকর! আমি বালিকা; কেবল মন্ত্রবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনাকে আহ্বান করিয়াছি; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে কুন্তি! আমি তোমাকে বালিকা মনে করিয়াই অনুনয় করিতেছি; অন্য রমণী আমার অনুনয় লাভে সমর্থ নহে; অতএব আমাকে আত্মপ্রদান কর; তোমার শান্তি লাভ হইবে। হে ভীরু! আমি তোমার মন্ত্রে আহূত হইয়া আগমন করিয়াছি; অতএব অসম্পূর্ণ মানসে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে, তাহা হইলে আমি লোকের উপহাসাস্পদ ও দেবগণের নিকট নিন্দনীয় হইব। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি আমার ঔরসে মাদৃশ পুত্র লাভ কর; লোকসমাজে বিশিষ্টা বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

ষড়ধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! কন্যা কুন্তী বহুবিধ মধুর বাক্য বলিয়াও সূর্য্যদেবকে সান্ত্বনা করিতে পারিলেন না। যখন তিনি দেখিলেন, ভাস্করকে প্রত্যাখ্যান করা নিতান্ত অসাধ্য; তখন শাপভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া মনে মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিলেন, এখন কি করি; কি

উপায়ে নিরপরাধ পিতা ও ব্রাহ্মণ মন্নিমিত্তক সূর্য্যশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন; বালক সদ্ব্যবহারসম্পন্ন হইলেও পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা না করিয়া কোন ক্রমে তেজস্বী বা তপস্বী ব্যক্তির সমীপবর্ত্তী হইবে না। যাহা হউক; আমি এক্ষণে করে গৃহীত ও নিতান্ত ভীত হইয়াছি; কিরূপে স্বয়ং আত্মপ্রদানস্বরূপ অকার্য্যানুষ্ঠান করি।

অভিসম্পাতভীতা কুন্তী মনে মনে এই রূপ চিন্তা করিয়া নিতান্ত মোহপরায়ণা হইয়া লজ্জানম্র মুখে বিনয় বচনে সূর্য্যদেবকে কহিতে লাগিলেন, হে দেব দিবাকর! আমার পিতা, মাতা ও বন্ধুবান্ধবসমুদায় বর্ত্তমান থাকিতে এই রূপ বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। দেখুন, যদি আপনার সহিত আমার অবৈধ সঙ্গম হয়; তাহা হইলে লোকমধ্যে আমাদের কুলের কীর্ত্তি নাশ হইবে; অথবা প্রাণিগণের ধর্ম্ম, যশঃ, কীর্ত্তি ও আয়ুঃ আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব যদি আপনি এই কার্য্যকে ধর্ম্মানুগত কহেন; তাহা হইলে আমি বন্ধুবর্গের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং আপনাকে আত্মপ্রদান করিতে পারি।

সূর্য্য কহিলেন, হে চারুহাসিনি! তোমার পিতা মাতা বা অন্যান্য গুরু জন তোমার প্রভু নহেন; অবিবাহিতা নারীগণ যাহাকে ইচ্ছা হয়; তাহাকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া উহাদিগকে কন্যা কহে। হে নিতম্বিনি! কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা, নহে; অতএব তুমি এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলে কদাপি অধর্ম্মাচরণ হইবে না। আর আমি কি নিমিত্তই বা কামপরতন্ত্র হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিব। হে ভাবিনি! স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করাই স্বভাবসিদ্ধ; বৈবাহিকাদি নিয়ম কেবল মানবগণের কল্পনামাত্র; অতএব তুমি অবিশঙ্কিত চিত্তে আমার সহিত সঙ্গত হও। আমি কহিতেছি, আমার সহযোগে তোমার গর্ভে এক মহাযশাঃ পুত্র সমুৎপন্ন হইবে; কিন্তু তুমি পুনরায় স্বীয় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

কুন্তী কহিলেন, দেব! যদি আপনি আমার পুত্র প্রদান করেন; তবে যেন ঐ পুত্র কুণ্ডলদ্বয় ও সহজাত অভেদ্য দিব্য বর্ম্ম ধারী হয়।

সূর্য্য কহিলেন, হে নিতম্বিনি! তোমার পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত এবং কুণ্ডল ও অভেদ্য সহজাত বর্ম্মধারী হইবে।

কুন্তী কহিলেন, হে দেব! আপনি আমার গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন করিবেন; ঐ পুত্র যদি কুণ্ডল ও সহজাত বর্ম্মধারী এবং আপনার ন্যায় তেজস্বী, রূপবান্ ও ধার্ম্মিক হয়; তাহা হইলে আপনি স্বীয় মনোরথ সম্পূর্ণ করুন।

সূর্য্য কহিলেন, হে বরারোহে! অদিতি আমাকে যে কুণ্ডলদ্বয় প্রদান করিয়াছেন; তাহা এবং এই উৎকৃষ্ট বর্ম্ম তোমার পুত্রকে প্রদান করিব।

কুন্তী কহিলেন, হে দিবাকর! আপনি যেরূপ কহিলেন; আমার পুত্র যদি তদ্রূপ

হয়, তাহা হইলে আমি আপনার বাক্যে সম্মত হইব।

তখন সূর্য্যদেব তাহাই হইবে বলিয়া কুন্তীর সহিত সহবাস বাসনায় তাঁহার নাভি স্পর্শ করিবামাত্র তিনি তদীয় তেজঃ-প্রভাবে বিচেতনা হইয়া শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যদেব কহিলেন, হে সুশ্রোণি! তবে আমি এক্ষণে তোমার পুত্রোৎপাদনে প্রবৃত্ত হই; সত্য কহিতেছি, তোমার সেই পুত্র সর্ব্ব প্রকার অস্ত্রশস্ত্রকোবিদ হইবে এবং তুমিও পুনরায় স্বীয় কন্যকাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

কুন্তিভোজনন্দিনী সূর্য্যকে অভীষ্ট সাধনে তৎপর দেখিয়া লজ্জানম্র মুখে তাঁহার বাক্যে অনুমোদন করিয়া, লতার ন্যায় সেই পবিত্র শয়নীয়ে শয়ান রহিলেন। তখন ভগবান্ সহস্রকিরণ স্বীয় তেজঃ-প্রভাবে কুন্তীকে মোহিত করিয়া যোগবলে তাঁহার গর্ভাধান করিলেন; কিন্তু কন্যকাবস্থা দূষিত করিলেন না। অনন্তর সূর্য্য তথা হইতে প্রস্থান করিলে পর, কুন্তী সচেতন হইলেন।

সপ্তাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর নৃপদুহিতা কুন্তী নভোমণ্ডলবর্ত্তী প্রতিপচ্চন্দ্রলেখার ন্যায় গর্ভ ধারণ করিলেন; কিন্তু বান্ধবভয়ে সর্ব্বদাই তাহা সংবৃত করিয়া রাখিতেন। ফলতঃ তৎকালে কেহই এই বৃত্তান্তের বিন্দু বিসর্গও অবগত হইতে পারে নাই; কেবল তাঁহার এক ধাত্রেয়িকা ইহা সম্যক্ জ্ঞাত হইয়াছিল।

অনন্তর কুন্তী সমুচিত অবসর লাভ করিয়া সূর্য্যদেবের প্রসাদে কন্যকাকালে কনকোজ্জ্বল কুণ্ডল ও বর্ম্মধারী, সিংহনেত্র ও বৃষস্কন্ধ এক পুত্র প্রসব করিলেন; ঐ পুত্র তেজঃপ্রভাবে নিজ পিতা দিনমণির ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ হইয়া উঠিলেন। পরে কুন্তী ধাত্রীর সহিত মন্ত্রণা করিয়া মধূচ্ছিষ্টবিলিপ্ত, অতি বিস্তীর্ণ ও আচ্ছাদন-সম্পন্ন এক মঞ্জুষামধ্যে সেই পুত্রকে সংস্থাপনপূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে অশ্বনদীতে নিক্ষেপ করিলেন এবং কন্যকা-কালে গর্ভ ধারণ অতি গর্হিত কর্ম্ম জানিয়াও পুত্রস্নেহে নিতান্ত কাতর ও একান্ত বিহ্বল হইয়া করুণ স্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন; পরে মঞ্জুষানিহিত পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে বৎস! দিব্য, পার্থিব ও অন্তরীক্ষগত ভূত এবং জলচর প্রাণী সকল তোমার মঙ্গল বিধান করুন। পথিমধ্যে অন্য কেহ তোমার বিদ্রোহাচরণ করিবেন না; তুমি নির্ব্বিঘ্নে গমন কর।

জলেশ্বর বরুণ সলিলমধ্যে এবং গগনচারী সমীরণ অন্তরীক্ষে তোমাকে রক্ষা করিবেন। যিনি তোমাকে দিব্য বিধানানুসারে আমার গর্ভে উৎপন্ন করিয়াছেন; সেই সূর্য্যদেব তোমাকে রক্ষা করুন। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, বিশ্বদেব, দেবরাজ, মরুৎ ও দিক্‌পাল সহ দিক্ সকল সম বিষম প্রদেশে তোমাকে রক্ষা করিবেন।

আমি বিদেশেও সহজাত কবচ দ্বারা তোমাকে অনায়াসে চিনিতে পারিব। তোমার পিতা সূর্য্যদেব ধন্য ; তিনি দিব্য চক্ষুঃপ্রভাবে মঞ্জুষামধ্যেও তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। এক্ষণে যে তোমাকে পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিবে এবং তুমি পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া ব্যগ্রতা-সহকারে যাহার স্তন পান করিবে, সে নারীও ধন্য। না জানি সে কিরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছে ; আহা! কি সৌভাগ্য! এই কমললোচন, সুললাট ও সুকেশসম্পন্ন পুত্রকে লালন পালন করিবে! তুমি যখন ধূলিধূসরিতকলেবর হইয়া জানু দ্বারা গমনপূর্ব্বক মধুর অস্ফুট বাক্য প্রয়োগ করিবে ; তুমি যখন হিমাচলসম্ভূত কেশরিশাবকের ন্যায় যৌবনসম্পন্ন হইবে ; না জানি এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সেই রমণীর অন্তঃকরণে কতই আনন্দ সঞ্চার হইবে।

কুন্তী এইরূপ বহুতর বিলাপ ও পরিতাপপূর্ব্বক সাতিশয় রোদন করিয়া নিশীথ সময়ে অশ্বনদীসলিলক্ষিপ্ত মঞ্জুষা পরিত্যাগ করিলেন ; পরে পিতার আহ্বানভয়ে ভীত হইয়া শোকাকুল মনে ধাত্রীর সহিত পুনরায় নিজ নিকেতনে প্রবিষ্ট হইলেন। এ দিকে মঞ্জুষা অশ্বনদীপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত ও পরিত্যক্ত হইবামাত্র তথা হইতে চর্ম্মণ্বতী স্রোতস্বতীতে উপস্থিত হইল ; পরে সে স্থান হইতে যমুনা ও যমুনা হইতে ভাগীরথীতে গমন করিল। অনন্তর মঞ্জুষামধ্যগত দৈববিনির্ম্মিত বর্ম্মধারী বালক প্রবাহবেগে বাহিত হইয়া সূতরাজ্যান্তর্বর্ত্তী চম্পা নগরীতে উপনীত হইল।

অষ্টাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্রের সখা অধিরথ নামা সূত নিজ পত্নী রাধা-সমভিব্যাহারে ভাগীরথীতীরে গমন করিয়াছিলেন। রাধা অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না ছিলেন ; কিন্তু দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ বহুতর যত্ন করিয়াও পুত্র লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি তথায় সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এক মঞ্জুষা যদৃচ্ছাক্রমে প্লবমান হইয়া তরঙ্গ দ্বারা ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইল ; ঐ মঞ্জুষা দূর্ব্বাকুঙ্কুম প্রভৃতি রক্ষাদ্রব্যে বিভূষিত। বরবর্ণিনী রাধা তদ্দর্শনে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া উহা ধারণপূর্ব্বক স্বীয় ভর্ত্তৃসন্নিধানে নিবেদন করিলেন। অধিরথ পত্নীর বচন শ্রবণেই জল হইতে মঞ্জুষা উদ্ধার করিয়া যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে উদ্ঘাটনপূর্ব্বক দেখিলেন, উহার মধ্যে তরুণারুণসন্নিভ হেমবর্ম্মধারী কুণ্ডলবিভূষিত এক অচিরপ্রসূত শিশু শয়ান রহিয়াছে। সূত তদ্দর্শনে বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে বালককে ক্রোড়ে লইয়া ভার্য্যাকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমি এরূপ অদ্ভুত রূপ কদাপি নেত্রগোচর করি নাই ; নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এই বালকটী দেবপুত্র ; দেবগণ আমাকে অনপত্য দেখিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুত্রটী প্রদান করিয়াছেন। অধিরথ এই কথা বলিয়া স্বীয় ভার্য্যা রাধাকে সেই পুত্রটী প্রদান করিলেন। রাধা সেই কমলগর্ভসন্নিভ বালককে লইয়া গৃহে আগমনপূর্ব্বক

বিধিমতে ভরণ পোষণ করিতে আরম্ভ করিলে, শিশুও ক্রমে ক্রমে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহাকে গৃহে আনয়ন করিলে পর অধিরথের আর কতক গুলি ঔরস পুত্র সমুৎপন্ন হইল।

তৎপরে ব্রাহ্মণগণ সমানীত সেই বালককে বসুরূপ কবচ ও কুণ্ডলসমবেত দেখিয়া উহার নাম বসুষেণ রাখিলেন। হে মহারাজ! এই রূপে ঐ বালক বসুষেণ নামে বিখ্যাত সূতপুত্র হইলেন। উহার অপর নাম বৃষ; বসুষেণ অঙ্গদেশে দিনে দিনে বর্দ্ধিত ও মহাবল পরাক্রান্ত হইতে লাগিলেন। কুন্তী চরপ্রমুখাৎ স্বীয় পুত্রের সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

সূত অধিরথ পুত্র বসুষেণকে প্রাপ্তবয়স্ক নিরীক্ষণ করিয়া হস্তিনাপুরে প্রেরণকরিলেন; বসুষেণও দ্রোণ, কৃপ ও পরশুরামের নিকট চতুর্ব্বিধ অস্ত্র শিক্ষা করিয়া লোকমধ্যে মহাধনুর্দ্ধর বলিয়া বিখ্যাত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া সতত পাণ্ডবগণের অহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহারা পরস্পর বল, বীর্য্য ও অস্ত্রবিদ্যাবিষয়ে সতত স্পর্দ্ধা করিতেন। হে মহারাজ! কর্ণ যে দিনকরের ঔরসে ও কুন্তীর গর্ভে সম্ভূত হইয়া সূতকুলে প্রতিপালিত হইয়াছেন; ইহা লোকমধ্যে অপ্রকাশিত ছিল; তথাপি রাজা যুধিষ্ঠির সূতকুলস্থিত কর্ণকে সহজ কবচ ও কুণ্ডলধারী নিরীক্ষণ করিয়া সমরে অবধ্য বিবেচনা পূর্ব্বক মনে মনে নিতান্ত পরিতপ্ত হইয়াছিলেন।

যখন মহাবীর কর্ণ মধ্যাহ্ন সময়ে সলিল হইতে সমুত্থিত হইয়া সবিতা দেবের স্তব করিতেন; ঐ সময় ব্রাহ্মণগণ ধনলাভার্থ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া যিনি যাহা যাচ্ঞা করিতেন, তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ তাহাই প্রদান করিতেন। ফলতঃ ব্রাহ্মণকে কোন বস্তুই তাঁহার অদেয় ছিল না।

সুররাজ শতক্রতু ঐ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উপযুক্ত সময়ে তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলে, মহাত্মা কর্ণ তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন করিলেন।

নবাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বীরবর কর্ণ ব্রাহ্মণবেশধারী দেবরাজকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে অসমর্থ হইয়া স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! সুবর্ণাভরণবিভূষিত প্রমদা অথবা গোসমূহপূর্ণ গ্রাম ইহার মধ্যে কি প্রদান করিব, বলুন।

ব্রাহ্মণ কহিলেন, আমি সুবর্ণাভরণবিভূষিত প্রমদা অথবা অন্য কোন প্রীতিজনক বস্তুর অভিলাষ করি না; যাহারা তাহা প্রার্থনা করে; তাহাদিগকে প্রদান করুন। যদি আপনি যথার্থই সত্যব্রত হন, তবে আপনার সহজাত বর্ম্ম ও কুণ্ডলদ্বয় উন্মোচনপূর্ব্বক প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি পরম লাভ জ্ঞান করিব।

কর্ণ কহিলেন, হে বিপ্র! আমি পৃথিবী, প্রমদা, ধেনু ও বহুবর্ষসম্ভূত ধান্যাদি প্রদান করিতে পারি; কিন্তু কুণ্ডল ও বর্ম্ম প্রদান করিতে সমর্থ নহি। এই কথা বলিয়া কর্ণ সেই ব্রাহ্মণকে যথাবিধি পূজা ও অশেষ প্রকার সান্ত্বনা করিলেন এবং গো, সুবর্ণ ও রাজ্য প্রভৃতি মহামূল্য দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত নানাপ্রকার যত্ন করিতে লাগিলেন; তথাপি তিনি কবচ ও কুণ্ডল ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করিলেন না। এই রূপে কর্ণ যখন দেখিলেন যে, বিপ্রেন্দ্র অন্য বস্তুর অভিলাষী নহেন; তখন তিনি সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, হে বিপ্র! আমার বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগল সহজাত; ইহা দ্বারা আমি মানবগণের অবধ্য হইয়াছি; অতএব কোন ক্রমেই ইহা পরিত্যাগ করিতে পারিব না। আমি আপনাকে অতি বিশাল ক্ষেমাস্পদ নিষ্কণ্টক রাজ্য প্রদান করিতেছি; গ্রহণ করুন। সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডলযুগলবিহীন হইলে, শত্রুগণ আমাকে অনায়াসে আক্রমণ করিবে।

এই রূপে ভগবান্ পাকশাসন অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিলে, মহাবীর কর্ণ সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, হে দেব দেবেশ! আমি আপনাকে পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াছি; এক্ষণে আপনাকে বৃথা বর প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত। আপনি সাক্ষাৎ দেবরাজ, সর্ব্বভূতের অধীশ্বর; অতএব আপনিই আমাকে বর প্রদান করুন। আমি যদি আপনাকে কবচ ও কুণ্ডল প্রদান করি; তাহা হইলে লোকের বধ্য হইব এবং আপনিও সকলের হাস্যাস্পদ হইবেন; অতএব কবচ ও কুণ্ডলের বিনিময়ে আমাকে অন্য কোন অভিলষিত বস্তু প্রদান করিতে হইবে; নতুবা আমি আপনাকে বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদান করিব না।

ইন্দ্র কহিলেন, কর্ণ! আমি তোমার নিকট আগমন করিব জানিয়া সূর্য্যদেব পূর্ব্বে স্বপ্নে তোমাকে যে পরামর্শ দিয়াছেন; তুমি তদনুসারে এই সকল কথা বলিতেছ; তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক; তুমি বজ্র ভিন্ন আর যাহা প্রার্থনা করিবে; তাহাই প্রদান করিব।

অনন্তর কর্ণ হৃষ্ট মনে বাসবকে কহিলেন, হে সুরনাথ! আপনি বর্ম্ম ও কুণ্ডলের বিনিময়ে শত্রুবিনাশিনী শক্তি প্রদান করুন। সুররাজ কর্ণবাক্য শ্রবণে শক্তির নিমিত্ত মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন; হে সূতজ! তুমি সহজ বর্ম্ম ও কুণ্ডল প্রদানপূর্ব্বক শক্তি গ্রহণ কর; তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু এই নিয়মে গ্রহণ করিতে হইবে যে, আমি দানবকুল সংহারে প্রবৃত্ত হইলে, এই অমোঘ শক্তি আমার করচ্যুত হইয়া শত শত শত্রু বিনষ্ট করিয়া পুনরায় আমারই হস্তে প্রত্যাবৃত্ত হইবে। কিন্তু তোমার করচ্যুত হইয়া কেবল এক জন মাত্র মহাবল পরাক্রান্ত শত্রু সংহার করিয়া পরিশেষে আমার নিকট উপস্থিত হইবে।

কর্ণ কহিলেন, হে দেবরাজ! যাহাকে

নিরীক্ষণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে ভয়ের সঞ্চার হইবে; আমি সেই শত্রুকে সমরে সংহার করিব। ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি মহাবল পরাক্রান্ত একমাত্র শত্রুকে অবশ্যই বিনাশ করিতে পারিবে; কিন্তু যে শত্রুকে সংহার করিবার মানস করিতেছ; তাঁহাকে ভগবান্ নারায়ণ সতত রক্ষা করিতেছেন। তিনি সামান্য লোক নহেন; পণ্ডিতেরা তাঁহাকে বিজয়শালী অচিন্তনীয় নররূপী নারায়ণস্বরূপ বলিয়া থাকেন। কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! কৃষ্ণ তাহাকে রক্ষা করিলেও তাহাতে কিছু-মাত্র ক্ষতি নাই; এক্ষণে আপনি আমাকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করুন; তাহা হইলে আমি মহাপ্রতাপশালী শত্রু সংহারে সমর্থ হইব। আমি এক্ষণে শরীর হইতে কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আপনাকে প্রদান করিতেছি; ইহাতে আমার চর্ম্ম ছেদন হইলেও অন্তঃকরণে কিছুমাত্র বীভৎস রসের উদ্রেক হইবে না।

ইন্দ্র কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সত্য প্রতিপালনে উদ্যত হইয়াছ; অতএব কদাচ তোমার মনে বীভৎস রসের সঞ্চার বা শরীরে ব্রণ উৎপন্ন হইবে না। যাদৃশ তোমার পিতা সূর্য্যদেবের বর্ণ ও তেজঃ; তুমিও সেই রূপ বর্ণ ও তেজঃ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যে স্থলে নিশ্চয়ই অন্যান্য শস্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি জানিয়াও যদি তুমি প্রমত্ত হইয়া এই অমোঘ শক্তি প্রয়োগ কর; তাহা হইলে ইহা তোমারই গাত্রে নিপতিত হইবে; সন্দেহ নাই। কর্ণ কহিলেন, ভগবন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা কদাচ অন্যথা হইবে না; নিশ্চয়ই কহি-তেছি, আমি প্রাণসংশয় কালেই এই শক্তি প্রয়োগ করিব।

অনন্তর কর্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রজ্বলিত শক্তি গ্রহণপূর্ব্বক এক শাণিত শস্ত্র দ্বারা আপনার চর্ম্ম উৎকীর্ণ করিয়া কবচ ও কুণ্ডল উন্মোচনপূর্ব্বক আর্দ্র থাকিতে থাকিতেই ইন্দ্রের হস্তে প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মুখবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না; প্রত্যুত তিনি হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দেব ও দানবেরা সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং দিব্য দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

তখন দেবরাজ সহাস্য বদনে কর্ণকে বঞ্চনা ও যশস্বী করিয়া পাণ্ডবগণের কার্য্য সাধনপূর্ব্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ কর্ণ প্রতারিত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একান্ত বিষণ্ণ ও অহঙ্কার-পরিশূন্য হইলেন; এ দিকে পাণ্ডবেরা এই ব্যাপার সকল অবগত হইয়া কাননমধ্যে একান্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইলেন।

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! তৎ-কালে পাণ্ডবেরা কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন ও কিরূপেই বা এই প্রিয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, আর দ্বাদশ বৎ-সর অতীত হইলেই বা কি করিয়াছিলেন? আপনি এই সমুদায় আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করুন। বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ!

পাণ্ডবেরা কৃষ্ণাকে লাভ ও জয়দ্রথকে বিদ্রাবিত করিয়া সমগ্র বনবাসকাল অতিক্রমণ ও মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের মুখে অতি বিস্তীর্ণ দেবর্ষিগণবৃত্তান্ত শ্রবণপূর্ব্বক রথ, অনুযাত্র, সূত ও পৌরোগববর্গ-সমভিব্যাহারে পুনরায় কাম্যক বনে প্রতিগমন করিলেন।

কুণ্ডলাহরণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

আরণেয় পর্ব্বাধ্যায়।

দশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! প্রিয়তমা ভার্য্যা দ্রুপদদুহিতা অপহৃত হইলে, পাণ্ডবগণ যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহকারে পুনরায় তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে অপহৃতা দ্রুপদসুতাকে অতিমাত্র ক্লেশে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া কাম্যক কানন পরিহারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার সুস্বাদু ফলমূলসনাথ, বিচিত্র পাদপরাজিবিরাজিত দ্বৈত বনে বাস করিতে লাগিলেন। সেই স্থানে তাঁহারা নিয়তব্রত হইয়া পরিমিত ফল মূল আহার করিয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত পরিণামে সুখকর অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিতেন। হে রাজন্! তাঁহারা তথায় বাস করিয়া যে সকল ভাবিসুখপ্রসবিনী ক্লেশপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তাহা শ্রবণ করুন।

কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের অরণীসনাথ মন্থদণ্ড বৃক্ষে বদ্ধ ছিল; এক মৃগ সহসা আসিয়া তথায় গাত্র ঘর্ষণ করাতে উহার শৃঙ্গে সেই অরণীসনাথ মন্থদণ্ড সংসক্ত হইবামাত্র মৃগ উহা লইয়া মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিল। ব্রাহ্মণ অগ্নিহোত্র অপহৃত হইল দেখিয়া তাহা প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত ত্বরিত পদে অজাতশত্রুর সমীপে সমাগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড এক বনস্পতিতে বদ্ধ ছিল; কোন মৃগ আসিয়া তথায় গাত্রে ঘর্ষণ করাতে তাহার শৃঙ্গে উহা সংস্পৃষ্ট; হইবামাত্র সে তাহা লইয়া, মহাবেগে আশ্রম হইতে পলায়ন করিয়াছে। হে পাণ্ডবগণ! আপনারা ত্বরায় তাহার পদচিহ্নানুসারে গমন করিয়া সেই অগ্নিহোত্র বিনষ্ট না হইতে হইতেই আনয়ন করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন; এবং ভ্রাতৃগণের সহিত ধনুর্গ্রহণপূর্ব্বক বদ্ধপরিকর হইয়া ব্রাহ্মণের নিমিত্ত সাতিশয় যত্ন সহকারে মৃগের অনুগমন করিলেন। তাঁহারা অনতিদূরে সেই মৃগকে অবলোকন করিয়া কর্ণি, নালীক ও নারাচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু কোন মতে তাহাকে বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। পরে সেই মৃগ তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, তাঁহারা ক্ষুৎপিপাসায়

কাতর হইয়া গহন বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সুশীতল ছায়াসম্পন্ন এক ন্যগ্রোধ পাদপের মূলে উপবেশন করিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে, নকুল দুঃখিত হইয়া অমর্ষভরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে কহিলেন, হে রাজন্! আমাদিগের বংশে কখন আলস্যবশতঃ ধর্ম্ম বা অর্থ লোপ হয় নাই; তবে কি নিমিত্ত আমরা সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াও ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি?

একাদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপদের সীমা নাই; নিমিত্ত নাই এবং কারণও নাই; কেবল একমাত্র ধর্ম্মই পুণ্য ও পাপের ফল বিভাগ করিয়া দেয়।

ভীমসেন কহিলেন, যৎকালে প্রাতিকামী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহাকে সংহার করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ ক্লেশ সমূহ সহ্য করিতেছি।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি সূতপুত্রের উচ্চারিত অতি তীব্র অস্থিভেদী বাক্যে উপেক্ষা করিয়াছিলাম বলিয়াই, ঈদৃশ ক্লেশ প্রাপ্ত হইতেছি।

সহদেব কহিলেন, হে ভারত! যৎকালে শকুনি অক্ষক্রীড়ায় আপনাকে পরাজয় করিয়াছিল; তখন যে আমি তাহাকে বিনষ্ট করি নাই; এই নিমিত্তই এরূপ অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিতেছি।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মাদ্রেয়! তোমার ভ্রাতৃগণ নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসিত হইয়াছেন; অতএব এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দশ দিক্ নিরীক্ষণ কর; দেখ, কোন্ নিকটবর্ত্তী স্থানে উত্তম জল ও জলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান আছে।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞানুসারে শীঘ্র পাদপারোহণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ অভিবীক্ষণপূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আমি দেখিতেছি, এক স্থানে সলিলাশ্রিত পাদপ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; এবং সারসকুল কলরব করিতেছে; অতএব ঐ স্থানেই জলাশয় আছে; তাহার সন্দেহ নাই।

সত্যপরায়ণ রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, তবে শীঘ্র সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক এই সকল তূণ দ্বারা পানীয় আনয়ন কর।

নকুল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আজ্ঞা অঙ্গীকারপূর্ব্বক জলাশয়ের উদ্দেশে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া সারসকুলপরিবৃত বিমল সরোবর অবলোকনপূর্ব্বক জল পান কামনায় যেমন অবতীর্ণ হইলেন; অমনি অন্তরীক্ষ হইতে এক যক্ষের বাক্য তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল; "বৎস মাদ্রেয়! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ সলিল পান বা গ্রহণ করিও"। নকুল অত্যন্ত পিপাসিত ছিলেন; এই নিমিত্ত যক্ষবাক্যে উপেক্ষা করিয়া যেমন সুশীতল সলিল পান করিলেন; অমনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের বিলম্ব দেখিয়া মহাবীর সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! তোমার অগ্রজ অতিশয় বিলম্ব করিতেছেন; তুমি তাঁহার অন্বেষণ করিয়া সলিল আনয়ন কর।

সহদেব যে আজ্ঞা বলিয়া সেই দিকে প্রস্থান করিলেন; তথায় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে ধরাশায়ী নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত শোকাভিভূত হইলেন। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া সলিল পান করিবার মানসে সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র শ্রবণ করিলেন, "বৎস! ঈদৃশ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পশ্চাৎ জল পান বা গ্রহণ করিও"। পিপাসাতুর সহদেব সেই বাক্যে অনাদর করিয়া, জল পান করিবামাত্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল ও সহদেব বহু ক্ষণ গমন করিয়াছেন; অতএব তাঁহাদিগের অনুসন্ধান করিয়া সলিল আহরণ কর। তোমার কল্যাণ হউক; তুমিই দুঃখভারাক্রান্ত ভ্রাতৃগণের একমাত্র আশ্রয়।

ধনঞ্জয় রাজা যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণ করিয়া সশর শরাসন ও খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। সরোবরসমীপে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পুরুষশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় সলিল আহরণে আগমন করিয়া যেন নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন। নরসিংহ শ্বেতবাহন তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া শরাসন উদ্যত করিয়া চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন প্রাণীই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন তিনি শ্রমাপনোদনের নিমিত্ত সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন, "হে কৌন্তেয়! বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না; যদি মদুক্ত প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান কর; তাহা হইলেই সলিল পান ও গ্রহণ করিতে পারিবে"।

ধনঞ্জয় এই রূপে নিবারিত হইয়া কহিলেন, তুমি অন্তর্হিত হইয়া নিবারণ করিতেছ; কিন্তু আমার দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়া নিবারণ করিলে, আমি তৎক্ষণাৎ বাণ সমূহ দ্বারা তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিব; তাহা হইলে পুনরায় আর এরূপ বলিতে পারিবে না। ধনঞ্জয় এই কথা কহিয়া শব্দবেধী বাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দশ দিকে কর্ণি, নালীক, নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন যক্ষ অন্তরীক্ষ হইতে কহিলেন, হে পার্থ! বৃথা শর বর্ষণ করিতেছ; অগ্রে প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া জল পান কর; নতুবা বলপূর্ব্বক জল পান করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধনঞ্জয় তাঁহার বাক্যে অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্ব্বক জল পান করিবামাত্র ভূতলে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! নকুল, সহদেব ও ধন-

জন্য জল আনয়ন করিতে গমন করিয়াছেন; কিন্তু এখনও প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না; তোমার কল্যাণ হউক; তুমি জল আহরণ ও তাঁহাদিগকে আনয়ন কর।

ভীমসেন তাঁহার বাক্য অঙ্গীকার করিয়া যে স্থানে ভ্রাতৃগণ নিপতিত রহিয়াছেন; সেই প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদিগের তাদৃশী দশা দর্শনে নিতান্ত শোকাবিষ্ট হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন; ইহা কোন যক্ষ বা রাক্ষসের কর্ম্ম হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। পরিশেষে জলপানানন্তর যুদ্ধ করিবেন; ইহা স্থির করিয়া সলিলাভিমুখে ধাবমান হইলেন। এমন সময়ে যক্ষ কহিলেন, "বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব আমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া পশ্চাৎ জল পান বা আহরণ করিও"। ভীমসেন যক্ষের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া জল পান করিবামাত্র প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন।

এ দিকে রাজা যুধিষ্ঠির নিতান্ত চিন্তা-পরায়ণ ও দগ্ধহৃদয় হইয়া গাত্রোত্থান করি-লেন এবং যে স্থানে মনুষ্যের শব্দ নাই; কেবল রুরু, বরাহ ও পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে; নীলভাস্বর পাদপ সকল শোভমান হইতেছে ও ভ্রমরগণ মধুস্বরে গান করিতেছে; ঈদৃশ এক মহাবনে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর গমন করিতে করিতে সিন্ধুবার, সুরেন্দ্র, কেতক, করবীর ও পিপ্পল পাদপশ্রেণীতে সুসংবৃত নলিনী-দলসনাথ এক সরোবর অবলোকন করিয়া বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বাদশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাজা যুধিষ্ঠির সরোবরতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইন্দ্রপ্রতিম ভ্রাতৃগণ যুগান্তকালীন লোকপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া নিপতিত রহিয়াছেন; ধনুর্ব্বাণ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। তিনি তাহা দর্শন করিবা-মাত্র অতিমাত্র শোকে সমাকুল হইয়া গলদশ্রু লোচনে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন, হে মহাবাহু বৃকোদর! তুমি যে গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে! আজি নিপতিত হইয়া সেই সমুদায় বিফল করিলে! হা মহাত্মন্! হা মহাবাহো! হা কুরুকুল-কীর্ত্তিবর্দ্ধন! মনুষ্যের প্রতিশ্রুত বাক্যই বিফল হইয়া থাকে; কিন্তু তোমাদিগের দিব্য বাক্য কি নিমিত্ত মিথ্যা হইল, বলিতে পারি না!

হা ধনঞ্জয়! তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে দেব-গণ জননীকে কহিয়াছিলেন, "হে কুন্তি! তোমার এই পুত্র সহস্রাক্ষ অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন হইবেন না"। আর তৎকালে উত্তর পারিপাত্র পর্ব্বতে সকলে এই বলিয়া গান করিয়াছিলেন যে, "ইনি অপহৃত রাজলক্ষ্মীকে বলপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবেন; সমরে ইঁহার জেতা কেহই নাই; এবং অজেয়ও কেহই নাই"। আজি

সেই জয়শীল মহাবল ধনঞ্জয় মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইলেন! আমরা যাঁহার শরণাপন্ন হইয়া ঈদৃশ দুঃখপরম্পরা সহ্য করিতেছি; আজি সেই পার্থ আমাদের সমুদায় আশা উন্মূলিত করিয়া ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন।

যে বীরদ্বয় ভীমসেন ও ধনঞ্জয় সমরাঙ্গনে উন্মত্ত হইয়া শত্রুগণকে নির্দ্দলন করিতেন; যাঁহাদের বলবীর্য্যের ইয়ত্তা ছিল না; কোন অস্ত্রই যাঁহাদিগকে প্রতিহত করিতে সমর্থ হইত না; যাঁহারা কুন্তীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; আজি তাঁহারা শত্রুবশতাপন্ন হইলেন! হা নকুল! হা সহদেব! তোমরা দুই সহোদরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করিয়াছ দেখিয়াও যখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না; তখন ইহা পাষাণের সারাংশ দ্বারা বিনির্ম্মিত হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। হে ভ্রাতৃগণ! তোমরা সকলে শাস্ত্রজ্ঞ; দেশকালাভিজ্ঞ; তপশ্চর্য্যাপরায়ণ ও সৎকর্ম্মশালী; অতএব তোমরা আপনাদের অনুরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান না করিয়া কি নিমিত্ত শয়ান রহিয়াছ! তোমাদের শরীর অক্ষত ও শরাসন অপ্রমৃষ্ট দেখিতেছি; তবে কি নিমিত্ত তোমরা সংজ্ঞাশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইয়াছ!

মহামতি যুধিষ্ঠির সানুচতুষ্টয়ের ন্যায় ভ্রাতৃগণকে সুখপ্রসুপ্ত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। অনন্তর নানাবিধ বিলাপ-পূর্ব্বক বহু ক্ষণের পর আপনাকে সংস্তম্ভিত করিয়া দ্বারা এই ব্যাপারের কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন; ইহাদিগের শরীরে শস্ত্রাঘাত বা এই স্থানে কোন ব্যক্তির পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; ইহাতে বোধ হয়, কোন দুষ্ট ভূত আমার এই ভ্রাতৃগণের প্রাণ সংহার করিয়াছে। যাহা হউক, একাগ্রচিত্তে চিন্তা অথবা এই জল পরীক্ষা করিয়া দেখি।

বোধ হয়, কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য, বিশ্বাসঘাতক, কুটিলমতি, দুরাত্মা দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়ানুসারে গান্ধাররাজ নির্জ্জনে এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়া ইহার সলিল কোন দ্রব্যে দূষিত করিয়া রাখিয়াছে; অথবা ঐ দুরাত্মা গূঢ় চর প্রেরণ করিয়া এই জল বিষদূষিত করিয়াছে; এই নিমিত্ত আমার ভ্রাতৃগণের মৃত শরীর কিছুমাত্র বিকৃত হয় নাই; মুখবর্ণ যেমন প্রসন্ন; সেই রূপই রহিয়াছে। আহা! ইঁহারা এক এক জন প্রচুর বলশালী; কালান্তক যম ব্যতীত কে ইঁহাদিগকে সংহার করিতে সমর্থ! এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির সেই সরোবরে অবগাহন করিলেন। তিনি সরোবরে অবতীর্ণ হইবামাত্র অন্তরীক্ষ হইতে এই বাক্য শ্রবণ করিলেন। "রাজপুত্র! আমি শৈবাল ও মৎসভোজী বক; আমিই তোমার অনুজগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছি; যদ্যপি আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান না কর; তাহা হইলে তোমাকেও ইহাদিগের অনুসরণ করিতে হইবে। বৎস কৌন্তেয়! এরূপ সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে এই সরোবর অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের প্রত্যু-

ত্তর প্রদান কর; পরিশেষে ইহার জল পান বা গ্রহণ করিও।”

রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবল! হিমালয়, পারিপাত্র, বিন্ধ্য ও মলয় এই অবিচলিত পর্ব্বতচতুষ্টয়কে কে পাতিত করিয়াছে? ইহা পক্ষীর কর্ম্ম নহে; বোধ হয়, এই মহৎ কর্ম্ম আপনিই করিয়াছেন; অতএব জিজ্ঞাসা করি; আপনি কে? আপনি কি রুদ্র, বসু বা মরুদ্গণের অধিপতি? কি আশ্চর্য্য! দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অসুরগণ ও রাক্ষসগণ যাঁহাদিগের ঘোরতর সমর সহ্য করিতে পারেন না; আপনি তাঁহাদিগকে ধরাশায়ী করিলেন; ভগবন্! আপনি যে কি করিবেন ও আপনার কি অভিলাষ, কিছুই জানি না; অধুনা উহা জানিবার নিমিত্ত আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল ও ভয় যুগপৎ আবির্ভূত হইয়াছে; হৃদয় কম্পিত হইতেছে; শিরোবেদনা সমুৎপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কে?

যক্ষ কহিলেন, তোমার মঙ্গল হউক; আমি যক্ষ; জলচর পক্ষী নহি; আমিই তোমার মহাতেজাঃ ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়াছি।

রাজা যুধিষ্ঠির যক্ষের মুখে এই রূপ পরুষাক্ষর অকল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্থিত হইবামাত্র দেখিলেন, বিরূপাক্ষ, মহাকায়, তালসমুন্নত, সূর্য্যাগ্নিসদৃশ, পর্ব্বতোপম এক যক্ষ ঘনঘটার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিয়া বৃক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া কহিতে লাগিলেন, রাজন্! আমি তোমার এই ভ্রাতৃগণকে বারংবার বারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু ইহারা আমার বাক্যে উপেক্ষা করিয়া বলপূর্ব্বক জল গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিল, এই নিমিত্ত ইহাদিগের প্রাণ সংহার করিয়াছি। এক্ষণে তোমাকেও কহিতেছি, যদ্যপি প্রাণ রক্ষা করিবার অভিলাষ থাকে, তবে জল পান করিতে সাহস করিও না; আমি পূর্ব্বে ইহা অধিকার করিয়াছি; অতএব অগ্রে আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর; পরিশেষে সলিল পান ও গ্রহণ করিও!

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! তোমার অধিকৃত বস্তু গ্রহণ করিতে আমার অভিলাষ নাই; এক্ষণে তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল; আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি না; কারণ সাধু পুরুষেরা সতত আত্মশ্লাঘার নিন্দা করিয়া থাকেন; অতএব আমি এই মাত্র কহিতেছি, নিজ বুদ্ধিসাধ্যানুসারে তোমার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিব।

যক্ষ কহিলেন, কে আদিত্যকে উন্নত করেন? কাহারা তাঁহার চতুর্দ্দিকে থাকেন? কে বা তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ব্রহ্ম আদিত্যকে উন্নমিত করেন; দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া থাকেন; ধর্ম্ম তাঁহাকে অস্তমিত করেন এবং তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন।*

যক্ষ কহিলেন, কিসের দ্বারা শ্রোত্রিয় হয়? কিসের দ্বারা মহত্ত্ব লাভ হয়? কিসের দ্বারা পুত্রবান্ হয় এবং কিসের দ্বারাই বা বুদ্ধিমান্ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, শ্রুতি দ্বারা শ্রোত্রিয়, তপস্যা দ্বারা মহত্ত্ব লাভ, যজ্ঞ দ্বারা পুত্রবান্ এবং বৃদ্ধসেবায় বুদ্ধিমান্ হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের দেবত্ব কি? তাঁহাদিগের কোন্ ধর্ম্ম সাধু ধর্ম্ম? তাঁহাদিগের মনুষ্যভাব কি এবং কি প্রকার ভাবই বা অসাধু ভাব?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, বেদপাঠ তাঁহাদিগের দেবভাব; তপস্যা সাধু ধর্ম্ম; মৃত্যু মনুষ্যভাব এবং পরীবাদ অসাধু ভাব।

যক্ষ কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের দেবভাব, সাধুভাব, মনুষ্যভাব এবং অসাধুভাবই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্ষত্রিয়গণের অস্ত্রশস্ত্র দেবভাব, যজ্ঞ সাধুভাব, ভয় মনুষ্যভাব এবং পরিত্যাগ অসাধুভাব।

যক্ষ কহিলেন, যজ্ঞীয় সাম কি? যজ্ঞীয় যজুঃ কি? কে যজ্ঞ বরণ করে এবং যজ্ঞ কাহাকে অতিবর্ত্তন করে না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রাণ যজ্ঞীয় সাম, মনঃ যজ্ঞীয় যজুঃ, ঋক্ যজ্ঞকে বরণ করে এবং যজ্ঞ তাহাকে অতিক্রম করে না।

যক্ষ কহিলেন, আবপনকারী, নিবপনকারী, প্রতিষ্ঠমান এবং প্রসবকারী, ইহাদিগের কি কি শ্রেষ্ঠ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আবপনকারীদিগের বৃষ্টি, নিবপনকারীদিগের বীজ, প্রতিষ্ঠমানদিগের ধেনু এবং প্রসূতিদিগের পুত্রই শ্রেষ্ঠ।

যক্ষ কহিলেন, কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়সুখানুভবে সমর্থ, বুদ্ধিমান্, লোকপূজিত ও সর্ব্বপ্রাণীর সম্মত হইয়া জীবন থাকিতেও জীবিত নহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি দেবতা, অতিথি, ভৃত্য, পিতৃলোক ও আত্মা, ইহাদিগের নিমিত্ত নির্ব্বপণ না করে; সেই ব্যক্তিই জীবন থাকিতেও জীবিত নহে।

যক্ষ কহিলেন, পৃথিবী অপেক্ষাও গুরুতর কে? আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর কে? বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী কে? আর কাহার সংখ্যা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষা উচ্চতর, মনঃ বায়ু অপেক্ষা শীঘ্রগামী এবং চিন্তা তৃণ অপেক্ষাও বহুতর।

যক্ষ কহিলেন, কে নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, কে জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, কাহার হৃদয় নাই এবং কে বেগে বর্দ্ধিত হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মৎস্য নিদ্রিত হইলে নয়ন মুদ্রিত করে না, অণ্ড জন্মিয়া স্পন্দিত হয় না, পাষাণের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয়।

যক্ষ কহিলেন, প্রবাসীর মিত্র কে? গৃহবাসীর মিত্র কে? আতুরের মিত্র কে এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির মিত্র কে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রবাসীর সঙ্গী,

গৃহবাসীর ভার্য্যা, আতুরের চিকিৎসক এবং মুমূর্ষু ব্যক্তির দানই মিত্র।

যক্ষ কহিলেন, কে সর্ব্বভূতের অতিথি? সনাতন ধর্ম্ম কি? অমৃত কি এবং সমুদায় জগৎ কি পদার্থ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি সর্ব্বভূতের অতিথি, সলিল ও যজ্ঞশেষ অমৃত, জ্ঞানযোগ সনাতন ধর্ম্ম এবং বায়ু সমুদায় জগৎ।

যক্ষ কহিলেন, কে একাকী বিচরণ করেন? কে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন? হিমের ঔষধ কি এবং কে প্রধান বপনক্ষেত্র?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সূর্য্য একাকী বিচরণ করেন, চন্দ্রমাঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেন, অগ্নি হিমের ঔষধ এবং পৃথিবী প্রধান বপনক্ষেত্র।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্মের একমাত্র আশ্রয় কি? যশের একমাত্র আশ্রয় কি? স্বর্গের একমাত্র আশ্রয় কি? এবং সুখের একমাত্র আশ্রয় কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দাক্ষ্য ধর্ম্মের, দান যশের, সত্য স্বর্গের এবং শীল সুখের একমাত্র আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, মনুষ্যের আত্মা কে? দৈবকৃত সখা কে? উপজীবিকা কি? এবং প্রধান আশ্রয়ই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, পুত্র মনুষ্যের আত্মা, ভার্য্যা দৈবকৃত সখা, মেঘ উপজীবিকা এবং দান প্রধান আশ্রয়।

যক্ষ কহিলেন, ধন্যের মধ্যে উত্তম কি? ধনের মধ্যে উত্তম কি? লাভের মধ্যে উত্তম কি এবং সুখের মধ্যে উত্তম কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধন্যের মধ্যে দাক্ষ্য, ধনের মধ্যে শাস্ত্র, লাভের মধ্যে আরোগ্য এবং সুখের মধ্যে সন্তোষই উত্তম।

যক্ষ কহিলেন, প্রধান ধর্ম্ম কি? কোন্ ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? কাহাকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং কাহার সহিত সন্ধি করিলে সে সন্ধি ভঙ্গ হয় না?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আনৃশংস্য প্রধান ধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম সর্ব্বদা ফলবান্? মনকে সংযত করিলে শোক থাকে না এবং সাধুর সহিত সন্ধি হইলে ভঙ্গ হয় না।

যক্ষ কহিলেন, কি ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, কি ত্যাগ করিলে শোক যায়, কি ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং কি ত্যাগ করিলে সুখী হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অভিমান ত্যাগ করিলে প্রিয় হয়, ক্রোধ ত্যাগ করিলে শোক থাকে না, কামনা ত্যাগ করিলে অর্থবান্ হয় এবং লোভ ত্যাগ করিলেই সুখী হয়।

যক্ষ কহিলেন, ব্রাহ্মণ, নট ও নর্ত্তক, ভৃত্য এবং রাজা; ইঁহাদিগকে দান করিবার আবশ্যক কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণকে, যশের নিমিত্ত নট ও নর্ত্তককে, ভরণের নিমিত্ত ভৃত্যকে এবং ভয়ের নিমিত্ত রাজাকে দান করে।

যক্ষ কহিলেন, লোক সকল কিসের দ্বারা আবৃত ও কিসের দ্বারা অপ্রকাশিত

থাকে? কিজন্য মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং কিজন্যই বা স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, লোক সকল অজ্ঞানে আবৃত, তমোদ্বারা অপ্রকাশিত থাকে, লোভ হেতু মিত্রগণকে পরিত্যাগ করে এবং সঙ্গহেতু স্বর্গ গমনে অসমর্থ হয়।

যক্ষ কহিলেন, মৃত পুরুষ কে? মৃত রাষ্ট্র কি? মৃত শ্রাদ্ধ কি এবং মৃত যজ্ঞই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, দরিদ্র পুরুষই মৃত পুরুষ, অরাজক রাষ্ট্রই মৃত রাষ্ট্র, অশ্রোত্রিয় শ্রাদ্ধই মৃত শ্রাদ্ধ এবং অদক্ষিণ যজ্ঞই মৃত যজ্ঞ।

যক্ষ কহিলেন, দিক্ কি? জল কি? অন্ন কি? বিষ কি এবং শ্রাদ্ধের কালই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, সাধুগণই দিক্, আকাশই জল, ধেনুই অন্ন, প্রার্থনাই বিষ এবং ব্রাহ্মণই শ্রাদ্ধের কাল।

যক্ষ কহিলেন, তপ, দম, ক্ষমা ও লজ্জার লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মানুবর্ত্তিত্বই তপঃ, মনের নিগ্রহই দম, দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাই ক্ষমা এবং অকার্য্য হইতে নিবৃত্তিই লজ্জা।

যক্ষ কহিলেন, জ্ঞান, শম, দয়া এবং আর্জ্জব কাহাকে কহে?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তত্ত্বার্থোপলব্ধিই জ্ঞান, চিত্তের প্রশান্ততাই শম, সকলের সুখ ইচ্ছা করাই দয়া এবং সমচিত্ততাই আর্জ্জব।

যক্ষ কহিলেন, পুরুষের কোন্ শত্রু দুর্জ্জয়? কোন ব্যাধি অনন্ত? কীদৃশ লোক সাধু এবং কীদৃশ লোকই বা অসাধু?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ক্রোধ দুর্জ্জয় শত্রু, লোভ অনন্ত ব্যাধি, সকল প্রাণীর হিতকারী ব্যক্তিই সাধু এবং নির্দ্দয় ব্যক্তিই অসাধু।

যক্ষ কহিলেন, মোহ, মান, আলস্য ও শোকের লক্ষণ কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মবিষয়ে অনভিজ্ঞতাই মোহ, আত্মাভিমানিতাই মান, ধর্ম্মানুষ্ঠান না করাই আলস্য এবং অজ্ঞানই শোক।

যক্ষ কহিলেন, ঋষিগণ স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, স্নান ও দানের কি লক্ষণ করিয়াছেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধৈর্য্য, মনোমালিন্য পরিত্যাগই স্নান এবং প্রাণিগণকে রক্ষা করাই দান; এই লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে।

যক্ষ কহিলেন, পণ্ডিত কে? নাস্তিক কে? মূর্খ কে? কাম কি এবং মৎসরই বা কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিত, মূর্খই নাস্তিক, নাস্তিকই মূর্খ, সংসারহেতুই কাম ও হৃত্তাপই মৎসর।

যক্ষ কহিলেন, অহঙ্কার, দম্ভ, দৈব্য এবং পৈশুন্য কি?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অজ্ঞানরাশিই অহঙ্কার, ধর্ম্মধ্বজের উন্নমনই দম্ভ, দানের ফলই দৈব্য এবং পরের প্রতি দোষারোপ করাই পৈশুন্য।

যক্ষ কহিলেন, ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম

ইহারা পরস্পর বিরোধী ; তবে কি প্রকারে ইহাদিগের একত্র সমাবেশ হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয় ; তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনের একত্র সমাবেশ হইয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! তুমি শীঘ্র বল, কোন্ কর্ম্ম করিলে অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয় ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্যক্তি যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া পরিশেষে নাই বলিয়া বিদায় করে ; যে ব্যক্তি বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, দ্বিজাতি, দেবতা ও পৈতৃক ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে ; এবং যে ব্যক্তি ধন বিদ্যমান থাকিতেও নাই বলিয়া দান ও ভোগে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে ; তাহাদিগকেই অক্ষয় নরকে গমন করিতে হয়।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্ ! কুল, বৃত্ত, স্বাধ্যায় এবং শ্রুতি, ইহার মধ্যে কোন্‌টি ব্রাহ্মণত্বের কারণ ; তুমি নিশ্চয় করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ ! কুল, স্বাধ্যায় শ্রুতি ইহার কিছুতেই ব্রাহ্মণত্ব জন্মে না ; কেবল একমাত্র বৃত্তই ব্রাহ্মণত্বের কারণ ; অতএব ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক বিশেষ রূপে বৃত্ত রক্ষা করিবেন। অক্ষীণবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণ কদাচ হীন হন না ; কিন্তু ক্ষীণবৃত্ত হইলে যথার্থই হীন হইতে হয়। যাঁহারা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন বা শাস্ত্র চিন্তা করেন ; তাঁহারা সকলেই ব্যসনী ও মূর্খ ; যিনি ক্রিয়াবান্ ; তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। চতুর্ব্বেদবেত্তা ব্যক্তিও দুর্বৃত্ত হইলে কখন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন না ; কেবল শূদ্র হইতে ভিন্ন এইমাত্র বিশেষ ; কিন্তু যিনি অগ্নিহোত্রপরায়ণ ; তিনিই যথার্থ ব্রাহ্মণ !

যক্ষ কহিলেন, প্রিয় বচন কহিলে কি লাভ হয় ? বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিলে কি লাভ হয় ? বহুমিত্র হইলে কি লাভ হয় এবং ধর্ম্মে অনুরক্ত থাকিলেই বা কি লাভ হইয়া থাকে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, প্রিয়বাদী সকলের প্রিয় হয় ; বিমৃশ্যকারী ব্যক্তি অধিকতর জয় লাভ করে ; বহুমিত্রশালী ব্যক্তি সতত সুখে বাস করে এবং ধর্ম্মানুগত ব্যক্তি সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে।

যক্ষ কহিলেন, সুখী কে ? আশ্চর্য্য কি ? পথ কি ? এবং বার্ত্তাই বা কি ? এই চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলে তোমার ভ্রাতৃগণ জীবিত হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যিনি ঋণশূন্য ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের পঞ্চম বা ষষ্ঠভাগে আপন গৃহে শাক পাক করেন ; তিনিই সুখী। প্রাণিগণ প্রতিদিন শমনসদনে গমন করিতেছে দেখিয়াও অবশিষ্ট লোকে যে চির জীবন ইচ্ছা করে ; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ! তর্কের স্থিরতা নাই ; বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন প্রকার , মুনি এক জন নহেন যে, তাঁহার মতই প্রমাণ করিব ; আর ধর্ম্মের তত্ত্বও অজ্ঞানগুহায় বিলীন হইয়াছে ; অতএব

মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথই পথ। কাল সূর্য্যরূপ অনলে রাত্রিন্দিবস্বরূপ ইন্ধন প্রজ্বলিত করিয়া মহামোহরূপ কটাহে ঋতু ও মাসস্বরূপ দর্ব্বী পরিঘট্টন দ্বারা প্রাণিগণকে যে পাক করিতেছে; ইহাই বার্ত্তা।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি যথার্থরূপে আমার সমুদায় প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়াছ; এক্ষণে পুরুষ কে ও সকলের মধ্যে ধনী কে? ইহা নিরূপণ কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মানবের নাম পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ স্পর্শ করিয়া ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হয়; সেই নাম যত দিন থাকে; তত দিন সেই পুণ্যকর্ম্মা ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন। যে ব্যক্তি অতীত বা অনাগত সুখ দুঃখ ও প্রিয় অপ্রিয় তুল্য জ্ঞান করেন; তিনিই সকলের মধ্যে ধনী।

যক্ষ কহিলেন, তুমি পুরুষ ও সর্ব্বধনী শব্দের অর্থ করিলে; এই জন্য এক্ষণে তোমার ইচ্ছানুসারে ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনমাত্র জীবিত হইবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে যক্ষ! এই শ্যামকলেবর, লোহিতলোচন, বিশালবক্ষ, মহাবাহু নকুল জীবিত হইয়া শাল শাখীর ন্যায় সমুত্থিত হউন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! তুমি দশ সহস্র মাতঙ্গসম বলশালী অতিমাত্র প্রীতিপাত্র ভীমসেন অথবা সমস্ত পাণ্ডবগণের একমাত্র আশ্রয় ধনঞ্জয়কে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমাতৃপুত্র নকুলের প্রাণ দান করিতে ব্যাকুল হইয়াছ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিলে ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনষ্ট করিবেন; এবং তাঁহাকে রক্ষা করিলে তিনিও আমাদিগকে রক্ষা করিবেন; অতএব আমি কদাচ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব না; এবং ধর্ম্মও যেন আমাকে কখন পরিত্যাগ না করেন। হে যক্ষ! আনৃশংস্যই পরম ধর্ম্ম; আমি আনৃশংস্য অবলম্বন করিতে সতত অভিলাষ করি। সকলে আমাকে ধর্ম্মশীল বলিয়া জানেন; অতএব আমি কোন ক্রমে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারি না। কুন্তী ও মাদ্রী ইঁহারা আমার জননী; উভয়েই পুত্রবতী হইয়া থাকুন; এই আমার অভিলাষ। আমার পক্ষে উভয়েই সমান; অতএব আপনি নকুলকে জীবিত করিয়া উভয়কে পুত্রবতী করুন।

যক্ষ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি অর্থত ও কামত আনৃশংস্যপরায়ণ; এই নিমিত্ত আপনার ভ্রাতৃগণ পুনর্জীবিত হউক।

ত্রয়োদশাধিক ত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যক্ষবাক্যানুসারে পাণ্ডবগণ সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন; তাঁহাদিগের ক্ষুৎপিপাসা ক্ষণমাত্রেই অপনীত হইল। এ দিকে অপরাজিত যক্ষ এক চরণে সরোবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়!

আপনি কে ? আপনাকে যক্ষ বলিয়া বোধ হয় না; আপনি বসু, রুদ্র কিম্বা মরুদ্গণের মধ্যে প্রধান এক জন অথবা দেবরাজ হইবেন; সন্দেহ নাই; নতুবা এপ্রকার ব্যাপার ঘটিত না। এই ভূমণ্ডলে এমন যোদ্ধা দৃষ্টিগোচর হয় না যে, ঈদৃশ যুদ্ধকুশল ভ্রাতৃগণকে নিপাতিত করে। ইঁহারা যেরূপ সুখসচ্ছন্দে প্রতিবোধিত হইয়াছেন; এবং ইঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল যেরূপ অবিকল রহিয়াছে; তাহাতে বোধ হয়, আপনি আমাদিগের সুহৃৎ বা পিতা হইবেন।

যক্ষ কহিলেন, তাত! আমি তোমার পিতা ভীমপরাক্রম ধর্ম্ম; তোমাকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। যশঃ, সত্য, দম, শৌচ, আর্জ্জব, হ্রী, অচাপল্য, দান, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আমার শরীর; অহিংসা, সমতা, শান্তি, তপ, শৌচ ও অমৎসরতা আমার ইন্দ্রিয়। হে যুধিষ্ঠির! তুমি আমার সাতিশয় প্রীতিভাজন; তুমি পঞ্চ যজ্ঞে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছ; এবং পাপকারণ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য পরাজয় করিয়াছ। আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; এক্ষণে তোমার আনৃশংস্য দ্বারা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক; তুমি বর গ্রহণ কর; যে ব্যক্তি আমার ভক্ত; সে কখন দুর্গতি ভোগ করে না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, যে ব্রাহ্মণের অরণীসহিত মন্থদণ্ড মৃগ কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে; তাঁহার অগ্নিহোত্র সকল যেন বিলুপ্ত না হয়; ইহাই আমার প্রথম প্রার্থনা।

ধর্ম্ম কহিলেন, আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ব্রাহ্মণের অরণী সহিত মন্থদণ্ড অপহরণ করিয়াছি; তাহা প্রদান করিতেছি; তুমি এক্ষণে অন্য বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমরা অরণ্যে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছি; ত্রয়োদশ বর্ষ সমুপস্থিত; অতএব এক্ষণে আমরা যে স্থানে বাস করিব; কেহ যেন উহা অবগত হইতে সমর্থ না হয়; এই বর প্রদান করুন।

ভগবান্ ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি বলিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন এবং আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, তাত! যদ্যপি ছদ্মবেশ পরিগ্রহ না করিয়া সমস্ত ধরামণ্ডল ভ্রমণ কর; তথাপি ত্রিলোকমধ্যে কোন লোকই তোমাকে অবগত হইতে সমর্থ হইবে না। হে পাণ্ডবগণ! তোমরা এই ত্রয়োদশ বৎসর আমার প্রসাদে গূঢ় বেশে বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাস করিবে। তোমাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ রূপ ধারণ করিতে সংকল্প করিয়াছেন; তিনি সচ্ছন্দে তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিবেন; আর এই অরণীসংযুক্ত মন্থদণ্ড ব্রাহ্মণকে প্রদান কর; আমি তোমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত মৃগবেশে ইহা হরণ করিয়াছিলাম। হে প্রিয়দর্শন! তুমি আমার আত্মজ; বিদুর আমার অংশজ; আমি তোমাকে বর

প্রদান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতেছি না; অতএব তৃতীয় বর প্রার্থনা কর।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দেবদেব! আমি সাক্ষাৎ সনাতন দেবতাকে দৃষ্টিগোচর করিয়াছি; হে পিতঃ! এক্ষণে আপনি প্রীত হইয়া যে বর প্রদান করিবেন; তাহাই গ্রহণ করিব। হে তাত! আমি যেন লোভ, মোহ ও ক্রোধকে পরাজয় করিতে সমর্থ হই; আমার অন্তঃকরণ যেন তপ, দান ও সত্যে সতত অনুরক্ত থাকে।

ধর্ম্ম কহিলেন, হে পাণ্ডব! তুমি স্বভাবতই ঐ সকল গুণে বিভূষিত আছ; এক্ষণে পুনর্ব্বার যথোক্ত ধর্ম্মভূষণে সমধিক শোভমান হইবে। এই কথা কহিয়া ভূতভাবন ভগবান্ ধর্ম্ম সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। সুখপ্রসুপ্ত পাণ্ডবগণও আশ্রমে আগমনপূর্ব্বক তপস্বী ব্রাহ্মণকে অরণীসনাথ মন্থদণ্ড প্রদান করিলেন। যে জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি পাণ্ডবগণের সমুত্থান এবং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুত্রের সমাগম অধ্যয়ন করেন; তিনি পুত্রপৌত্রে পরিবৃত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকেন। এই আখ্যান অবগত হইলে মানবগণের অন্তঃকরণ কদাপি অধর্ম্ম, সুহৃদ্ভেদ, পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও অন্যান্য কদর্য্য কর্ম্মে অনুরক্ত হয় না।

চতুর্দ্দশাধিকত্রিশততম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর সত্যবিক্রম পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মের অনুজ্ঞানুসারে ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে বাস করিতে হইবে বলিয়া তাঁহারা বনবাসসহচর অনুরক্ত তপস্বিগণের সমীপে উপবেশনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের অনুজ্ঞা গ্রহণাভিলাষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, হে মুনিগণ! ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা ছলপূর্ব্বক যে প্রকারে আমাদিগের রাজ্যাপহরণ ও আমাদিগের সহিত বারংবার অসৎ ব্যবহার করিয়াছে; তাহা আপনাদিগের অবিদিত নাই; আমরা সেই জন্যই অরণ্যে অতি কষ্টে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলাম; সম্প্রতি অজ্ঞাত বাসের সময় সমুপস্থিত; এক্ষণে প্রচ্ছন্ন বেশে বাস করিতে হইবে; অতএব আপনারা অনুজ্ঞা করুন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি জানিতে পারিলে বিষম অনর্থ পাত হইবে; আমাদিগের সহিত তাহাদের বৈর ভাব বদ্ধমূল হইয়াছে এবং পৌর ও আত্মীয় জন তাহার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। হে ব্রাহ্মণগণ! আমরা সকলে কি পুনরায় স্বরাজ্যে অধিরোহণ করিয়া আপনাদিগের সহিত একত্র বাস করিব? এই কথা কহিতে কহিতে রাজা যুধিষ্ঠির অশ্রুপূর্ণ লোচনে শোকাভিভূত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণসকলে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

পুরোহিত ধৌম্য নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া মহার্থ পরিপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন; হে রাজন্! আপনি বিদ্বান্, দান্ত, সত্যসন্ধ ও জিতেন্দ্রিয়; এবম্বিধ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিরা কখন

কোন আপদে মুহ্যমান হন না। দেখুন, দেবগণও শত্রু সমূহের নিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে কত শত বার দুর্ব্বিপাকে নিপতিত হইয়াছেন। দেবরাজ অরাতি বিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রচ্ছন্ন বেশে নিষধ-দেশে গিরিপ্রস্থাশ্রমে বাস করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়াছেন। ভগবান্ বিষ্ণু দৈত্য-গণকে বধ করিবার নিমিত্ত অশ্বশিরাঃ হইয়া অদিতিগর্ভে অজ্ঞাতসারে দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন রূপে বামন আকার স্বীকার করিয়া যে প্রকার বিক্রমে বলির রাজ্যাপহরণ করিয়াছেন; হুতাশন জলপ্রবিষ্ট হইয়া যে প্রকারে সুরগণের কার্য্য সাধন করিয়াছেন; নারা-য়ণ শত্রু দমনার্থ প্রচ্ছন্ন বেশে বজ্রে প্রবিষ্ট হইয়া সুররাজের যে কার্য্য সাধন করিয়া-ছেন; ব্রহ্মর্ষি ঔর্ব্ব ঊরুতে প্রচ্ছন্নরূপে বাস করিয়া দেবগণের নিমিত্ত যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন; তৎসমুদায় আপনার শ্রবণগোচর হইয়াছে। এই রূপে মহা-তেজাঃ দিবাকর ছদ্মবেশে ভূতলে বাস করিয়া শত্রুগণকে দগ্ধ করিয়াছেন; ভীম-কর্ম্মা বিষ্ণু প্রচ্ছন্ন ভাবে দশরথগৃহে বাস করিয়া দশাননকে সমরশায়ী করিয়াছেন এবং সকল মহাত্মাই এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে শত্রুগণকে পরাজয় করিয়াছেন; আপনিও তদ্রূপ অরাতিকুল নির্ম্মূল করি-বেন; সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মরাজ ধৌম্যবাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া শাস্ত্রবুদ্ধি ও স্ববুদ্ধিপ্রভাবে প্রকৃতিস্থ হইলে, মহাবল ভীমসেন তাঁহার ঈর্ষোৎপাদনের নিমিত্ত কহিলেন, মহা-রাজ গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন আপনার ও ধর্ম্মের অনুরোধেই কিঞ্চিন্মাত্র সাহস প্রকাশ করে নাই; শত্রুদলনসমর্থ ভীমবিক্রম নকুল ও সহদেবকে প্রতিদিন আমিই নিবারণ করিয়া রাখিয়াছি। আপনি আমাদিগকে যে বিষয়ে নিয়োগ করিবেন; আমরা তাহা কদাচ পরিত্যাগ করিব না; অতএব আপনি উপায় বিধান করুন; শীঘ্রই অরাতিগণকে পরাজয় করিব।

ভীমসেনের বাক্য অবসান হইলে, ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ ও আমন্ত্রণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করি-লেন। বেদবেত্তা যতি ও মুনিগণ পাণ্ডব-গণের পুনর্দ্দর্শন লালসায় ন্যায়ানুসারে বিহিত স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, ধৌম্য ও পাঞ্চা-লীকে সমভিব্যাহারে লইয়া কোন কারণ-বশতঃ সেই স্থান হইতে ক্রোশমাত্র গমন-পূর্ব্বক পর দিন অবধি অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে বলিয়া তাহার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শাস্ত্রবেত্তা, মন্ত্রকুশল ও সন্ধিবিগ্রহকালজ্ঞ; অতএব মন্ত্রণা করিবার নিমিত্ত তথায় উপ-বেশন করিলেন।

আরণেয়পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব সমাপ্ত।

পুরাণসংগ্রহ।

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস প্রণীত।

মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

স্বর্গীয়

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়

কর্ত্তৃক

মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত।

তৎপুত্র

শ্রীলশ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র সিংহ মহোদয়ের

অনুমত্যনুসারে

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বরাট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

"মেঘ যেমন সকলের উপজীব্য, তদ্রূপ এই অক্ষয় ভারত বৃক্ষ উত্তরকালে সকল কবিকুলের আশ্রয় স্থান হইবেক"। মহাভারত।

কলিকাতা।

১৪৭ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট,

দি ফাইন আর্ট প্রিন্টিং সিণ্ডীকেট্ হইতে

শ্রীজগদ্বন্ধু দাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

ভূমিকা।

পুরাণসংগ্রহের ষষ্ঠ খণ্ডে মহাভারতীয় বিরাট পর্ব্ব সবিস্তরে অনুবাদিত, মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। দুর্য্যোধনভয়ভীত পঞ্চ পাণ্ডব পতিপরায়ণা পাঞ্চালী-সমভিব্যাহারে কি প্রকারে বিরাটভবনে এক বৎসর প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন; দুর্ম্মতি কীচক কিরূপে সপরিবারে ভীমহস্তে নিহত হয়; কীচকবধ সংবাদ শ্রবণে উপযুক্ত অবসর বিবেচনায় ত্রিগর্ত্তেরা কিরূপে বিরাটের গোধন অপহরণ করে; কিরূপে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কুরু-চতুরঙ্গিণী-সমভিব্যাহারে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পরাজিত হয়; এবং কিরূপে পঞ্চ পাণ্ডব কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস-ক্লেশ সহ্য করিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনপূর্ব্বক বিরাটভবনে প্রকাশিত হন; এই পর্ব্বে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

বহুল আয়াসসম্পাদ্য পুরাণসংগ্রহ-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করণসময়ে আমার এমন ভরসা ছিল না যে, এতাদৃশ অত্যল্প কালমধ্যে দুরবগাহ ভারতের বিরাট পর্ব্ব পর্য্যন্ত অনুবাদিত ও প্রচারিত হইবে; এক দিবসের জন্যও আমার মনে হয় নাই যে, মহাভারতের বঙ্গানুবাদ সহৃদয়সমাজ গ্রাহ্য করিবেন। আমি দুস্তর জলধিজল ভেলা দ্বারা পার হইতে সংকল্প করিয়াছি; কত দিনে যে পরপার প্রাপ্ত হইব তাহা হৃদয়মন্দিরেও সমুদিত হয় না। ভয়ানক জলজন্তুর ভীষণ রব, উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালার প্রবল বেগ প্রতিপদে উৎসাহ ভঙ্গ করিতেছে। এক্ষণে কেবল ঘনঘটাব্যক্ত গগনমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী গমনমার্গপ্রদর্শক নক্ষত্র স্বরূপ সজ্জনসমাজের একমাত্র গুণগ্রাহিতা গুণ ভরসায় তাঁহাদিগের উৎসাহেই অব্যাঘাতে বিরাটপর্ব্ব সম্পূর্ণ করিলাম।

সারস্বতাশ্রম
১৭৮৩ শকাব্দাঃ

শ্রীকালীপ্রসন্ন সিংহ।

সূচিপত্র।

মহাভারতান্তর্গত বিরাটপর্ব্ব।

বিরাটপর্ব্বের সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

পাণ্ডব প্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়।

নারায়ণ নরোত্তম নর ও দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় উচ্চারণ করিবে।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দুর্য্যোধন-ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কি রূপে বিরাট-নগরে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, এবং পতিপরায়ণা ব্রহ্মবাদিনী দ্রুপদনন্দিনীই বা কি প্রকার অজ্ঞাত বাসের ক্লেশ ভোগ করিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নরাধিপ! তোমার পূর্ব্বপিতামহগণ বিরাট নগরে যে প্রকারে অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর। ধার্ম্মিকবর যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নিকট সেই প্রকার বর-লাভানন্তর আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণগণ-সমীপে সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন; এবং যে ব্রাহ্মণের অরণী-সংযুক্ত মন্থদণ্ড অপহৃত হইয়াছিল, তাঁহাকেও তাহা প্রদান করিলেন।

অনন্তর মহামনাঃ যুধিষ্ঠির সমুদায় অনুজগণকে একত্র করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়া দ্বাদশ বৎসর অতি কষ্টে অতিবাহিত করিয়াছি; এক্ষণে ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত; অতএব এমন কোন উৎকৃষ্ট স্থান মনস্থ কর, যে স্থানে এই সংবৎসর কাল অরাতিগণের অজ্ঞাতসারে অতিপাত করিতে পারি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে মহারাজ! আমরা ধর্ম্মপ্রদত্ত বর প্রভাবে অবশ্যই নরগণের অজ্ঞাতসারে কালাতিপাত করিব, সন্দেহ নাই; এক্ষণে বাসোপযোগী কতকগুলি রমণীয় গূঢ়তম স্থান উল্লেখ করি, আপনি তন্মধ্যে কোন স্থান মনোনীত করুন। কুরুমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে পাঞ্চাল, চেদি, মৎস্য, শূরসেন, পটচ্চর, দশার্ণ, নবরাষ্ট্র, মল্ল, শাল্ব, যুগন্ধর, বিশাল কুন্তিরাষ্ট্র, সুরাষ্ট্র ও অবন্তি, এই সকল পরম রমণীয় প্রচুর অন্নশালী জনপদ বিদ্যমান আছে; ইহার মধ্যে কোন্ স্থানে বাস করিতে আপনার অভিরুচি হয়, বলুন; আমরাও তথায় এই বৎসর অতিবাহিত করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাবাহো! সর্ব্বভূতেশ্বর ভগবান্ ধর্ম্ম যাহা কহিয়াছিলেন, কখনই তাহার অন্যথা হইবে না। আমরা অবশ্যই রমণীয় বাসস্থান অনুসন্ধান

করিয়া অকুতোভয়ে তথায় বাস করিব। মৎস্যরাজ বিরাট বলবান্, ধর্ম্মশীল, বদান্য, বৃদ্ধ ও সতত প্রীতিভাজন; বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত; অতএব আমরা এই সংবৎসর কাল বিরাট-নগরে বাস করিয়া মৎস্যরাজের কার্য্যসমুদায় সম্পাদন করিব। হে কুরুনন্দনগণ! বিরাট-নগরে গমন করিয়া ভূপতি সন্নিধানে যে যে কর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, এক্ষণে সকলে তাহা নির্দ্দিষ্ট কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরদেব! আপনি বিরাট-নগরে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়া কালযাপন করিবেন? আপনি ধীরস্বভাব, বদান্য, লজ্জাশীল, ধার্ম্মিক ও সত্যপ্রতিজ্ঞ; অতএব এই আপৎকালে কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিবেন? হায়! ধর্ম্মরাজ কখন কিঞ্চিন্মাত্রও দুঃখ ভোগ করেন নাই; তিনি এই ঘোরতর বিপত্তিসাগর হইতে কি প্রকারে উত্তীর্ণ হইবেন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ! আমি বিরাট ভূপতির নিকট গমন করিয়া যে কর্ম্ম করিব, তাহা শ্রবণ কর। আমি কঙ্কনামা অক্ষহৃদয়জ্ঞ দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ হইয়া মহাত্মা বিরাট নৃপতির সভ্যপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদুর্য্য ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মনোহর অক্ষগুটিকা সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব। এইরূপে আমি সহামাত্য সবান্ধব বিরাট নৃপতির সন্তোষ সাধনে যত্নবান্ হইয়া কালাতিপাত করিলে, কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। যদি মৎস্যরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে, পূর্ব্বে আমি রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রাণসম সখা ছিলাম, এই কথা বলিব। আমি যেরূপে কাল যাপন করিব, তাহা তোমাদিগকে কহিলাম। এক্ষণে, বৃকোদর! তুমি কি প্রকারে বিরাট-নগরে বাস করিবে, বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তখন ভীমসেন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি স্থির করিয়াছি যে, মহারাজ বিরাটের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া "আমি পৌরগব, আমার নাম বল্লব" এই বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব। হে রাজন্! আমি পাক কার্য্যে সাতিশয় সুনিপুণ। বিরাটরাজভবনে নানাবিধ সূপ প্রস্তুত করিব। পূর্ব্বে সুশিক্ষিত পাচকগণ রাজার নিমিত্ত যে সমুদায় উত্তমোত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়াছে, আমি তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ব্যঞ্জন সকল প্রস্তুত ও অপরিমিত কাষ্ঠভার আহরণ করিয়া মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিব; তদ্দর্শনে তিনি পরম পরিতুষ্ট হইয়া অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন, সন্দেহ নাই। হে ধর্ম্মরাজ! আমি তথায় এরূপ অলৌকিক কার্য্য করিব যে, বিরাট-রাজের অন্যান্য কিঙ্করগণ আমাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিবে। আমি সকলের অন্নপান প্রদানের কর্ত্তা হইব। মহাবলিষ্ঠ হস্তী বা বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে হইলে, অনায়াসে তাহা সম্পাদন করিব। সমাজে যাহারা আমার সহিত বাহুযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, আমি রাজার প্রীতি বর্দ্ধনের

নিমিত্ত তাহাদিগকে প্রহার করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব, কিন্তু সংহার করিব না। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে "আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অন্নসংস্কারক, পশু-নিগৃহীতা, সূপকর্ত্তা ও মল্লযোদ্ধা ছিলাম" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব এবং সতত স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবান্ হইব। হে মহারাজ! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বাস করিতে সংকল্প করিয়াছি।

তৎপরে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, অগ্নি খাণ্ডবকানন দগ্ধ করিবার মানসে ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক স্বয়ং যাহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, যিনি কৃষ্ণ-সমভিব্যাহারে এক রথে আরোহণপূর্ব্বক পন্নগ ও রাক্ষসগণকে পরাজয় করিয়া খাণ্ডবারণ্য দাহন-পূর্ব্বক হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, যিনি সর্পরাজ বাসুকীর ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন কি রূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন? যেমন প্রতাপশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, সর্পের মধ্যে আশীবিষ, তেজস্বীদিগের মধ্যে অগ্নি, আয়ুধের মধ্যে বজ্র, গোসমূহের মধ্যে ককুদ্মান্, হ্রদের মধ্যে সমুদ্র, বর্ষণকারীর মধ্যে পর্জ্জন্য, নাগের মধ্যে ধৃতরাষ্ট্র, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র ও সুহৃদের মধ্যে ভার্য্যা, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন ইন্দ্র ও নারায়ণের তুল্য প্রভাব সম্পন্ন; ইনি পঞ্চ বর্ষ ইন্দ্রভবনে বাস করিয়া স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত ও দিব্যাস্ত্র সমুদায় প্রাপ্ত হইয়াছেন; ইঁহাকে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ আদিত্য, নবম বসু ও দশম গ্রহ বলিয়া জ্ঞান করা যায়; ইঁহার বাহুদ্বয় সম, দীর্ঘ ও জ্যাঘাত-কঠিন; ইনি উভয় হস্তেই সমানরূপে বাণ নিক্ষেপ করিতে পারেন। যেমন হিমালয় সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা, সমুদ্র নদীগণ অপেক্ষা, ইন্দ্র দেবগণ অপেক্ষা, অগ্নি বসুগণ অপেক্ষা, শার্দ্দূল মৃগগণ অপেক্ষা ও গরুড় অন্যান্য পক্ষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তদ্রূপ এই ধনঞ্জয় সমুদায় বীরগণ অপেক্ষা প্রধান। ইনি কি রূপে অজ্ঞাত বাস করিবেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! আমি বিরাটভবনে গমন করিয়া 'আমি ক্লীব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিব। আমার ভুজদ্বয়-সংলগ্ন জ্যাঘাতচিহ্ন গোপন করা দুষ্কর; আমি বলয় দ্বারা উহা আচ্ছাদিত করিব। কর্ণে কুণ্ডল, করে শঙ্খ ও মস্তকে বেণী ধারণ এবং আমার নাম বৃহন্নলা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনসুলভ আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া রাজা ও তাঁহার অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণের মনোরঞ্জন করিব। বিরাটরাজের পুরস্ত্রীগণকে বিবিধ গীত, নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করাইব। সতত লোকের আচার ব্যবহার কীর্ত্তন করিয়া মায়াপূর্ব্বক আত্মগোপন করিব। রাজা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিব যে, আমি ইতিপূর্ব্বে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ভবনে দ্রৌপদীর পরিচর্য্যা করিতাম। হে ধর্ম্মরাজ! আমি এই রূপে

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় আত্মগোপন-পূর্ব্বক বিরাটরাজভবনে সুখে বিহার করিব।

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন এই বলিয়া তূষ্ণী-ম্ভূত হইলেন; তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নকুল! তুমি সুখসম্ভোগ-সমুচিত, সুকুমার, শূর ও প্রিয়-দর্শন; এক্ষণে সেই বিরাটরাজের রাজ্যে কি কর্ম্ম করিবে, তাহা কীর্ত্তন কর। নকুল কহিলেন, মহারাজ! আমি অশ্ব-বিজ্ঞান ও অশ্বরক্ষণে সুনিপুণ এবং অশ্ব-শিক্ষা ও অশ্বচিকিৎসায় সম্পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি; এক্ষণে গ্রন্থিক নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক বিরাটরাজের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত হইব। এই কার্য্য আমার একান্ত প্রিয়তর। হে রাজন্! আপনার ন্যায় আমিও অশ্বগণকে নিতান্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাকি। হে মহারাজ! বিরাটনগরনিবাসী কোন ব্যক্তি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, কহিব আমি পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম। হে রাজন্! আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাট নগরে বাস করিতে বাসনা করিয়াছি।

তখন যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, সহদেব! তুমি বিরাটরাজ সন্নিধানে কি প্রকারে পরিচিত হইবে এবং কি রূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা প্রচ্ছন্ন বেশে কালাতি-পাত করিবে?

সহদেব কহিলেন, আমি গোসমূহের প্রতিষেধ, দোহন ও সঙ্খ্যান বিষয়ে সম্যক্ পারদর্শী; বিরাটরাজ-সমীপে তন্ত্রিপাল নামে আপনার পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার গোসঙ্খ্যান কার্য্যে নিযুক্ত হইব। আমি অতি কৌশলে বিরাটরাজ্যে কালাতিপাত করিব; আপনি আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেন না। পূর্ব্বে আপনি নিরন্তর আমাকে গোচর্য্যায় নিয়োগ করিতেন, তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে আমি অশেষবিধ কৌশল বিশেষ রূপে জ্ঞাত আছি। গোলক্ষণ, গোচরিত এবং তাহা-দের শুভ ও অশুভ সমুদায়ই আমার বিদিত আছে। যাহাদিগের মূত্র আঘ্রাণ করিয়া বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়, আমি এই রূপ শুভ লক্ষণ সম্পন্ন বৃষভ সকলকেও জ্ঞাত আছি। হে মহারাজ! গোচর্য্যায় আমার সবিশেষ প্রীতি আছে; অতএব আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবার ইচ্ছা করিয়াছি। হে রাজন্! আমি এই রূপে অজ্ঞাত বেশে বিরাটরাজের তুষ্টি সম্পাদন করিব।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সহদেব! আমাদিগের প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী জননীর ন্যায় পালনীয় ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় পূজনীয়; ইনি কি রূপ কার্য্য অব-লম্বন-পূর্ব্বক তথায় কালাতিপাত করিবেন। এই পতিপরায়ণা সুকুমারী রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী অন্যান্য নারীর ন্যায় কোন

প্রকার কার্য্যসাধনে সমর্থ নহেন। ইনি আজন্ম কাল কেবল মাল্য, গন্ধ, অলঙ্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয়ই সম্যক্ জ্ঞাত আছেন।

দ্রৌপদী কহিলেন, মহারাজ! লোকে শিল্প কর্ম্ম সম্পাদনার্থে কিঙ্করী নিযুক্ত করিয়া থাকে। সৎকুলসম্ভূত রমণীরা কদাচ তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া লোকের বিশ্বাস আছে; অতএব আমি কেশসংস্কারকুশল সৈরিন্ধ্রী বলিয়া তথায় আপনার পরিচয় প্রদান করিব এবং রাজা জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, পূর্ব্বে আমি কুরু-রাজ যুধিষ্ঠিরের আলয়ে দ্রৌপদার পরিচারিকা ছিলাম। হে রাজন্! আমি এই রূপে আত্মগোপনপূর্ব্বক রাজমহিষী সুদেষ্ণার পরিচর্য্যা করিব। আমি উপস্থিত হইলে, তিনি অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত করিবেন; অতএব এক্ষণে আপনি আমার নিমিত্ত আর মনস্তাপ করিবেন না।

তখন যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণে! তুমি উত্তমই কহিতেছ। অতি মহৎ বংশে তোমার জন্ম হইয়াছে এবং তুমি সতত সদাচারেই নিরত থাক; কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত হও না; অতএব দেখিও যেন বিপক্ষগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও না; যেন সেই পাপাচারপরায়ণ ধূর্ত্তেরা পুনরায় সুখী হয় না।

চতুর্থ অধ্যায়।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা বিরাট রাজ্যে যে সমস্ত কার্য্যানুষ্ঠান করিবে তাহা কহিলে; আমিও স্বয়ং যাহা করিব তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে পুরোহিত ধৌম্য দ্রৌপদীর পরিচারিকা, সূত ও পৌরগবগণ-সমভিব্যাহারে দ্রুপদরাজভবনে গমনপূর্ব্বক আমাদিগের অগ্নিহোত্র রক্ষা করুন এবং ইন্দ্রসেনপ্রভৃতি সকলে রথ লইয়া অবিলম্বে দ্বারকা নগরীতে গমন করুন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, সকলেই কহিবেন যে, পাণ্ডবেরা আমাদিগকে দ্বৈতবনে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে যে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহি।

অনন্তর পাণ্ডবেরা পরস্পর এইরূপ অবধারিত করিয়া পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি ধৌম্য তাঁহাদিগকে সস্নেহ সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে পাণ্ডবগণ! তোমরা ব্রাহ্মণ, সুহৃৎ, যান, প্রহরণ ও অগ্নি-বিষয়ক কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া দিলে, এক্ষণে যাহা কহিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে সতত দ্রৌপদীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে। তোমরা লোকবৃত্তান্ত সমস্তই জ্ঞাত আছ; কিন্তু বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান করা সুহৃদ্বর্গের অবশ্য কর্ত্তব্য; লোকে ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত আমি তোমাদিগের ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছি; শ্রবণ কর।

হে পাণ্ডবগণ! তোমরা রাজকুলে বাস করিবে; অতএব আমি রাজকুলের বিষয়

উল্লেখ করিতেছি। যে ব্যক্তি রাজকুলের সমস্ত অবগত হইয়াছে, তথায় তাহাকেও অতি ক্লেশে কালযাপন করিতে হয়। তোমরা সম্মানিত হও বা অবমানিতই হও, যেরূপে হউক ছদ্মবেশে তথায় এক বৎসর অতিক্রম করিবে। পরে চতুর্দ্দশ বৎসর সমুপস্থিত হইলে স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করিতে পারিবে। হে পাণ্ডুনন্দনগণ! রাজভবনস্থ ব্যক্তির কোন বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা হইলে, অগ্রে ভূপালের অনুমতি লইবে; রহস্য বিষয়ে কাহাকেও বিশ্বাস করিবে না এবং যথায় অন্যে পরাভব করিতে না পারে, এই রূপ স্থানে অবস্থান করিবে। যে ব্যক্তি আমি মহারাজের প্রিয় এই মনে করিয়া তদীয় যান, পর্য্যঙ্ক, পীঠ, গজ বা রথে আরোহণ না করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিতে সমর্থ হয়েন। যথায় উপবিষ্ট হইলে দুষ্ট লোকেরা আশঙ্কা করিবে, তথায় কদাচ উপবেশন করিবে না। ভূপাল জিজ্ঞাসা না করিলে তাঁহাকে কোন বিষয়ে অনুশাসন করা অকর্ত্তব্য এবং মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা ও অবসর ক্রমে সমুচিত সৎকার করা বিধেয়। নৃপতিগণ অনৃতবাদী মনুষ্যের প্রতি সতত ঈর্ষা প্রকাশ ও মিথ্যাভাষী মন্ত্রীকে নিয়ত অবমাননা করিয়া থাকেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ রাজমহিষী, অন্তঃপুরচারী, রাজার দ্বেষ্য ও তাঁহার অহিতকারী ব্যক্তিগণের সহিত মৈত্রী করিবেন না। রাজার সমক্ষে সামান্য কার্য্যও আগ্রহপূর্ব্বক সম্পাদন করিবে। এই রূপে রাজার পরিচর্য্যা করিলে কদাচ বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয় না। উন্নত পদ প্রাপ্ত ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত বা নিয়োজিত না হইলে স্বীয় মর্য্যাদানুরোধে জাত্যন্ধের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতাও মর্য্যাদা অতিক্রম করিলে, ভূপাল আর তাহাকে সমুচিত সমাদর করেন না। অগ্নি ও দেবতার ন্যায় রাজার উপাসনা করিবে। মিথ্যাবাদী মনুষ্যকে রাজা অবশ্যই বিনাশ করিয়া থাকেন। প্রমাদ, গর্ব্ব ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বামীর আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবে। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়স্থলে যাহা স্বামীর হিত ও প্রিয়কর হয় তাহাই বর্ণন করিবে। যে স্থলে হিতকর ও প্রিয় বাক্য নিতান্ত দুর্লভ, সে স্থলে প্রভুর প্রিয় বাক্যে উপেক্ষা করিয়া হিত বাক্য বলাই কর্ত্তব্য। কদাচ স্বামিবাক্যের প্রতিকূলাচরণ করিবে না এবং অপ্রিয় ও অহিত কথা তাঁহার নিকট বর্ণন করিবে না। পণ্ডিত ব্যক্তি আপনাকে প্রভুর অপ্রিয় পাত্র মনে করিয়া তাঁহার সেবা করেন ও সর্ব্বদা অপ্রমত্ত চিত্তে তাঁহার হিত ও প্রিয় কার্য্যে তৎপর হন। যে ব্যক্তি প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা, তাঁহার অহিতচারীদিগের সহবাস ও অনধিকারচর্চ্চায় পরাঙ্মুখ হন, তিনি রাজকুলে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। পণ্ডিতেরা রাজার দক্ষিণ অথবা বাম পার্শ্বে উপবেশন করিবেন; অস্ত্রশস্ত্রধারী রক্ষকগণ তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে এবং সম্মুখে বিস্তীর্ণ আসন বিন্যস্ত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা নিষিদ্ধ।

কোন গূঢ় বিষয় প্রত্যক্ষ হইলেও তাহা অন্যের নিকট ব্যক্ত করিবে না; তাহা হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগেরও অবিশ্বাসভাজন হইতে হয়। রাজারা যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাহা অন্যের নিকট কদাচ প্রকাশ করিবে না। তাঁহারা মিথ্যাবাদীর প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং পণ্ডিতাভিমানী লোকদিগকে ঘৃণা করেন। আমি বীর বা বুদ্ধিমান্ এই বলিয়া কদাচ রাজার নিকট গর্ব্ব প্রকাশ করিবে না। যিনি অপ্রমত্ত চিত্তে সতর্কতাপূর্ব্বক রাজার প্রিয় ও হিত কার্য্য করেন, তিনিই তাঁহার প্রণয়াস্পদ ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া নানাবিধ ভোগসুখে কালযাপন করিতে পারেন। দেখ, যাঁহার কোপে অশেষ ক্লেশ এবং প্রসাদে মহাফল লাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাঁহার অনভিমত কার্য্যানুষ্ঠান করে।

রাজসভায় স্থিরভাবে সমাসীন থাকিবে; হস্ত, পাদ ও ওষ্ঠপ্রভৃতি সতত সঞ্চালন করিবে না; উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না এবং অতি গোপনে নিষ্ঠীবন ও বাতাদি পরিত্যাগ করিবে। কোন প্রকার হাস্যের বিষয় উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট হইয়া অতি হাস্য, ও ধৈর্য্যাবলম্বন-পূর্ব্বক হাস্য সংবরণ, এই উভয়ই বিরুদ্ধ। অতি হাস্যে উন্মত্ততা ও হাস্য সংবরণে গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করা হয়, এই নিমিত্ত তৎকালে মৃদু মৃদু হাস্য করা কর্ত্তব্য। যিনি লাভে হৃষ্ট ও অপমানে দুঃখিত হন না, এবং সর্ব্বদাই অপ্রমত্ত থাকেন, তিনিই রাজভবনের উপযুক্ত পাত্র। যে পণ্ডিত অমাত্য সর্ব্বদা রাজা ও রাজপুত্রের স্তব স্তুতি করেন, তিনি চির কাল প্রিয় পাত্র হইয়া থাকেন। যে অনুগৃহীত অমাত্য কোন কারণবশতঃ নিগৃহীত হইয়াও রাজার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ লাভ করিতে পারেন। যিনি রাজার নিকট উপজীবিকা লাভ ও তাঁহার বিষয়ে বাস করেন, তিনি সতত ভূপতির সমক্ষে এবং পরোক্ষে তদীয় গুণানুবাদ করিবেন। যে অমাত্য বলপূর্ব্বক বিষয় ভোগ করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট প্রার্থনা করেন, তিনি অচির কালমধ্যে পদচ্যুত হন এবং তাঁহার প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজকৃত উপকার সতত বিপক্ষের নিকট প্রকাশ করিবে না এবং রাজাকে সর্ব্বদা শিক্ষা প্রদানে সমুদ্যত হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্, অম্লান, সত্যবাদী, মৃদু ও দান্ত হইয়া সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় ভূপতির অনুগত হইতে পারেন, তিনিই রাজকুলের উপযুক্ত। প্রভু অন্য ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, যিনি কি করিব বলিয়া সেই কর্ম্মে অগ্রসর হন, তিনিই রাজভবনে বাস করিবার যোগ্য পাত্র। যিনি ভূপতি কর্ত্তৃক গূঢ় বা প্রকাশ্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া তৎসাধনে পরাঙ্মুখ না হন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবেন। যিনি প্রবাসিত হইয়া পরম প্রণয়াস্পদ পুত্র, কলত্র প্রভৃতি স্মরণ করেন না, এবং সুখের নিমিত্ত দুঃখ সহ্য করিতে পারেন, তিনিই রাজগৃহে বাস করিবার উপযুক্ত। কদাচ রাজার সদৃশ

বেশ ভূষা করিবে না; তাঁহার সমীপে অতি হাস্য করিবে না; এবং মন্ত্রণা বহু ব্যক্তির নিকট ব্যক্ত করিবে না। অর্থস্পৃহা পরিত্যাগপূর্ব্বক কার্য্য করিবে; কারণ, কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে, বন্ধন অথবা প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। প্রভু যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা অন্য যে কোন বস্তু প্রসাদস্বরূপ প্রদান করিবেন, তাহাই সতত ধারণ করিবে। এই রূপে সাবধানে কালাতিপাত করিতে পারিলে রাজার প্রিয় পাত্র হওয়া যায়।

হে পাণ্ডবগণ! সম্প্রতি তোমরা প্রযত্নাতিশয় সহকারে এই রূপে চিত্ত-সংযত করিয়া আপনাদিগের সুশীলতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বিরাট নগরে সংবৎসর কাল অতিবাহিত কর। অনন্তর আপনাদিগের রাজ্য লাভ করিয়া স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিবে।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে দ্বিজসত্তম! আপনি যাহা আদেশ করিলেন, আমরা কদাচ তাহার অন্যথাচরণ করিব না। মাতা কুন্তী ও মহামতি বিদুর ভিন্ন আপনার ন্যায় সদুপদেষ্টা আর কেহই নাই; অতএব এক্ষণে আমরা কিরূপে এই দুঃখার্ণব উত্তীর্ণ হইব, কিরূপে প্রস্থান করিব এবং কিরূপেই বা আমাদিগের জয় লাভ হইবে, তাহার উপায় বিধান করুন।

দ্বিজোত্তম ধৌম্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া প্রস্থানোচিত সমুদায় আয়োজন করিলেন এবং তাঁহাদিগের রাজ্যলাভ, সমৃদ্ধি ও বৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সেই অগ্নি ও তপোধন ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে অগ্রে লইয়া প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে পর, ধৌম্য অগ্নিহোত্র গ্রহণ করিয়া পাঞ্চাল নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাদবগণের নিকট গমনপূর্ব্বক সুসংবৃত হইয়া অশ্ব, রথ রক্ষা করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর স্বরাজ্য-লিপ্সু শ্মশ্রুধারী পাণ্ডবগণ গোধাঙ্গুলিত্রাণ বন্ধন ও ধনুঃ, খড়্গ, আয়ুধ, তূণ গ্রহণপূর্ব্বক পাদচারে কালিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপস্থিত হইলেন; তথা হইতে কখন বা গিরিদুর্গে, কখন বা বনদুর্গে অবস্থান-পূর্ব্বক মৃগয়া করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এই রূপে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ এবং যকৃল্লোম ও শূরসেনের মধ্য দিয়া মৎস্য দেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন দ্রুপদনন্দিনী রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাজ! নানাবিধ ক্ষেত্র ও এই পথসমুদায়ের অবস্থা দৃষ্টি-গোচর করিয়া স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, মৎস্যরাজের রাজধানী অতি দূরবর্ত্তী হইবে; আমিও সাতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি; অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অবস্থান করুন।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি যত্নসহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর; যখন অরণ্য অতিক্রমণ করিয়াছি, তখন এক-বারে রাজধানীতে গিয়া অবস্থিতি করিব। গজরাজ তুল্য অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে গ্রহণ-পূর্ব্বক দ্রুতপদসঞ্চারে গমন করিয়া বিরাট নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়া অবতারিত করিলেন।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে কহি-লেন, হে পার্থ! এই আয়ুধ সকল কোথা রাখিয়া পুর প্রবেশ করিব? যদ্যপি আমরা অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হই, তাহা হইলে সমুদায় লোক সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইবে। তোমার গাণ্ডীব ধনুঃ লোক-মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই; ইহা গ্রহণ করিয়া নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, মনুষ্য-মাত্রেই আমাদিগকে চিনিতে পারিবে। যে রূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তদনুসারে অজ্ঞাতবাসসময়ে এক ব্যক্তি জানিতে পারিলেও পুনরায় দ্বাদশ বৎসর বন বাস করিতে হইবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! এই পর্ব্বতশৃঙ্গে এক দুরারোহ শমী বৃক্ষ দৃষ্টি-গোচর হইতেছে। উহার শাখাসকল অতি ভয়ঙ্কর; বিশেষতঃ উহা শ্মশানের সমীপবর্ত্তী ও হিংস্র জন্তু সমাকীর্ণ দুর্গম অরণ্যে পরিবৃত। বোধ হয়, উহার সমীপে এমন কেহ নাই যে, আমরা উহাতে শস্ত্রগুলি সংস্থাপিত করিবার সময় তাহার দর্শনপথে নিপতিত হইব। অতএব ঐ শমী বৃক্ষে আয়ুধ সমস্ত সংস্থাপন করিয়া, নগর প্রবেশপূর্ব্বক যথাযোগ্য রূপে কাল যাপন করিব।

ধনঞ্জয় ধর্ম্মরাজকে এই প্রকার কহিয়া শস্ত্র সংস্থাপন করিবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তিনি যাহা দ্বারা এক রথে সমুদায় দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত এবং সুসমৃদ্ধ জনপদ সকল আয়ত্ত করিয়াছিলেন, সেই গভীরনিঃস্বন, অরাতিবলনিসূদন গাণ্ডীব শরাসন মৌর্ব্বীশূন্য করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরও যে ধনুর্দ্বারা কুরুক্ষেত্র রক্ষা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অক্ষয় গুণ বিশ্লেষিত করিলেন। মহাবল ভীমসেন যদ্দারা পাঞ্চাল জনপদ পরাজিত ও দিগ্বিজয় কালে একাকী ভূরি ভূরি অরাতিগণকে দূরীভূত করিয়াছিলেন, বজ্রাহত পর্ব্বত বিস্ফোটের ন্যায় যাহার বিস্ফার ধ্বনি শ্রবণ করিয়া, সপত্নগণ রণ-পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিত, যাহার প্রভাবে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ পরাভূত হইয়া-ছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাসন হইতে জ্যাপাশ অবতারিত করিলেন। যিনি কুলে, রূপে অনুপম বলিয়া নকুল নামে প্রসিদ্ধ, সেই ইন্দ্র সদৃশ, মিতভাষী, মাদ্রীনন্দন যে শরাসন দ্বারা পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তাহারও মৌর্ব্বী অপাকৃষ্ট হইল। দক্ষিণাচারপরায়ণ সহদেব যে ধনুর্দ্বারা দক্ষিণ দিক্ পরাজয় করিয়া-ছিলেন, এক্ষণে তিনিও তাহা হইতে গুণপাশ বিযোজিত করিলেন। অনন্তর সেই সমস্ত ধনুঃ এবং সুদীর্ঘ খড়্গ, মহামূল্য তূণ ও ক্ষুরধার শর সমুদায় একত্র সঙ্কলিত হইল।

তখন রাজা যুধিষ্ঠির নকুলকে কহিলেন, বীর! তুমি এই শমী বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর।

তখন নকুল সেই শমী বৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক উহার যে যে স্থানে বক্রভাবে বারি বর্ষণ হয়, সেই সেই স্থানে গাণ্ডীব প্রভৃতি পাঁচ খানি ধনুঃ ও সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র সুদৃঢ় পাশ দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলেন।

লোকে শবদুর্গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দূর হইতেই এই বৃক্ষ পরিহার করিবে, এই অভিপ্রায়ে পাণ্ডবগণ সেই শমী বৃক্ষে একটি মৃত শরীর বন্ধন করিয়া রাখিলেন, এবং গোপাল ও মেষপাল প্রভৃতি সকলের নিকটে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন যে, আমরা পূর্ব্বাচরিত কুলধর্ম্মানুসারে অশীতিশতবর্ষবয়স্কা গতাসূ প্রসূতিকে ইহাতে বন্ধন করিয়া রাখিলাম।

তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির আপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল এই পাঁচটি গূঢ় নাম রাখিয়া কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে সেই ত্রয়োদশ বর্ষ অজ্ঞাতচারে অতিবাহন করিবার নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রমণীয় বিরাট নগরে গমন করিয়া মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিতে লাগিলেন। হে যশোদানন্দিনি, নারায়ণপ্রণয়িনি, কুলবিবৰ্দ্ধিনি, কংসধ্বংসকারিণি, অসুরবিনাশিনি, ভগবতি, বরদে, কৃষ্ণে! আপনাকে নমস্কার। আপনি ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপা বাসুদেবের ভগিনী। দুর্দ্দান্ত কংস বলপূর্ব্বক আপনাকে আকর্ষণ করিয়া শিলাতলে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি অনায়াসে তাহার হস্ত হইতে আকাশপথে গমন করিয়াছিলেন। হে ত্রিভুবনেশ্বরি! আপনি দিব্যবস্ত্র ও মাল্যে বিভূষিত হইয়াছেন; আপনার করতলে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ ও খেটক শোভা পাইতেছে। হে ত্রৈলোক্যতারিণি! যাঁহারা ভূভার অবতারণ জন্য কায়মনোবাক্যে আপনাকে স্মরণ করেন, আপনি দুস্তর পাপপঙ্ক হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত দেবীকে সন্দর্শন করিবার মানসে পুনরায় বহুবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। হে বালার্কসদৃশে, চতুর্ভুজে, চতুর্ব্বক্ত্রে, ময়ূরপিচ্ছবলয়ে, পীনপয়োধরে, পৃথুনিতম্বিনি, কেয়ূরধারিণি দেবি! আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। আপনার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডলবিস্পৰ্দ্ধী; শ্রবণযুগল সুবর্ণকুণ্ডলে বিভূষিত; মুকুট অতি বিচিত্র এবং কেশপাশ পরম রমণীয়। হে নানা আয়ুধধারিণি! আপনার বিপুল বাহুযুগল শক্রধ্বজসদৃশ। আপনি ভুজঙ্গাভোগরূপ মেখলাদামে বিভূষিত হইয়া বিষধরপরিবৃত মন্দর গিরির শ্রী ধারণ করিয়াছেন। শিখিপুচ্ছবিনির্ম্মিত উন্নত

ধ্বজদণ্ডে আপনার কি অনির্ব্বচনীয় শোভা হইয়াছে! হে ত্রিদশেশ্বরি! আপনি কৌমার ব্রত ধারণপূর্ব্বক সুরলোক পবিত্র করিয়াছিলেন বলিয়া, ত্রিদশগণ নিরন্তর আপনার স্তব ও পূজা করিয়া থাকেন; আপনি ত্রৈলোক্য রক্ষা করিবার নিমিত্ত মহাসুর মহিষাসুরকে সংহার করিয়াছেন। আপনি জয়া, বিজয়া, বরদা ও সংগ্রামে বিজয়প্রদা; অতএব এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, কৃপা করিয়া আমাকে বিজয় দান করুন। হে সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে কামচারিণি! নগেন্দ্র বিন্ধ্যাচল আপনার শাশ্বত বাসস্থান। আপনি যাত্রা করিলে, ভূতগণ আপনার অনুগমন করে। হে কালি! হে মহাকালি! যাঁহারা ভারাবতারণমানসে প্রভাতে আপনাকে স্মরণ ও প্রণাম করেন, তাঁহাদিগের ধন পুত্র লাভ দুর্ল্লভ হয় না। হে দুর্গে! আপনি দুর্গ হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া লোকে আপনাকে দুর্গা বলিয়া থাকে। কান্তারে অবসন্ন, জলধিজলনিমগ্ন ও দস্যুহস্তে নিপতিত জনের আপনিই একমাত্র গতি। হে দেবি! জল-প্রতরণে, কান্তারে ও অটবীতে বিপন্ন হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আপনাকে স্মরণ করিলে আর অবসন্ন হইতে হয় না। হে সুরেশ্বরি! আপনি কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, সিদ্ধি, লজ্জা, বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎস্না, কান্তি, ক্ষমা ও দয়া। আপনার পূজা করিলে, নরের বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুই থাকে না। হে ভক্তবৎসলে, শরণাগতপালিকে দুর্গে! আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি; এক্ষণে আপনার শরণাপন্ন; আপনাকে প্রণাম করি; আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

দেবী রাজার এবম্বিধ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সমীপে আগমনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজন্! আমার প্রসাদে অচির কাল মধ্যে তোমার সংগ্রামে বিজয় লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীত মনে নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করিবে এবং তোমার সখ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে। হে ধর্ম্মরাজ! যে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিরা আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন করে, আমি প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ুঃ, অপূর্ব্ব দেহ ও পুত্র প্রদান করি। যাহারা প্রবাস, নগর, শত্রুসঙ্কট, সংগ্রাম, কান্তার, গহন কানন, পর্ব্বত ও সাগরপ্রভৃতি দুর্গম স্থলে বিপন্ন হইয়া এই রূপে আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকে না। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক এই উৎকৃষ্ট স্তোত্র শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের সমুদায় কার্য্য সিদ্ধ হয়। হে পাণ্ডবগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তোমরা বিরাট নগরে অবস্থিতি করিলে, তত্রত্য লোক ও কৌরবেরা কেহই তোমাদিগকে জানিতে পারিবে না।

দেবী যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণের রক্ষা করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় দুরাসদ, কুরুবংশাবতংস মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চনময় অক্ষগুটিকাসকল বস্ত্রদ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া সর্ব্বাগ্রে সভাস্থ বিরাটরাজের নিকট উপনীত হইলেন। তিনি অপূর্ব্ব রূপ ও বলপ্রভাবে সাক্ষাৎ অমরের ন্যায় নিবিড় জলদজালজড়িত সূর্য্যের ন্যায় ও ভস্মাচ্ছন্ন বহ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বিরাটরাজ অচিরকালমধ্যে অভ্রপটলসংবৃত সুধাংশুসদৃশ সভাগত যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সূত, বৈশ্য ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সভাসদগণ! যিনি প্রথমে আগমন করিয়া রাজার ন্যায় সভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, উনি কে? উনি ব্রাহ্মণ নন, আমার বোধ হয়, কোন রাজা হইবেন। উঁহার সমভিব্যাহারে দাস, রথ ও হস্তী কিছুই নাই; তথাচ উনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যেমন মদমত্ত বারণ অকুতোভয়ে নলিনীর সমীপে সমুপস্থিত হয়, তদ্রূপ ইনিও আমার নিকট অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতেছেন। যাহা হউক, উঁহার আকার প্রকার দর্শনে উঁহাকে রাজা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

বিরাটরাজ এই রূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, ইত্যবসরে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ জাতি; সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকা লাভের নিমিত্ত আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি; মানস করিয়াছি, এই স্থানে অবস্থানপূর্ব্বক মহাশয়ের অভিলাষানুরূপ কার্য্য সংসাধন করিব। তখন বিরাটরাজ সাতিশয় প্রহৃষ্ট মনে স্বাগত প্রশ্নপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার বাক্য স্বীকার করিয়া কহিলেন, তাত! তোমাকে নমস্কার; এক্ষণে তুমি কোন্ রাজার রাজধানী হইতে আগমন করিতেছ? তোমার নাম ও গোত্র কি? এবং তুমি কি কি শিল্প কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাক? এই সমস্ত সত্য করিয়া বল।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি ব্যাঘ্রপদী গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ, আমার নাম কঙ্ক; পূর্ব্বে আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রিয় সখা ছিলাম; দ্যূতে আমার সবিশেষ নিপুণতা আছে। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার প্রার্থনা পূরণে সম্মত আছি; তুমি মৎস্য দেশ শাসন কর; আমি তোমার একান্ত বশংবদ, দ্যূতানুরক্ত ব্যক্তিগণ আমার প্রিয় পাত্র; অতএব তুমিও আমার প্রিয় ও রাজ্য লাভে সম্যক্ উপযুক্ত। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আমি নীচ লোকের সহিত কখনই দ্যূতক্রীড়া করিব না এবং আমি যাহাকে পরাজয় করিব, সে আমার ধন লাভে কদাচ অধিকারী হইবে না; আপনি অনুকম্পা করিয়া আমার এই প্রার্থনায় সম্মত হউন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার অহিতকারী ব্রাহ্মণকে বিষয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিব এবং অন্যে

তোমার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণনাশ করিব।

হে জানপদবর্গ! তোমরা সকলেই সমাগত হইয়াছ; এক্ষণে আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্যাবধি প্রিয় সখা কঙ্ক আমার ন্যায় সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন। অনন্তর ধর্ম্মরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, সখে! আমি তোমার সহিত এক যানে আরোহণ করিব এবং আমার ন্যায় তোমারও প্রচুর বস্ত্র ও অপর্য্যাপ্ত পান ভোজন লাভ হইবে। আমি গৃহের দ্বার সকল উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছি, তুমি সর্ব্বদাই বাহ্যান্তর পর্য্যবেক্ষণ করিবে; যদি কেহ জীবিকা লাভে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ আমাকে বলিবে, আমি নিঃসন্দেহ তাহার মনোরথ পূর্ণ করিব; আমার সন্নিধানে তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই।

হে মহারাজ! এই রূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাটের সহিত সমাগত হইয়া পরম সমাদরে বাস করিতে লাগিলেন, কেহই তাঁহার এই বৃত্তান্তের বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারিল না।

অষ্টম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ভীমপরাক্রম ভীমসেন সকললোকবিকাশী প্রভাকরের ন্যায় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে দীপ্যমান হইয়া অসিত বসন পরিধান এবং করে কোষনিষ্কাশিত অসিতাঙ্গ অসি, মন্থদণ্ড ও দর্ব্বী ধারণপূর্ব্বক সূপকারবেশে মৎস্যরাজসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। মৎস্যরাজ ভূপতিসন্নিভ অন্তিকাগত কুন্তীকুমারকে অবলোকন করিয়া সমাগত জনপদবাসিদিগকে কহিলেন, ঐ যে সিংহসদৃশ, উন্নতস্কন্ধ, সূর্য্যসদৃশ পরম রূপবান্ অদৃষ্টপূর্ব্ব যুবা দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে? আমি সবিশেষ অনুধাবন করিয়াও উঁহার অভিসন্ধি স্থির করিতে সমর্থ হইতেছি না। অতএব তোমরা অবিলম্বে উঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা কর; উনি গন্ধর্ব্বরাজ হউন বা দেবরাজই হউন, আমি বিচার না করিয়া উঁহার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব।

তাহারা মৎস্যরাজের আদেশানুসারে দ্রুতপদ সঞ্চারে ভীমসেনসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া সমুদায় রাজবাক্য নিবেদন করিল। মহাত্মা বৃকোদর তাহাদিগের বাক্যে প্রত্যুত্তর না করিয়া বিরাটের সন্নিকটে আগমনপূর্ব্বক অসঙ্কুচিত বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! আমি সূপকার, আমার নাম বল্লব, আমি অতি উত্তম ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে পারি; আমাকে গ্রহণ করুন।

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! তোমাকে সুররাজের ন্যায়, নররাজের ন্যায় রূপলাবণ্য ও বিক্রমসম্পন্ন দেখিয়া সূপকার বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে না।

ভীম কহিলেন, নরেন্দ্র! আমি সূপকার আপনার পরিচারক; পূর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সূপাধিকারে নিযুক্ত ছিলাম।

আমি কেবল সূপকার্য্যে পারদর্শী নই; আমার তুল্য বাহুযোদ্ধা বলবান্ও অতি দুর্লভ। আমি সর্ব্বদা হস্তী ও সিংহের সহিত সংগ্রাম করিতাম; এক্ষণে নিরন্তর আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব।

বিরাট কহিলেন, বল্লব! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিলাম; তুমি মহানসে অধিকার গ্রহণ কর; কিন্তু এপ্রকার কর্ম্ম তোমার উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না; তুমি সসাগর ধরামণ্ডলের অধিকারযোগ্য। যাহা হউক, তুমি আত্মকামনানুসারে মহানসে নিযুক্ত হইলে; আমি তোমাকে তত্রস্থ সমস্ত অধিকৃতবর্গের উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম।

ভীমসেন এই রূপে মহানসে নিযুক্ত হইয়া বিরাট নৃপতির সাতিশয় প্রীতিভাজন হইলেন। তত্রস্থ পরিচারক বা অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই।

নবম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর অসিতলোচনা দ্রৌপদী নীল সূক্ষ্ম সুকোমল ও সুদীর্ঘ কেশপাশ বেণীরূপে বন্ধন, অতিমাত্র মলিন একমাত্র বসন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধ্রীবেশে দীনভাবে গমন করিতে লাগিলেন। নাগরিক পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা দ্রুত পদে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া "তুমি কে? তোমার অভিলাষ কি?" বারংবার এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তখন দ্রৌপদী তাহাদিগকে কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী; যদি কেহ আমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করেন, আমি তাহা সুচারুরূপে সম্পাদন করিব; এই নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছি। কিন্তু তাহারা তাঁহার অসামান্য রূপ লাবণ্য, বেশ বিন্যাস ও মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিল না।

বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা প্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, ইত্যবসরে পাণ্ডবপ্রিয়া দ্রৌপদী তাঁহার নেত্রপথে নিপতিত হইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে তাদৃশ রূপবতী, অনাথা ও একবসনা দেখিয়া নিকটে আহ্বানপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তুমি কে ও তোমার অভিলাষই বা কি? দ্রৌপদী কহিলেন, আমি সৈরিন্ধ্রী, যিনি আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারুরূপে তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদন করিব, এই কারণেই এ স্থানে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যে প্রকার কহিতেছ, তোমার ন্যায় কামিনীগণের পক্ষে তাহা কখনই হয় না; ফলতঃ তুমিই নানাবিধ দাসদাসীগণের নিয়োগ্যা। তোমার গুল্‌ফভাগ অনুচ্চ; ঊরুদ্বয় সংহত; নাভিপ্রদেশ অতি গম্ভীর; নাসিকা উন্নত; অপাঙ্গ, কর, চরণ, জিহ্বা ও অধর লোহিত বর্ণ; বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ; কেশকলাপ অতি মনোহর, অঙ্গ শ্যামলবর্ণ; নিতম্ব ও পয়োধর নিবিড়তম; পক্ষ্মরাজি কুটিল; মধ্যভাগ ক্ষীণ; গ্রীবা

কম্বুর ন্যায়; শিরা সকল অদৃশ্য এবং মুখমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রমণীয়; তুমি কাশ্মীরী-তুরঙ্গীর ন্যায় এবং পদ্মপলাশলোচনা কমলার ন্যায় সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ; হে ভদ্রে! তোমাকে পরিচারিণী বলিয়া কোন প্রকারেই বোধ হইতেছে না; তুমি যক্ষ রমণী, কি দেবকামিনী? গন্ধর্ব্বী কি অপ্সরা, ভুজঙ্গবনিতা, কি এই নগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা? বিদ্যাধরী বা কিন্নরী অথবা স্বয়ং রোহিণী? অলম্বুষা কি মিশ্রকেশী? পুণ্ডরীকা কি মালিনী? অথবা তুমি ইন্দ্রাণী, বারুণী, বিশ্বকর্ম্মার পত্নী, ব্রহ্মাণী কি অন্যান্য দেবকন্যাগণের অন্যতমা হইবে? যাহা হউক, তুমি কে, বল।

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি দেবী, গন্ধর্ব্বী, অসুরী বা রাক্ষসী নহি। সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিন্ধ্রী; আমি কেশসংস্কার, বিলেপন, পেষণ এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল ও চম্পক প্রভৃতি কুসুমকলাপের বিচিত্র মালা গ্রন্থন করিয়া থাকি। প্রথমে কৃষ্ণপ্রিয়তমা সত্যভামা তৎপরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী দ্রুপদকুমারীর সেবা করিয়াছিলাম; সেই সেই স্থানে সমুচিত অশন বসন সহকারে পরম সুখে কাল যাপন করিতাম; স্বয়ং দেবী আমাকে মালিনী বলিয়া আহ্বান করিতেন। অদ্য আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে কল্যাণি! আমি তোমাকে মস্তকে স্থান দান করিতে পারি; কিন্তু ভয় হয়, পাছে রাজা সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার নিমিত্ত চঞ্চল হন। পুরুষের কথা দূরে থাকুক, এই রাজকুল ও আমার গৃহবাসিনী রমণীগণ মোহিত হইয়া অনন্যমনে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। দেখ, আমার আলয়জাত তরুজাত তোমাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অবনত হইতেছে; হে নিবিড়নিতম্বিনি! বিরাটরাজ তোমার অলৌকিক অঙ্গসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিলে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন। হে তরলায়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিবে, অথবা তুমি সতত যাহার নেত্রপথে নিপতিত হইবে, সে অবশ্যই অনঙ্গশরের বশবর্ত্তী হইবে। মনুষ্য যেমন আত্মহত্যার নিমিত্ত বৃক্ষে আরোহণ করে, তোমাকে রাজগৃহে স্থান দান করা আমার পক্ষে সেই রূপ। ফলতঃ তোমাকে স্থান দান করা কর্কটীর গর্ভধারণের ন্যায় আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি! বিরাট বা অন্য কোন পুরুষ আমাকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন; পাঁচ জন যুবা গন্ধর্ব্ব আমার স্বামী; তাঁহারা কোন মহাসত্ত্ব গন্ধর্ব্বরাজের তনয়; ঐ পাঁচ জন সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন এবং পাদ প্রক্ষালন না করান, আমার পতি গন্ধর্ব্বগণ তাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হন। যে পুরুষ ইতর কামিনীর ন্যায় আমার প্রতি লোভপরবশ হন, তাঁহাকে সেই রাত্রিই শমনসদনে গমন করিতে হয়। কোন পুরুষ আমাকে স্বধর্ম্ম হইতে পরিচালিত

করিতে সমর্থ নহে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্ব্বগণ এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াও প্রচ্ছন্ন ভাবে আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে আনন্দবর্দ্ধিনি! তোমার অভিলাষানুরূপ বাস প্রদান করিব। তোমাকে কদাচ কাহারও চর্ব্বণ বা উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিতে হইবে না।

হে জনমেজয়! পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনী এই রূপে বিরাটভার্য্যা কর্ত্তৃক পরিসান্ত্বিত হইয়া বিরাট নগরে বাস করিতে লাগিলেন। কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

দশম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুত্তম গোপবেশ ধারণ ও তাহাদিগের ভাষা অভ্যাস করিয়া বিরাটের নিকট গমন করিলেন। তিনি রাজভবনসমীপবর্ত্তী গোষ্ঠে দণ্ডায়মান ছিলেন; রাজা তাঁহাকে নয়নগোচর করিবামাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরুনন্দনকে রাজপুত্র বিবেচনা করিয়া সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাত! আমি পূর্ব্বে তোমাকে কখন দেখি নাই; তুমি কাহার পুত্র, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং তোমার অভিপ্রায়ই বা কি, সমুদায় যথার্থ করিয়া বল।

তখন সহদেব জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমি বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি কৌরবদিগের গোসংখ্যা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি রাজসিংহ পাণ্ডবেরা কোথায় গিয়াছেন, কিছুই জানি না; আমিও বিষয়কর্ম্মশূন্য হইয়া জীবন ধারণ করিতে নিতান্ত অসমর্থ; অতএব আপনি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, আপনার নিকট থাকিতে অভিলাষ করি; অন্য রাজার নিকট যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ! তুমি যথার্থরূপ আত্মপরিচয় প্রদান কর, তোমার আকৃতি দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, তুমি ব্রাহ্মণ অথবা আসমুদ্রক্ষিতীশ ক্ষত্রিয় হইবে; বৈশ্যের কর্ম্ম করা তোমার উচিত হয় না। তুমি কোন্ রাজার রাজ্য হইতে আসিয়াছ, কি কি শিল্প কর্ম্ম জান, সর্ব্বদা কিরূপে আমার নিকট বাস করিবে এবং কিরূপ বেতনই বা প্রার্থনা কর?

সহদেব কহিলেন, পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের অষ্টশত সহস্র গো, অন্যের দশ সহস্র ও অপরের বিংশতি সহস্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্যা করিতাম; লোকে আমাকে তন্ত্রিপাল বলিত। আমি দশ যোজনের মধ্যস্থিত গো সমুদায়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান অবগত আছি। আমার গুণরাশি মহাত্মা কুরুরাজের সুবিদিত ছিল; তিনি আমার প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। যে সকল উপায় দ্বারা শীঘ্র গোসংখ্যার বৃদ্ধি হয় এবং তাহাদিগের কোন প্রকার রোগ না জন্মে, তাহা

আমার বিদিত আছে; আমি এই সকল জানি, হে মহারাজ! যে সমুদায় ঋষভের মূত্র আঘ্রাণ করিলে বন্ধ্যারও গর্ভ হয়, আমি পূজিতলক্ষণ সেই সকল বৃষকেও চিনিতে পারি।

বিরাটরাজ কহিলেন, আমার পশুশালায় নানা জাতীয় অসংখ্য পশু একত্র সমাহিত রহিয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে কাহার কি গুণ তাহাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি তোমার হস্তে সেই সকল পশু ও পশুপাল-গণের ভার সমর্পণ করিতেছি, এক্ষণে উহারা তোমার অধীন হইল।

নরোত্তম সহদেব এই রূপে রাজার নিকট সুপরিচিত হইয়া পরম সুখে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। রাজাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য লোকে তাঁহাকে কোন ক্রমেই চিনিতে পারে নাই।

একাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর পরম সুন্দর উন্নতাকার অর্জ্জুন স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং সুদীর্ঘ কেশকলাপ উন্মোচনপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভামণ্ডপে গমন করিতে লাগিলেন। গমনকালে ভূমণ্ডল বিকম্পিত হইতে লাগিল। রাজা সেই পরম তেজঃসম্পন্ন, প্রচ্ছন্নরূপী, গজেন্দ্রবিক্রম মহেন্দ্রতনয়কে নিরীক্ষণ করিয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কোথা হইতে আসিতেছেন? আমি পূর্ব্বে ত কখনই এই রূপ দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। সভ্যেরা কহিলেন, মহারাজ! ইনি যে কে, আমরা ইহার কিছুই বলিতে পারি না।

অনন্তর বিরাটরাজ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহানুভব! তুমি স্ত্রীলোকের ন্যায় কুণ্ডলযুগল, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এবং কেশকলাপ উন্মোচন করিয়াছ; অথচ পুরুষের ন্যায় শর, শরাসন ও বর্ম্ম ধারণ করিয়া সাতিশয় শোভা পাইতেছ; তোমার অমরসদৃশ রূপ ও মাতঙ্গসদৃশ বিক্রম দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস হইতেছে না। অতএব তুমি যানে আরোহণপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র বা আমারই তুল্য হইলে। আমি নিতান্ত বৃদ্ধ, সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি; অতএব তুমিই এক্ষণে মৎস্য দেশ শাসন কর।

অর্জ্জুন কহিলেন, মহারাজ! আমি নৃত্য গীত ও বাদ্যে দক্ষতা লাভ করিয়াছি; অতএব দেবী উত্তরাকে নৃত্য শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত আমায় নিয়োগ করুন। আমার নাম বৃহন্নলা। যে কারণে আমি এই রূপ হইয়াছি, তাহা আপনাকে আর কি বলিব, উহা স্মরণ হইলে আমার হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে রাজন্! আপনি আমাকে পিতৃমাতৃহীন পুত্র বা কন্যা বলিয়া জ্ঞাত হইলেন। বিরাট কহিলেন, হে বৃহন্নলে! আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিতেছি, তুমি আমার কন্যা ও তদনুরূপ অন্যান্য নারীগণকে নৃত্য-প্রয়োগ-

বিষয়ে সুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে এই কার্য্য তোমার সমুচিত হয় নাই; তুমি এই সসাগরা ধরা শাসনের উপযুক্ত পাত্র।

তদনন্তর মৎস্যরাজ অর্জ্জুনের নৃত্য, গীত, বাদ্যপ্রভৃতি কলাসমুদায়ে বিশেষ নৈপুণ্য সন্দর্শনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অবিলম্বে স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাহাদিগের বাক্যে তাঁহাকে প্রকৃত ক্লীব স্থির করিয়া অন্তঃপুর গমনে অনুমতি করিলেন। তিনি তথায় নিরন্তর বাস করিয়া উত্তরা এবং তাঁহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্য, গীত, বাদ্যে সম্যক্ শিক্ষা প্রদান-পূর্ব্বক ক্রমশঃ তাঁহাদিগের একান্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন।

হে মহারাজ! এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন নর্ত্তকের কার্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক রাজকুমারী ও নারীগণের সহিত অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন, বাহ্যাভ্যন্তরচারী পুরুষেরা কেহই এই গূঢ় ব্যাপার অবগত হইতে পারিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল দ্রুতপদ সঞ্চারে মৎস্যরাজের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিরাট ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁহাকে মেঘনির্ম্মুক্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি বাজিরাজি নিরীক্ষণ করিতে করিতে আগমন করিতেছেন দেখিয়া, মৎস্যরাজ অনুচরগণকে কহিলেন, এই অমরোপম পুরুষ কোথা হইতে আগমন করিতেছেন? ইনি যখন আমার অশ্বগণকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেছেন, তখন অবশ্যই এক জন সুবিচক্ষণ হয়তত্ত্ববেত্তা হইবেন, সন্দেহ নাই; যাহা হউক, সত্বরে উঁহাকে আমার সমীপে আনয়ন কর।

এমন সময়ে নকুল রাজসন্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনার জয় হউক, আমি নৃপতিগণের অভিপ্রেত হয়তত্ত্ববেত্তা; আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি।

বিরাট কহিলেন, আমি যান, ধন ও নিবেশন সমুদায় তোমাকে প্রদান করিতেছি; তুমি আমার অশ্বপাল হইবার উপযুক্ত পাত্র। এক্ষণে তুমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিতেছ, পূর্ব্বে কোথা ছিলে এবং কি কি শিল্প কর্ম্ম জান, তাহার পরিচয় প্রদান কর।

নকুল কহিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বে পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির আমাকে অশ্বকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং দুষ্ট অশ্বের শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকটে কোন বাহন কাতর হইতে পায় না এবং অশ্বের কথা দূরে থাকুক, আমার নিকটে বড়বাগণেরও দুষ্টতা সুদূরপরাহত হয়। রাজা যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য ব্যক্তি আমাকে গ্রন্থিক বলিয়া আহ্বান করিতেন।

বিরাট কহিলেন, আমার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বযোজক ও সারথিগণ অদ্যাবধি তোমার

অধীন হউক। এক্ষণে যদি এই কার্য্যই তোমার অভিলষিত হইল; তবে তোমাকে কিরূপ বেতন প্রদান করিতে হইবে বল। কিন্তু অশ্ববন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্য্য নয়; আমার মতে তুমি ভূপালের উপযুক্ত। তুমি রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে যেরূপ ছিলে, আমার নিকটেও সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে রাজা যুধিষ্ঠির ভৃত্য-বিহীন হইয়া কিরূপে অরণ্যমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। গন্ধর্ব্বোপম নকুল এই রূপে বিরাট কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অন্যের অজ্ঞাত-সারে বাস করিতে লাগিলেন।

হে রাজন্! সসাগরা ধরাধীশ্বর পাণ্ডব-গণ এই রূপে দুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞা পূরণের নিমিত্ত বিরাট নগরে অজ্ঞাত বাস সমাধান করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবপ্রবেশ পর্ব্বাধ্যায়সমাপ্ত।

সময়পালন পর্ব্বাধ্যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম! মহাবীর্য্য পাণ্ডবেরা এই রূপ প্রচ্ছন্ন বেশে মৎস্য নগরে থাকিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন?

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবেরা মহাত্মা ধর্ম্ম ও তৃণবিন্দুপ্রসাদে বিরাটনগরে মৎস্যরাজের পরিচর্য্যা করিয়া অজ্ঞাত বাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাট-রাজের সভাসদ্ হইলেন। তিনি রাজা, রাজপুত্র ও সমুদায় সভ্যগণের পরম প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার অক্ষবিদ্যায় অসাধারণ নৈপুণ্য থাকাতে, যেমন লোকে সূত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ তিনি প্রতিদিন তাঁহাদিগের সহিত ক্রীড়া করিয়া বিপুল ধনোপার্জ্জনপূর্ব্বক গোপনে ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মৎস্যরাজপ্রদত্ত মাংস প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিতেন। অর্জ্জুন অন্তঃপুরে যে সকল জীর্ণ বস্ত্র পাইতেন তাহা বিক্রয় করিতে আসিয়া অন্যান্য পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিতেন। সহদেব গোপবেশ ধারণপূর্ব্বক অন্যান্য ভ্রাতৃগণকে দধি দুগ্ধ ঘৃত প্রদান করিতেন। নকুল অশ্ব-গণের উত্তমরূপ পালন করিয়া রাজপ্রসাদে যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহা ভ্রাতাদিগকে প্রদান করিতেন। তপস্বিনী দ্রৌপদী, লোকের অজ্ঞাতসারে অতি সাবধান হইয়া পাণ্ডবগণকে নিরীক্ষণ করিতেন।

এই রূপে মহারথ পাণ্ডবগণ পরস্পরের সাহায্য করিয়া পুনর্গর্ভস্থিতের ন্যায় অতি কষ্টে বিরাট নগরে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধার্ত্তরাষ্ট্রের ভয়ে নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া সর্ব্বদা দ্রৌপদীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

অনন্তর চতুর্থ মাসে মৎস্য নগরে সুস-মৃদ্ধ ব্রহ্মমহোৎসব সমারম্ভ হইল। ঐ মহোৎসবে চতুর্দ্দিক্ হইতে মহাবল পরা-ক্রান্ত মহাকায় অসুরসন্নিভ রাজসৎকৃত

মল্লগণ সমুপস্থিত হইল। তাহারা নৃপ-সন্নিধানে বারংবার স্ব স্ব অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশপূর্ব্বক পরিচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এক জন সর্ব্বপ্রধান, সে সমুদায় মল্লগণকে রঙ্গে আহ্বান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। এই রূপে সমাগত সমস্ত মল্লগণ তদীয় বিক্রম দর্শনে বিমোহিত হইলে, মৎস্যরাজ স্বীয় সূদের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে কহিলেন। ভীমসেন রাজার আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন; কারণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে রাজাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে স্বীয় বাহুবল প্রকাশিত হইয়া যায়; যাহা হউক, অগত্যা তাঁহাকে যুদ্ধে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনি বিরাটের সৎকার করিয়া শার্দ্দূলের ন্যায় ধীরে ধীরে মহারঙ্গে প্রবেশপূর্ব্বক কোটি বন্ধন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। পরে তিনি, বৃত্রা-সুরসদৃশ বিখ্যাতবিক্রম মহামল্ল জীমূতকে তথায় আহ্বান করিলেন। মহাবল পরা-ক্রান্ত, মহোৎসাহ, রঙ্গভূমিগত সেই বীর-যুগল, ষষ্টিবর্ষদেশীয় মহাকায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তদনন্তর উভয়ে প্রহৃষ্ট ও পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। বজ্র ও পর্ব্বতপাতের ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। তাহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ-তৎপর ও বিজিগীষু হইয়া কখন সাংঘাতিক বাহুপ্রহার, কখন মুষ্ট্যাঘাত, কখন নিদা-রুণ পদাঘাত, কখন শলাকার ন্যায় সুতীক্ষ্ণ নখাঘাত, কখন চপেটাঘাত, কখন পাষাণ-সুদৃঢ় জঘন প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে সংঘট্টনপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

সেই বীরযুগল সংগ্রামে পরস্পরকে আকর্ষণ ও বিকর্ষণপূর্ব্বক জানুপ্রহার করিতে লাগিলেন এবং গভীর শব্দে পর-স্পরকে ভর্ৎসনা করিয়া সুদৃঢ় লৌহপরি-ঘের ন্যায় বাহু দ্বারা বেষ্টন করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন সিংহ যেমন হস্তীকে আক্রমন করে, তদ্রূপ সেই তর্জ্জন গর্জ্জনকারী মল্লকে আকর্ষণপূর্ব্বক ভুজবলে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘুরাইতে লাগি-লেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্ল ও মৎস্য-দেশনিবাসিগণ সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হই-লেন; তৎপরে মহাবাহু বৃকোদর তাহাকে এক শত বার ঘূর্ণিত ও বিচেতন করিয়া ভূতলে নিক্ষিপ্ত ও নিষ্পিষ্ট করিলেন।

এই রূপে লোকবিশ্রুত জীমূত বিনি-হত হইলে, বিরাটরাজ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তখন মৎস্যরাজ প্রসন্ন মনে রঙ্গস্থলে ভীম-সেনকে বিপুল বিত্ত প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাবীর বৃকোদর ক্রমে ক্রমে সমস্ত মল্ল ও বীর পুরুষদিগকে পরাভব করিয়া মৎস্যরাজের পরম প্রিয় পাত্র হইলেন। মৎস্যরাজ যখন দেখিলেন যে, তথায় ভীমের তুল্য বীর পুরুষ আর কেহই নাই, তখন তিনি তাঁহাকে সিংহ, ব্যাঘ্র ও দ্বিরদ গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত করিয়া দিলেন।

অনন্তর বৃকোদর রাজাজ্ঞায় অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক স্ত্রীগণসমক্ষে সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও সঙ্গীত এবং নৃত্য দ্বারা বিরাটরাজ ও তাঁহার অন্তঃপুর-চারিণী রমণীগণের চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও গমন বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া রাজার সন্তোষ সম্পাদনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব কর্ত্তৃক বৃষভগণ অতি বিনীত হইয়াছে দেখিয়া, রাজা আহ্লাদিত চিত্তে তাঁহাকে বহু বিত্ত প্রদান করিলেন। দ্রৌপদী মহারথ পাণ্ডবদিগকে নিতান্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া বিষণ্ণ মনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

হে মহারাজ! পুরুষর্ষভ পাণ্ডবেরা এই রূপে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাট ভূপতির কার্য্য সম্পাদন করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সময়পালনপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

কীচকবধ পর্ব্বাধ্যায়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারথ পাণ্ডবগণ প্রচ্ছন্ন হইয়া মৎস্য নগরে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রুপদনন্দিনী পরিচারভাজন হইয়াও বিরাটমহিষী ও অন্যান্য রমণীগণের পরিচর্য্যা ও সন্তোষ সাধন করিয়া, অতি দুঃখে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদিগের দশ মাস অতিক্রান্ত হইল।

একদা বিরাট ভূপতির সেনাপতি মহাবল কীচক দ্রুপদনন্দিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়া কন্দর্পশরের নিতান্ত বশবর্ত্তী হইল এবং কামাকুলিত চিত্তে সুদেষ্ণাসমীপে গমন করিয়া সহাস্য বদনে কহিল, আমি এই সুরূপা কামিনীকে বিরাটরাজের ভবনে কখন নয়নগোচর করি নাই। যেমন মদিরা গন্ধ দ্বারা উন্মাদিত করে, সেই রূপ এই ভাবিনীর মনোহর রূপ আমাকে নিতান্ত মোহিত করিয়াছে। হে শোভনে! এই দেবরূপিণী হৃদয়গ্রাহিণী কামিনী কে, কাহার কামিনী এবং কোথা হইতে আগমন করিয়াছে, বল; এই বালা আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়া আমাকে নিতান্ত বশংবদ করিয়াছে। আহা! এই অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী যুবতী তোমার পরিচারিকা হইয়া, কি অসদৃশ কর্ম্ম করিতেছে; অতএব এ আমার উপর আধিপত্য এবং হস্ত্যশ্বরথসুসমৃদ্ধ, প্রভূত পানভোজন-সম্পন্ন ও কাঞ্চনময় বিভূষণশালী মদীয় ভবনের শোভা সম্পাদন করুক।

কীচক সুদেষ্ণাকে এই প্রকার আমন্ত্রণ করিয়া জম্বুক যেমন সিংহকন্যার সমীপে গমন করে, তদ্রূপ দ্রুপদাত্মজার সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিল, হে কল্যাণি! তুমি কে,

কাহার প্রিয়তমা এবং কি নিমিত্তই বা বিরাট নগরে আগমন করিয়াছ, যথার্থ করিয়া বল। আহা তোমার কি রূপ-মাধুরী! কি অনুপম কান্তি! কি মনোহর সুকুমারতা! তোমার মুখমণ্ডল শশাঙ্কসদৃশ সুনির্ম্মল; লোচন পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও বাক্য কোকিলকূজিতের ন্যায় সুমধুর; ফলতঃ তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী কুত্রাপি নয়নগোচর করি নাই। হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! তুমি লক্ষ্মী কি ভূতি, হ্রী বা শ্রী, অথবা কীর্ত্তি কি কান্তি? সুন্দরি! এই জগতে এমন কে আছে যে, তোমার অনঙ্গবিলাসিনীর ন্যায় রূপ, চন্দ্রের ন্যায় মুখ ও চন্দ্রিকার ন্যায় ঈষৎ হাস্য নিরীক্ষণ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারে? তোমার হারভূষণোচিত কমল-কলিকাসদৃশ কামদেবের কশার ন্যায় পীন পয়োধরযুগল আমাকে নিরন্তর নির্যাতন করিতেছে। বলীবিভঙ্গচতুর, স্তনভারাবনত, করাগ্রসম্মিত মধ্যভাগ ও নদীপুলিন-সন্নিভ মনোহর জঘনস্থল নয়নগোচর করিয়া দুর্নিবার্য্য কামজ্বরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়াছি। অধিক কি বলিব, দুঃসহ দাবানল সদৃশ কামানল তোমার সমাগম সংকল্পে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে; অতএব হে বরারোহে! আত্ম-প্রদানরূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া এই দুর্ব্বিষহ মদনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। হে অসিতাপাঙ্গি! তীব্রতর মন্মথশর আমার চিত্ত উন্মথিত করিয়াছে এবং হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আমাকে উন্মাদিত করিতেছে; তুমি আত্ম প্রদান করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। হে বিলাসিনি! তুমি বিচিত্র মাল্যে ও বসন পরিধান এবং সমুদায় আভরণে বিভূষিত হইয়া আমার সহিত সমুদায় কাম্য বিষয় উপভোগ কর। তুমি সুখভাজন হইয়া কি নিমিত্ত ঈদৃশ অসুখে কাল যাপন করিতেছ। এক্ষণে সচ্ছন্দে আমার নিকটে থাকিয়া সুস্বাদু পান ভোজনপ্রভৃতি সৌভাগ্যসুখ সম্ভোগ কর। তোমার ঈদৃশ রূপ ও নবীন বয়স, অপরিহিত মালার ন্যায় মনোহর হইয়াও নিরর্থক হইতেছে। হে চারুহাসিনি! আমি তোমার নিমিত্ত সমুদায় পুরাতন প্রণয়িনীগণকে পরিত্যাগ করিব; তাহারা তোমার দাসী হইয়া থাকিবে এবং আমিও দাসের ন্যায় তোমার আজ্ঞাকারী হইব।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সূতপুত্র! আমি কেশসংস্কারিণী সৈরিন্ধ্রী, অতি হীন জাতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, আমাকে প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিও না; বিশেষতঃ পরপত্নী দয়ার পাত্র; অতএব ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। পরপত্নীতে অভিলাষ কদাপি কর্ত্তব্য নহে। অকার্য্য পরিত্যাগই সৎপুরুষগণের প্রধান ব্রত। পাপাত্মা ব্যক্তি অন্যায্য বিষয়ে অভিলাষ করিয়া ঘোরতর অযশঃ ও মহৎ ভয় প্রাপ্ত হয়।

কীচক পরদারাভিমর্ষণ সর্ব্বলোক-বিগর্হিত বহু দোষের আকর জানিয়াও কন্দর্পশরের নিতান্ত বশীভূত হইয়া পুনরায় দ্রৌপদীকে কহিল, চারুহাসিনি! আমি

তোমার একান্ত বশংবদ ও প্রিয়বাদী; আমাকে প্রত্যাখ্যান করা তোমার নিতান্ত অনুচিত; করিলে অবশ্যই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে। হে সুভ্রু! আমি এই সমুদায় রাজ্যের অধীশ্বর ও অপ্রতিম শৌর্য্যশালী; রূপ, যৌবন, সৌভাগ্য ও ভোগে আমার সমকক্ষ ব্যক্তি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। হে কল্যাণি! এরূপ সমৃদ্ধ ভোগসকল বিদ্যমান থাকিতে, তুমি কি জন্য দাস্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছ? হে নিতম্বিনি! তুমি এক্ষণে আমার মনোরথ পরিপূর্ণ কর; আমি সমুদায় রাজ্য তোমাকে প্রদান করিলাম; তুমি এই রাজ্যে আধিপত্য করিয়া নানাবিধ সুখ সম্ভোগ কর।

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী কীচকের এবম্প্রকার দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে সূতপুত্র! মোহাবিষ্ট হইও না; কেন বৃথা জীবন পরিত্যাগ করিবে। দুর্দ্দান্ত পঞ্চ গন্ধর্ব্ব সতত আমাকে রক্ষা করিয়া থাকেন; তাঁহারা আমার স্বামী; তুমি কখনই আমাকে লাভ করিতে পারিবে না। গন্ধর্ব্বগণ কুপিত হইলে অবশ্যই তোমাকে নিহত করিবেন। সাবধান! মৃত্যুমুখে প্রবিষ্ট হইও না। তুমি পুরুষগণের অগম্য পথে গমন করিতে ইচ্ছা করিতেছ। যেমন অজ্ঞান বালক এক কূল হইতে অপর কূলে উত্তীর্ণ হইতে ব্যগ্র হয়, তুমি সেই রূপ ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ। তুমি যদ্যপি পৃথিবীর অভ্যন্তরে বা ঊর্দ্ধপথে অথবা সমুদ্রপারে পলায়ন কর; তথাপি আমার স্বামিগণের সমীপে পরিত্রাণ পাইবে না, তাঁহারা গগনচারী দেবপুত্র; হে কীচক! তুমি কেন বৃথা নির্ব্বন্ধসহকারে আমাকে প্রার্থনা করিয়া শমনসদনে গমন করিতে বাসনা করিতেছ। যেমন মাতৃক্রোড়স্থিত বালক চন্দ্রকে গ্রহণ করিতে যায়, তদ্রূপ তুমি আমাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিতেছ। আমাকে প্রার্থনা করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ বা অন্তরীক্ষে গমন করিলেও তোমার রক্ষা নাই। অতএব সৎপথে নেত্র নিয়োগ করিয়া জীবন রক্ষা কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অনঙ্গশরজর্জ্জরিত দুরাত্মা কীচক রাজকুমারী যাজ্ঞসেনী কর্ত্তৃক এই রূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়া দেবী সুদেষ্ণাকে কহিল, হে কৈকেয়ি! গজগামিনী সৈরিন্ধ্রী যে উপায়ে আমাকে ভজনা করে, তুমি তাহার উপায় অবধারণ কর। যদি নিতান্তই আমার সৈরিন্ধ্রী লাভ না হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

তখন বিরাটমহিষী সুদেষ্ণা বারংবার কীচকের এই রূপ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত কৃপাপরবশ হইলেন এবং ক্ষণকাল দ্রৌপদীর অধ্যবসায় অনুধাবন করিয়া কহিলেন, হে সূতনন্দন! তুমি পর্ব্বোপলক্ষে সুরা ও অন্ন প্রস্তুত করিও; আমি সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত

সৈরিন্ধ্রীকে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। তুমি সেই সুযোগে প্রতিবন্ধকশূন্য নির্জন প্রদেশে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ সান্ত্বনা করিও; তাহা হইলে বোধ হয়, সে তোমার প্রতি অনুরক্ত হইতে পারে।

কীচক স্বীয় ভগিনী সুদেষ্ণার আশ্বাস বাক্যে কথঞ্চিৎ পরিসান্ত্বিত হইয়া তথা হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অনতি বিলম্বে সুপটু পাচক দ্বারা বিবিধ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত ও রাজসেবনোপযোগী পরিষ্কৃত সুরা আহরণ করাইয়া রাজমহিষীকে সংবাদ দিলেন। তখন সুদেষ্ণা দ্রৌপদীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আমি বলবতী পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি কীচকের আলয়ে গমন করিয়া সত্বরে পানীয় আনয়ন কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজমহিষি! আমি কীচকের গৃহে কদাচ গমন করিতে পারিব না; সে যেরূপ নির্লজ্জ আপনি তাহা বিলক্ষণ জানেন। আমি আপনার আলয়ে স্বেচ্ছাচারিণীর ন্যায় বাস করিতে পারিব না। পূর্ব্বে আমি যে নিয়মে আপনার আবাসে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন। হে সুকেশি! সেই কামোন্মত্ত কীচক আমাকে দেখিবামাত্রই অবমাননা করিবে; অতএব আমি কোন ক্রমেই তথায় গমন করিতে পারিব না। আপনার অন্যান্য অনেক পরিচারিকা আছে; আপনি তাহাদিগের এক জনকে প্রেরণ করুন।

সুদেষ্ণা কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তথায় গমন করিতেছ, কীচক কদাচ তোমার অবমাননা করিতে পারিবেন না। এই বলিয়া রাজমহিষী তাঁহার হস্তে আচ্ছাদনযুক্ত এক হিরণ্ময় পাত্র প্রদান করিলেন।

তখন দ্রৌপদী বাষ্পাকুল লোচনে ভীতমনে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া অগত্যা সুরা আহরণার্থ কীচকালয়ে গমন করিতে আরম্ভ করিলেন। মনে মনে কহিতে লাগিলেন, আমি ভর্ত্তৃগণ ভিন্ন স্বপ্নেও অন্য পুরুষের মুখাবলোকন করি নাই; সেই পুণ্যবলে কীচক যেন আমাকে বশীভূত করিতে না পারে। এই বলিয়া দ্রৌপদী মুহূর্ত্তকাল সূর্য্যদেবের আরাধনা করিলেন। সূর্য্যদেব দ্রৌপদীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া এক রাক্ষসকে প্রচ্ছন্ন ভাবে তাঁহাকে রক্ষা করিতে আদেশ দিলেন। রাক্ষস তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিরন্তর রক্ষা করিতে লাগিল।

অনন্তর পতিপরায়ণা দ্রুপদতনয়া চকিত মৃগীর ন্যায় বিত্রস্ত চিত্তে ক্রমে ক্রমে কীচকভবনের সমীপবর্ত্তী হইলেন। দুরাত্মা কীচক তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিয়া যেমন পারগামী নৌকা লাভ করিলে আনন্দিত হয়, তদ্রূপ সাতিশয় সন্তুষ্ট চিত্তে সত্বরে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল।

ষোড়শ অধ্যায়।

কীচক কহিল হে সুশ্রোণি! নির্ব্বিঘ্নে আসিয়াছ ত? আঃ! অদ্য আমার রজনী

সুপ্রভাত হইল; আইস এক্ষণে আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। আমার পরিচারকেরা তোমার নিমিত্ত নানা দেশ হইতে হেমহার, শঙ্খ, বলয়, কুণ্ডল, কৌশিক বস্ত্র, উৎকৃষ্ট অজিন ও বিবিধ রত্নজাত আহরণ করিবে। আমি তোমার নিমিত্ত এক পরম রমণীয় শয্যা প্রস্তুত করিয়াছি; চল এক্ষণে আমরা তথায় গিয়া মধু পান করি।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজমহিষী আমাকে সুরা আহরণ করিবার নিমিত্ত তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহিলেন, আমি বলবতী পিপাসায় একান্ত কাতর হইয়াছি; অতএব তুমি সত্বরে পানীয় আনয়ন কর। কীচক কহিলেন, তুমি রাজমহিষীর নিকট যাহা প্রতিশ্রুত হইয়া আসিয়াছ, তাহা অন্যে লইয়া যাইবে। এই বলিয়া দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর দক্ষিণ কর ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, অরে পাপাত্মন্! আমি গর্ব্বপূর্ব্বক মনেও কখন পতিদিগকে অনাদর করি নাই; অদ্য সেই পুণ্যবলে অবশ্যই তোকে পরাভূত দেখিব।

দুরাত্মা কীচক দ্রৌপদীর এই রূপ তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা তদীয় উত্তরীয় বস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন দ্রৌপদী নিতান্ত অসহমান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, কম্পিত কলেবরে ক্রোধভরে বলপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। কীচক তৎক্ষণাৎ ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইল।

দ্রৌপদী কীচককে এই রূপে নিক্ষেপ করিয়া যে স্থানে রাজা যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, দ্রুতপদ সঞ্চারে সেই সভামণ্ডপে সমুপস্থিত হইলেন। কীচকও দ্রুতপদ সঞ্চারে তথায় গমনপূর্ব্বক সহসা দ্রৌপদীর কেশপাশ আকর্ষণপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া ভূপালসমক্ষে তাঁহাকে পাদ প্রহার করিল। তখন সূর্য্যপ্রেরিত রক্ষক রাক্ষস ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বায়ুবেগে কীচককে আঘাত করিল। দুরাত্মা কীচক রাক্ষসের আঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিশ্চেষ্ট ও বিঘূর্ণিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল।

অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভীম প্রত্যক্ষে প্রিয়তমা দ্রৌপদীর কীচককৃত পরাভব দর্শনে নিতান্ত সন্তপ্ত হইলেন। মহামনাঃ ভীমসেন কীচকবধাভিলাষে রোষাবিষ্ট হইয়া দশনে দশন নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং উন্নত পক্ষ্ম সকল ক্রোধানলের ধূমশিখাস্বরূপ বোধ হইতে লাগিল। ললাটদেশ স্বেদ ও ভ্রূকুটি দ্বারা নিতান্ত কুটিল হইয়া উঠিল; তিনি করতল দ্বারা ললাট মর্দ্দন ও ক্রোধভরে বারংবার উত্থিত হইবার উপক্রম করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বৃকোদরকে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বনস্পতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া আত্মপ্রকাশভয়ে স্বীয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাঁহার অঙ্গুষ্ঠ মর্দ্দন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, হে সূদ! তুমি কি কাষ্ঠের নিমিত্ত বৃক্ষ অবলোকন

করিতেছ? যদি তোমার কাষ্ঠে প্রয়োজন হইয়া থাকে তবে বহির্দেশের বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ আহরণ কর।

অনন্তর দ্রৌপদী আকার ও ধর্ম্মানুগত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া অবিরল বিগলিত বাষ্পাকুল লোচনে দীনচেতাঃ ভর্ত্তৃগণকে অবলোকনপূর্ব্বক সভাদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া, অতি কঠোর দৃষ্টিপাতে সমুদায় দগ্ধ করিয়াই যেন বিরাটকে কহিলেন, হে মহারাজ! যাঁহাদিগের পাষ্ণিগ্রহও ভয়ে রাত্রিকালে সুখে নিদ্রিত হয় না; যে সমস্ত সত্যনিরত ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ব্যক্তিরা অর্থীদিগকে অর্থ দান করিয়া থাকেন, অন্যের নিকট কদাচ প্রার্থনা করেন না; যাঁহাদিগের দুন্দুভিধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ নিরন্তর কর্ণগোচর হইয়া থাকে, যাঁহারা অসাধারণ তেজস্বী, দান্ত, বলবান্ ও সম্ভ্রান্ত; যাঁহারা মনে করিলে সমুদায় লোক সংহার করিতে পারেন; দুরাত্মা কীচক তাঁহাদিগেরই মানিনী প্রণয়িনীকে পদাঘাত করিয়াছে। যাঁহারা শরণার্থীর একমাত্র শরণ; যাঁহারা প্রচ্ছন্ন ভাবে এই পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছেন; অদ্য তাঁহারা কোথায় রহিলেন। সেই সকল মহাবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রিয়তমাকে কীচক কর্ত্তৃক পরাভূতা দেখিয়া হীনবীর্য্যের ন্যায় কেনই উপেক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে তাঁহাদিগের অমর্ষ ও বল বীর্য্য কোথায় রহিল; হায়! দুরাত্মা কীচক আমাকে পরাভব করিতেছে; এক্ষণে তাঁহারাও কিছুই প্রতীকার করিলেন না।

অদ্য জানিলাম বিরাটরাজ নিতান্ত অধার্ম্মিক; যেহেতু তিনি এই নিরপরাধা অবলার নিগ্রহ দেখিয়াও অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। হায়! যখন রাজা কিছুই বিবেচনা করিলেন না, আমি ইহার কি করিব। ইনি রাজা কিন্তু দুরাত্মা কীচকের প্রতি রাজার ন্যায় কিছুই আচরণ করিতেছেন না। হে মহারাজ! আপনার দস্যুজনসদৃশ এই ধর্ম্ম সভামধ্যে কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। এই দুরাত্মা আপনার সমক্ষে আমাকে পরাভব করিল; ইহা নিতান্ত বিসদৃশ হইয়াছে। হে সভ্যগণ! আপনারা কীচকের এই ব্যতিক্রমের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কীচক অধার্ম্মিক এবং বিরাটও ধর্ম্মজ্ঞ নহেন; আর যাঁহারা ইঁহার উপাসনা করিতেছেন, সেই সমস্ত সভ্যেরাও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন না।

দ্রৌপদী অশ্রুমুখী হইয়া এবম্প্রকারে রাজাকে তিরস্কার করিলে, তিনি কহিলেন, আমি তোমাদিগের বিগ্রহের বিষয় আদ্যোপান্ত অবগত নহি; অতএব যথার্থ তত্ত্ব না জানিয়া কিরূপে বিচার করিব?

অনন্তর সভ্যেরা সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া কীচকের নিন্দা ও পুনঃ পুনঃ দ্রৌপদীর সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, এই বরবর্ণিনী যাঁহার ভার্য্যা তিনি পরম ভাগ্যবান্, কদাচ তাঁহার অন্তঃকরণে শোক সন্তাপ প্রবেশ করিতে পারে না। ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী মনুষ্য লোকে দুর্লভ; বোধ হয়, ইনি কোন দেবী হইবেন, সভা-

সদ্গণ দ্রৌপদীকে অবলোকন করিয়া এই-রূপে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বীয় প্রেয়সীর দুর্দ্দশা দর্শনে নিতান্ত ক্রোধসন্তপ্ত হইলেন; রোষভরে তাঁহার ললাট হইতে স্বেদবিন্দু সমুদায় বহির্গত হইতে লাগিল। তখন তিনি ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক দ্রৌপদীকে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! আর এস্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই, তুমি সত্বরে সুদেষ্ণার আলয়ে গমন কর; বীরপত্নীগণ স্বামীর নিমিত্ত অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে পতিলোক প্রাপ্ত হয়েন; বোধ হয়, অদ্যাপি তোমার পতিগণের ক্রোধের সময় উপস্থিত হয় নাই; তাহা হইলে অবশ্যই সেই সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী গন্ধর্ব্বেরা তোমার নিকট আগমন করিতেন। হে সৈরিন্ধ্রি! তুমি নিতান্ত কালানভিজ্ঞ, কেন বৃথা রাজসভায় শৈলূষীর ন্যায় ক্রন্দন করিয়া ক্রীড়মান মৎস্যগণের বিঘ্নোৎপাদন করিতেছ; এক্ষণে গমন কর; গন্ধর্ব্বেরা উপযুক্ত সময়ে তোমার প্রিয় কার্য্য করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই তোমার অপ্রিয়কারীর প্রাণ সংহারপূর্ব্বক তোমার দুঃখাপনোদন করিবেন।

তখন দ্রৌপদী কহিলেন, যাঁহারা জ্যেষ্ঠের দ্যূতক্রীড়ানিবন্ধন সাতিশয় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি তাঁহাদের নিমিত্ত সতত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, তাঁহারা অবশ্যই সেই অহিতকারী দুরাত্মাদিগের সংহার করিবেন।

কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া কেশপাশ বিমোচনপূর্ব্বক রোষকষায়িত লোচনে সুদেষ্ণার নিকট গমন করিলেন। পরিশেষে রোদনে নিরস্ত হইয়া নেত্রজল মার্জ্জিত করিলে, তাঁহার মুখমণ্ডল জলধরবিনির্মুক্ত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তখন সুদেষ্ণা কহিলেন, হে শোভনে! কে তোমাকে প্রহার করিয়াছে? তুমি কেন রোদন করিতেছ? অদ্য কাহার সুখ তিরোহিত হইল? কে তোমার বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছে? দ্রৌপদী কহিলেন, আমি আপনার নিমিত্ত সুরা আনয়ন করিতে গমন করিয়াছিলাম; পাপাত্মা কীচক নির্জ্জন কাননের ন্যায় সভামধ্যে ভূপালসমক্ষে আমাকে প্রহার করিয়াছে। সুদেষ্ণা কহিলেন, দুরাত্মা কীচক কামোন্মত্ত হইয়া তোমার অবমাননা করিয়াছে; অতএব তোমার যদি ইচ্ছা হয় তবে বল, আমি নিশ্চয়ই তাহাকে বিনাশ করিব। দ্রৌপদী কহিলেন, সেই দুরাত্মা যাঁহাদিগের অপকার করিয়াছে, সেই মহাত্মারাই তাহাকে সংহার করিবেন; বোধ হয়, অদ্যই তাহাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রুপদনন্দিনী মনে মনে কীচকের মৃত্যু কামনা করিয়া স্বীয় আবাসে গমনপূর্ব্বক গাত্র ও বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষালন করিলেন এবং আপনার শোকাবহ ঘটনা স্মরণ করিয়া, "কি করি, কোথায় যাই" এই বলিয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। পরিশেষে মনে করিলেন, ভীমসেনের শরণাপন্ন হই; তিনি ব্যতীত অন্য কে আমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে?

পতিপরায়ণা দ্রৌপদী এই রূপ সঙ্কল্প করিয়া রজনীযোগে শয্যাতল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষণ্ণ চিত্তে ভীমসেনের ভবনসমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে বৃকোদর! আমার শত্রু সেই পাপাত্মা তাদৃশ কর্ম্ম করিয়াও এখন জীবিত রহিয়াছে; তুমি কি করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছ? দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া ভীমসেনের গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, মহাবীর বৃকোদর মৃগরাজের ন্যায় শয়ান রহিয়াছেন। তখন সেই গৃহ দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপে ও ভীমসেনের অসাধারণ তেজে প্রজ্বলিত প্রায় হইতে লাগিল।

যেমন লতা প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষকে, মৃগরাজবধূ প্রসুপ্ত মৃগরাজকে ও হস্তিনী মহাগজকে আলিঙ্গন করে, সেই রূপ দ্রুপদনন্দিনী ভীমসেনকে বাহুপাশে বন্ধন করিয়া জাগরিত করিলেন এবং বীণাবিনির্গত গান্ধারস্বরের ন্যায় মধুর বাক্যে তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! গাত্রোত্থান কর; কি আশ্চর্য্য! এখনও নিদ্রা যাইতেছ! বোধ হয়, তুমি জীবন পরিত্যাগপূর্ব্বক শয়ন করিয়াছ; নতুবা পাপাত্মা কীচক কি জীবিত ব্যক্তির ভার্য্যাকে অবমানিত করিয়া এখনও জীবিত থাকিতে পারে!

ভীমসেন দ্রৌপদীর বাক্যে জাগরিত হইয়া পর্য্যঙ্কে উপবেশনপূর্ব্বক মেঘগম্ভীর স্বরে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, দ্রৌপদি! তুমি কি নিমিত্ত এত ত্বরান্বিত হইয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ? তোমার স্বাভাবিক বর্ণ নাই; তোমাকে কৃশা ও পাণ্ডু বর্ণ দেখিতেছি কেন? অতএব সমুদায় বিশেষ করিয়া বল। সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, সমুদায় শ্রবণ করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিব। আমি সমুদায় কার্য্যেই তোমার বিশ্বাসভাজন; আপৎ কালে পুনঃ পুনঃ তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি। অতএব শীঘ্র বিবক্ষিত বিষয় প্রকাশ করিয়া, অন্য লোক জাগরিত হইবার পূর্ব্বেই শয়নের নিমিত্ত গমন কর।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! রাজা যুধিষ্ঠির যাহার ভর্ত্তা, তাহার সুখ সচ্ছন্দতা কোথায়। তুমি আমার সমুদায় দুঃখ সবিশেষ জ্ঞাত হইয়াও এক্ষণে কেন এই রূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ? তৎকালে প্রাতিকামী আমাকে দাসী বলিয়া যে সভামধ্যে আনয়ন করিয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নিরন্তর আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দেখ, দ্রৌপদী ব্যতিরেকে অন্য কোন্ রাজদুহিতা ঈদৃশ দুঃখ সহ্য করিয়া জীবিত থাকে। বনবাসকালে দুরাত্মা জয়দ্রথ বলপূর্ব্বক আমার অবমাননা করিয়াছিল; আমি ব্যতিরেকে তাহাই বা আর কে সহ্য করিতে পারে। সম্প্রতি কীচক

ধূর্ত্ত মৎস্যরাজসমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিয়াছে। হে ভীম! আমি বারংবার এই রূপ ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি তুমি আমার দুঃখে কিছুই মনোযোগ করিতেছ না; অতএব আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন কি?

দুর্ম্মতি কীচক বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি; সে আমাকে সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া "আমার প্রেয়সী হও" প্রতিদিনই আমাকে "আমার প্রেয়সী হও, আমার প্রেয়সী হও" এই কথা কহিয়া থাকে। সেই দুরাত্মার অবমাননায় আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। এক্ষণে যাঁহার কর্ম্মফলে আমি এই অনন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি; তুমি তোমার সেই দ্যূতাসক্ত ভ্রাতাকে তিরস্কার কর। ঐ দ্যূতাসক্ত ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য সর্ব্বস্ব ও আপনাকে দুরোদরমুখে বিসর্জন করিয়াও পুনরায় প্রব্রজ্যা অবলম্বনার্থে দ্যূতক্রীড়া করিয়া থাকে। যদি ধর্ম্মরাজ নিষ্কসহস্র ও মহামূল্য রত্নজাত দ্বারা অনেক বৎসর সায়ং ও প্রাতঃকালে ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলেও রজত, সুবর্ণ, বস্ত্র, যান, অশ্ব ও অশ্বতর সকল কদাচ ক্ষয় হইত না। কিন্তু তিনি দ্যূত বিবাদের নিমিত্ত শ্রীভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে কেবল অতীত কর্ম্মের অনুশোচনা করিয়া নিতান্ত মূঢ়ের ন্যায় তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে দশ সহস্র হস্তী ও অশ্ব সমুদায় যাঁহার অনুগমন করিত, এক্ষণে তিনি দ্যূতক্রীড়া অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন। ইন্দ্রপ্রস্থে শত সহস্র ভূপালগণ যে যুধিষ্ঠিরকে উপাসনা করিতেন; যাঁহার মহানসে শত সহস্র দাসী পাত্র হস্তে লইয়া দিবারাত্র অতিথি ভোজন করাইত; যিনি সহস্র সহস্র নিষ্ক দান করিতেন; তিনিই এখন দ্যূতক্রীড়া অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিতেছেন। পূর্ব্বে মধুর স্বরসংযুক্ত মণিময় কুণ্ডলধারী সূত ও বৈতালিকগণ যাঁহাকে সায়ং ও প্রাতঃকালে উপাসনা করিত; তপস্যা ও শ্রুতসম্পন্ন সহস্র সংখ্যক ঋষি যাঁহার সভাসদ্ ছিলেন; যিনি অষ্টাশীতি সহস্র গৃহমেধী স্নাতক ও তাঁহাদের দাসীগণ এবং দশ সহস্র অপ্রতিগ্রাহী ঊর্দ্ধরেতাঃ যতিগণকে ভরণ পোষণ করিতেন; যাঁহাতে অনৃশংসতা, অনুক্রোশ ও সংবিভাগ এই সকল সদ্গুণ বিদ্যমান আছে; তিনিই এক্ষণে এই রূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া কালযাপন করিতেছেন।

যিনি রাষ্ট্রমধ্যে অন্ধ, বৃদ্ধ, অনাথ, বালক প্রভৃতি দুরবস্থাগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রতিপালন করিতেন; যিনি কোন বস্তু বিভাগ করিতে হইলে পক্ষপাতনিরপেক্ষ হইতেন; এক্ষণে তাঁহাকে সভামধ্যে সকলে বিরাটপরিচারক, দ্যূতক্রীড়ক কঙ্ক বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে। তাঁহার এই অবস্থা নরক-প্রাপ্তির তুল্যই বোধ হইতেছে। ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে ভূপালগণ যাঁহার নিকট উপহার লইয়া সমুচিত অবসরে সমুপস্থিত হইতেন; তিনিই এক্ষণে জীবিকানির্ব্বাহার্থে অন্যের নিকট বেতন গ্রহণ করিতেছেন। বহু-

সংখ্যক ভূপতিগণ সতত যাঁহার বশবর্ত্তী ছিলেন ; তিনি এক্ষণে স্বয়ং পরবশ হইয়াছেন। যিনি তেজঃপ্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত মেদিনীমণ্ডল পরিতাপিত করিতেন ; তিনি এখন বিরাটরাজের সভাসদ্ হইয়াছেন। অনেক সংখ্যক ভূপতি ও ঋষিগণ-সমভিব্যাহারে সভামধ্যে যাঁহার উপাসনা করিতেন, তিনিই এক্ষণে অন্যের সভায় অপ্যমান হইয়া তাহার প্রিয়বাদী হইয়াছেন। উঁহাকে দর্শন করিয়া আমার ক্রোধানল পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজকে জীবিকা নির্ব্বাহার্থে পরাধীন দেখিয়া কাহার না দুঃখের উদ্রেক হয় ? হে ভীম ! আমি অনাথার ন্যায় এবম্বিধ বহুবিধ দুঃখভারে নিতান্ত কাতর হইতেছি ; তুমি কেন আমার দুঃখ মোচনে যত্ন করিতেছ না ?

একোনবিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ ! আমি অসূয়া প্রকাশ করিতেছি না ; যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছি বলিয়াই কহিতেছি। তুমি অতি হেয় সূপকারকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া বল্লব বলিয়াই আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতেছ ; ইহা দেখিয়া কাহার শোকসাগর উচ্ছলিত না হয়। লোকে তোমাকে বিরাটের সূপকার বল্লব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে ; তুমি দাসবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ ; ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি আছে ! অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে, যখন তুমি বিরাটের উপাসনা করিতে যাও, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায় ! যখন সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে কুঞ্জরগণের সহিত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করেন, তখন অন্তঃপুরস্থ সমুদায় নারীগণ হাস্য করিতে থাকে ; তদ্দর্শনে আমার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়া উঠে। যখন তুমি অন্তঃপুরে সুদেষ্ণার সমক্ষে শার্দ্দূল, মহিষ ও সিংহগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছিলে, আমি তখন শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া মোহাবিষ্ট হইয়াছিলাম। সুদেষ্ণা আমাকে মোহাভিভূতা নিরীক্ষণ করিয়া উত্থাপনপূর্ব্বক সমাগত রমণীগণের সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, "সূপকার প্রবল পরাক্রান্ত জন্তুগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছে দেখিয়া চারুহাসিনী সৈরিন্ধ্রী সহবাসসুলভ স্নেহে শোকাভিভূত হইয়াছে। সৈরিন্ধ্রী অতিশয় রূপবতী, বল্লব পরম সুন্দর এবং স্ত্রীলোকের চিত্তবৃত্তিও দুর্জ্ঞেয় ; ইহারা উভয়েই এক সময়ে রাজকুলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে ; বিশেষতঃ সৈরন্ধ্রী সর্ব্বদাই প্রিয়-সহবাসের নিমিত্ত পরিতাপ করিয়া থাকে"। হে মহাবাহো ! রাজমহিষী এই প্রকার স্বাভিপ্রায় বাক্যে সর্ব্বদাই আমাকে তর্জ্জন করিয়া থাকেন ; আমি তাহাতে রোষ প্রদর্শন করিলে, তিনি সমধিক সন্দিহান হয়েন। আমি তন্নিবন্ধন নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। তুমি তাদৃশ পরাক্রমশালী হইয়াও যখন ঈদৃশ নিরয়ভাগী হইয়াছ এবং ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, আমি ইহা সন্দর্শন করিয়া আর জীবন ধারণ করিতে পারি না।

যে যুবা এক রথে সমস্ত দেব ও মনুষ্যগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন; এক্ষণে তিনি বিরাটরাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়াছেন। যিনি স্বীয় প্রভাবে খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কূপগত অগ্নির ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। অরাতিগণ যাঁহার ভয়ে সতত ভীত হইয়া থাকে, তিনি এক্ষণে অতি ঘৃণিত বেশে কাল ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। যাঁহার পরিঘসদৃশ বাহুদ্বয় মৌর্ব্বী আস্ফালনে সাতিশয় কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদ্বয় শংখাবৃত করিয়া রাখিলেন; ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে! শত্রুগণ যাঁহার জ্যানির্ঘোষ শ্রবণমাত্রেই কম্পিত হইয়া উঠে, এক্ষণে স্ত্রীগণ হৃষ্ট চিত্তে তাঁহার গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে। যাঁহার মস্তক সূর্য্যসদৃশ কিরীটে সুশোভিত হইত, আজি তাহা বেণী দ্বারা বিকৃত হইয়া রহিল। হে নাথ! ধনঞ্জয়কে বেণীবিকৃত ও কন্যাগণে পরিবৃত দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! যে মহাত্মা সমস্ত দিব্যাস্ত্রের ও সমুদায় বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুণ্ডল ধারণ করিতেছেন। মহাবল পরাক্রান্ত সহস্র সহস্র রাজা সমরে যাঁহার সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, এক্ষণে তিনি ছদ্মবেশে বিরাট-রাজের কন্যাগণের নর্ত্তক হইয়া তাহাদিগের পরিচর্য্যা করিতেছেন। যাঁহার রথনির্ঘোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত হইত; যিনি জন্ম পরিগ্রহ করিলে কুন্তীর সমুদায় শোক সন্তাপ অপনোদিত হইয়াছিল; এক্ষণে তাঁহাকে কুণ্ডল ও শঙ্খাদি অলঙ্কার ধারণ করিতে দেখিয়া একান্ত শোকাকুল হইয়াছি। ধরাতলে যাঁহার সমকক্ষ ধনুর্দ্ধর নাই, আজি তাঁহাকে কন্যাগণের নিকট গান করিয়া কাল যাপন করিতে হইল! যিনি ধর্ম্ম, শৌর্য্য ও সত্যে সমস্ত জীবলোকের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, আজি তাঁহাকে স্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া নিতান্ত কাতর হইয়াছি! যখন আমি সেই দেবরূপী ধনঞ্জয়কে করেণু পরিবৃত মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় কন্যাগণপরিবৃত ও তূর্য্যমধ্যস্থ হইয়া বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন আমার দশ দিক্ শূন্য হইয়া যায়। হায়! মহাবীর ধনঞ্জয় ও দ্যূতাসক্ত অজাতশত্রু যে ঈদৃশ বিপত্তিসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন; আর্য্যা কুন্তী ইহার কিছু জানিতেছেন না।

হে বৃকোদর! আমি সবীরান্ সহদেবকে গোমধ্যে গোপালবেশে বিচরণ করিতে দেখিয়াই পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছি। আমি শান্তি লাভ করিব কি, পুনঃ পুনঃ সহদেবের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া একবারে আমার নিদ্রাচ্ছেদ হইয়াছে। আমি সত্যবিক্রম সহদেবের এমন কোন পাপই দেখিতে পাই না, যাহাতে তাঁহাকে ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হয়। আমি তোমার প্রিয়তম ভ্রাতাকে গোপালনে নিযুক্ত দেখিয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছি। বিরাট কুপিত হইলে যখন তিনি

লোহিত পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক গোপালগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া বিরাট নৃপতিকে প্রসন্ন করেন, তখন আমার কলেবর জর্জ্জরিত হয়। আর্য্যা কুন্তী আমার নিকট মহাবীর সহদেবের প্রশংসা করিতেন। যখন আমরা রাজ্য হইতে বিবাসিত হই; তৎকালে তিনি আমাকে কহিয়াছিলেন, 'বৎসে পাঞ্চালি! সুকুমার সহদেব সাতিশয় সুশীল, লজ্জাশীল ও যুধিষ্ঠিরের একান্ত অনুগত। তুমি অতি সাবধানে অরণ্যমধ্যে ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বয়ং পান ভোজন প্রদান করিবে'। পুত্রবৎসলা আর্য্যা এই বলিয়া রোদন করিতে করিতে সহদেবকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন। হায়! এক্ষণে সেই সহদেবকে গোচরণ ও বৎসচর্ম্মে শয়ান হইয়া রাত্রি যাপন করিতে দেখিয়া, আমি কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারি?

কালের বৈপরীত্য দেখ, যিনি রূপ, অস্ত্র ও মেধাসম্পন্ন, সেই নকুল এক্ষণে অশ্ববন্ধ হইয়াছেন! তিনি যখন বিরাটরাজের সমক্ষে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দেন, তখন দর্শকগণ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শ্রীমান্ সহদেব এই প্রকারে বিরাটরাজকে অশ্ব প্রদর্শন করিয়া উপাসনা করেন।

হে বৃকোদর! যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত আমার এই প্রকার কত শত দুঃখ বিদ্যমান থাকিতেও তুমি কি প্রকারে আমাকে সুখিনী বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ইহা ভিন্ন আর যে সকল দুঃখ বলিতে অবশিষ্ট আছে, তাহাও বলিব, শ্রবণ কর। তোমরা জীবিত থাকিতে দুঃখরাশি আমার শরীর শোষণ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

বিংশতিতম অধ্যায়।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি দ্যূতপ্রিয় রাজা যুধিষ্ঠিরের নিমিত্তই রাজসংসারে সৈরিন্ধ্রীবেশে অবস্থান করিয়া সুদেষ্ণার বশবর্ত্তী হইয়াছি; দেখ আমার কিরূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এক্ষণে মনুষ্যের কোন দুঃখই প্রায় চিরস্থায়ী হয় না; অর্থসিদ্ধি ও জয় পরাজয় নিতান্ত অনিত্য; বিপদ্ ও সম্পদ সতত চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে; যদ্দ্বারা জয় হয় তাহাই পরাজয়ের কারণ হইয়া উঠে; আমি এই বিবেচনা করিয়া ভর্ত্তৃগণের উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি।

হে ভীম! আমি যে জীবন্মৃত হইয়া রহিয়াছি তাহা কি তুমি জানিতেছ না? লোকমুখে শুনিয়াছি, মনুষ্য অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ প্রার্থনা করে এবং বিনাশ করিয়া বিনষ্ট ও পাতিত করিয়া পতিত হইয়া থাকে; এই সকলই দৈবমূলক। দৈবের অসাধ্য কিছুই নাই; দৈবকে অতিক্রম করা নিতান্ত দুষ্কর। আমি এই বুঝিয়া দৈবই প্রতীক্ষা করিতেছি। সলিল পূর্ব্বে যে স্থানে থাকে, পুনরায় তথায়ই প্রতিনিবৃত্ত হয়; এই বিবেচনা করিয়া আমি উদয়েরই প্রতীক্ষা করি-

তেছি। দৈব যাহার অর্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত করে, সে নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন হয়; অত-এব দৈবেরই আগমে যত্ন করা কর্ত্তব্য। হে বৃকোদর! আমি এক্ষণে যে কারণে এই কথার উল্লেখ করিলাম, তাহা শ্রবণ কর।

দেখ, আমি দ্রুপদরাজের দুহিতা এবং পাণ্ডবগণের প্রিয় মহিষী হইয়াও এই রূপ দুরবস্থাপন্ন হইলাম! হায় আমা ব্যতি-রেকে কোন্ নারী এই রূপ অবস্থায় জীবিত থাকিতে বাসনা করে! আমার এই ক্লেশ কৌরব, পাণ্ডব ও পাঞ্চালদিগকে অবশ্যই অবমানিত করিবে। কোন্ নারী পুত্র, শ্বশুর ও ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া নিরন্তর এই রূপ ক্লেশে কাল যাপন করিয়া থাকে? যে বিধাতার প্রভাবে আমাকে এই রূপ অত্যাচার সহ্য করিতে হইতেছে; বোধ হয়, আমি বাল্যকালে তাঁহারই কোন অপকার করিয়া থাকিব। দেখ, এক্ষণে আমি কিরূপ বিবর্ণ হই-য়াছি। তাদৃশ বিষম দুঃখের সময়েও এরূপ হই নাই। পূর্ব্বে আমার যে প্রকার সুখ সচ্ছন্দ ছিল, তাহা তোমার অগোচর নাই; এক্ষণে সেই আমি দাসী-ভাব প্রাপ্ত হইয়াছি, কিরূপে শান্তি লাভ করিব? যখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তখন আমি এই বিষয় দৈবায়ত্ত বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করি। প্রাণিগণের গতি বোধগম্য হওয়া নিতান্ত দুষ্কর। দেখ, তোমাদিগের যে এই রূপ দুরবস্থা হইবে, পূর্ব্বে কেহই ইহা বুঝিতে পারে নাই।

হে মহাবীর! তোমরা ইন্দ্রতুল্য বলিয়া আমি তোমাদিগের নিকট সম্পূর্ণ সুখ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট লোকদিগেরই সুখ-সচ্ছন্দতার বৃদ্ধি দেখিতেছি। দেখ ভীম! তোমরা এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছ বলিয়া আমার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। কালের কি বিপরীত গতি! পূর্ব্বে এই সসাগরা ধরা আমারই অধিকৃত ছিল; এক্ষণে আমাকে শঙ্কিত মনে সুদেষ্ণার বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছে। পূর্ব্বে অনু-চরেরা আমার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিত, কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেছি। আর এই একটি দুঃখ আমার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি আর্য্যা কুন্তী ব্যতিরেকে কদাচ কাহারও গাত্র বিলেপন ও পেষণ করি নাই; কিন্তু এক্ষণে আমাকে সুদেষ্ণার চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে। দেখ, আমার পাণিতল আর পূর্ব্ববৎ কোমল নাই; এক্ষণে কিণাঙ্কিত হইয়াছে। আমি আর্য্যা কুন্তী ও তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই, কিন্তু এক্ষণে রাজভবনে কিঙ্করীরূপে অবস্থান করিয়া বিরাটের নিকট ভীত হইতেছি। অনুলেপন সুমৃষ্ট হইয়াছে কি না দেখিয়াই বা রাজা কি বলিবেন, সর্ব্বদা এই শঙ্কা করিয়া থাকি; কারণ আমি ভিন্ন অন্য কেহ চন্দন পেষণ করিলে কদাচ রাজার মনোনীত হয় না।

দ্রৌপদী এই রূপে আপনার দুঃখ-বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া ভীমের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ-পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় করিয়া কহিলেন, বোধ হইতেছে, পূর্ব্বে আমি দেবগণের নিকট বিলক্ষণ অপরাধ করিয়া থাকিব, নতুবা কেন কর্ম্মকরী হইয়া এত ক্লেশে জীবন ধারণ করিতে হইবে। তখন বৃকোদর দ্রৌপদীর কিণাঙ্কিত পাণিতল নিরীক্ষণ ও মুখমণ্ডলে প্রদানপূর্ব্বক অনিবার্য্য বেগে বাষ্পবারি বিসর্জন করিয়া কহিতে লাগিলেন।

একবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে! যখন তোমার লোহিততল পাণিপল্লব ঈদৃশ কিণাঙ্কিত হইয়াছে; তখন আমার বাহু-বলে ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবে ধিক্। কি বলিব, রাজা যুধিষ্ঠির সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন, নতুবা বিরাটের সভামধ্যেই ঘোরতর সংগ্রাম অথবা আমি মহাগজের ন্যায় অবলালাক্রমে পদাঘাতে ঐশ্চর্য্য-মত্ত কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম। যাজ্ঞসেনি! যখন দুরাত্মা কীচক তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিল; তখনই আমি সমুদায় মৎস্যদেশ বিমর্দ্দিত করিতে উৎসুক হইয়াছিলাম; কিন্তু তৎকালে রাজা যুধিষ্ঠির কটাক্ষ ভঙ্গিতে নিবারিত করিলেন বলিয়াই আমি ক্ষান্ত হইয়া আছি। আমরা যে রাজ্য হইতে বিবাসিত হইয়াছি এবং অদ্যাপি কর্ণ, শকুনি, দুর্য্যোধন ও দুঃশাসন প্রভৃতি দুরাত্মা কুরুগণের মস্তক ছেদন করি নাই; এই দুইটি হৃদিন্যস্ত শল্যের ন্যায় আমার কলেবর নিপীড়ন করিতেছে। অয়ি নিতম্বিনি! ক্রোধ পরিত্যাগ কর; ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিও না। রাজা যুধিষ্ঠির তোমার এই প্রকার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলে ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবও গতজীবিত হইবে। ইহারা লোকান্তর প্রস্থান করিলে, আমি কদাচ জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না।

পূর্ব্বকালে ভৃগুবংশীয় চ্যবন, বনে বল্মীকভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; তথাপি তাঁহার পত্নী সুকন্যা তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। ভুবনবিখ্যাত রূপবতী চন্দ্রসেনা সহস্র বর্ষবয়স্ক বৃদ্ধতম স্বামীর অনুচারিণী হন। জনকদুহিতা সীতা অরণ্যচারী রামের সমভিব্যাহারিণী হইয়া রাক্ষস-হস্তে কত নিগ্রহ ভোগ করিয়াছেন; তথাপি পতির অনুগমনে নিরস্ত হন নাই। রূপযৌবনসম্পন্না লোপামুদ্রা অলৌকিক ভোগ সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক অগস্ত্যের সহচরী হইয়াছিলেন। মনস্বিনী সাবিত্রী যমলোক পর্য্যন্ত সত্যবানের অনুগমন করিয়াছিলেন। হে কল্যাণি! তুমিও এই সকল পতিব্রতাগণের ন্যায় সর্ব্বগুণ-সম্পন্না; অতএব আর অত্যল্প কাল অপেক্ষা কর; অর্দ্ধ মাসমাত্র অবশিষ্ট আছে; ত্রয়োদশ বর্ষ পরিপূর্ণ হইলে, তুমি রাজমহিষী হইবে।

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ! আমি রাজাকে তিরস্কার করিতেছি না, দুর্ব্বিষহ দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়াছি বলিয়াই আমার নয়নযুগল হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতেছে। এক্ষণে আর অতীত বিষয়ের আলোচনা করিয়া কি হইবে? কর্ত্তব্য বিষয়ে চেষ্টাবান্ হও। রাজা বিরাট পাছে আমার নিমিত্ত চলচ্চিত্ত হন, পাছে আমার সৌন্দর্য্য দর্শনে সুদেষ্ণার সৌন্দর্য্য অনাদৃত হয়; এই আশঙ্কায় রাজমহিষী কিরূপে আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন, প্রতিনিয়তই সেই চিন্তা করেন। দুরাত্মা কীচক রাজমহিষীর এই প্রকার অভিপ্রায় জানিয়া সতত আমাকে প্রার্থনা করে, আমি তাহাতে প্রথমে ক্রোধান্বিত হই; পুনরায় ক্রোধাবেগ সংবরণ করিয়া এই কথা বলি, কামান্ধ কীচক! আত্মরক্ষা কর। আমি পাঁচ জন গন্ধর্ব্বের প্রিয়তমা মহিষী; তাঁহারা সকলেই শৌর্য্যশালী ও সাহসী; কুপিত হইলে অবশ্যই তোমার প্রাণ সংহার করিবেন। দুরাত্মা কীচক আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া এই উত্তর করে, 'সৈরিন্ধ্রি! আমি গন্ধর্ব্বগণকে ভয় করি না; শত লক্ষ গন্ধর্ব্ব সমাগত হইলেও তাহাদিগকে সমরশায়ী করিব'। আমি প্রত্যুত্তর করি, কীচক! তুমি যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের সমকক্ষ নও, আমি ধর্ম্মপরায়ণা কুলকামিনী, কাহারও প্রাণ সংহার করা আমার অভিপ্রেত নহে; এই নিমিত্তই অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছ। কীচক এই কথা শ্রবণ করিয়া উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করে।

একদা সুদেষ্ণা ভ্রাতার প্রীতি কামনায় তাহার আদেশানুসারে সুরানয়নের নিমিত্ত আমাকে কীচকের আলয়ে প্রেরণ করিয়াছিল। আমি তদনুসারে কীচকের ভবনে গমন করিলে, সেই দুরাত্মা প্রথমতঃ আমাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎপরে বলপ্রকাশ করিতে সমুৎসুক হইলে, আমি তাহার সংকল্প অবগত হইয়া দ্রুতপদ সঞ্চারে রাজার শরণাপন্ন হইলাম। কিন্তু দুরাত্মা সূতপুত্র রাজার সমক্ষেই আমাকে ভূমিসাৎ করিয়া পদাঘাত করিল। বিরাট, কঙ্ক, রথী, পীঠমর্দ্দ, গজারোহী ও নাগরিক প্রভৃতি ভূরি ভূরি লোক তাহা দর্শন করিতে লাগিল। আমি তৎকালে বিরাট ও কঙ্ককে পুনঃ পুনঃ তিরস্কার করিলাম; তথাপি বিরাটরাজ তাহাকে নিবারণ বা শাসন করিলেন না।

দুরাত্মা কীচক ধর্ম্মভ্রষ্ট, নৃশংস ও বীর্য্যাভিমানী। ঐ দুরাত্মা নিতান্ত ক্লিষ্ট রোরুদ্যমান জনগণের নিকট ধন গ্রহণ করিয়া থাকে। আমি ঐ কামান্ধ দুর্ব্বিনীত পাপাত্মাকে বারংবার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি; এক্ষণে যদি সাক্ষাৎ হইলেই আমাকে আঘাত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব যদি তোমরা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞার অনুরোধ রক্ষা কর, তাহা হইলে তোমাদিগের ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিবে না; তন্নিবন্ধন তোমাদের মহান্ অধর্ম্ম হইবে। বিশেষতঃ ভার্য্যাকে রক্ষা করিতে পারিলেই পুত্রকে রক্ষা করা হয়; এবং পুত্র রক্ষিত

হইলে আত্মাও রক্ষিত হয়, কারণ আত্মাই ভার্য্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে; এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভার্য্যাকে জায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আর ভার্য্যা ভর্ত্তা তাহার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া সতত সাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করে। বর্ণধর্ম্ম বর্ণনা কালে ব্রাহ্মণগণের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি যে, অরাতিগণের প্রাণ সংহার ভিন্ন ক্ষত্রিয়গণের অন্য ধর্ম্ম নাই।

দেখ, কীচক তোমার ও ধর্ম্মরাজের সমক্ষে আমাকে পদাঘাত করিল। পূর্ব্বে তুমিই আমাকে ভয়ঙ্কর জটাসুর হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলে এবং তুমিই ভ্রাতৃগণের সমভিব্যাহারে জয়দ্রথকে পরাজয় করিয়াছিলে, এক্ষণে আমার অবমন্তা পাপাত্মা কীচককেও সংহার কর। ঐ দুরাত্মা রাজার প্রশ্রয় পাইয়া আমাকে শোকাকুল করিতেছে। ঐ পাপাত্মা আমার অনর্থপাতের হেতু। যদি ঐ দুরাত্মা সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, তাহা হইলে বিষপান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হওয়া অপেক্ষা তোমার সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ। দ্রুপদনন্দিনী এই কথা কহিয়া ভীমসেনের বক্ষঃস্থলে শয়ন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মুখমণ্ডলের অশ্রু মার্জ্জন করিয়া আশ্বাস বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন; এবং কীচককে লক্ষ্য করিয়া কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক সৃক্কদ্বয় পরিলেহন করিয়া বলিতে লাগিলেন।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়।

ভীম কহিলেন, হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুষ্ঠানে সম্মত আছি। অদ্য নিশ্চয়ই আমি কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। তুমি সমুদায় শোক সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্য কীচকের সহিত সঙ্কেত করিবে। বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন; তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রি কালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। সেই স্থানে রমণীয় এক শয্যা প্রস্তুত আছে; দুরাত্মা কীচক যেন প্রদোষসময়ে ঐ নৃত্যশালায় উপস্থিত হয়; আমি তথায় উহাকে সংহার করিব, সন্দেহ নাই। ঐ দুরাত্মা যখন তোমার সহিত আলাপ করিবে, তৎকালে কেহ যেন তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে না পারে।

তাঁহারা পরস্পর এই রূপ কথোপকথনানন্তর একান্ত দুঃখিত মনে পরস্পর বাষ্প মোক্ষণপূর্ব্বক প্রভাত কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রুপদনন্দিনী স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন। রজনী প্রভাত হইবামাত্র দুরাত্মা কীচক শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক রাজভবনে গমন করিয়া দ্রৌপদীকে কহিল, হে সুশ্রোণি! আমি ভূপালের সমক্ষেই তোমাকে পদাঘাত করিয়াছিলাম;

তিনি তোমায় রক্ষা করিতে পারিলেন না। বিরাটরাজ মৎস্য দেশের নামমাত্র রাজা, কিন্তু বস্তুত আমিই এস্থানের নৃপতি ও সেনাপতি। হে ভীরু! তুমি আমার প্রণয়িনী হও, আমি যাবজ্জীবন তোমার দাস হইয়া থাকিব। আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমাকে এক শত নিষ্ক এবং তৎসংখ্যক দাস দাসী ও অশ্বতরীযুক্ত রথ প্রদান করিতেছি; আমাকে ভজনা কর।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিতে সম্মত আছি; কিন্তু তোমার ভ্রাতা বা অন্যান্য বন্ধুগণ কেহই যেন এই বিষয় জ্ঞাত হইতে না পারে; কারণ, পাছে সেই যশস্বী গন্ধর্ব্বগণের অযশঃ হয়, এই ভয়ে আমি সাতিশয় ভীত হইতেছি। অতএব যদি তুমি গোপনে আমার সহিত সঙ্গত হও, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি।

কীচক কহিলেন, সুন্দরি! আমি তোমার বাক্যানুরূপ কার্য্য করিতে সম্মত আছি। আমি তোমার সমাগম লাভের নিমিত্ত একাকীই ত্বদীয় নির্জ্জন আলয়ে গমন করিব। সেই সূর্য্যসঙ্কাশ গন্ধর্ব্বগণ তোমার এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারিবেন না। তখন দ্রৌপদী কহিলেন, বিরাটরাজ এক নৃত্যশালা প্রস্তুত করিয়াছেন; তথায় কন্যাগণ দিবাভাগে নৃত্য করিয়া রাত্রিকালে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া থাকে। অন্ধকার হইলে তুমি তথায় গমন করিবে; তাহা হইলে আর কোন দোষেরই অপেক্ষা নাই।

দ্রৌপদী কীচকের সহিত এই রূপ সঙ্কেত করিয়া সত্বরে তথা হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভীমের নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত নিবেদন করিতে গমন করিলেন। তৎকালে অর্দ্ধ দিবসও তাঁহার মাস তুল্য বোধ হইতে লাগিল। দুরাত্মা কীচকও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিল; কিন্তু সৈরিন্ধ্রী যে তাহার মৃত্যুস্বরূপ হইয়াছে তাহা কিছুতেই অবগত হইতে পারিল না। পরে অনঙ্গশরে একান্ত জর্জ্জরিত হইয়া অবিলম্বে গন্ধ, মাল্যপ্রভৃতি বিহারযোগ্য বেশ ভূষা দ্বারা আপনাকে অলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করিল। তৎকালে সেই আয়তলোচনা দ্রৌপদীকে নিরন্তর অনুধ্যান করিয়া, তাহার মনঃ এমন চঞ্চল হইয়া উঠিল যে, সেই বেশ বিন্যাস কালও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যেমন দশাদহনোন্মুখ দীপশিখা নির্ব্বাণকালে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ কীচকও অচিরাৎ কলেবর পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভ্রষ্ট হইবে বলিয়া, তৎকালে সাতিশয় শোভমান হইতে লাগিল। ঐ দুরাত্মা দ্রৌপদীর বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তদীয় চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন হইয়াছিল যে, কিরূপে দিবাবসান হইল, কিছুই জানিতে পারিল না।

এ দিকে দ্রৌপদী মহানসে ভীমসেনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিলেন, হে ভীম! আমি তোমার বচনানুসারে কীচককে নৃত্যশালায় আগমন করিতে সঙ্কেত করিয়াছি। সেই গৃহ লোকশূন্য;

সে শীঘ্রই তথায় গমন করিবে; অতএব তুমি নিশাকালে একাকী তাহাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হও। ঐ পাপাত্মা অহঙ্কারপরতন্ত্র হইয়া গন্ধর্ব্বগণের অবমাননা করিয়াছে; অতএব তুমি সত্বরে নৃত্যশালায় প্রবেশপূর্ব্বক তাহার প্রাণ সংহার করিয়া আমার অবিরল বিগলিত নয়নজল মার্জ্জন, কুলের মান রক্ষা ও আপনার শ্রেয়ঃ সাধন কর।

ভীমসেন কহিলেন, হে ভীরু! তুমি যখন আমাকে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিতেছ, তখন অবশ্যই স্বচ্ছন্দে আগমন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে হিড়িম্বকে বধ করিয়া যেরূপ প্রীতি লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার মুখে এই প্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া ততোধিক সন্তুষ্ট হইলাম। আমি সত্য, ভ্রাতৃগণ ও ধর্ম্মের শপথ করিয়া কহিতেছি, যেমন দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই রূপ আমি অন্যসাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কীচককে নিহত ও প্রোথিত করিব। যদি অত্রত্য লোকে কীচকবধে জাতক্রোধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হয়, তাহা হইলে আমি তাহাদিগের বধ সাধনেও পরাঙ্মুখ হইব না। তৎপরে দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিয়া এই সসাগরা বসুন্ধরা অধিকার করিব। আমি কদাচ ধর্ম্মরাজের অনুরোধ রক্ষা করিব না; তিনি এক্ষণে স্বেচ্ছানুসারে বিরাট-রাজের উপাসনা করুন।

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! তুমি প্রচ্ছন্ন ভাবে দুরাত্মা কীচককে বিনাশ করিবে; দেখিও যেন আমার নিমিত্ত তোমাকে সত্যভ্রষ্ট হইতে না হয়। ভীমসেন কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি যাহা কহিলে, আমি তদনুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে সম্মত আছি। আমি গাঢ় তিমিরে প্রচ্ছন্ন হইয়া অদ্যই কীচককে সবান্ধবে শমনসদনে প্রেরণ করিব। ঐ দুরাত্মা বারংবার তোমাকে প্রার্থনা ও তোমার অবমাননা করিয়াছে; অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। গজরাজ যেমন নিম্বফল গ্রহণ করে, তদ্রূপ আমি তাহার মস্তক আক্রমণপূর্ব্বক ভূগর্ভে প্রোথিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া নিশাকালে নৃত্যশালায় গমনপূর্ব্বক প্রচ্ছন্ন ভাবে উপবেশন করিয়া সিংহ যেমন মৃগের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তদ্রূপ কীচকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে দুর্ব্বুদ্ধি কীচক কামিজনোচিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, দ্রৌপদীলাভ প্রত্যাশায় সেই অন্ধতমসাচ্ছন্ন সঙ্কেত স্থানে প্রবেশ করিল। ভীমসেন ইতিপূর্ব্বে তথায় আগমনপূর্ব্বক একান্তে শয়ান ছিলেন। দ্রৌপদীপরাভব-নিবন্ধন তাঁহার কলেবর ক্রোধে কম্পিত হইতেছিল। দুরাত্মা কীচক একান্ত কামমোহিত হইয়া হৃষ্ট মনে দ্রৌপদী বোধে বৃকোদরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক হাস্য মুখে কহিতে লাগিল, প্রিয়ে! আমি তোমার নিমিত্ত অসংখ্য ধন প্রেরণ করিয়াছি এবং দাসীশতপরিবৃত রূপ-

লাবণ্যসম্পন্ন যুবতীগণে অলঙ্কৃত অন্তঃপুর পরিত্যাগপূর্ব্বক সত্বরে তোমার নিকট আগমন করিতেছি। আমার অন্তঃপুর-চারিণী রমণীগণ সতত এই বলিয়া আমার প্রশংসা করে যে, তোমার তুল্য প্রিয়দর্শন পুরুষ এই ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না; তখন ভীমসেন কহিলেন, হে কীচক! আমার পরম সৌভাগ্য যে, তুমি অসামান্য রূপসম্পন্ন হইয়া আত্মপ্রশংসা করিতেছ। ফলতঃ তোমা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের প্রীতি-কর পুরুষ আর দৃষ্টিগোচর হয় না। তুমিও ঈদৃশ স্পর্শসুখ কদাচ অনুভব কর নাই। আহা! তোমার কি চমৎকার স্পর্শজ্ঞান! কি রসিকতা! কি কামশাস্ত্রে বিচ-ক্ষণতা!

ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই কথা বলিয়া সহসা গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সহাস্য বদনে কহিলেন, রে দুরাত্মন্! সিংহ যেমন পর্ব্বতপ্রতিম মহাগজকে অনায়াসে আক্র-মণ করে, সেই রূপ আমি তোর ভগিনীর সমক্ষেই তোকে ভূতলে বিকর্ষণ করিব। তুই নিহত হইলে, সৈরিন্ধ্রী নিরাপদ ও তাঁহার পতিগণ পরম সুখী হইয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবেন। মহাবল পরা-ক্রান্ত বৃকোদর এই কথা বলিয়া কীচকের কেশ গ্রহণ করিলেন। কীচকও বাহু-বলে অতি বেগে স্বীয় কেশ বিমুক্ত করিয়া তাঁহার বাহুযুগল আক্রমণ করিল। এই রূপে উভয়ে ক্রোধপরবশ হইয়া ভয়ানক বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন বসন্ত কালে বলবিক্রান্ত দ্বিরদ যুগল করিণীর নিমিত্ত উন্মত্ত হইয়া যুদ্ধ করে, যেমন কপিকুলসিংহ বালী ও সুগ্রীব পত্নীর নিমিত্ত একান্ত ক্রোধাক্রান্ত হইয়া দুরন্ত সমরসাগরে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেই রূপ রোষবিমোহিত ভীম ও কীচক পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া প্রচণ্ড সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। উভয়ে পঞ্চশীর্ষ ভুজগসদৃশ ভীষণ ভুজদণ্ড সমুদ্যত করিয়া পরস্পর নখাঘাত ও দন্তাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত কীচক ভীমকে অত্যন্ত আঘাত করিল, কিন্তু স্থিরপ্রতিজ্ঞ বৃকোদর এক পদও বিচলিত হইলেন না। তাঁহারা পরস্পর আশ্লেষ ও আকর্ষণ প্রকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখ ও দন্ত প্রহার করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ব্যাঘ্রযুগ-লের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে অমর্ষপ্রদীপ্ত কীচক মদস্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ বেগে ধাবমান হইয়া বাহু দ্বারা ভীমসেনকে আক্রমণ করিল। মহাবল ভীমসেনও তাহাকে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কীচক পুনরায় বলপূর্ব্বক তাঁহাকে নিক্ষেপ করিল। তৎকালে সেই পুরুষদ্বয়ের ভুজনিষ্পেষে বেণুবিস্ফোটসদৃশ ঘোরতর শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাবীর বৃকোদর কীচককে গৃহমধ্যে আকর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বায়ু যেমন প্রকাণ্ড মহীরুহকে আন্দোলিত করে, তদ্রূপ তাহাকে সঞ্চালিত করিতে লাগি-লেন। কীচক ভীমের সঙ্ঘর্ষণে নিতান্ত

দুর্ব্বল ও কম্পিতকলেবর হইয়া প্রাণপণে তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম ক্রোধবশতঃ ঈষদ্বিচলিত হইবামাত্র কীচক জানু প্রহার দ্বারা তাঁহাকে ভূতলে পাতিত করিল। ভীমসেন তৎক্ষণাৎ তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও ব্যথিত না হইয়া দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় পুনরুত্থিত হইলেন।

বলদৃপ্ত ভীমসেন ও কীচক এই রূপ পরস্পার স্পার্দ্ধা প্রকাশ ও তর্জন গর্জনপূর্ব্বক নিশীথ সময়ে সেই বিজন স্থলে পরিকর্ষণ করাতে, সমুদায় গৃহ মুহুর্মুহু কম্পিত হইতে লাগিল। তখন ভীমসেন ক্রোধভরে কীচকের বক্ষঃস্থলে এমন চপেটাঘাত করিলেন যে, সে তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। ক্রোধানলে তাহার অন্তর্দ্দগ্ধ হইতে লাগিল, কিন্তু উঠিবার সামর্থ্য হইল না। ভীমসেন দুরাত্মা কীচককে দুঃসহ চপেটাঘাতে নিতান্ত হীনবল ও বিচেতন প্রায় দেখিয়া, তাহাকে নিকটে আনয়নপূর্ব্বক দৃঢ়তর মর্দ্দন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার কেশাকর্ষণ করিয়া পিশিতাকাঙ্ক্ষী শার্দ্দূল যেমন মৃগ গ্রহণপূর্ব্বক চীৎকার করে, তদ্রূপ ভীষণ ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বৃকোদর কীচককে নিতান্ত শ্রান্ত দেখিয়া তাহকে ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা কীচক সাতিশয় ব্যথিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার ও ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল এবং বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর ক্রোধানল নির্ব্বাণ করিবার নিমিত্ত সত্বরে বাহু দ্বারা তাহার কণ্ঠ গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়তর নিপীড়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে ঐ দুরাত্মা সর্ব্বাঙ্গভগ্ন ও চক্ষুর্বিদ্ধ হইলে, ভীম জানু দ্বারা তাহার কোটিদেশ আক্রমণপূর্ব্বক বাহু দ্বারা তাহাকে নিপীড়িত করিয়া পশুর ন্যায় সংহার করিলেন।

কীচক পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, ভীমসেন তাহার মৃতদেহ ভূতলে সংঘটন করিয়া কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! অদ্য আমি ভার্য্যাপহারী দুরাত্মা কীচকের প্রাণ সংহার করিয়া ভ্রাতার নিকট অঋণী হইলাম; অদ্য আমার পরম শান্তি লাভ হইল! রোষারুণনেত্র ভীমসেন এই কথা বলিয়া স্খলিতবস্ত্রাভরণ, উদ্ভ্রান্তনেত্র ও গতজীবিত কীচককে পরিত্যাগ করিলেন। তখনও তাঁহার ক্রোধের শান্তি হয় নাই। তিনি পুনরায় হস্তে হস্ত নিষ্পেষণ ও ওষ্ঠ দংশনপূর্ব্বক তাহার হস্ত, পাদ, গ্রীবা ও মস্তক শরীরমধ্যে প্রবেশিত করিলেন। পরে দ্রৌপদীকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, 'পাঞ্চালি! দেখ, সেই কামুকের কিরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে'। এই কথা বলিয়া সেই মথিতসর্ব্বাঙ্গ মাংসপিণ্ডাকার কীচকের মৃত দেহে এক পদাঘাত করিলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক ঐ মৃত কলেবর দ্রৌপদীকে দর্শন করাইয়া কহিলেন, হে ভীরু! যাহারা তোমাকে কামনা করিবে, তাহারা কীচকের ন্যায় পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন

এই রূপে দ্রৌপদীর হিত সাধনার্থে কীচক-বিনাশরূপ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদনানন্তর শান্তচিত্তে প্রণয়িনীর নিকট বিদায়গ্রহণ-পূর্ব্বক সত্বরে মহানসে আগমন করিলেন।

দ্রৌপদী এই প্রকারে কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসন্তাপ ও পরম পরি-তুষ্ট হইয়া সভাপালদিগকে কহিলেন, হে সভাসদ্গণ! আপনারা আগমন করিয়া দেখুন, পরস্ত্রীকামবিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার পতিগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে।

তখন নৃত্যশালারক্ষকগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র উল্কা গ্রহণপূর্ব্বক সহসা তথায় আগমন করিল এবং সেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক হস্তপদ-বিহীন, রক্তাক্তকলেবর, গতাসু কীচককে নয়ন-গোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়া-বিষ্ট হইয়া কহিল, কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্ত, পাদ ও মস্তকই বা কোথায় গেল! তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় সমুপ-স্থিত হইয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উপবেশন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তাহারা স্থলে সমুদ্ধৃত কূর্ম্মের ন্যায় সম্ভিন্নকলেবর কীচককে নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ভীত ও রোমাঞ্চিত হইল। অনন্তর তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত তদীয় মৃত দেহ বহির্দ্দেশে নিষ্কা-সিত করিবার উপক্রম করিতেছে, এই অবসরে উপকীচকেরা অনতি দূরে দ্রৌপদীকে অবলোকন করিল।

তখন তাহারা সমাগত অন্যান্য ব্যক্তি-দিগকে কহিল, হে বান্ধবগণ! যাহার নিমিত্ত আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়া-ছেন; ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ আলি-ঙ্গনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিয়াছে। উহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর। অথবা এক্ষণে উহাকে সংহার করিবার আবশ্যক নাই; কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভস্মসাৎ করা উচিত; কারণ লোকান্তরেও কীচ-কের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট সমুপ-স্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আমরা উহাকে তাঁহার সহিত দগ্ধ করিব; আপনি অনু-মতি প্রদান করুন। বিরাটরাজ উপ-কীচকগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অব-গত ছিলেন, সুতরাং তাহাদের বাক্য শ্রবণ মাত্র অতিমাত্র ভীত হইয়া তদ্বি-ষয়ে অনুমোদন করিলেন।

তখন উপকীচকেরা দ্রৌপদীর সম্মু-খীন হইয়া তাঁহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও বন্ধন করিয়া কীচকের মৃত দেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণ লইবার নিমিত্ত

করুণ স্বরে কহিতে লাগিলেন; জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়ৎসেন ও জয়দ্বল ইঁহারা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাহাদিগের বজ্রনির্ঘোষ সদৃশ ধনুষ্টঙ্কার, তলবারধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথ-ঘর্ঘরশব্দ শ্রুত হইত, সেই সকল গন্ধর্ব্ব-গণ এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এই রূপ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে শয্যা হইতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! তোমার বাক্য আমার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে আর তোমার কোন শঙ্কা নাই। এই বলিয়া ভীমসেন সমস্ত উপকীচক সংহারার্থ প্রস্তুত হইয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন। পরে নির্গমন দ্বার পরিহারপূর্ব্বক অন্যদ্বার দিয়া বহিঃপ্রদেশে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং সত্বরে নগরপ্রাকার উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক দ্রুত পদ সঞ্চারে শ্মশনাভিমুখে ধাবমান হইতে লাগিলেন।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পরে, শ্মশানভূমি সমীপে সূতপুত্রগণের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। তথায় দশ ব্যাম আয়ত তাল-প্রমাণ এক বনস্পতি নিরীক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ভুজদণ্ড দ্বারা তাহা উৎপাটনপূর্ব্বক উদ্যতদণ্ড সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় সূতপুত্রদিগের প্রতি ধাবমান হইলেন। তাঁহার গমনবেগে ন্যগ্রোধ, অশ্বত্থ ও কিংশুক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল অনবরত ভূতলে নিপাতিত হইতে লাগিল।

তখন ভীমসেন ক্রমে সূতপুত্রগণের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন। তাহারা কুপিত সিংহসদৃশ বৃকোদরকে গন্ধর্ব্ব জ্ঞান করিয়া, বিষাদসাগরে নিমগ্ন ও প্রাণ-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্ব ক্রোধভরে পাদপ উদ্যত করিয়া আগমন করিতেছেন; অতএব যাহার নিমিত্ত আমা-দিগের এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, সেই সৈরিন্ধ্রীকে শীঘ্র পরিত্যাগ কর। এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। তখন পবনতনয় ভীমসেন সূতপুত্রদিগকে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষ প্রহার করিয়া দেবরাজ যেমন অসুরগণকে নিপাত করেন, তদ্রূপ সেই এক শত পঞ্চ জন উপকীচককে সংহার করিলেন।

পরে ভীমসেন বাষ্পাকুললোচনা দীনা দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! যাহারা নিরপরাধে তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই এই রূপে তাহাদিগকে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই; তুমি পরম সুখে নগরাভিমুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বন-পূর্ব্বক বিরাটরাজের মহানসে প্রবেশ করিব।

হে মহারাজ! এই রূপে এক শত ও

পঞ্চ কীচক বিনষ্ট হইয়া ছিন্ন পাদপের ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া রহিল। এক শত পঞ্চ জন উপকীচক ও সেনাপতি কীচক এই ষড়ধিক এক শত মহাবীর ভীমসেনের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তত্রত্য সমুদায় নর ও নারীগণ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়া রহিল; কাহারও আর বাক্য স্ফুর্ত্তি হইল না।

চতুর্ব্বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, যে সকল লোকে সূতপুত্ত্রগণকে নিহত হইতে দর্শন করিয়াছিল, তাহারা মৎস্যরাজের সন্নিধানে গমন করিয়া কহিল, মহারাজ! গন্ধর্ব্বগণ মহাবল পরাক্রান্ত সূতপুত্ত্রদিগকে সংহার করিয়াছে। যেমন প্রকাণ্ড পর্ব্বতশিখর বজ্রপাতে বিদীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ সূতগণও ধরাশয্যায় শয়ান রহিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায় মহারাজের গৃহে আগমন করিতেছে। হে মহারাজ! সৈরিন্ধ্রী যেরূপ রূপবতী, গন্ধর্ব্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয়, তাহাতে বোধ হয়, এবার আপনার সমুদায় নগর সংশয়াপন্ন হইবে। অতএব যাহাতে বিরাট নগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশ নীতি বিধান করুন। মৎস্যরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, তোমরা সত্বরে সূতগণের চরম ক্রিয়া সমাধান কর; একমাত্র সুসমিদ্ধ হুতাশনে সমুদায় কীচকগণকে সরত্ন ও সচন্দন করিয়া দাহ করিবে। তৎপরে সাতিশয় সন্ত্রস্ত চিত্তে সুদেষ্ণাকে কহিলেন, প্রিয়ে! সৈরিন্ধ্রী আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নিদেশক্রমে তাহাকে কহিবে, হে বরবর্ণিনি! তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি, গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমাকে এই কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। স্ত্রীলোকে তোমার সহিত কথোপকথন করিলে, গন্ধর্ব্বগণের মনে কোন সংশয় হইবে না, এই জন্য আমি তোমাকে কহিতেছি।

এ দিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে সূতপুত্ত্রগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক শার্দ্দূলবিত্রাসিত হরিণীর ন্যায় নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহাকে নয়নগোচর করিবামাত্র গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল; কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় নিমিলীত করিয়া রহিল। দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে মহানসের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তথায় ভীমসেন মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন অবলোকন করিয়া, তাঁহার বিস্ময়োৎপাদন করিয়া ধীরে ধীরে সঙ্কেত বাক্যে কহিলেন, যিনি আমাকে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন, সেই গন্ধর্ব্বকে নমস্কার করি। ভীমও সঙ্কেতক্রমে উত্তর করিলেন, গন্ধর্ব্বগণ যাঁহার বশীভূত হইয়া

পূর্ব্বাবধি এস্থানে অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋণমুক্ত হইলেন।

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকটে নৃত্য শিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা নিরপরাধা সৈরিন্ধ্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্লচিত্তে অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তথা হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ; এবং যাহারা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! তুমি কিরূপে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মাগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত বাসনা হইতেছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, কল্যাণি বৃহন্নলে! তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরম সুখে বাস করিতেছ, বাস কর; সৈরিন্ধ্রীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধ্রী যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত তোমায় সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়াও সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অর্জ্জুন কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করিতেছে; তুমি তাহাকে তির্য্যগ্‌যোনি পশু পক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস করে, তাহাদের অন্যতম দুঃখিত হইলে, সকলেই সেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে, আমাদের কাহার অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদ্গত ভাব বুঝিতে পারে না; এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে অসমর্থ হইতেছ।

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের সহিত এই রূপ কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ-সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী; পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল; এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি কোপনস্বভাব; অতএব আর তোমার এস্থানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।

দ্রৌপদী কহিলেন, দেবি! মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন; গন্ধর্ব্বগণ ইতিমধ্যেই কৃতকার্য্য হইবেন; সন্দেহ নাই। তৎপরে তাঁহারা আমাকে এস্থল হইতে লইয়া যাইবেন; তাহা হইলে, মহারাজ বিরাট ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

কীচকবধপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

গোহরণ পর্ব্বাধ্যায়।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে কীচক ও উপকীচকগণ বিনষ্ট হইলে, সমুদায় লোক অত্যাহিত শঙ্কায় শঙ্কিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। কি বিরাটনগরে, কি জনপদের অভ্যন্তরে সর্ব্বত্রই এই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল যে, প্রবল পরাক্রান্ত কীচক শৌর্য্যপ্রভাবে বিরাটরাজের নিতান্ত প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ও অরাতিগণের কৃতান্তস্বরূপ হইয়াছিল, এক্ষণে দুর্বুদ্ধিক্রমে গন্ধর্ব্বগণের দারাভিমর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের হস্তে বিধ্বস্ত হইল।

ইতিপূর্ব্বে রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের অনুসন্ধানার্থ দেশে দেশে চর প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা নানা গ্রাম, নগর ও রাষ্ট্রে পাণ্ডুতনয়গণকে অন্বেষণ করিয়া এই সময়েই হস্তিনা নগরে দুর্য্যোধনসমীপে সমুপস্থিত হইল। দেখিল, মহারাজ দুর্য্যোধন, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, মহাত্মা ভীষ্ম ও মহারথ ত্রিগর্ত্তগণ ভ্রাতৃসমুদায়ে পরিবৃত হইয়া সভামধ্যে সমাসীন আছেন। তখন তাহারা কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা অপ্রতিহত যত্নসহকারে সেই নানাবিধ লতাগুল্মপাদপসমাবৃত বিবিধ মৃগসংকীর্ণ দুরবগাহ অরণ্যানী, গিরিশিখর, দুর্গ, পাণ্ডবগণাধিষ্ঠিত মহারণ্য এবং অন্যান্য জনপদ, জনাকীর্ণ দেশ, অরাতিগণের রাজধানীসমুদায় তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু দৃঢ়বিক্রম পাণ্ডবগণ যে কোন্ পথে কোথায় প্রস্থান করিয়াছেন, তাহার কিছুমাত্র অবগত হইতে পারিলাম না। একদা পাণ্ডবদিগের সারথিগণকে শূন্য রথ লইয়া দ্বারাবতী নগরীতে গমন করিতে দেখিয়া তাহাদিগের অনুগামী হইলাম। কিন্তু তথায় কি পাঞ্চালী, কি পাণ্ডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। তাঁহারা যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কোথায় অবস্থিতি করিতেছেন, কোন্ কর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাঁহারা বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমাদিগের শাসন করুন। আপনার মঙ্গল হউক। অথবা অনুমতি করুন, পুনরায় পাণ্ডবগণের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হই।

মহারাজ! আর একটি প্রিয় সংবাদ প্রদান করি, শ্রবণ করুন। যে মহাবীর ত্রিগর্ত্তগণকে ভূয়োভূয়ঃ পরাভূত ও নিহত করিয়াছিল, সেই বিরাট-সারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃবর্গ রজনীযোগে অপরিদৃশ্যমান গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া নিপতিত রহিয়াছে। এক্ষণে এই প্রিয় সংবাদ, শত্রুগণের পরাভব ও আমাদিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যজাত পর্য্যালোচনা করিয়া অনন্তর কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবেশ করুন।

ষড়্‌বিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! রাজা দুর্য্যোধন দূতগণের বাক্য শ্রবণানন্তর বহু ক্ষণ নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। পরিশেষে সভাসদ্গণকে কহিতে লাগিলেন, কার্য্যের গতি কি দুর্জ্জেয়, কিছুই বোধগম্য হয় না; অতএব পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে প্রস্থান করিয়াছে, সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের অজ্ঞাত বাসের বৎসর; এই বৎসরের অধিকাংশই অতিক্রান্ত হইয়াছে, অল্প কালমাত্র অবশিষ্ট আছে। সত্যব্রত পাণ্ডবগণ এই অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত করিলেই প্রতিজ্ঞাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আশিবিষের ন্যায় রোষাবেশে কৌরবগণের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব সত্বরে এমন কোন অপ্রতিহত প্রতিবিধানের চেষ্টা কর, যাহাতে সেই কালজ্ঞ পাণ্ডবগণ পুনরায় দানবেশে অরণ্যানী প্রবেশ করে এবং আমার রাজ্যও চির কালের নিমিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, অনাকুল ও নিঃসপত্ন হয়।

তখন কর্ণ কহিলেন, মহারাজ! আর কতকগুলি ধূর্ত্ত প্রিয়কারী কর্ম্মকুশল বিনীত লোক ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সুসমৃদ্ধ জনপদ গোষ্ঠী এবং সিদ্ধগণসেবিত জনসংকীর্ণ প্রত্যেক তীর্থ ও প্রত্যেক আকরে পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করুক আর যে সকল ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে বিশেষরূপে অবগত আছে, তাহারাও সুসংস্কৃত বেশে নদী, কুঞ্জ, তীর্থ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ব্বতাদিতে ছদ্মচারী পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান করুক।

অনন্তর পাপানুরক্ত দুরাত্মা দুঃশাসন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, মহারাজ! যে সমুদায় চরগণ আমাদিগের বিশ্বাসভাজন তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় পাণ্ডবগণকে অন্বেষণ করিতে প্রস্থান করুক; আর মহামতি কর্ণ যাহা কহিলেন, উহা আমাদেরও অভিপ্রেত; অন্যান্য চরগণও তদনুসারে তত্তৎ প্রদেশে গমন করিয়া তাহাদিগের বাস ও কর্ম্মপ্রভৃতি সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হউক। হয় তাহারা অত্যন্ত গুপ্তভাবে গতি, বাস ও অবস্থান করিতেছে; না হয়, সমুদ্রপারে গমন করিয়াছে; অথবা মহারণ্যে হিংস্র জন্তুগণ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, কিম্বা অন্য কোন দুরবস্থায় পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে। অতএব হে মহারাজ! আপনি অনাকুলিত চিত্তে উৎসাহ সহকারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করুন।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়।

অনন্তর যথার্থদর্শী দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, পাণ্ডবগণ অসাধারণ শৌর্য্যশালী, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ; অতএব তাদৃশ মহাত্মাগণ কদাপি বিনাশ বা পরাভব প্রাপ্ত হইবেন না। তাঁহাদিগের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীতিতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্বে সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন; ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়

পিতার ন্যায় তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন; অতএব ন্যায়পরায়ণ যুধিষ্ঠির অবশ্যই তাদৃশ বশংবদ ভ্রাতৃগণের হিতানুষ্ঠান করিবেন। আমার নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হন নাই, তাঁহারা কেবল সযত্ন হইয়া সমুচিত সময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় পরিপূর্ণ না হইতেই যাহা আপনাদের কর্ত্তব্য থাকে, তাহা সম্পাদন করুন; পাণ্ডবগণ কোন্ স্থানে অবস্থান করিতেছেন, তাহা রীতিমত অনুসন্ধান করা আবশ্যক। তাঁহারা সকলেই ধীর, শৌর্য্যশালী, দুর্জ্জেয়, দুর্দ্ধর্ষ ও তপস্বী; বিশেষতঃ তেজোরাশি, অজাতশত্রু, অতি বিশুদ্ধাত্মা, গুণবান্ ও সত্যপরায়ণ; অতএব তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করা সামান্য লোকের কর্ম্ম নহে। যে সকল ব্রাহ্মণ, চর ও সিদ্ধ ব্যক্তি পাণ্ডবগণকে সবিশেষ অবগত আছেন, তাঁহারাই পুনরায় তাঁহাদিগকে অন্বেষণ করিতে গমন করুন।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! আচার্য্য দ্রোণ মৌনাবলম্বন করিলে, দেশকালকুশল কুরুকুলতিলক শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাঁহার বাক্যের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া সাধুসম্মত ও ধর্ম্মার্থসঙ্গত কথা কহিতে লাগিলেন। পাণ্ডবেরা সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্ত, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সত্যব্রতপরায়ণ ও বৃদ্ধমতাবলম্বী। সেই ক্ষাত্রধর্ম্মনিরত মহাবলপরাক্রান্ত সময়াভিজ্ঞ বীর পুরুষেরা কৃষ্ণের অনুগত হইয়া কাল প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা কদাচ অবসন্ন হইবেন না। ঐ মহাত্মারা সতত সৎপথে বিচরণ করিতেছেন এবং ধর্ম্ম ও স্ববীর্য্যপ্রভাবে সতত পরিরক্ষিত হইতেছেন; অতএব বোধ হয়, কেহই তাঁহাদিগের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না। এক্ষণে আমি তাঁহাদিগের বিষয়ে তোমাদিগকে কিছু উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

নীতিজ্ঞের নীতিজাল নিতান্ত দুরবগাহ; তথাচ আমরা পাণ্ডবগণের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যে কথার উল্লেখ করিতেছি, তাহা যুক্তিসঙ্গত; ঈর্ষামূলক নহে। যাহাতে যুধিষ্ঠিরের অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করা মাদৃশ লোকের কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু সত্যশীল ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সভামধ্যে ন্যায়ানুগত যথার্থ উপদেশই প্রদান করিবে; এই নিমিত্তই আমি সদুপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি।

অন্যান্য ব্যক্তি পাণ্ডবগণের নিবাসনিরূপণবিষয়ে যাহা কহিতেছেন, আমি তাহা স্বীকার করি না। আমার মত এই যে, মহারাজ যুধিষ্ঠির যে পুর বা জনপদে এই ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত করিতেছেন, তথাকার ভূপতিগণ অন্যায়াচরণে পরাঙ্মুখ হইবেন এবং জনগণ বদান্য, দান্ত, হৃষ্ট, পুষ্ট, প্রিয়বাদী ও লজ্জাশীল হইবে। তথায় অসূয়া, ঈর্ষা, অভিমান ও মাৎসর্য্যের অধিকার থাকিবে না; অনবরত বেদধ্বনি শ্রুত, পূর্ণাহুতি প্রদত্ত, বহুদক্ষিণ যাগ যজ্ঞ

কবলিত হইয়াছে; অতএব নিরুদ্বেগ চিত্তে বিরাট নগরে গমনপূর্ব্বক গো সমুদায় ও বিবিধ বসুজাত গ্রহণ করা আমাদের নিতান্ত কর্ত্তব্য।

তখন রাজা দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যে অভিনন্দনপূর্ব্বক নিয়ত আজ্ঞাবহ স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা বৃদ্ধগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া শীঘ্র বাহিনী যোজনা কর। মহাত্মা সুশর্ম্মা স্ববল বাহন-সমভিব্যাহারে অগ্রেই বিরাট রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোপগণকে দূরীকৃত করিয়া, বিপুল ধনজাত ও গো সমূহ হস্তগত করুন। পর দিবসে আমরা সমস্ত বরূথিনী দ্বিধা বিভক্ত করিয়া গমন করিব।

অনন্তর সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধন অপহরণ ও বৈরনির্য্যাতন মানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কৌরবগণও পর দিনে অষ্টম্যন্তে বিরাট রাজ্যে গমনপূর্ব্বক গো সমূহ আক্রমণ করিলেন।

একত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। দুরাত্মা কীচক নিহত হইলে, তাঁহারাই বিরাটরাজের এক সহায় হইয়াছিলেন।

এ দিকে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক বিরাটরাজের বহুতর গোধন অপহরণ করিলেন। তখন গোপ সত্বরে রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুর-প্রবেশ করিল এবং কুণ্ডলাঙ্গদধারী মহাবল পরাক্রান্ত বহুতর যোধ, মন্ত্রী ও পাণ্ডবগণে পরিবৃত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া, সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে উপনীত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! ত্রিগর্ত্তেরা আমাদিগকে সবান্ধবে সমরে পরাজয় করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহার যথাবিধি প্রতিবিধান করিয়া আপনার গোধন রক্ষা করুন।

বিরাটরাজ গোপের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র রথমাতঙ্গসঙ্কুল, অশ্বপদাতিগণসমাকীর্ণ, ধ্বজপটসুশোভিত স্বীয় সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তখন সমুদায় রাজা ও রাজকুমারগণ বিরাটের আজ্ঞা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া বীরপ্রিয় বিচিত্র কবচ ধারণ করিতে লাগিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক হীরকখণ্ডমণ্ডিত কাঞ্চনময় ও তৎকনিষ্ঠ মদিরাক্ষ কল্যাণকর লৌহময় অক্ষয় কবচ ধারণ করিলেন। পরে বিরাটরাজ স্বয়ং শত সূর্য্য সম, আবর্ত্তশতসম্পন্ন, নেত্রোপমিত ছিদ্রশতসংযুক্ত, নিতান্ত দুর্ভেদ্য বর্ম্মে বিভূষিত হইলেন। রাজা সূর্য্যদত্ত সূর্য্যসঙ্কাশ নীলোৎপলালঙ্কৃত কবচ ধারণ করিলেন। তৎপরে বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাবীর শঙ্খ রজতময় আয়সগর্ভ শতাক্ষিসংযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম পরিগ্রহ

করিলেন এবং নানা প্রহরণধারী দেবরূপ মহারথ সকল সংগ্রামার্থ বিবিধ বর্ম্ম ধারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর উপকরণসম্পন্ন শুভ্রবর্ণ রথে সুবর্ণময় বর্ম্মসংযুক্ত অশ্বগণ যোজিত হইল। মহানুভব মৎস্যরাজ সূর্য্যচন্দ্রসদৃশ হিরণ্ময় দিব্য রথে ধ্বজ উচ্ছ্রিত করিয়া দিলেন। পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব রথে নানাপ্রকার ধ্বজ যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজ স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা শতানীককে কহিলেন, ভ্রাতঃ! বোধ হইতেছে, মহাবীর কঙ্ক, বল্লব, গোপাল ও দামগ্রন্থি ইঁহারাও যুদ্ধ করিবেন, অতএব তুমি ইঁহাদিগকেও ধ্বজ-পতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইঁহারা মৃদু সুদৃঢ় বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করুন।

শতানীক রাজার এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে পাণ্ডবগণকে রথ দানের আদেশ করিলেন। রাজভক্তিসম্পন্ন সারথি সকল তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের নিমিত্ত রথ প্রস্তুত করিল। তখন সেই প্রচ্ছন্নরূপী অরাতি-নিপাতন যুদ্ধবিশারদ মহারথচতুষ্টয় বিরাট-নির্দ্দিষ্ট বিচিত্র কবচ ধারণ করিয়া সুবর্ণ-মণ্ডিত বিচিত্র রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বরে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত, ষষ্টিবর্ষবয়স্ক, যোধগণাধিষ্ঠিত মদস্রাবী মত্ত মাতঙ্গ সকল জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। যুদ্ধবিশারদ উৎ-সাহশীল প্রধান প্রধান মৎস্যগণ বিরাট-রাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অষ্ট সহস্র রথ, সহস্র হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া নির্গত হইলেন। তখন সেই হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল, যোদ্ধৃবর্গপরিবৃত, গোস্থান-গমনসমুদ্যত বিরাটসেনা সমুদায় অলৌকিক শোভা ধারণ করিল।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহা-বল পরাক্রান্ত মৎস্যগণ মহতী সেনা-সম-ভিব্যাহারে অপরাহ্ণ কালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। রণদুর্ম্মদ ত্রিগর্ত্ত ও মৎস্যগণ গোগ্রহণাভিলাষে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগি-লেন। উভয় পক্ষীয় যুদ্ধকুশল প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষেরা গজারোহণপূর্ব্বক রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। তাহাদিগের সেই ঘোরতর সংগ্রাম সন্দর্শন করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। রণনিহত জনসমূহ দ্বারা যমপুর পরিপূর্ণ হইল।

ক্রমে ভগবান্ ভাস্কর অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলে, উভয় পক্ষীয় চতুরঙ্গিণী সেনা অধিকতর বল বিক্রম প্রকাশ-পূর্ব্বক পরস্পরকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সেই যুদ্ধ দেবাসুর সংগ্রা-মের ন্যায় অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। সেনাগণের পাদবিক্ষুণ্ণ মহীতল হইতে ধূলি-

রাশি সমুত্থিত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় করিল। পক্ষিগণ ধূলিপটলসংবৃত ও বিলুপ্তদৃষ্টি হইয়া ভূতলে নিপতিত হইতে লাগিল। সুদূরপ্রস্থিত শরজালে সূর্য্যমণ্ডল তিরোহিত হইয়া গেল; তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন অন্তরীক্ষ খদ্যোতমালায় বিভূষিত হইয়াছে। সব্যদক্ষিণপ্রধাবিত বলবান্ ধানুষ্কগণের শরাসনসকল পরস্পর সংঘট্টিত হইতে লাগিল। রথী রথীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, ও গজারূঢ় গজারূঢ়ের সহিত সংগ্রামে প্রমত্ত হইল। মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষেরা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া অসি, পট্টিশ, প্রাস, শক্তি ও তোমরপ্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রহার করিয়া শত শত লোক নিহত করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষই তুল্যবল, কেহ কাহাকে পরাঙ্মুখ করিতে সমর্থ হইল না। আহত সৈন্যগণের ওষ্ঠ, নাসিকা ও কেশবিহীন মস্তক সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধরাতলে নিপতিত ও ধূলিধূসরিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের শালস্কন্ধসন্নিভ শরীরসমুদায় নিশিত ইষু-প্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। মহাকায় ক্ষত্রিয়গণের চন্দনচর্চ্চিত বিশাল বাহু ও কুণ্ডলবিভূষিত মস্তক দ্বারা রণক্ষেত্রের অনির্ব্বচনীয় শোভা হইতে লাগিল। নিহত প্রাণিগণের শোণিতপ্রবাহে ভূমণ্ডলস্থ ধূলিরাশি কর্দ্দম ভাব প্রাপ্ত হইল।

এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমরসাগর উদ্বেল হইয়া উঠিলে, অনেকেই মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিল। গৃধ্রপ্রভৃতি রুধিরমাংসলোলুপ পক্ষিগণ বীরগণের শরে উদ্বেজিত হইয়াও তথায় উপবেশন করিতে লাগিল। পরস্পর নিহন্তা রণদুর্ম্মদ বীর পুরুষদিগের সমরপ্রভাবে অন্তরীক্ষগামী প্রাণিগণেরও দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া গেল।

অনন্তর মহারথ শতানীক এক শত ও মহাবল পরাক্রান্ত বিশালাক্ষ চতুঃশত শত্রুসৈন্য সংহার-পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় রথব্রজ লক্ষ্য করিয়া মহতী ত্রিগর্ত্তসেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বাহুবলে তাহাদিগের কেশাকর্ষণ ও রথাক্রমণপূর্ব্বক ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় পঞ্চশত রথী, পঞ্চ মহারথ ও অষ্ট শত অশ্ব নিহত করিয়া রণক্ষেত্রে ইতস্ততঃ বিচরণ-পূর্ব্বক সুবর্ণরথারূঢ় সুশর্ম্মাকে আক্রমণ করিলেন। তখন সেই মহাবল পরাক্রান্ত বীরযুগল পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া গোষ্ঠস্থিত বৃষভদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তদনন্তর রণবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন জলদ-কালে ঘনঘটা গভীর গর্জ্জনপূর্ব্বক অনবরত বারিধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া অবিরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই কৃতাস্ত্র ও লঘুহস্ত; তাঁহারা সুতীক্ষ্ণ বাণ, অসি, শক্তি ও গদা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ বিষয়ে স্ব স্ব নৈপুণ্য

প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিরাটরাজ, সুশর্ম্মাকে দশ বাণে ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয় পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন। সর্ব্বাস্ত্রকুশল রণবিশারদ সুশর্ম্মাও বিরাটপতির প্রতি নিশিত পঞ্চশত শর নিক্ষেপ করিলেন। সৈন্যপদোদ্ভূত ধূলিপটলে চতুর্দ্দিক সমাবৃত হইলে, উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে পারিল না।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে ভূলোক ধূলিজাল ও গাঢ়তিমির দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যগণ মুহূর্ত্তকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। ক্ষণৈক পরে ভগবান্ কুমুদিনীনায়ক অন্ধকার নিরাকৃত করিয়া নভোমণ্ডলে সমুদিত হইলেন; রজনী নির্ম্মল হইল ও ক্ষত্রিয়গণ আলোকলাভে পুলকিত হইয়া পুনর্ব্বার ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। তখন আর কেহ কাহার নয়নগোচর হইল না। ইত্যবসরে ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত রথারোহণ করিয়া মৎস্যরাজ বিরাটের অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া গদাগ্রহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে রথ সকল চূর্ণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটসেনা রোষাবিষ্ট হইয়া গদা, খড়্গ, পরশু ও সুতীক্ষ্ণ পাশ হস্তে লইয়া ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইল। মহারাজ সুশর্ম্মা স্বীয় বলবীর্য্যপ্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মন্থন ও পরাজয় করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার পার্ষ্ণী ও সারথি সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে রথচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্যসেনাগণ তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত ও ত্রিগর্ত্তদিগের বলবীর্য্যে একান্ত পীড়িত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্ব পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন বৃকোদর! ঐ দেখ ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তুমি সত্বরে উঁহাকে মোচন কর; উনি যেন কদাচ বিপক্ষের বশীভূত না হন। আমরা উঁহার অধিকারে সর্ব্বকামসম্পন্ন হইয়া পরম সুখে বাস করিয়াছি; অতএব এক্ষণে তুমি উঁহার উদ্ধার করিয়া তাঁহার সমুচিত নিষ্ক্রয় প্রদান কর।

ভীমসেন কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনার নিদেশানুসারে বিরাটকে শত্রুহস্ত হইতে পরিত্রাণ করিব; আমি একাকী স্বীয় বাহুবল প্রভাবে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করি; আপনি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্তে অবস্থিত হইয়া আমার অদ্ভুত কর্ম্মসমুদায় প্রত্যক্ষ করুন। আমি এই সম্মুখস্থিত মহাস্কন্ধ পাদপ উৎপাটনপূর্ব্বক ইহা দ্বারা শত্রুগণকে বিদ্রাবিত করিব। ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সেই বৃক্ষ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে কহিলেন,

হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ সাহস প্রকাশ করিও না। বৃক্ষ দ্বারা শত্রুগণকে পরাজয় করিলে সকলেই তোমার ঐ অলৌকিক কার্য্য দর্শনে তোমাকে ভীম বলিয়া জ্ঞাত হইবে; অতএব এক্ষণে পাদপোৎপাটনের প্রয়োজন নাই; ধনুঃ, শক্তি, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি অন্য কোন মনুষ্যগ্রহণোচিত অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক অলক্ষিত রূপে অরাতিগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। মহাবল নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবেন। তুমি অনতিবিলম্বে মৎস্যরাজকে মোচন কর।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক বারিধারার ন্যায় অনবরত শরবর্ষণপূর্ব্বক তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া মহাবেগে সুশর্ম্মার অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বিরাটরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা কালান্তক যমোপম ভীমসেনকে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষ মাত্রে বিরাটসন্নিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে গদাগ্রহণ-পূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। সমরবিশারদ সুশর্ম্মা তাদৃশ ঘোরতর যুদ্ধ সন্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে করিলেন, এ কে, সহসা আমার সৈন্যমধ্যে আগমন করিল, দেখিতেছি আমার সৈন্য প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছে! এই রূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে শরাসন আকর্ণ আকর্ষণপূর্ব্বক অনবরত সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন পাণ্ডবেরা ক্রোধভরে ত্রিগর্ত্তদিগের প্রতি ধাবমান হইয়া শরপ্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। বিরাটের পুত্রও পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া উৎসাহ সহকারে ক্রোধভরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিল।

রাজা যুধিষ্ঠির এক সহস্র, ভীমসেন সপ্ত সহস্র, নকুল সপ্ত শত এবং সহদেব ত্রিশত সৈন্য সংহার করিলেন। তৎপরে মহাবীর সহদেব যুধিষ্ঠিরের আদেশানুসারে অস্ত্র উদ্যত করিয়া সুশর্ম্মার সম্মুখীন হইলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও সত্বরে সুশর্ম্মার প্রতি ধাবমান হইয়া শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। সুশর্ম্মাও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে নয়টি ও তাঁহার অশ্বচতুষ্টয়কে চারিটি বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবল পরাক্রান্ত বৃকোদর সুশর্ম্মার অভিমুখে গমনপূর্ব্বক তদীয় অশ্বগণকে প্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকদিগকে বিনষ্ট করিয়া রথ হইতে সারথিকে পাতিত করিলেন। সুবিখ্যাত চক্ররক্ষক মদিরাক্ষ সুশর্ম্মাকে রথচ্যুত দেখিয়া প্রহার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে বিরাটরাজ সত্বরে সুশর্ম্মার রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহারই গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতপদে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং বৃদ্ধ হইয়াও তরুণের ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অন-

ন্তর ভীমসেন সুশর্ম্মাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে রাজকুমার! প্রতিনিবৃত্ত হও; রণস্থল হইতে পলায়ন করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তোমাকে ধিক্! তুমি এই রূপ বলবীর্য্যসম্পন্ন হইয়া গোধন অপহরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে? এখন অনুচর বর্গকে শত্রুগণমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত বিমন্ন হইতেছ? মহাবীর সুশর্ম্মা ভীমসেমের এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সহসা প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তিষ্ঠ তিষ্ঠ বলিয়া তাঁহার অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। ভীমপরাক্রম ভীমসেন তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সুশর্ম্মার বিনাশ সাধনার্থ মহাবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন এবং সিংহ যেমন ক্ষুদ্র মৃগকে আক্রমণ করে, তদ্রূপ সুশর্ম্মার কেশপাশ গ্রহণপূর্ব্বক রোষভরে তাঁহাকে ঊর্দ্ধে উত্তোলিত ও মহীতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তকে পাদ প্রহার, অরত্নি দ্বারা জঙ্ঘা গ্রহণ ও বক্ষে জানুপ্রদান করিলেন। সুশর্ম্মা প্রহারবেগে নিতান্ত পীড়িত হইয়া মূচ্ছাপন্ন হইলেন। ত্রিগর্ত্তসেনাগণ তদ্দর্শনে প্রাণভয়ে একান্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এইরূপে মহারথ পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন কহিলেন, এই পাপাত্মাকে জীবিত রাখিতে আমার বাসনা নাই; কিন্তু রাজা নিতান্ত দয়াশীল, সুতরাং আমি এক্ষণে ইহার কি করিতে পারি। এই বলিয়া তিনি ধূল্যবলুণ্ঠিতকলেবর বিচেতন সুশর্ম্মার গলগ্রহণপূর্ব্বক সংযত করিয়া রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের সন্নিকৃষ্ট হইয়া সন্দর্শন করাইলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সুশর্ম্মাকে দেখিবামাত্র হাস্যমুখে ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভীম! তুমি ইহাকে মুক্ত কর। ভীম তদীয় আজ্ঞা শ্রবণানন্তর সুশর্ম্মাকে কহিলেন, অরে মূঢ়! যদি তোর জীবিত থাকিতে বাসনা থাকে, তবে আমি যাহা কহিতেছি শ্রবণ কর্। আজি সভামধ্যে তোকে বিরাট রাজের দাস বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে; তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিব। কারণ যুদ্ধে পরাজিত ব্যক্তির প্রতি এই রূপই ব্যবহার করিতে হয়। তখন রাজা যুধিষ্ঠির প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক ভীমসেনকে কহিলেন, হে ভ্রাতঃ! যদি আমার প্রতি তোমার আস্থা থাকে, তাহা হইলে অবিলম্বেই ইহাকে পরিত্যাগ কর। এ এক্ষণে বিরাটরাজের দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি সুশর্ম্মাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি দাসত্ব হইতে মুক্ত হইলে; আর কদাচ এরূপ করিও না।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সুশর্ম্মা যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে মুক্তি লাভ করিয়া লজ্জানম্র মুখে বিরাটরাজকে অভিবাদনপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। বিরাটরাজ ও পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে বিসর্জ্জন করিয়া

সেই রাত্রি সমরক্ষেত্রেই বাস করিতে লাগিলেন।

মৎস্যরাজ অমানুষ বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভূত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া কহিলেন, অদ্য আমি আপনাদিগের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম; অতএব আপনারাই এই মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নজাত স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব।

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃতাঞ্জলিপুটে মৎস্যরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আমরা আপনার সমুদায় বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ হইয়াছে।

রাজসত্তম বিরাট পাণ্ডবগণের এই বাক্য শ্রবণে অধিকতর প্রীতিসম্পন্ন হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাশয়! আসুন, আপনাকে মৎস্যরাজ্যে অভিষিক্ত করি; আপনিই আমাদিগের অধিপতি। আমি আপনাকে মনোহর রত্ন, গো, সুবর্ণ ও মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ মহামূল্য দ্রব্যজাত প্রদান করিব। আপনি আমাদের সমস্ত দ্রব্যেরই অধিকারী। হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার, অদ্য আপনার প্রসাদেই রাজ্যলাভ ও সন্তানগণের মুখাবলোকন করিলাম। হে মহাবীর! আপনি আমাকে অরাতির হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় উত্তর করিলেন, মৎস্যরাজ! আমি আপনার বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি; অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা পরিসম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদ্‌গণকে প্রিয় সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয় ঘোষণা করুক।

বিরাটরাজ যুধিষ্ঠিরের বাক্যানুসারে দূতগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা নগরে গমন করিয়া আমার রণজয় ঘোষনা কর। কুমারীগণ, গণিকা সমুদায় ও বাদ্যকর সকল নগর হইতে এখানে আসিয়া আমাকে প্রত্যুদ্‌গমন করুক।

দূতগণ মৎস্যরাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে সেই রাত্রিতেই প্রস্থান করিল; এবং পরদিন সূর্য্যোদয় কালে নগরোপকণ্ঠে উপনীত হইয়া বিরাটরাজের জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! যখন মৎস্যরাজ গোধন প্রত্যাহরণ মানসে ত্রিগর্ত্তদিগের সম্মুখীন হন, সেই সময়েই রাজা দুর্য্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখপ্রভৃতি মহারথগণ-সমভিব্যাহারে মৎস্য দেশে উপনীত হইয়া রথ সমূহে চতুর্দ্দিক্ পরিবৃত করিয়া ঘোষগণকে প্রহারপূর্ব্বক ষষ্টি সহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর

সময়ে কৌরবাহত গোপাল ও ঘোষগণ ঘোর রব করিতে লাগিল।

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়ব্যাকুলিত চিত্তে সত্বরে রথারোহণপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে নগরে উত্তীর্ণ হইল এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল, রাজপুত্র! কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনার ষষ্টি সহস্র গো গ্রহণ করিয়াছে; অতএব আপনি অচিরাৎ তৎসমুদায় প্রত্যাহরণের উদ্যোগ করুন। আপনি হিতলিপ্সু হইয়া স্বয়ং গমন করুন; মহারাজ আপনার উপরে সমুদায় ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাসদ্গণের সমক্ষে আপনার নামোল্লেখ করিয়া এইরূপ শ্লাঘা করিয়া থাকেন যে, আমার পুত্র আমার অনুরূপ শৌর্য্যশালী, বংশধর অস্ত্রকুশল, যোদ্ধা এবং বীর। হে রাজপুত্র! এক্ষণে সেই রাজবাক্য অন্বর্থ হউক। আপনি শরাসন বিনিষ্ক্রান্ত সুবর্ণপুঙ্খ সন্নতপর্ব্ব শরসমূহে অরাতিগণের সৈন্য সংহার ও তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করুন। বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সত্বরে স্যন্দনে রজতশ্বেত বাজিরাজি সংযোজিত ও সুবর্ণবর্ণ ধ্বজপট সমুচ্ছ্রিত করিয়া, সংগ্রামে গমনপূর্ব্বক শরনিকর দ্বারা নৃপতিগণের পথ নিরোধ ও দিনকরকে আচ্ছাদিত করুন এবং যেমন সুররাজ অসুরগণকে পরাভব করেন, তদ্রূপ কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরাশি লাভ করিয়া পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাগত হউন। হে রাজপুত্র! অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডবগণের আশ্রয়, আপনিও সেইরূপ মৎস্যদেশবাসী মনুষ্যগণের একমাত্র অবলম্বন: অতএব যাহাতে অদ্য রাজ্য রক্ষা ও প্রজাগণের পরিত্রাণ হয়, এবম্বিধ উপায় বিধান করুন।

উত্তর অন্তঃপুরে স্ত্রীসমাজমধ্যে এবম্প্রকার অভিহিত হইয়া আত্মশ্লাঘা সহকারে কহিতে লাগিলেন।

ষট্‌ত্রিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, যদি আমি এক জন তুরঙ্গনিয়োগবিশারদ সারথি প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অবিলম্বেই সুদৃঢ় শরাসন ধারণপূর্ব্বক সংগ্রামে গমন করি; কিন্তু আমার সারথ্যপদে অভিষিক্ত হইতে পারে, এমত লোক দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অবিলম্বে এক জন উপযুক্ত সারথির অন্বেষণ কর। অষ্টাবিংশতি রাত্রি কি এক মাস ব্যাপিয়া যে মহাযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি গতজীবিত হইয়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন এক ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে অচিরাৎ মহাধ্বজসমুচ্ছ্রিত গজবাজিরথসঙ্কুল পরবলে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামাপ্রভৃতি সমাগত মহাধনুর্দ্ধরগণকে পরাজিত করিয়া পশুযূথ প্রত্যানয়ন করিতে পারি। কৌরবগণ শূন্য দেশ পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি তথায় বিদ্যমান থাকিলে, তাহারা কি এই ব্যাপারে

কৃতকৃত্য হইতে সমর্থ হইত। যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ অদ্য আমার বলবীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদিগের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন ?

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জ্জনে দ্রৌপদীকে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল, যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্যভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।

বিরাটপুত্র অর্জ্জুনের নাম কীর্ত্তনপূর্ব্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রুপদতনয়া সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে কহিলেন, রাজপুত্র! ঐ প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারণসন্নিভ বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। উনি সেই মহাত্মারই শিষ্য, ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাস কালে উঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। যখন হুতাশন খাণ্ডব বন দাহ করেন, তৎকালে উনিই ধনঞ্জয়ের সারথি হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় খাণ্ডবপ্রস্থে উঁহারই সারথ্য-সহকারে সর্ব্ব ভূত পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ উঁহার সমান সারথি আর কেহই নাই!

উত্তর কহিলেন, সৈরিন্ধ্রি! ঐ নপুংসক যুবা যেপ্রকার লোক, তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ যথার্থ বটে; কিন্তু আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে আমার সারথ্য কার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না।

দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র! বৃহন্নলা আপনার যবীয়সী ভগ্নীর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিবেন। যদ্যপি তিনি আপনার সারথ্য পদ পরিগ্রহ করেন; তাহা হইলে নিশ্চয়ই আপনি কৌরবগণকে পরাভব ও গোধন সমুদায় প্রত্যাহরণপূর্ব্বক পুনরাগমন করিবেন।

উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগিনীকে কহিলেন, উত্তরে! যাও শীঘ্র বৃহন্নলাকে আনায়ন কর। উত্তরা ভ্রাতার আদেশক্রমে দ্রুতপদ সঞ্চারে নর্ত্তনগৃহে ছদ্মবেশী অর্জ্জুনের সমীপে গমন করিলেন।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিরাটকুমারী কুন্তীকুমারের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায়, নাগরাজসমীপবর্ত্তিনী করিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অর্জ্জুন উত্তরাকে নয়নগোচর করিয়া সহাস্য বদনে কহিলেন, রাজপুত্রি! এমন দ্রুত পদ সঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি? আজ তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদায় গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজয় করিতে গমন করিবেন। কিছু

দিন হইল, তাঁহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে উপযুক্ত সারথি আর কেহই নাই। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া, সৈরিন্ধ্রী তাঁহাকে তোমার হয়জ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে! তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে? তিনি তোমারই সাহায্যে ধরামণ্ডল পরাজয় করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এতক্ষণ গোধন লইয়া বহু দূরে পলায়ণ করিয়াছে। হে কল্যাণি! যদ্যপি তুমি আমার এই প্রণয়সহকৃত অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাবীর অর্জ্জুন রাজপুত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর অমিততেজাঃ রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। যেমন বারণবধূ মদমত্ত করভের অনুসরণ করে, সেই রূপ বিশালনয়না উত্তরা ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জ্জুনকে দূর হইতে দৃষ্টিগোচর করিয়াই কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি কুন্তীকুমার ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্য ভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত পশুযূথ প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, রাজপুত্র! সংগ্রামমুখে সারথ্য কর্ম্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য! যদি গান, বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি; আমার সারথ্য শক্তি কোথা!

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! তুমি পুনর্ব্বার গায়ক বা নর্ত্তকপদে অধিষ্ঠিত হইবে; এক্ষণে আমার রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্ব চালন কর।

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি রাজকুমারের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস মানসে স্বীয় কবচ বিপর্য্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র স্বয়ং তাহাকে সন্নদ্ধ ও সারথ্য পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান, রুচির ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমনপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

উত্তরাপ্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে কহিলেন, বৃহন্নলে! ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ পরাজিত হইলে, তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।

ধনঞ্জয় হাস্যবদনে উত্তর করিলেন, যদি রাজপুত্র সংগ্রামে সেই মহারথগণকে পরাভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন সকল আনয়ন করিব।

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরব-সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন ব্রতপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ মহাভুজ উত্তরকে বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে রথারূঢ় নিরীক্ষণ করিয়া রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন! রমণীগণও মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কহিলেন, হে বৃহন্নলে! পূর্ব্বে যেমন খাণ্ডবদাহ সময়ে মহাবল অর্জ্জুনের মঙ্গল লাভ হইয়াছিল, অদ্য তোমরাও কৌরব-সমরে সেই রূপ মঙ্গল লাভ কর।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন রাজ-কুমার অকুতোভয়ে রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া সারথিকে কহিলেন, বৃহন্নলে! সত্বরে কৌরবগণের সমীপে রথ উপনীত কর। আমি অবিলম্বে সেই দুরাত্মা-দিগকে পরাজয় করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব। অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ-ভূষিত মারুতগামী তুরঙ্গমগণ অতিবেগে ধাবমান হইলে, বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা আকাশ-মার্গেই গমন করিতেছে।

তাঁহারা কিয়দ্দুর গমন করিয়া সেই শ্মশানসমীপস্থ শমী বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরববল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। সেই সকল সৈন্যগণের পাদোদ্ভূত পার্থিব রেণু নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হওয়াতে বোধ হইল যেন, আকাশ-পথে একটি বহুলপাদপ মহারণ্য বিচরণ করিতেছে।

বিরাটতনয় কর্ণ, দুর্য্যোধন, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ভীষ্মপ্রভৃতি বীর পুরুষগণে পরিরক্ষিত গজাশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়োদ্বিগ্ন চিত্তে পার্থকে কহিলেন, সারথে! কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহু বীরপরিরক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরু-সৈন্য দেবগণেরও দুরধিগম্য। অতএব আমি কিরূপে এই ভীমকার্ম্মুকশালিনী পত্তিধ্বজসমাকীর্ণা রথনাগাশ্বসঙ্কুলা ভারতী সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দ্রোণ, কর্ণ, বিকর্ণ, বিবিংশতি, ভীষ্ম, কৃপ, অশ্বত্থামা, সোমদত্ত, বাহ্লিক ও দুর্য্যোধন প্রভৃতি যুদ্ধবিশারদ বীর পুরুষেরা ধনুর্দ্ধারণ পূর্ব্বক নিরন্তর যাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবামাত্র আমার হৃদয় কম্পিত, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে।

রাজপুত্র উত্তর সুচতুর অর্জ্জুনের বল বিক্রম পরিজ্ঞাত ছিলেন না, সুতরাং তিনি মূর্খতাপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট আক্ষেপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! পিতা আমাকে শূন্য গৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত-সমভিব্যাহারে ত্রিগর্ত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছেন। আমি একাকী, বালক, বিশেষতঃ পরিশ্রমে

অপটু; কৌরবেরা কৃতাস্ত্র ও বহুসংখ্যক; উঁহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করা কোন-ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে; অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।

বৃহন্নলা কহিলেন, মহাশয়! এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন কেন? শত্রুগণ এমন কি কর্ম্ম করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত হইলেন? আপনি পূর্ব্বে আমাকে কৌরবসেনামধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব আমি আপনাকে গোধনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সমীপে লইয়া যাইব। মহাশয়! যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণসমক্ষে তাদৃশ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি গোধন জয় না করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হন, তাহা হইলে সমুদায় স্ত্রীপুরুষ বিশেষতঃ বীরগণ একত্র হইয়া আপনাকে উপহাস করিবে। অতএব আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আমার সারথ্য কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না; আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদ, উত্তরার অনুরোধ ও আপনার আদেশ ক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব।

উত্তর কহিলেন, বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক; আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুক; সমুদায় গোধন অপহৃত ও নগর শূন্য হউক বা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন; আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

তখন অর্জ্জুন কহিলেন, মহাশয়! যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে; ভীত হইয়া পলায়ন করা অপেক্ষা সমরে মরণও শ্রেয়স্কর। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বরে রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজপুত্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। গতিবেগে তাঁহার সুদীর্ঘ বেণী আলুলায়িত এবং বসনযুগল শিথিল ও ইতস্ততঃ বিধূয়মান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় কতিপয় সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়া উঠিল।

কৌরবেরা তথাবিধ অদ্ভুতরূপ দ্রুত-পদগামী অর্জ্জুনকে অবলোকন-পূর্ব্বক বিতর্ক করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় ছদ্মবেশী এ ব্যক্তি কে? ইহার অবয়বের কিয়দংশ পুরুষের ন্যায় ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় দেখিতেছি। এ ক্লীবরূপী, কিন্তু ইহাতে অর্জ্জুনের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, বিশাল বাহুযুগল ও বল বিক্রম অবিকল অর্জ্জুনের ন্যায়। অতএব নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, এ ধনঞ্জয়, অন্য কেহ নহে। যেমন সুররাজ সমস্ত অমরগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই রূপ অর্জ্জুন ও সমুদায় মানবের

প্রধান। সে ব্যতীত একাকী আমাদিগের সম্মুখীন হয় এমন বীর ধরাতলে আর কে আছে! বোধ হয়, বিরাটতনয় একাকী পুরমধ্যে বাস করিতেছিল; সে বাল-স্বভাবনিবন্ধন স্বীয় পুরুষকার বিবেচনা করিতে না পারিয়া প্রচ্ছন্নবেশী অর্জ্জুনকে সারথি করিয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছে। এক্ষণে আমাদিগকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিতেছে; অর্জ্জুন উহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে।

কৌরবেরা ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া সকলেই এই রূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না।

এ দিকে অর্জ্জুন শত পদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৃহন্নলে! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত এক শত দীনার, মহাপ্রভাসম্পন্ন হেমবদ্ধ অষ্ট বৈদূর্য্যমণি, সুশিক্ষিত অশ্বসংযুক্ত, হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটি মত্ত মাতঙ্গ প্রদান করিব তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর।

উত্তর এই রূপে নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলে, অর্জ্জুন সহাস্য বদনে তাঁহাকে রথের নিকট আনয়ন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ব চালন কর; আমি স্বয়ং মহারথ বীর পুরুষগণের সহিত সংগ্রাম করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব। হে অরাতিনিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রুসমক্ষে এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

জয়শীল অর্জ্জুন এই রূপ প্রবোধ বাক্যে ভয়পীড়িত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া, তাঁহাকে লইয়া রথারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

একোনচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ মহারথিগণ ছদ্মবেশী অর্জ্জুনকে উত্তর-সমভিব্যাহারে রথারোহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিতে দেখিয়া একান্ত শঙ্কিত হইলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলকে ভগ্নোৎসাহ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত উপস্থিত দেখিয়া কহিলেন, দেখ, সমীরণ অনবরত কর্কর বর্ষণপূর্ব্বক প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হইতেছে; নভোমণ্ডল ভস্মাকার গাঢ়তর তিমিরনিকরে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে; অতি ভীষণ ঘনমণ্ডলী ইতস্ততঃ পরিদৃশ্যমান হইতেছে; শিবাগণ সূর্য্যাভিমুখে অতি কঠোর স্বরে চীৎকার

করিতেছে; দিগ্দাহ উপস্থিত; অশ্বগণ অশ্রু মোচন করিতেছে; অকস্মাৎ কোষ হইতে বিবিধ শস্ত্রজাল স্খলিত হইতেছে এবং ধ্বজদণ্ড চালিত না হইয়াও কম্পিত হইতেছে।

হে বীরগণ! এই রূপ ও অন্যান্যরূপ বহুতর ভয়ানক উৎপাত উপস্থিত হইয়াছে; অতএব এক্ষণে সাবধান হইয়া যত্নসহকারে আত্মরক্ষার্থে ব্যূহ রচনা কর এবং গোধন রক্ষা করিতে যত্নবান্ হও। নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, মহাবীর অর্জ্জুন ক্লীববেশে আগমন করিতেছে।

দ্রোণাচার্য্য সমুদায় বীর পুরুষগণকে এই রূপ কহিয়া পরিশেষে ভীষ্মকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, হে শান্তনুতনয়! মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ অদ্য আমাদিগকে পরাজয় করিয়া নিশ্চয়ই গোধন লইয়া যাইবে। বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমুদায় দেবাসুরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। ঐ মহাবীর দেবলোকে দেবরাজ ইন্দ্রের সাহায্যে অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। বিশেষতঃ অরণ্যবাসক্লেশে নিতান্ত ক্লিষ্ট ও একান্ত অমর্ষপরবশ হইয়া আছে; সুতরাং বিনা যুদ্ধে কদাচ নিবৃত্ত হইবে না। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে এমন কোন বীরই নাই যে, উহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। শুনিয়াছি, অর্জ্জুন হিমাচলে কিরাতবেশধারী ভগবান্ ত্রিলোচনকে স্বীয় যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিয়াছে।

তখন কর্ণ কহিলেন, হে আচার্য্য! আপনি সর্ব্বদাই অর্জ্জুনের গুণ-কীর্ত্তন ও আমাদিগের নিন্দা করিয়া থাকেন; কিন্তু আমার ও মহারাজ দুর্য্যোধনের যেরূপ ক্ষমতা অর্জ্জুনের তাহার ষোড়শাংশের একাংশও নাই।

দুর্য্যোধন কর্ণের বাক্যানুসারে তাঁহাকে কহিলেন, হে কর্ণ! যদি এই অনঙ্গবেশধারী পুরুষ যথার্থই অর্জ্জুন হয়, তাহা হইলে, আমাদিগেরই মনোরথ পূর্ণ হইবে; কারণ পাণ্ডবেরা এক বৎসর অজ্ঞাতসারে কাল যাপন করিবে বলিয়া পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছে; এক্ষণে জ্ঞাত হইলে তাহাদিগকে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করিতে হইবে, সন্দেহ নাই; আর যদি অন্য কেহ ক্লীববেশে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি নিশিত শরপ্রহারে এখনই উহার প্রাণ সংহার করিব।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও অশ্বত্থামা মহারাজ দুর্য্যোধনের এই রূপ পৌরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এ দিকে মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন সেই শমীবৃক্ষের সন্নিকৃষ্ট হইয়া রাজকুমার উত্তরকে নিতান্ত সুকুমার ও যুদ্ধে একান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে উত্তর! তুমি আমার নিয়োগক্রমে অনতিবিলম্বে শমীবৃক্ষে আরোহণপূর্ব্বক শরাসন

সমুদায় আনয়ন কর। তোমার এই সমুদায় ধনুঃ অতি অসার, সুতরাং আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুজয় ও হস্ত্যশ্বদল বিমর্দ্দন করিব, তৎকালে এই সকল শরাসন আমার বাহুবিক্ষেপ ও বলবীর্য্য সহ্য করিতে কদাচ সমর্থ হইবে না; অতএব তুমি সত্বরে পল্লববিস্তীর্ণ এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর, কার্ম্মুক ও দিব্য কবচ সমুদায় নিহিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডীব শরাসন সংস্থাপিত আছে। ঐ একমাত্র ধনুঃ সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য; উহা নিতান্ত ব্যায়ামসহ, সর্ব্বায়ুধপ্রধান, সুবর্ণালঙ্কৃত, আয়ত, ব্রণশূন্য, দুর্ব্বহভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কার্ম্মুকও এই রূপ সুদৃঢ়।

একচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি, এই বৃক্ষে একটা শবদেহ বদ্ধ রহিয়াছে। অতএব আমি রাজকুমার হইয়া কিরূপে উহা স্পর্শ করিব। ফলতঃ মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয়সন্তানের পক্ষে এই রূপ অপবিত্র বস্তু স্পর্শ করা নিতান্ত অবিধেয়। আমি এই মৃত কলেবর স্পর্শ করিলে নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি হইব; তাহা হইলে তুমি কিরূপে আমাকে স্পর্শ করিবে? অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তোমার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই, তোমাকে অশুচি হইতে হইবে না। উহা কার্ম্মুক, মৃতদেহ নহে। হে মহাত্মন্! তুমি মহদ্বংশসম্ভূত, বিশেষতঃ মৎস্যরাজ বিরাটের আত্মজ; অতএব যদি উহা বস্তুত শব হইত, তাহা হইলে আমি কখনই তোমাকে উহা স্পর্শ করিতে অনুরোধ করিতাম না।

তখন রাজকুমার উত্তর অগত্যা রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন রথে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি অবিলম্বে বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে মহার্হ কার্ম্মুকসকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টনবিনির্ম্মুক্ত কর। উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া পরিবেষ্টন পত্র বিমোচিত করিবামাত্র অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমুদায় তাঁহার নয়নগোচর হইল। যেমন উদয়কালে গ্রহগণের দিব্য প্রভা উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ তৎকালে সেই সমুদায় শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর জৃম্ভনশীল ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় সেই কার্ম্মুকসকল অবলোকনে ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক চাপ স্পর্শ করিয়া অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

দ্বিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, এই শত সহস্র কোটি সুবর্ণবিন্দুপরিশোভিত শরাসন কোন্ মহাত্মা ধারণ করিতেন? যাহার পৃষ্ঠভাগ

সুবর্ণ আবরণে আবৃত, পার্শ্বদেশ অতি মনোহর এবং গ্রহণস্থান অতি সুখকর, এই ধনুঃ বা কাহার হস্তে পরিশোভিত হইত। যাহার পৃষ্ঠে বিশুদ্ধ কাঞ্চনবিনির্ম্মিত ইন্দ্রগোপকীটের প্রতিমূর্ত্তিসকল লাঞ্ছিত রহিয়াছে, উহা কাহার করপল্লবের শোভা সম্পাদন করিত? ঐ সুবর্ণময় সূর্য্যত্রয়ে উদ্ভাসিত শরাসন কাহার হস্তে শোভা পাইত? যাহাতে কাঞ্চনময় শলভসকল মণিময় ভূষণে বিভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছে, ইহাই বা কাহার হস্তে বিন্যস্ত হইত?

এই কাঞ্চনময় নিষঙ্গে কোন্ মহাত্মার কাঞ্চনফলক, লোমবাহী সহস্র নারাচ নিহিত রহিয়াছে? যে সকল বাণের সর্ব্বাঙ্গ স্থূল, লৌহনির্ম্মিত, পীতবর্ণে রঞ্জিত, গৃধ্রপক্ষে শোভিত ও মসৃণ ঐ সকল শর কাহার শরাসনে সংযোজিত হইত? এই যে বরাহকর্ণলাঞ্ছিত, পঞ্চ শার্দ্দূলচিহ্নে চিহ্নিত দশটী শায়ক রহিয়াছে, ঐ শরগুলি কাহার? এই স্থূল, দীর্ঘ, অর্দ্ধচন্দ্রাকার একশত সপ্ত নারাচ কাহার? যাহার পূর্ব্বার্দ্ধ শুকপক্ষের ন্যায়, পরার্দ্ধ লৌহময়, পুঙ্খ সকল কাঞ্চনময়, ফলকভাগ নিশিত, ঐ সকল শরই বা কাহার এবং এই গুরুভারসহ, শত্রুগণের ভয়ঙ্কর, সুদীর্ঘ শিলীমুখই বা কাহার?

যাহার মুষ্টি কাঞ্চনময়, যাহা ব্যাঘ্রচর্ম্মবিনির্ম্মিত কোষমধ্যে নিহিত, ঐ পৃথুল কিঙ্কিনীশালী খড়্গ খানি কাহার? এই গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে বিনিহিত নির্ম্মল খড়্গই বা কাহার? এই ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে নিহিত, হেমবিগ্রহ, নিষধদেশীয় অসিই বা কাহার? এই প্রজ্বলিত পাবকসদৃশ হেমময় কোষে কোন্ বীরের নীলবর্ণ খড়্গ নিহিত রহিয়াছে? এবং এই হেমবিন্দুপরিবৃত আশীবিষসমস্পর্শ ভয়ঙ্কর খড়্গই বা কাহার? হে বৃহন্নলে! তুমি যথার্থক্রমে আমার নিকট এই সমুদায় অস্ত্র গুলির পরিচয় প্রদান কর। আমি এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

ত্রিচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজপুত্র! আপনি প্রথমে যে শরাসনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা ভুবনবিখ্যাত গাণ্ডীব; ধনঞ্জয় এই একমাত্র কার্ম্মুক লইয়া সমুদায় দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়াছেন। দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ বহুকাল ঐ স্নিগ্ধ, আয়ত, অক্ষয় ও উচ্চাবচ শরনিকরশোভিত শরাসনের অর্চ্চনা করিয়াছেন। প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্মা ঐ ধনুঃ সহস্র বর্ষ, তৎপরে প্রজাপতি সার্দ্ধ সহস্র বর্ষ, পুরন্দর পঞ্চাশীতি বর্ষ, চন্দ্রমাঃ পঞ্চ শত বর্ষ এবং বরুণদেব শত বর্ষ ধারণ করিয়াছিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় বরুণদেবের নিকট এই দিব্য চাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা তাঁহার হস্তে পঞ্চষষ্টি বর্ষ ছিল। আর এই সুপার্শ্ব হেমবিগ্রহ শরাসন ভীমসেনের করে শোভা পাইত; তিনি ঐ ধনুঃ দ্বারা সমুদায় পূর্ব্ব দিক্ পরাজয় করিয়াছিলেন। এই যে

ইন্দ্রগোপচিত্র চারুদর্শন শরাসন রহিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠির ইহা ধারণ করিতেন। যাহাতে কাঞ্চনময় সূর্য্যত্রয় প্রকাশিত আছে, উহা নকুলের ধনুঃ। যাহাতে নানা-বিধ হেমময় চিত্র ও সুবর্ণবিনির্ম্মিত শলভ-সমূহ বিরাজিত হইতেছে, উহা সহদেবের শরাসন।

এই যে ক্ষুরধার সহস্রটী নারাচ দেখিতেছ, মহাবীর ধনঞ্জয় ইহা লইয়া সংগ্রাম করিতেন; উহা শীঘ্রগামী ও অক্ষয়; সমর সময়ে সতেজে প্রজ্বলিত হইয়া শত্রুগণের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত আর ঐ সমুদায় স্থূল, দীর্ঘ ও অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শরনিকর ভীমসেনের; যে সমুদায় বাণে পঞ্চ শার্দ্দূলের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে, ধীমান্ নকুল ঐ সমস্ত হরিদ্বর্ণ হেমপুঙ্খ নিশিত শর সমূহ দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ পরাজয় করিয়াছেন। এই সমুদায় সূর্য্যসদৃশ চিত্রিত লৌহময় শরসমূহ ধীমান্ সহদেবের। ঐ সকল নিশিত পীতবর্ণ হেমপুঙ্খ ত্রিপর্ব্ব শরগুলি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের; আর ঐ সুদীর্ঘ শিলীপৃষ্ঠ শিলীমুখ মহাবীর অর্জ্জুনের। ঐ ব্যাঘ্রচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়্গ রহিয়াছে। রাজা যুধিষ্ঠির এই চিত্র-কোষনিহিত হেমমুষ্টিশোভিত তীক্ষ্ণধার নিস্ত্রিংশ ব্যবহার করিতেন। শার্দ্দূলচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত কোষে নকুলের দৃঢ়তর খড়্গ-রহিয়াছে আর ঐ গোচর্ম্মনির্ম্মিত কোষে সহদেবের অসিপত্র লক্ষিত হইতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র সন্দর্শন করিয়া কহিলেন, পাণ্ডবগণের সুবর্ণবিনির্ম্মিত মনোহর আয়ুধসকল সমুজ্জ্বল রহিয়াছে দেখিতেছি; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এক্ষণে যুধিষ্ঠিরপ্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায়; তাঁহারা অক্ষে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে বন-প্রয়াণ করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি তিনিই বা কোথায়?

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি পার্থ অর্জ্জুন; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ্; ভীমসেন বল্লব নামে পাচক; নকুল অশ্ব-পাল ও সহদেব গোপাল হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকেরা নিহত হইয়াছে, তিনিই দ্রৌপদী, সৈরিন্ধ্রীবেশে তোমার ভবনে কালযাপন করিতেছেন।

উত্তর কহিলেন, পার্থের যে দশটি নাম শ্রবণ করিয়াছি, আপনি যদি তাহা কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার সমুদায় বাক্যে বিশ্বাস করি।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে বিরাটতনয়! আমি পার্থের দশ নাম কীর্ত্তন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়।

উত্তর কহিলেন, মহাশয়! কি নিমিত্ত

আপনার এই দশটি নাম হইল, যথার্থ করিয়া বলুন। আমরা শুনিয়াছি, মহাবীর পার্থের নাম অন্বর্থ; অতএব আপনি যদি ঐ সকল সাবশেষ নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ হন, তাহা হইলে আপনার বাক্যে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিবে না।

অর্জ্জুন কহিলেন, আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধন সংগ্রহপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে। আমি সমরাঙ্গনে রণবিশারদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হই না; এই কারণ লোকে আমাকে বিজয় বলিয়া থাকে। যুদ্ধ করিবার সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয়; এই নিমিত্ত আমার নাম শ্বেতবাহন হইয়াছে। আমি হিমাচলপৃষ্ঠে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রযুক্ত দিবসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; এই নিমিত্ত সকলে আমাকে ফাল্গুন বলিয়া সম্বোধন করে। আমি পূর্ব্বে মহাবল দানবদলের সহিত ঘোরতর সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলে, দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন; এই নিমিত্ত আমার নাম কিরীটী হইয়াছে। আমি যুদ্ধস্থলে কদাপি বীভৎস কর্ম্ম করি নাই; এই নিমিত্ত দেবলোক ও মনুষ্যলোকে আমার বীভৎসু নাম বিশ্রুত হইয়াছে। আমি বাম ও দক্ষিণ উভয় হস্তেই গাণ্ডীবধনুঃ আকর্ষণ করিতে পারি; এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে। আমি এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত লোকে আমাকে অর্জ্জুন বলিয়া থাকে। যুদ্ধস্থলে সাহসপূর্ব্বক কেহ আমার সম্মুখে আগমন করিতে পারে না; আমি অতি দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও জয় করিয়া থাকি; এই নিমিত্ত আমার নাম জিষ্ণু হইয়াছে। আর বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের সাতিশয় প্রিয়; এই নিমিত্ত পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছেন।

অনন্তর উত্তর অর্জ্জুনের এই সমস্ত বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! আজি আমার পরম সৌভাগ্য! আপনার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আজি চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আপনি পূর্ব্বে যে সমস্ত অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার না হইয়া বরং প্রীতিরই উদয় হইতেছে।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

আমি আপনার সারথ্য কার্য্য স্বীকার করিতেছি; এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কোন্ স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন; আমি সেনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব। অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! আমি তোমার প্রতি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর ভয় নাই; আমি একাকী তোমার শত্রুসকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না;

এই সকল তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধন-পূর্ব্বক সুবর্ণসমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর।

এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র উত্তর সত্বরে অর্জ্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক শমীবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতি বিলম্বেই তোমার গোধন সকল প্রত্যাহরণ করিব; আমার বাহুযুগল তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণস্বরূপ হইবে। ক্ষণকালমধ্যে তোমার নগর জ্যাঘোষনিনাদিত, দুন্দুভিধ্বনিমুখরিত হইয়া উঠিবে। ভয় কি, আমি রণস্থলে গাণ্ডীব শরাসন ধারণ-পূর্ব্বক রথারোহণ করিলে, শত্রুগণ কদাচ তোমাকে পরাজয় করিতে পারিবে না।

উত্তর কহিলেন, হে বীর! আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না; আপনার বল বীর্য্য সমুদায় জ্ঞাত হইয়াছি; আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ বা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ ও শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কি প্রকারে কর্ম্ম-বিপাকবশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, ইহা মনে মনে আন্দোলন করিয়া একান্ত বিমোহিত হইতেছি। আমি নিতান্ত মন্দবুদ্ধি; সুতরাং এক্ষণে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইতেছি না; বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশ-ধারী ভগবান্ শূলপাণি, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-রথ অথবা ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! তুমি আমাকে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ করিও না; আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগ-পরতন্ত্র হইয়া সংবৎসর কাল এই রূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি; এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে। উত্তর কহিলেন, আজি আপনি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ফলতঃ ঈদৃশ আকার কদাচ ক্লীব হইতে পারে না; আমি পূর্ব্বে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, তাহা এক্ষণে নিষ্ফল হইল না। আজি আমি সহায়সম্পন্ন হইলাম; বলিতে কি, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। মনোমধ্যে কিছুমাত্র ভয়ের উদ্রেক হইতেছে না। আপনার কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি সুশিক্ষিত ব্যক্তি হইতে সারথ্য কার্য্য শিক্ষা করিয়াছি; এক্ষণে আপনার অশ্ব চালনা করিব। বাসুদেবের দারুক ও সুররাজ ইন্দ্রের মাতলির ন্যায় আমিও অশ্বচালনায় নিপুণতা লাভ করিয়াছি। যে অশ্ব রথের দক্ষিণ ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর সুগ্রীব তুল্য এবং গমনকালে ভূতলে তাহার পাদক্ষেপ কদাচ অনুভূত হন না। যে অশ্ব রথের বাম ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর মেঘপুষ্প অশ্বের ন্যায় গমন করিয়া থাকে। যে অশ্ব বাম পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষ্ণুর শৈব্য অশ্বের ন্যায় বলবান্। আর যে অশ্ব দক্ষিণ পার্ষ্ণিভাগ বহন করিতেছে, সে মেঘ অপেক্ষাও বীর্য্যবান্। আমি এই সকল অশ্ব রথে যোজনা করিয়াছি; সুতরাং ইহা আপনাকে

অনায়াসে বহন করিতে পারিবে; অতএব আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্ব্বক কাঞ্চননির্ম্মিত বর্ম্ম ধারণ ও শুক্ল বসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন, পরে পবিত্র ও প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অস্ত্র সমুদায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক কহিল, হে মহাভাগ! এই আজ্ঞা-বহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়? তখন অর্জ্জুন তাহাদিগকে নমস্কার ও প্রফুল্ল বদনে হৃষ্ট মনে প্রতি-গ্রহ করিয়া কহিলেন, হে অস্ত্রগণ! তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর।

অনন্তর তিনি অনতি বিলম্বে গাণ্ডীবে জ্যারোপণপূর্ব্বক টঙ্কার প্রদান করিলেন। যাদৃশ শৈলের উপর শৈল নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুৎপন্ন হয়; তদ্রূপ গাণ্ডীবের প্রচণ্ড রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল; পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল; প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল; দিক্ সকল প্রগাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; চতুর্দ্দিকে ঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং নভোমণ্ডলে ধ্বজদণ্ডসকল উদ্ভ্রান্ত ও পাদপরাজি বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষ সদৃশ সেই ভয়া-বহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধ্বনি; তাহার সন্দেহ নাই।

উত্তর কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আপনি একাকী, কিন্তু সর্ব্বাস্ত্রপারগ মহা-রথ কৌরবগণ বহুসংখ্যক; অতএব আপনি উঁহাদিগকে কিরূপে পরাজয় করিবেন; এই চিন্তা করিয়া নিতান্ত ভীত হইতেছি। তখন অর্জ্জুন সহাস্য মুখে কহিলেন, হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; দেখ, যখন আমি ঘোষযাত্রায় মহাবল পরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বগণের সহিত যুদ্ধ-করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন সুরাসুরপরিবৃত অতি-ভীষণ খাণ্ডবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দেবরাজ ইন্দ্রের নিমিত্ত মহাবল পৌলোম ও নিবাতকবচগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদীস্বয়ম্বরে বহু-সংখ্যক ভূপালগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া-ছিলাম; তখন বা কে আমার সাহায্য করিয়াছিল? হে উত্তর! আমি এক্ষণে দ্রোণাচার্য্য, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, বহ্নি, কৃপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহা-দেবের অনুগ্রহে অবশ্যই ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

ষট্‌চত্বারিংশত্তম অধ্যায়

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অন-ন্তর মহাবীর অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ

ও আয়ুধ ধারণ করিয়া রথ হইতে সিংহ-ধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষমূলে সংস্থাপন-পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন বিশ্বকর্ম্মবিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন করিয়া সিংহলাঙ্গুললক্ষণ, বানরচিহ্নিত পাবকপ্রসাদলব্ধ কাঞ্চনধ্বজ আরাধনা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ পাবক তাঁহার সংকল্প অবগত হইয়া তদীয় রথপতাকায় ভূত সকলকে সন্নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পতাকা সত্বর আকাশ হইতে অতি বিচিত্র তূণীরসম্পন্ন, মনোরথগতি তদীয় রথে নিপতিত হইল। অর্জ্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ ও রথে আরোহণ করিয়া অঙ্গুলিত্র ধারণ ও শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন এবং মহাবেগে অতি ভীষণ লোমহর্ষণ শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলে, সেই সকল বেগগামী তুরঙ্গম প্রবল বেগে গমন করিতে লাগিল। উত্তর তদ্দর্শনে নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্ভে উপবেশন করিলেন।

অর্জ্জুন রশ্মি সংযত করিয়া উত্তরকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কহিলেন, হে রাজকুমার! তুমি ভীত হইও না; ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রু-মধ্যে কি নিমিত্ত বিষণ্ণ হইতেছ? তুমি নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গ-বৃংহিত শ্রবণ করিয়াছ; তথাপি আজি আমার এই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় কেন বিষণ্ণ ও বিত্রস্ত হই-তেছ? উত্তর কহিলেন, হে মহাভাগ! নানাবিধ ভেরীরব, শঙ্খধ্বনি ও রণমাতঙ্গ-বৃংহিত শ্রবণ করিয়াছি বটে, কিন্তু এতা-দৃশ শঙ্খধ্বনি ও জ্যানির্ঘোষ কদাচ শ্রবণ করি নাই এবং ঈদৃশ ধ্বজদণ্ড কদাচ আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই সমস্ত অমানুষধ্বনি এবং রথঘর্ঘর শব্দে আমার মনঃ নিতান্ত বিমোহিত ও ব্যথিত হই-তেছে। দিক্ সকল আকুল হইয়া উঠি-য়াছে এবং ধ্বজপটে সমাচ্ছাদিত হইয়া আমার নেত্রপথ রোধ করিতেছে। গাণ্ডীবনির্ঘোষে কর্ণকুহর বধির হইয়া গিয়াছে। তখন অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তুমি দৃঢ়তর রূপে রশ্মি সংযম-পূর্ব্বক সাবধানে উপবেশন কর। আমি পুনরায় শঙ্খধ্বনি করিব।

অনন্তর অর্জ্জুন শঙ্খধ্বনি করিলে, এক কালে তদীয় বন্ধুবর্গের অপরিসীম আনন্দোদয় ও শত্রুগণের হৃৎকম্প উপ-স্থিত হইল; দিক্‌সকল মুখরিত হইয়া উঠিল; গিরিগুহা প্রতিধ্বনিত ও ভূধর-সকল বিদারিত হইতে লাগিল। তাঁহার শঙ্খধ্বনি, রথচক্রের নির্ঘোষ ও গাণ্ডীবের টঙ্কারশব্দে সচরাচর ধরাতল বিচলিত হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে সাতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া বিলীন ভাবে রথমধ্যে উপবেশন করিলে, অর্জ্জুন অভয় প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্বা-সিত করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে কৌরবগণ! যখন ইঁহার জলদগম্ভীর রথনির্ঘোষে বসু-মতী বিকম্পিত হইতেছে; তখন বোধ হয়, ইনি অবশ্যই অর্জ্জুন হইবেন। এই দেখ, আমাদিগের অস্ত্রশস্ত্রসকল নিষ্প্রভ

ও অশ্বগণ বিষণ্ণ হইতেছে। অগ্নির আর তাদৃশ প্রতিভা নাই এবং যে সকল বস্তু বাস্তবিক সমুজ্জ্বল, তাহাও এক্ষণে প্রভা-হীন হইয়া যাইতেছে ; মৃগগণ পূর্ব্ব দিকে ঘোরতর রব করিতেছে ; বায়সগণ ধ্বজো-পরি লীন হইতেছে ; রোরুদ্যমান শিবা-সকল অশিব শব্দ করিয়া সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে ; কেহ তাহাদিগকে আঘাত না করিলেও আপনারা বহির্গত হইয়া ভাবী ভয় সূচনা করিতেছে ; তোমা-দিগের রোমকূপসকল প্রহৃষ্ট দৃষ্ট হই-তেছে ; অতএব এই সমস্ত ভয়ানক ঔৎ-পাতিক চিহ্ন দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, অদ্য যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় হইবে ; আজি জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমুদায় অপ্রকাশিত ও মৃগপক্ষিগণ প্রতিকূল বোধ হইতেছে। অদ্য যুদ্ধে আমাদিগের বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী, তাহার আর সংশয় নাই। দেখ, প্রদীপ্ত উল্কাসকল সেনা-গণের অত্যন্ত পীড়া জন্মাইতেছে ; বাহন-সকল দুঃখিত চিত্তে যেন রোদন করিতেছে এবং গৃধ্রসকল তোমাদিগের সৈন্যগণের চতুর্দ্দিকে উড্ডীন হইতেছে। হে মহারাজ! আজি অর্জ্জুনশরে সেনা-দিগকে নিতান্ত নিপীড়িত দেখিয়া অতীব সন্তপ্ত হইবেন। ঐ দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণ পরাভূতপ্রায় লক্ষিত হইতেছে ; কাহাকেও সমরোৎসাহী বোধ হইতেছে না ; সকলেরই মুখ বিবর্ণ ও চিত্ত অভি-ভূত হইয়া গিয়াছে। অতএব গোসকল প্রস্থাপিত করিয়া ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করা অবশ্য কর্ত্তব্য ; নতুবা আর নিস্তার নাই।

সপ্তচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

অনন্তর রাজা দুর্য্যোধন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে কহিলেন, আমি ও কর্ণ উভয়ে এই বিষয় বারংবার কহিয়াছি এবং পুনরায় কহিতেছি ; দ্যূতক্রীড়াসময়ে আমাদিগের এই রূপ পণ হইয়াছিল যে, যাঁহারা পরাজিত হইবেন, তাঁহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে হইবে। অদ্যাপি তাহাদিগের প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হয় নাই, তথাপি অর্জ্জুন আজি আমা-দিগের সহিত সমাগত হইল। নির্ব্বাসন-কাল অতিক্রান্ত না হইতেই যদ্যপি ধন-ঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বন-বাসী হইতে হইবে। কিন্তু পাণ্ডবেরা লোভবশতঃ সময় ভঙ্গ করিল অথবা আমা-দিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না ; কোন বিষয়ে দ্বৈধ উপস্থিত হইলে প্রতিনিয়তই সংশয় হইয়া থাকে। কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হই-লেও তাহার অন্যথা হইয়া থাকে। ধর্ম্ম-পরায়ণ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে ভ্রমকূপে নিপতিত হন। অতএব পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অবশিষ্ট আছে কিম্বা অতিক্রান্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে আমি সন্দিহান হইতেছি ; কিন্তু বোধ হয় পিতা-মহ বিশেষ অবগত আছেন।

মৎস্যসেনাগণ যুদ্ধ করিবার মানসে উত্তর গোগৃহে গমন করিয়াছে; যদ্যপি ধনঞ্জয় তাহাদিগের সমভিব্যাহারে আগমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কোন অপরাধ নাই। মৎস্যগণ ত্রিগর্ত্ত-দিগের বহুবিধ অপকার করিয়াছিল; তাহারা ভয়াভিভূত হইয়া সেই বিষয় আমা-দিগের নিকট কীর্ত্তন করাতে, আমরা তাহাদিগের সাহায্যার্থ এই রূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, ত্রিগর্ত্তগণ সপ্তমীতে অপরাহ্নে মৎস্যগণের গোধনসকল গ্রহণ করিবে; পরে মৎস্যরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া গোষ্ঠে আগমন করিলেও আমরা অষ্টমীতে সূর্য্যোদয় সময়ে এই সমস্ত গোধন গ্রহণ করিব; এক্ষণে তদনুসারে মৎস্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আগমন করিয়াছি।

বোধ হয়, ত্রিগর্ত্তগণ বিরাটরাজের গোধনসকল আনয়ন করিবে; কিম্বা যদি তাহারা পরাজিত হইয়া থাকে; তাহা হইলেও আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া মৎস্যগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে; তাহার সন্দেহ নাই। অথবা মৎস্যগণ জনপদবাসী লোক ও সমুদায় সেনাসমভি-ব্যাহারে কেবল এই রাত্রি আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আগমন করি-তেছে; কিম্বা তাহাদিগের কোন বীর পুরুষ অগ্রসর হইয়া আগমন করিতেছে; অথবা স্বয়ং বিরাটরাজ সমাগত হইতেছেন। মৎস্যরাজই আগমন করুন, আর ধনঞ্জয়ই বা আসুক, আমাদিগকে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে; ইহা প্রতিজ্ঞা করিলাম। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিকর্ণ, অশ্বত্থামাপ্রভৃতি মহারথগণ এমন সময়ে কি নিমিত্ত উদ্ভ্রান্ত-চিত্তে রথোপরি দণ্ডায়মান আছেন? বিনা যুদ্ধে কাহারও নিস্তার নাই; অতএব সক-লেই সতর্ক হইয়া যত্ন করুন। যদ্যপি বজ্রধর বা দণ্ডধর বলপূর্ব্বক আমাদিগের গোধন হরণ করেন, তথাপি কোন্ ব্যক্তি বিনা যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিবে? পদাতি হউক বা অশ্বারোহী হউক, সমরে পরাঙ্মুখ হইলে কেহই আমার শরে জীবিত থাকিবে না; অতএব এক্ষণে আচার্য্যকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধের নিয়মসকল নির্দ্ধারণ করুন; তিনি তাহাদিগের মত বিলক্ষণ অবগত আছেন, এই নিমিত্ত আমাদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইতেছে; অর্জ্জু-নের প্রতি তাঁহার সমধিক প্রীতি আছে; ফলতঃ পাণ্ডবগণ চিরকালই আচার্য্যের প্রণয়ভাজন; দেখুন, ধনঞ্জয় নিকটে আগ-মন করিতেছে দেখিয়াই উনি তাহার প্রশংসা করিতেছেন; তাহার অশ্বের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই আচার্য্য মহাশয়ের অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে; অত-এব সেনাগণ যাহাতে মহারণ্যপ্রবিষ্ট বৈদে-শিক ব্যক্তির ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথপ্রবিষ্ট না হয়, এইরূপ নীতি বিধান করা কর্ত্তব্য।

পাণ্ডবগণ আচার্য্যের সবিশেষ প্রীতি-পাত্র; তাহা উনি স্বয়ংই কহিতেছেন; নতুবা অশ্বগণের হ্রেষিত শ্রবণমাত্রেই কোন্ ব্যক্তি যোদ্ধার প্রশংসা করিয়া থাকে? অশ্বগণ স্বস্থানে অবস্থান বা গমন সময়ে স্বভাবতই হ্রেষারব করিয়া থাকে;

সমীরণ সর্ব্বদাই প্রবাহিত হয়; বাসবদেব সর্ব্বদাই বর্ষণ করেন; জলধরপটলের উদয় হইলেই অশনিনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে; ইহাতে অর্জ্জুনের কি অলৌকিক বীরত্ব প্রকাশিত হইতেছে? আর কি নিমিত্তই বা তিনি তাহাকে প্রশংসা করিতেছেন? প্রাজ্ঞতম আচার্য্যগণ আমাদের প্রতি কোন অভিলাষ, বিদ্বেষ বা রোষপরবশ না হইয়া কারুণ্য রসবশংবদ ও উপায়দর্শী হইয়া থাকেন; অতএব ভয় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। তাঁহারা বিচিত্র প্রাসাদ, সভা বা উপবনে বিচিত্র কথা উত্থাপন করিয়া পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করিতে পারেন এবং জনসমাজে নানাবিধ অলৌকিক ক্রিয়া প্রদর্শন, যজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষা অথবা সন্ধিসময়ে নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন। পরচ্ছিদ্রানুসন্ধান, লোকচরিত্র, বিজ্ঞান, গজ, অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো, খর, উষ্ট্র, অজ, মেষকার্য্যপরিজ্ঞান, রথ্যা ও পুরদ্বার নির্ম্মাণ এবং অন্নের সংস্কার ও দোষবিষয়ে ইঁহারা কুশলী। এক্ষণে যাঁহারা বিপক্ষের গুণ কীর্ত্তন করেন, তাদৃশ পণ্ডিতগণকে উপেক্ষা করিয়া শত্রুসংহারোপযোগিনী নীতি প্রয়োগ করুন। চতুর্দ্দিকে এরূপ ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক মধ্যস্থানে গোসমূহ সংস্থাপিত করিয়া যত্নাতিশয় সহকারে রক্ষা করুন; যাহাতে আমরা অনায়াসে শত্রুগণসঙ্গে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব।

অষ্টচত্বারিংশত্তম অধ্যায়।

কর্ণ কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! সমুদায় ধনুর্দ্ধরগণকেই ভীত ও সমরপরাঙ্মুখ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ ব্যক্তি মৎস্যরাজই হউক বা অর্জ্জুনই হউক; উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? যেমন বেলাভূমি সমুদ্রকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; তদ্রূপ আমি উহাকে অবরোধ করিব; সন্দেহ নাই। মদীয় শরসমূহ শরাসন হইতে মুক্ত হইলে গমনশালী আশীবিষের ন্যায় কখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবার নহে। যেমন পতঙ্গকুল পাদপ-সমূহ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ আমার রুক্মপুঙ্খ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর পার্থকে সমাচ্ছন্ন করিবে। এক্ষণে শত্রুগণ আহত ভেরীরবের ন্যায় আমাদিগের শরাসনজ্যানির্ঘোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইল, অর্জ্জুন আমাকে সংগ্রামে পরাজয় করিবার নিমিত্ত একান্ত সমুৎসুক হইয়াছে; অদ্য এই সংগ্রামে সাতিশয় উৎসাহ সহকারে অবশ্যই আমাকে প্রহার করিবে; তাহার সন্দেহ নাই। মহাবীর ধনঞ্জয় মদীয় নিশিত শরনিকর সহ্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধর ত্রিলোকবিশ্রুত; আমিও উহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহি। অদ্য আকাশমণ্ডল কাঞ্চনময় পক্ষাচ্ছাদিত মদীয় শরজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পতঙ্গকুলসঙ্কুলের ন্যায় বোধ হইবে।

আজি আমি সমরে অর্জ্জুনকে সংহার করিয়া দুর্য্যোধনসমীপে পূর্ব্বপ্রতিশ্রুত ঋণ

পরিশোধ করিব। আজি অর্দ্ধপথে বিচ্ছিন্ন শরসমূহের পুঙ্খ সমুদায় আকাশচারী শলভকুলের ন্যায় শোভমান হইবে। যেমন উল্কা দ্বারা মহাগজকে নিপীড়িত করে, তদ্রূপ আজি আমি মহেন্দ্রসমতেজাঃ ধনঞ্জয়কে বাণ দ্বারা ব্যথিত করিব। গরুড় যেমন সর্পকে অনায়াসে গ্রহণ করে, তদ্রূপ আজি আমি সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা অতিরথ পার্থকে আক্রমণ করিব। যেমন সৌদামিনীসনাথ জলধরপটল বারি বর্ষণ করিয়া প্রবল হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করে, তদ্রূপ আজি আমি রথারোহণপূর্ব্বক শরজাল দ্বারা সেই শত্রুক্ষয়কারী মহাবল পরাক্রান্ত পাণ্ডুতনয়কে বিনাশ করিব। যেমন পন্নগগণ বল্মীকমধ্যে বিলীন হয়, তদ্রূপ মদীয় শর সমুদায় আজি অর্জ্জুনের শরীরে প্রবিষ্ট হইবে। পর্ব্বত যেমন কর্ণিকার পুষ্পে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ ধনঞ্জয় আজি সুতীক্ষ্ণ সুবর্ণপুঙ্খ নতপর্ব্ব মদীয় শরনিবহে পরিবৃত হইবে। আমি মহর্ষিসত্তম পরশুরামের নিকট অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি; সেই সকল অস্ত্রবলে ও স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে আমি অমরগণের সহিতও সংগ্রাম করিতে পারি। আজি অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রস্থিত বানর মদীয় ভল্লপ্রহারে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া ভীষণ নিনাদ করিয়া ভূতলে নিপতিত হইবে এবং তত্রত্য অন্যান্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষ্ণ শরপ্রহারে বিপন্ন হইয়া গগনব্যাপী ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে ইতস্ততঃ পলায়ন করিবে। আজি আমি রথ হইতে অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিয়া দুর্য্যোধনের চিরনিহিত হৃদয়শল্য সমূলে উন্মূলন করিব। আজি কৌরবগণ পুরুষকারসম্পন্ন ধনঞ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়া ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে অবলোকন করিবেন। এক্ষণে তাঁহারা গোধন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান অথবা স্ব স্ব রথে আরোহণপূর্ব্বক আমার সংগ্রামনিপুণতা সন্দর্শন করুন।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

কৃপ কহিলেন, হে কর্ণ! ক্রূর যুদ্ধেই তোমার নিপুণতা আছে; এবং কিরূপে মন্ত্রণা করিতে হয়, তাহাও তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু উত্তরকালে যে কি ফল হইবে, তাহার কিছুমাত্র পর্য্যবেক্ষণ কর না শাস্ত্রে বহুবিধ মায়াযুদ্ধ উল্লিখিত হইয়াছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ ঐ সমুদায় সংগ্রামকে পাপযুদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উপযুক্ত দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করিলে জয় লাভ হয়; কিন্তু অযোগ্য দেশে বা অকালে সংগ্রাম করিলে কখন ফল লাভ হয় না। হে রাধেয়! অনধিকারচর্চ্চায় প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে; বিজ্ঞ ব্যক্তিরা রথকারের ভার বহনে কদাচ প্রবৃত্ত হন না। ইহা সবিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে। ঐ মহাবীর একাকী কুরুদেশ রক্ষা, অগ্নির তৃপ্তি সাধন ও পঞ্চবৎসর ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান করিয়াছে; ঐ মহাবীর একাকী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া

রথে আরোহণপূর্ব্বক দ্বৈরথযুদ্ধ করিবার মানসে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেবের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী বনমধ্যে জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃত কৃষ্ণাকে প্রত্যুদ্ধার করিয়াছিল। ঐ মহাবীর একাকী ইন্দ্রের নিকট পঞ্চ বৎসর অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী অরাতি পরাজয় করিয়া কুরুকুলের যশোরাশি দেদীপ্যমান করিয়াছে। ঐ মহাবীর একাকী সংগ্রামে অরিনিসূদন গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন, নিবাতকবচগণ ও কালকঞ্জ দানবদলকে সংহার করিয়াছে। হে কর্ণ! ঐ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় একাকী স্বীয় বীর্য্যপ্রভাবে এই সমুদায় অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে; তুমি একাকী কোন্ কালে কোন্ মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ?

মহাবীর অর্জ্জুন দিগ্বিজয়সময়ে ভূপালগণকে বশবর্ত্তী করিয়া যে প্রকার অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাতে বোধ হয়, সুররাজ ইন্দ্রও তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ নহেন; অতএব হে সূতনন্দন! তুমি সেই মহাতেজাঃ পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিয়া কি নিমিত্ত দক্ষিণ কর প্রসারণপূর্ব্বক প্রদেশিনী দ্বারা ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের দশন আক্রমণ করিতে বাসনা করিতেছ। তুমি অঙ্কুশ না লইয়া মহাবনপ্রবিষ্ট মত্ত মাতঙ্গে আরোহণপূর্ব্বক নগরে গমন করিতে বাসনা করিয়াছ; তুমি ঘৃতাক্ত হইয়া চীর বাস পরিধানপূর্ব্বক প্রজ্বলিত হুত হুতাশনের মধ্য দিয়া গমন করিতে বাসনা করিতেছ; কোন্ ব্যক্তি গলদেশে মহাশিলা বদ্ধ করিয়া বাহু দ্বারা সমুদ্র সন্তরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও দুর্ব্বল হইয়া সেই বলবান্ কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস করে, সে নিতান্ত মূঢ়। ঐ মহাবীর আমাদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ ছিল; এক্ষণে মুক্ত হইয়া অবশ্যই আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে। মহাবল পরাক্রান্ত অর্জ্জুন যে কূপমধ্যস্থিত হুতাশনের ন্যায় এই স্থানে গোপনে অবস্থান করিতেছে, ইহা আমরা পূর্ব্বে জানিতে পারিলে কদাচ এরূপ কর্ম্ম করিতাম না। যাহা হউক, এক্ষণে মহাভয় সমুপস্থিত; অতএব দ্রোণ, দুর্য্যোধন, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, তুমি ও আমি এই ছয় জন রথী প্রস্তুত হইয়া থাকি; সকলে একত্র হইয়া অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব। একাকী যুদ্ধ করিব বলিয়া বৃথা সাহস বা দর্প করিবার আবশ্যক নাই। সৈন্য সমুদায় ও প্রধান প্রধান ধনুর্দ্ধরগণ বর্ম্মধারণ ও ব্যূহ রচনা করিয়া অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সাবধান হইয়া থাকুক। পূর্ব্বে দানবগণ বাসবের সহিত যেরূপ সমর করিয়াছিল; অদ্য অর্জ্জুনের সহিত আমাদিগেরও সেই প্রকার সংগ্রাম হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

অশ্বত্থামা কহিলেন, হে কর্ণ! গোধন-সকল এখনও পরাজিত ও বারণাবত নগরে নীত হয় নাই; তাহারা স্বস্থানেই অবস্থান করিতেছে; তথাপি তুমি কি নিমিত্ত এরূপ অহঙ্কার প্রকাশ করিতেছ? মহাবল পরাক্রান্ত মনুষ্যেরা বহুতর যুদ্ধে জয় লাভ ও প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করিয়াও কদাচ আস্ফালন করেন না। হুতাশন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক সমস্ত বস্তু দগ্ধ করিয়া থাকেন; দিবাকর মূক হইয়া স্বীয় প্রখর করজাল বিস্তার করেন; অবনী মৌনাবলম্বন করিয়া এই সচরাচর লোক সকল ধারণ করিয়া আছেন। বিধাতা চাতুর্ব্বর্ণের বিশেষ বিশেষ বৃত্তি বিধান করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণেরা স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদা যজন ও যাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন; ক্ষত্রিয়েরা শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, কদাচ যাজন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন না; বৈশ্যেরা অর্থলাভ করিয়া ব্রাহ্মণেরই কার্য্য সাধন করিবেন; এবং শূদ্রেরা কপটতাশূন্য হইয়া বিনীত ভাবে নিরন্তর বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষায় নিরত হইবেন; অতএব বিধিবিহিত স্ব স্ব ব্যবসায়সুলভ অর্থ লাভ করিলে কদাচ দূষিত হইতে হয় না। মহানুভব পুরুষেরা ধর্ম্মানুসারে এই সসাগরা পৃথিবী হস্তগত করিয়া গুণবিহীন গুরু জনেরও অবমাননা করেন না।

এই নৃশংস ও নির্ঘৃণ দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় কপট দ্যূত দ্বারা রাজ্যলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন? এবং কোন্ ব্যক্তি বৈতংসিকের ন্যায় ছলনা ও প্রতারণা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মশ্লাঘা করে? এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি যাহাদিগের ধনাপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহারথ পাণ্ডবগণকে কোন্ দ্বৈরথ যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছ? কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছ? এবং কোন্ যুদ্ধেই বা একবস্ত্রা রজস্বলা পতিব্রতা দ্রৌপদীকে জয় করিয়া সভায় আনয়ন করিয়াছ? তোমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ, তাহাই এই অনর্থের মূল; কিন্তু মহাত্মা বিদুর এ বিষয়ে তোমাদিগকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাও তোমরা অগ্রাহ্য করিয়াছ; এই নিমিত্ত পাণ্ডবগণের সহিত সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হইয়াছে। মনুষ্যদিগের শক্ত্যনুসারে শান্তি অবলম্বন করাই বিধেয়।

অর্জ্জুন দ্রৌপদীর সেই সকল ক্লেশ কদাচ সহ্য করিবে না। সে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের বিনাশ সাধনের নিমিত্তই প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তুমি বিজ্ঞ হইয়া কি কারণে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেছ? মহাবীর অর্জ্জুন আমাদিগকে সংহার করিয়া অবশ্যই বৈর নির্য্যাতন করিবে। সে রণস্থলে দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর বা রাক্ষসভয়ে কদাচ ভীত হয় না। খগরাজ গরুড় মহাবেগে পতিত হইবামাত্র যেমন মহীরুহ উন্মূলিত হয়, তদ্রূপ সে ক্রোধভরে সংগ্রামে যাহাকে আক্রমণ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ

বিনষ্ট হইবে; সন্দেহ নাই। অর্জ্জুন বলবীর্য্যে তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট; ধনুর্বিদ্যায় দেবরাজসদৃশ ও যুদ্ধে বাসুদেবতুল্য। অতএব কে তাহাকে প্রশংসা না করিবে? তাহার সমান বীর পুরুষ ভূমণ্ডলে আর দৃষ্টিগোচর হয় না; সে দৈববলে দেবগণ, বাহুবলে মানবগণের সহিত সংগ্রাম করে; এবং অস্ত্র দ্বারা অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে।

শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অপত্যস্নেহ হইয়া থাকে; এই নিমিত্ত অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিতান্ত প্রিয় পাত্র হইয়াছে। তুমি যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে; যেরূপে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে; এক্ষণে সেই রূপে তোমাকে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তোমার মাতুল ক্ষাত্র ধর্ম্মকোবিদ কপট দ্যূতবেদী গান্ধাররাজ শকুনি এখন যুদ্ধ করুন। অর্জ্জুনের গাণ্ডীব পাশক, দিক্ বা চতুষ্ক নিক্ষেপ করেন না; উহা কেবল অনবরত প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণ করিয়া থাকে। অর্জ্জুনের নিদারুণ শরজাল গাণ্ডীব বিনির্ম্মুক্ত হইয়া পর্ব্বত বিদারণপূর্ব্বক গমন করিতে পারে। পবন, অন্তক ও অগ্নি ইহারা কদাচ সমস্ত বস্তু বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না; কিন্তু ধনঞ্জয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সকলেরই বিনাশ সাধন করিতে পারেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্য লাভ করিয়া যেরূপে দ্যূতক্রীড়া করিয়াছিলে; এক্ষণে শকুনি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া সেইরূপে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ কর। এই যুদ্ধে অন্য যোদ্ধা সকল গমন করুন। আমি কখনই অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রাম করিব না। যদি মৎস্যরাজ এই গোষ্ঠে আগমন করেন; তাহা হইলে আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহামতি কৃপ ও অশ্বত্থামা অতি উত্তম কহিয়াছেন। কর্ণ ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বনপূর্ব্বক কেবল যুদ্ধ করিবারই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন আর আচার্য্য যাহা কহিয়াছেন; তদ্বিষয়ে দোষারোপ করা বিজ্ঞ ব্যক্তির নিতান্ত অনুচিত। এক্ষণে আমার মতে উত্তমরূপে দেশ কাল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য। সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী পাঁচ জন শত্রুকে অভ্যুদয়শালী অবলোকন করিয়া কোন্ ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তাসময়ে বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। হে দুর্য্যোধন! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যে মত; তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধাদিগকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্তই সমরবাসনা প্রকাশ করিয়াছেন; অতএব আচার্য্য দ্রোণ, কৃপ ও আচার্য্যপুত্রের এ বিষয়ে ক্ষমা করা কর্ত্তব্য; এবং তোমারও ইহাতে সবিশেষ বিবেচনা করা বিধেয়। এক্ষণে মহৎ কার্য্য সমুপস্থিত; অর্জ্জুন আগতপ্রায়; অতএব আমাদের সকলেই একত্র হইয়া যুদ্ধ করা উচিত। এক্ষণে পরস্পর বিরোধ করিবার সময় নহে।

আপনাদিগের অস্ত্রবিদ্যা সূর্য্যপ্রভার ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্মাস্ত্র চন্দ্রমার স্থির লক্ষ্মীর ন্যায় সতত অপ্রতিহত রহিয়াছে। ভরতকুলাচার্য্য দ্রোণ, কৃপ এবং দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই চারি বেদ ও ক্ষাত্র তেজঃ এই উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। পুরুষোত্তম দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিতেই ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মাস্ত্র ও বেদ এই তিনের সমানাধিকরণ্য অবলোকন করি না। বেদান্ত, পুরাণ ও ইতিহাস এই সমুদায় বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই। পণ্ডিতেরা কহেন, সৈন্যের যে সমুদায় ব্যসন আছে; তন্মধ্যে ভেদই মুখ্য; অতএব হে আচার্য্য-পুত্র! আপনি ক্ষমা প্রদর্শন করুন; এখন আত্মীয়ভেদের সময় নহে।

তখন অশ্বত্থামা কহিলেন, আমাদিগের এই সময়ে এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু পিতা রোষপরবশ হইয়া যাহা কহিয়াছেন; তাহার কারণ এই যে, বিজ্ঞ ব্যক্তিরা গুণবান্ শত্রুর গুণ ও দোষী শত্রুর দোষ কীর্ত্তনে পরাঙ্মুখ হন না এবং পুত্র ও শিষ্যকে সতত হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

দুর্য্যোধন অশ্বত্থামার বাক্য শ্রবণানন্তর দ্রোণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাশয়! ক্ষমা প্রদর্শন করুন; আপনি পরিতুষ্ট থাকিলেই আমাদিগের মঙ্গল লাভের সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি কর্ণ, ভীষ্ম ও মহাত্মা কৃপের সমভিব্যাহারে দ্রোণাচার্য্যকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

তখন দ্রোণ কহিলেন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম পূর্ব্বে যাহা কহিয়াছেন, আমি তাহাতেই প্রসন্ন হইয়াছি। পরে ভীষ্মকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে দুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিতে না পারে, যাহাতে মহারাজ দুর্য্যোধন সাহস বা মোহবশতঃ শত্রুর বশী-ভূত না হন, তদ্বিষয়িণী নীতি চিন্তা কর। ত্রয়োদশ বৎসর অতীত না হইলে অর্জ্জুন কদাচ আত্মপ্রকাশ করিত না। ঐ মহাবীর এক্ষণে গোধন মোচন করিতে আসিয়াছে; কখনই ক্ষমা করিবে না; অতএব যাহাতে অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধন ও এই সকল সৈন্যকে পরাজয় করিতে সমর্থ না হয়, এ বিষয়ে নিয়ম নির্দ্ধারণ কর। দুর্য্যোধন পূর্ব্বে এই রূপ কহিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহা স্মরণ করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

ভীষ্ম কহিলেন, মহারাজ! কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও সংবৎসর লইয়া একটী কালচক্র হয়। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ব্যতিক্রমবশতঃ প্রতি পঞ্চম বর্ষে দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এই রূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পঞ্চ মাস ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, তৎসমুদায় অবিকল অনুষ্ঠিত

হইয়াছে, জানিয়া অর্জ্জুন সমাগত হইয়াছে; তাহার সন্দেহ নাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের রাজা; অতএব তাহারা কি নিমিত্ত ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? পাণ্ডবেরা কৃতী ও লোভবিহীন। তাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা রাজ্য লাভের অভিলাষ করে না। তাহারা ধর্ম্মপাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষত্রিয়ব্রত হইতে বিচলিত হয় নাই; নতুবা সেই সময়েই আপনাদিগের অসাধারণ বলবীর্য্য প্রকাশ করিত। তাহারা অনায়াসে মৃত্যুমুখে গমন করিতে পারে; তথাপি কদাচ অনৃত পথে পদার্পণ করে না। পাণ্ডবগণের স্বভাবই এই রূপ যে, তাহারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুগণাচরিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে সিদ্ধি লাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব কদাপি নয়নগোচর হয় না। জয় বা পরাজয় অবশ্যই হইয়া থাকে। তন্নিমিত্ত চিন্তিত হইবার বিষয় কি? ধনঞ্জয় আগত প্রায়; এক্ষণে সত্বরে যুদ্ধোচিত অথবা ধর্ম্মসম্মত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

দুর্য্যোধন কহিলেন, পিতামহ! আমি কদাচ পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রদান করিব না; আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যাহাতে তোমাদিগের শ্রেয়োলাভ হয়, ঈদৃশ উপদেশ প্রদান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি শ্রদ্ধা হয়, তাহা হইলে আমার অভিপ্রায় শ্রবণ কর। তুমি এই-সকল সৈন্যকে চতুর্থাংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ সমভিব্যাহারে নগরে প্রস্থান কর। অপর এক ভাগ গোধন লইয়া গমন করুক; পরে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ-সমভিব্যাহারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে, তদ্রূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্র আগমন করেন, তথাপি আজি আমি তাহাদিগের নিরাকরণ করিব; সন্দেহ নাই।

মহাত্মা ভীষ্মের বাক্য কাহারও অনভিমত হইল না। কুরুরাজ দুর্য্যোধন তন্নির্দ্দিষ্ট সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধন, তৎপরে গোধন সকল প্রেরণপূর্ব্বক সৈন্যগণকে ব্যবস্থাপিত করিয়া ব্যূহ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কহিলেন, আচার্য্য! আপনি মধ্যস্থানে অবস্থিতি করুন; অশ্বত্থামা বাম পার্শ্ব ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্ব রক্ষা করিবেন। সূতপুত্র কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং আমি সকলের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিব।

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাবীর অর্জ্জুন রথঘর্ঘরশব্দে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যগণসমীপে সহসা সমুপস্থিত হইলেন। কৌরবেরা তাঁহার ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ডীবধ্বনি ও রথনির্ঘোষ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণাচার্য্য সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, ঐ দেখ, দূরে মহাবীর অর্জ্জুনের ধ্বজাগ্রভাগ শোভা পাইতেছে; রথের ঘর্ঘর রব শ্রবণগোচর হইতেছে; ধ্বজাগ্রবর্ত্তী বানর উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া সেনাগণের ভয়োৎপাদন করিতেছে এবং ধনঞ্জয় সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক মুহুর্মুহুঃ গাণ্ডীব শরাসনে অশনিনির্ঘোষসদৃশ টঙ্কার প্রদান করিতেছে। দেখ, এই দুইটি শর সমবেত হইয়া আমার চরণে নিপতিত হইল; অপর দুইটী মদীয় শ্রবণযুগল স্পর্শ করিয়া প্রবল বেগে অতিক্রান্ত হইল। বোধ হয়, মহাবীর ধনঞ্জয় অরণ্যবাস কালে যে সকল অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক তাহা আমার কর্ণগোচর করাইল। যাহা হউক, আমরা বহু কালের পর প্রিয়বান্ধব শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে অবলোকন করিলাম। এক্ষণে পার্থ শর, শরাশন, তূণীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীট ও খড়্গ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

অনন্তর অর্জ্জুন কৌরবগণকে রণস্থলে সমবস্থিত নিরীক্ষণ করিয়া রাজকুমার উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, হে সারথে! সেনাদিগের প্রতি বাণপাত কালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে; আমি এই সৈন্যমণ্ডলীমধ্যে সেই কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে, এক বার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। সেই অভিমানপরতন্ত্র দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। ঐ আচার্য্য দ্রোণ, উঁহার পশ্চাদ্ভাগে অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ অবস্থান করিতেছেন। এস্থলে দুর্য্যোধনকে ত দেখিতে পাইলাম না; এক্ষণে বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণপূর্ব্বক প্রাণভয়ে দক্ষিণামুখে পলায়ন করিতেছে; নিরর্থক যুদ্ধ করা অনুচিত; অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা পরিত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি। তাহাকে পরাজয় করিলেই অনতিবিলম্বে গো সকল প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইব।

অনন্তর উত্তর পরম যত্ন সহকারে রশ্মি সংযত করিয়া যে দিকে রাজা দুর্য্যোধন গমন করিতেছেন, সেই দিকে অশ্ব চালনা করিলেন। তখন কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে অবগত হইয়া দ্রোণকে কহিলেন, অর্জ্জুন মহারাজ দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মহাবেগে গমন করিতেছে; অতএব আইস, আমরা দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি গ্রহণ করি। অর্জ্জুন ক্রোধাবিষ্ট হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবকীনন্দন মধুসূদন, অশ্বত্থামা ও দ্রোণ ব্যতিরেকে কেহই

একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না। এক্ষণে গোধন বা প্রভূত ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার দর্শিবে; মহারাজ দুর্য্যোধন অনতি বিলম্বে নাবিকশূন্য নৌকার ন্যায় অর্জ্জুনজলে নিমগ্ন হইবে; তাহার সন্দেহ নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন তথায় উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন এবং কৌরবসেনাগণের প্রতি অনবরত শলভ-সমূহের ন্যায় শরজাল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন ভূমণ্ডল ও নভস্তল পার্থশরে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কৌরবসেনা-সকল নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল; কিন্তু তৎকালে কেহই পলায়ন করিল না; প্রত্যুত মনে মনে মহাবীর অর্জ্জুনের ক্ষিপ্রকারিতার সবিশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ধনঞ্জয় শঙ্খধ্বনি ও গাণ্ডীবটঙ্কার প্রদান করিয়া ধ্বজদণ্ডে ভূতসকল প্রেরণ করিলেন। শঙ্খধ্বনি, রথনির্ঘোষ, গাণ্ডীবশব্দ ও ধ্বজসন্নিবিষ্ট ধাবমান ঊর্দ্ধপুচ্ছ অমানুষ ভূতসকলের কলরবে পৃথিবী বিচলিত হইয়া উঠিল। তখন ধেনুসকল দক্ষিণাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইল।

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় স্বীয় অসাধারণ বলবিক্রমে শত্রুসেনাগণকে পরাজয় পূর্ব্বক গোধন মুক্ত করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পুনরায় দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন। কৌরবগণ গো সমুদায় বেগে মৎস্যাভিমুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতেছেন দেখিয়া, সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। আরাতিনিপাতন অর্জ্জুন বহুলধ্বজপতাকাশালী প্রভূত কৌরবসৈন্য সন্দর্শন করিয়া উত্তরকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, রাজপুত্র! সত্বরে এই পথে রথ চালনা কর, তাহা হইলে অনায়াসে কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে। ঐ দেখ, সূতপুত্র কর্ণ মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় আমার সহিত সংগ্রাম করিতে সমুদ্যত হইয়াছে; ঐ দুরাত্মা দুর্য্যোধনের আশ্রয়বলে একান্ত দর্পিত; তুমি সত্বরে উহার নিকট আমাকে লইয়া চল। বিরাটতনয় অর্জ্জুনের নিদেশানুসারে সত্বরে সুবর্ণকক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্ব সমুদায় চালনপূর্ব্বক শত্রুসৈন্য বিনাশ করিয়া রণস্থলে ধনঞ্জয়কে উপনীত করিলেন।

তখন চিত্রসেনপ্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যবলে অর্জ্জুনের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরাসননির্মুক্ত শরানল দ্বারা অরাতিকানন দগ্ধ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে পর, বিকর্ণ রথারোহণপূর্ব্বক পার্থসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহার উপর শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন অরাতিনিসূদন পার্থ সুবর্ণালঙ্কৃত দৃঢ়মৌর্ব্বীক শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বিকর্ণকে

ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র দ্রুতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

বিকর্ণ পলায়ন করিলে পর, শত্রুন্তপ, অরাতিনিপাতন অর্জ্জুনের অলৌকিক কার্য্য অবলোকনে অতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া তাঁহার উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। মহাবীর ধনঞ্জয় শত্রুন্তপের শরাঘাতে সমধিক সংক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পাঁচ বাণ ও তাহার সারথিকে দশ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। শত্রুন্তপ ঐ পঞ্চ শরাঘাতেই প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পর্ব্বতাগ্র হইতে নিপতিত বাতভগ্ন পাদপের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল। তখন অন্যান্য বীর-পুরুষগণ অর্জ্জুনের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া বায়ুবেগে বিকম্পিত মহাবনের ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্র তুল্য প্রতাপ-শালী হিমালয়জাত মহাগজতুল্য পরাক্রান্ত সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক পৃথ্বীতলে শয়ান রহিল।

যেমন দাবানল নিদাঘসময়ে কানন দগ্ধ করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তদ্রূপ বীরবরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় সমরে শত্রুসঙ্ঘ সংহার করিয়া রণস্থলে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। যেমন সমীরণ বসন্ত-কালে পতিত পত্র ও মেঘ সমুদায় ইতস্ততঃ বিকীর্ণ করে, তদ্রূপ মহাবীর অর্জ্জুন রণস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্বরে কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন।

অনন্তর ব্যাঘ্র যেমন বৃষভের প্রতি ধাবমান হয়, তদ্রূপ মহাবীর কর্ণ ভ্রাতাকে বিনষ্ট দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের সমীপ-বর্ত্তী হইয়া দ্বাদশ বাণ দ্বারা তাঁহার অশ্বগণ, সারথি ও তাঁহাকে বিদ্ধ করিলেন। গরুড় যেমন সর্পের উপর নিপতিত হয়; তদ্রূপ মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় সহসা কর্ণের সম্মুখীন হইলেন। কৌরবগণ কর্ণ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শন-মানসে তথায় আগমন করিলে পর, ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য ধনঞ্জয় ক্রোধভরে মুহূর্ত্তমধ্যে শরবর্ষণ দ্বারা কর্ণ এবং তাহার অশ্ব, রথ ও সারথিকে অন্তর্হিত করিলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি অন্যান্য বীরগণ এবং তাঁহাদিগের রথ, অশ্ব ও গজ সমুদায়ও অর্জ্জুনের শরে সমাচ্ছন্ন হইল। তখন মহা-বীর কর্ণ বহুতর শর নিক্ষেপ দ্বারা পার্থের সমুদায় বাণ নিরস্ত করিয়া ধনুর্বাণ ধারণ-পূর্ব্বক স্ফুলিঙ্গবান্ হুতাশনের ন্যায় নিঃশঙ্ক-চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কৌরব-গণ তদ্দর্শনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া করতালি প্রদান ও শঙ্খ, ভেরী, পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদনপূর্ব্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। কর্ণ গাণ্ডীব-ধন্বা অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সিংহ-নাদ করিতে লাগিলে, তিনি তখন ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাকে অবলোনপূর্ব্বক কর্ণ এবং তাঁহার রথ, অশ্ব ও সারথিকে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কর্ণও বিবিধ সায়ক দ্বারা অর্জ্জুনকে আচ্ছাদিত করি-লেন। তৎকালে সেই দুই বীরপুরুষকে মেঘমুক্ত রথারূঢ় চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

তৎপরে লঘুহস্ত কর্ণ সত্বরে অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। সূর্য্য যেমন রশ্মি দ্বারা এককালে জগৎ ব্যাপ্ত করেন, তদ্রূপ ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরনিকর দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাশিত করিয়া ত্বরায় তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা সূতপুত্রের বাহু, শিরঃ, ঊরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে পর, গজ যেমন অন্য গজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে পলায়ন করে, তদ্রূপ তিনি তখন অশনিসন্নিভ শর প্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নৃপবর! রাধেয় প্রস্থান করিলে পর, দুর্য্যোধনপ্রমুখ বীর পুরুষগণ স্ব স্ব সৈন্য-সমভিব্যাহারে পাণ্ডবকে আক্রমণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নির্ভীক বীভৎসু সহাস্য বদনে বেলার ন্যায় সাগরসদৃশ কৌরবসেনার বেগ ধারণ করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। যেমন মরীচিমালীর কিরণজালে মেদিনীমণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, তদ্রূপ পার্থের গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত বিশিখসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অর্জ্জুন নিশিত শর দ্বারা বিপক্ষপক্ষের অশ্ব, রথ ও গজের শরীরসকল এমন বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাতে দুই অঙ্গুলিমাত্র অন্তর রহিল না। কৌরবেরা অশ্বগণের অলৌকিক গতিবৈচিত্র, উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অস্ত্র শস্ত্রের প্রয়োগকৌশল এবং পার্থের দিব্য শক্তি ও অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণে বিস্মিত হইয়া ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের বোধ হইল যেন প্রজ্বলিত কালাগ্নি প্রজাসকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ তৎকালে অর্জ্জুন এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয় নাই।

সূর্য্যরশ্মি পর্ব্বতস্থ অভ্রপটলে সংক্রান্ত হইলে যেমন চমৎকারিণী শোভা হয় এবং বিকসিত অশোককুসুমসুষমায় বনভূমি যেমন পরম দর্শনীয় হয়, তদ্রূপ কৌরববাহিনী অর্জ্জুনশরে বিদ্ধ হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিল। ছিন্নযুগ অশ্বগণ ভীত হইয়া রথাঙ্গদেশ বহন-পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাতঙ্গসকল অর্জ্জুনশরে ক্ষত বিক্ষত ও বিচেতন হইয়া সমরাঙ্গনে নিপতিত হইতে লাগিল। রণক্ষেত্র সমরশায়ী গজযূথের শরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া মেঘাবৃত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। রাজন্! যেমন যুগান্ত সময়ে কালাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সমুদায় স্থাবর জঙ্গম নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন ভয়ঙ্কর সমরানল উদ্দীপনপূর্ব্বক রিপুকুল ভস্মাবশেষ করিলেন।

অনন্তর দুর্য্যোধনসেনা মহাবল পরা-

ক্রান্ত কপিধ্বজের অস্ত্রপ্রভা নিরীক্ষণ এবং গাণ্ডীবের নিঃস্বন, ধ্বজাস্থিত ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও কপিবরের শ্রবণভৈরব রব শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ভীত হইল। শত্রুগণের রথাঙ্গ পূর্ব্বেই ভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং শীঘ্র পলায়ন করিতে পারিল না। অর্জ্জুন সাহসপূর্ব্বক সহসা তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগে উপস্থিত হইয়া অনবরত শর-বর্ষণ দ্বারা গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনবাণ সূর্য্যকিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ ও অসংখ্যেয়। ফলতঃ অর্জ্জুন যুগপৎ এত অধিক শর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন যে, শত্রুশরীরে তাহাদিগের স্থান পর্য্যাপ্ত হইল না এবং যুদ্ধাহত সৈনিকদিগের শরীর দ্বারা পথ রুদ্ধ হওয়াতে তাঁহার রথও শত্রুমধ্যে প্রবেশ করিতে পারিল না। যেমন অনন্তভোগ ভুজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে, তদ্রূপ অর্জ্জুন অনবরত শর-বর্ষণপূর্ব্বক সমরসাগরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। ভূতগণ অশ্রুতপূর্ব্ব গাণ্ডীবনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল। তিনি চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিয়া সব্য দক্ষিণ পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বাণ-বিক্ষেপ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ডল লক্ষিত হইতে লাগিল। যেমন চক্ষুঃ রূপশূন্য পদার্থে কদাচ পতিত হয় না; সেই রূপ অর্জ্জুনের শর কোন ক্রমে অলক্ষ্যে পতিত হইল না। সহস্র গজ এককালে বনমধ্যে গমন করিলে যেমন প্রশস্ত পথ হইয়া উঠে, আজি রণক্ষেত্রে পার্থের রথমার্গও সেই রূপ হইল। শত্রুগণ পার্থশরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, বোধ হয় দেবরাজ পার্থকে জয়ী করিবার মানসে অমরগণ-সমভিব্যাহারে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইয়া আমাদিগকে সংহার করিতেছেন। কেহ কেহ মনে করিল, সাক্ষাৎ কৃতান্ত অর্জ্জুনরূপ পরিগ্রহ করিয়া প্রজাসকল সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কৌরবসেনার মধ্যে যাহারা পার্থ কর্ত্তৃক আহত হয় নাই; তাহারাও অর্জ্জুনের প্রভাবে আহতের ন্যায় অবসন্ন হইয়া রহিল।

এই রূপে অর্জ্জুনভয়ে কৌরবগণের বলবীর্য্য ক্রমশঃ হ্রাস হইতে লাগিল। অর্জ্জুনের সুতীক্ষ্ণ শরজালে তাহাদিগের কলেবর ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। রুধিরধারায় ধরণী আপ্লাবিত হইল। শোণিতলিপ্ত ধূলিপটল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উড্ডীন হওয়াতে সূর্য্যদেবের রশ্মিজাল একান্ত রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তৎকালে বোধ হইতে লাগিল যেন গগনতল সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়াছে।

অস্তকাল উপস্থিত হইলে দিবাকরও বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুন কদাচ সমরে নিবৃত্ত হয়েন না। তিনি সেই সমস্ত ধনুর্দ্ধর কুরুপ্রবীরদিগকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত দিব্যাস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্যের প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া দুঃসহকে দশ, অশ্বত্থামাকে অষ্ট, দুঃশাসনকে দ্বাদশ, কৃপাচার্য্যকে তিন, ভীষ্মকে ষষ্টি ও মহা-

রাজ দুর্য্যোধনকে এক শত শরাঘাত করিলেন। তৎপরে কর্ণি দ্বারা মহাবীর কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথিকে সংহারপূর্ব্বক রথ ও অশ্বসকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। তদ্দর্শনে তদীয় সেনাগণ নিতান্ত ভীত হইয়া চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন বিরাটতনয় উত্তর মহাবীর পার্থের অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইয়া কহিলেন, হে মহাত্মন্! এক্ষণে কোন্ সৈন্যগণের সম্মুখীন হইতে বাসনা করেন; আজ্ঞা করুন, আমি তাহাদের সমীপে রথ উপনীত করি। অর্জ্জুন কহিলেন, হে রাজকুমার! যিনি লোহিত অশ্বসংযুক্ত নীলপতাকাপরিশোভিত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন, উঁহার নাম কৃপাচার্য্য; তুমি উঁহারই সৈন্যসমক্ষে আমাকে লইয়া যাও। আমি উঁহার সমীপে স্বীয় শরপ্রয়োগনৈপুণ্যের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিব। যাঁহার ধ্বজদণ্ডে সুবর্ণনির্ম্মিত কমণ্ডলু পরিশোভিত হইতেছে, উনিই ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য মহাবল পরাক্রান্ত দ্রোণাচার্য্য। ঐ মহাবীর আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। এক্ষণে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বিধানানুসারে উঁহাকে প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। যদি আচার্য্য অগ্রে আমাকে প্রহার করেন, তবে আমিও উঁহাকে প্রহার করিব, তাহা হইলে উনি আমার প্রতি রোষাবিষ্ট হইবেন না।

যিনি দ্রোণাচার্য্যের অনতিদূরে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহার ধ্বজদণ্ডে কোদণ্ড লম্বমান রহিয়াছে, উনি আচার্য্যপুত্র মহারথ অশ্বত্থামা; উনিও আমার এবং অন্যান্য শস্ত্রধারীদিগের মান্য ও পূজনীয়। তুমি উঁহার রথসন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেই প্রতি নিবৃত্ত হইবে। যিনি সুবর্ণবর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রধান প্রধান সৈন্য সমুদায়ে রক্ষিত হইয়া রথোপরি অধিরূঢ় রহিয়াছেন, যাঁহার ধ্বজাগ্রে হেমকেতনলাঞ্ছিত মাতঙ্গ পরিশোভিত হইতেছে, উনি ধৃতরাষ্ট্রাত্মজ শ্রীমান্ দুর্য্যোধন। উনি নিতান্ত যুদ্ধদুর্ম্মদ এবং ক্ষিপ্রকারিতাবিষয়ে দ্রোণাচার্য্যের প্রধান শিষ্য বলিয়া পরিগণিত। তুমি উঁহার সমক্ষে রথ লইয়া যাইবে; আমি উঁহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ করিব।

যাঁহার ধ্বজাগ্রে রমণীয় নাগবন্ধনরজ্জু লম্বমান রহিয়াছে, উনি তোমার পূর্ব্বপরিচিত কর্ণ। উনি সততই আমার সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন; তুমি উঁহার রথসন্নিধানে গমন করিয়া সংগ্রামে সাবধান হইবে। যাঁহার রথে সূর্য্যতারালাঞ্ছিত ধ্বজ ও মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ সুনির্ম্মল আতপত্র পরিশোভিত হইতেছে, যিনি জলধরসন্নিহিত প্রচণ্ড দিবাকরের ন্যায় সৈন্যগণসমক্ষে অবস্থান করিতেছেন, যিনি চন্দ্রার্কসঙ্কাশ সুবর্ণবর্ম্ম ও সুবর্ণশিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়াছেন, উনি আমাদিগের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম। ঐ মহাবীর দুরাত্মা দুর্য্যোধনের একান্ত বশংবদ। আমরা সর্ব্বশেষে উঁহার নিকট গমন করিব। উনি

আমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারিবেন না। আমি যখন উঁহার সহিত সংগ্রাম করিব, তৎকালে তুমি যত্নপূর্ব্বক অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিবে। অনন্তর উত্তর যে-স্থানে কৃপাচার্য্য যুদ্ধ করিবার মানসে অবস্থান করিতেছেন, অর্জ্জুনকে লইয়া তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর কৌরবসেনাসকল তৎকালে বর্ষাকালীন মন্দমারুতসঞ্চালিত জলধর-পটলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তাহাদিগের নিকটে অশ্বারোহিগণ ও তোমরাঙ্কুশনোদিত, মহামাত্রপরিচালিত, বিচিত্র কক্ষবিভূষিত মাতঙ্গসমুদায় শ্রেণী-বদ্ধ হইয়া রহিল।

ঐ সময় ত্রিদিবনাথ শতক্রতু কৃপ ও অর্জ্জুনের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ বিশ্বদেব এবং অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি সুরগণ সমভিব্যাহারে বিচিত্র বিমানে আরোহণপূর্ব্বক আকাশ-পথে অবতীর্ণ হইলেন। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও উরগগণের সহস্র সহস্র সুবর্ণ-স্তম্ভবিভূষিত মণিরত্নখচিত বিমানসমুদায় মেঘবিনির্ম্মুক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তন্মধ্যে দেবরাজের সর্ব্বরত্নবিভূষিত কামচর বিমান সমধিক শোভিত হইল। বসু, রুদ্রপ্রভৃতি ত্রয়-স্ত্রিংশৎ অমর, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, সর্প, মহর্ষি ও পিতৃগণের সমাগমে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। রাজা বসুমনাঃ, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দন, অষ্টক, শিবি, যযাতি, নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু, ভানু, কৃশাশ্ব, সগর ও নল ইঁহারাও তৎকালে গগনমার্গে সমা-গত হইলেন। অগ্নি, ঈশ, সোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্রসেন, অলম্বুস ও তুম্বরুপ্রমুখ গন্ধর্ব্ব-গণের বিমান সমুদায় যথাস্থানে সন্নিহিত রহিল। ফলতঃ তৎকালে সমুদয় অমর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্জ্জুনের সহিত কৌরব-গণের সংগ্রাম সন্দর্শনার্থ তথায় সমুপস্থিত হইলেন।

দিব্য মাল্যের পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত হইয়া উঠিল। দেবগণের বসন, ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্নজাত ইতস্ততঃ শোভমান হইতে লাগিল। পার্থিব ধূলি-পটল তিরোহিত এবং চতুর্দ্দিক্ মরীচি দ্বারা অভিব্যাপ্ত হইল। সমীরণ দিব্য গন্ধ আহরণপূর্ব্বক যোদ্ধাদিগের সেবা করিতে লাগিল। সুরোত্তমগণের সমানীত, নানা রত্নসমুদ্ভাসিত, বিবিধ বিমান দ্বারা গগন-মার্গ অলঙ্কৃত হইয়া অতি বিচিত্র শোভা ধারণ করিল। পদ্মোৎপলমাল্যধারী সুর-রাজ দেবগণে পরিবৃত হইয়া বিমানে অব-স্থানপূর্ব্বক রণস্থলস্থিত স্বীয় পুত্র অর্জ্জু-নকে বারংবার অবলোকন করিয়াও পরি-তৃপ্ত হইলেন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! এ দিকে মহাবীর ধনঞ্জয় কুরুসৈন্যগণ ব্যূহ রচনা করিয়াছে দেখিয়া, উত্তরকে কহিলেন,

রাজপুত্র ! যাহার ধ্বজে ঐ সুবর্ণময়ী বেদী দৃষ্ট হইতেছে, উহার দক্ষিণ দিক্ দিয়া রথ চালন কর, তাহা হইলেই অনায়াসে কৃপের সমীপে সমুপস্থিত হইতে পারিবে। অশ্ববিদ্যাবিশারদ উত্তর অর্জ্জুনের বচনানুসারে মহাবেগে সেই রজতপুঞ্জসন্নিভ উদ্দৃপ্ত বেগবান্ অশ্বগণ সঞ্চালনপূর্ব্বক কুরুসৈন্যগণসমীপে সমুপস্থিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পরে স্বীয় শিক্ষাপ্রভাবে তৎক্ষণাৎ বাম দিক্ দিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক কৌরবসেনাগণকে সম্মোহিত করিলেন এবং অকুতোভয়ে সত্বরে কৃপের সন্নিধানে গমন করিয়া প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলেন।

এইরূপে মহাবীর ধনঞ্জয় কৃপের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আত্মপ্রকাশপূর্ব্বক মহাবেগে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বতের বিদারণশব্দের ন্যায়, অশনিনির্ঘোষের ন্যায়, পার্থের সেই শঙ্খনিনাদে আকাশমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কৌরবগণ কি আশ্চর্য্য ! এই শঙ্খ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আধ্মাত হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না; এই বলিয়া সেই শঙ্খের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের শঙ্খনাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি রোষপরতন্ত্র হইয়া, তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্খ আধ্মাত করিয়া শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক ভয়ঙ্কর জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী সেই বীরদ্বয় শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত কৃপ শাণিত মর্ম্মভেদী দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর পার্থও গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক কৃপের উপর মর্ম্মভেদী নারাচ সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ নিশিত সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত নারাচ সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সাতিশয় অমর্ষপরবশ হইয়া বিচিত্র শরনিকর দ্বারা সমুদায় দিক্ বিদিক্ আচ্ছাদনপূর্ব্বক কৃপের উপর শত শত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন আচার্য্য কৃপ সেই সমুদায় অগ্নিশিখার ন্যায় প্রজ্বলিত নিশিত সায়ক দ্বারা সমাহত হইয়া রোষান্বিত চিত্তে পার্থের উপর দশসহস্র শর বর্ষণ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন। পরে পুনরায় শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অপর দশ বাণ দ্বারা অর্জ্জুনকে বিদ্ধ করিলেন।

তখন মহাবীর ধনঞ্জয় গাণ্ডীব আকর্ষণপূর্ব্বক চারিটি বাণ দ্বারা কৃপের অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ প্রজ্বলিত হুতাশনসদৃশ অর্জ্জুনশরাঘাতে নিতান্ত পীড়িত হইয়া লম্ফ প্রদান করাতে, তিনি রথ হইতে নিপতিত হইলেন। তখন মহাত্মা ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত নিরীক্ষণ করিয়া সম্মান রক্ষার্থ তাঁহার প্রতি শরসন্ধান করিলেন না। পরে কৃপাচার্য্য পুনরায় সত্বরে রথে আরোহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের উপর দশ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন কৃপের বাণাঘাতে সাতিশয় সংক্রুদ্ধ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্লপ্রহারে তাঁহার শরাসন

ছেদন করিয়া মর্ম্মভেদী অপর এক শর দ্বারা তাঁহার বর্ম্মচ্ছেদ করিলেন; কিন্তু তাঁহার শরীরে কোন আঘাত করিলেন না। অর্জ্জুনের বাণে কবচ ছিন্ন হইয়া গাত্র হইতে বিগলিত হওয়াতে আচার্য্য কৃপ নির্ম্মোকনির্ম্মুক্ত ভুজঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন তিনি অন্য এক শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক জ্যা আরোপণ করিলে, মহাবীর অর্জ্জুন অবিলম্বে উহা ছেদন করিলেন। এই রূপে মহাবীর কৃপ যত চাপ গ্রহণ করিলেন, ধনঞ্জয় লঘুহস্ততা প্রযুক্ত তৎসমুদায় ছেদন করিলেন।

বারংবার কার্ম্মুক ছিন্ন হওয়াতে কৃপাচার্য্য ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি অশনির ন্যায় প্রদীপ্ত এক স্বর্ণবিভূষিত শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন নিশিত দশ সায়ক দ্বারা অর্দ্ধপথে সেই শক্তি দশ খণ্ডে ছেদন করিলেন। মহাবীর কৃপ শক্তি ব্যর্থ হইল দেখিয়া, পুনর্ব্বার ধনুগ্রহণপূর্ব্বক নিশিত দশ সায়ক দ্বারা পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। তখন মহাবল পরাক্রান্ত ধনঞ্জয় রোষপরবশ হইয়া কৃপের উপর ত্রয়োদশ শর নিক্ষেপপূর্ব্বক এক বাণে তাঁহার যুগ, চারি বাণে চারি অশ্ব, ছয় বাণে সারথির মস্তক, তিন বাণে তিন বেণু, দুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধ্বজ ছেদন করিলেন। পরে সহাস্য বদনে বজ্রসদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কৃপের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন।

মহাবীর কৃপাচার্য্য এই রূপে ছিন্নশরাসন, বিরথ, হতাশ্ব ও হতসারথি হইয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের প্রতি গদা নিক্ষেপ করিলেন। মহাতেজাঃ ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা সেই গদা প্রতিনিবৃত্ত করিলে, অন্যান্য যোদ্ধৃগণ কৃপের সাহায্যার্থে চতুর্দ্দিক হইতে অর্জ্জুনের উপর শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বিরাটতনয় উত্তর বামদিক্ দিয়া যমকমণ্ডল করিয়া সেই সমুদায় যোদ্ধাদিগকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। ধনুর্দ্ধরগণ তদ্দর্শনে ভীতচিত্তে কৃপকে লইয়া মহাবেগে সে স্থান হইতে পলায়ন করিল।

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! কৃপাচার্য্য অপসারিত হইলে, লোহিতবাহন আচার্য্য দ্রোণ শর ও শরাসন ধারণ করিয়া শ্বেতবাহনের সম্মুখীন হইলেন। জয়শীল অর্জ্জুন কাঞ্চনরথারোহী আচার্য্যকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে কহিলেন, উত্তর! যাঁহার প্রকাণ্ড দণ্ডমণ্ডিত ধ্বজে বহুপতাকালঙ্কৃত কাঞ্চনবেদী সমুচ্ছ্রিত রহিয়াছে, যাঁহার রথে স্নিগ্ধ প্রবালসদৃশ শোণবর্ণ প্রকাণ্ড তুরঙ্গ সকল সংযোজিত আছে, যিনি যোদ্ধৃগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান, রূপবান্, বলবান্, প্রতাপবান্, শুক্রের ন্যায় বুদ্ধিমান্ ও বৃহস্পতির ন্যায় নীতিমান্; বেদচতুষ্টয়, ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দম, সত্য, আর্জবপ্রভৃতি গুণসমূহে বিভূষিত এবং সংহারসমবেত সমুদায় দিব্যাস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদের একমাত্র আধার, উনি ভরদ্বাজনন্দন আচার্য্য দ্রোণ। আমি

উঁহার সহিত সংগ্রাম করিতে অভিলাষ করি; অতএব শীঘ্র রথ চালনা করিয়া আমাকে আচার্য্যসন্নিধানে লইয়া যাও।

বিরাটনন্দন, কুন্তীনন্দনের বাক্যানুসারে দ্রোণরথাভিমুখে হেমভূষণ অশ্বগণকে পরিচালনা করিলেন। যেমন কোন মত্ত মাতঙ্গ অন্য মাতঙ্গের অভিমুখীন হয়, সেই রূপ দ্রোণাচার্য্য সমীপাগত মহারথ কৌন্তেয়ের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। অনন্তর ভেরীশতনিনাদানুকারী শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইল; সমুদায় সৈন্য উদ্ধৃত সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল। শোণিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্ব সকল একত্র হইলে সকলে বিস্মিত হইয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। গুরু ও শিষ্য উভয়েই মহাবীর; উভয়েই মহাবল পরাক্রান্ত; উভয়েই কৃতবিদ্য; উভয়েই দুর্জ্জয় এবং উভয়েই মহানুভব। ঈদৃশ উভয় বীর সংগ্রামমুখে পরস্পর সম্মুখীন হইয়াছেন দেখিয়া, অতি মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাগিল। তখন মহাবাহু ধনঞ্জয় প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে দ্রোণাচার্য্যকে অভিবাদন করিয়া মধুর বাক্যে বিনয়পূর্ব্বক কহিলেন, হে সমরদুর্জ্জয়! আমরা বনবাসী হইয়াছিলাম; এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে উৎসুক হইয়াছি; অতএব আমাদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আপনি প্রথমে প্রহার না করিলে আপনাকে কদাচ প্রহার করিব না; এক্ষণে আপনি তাহা করুন।

অনন্তর দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের প্রতি শর নিক্ষেপ করিলে, তিনি লঘুহস্ততা নিবন্ধন দূর হইতেই তাহা খণ্ড খণ্ড করিলেন। মহাবীর দ্রোণাচার্য্যও তৎক্ষণাৎ পার্থের কোপানল প্রজ্বলিত করিবার জন্যই যেন শরসহস্র দ্বারা তাঁহার রথ ও অশ্বগণ আচ্ছাদিত করিলেন। এই রূপে দ্রোণার্জ্জুনের সমরকৃত্য সমারব্ধ হইল। তাঁহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা; উভয়েই দিব্যাস্ত্রবিশারদ; অতএব উভয়ে শরজাল বর্ষণ করিয়া তত্রস্থ সমস্ত ভূপতি ও অন্যান্য যোদ্ধৃগণকে বিমোহিত করিলেন। তাহারা ধনঞ্জয়কে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিল, "ধনঞ্জয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি দ্রোণাচার্য্যের সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইবে? ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি ভয়ানক! ধনঞ্জয় আচার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন"!

এ দিকে বীরদ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া রোষাবেশে শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে লাগিলেন। জাতক্রোধ ভারদ্বাজ দুর্দ্ধর্ষ শরাসন বিস্ফারিত করিয়া ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত নিশিত শরজালে দিবাকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল। যেমন ধারাধর বৃষ্টিধারায় ধরাধরকে আচ্ছন্ন করে, সেই রূপ মহারথ পার্থ শাণিত শরসমূহে দ্রোণাচার্য্যকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। তিনি প্রফুল্ল চিত্তে গাণ্ডীব গ্রহণপূর্ব্বক সুবর্ণখচিত বিচিত্র শর সমূহ নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার চাপবিনির্ম্মুক্ত শরজালে অদ্ভুত ব্যাপার উপস্থিত হইল। তিনি রথা-

রোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া যুগপৎ চতুর্দ্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। গগনমণ্ডল যেন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। দ্রোণাচার্য্য যেন নীহার-পরিবৃত হইয়া একবারে অদৃশ্য হইলেন। প্রজ্বলিত পাবকপরিবৃত পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়, ধনঞ্জয়ের শরসমূহে আচ্ছাদিত দ্রোণাচার্য্যের রূপও সেই রূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রণবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্থ-শরজালে আচ্ছাদিত দেখিয়া শরাসন বিস্ফারণ করিলেন; তখন তাঁহার আকৃতি অগ্নিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তিনি যখন অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত শরসমূহ প্রতিহত করেন, তখন তাহা হইতে দহ্যমান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি স্বচাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শরসমূহে সমুদায় দিক্ ও সূর্য্যের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তাঁহার কাঞ্চনপুঙ্খ নতপর্ব্ব শরসমূহ সংহত হইয়া গগনমণ্ডলে সমুত্থিত হইলে এক মাত্র দীর্ঘ শর বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল।

এইরূপে তাঁহাদিগের কাঞ্চনপুঙ্খ শরসমূহে গগনমণ্ডল উল্কাপরিবৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তখন তাঁহাদিগের কঙ্কপত্রবিভূষিত শরজাল আকাশবিহারী হংসপংক্তির ন্যায় শোভা ধারণ করিল। বৃত্রাসুরের সহিত পুরন্দরের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল দ্রোণ ও ধনঞ্জয়ের যুদ্ধও সেই রূপ হইতে লাগিল। যেমন করিযুগল বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্রমণ করে; সেই রূপ রণবিশারদ বীরদ্বয় রোষাবিষ্ট হইয়া দিব্যাস্ত্র প্রয়োগপূর্ব্বক পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিলেন।

জয়শীল অর্জ্জুন দর্শকগণের সমক্ষে শরজাল বর্ষণ করিয়া আচার্য্যসমুৎসৃষ্ট শিলাশিত শর সমূহ নিবারণপূর্ব্বক আকাশমণ্ডল আচ্ছাদিত করিলেন। আচার্য্যপ্রধান ভারদ্বাজ উগ্রতেজাঃ অর্জ্জুনকে জিঘাংসাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়া সন্নতপর্ব্ব শর সমূহ দ্বারা তাঁহার শর সমুদায় নিবারণ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। দ্রোণাচার্য্য ঐন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্নেয় অস্ত্রসমুদায় নিক্ষেপ করিবামাত্র বীরবর ধনঞ্জয় স্বীয় অস্ত্র দ্বারা তৎসমুদায় সংহার করিলেন। পর্ব্বতোপরি অনবরত বজ্রপাত হইলে যেরূপ শ্রবণবিদারণ অতি ভীষণ শব্দ সমুত্থিত হয়, অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত শরসমূহ সৈন্যগণের শরীরে নিপাতিত হইয়া সেই রূপ শব্দ উৎপাদন করিতে লাগিল। তখন হস্তী, অশ্ব ও রথসমুদায় শোণিতাক্ত হইয়া কুসুমিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। সৈন্যগণ সংগ্রামে কেয়ূরবিভূষিত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও ধ্বজসকল বিনিপাতিত এবং বীরসকল নিহত হইয়াছে অবলোকন করিয়া একান্ত উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহারা সেই ঘোরতর যুদ্ধে শরাসন কম্পিত করিয়া শরজাল দ্বারা প্রাণপণে পরস্পরকে সমাবৃত ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসাসূচক শব্দ সমুত্থিত হইল এই যে, "ভারদ্বাজ অতি দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন; যে অর্জ্জুন দেব ও দানবগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন, ইনি সেই মহাবীর দৃঢ়মুষ্টি দুর্দ্ধর্ষ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন"! পরে দ্রোণাচার্য্য ধনঞ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা, লঘুহস্ততা ও দূরপাতিতা অবলোকন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

অনন্তর কৌন্তেয় অমর্ষপরিপূরিত চিত্তে গাণ্ডীব ধনুঃ সমুদ্যত করিয়া দুই হস্তে আকর্ষণ করিলেন। তখন সকলে শলভশ্রেণীর ন্যায় তাঁহার বাণবর্ষণ অবলোকনে বিস্মিত হইয়া সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সমীরণও তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। তিনি কোন্ সময়ে শর গ্রহণ করেন ও কোন্ সময়ে নিক্ষেপ করেন, তাহা কেহই অনুভব করিতে পারিল না। তাঁহার গাণ্ডীব হইতে যুগপৎ শতসহস্র বাণ বিনির্গত হইয়া দ্রোণাচার্য্যের রথসমীপে নিপতিত হইয়া আচ্ছাদিত করিল। সৈন্যগণ দ্রোণাচার্য্যকে অর্জ্জুনশরে সমাচ্ছন্ন দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। পুরন্দর এবং তত্রস্থ গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ তাঁহার লঘুহস্ততার প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রথযূথাধ্যক্ষ অশ্বত্থামা মনে মনে মহাত্মা অর্জ্জুনের বলবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া ক্রোধভরে সহসা রথসমূহ দ্বারা তাঁহার গতি রোধপূর্ব্বক বর্ষণশীল পর্জ্জন্যের ন্যায় শরসহস্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন অশ্বত্থামার গতি রোধ করিয়া দ্রোণাচার্য্যকে প্রস্থান করিবার অবকাশ প্রদান করিলেন। ছিন্নবর্ম্ম ছিন্নধ্বজ ক্ষতবিক্ষতকলেবর দ্রোণাচার্য্য বেগগামী তুরঙ্গের সাহায্যে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর অশ্বত্থামা বাণ বৃষ্টি করিতে করিতে মহাবীর অর্জ্জুনের নিকট সমুপস্থিত হইলেন। অর্জ্জুন প্রচণ্ড বাত্যার ন্যায় অশ্বত্থামাকে সমীপবর্ত্তী দেখিয়া অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বোধ হইল যেন, পুনরায় দেবাসুরসংগ্রাম সমুপস্থিত। নভোমণ্ডল শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল; দিনকর আর দৃষ্টিগোচর হয় না। বায়ুসঞ্চার একবারে রুদ্ধ হইয়া গেল; দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চটচটা শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে অর্জ্জুন অশ্বত্থামার অশ্বগণকে সাতিশয় প্রহার করিলে, অশ্বসকল প্রহারবলে একান্ত বিমোহিত হইয়া কোন্ দিকে গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত অশ্বত্থামা সুযোগক্রমে ক্ষুরধার ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের মৌর্ব্বী ছেদন করিলেন। দেবগণ এই অদ্ভুত কার্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা

করিতে লাগিলেন। এ দিকে দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ ও কৃপাচার্য্য ইঁহারাও বারংবার অশ্বত্থামার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। পরে অশ্বত্থামা রুচির শরাসন আকর্ষণ করিয়া পার্থের হৃদয়ে শরাঘাত করিলে পর, তিনি উচ্চস্বরে হাস্য করিয়া বলবীর্য্য সহকারে গাণ্ডীবে অভিনব জ্যা রোপণ করিলেন এবং যাদৃশ যূথপতি হস্তী অপর মত্ত মাতঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি গাণ্ডীব শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক অশ্বত্থামার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল। কৌরবগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে সেই লোমহর্ষণ সংগ্রাম সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পরস্পর প্রজ্বলিত পন্নগের ন্যায় শর প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। অশ্বত্থামা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করাতে অতি শীঘ্রই তাঁহার শরক্ষয় হইল; কিন্তু মহাবীর অর্জ্জুনের তূণীরদ্বয় অক্ষয়; সুতরাং কোন ক্রমেই তাঁহার আর শরক্ষয় হইল না। এই নিমিত্ত তিনি অশ্বত্থামা অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিলেন এবং রণস্থলে অচলের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্যকুমার কর্ণ উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক আকর্ষণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রণস্থলে সহসা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। অর্জ্জুন তখন ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিবামাত্র কর্ণকে সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ দেখিয়া ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন এবং জিঘাংসাপরবশ হইয়া আকেকর নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে কৌরবাধিকৃত পুরুষেরা সত্বরে অশ্বত্থামার বহুসংখ্যক শর আহরণ করিল। অর্জ্জুন রোষকষায়িত লোচনে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধের অভিলাষে তাঁহাকে কহিলেন।

ষষ্টিতম অধ্যায়।

হে কর্ণ! ভূমণ্ডলে তোমার সদৃশ যোদ্ধা নাই বলিয়া তুমি পূর্ব্বে সভামধ্যে সাতিশয় অহঙ্কার প্রকাশ করিয়াছিলে; এক্ষণে যুদ্ধ উপস্থিত; একবার আমার সহিত যুদ্ধ কর; তাহা হইলে তুমি আপনার পরাক্রম জানিতে পারিবে ও অন্যের অবমাননায় আর কদাচ প্রবৃত্ত হইবে না। তুমি ধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক নিরন্তর কেবল পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ; এক্ষণে তোমার এই দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। তুমি আমার অসমক্ষে পূর্ব্বে যে সকল কথা বলিয়াছ, আজি কৌরবগণসমক্ষে আমার নিকট তাহা সম্পন্ন কর। দুরাত্মারা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভামধ্যে যখন নিগ্রহ করিয়াছিল, তখন তুমি তাহাতে বাঙ্নিষ্পত্তি না করিয়া অনায়াসে তাহার সেই দুরবস্থা অবলোকন করিয়াছিলে; আজি তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলাম বলিয়া পূর্ব্বে ক্ষমা করিয়াছি; আজি সমরে সেই ক্রোধের প্রত্যক্ষ ফল অবলোকন করিবে। দুরাত্মন্!

আমি বনে দ্বাদশ বৎসর যে ক্রোধ সংবরণ করিয়াছি; তাহার সমগ্র ফল প্রাপ্ত হইবে। রে দুরাত্মন্ রাধেয়! তুই এক বার আমার সহিত যুদ্ধ কর; কৌরব-সৈনিকেরা প্রত্যক্ষ করুক।

কর্ণ কহিলেন, পার্থ! কথায় যাহা বলিলে; কার্য্যে তাহার অনুষ্ঠান কর; অনর্থ বাক্য ব্যায় করিলে কি হইবে। তোমার বাগাড়ম্বরই সার ইহা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে; তোমার পরাক্রম নিরীক্ষণ করিয়া বিলক্ষণ বোধ হইতেছে; তুমি পূর্ব্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে; তাহা অক্ষমতাপ্রযুক্তই হইয়াছে। তুমি পূর্ব্বে ধর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেমন স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে আমার নিকটেও সেই রূপ বদ্ধ আছ; কিন্তু কেবল অবিমৃষ্যকারিতা প্রযুক্তই আপনাকে বিমুক্ত বোধ করিতেছ। তুমি প্রতিজ্ঞানুসারে বনে বাস করিয়া সাতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ; এই নিমিত্ত তুমি এক্ষণে ক্রোধে অন্ধ হইয়া আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানস করিতেছ; তাহার সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আজি যদি তোমার সাহাষ্যার্থে স্বয়ং দেবরাজ আসিয়া যুদ্ধ করেন; তাহা হইলেও আমার কিছুমাত্র হানি নাই। আমি মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেছি, সমরে অপরিমিত বল বিক্রম প্রকাশ করিতে কদাচ পরাঙ্মুখ হইব না। হে কৌন্তেয়! তোমার এই সমরাভিলাষ অচির কালমধ্যেই নিবৃত্ত হইবে; তুমি যুদ্ধ করিলেই আমার বলবিক্রম অবগত হইতে পারিবে।

অর্জ্জুন কহিলেন, রে রাধেয়! তুই এই মাত্র রণস্থল হইতে পলায়নপূর্ব্বক আপনার জীবন রক্ষা করিয়াছিস্; কিন্তু এ দিকে তোর অনুজ নিহত হইয়াছে। তথাপি তুই সাধুসমাজে আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্; অতএব তোর সমান নির্লজ্জ ও কাপুরুষ আর ভূমণ্ডলে দৃষ্টিগোচর হয় না।

জয়শীল অর্জ্জুন এই কথা বলিতে বলিতে বর্ম্মভেদী বাণ বর্ষণপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইলে, তিনিও তৎক্ষণাৎ প্রহৃষ্ট মনে অর্জ্জুনের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিক্ ঘোরতর শরজালে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার অশ্বগণ বিদ্ধ হইতে লাগিল। অর্জ্জুন অসহমান হইয়া আনতপর্ব্ব নিশিত শরাঘাতে কর্ণের তূণীররজ্জু ছেদন করিলেন। তখন মহাবীর কর্ণ অন্য এক তূণীর হইতে বাণ গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের হস্ত বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার মুষ্টি শিথিল হইল। অনন্তর মহাবাহু অর্জ্জুন কর্ণের শরাসন ছেদন করিলে, তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অর্জ্জুন বাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা নিরাকরণ করিলেন। পরে এককালে অসংখ্য কর্ণসৈন্য প্রচণ্ড বেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি শরাঘাতে সকলকেই শমনসদনে প্রেরণ করিলেন; এবং আকর্ণ শর সন্ধানপূর্ব্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে কর্ণের বক্ষঃস্থলে প্রজ্বলিত সুতীক্ষ্ণ এক শরাঘাত করিলেন। সেই বাণ বর্ম্ম ভেদ করিয়া তাঁহার

শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি বিকলেন্দ্রিয় ও মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন; কিন্তু তখন কি হইল কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে মহাবীর কর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়া দুঃসহ বেদনায় অধীর হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। এ দিকে মহাবীর অর্জ্জুন ও উত্তর উচ্চ স্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ণকে পরাজয় করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে রাজকুমার! যে স্থানে হিরণ্ময় তালবৃক্ষ বিরাজিত রহিয়াছে; যে স্থানে অমরদর্শন শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার মানসে রথারোহণপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতেছেন; ঐ স্থানে লইয়া যাও। তখন বিরাটতনয় উত্তর অনবরত শরজালে জর্জ্জরিত কলেবর ও হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল সৈন্যমণ্ডলী নিরীক্ষণে নিতান্ত ভীত হইয়া অর্জ্জুনকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি আপনার অশ্বগণের রশ্মি সংযত করিয়া রাখিতে নিতান্ত অসমর্থ হইতেছি; আমার সর্ব্বাঙ্গ বিষণ্ণ ও মনঃ একান্ত বিহ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আপনি ও কৌরবগণ যে সমস্ত দিব্য শরজাল প্রয়োগ করিতেছেন; বোধ হয় যেন, তাহার প্রভাবে দশ দিক্ দ্রবীভূত হইতেছে। আমি মেদ, রুধির ও বসাগন্ধে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছি; আজি এই সকল অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া আমার মনঃ সাতিশয় অবসন্ন ও বিবেকশূন্য হইতেছে।

আমি পূর্ব্বে এরূপ বীরসমাগম কদাচ নিরীক্ষণ করি নাই। এক্ষণে সুমহৎ গদাঘাত, শঙ্খধ্বনি, সিংহনাদ, মাতঙ্গবৃংহিত ও অশনিনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার কর্ণকুহর বধির, স্মৃতিভ্রংশ ও চেতনা বিনষ্ট হইয়াছে। আপনাকে অলাতচক্রপ্রতিম গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতে দেখিয়া আমার দৃষ্টি বিচলিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। ক্রোধোদ্ধত ভগবান্ ব্যোমকেশের ন্যায় আপনার এই উগ্রমূর্ত্তি ও অর্গলতুল্য ভুজযুগল অবলোকন করিয়া আমার অন্তঃকরণে অপরিসীম ভয় সঞ্চার হইতেছে। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ করিতেছেন; কখন্ সন্ধান করিতেছেন ও কখনই বা প্রয়োগ করিতেছেন; আমি তাহা কিছুই অনুভব করিতে সমর্থ হইতেছি না। ফলতঃ রণক্ষেত্রে আপনার ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনপূর্ব্বক আমি নিতান্ত বিচেতন হইয়া উঠিয়াছি। বোধ হইতেছে যেন, ভূমণ্ডল নিরন্তর ঘূর্ণিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আর কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ হইলাম।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে উত্তর! তুমি ভীত হইও না; সুবিখ্যাত মৎস্যরাজকুলে উৎপন্ন হইয়া রণস্থলে আশ্চর্য্য কার্য্য সকল সংসাধন করিয়াছ; এক্ষণে কি নিমিত্ত অবসন্ন হইতেছ; ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক পুনরায় অশ্ব সংযত কর; অবিলম্বে

ভীষ্মদেবের সন্নিধানে যাইতে হইবে; আমি তাঁহার মৌর্ব্বী ছেদন করিব। যাদৃশ মেঘ হইতে সৌদামিনীদাম বিনির্গত হইয়া থাকে; তদ্রূপ আজি আমি রণস্থলে দিব্যাস্ত্রজাল বিস্তার করিব। তখন কৌরবগণ আমার এই সুবর্ণ পৃষ্ঠ গাণ্ডীব নিরীক্ষণ করিয়া, উহার দক্ষিণ কি বাম পার্শ্ব হইতে শরনিকর নির্গত হইতেছে; ইহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া নানা-প্রকার তর্ক বিতর্ক করিবে; সন্দেহ নাই।

আজি আমি রথাবর্ত্তবতী, নাগনক্র-শালিনী, অরিনাশিনী, শক্রগণের শোণিত-তরঙ্গিণী আলোড়িত করিব এবং কর, চরণ, শিরঃ, পৃষ্ঠ ও বাহুশাখাসঙ্কুল কুরুকানন অবলীলাক্রমে ছেদন করিব। যেমন অরণ্যমধ্যে দহনোন্মুখ পাবকের গতি অপ্রতিহত হইয়া থাকে; তদ্রূপ যখন আমি একাকী কৌরবসেনা সকল সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইব; তখন কেহই আমার গতি রোধ করিতে পারিবে না। আমি বিচিত্র অস্ত্র শস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়াছি; আজি তুমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। এক্ষণে বন্ধুর প্রদেশে রথ উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাবধানে অবস্থান কর। আজি আমি নভোমণ্ডলগামী অতি বিপুল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিব। পূর্ব্বে আমি দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে শত সহস্র পৌলোম ও কালকঞ্জদিগকে সংহার করিয়াছি; দেবরাজ হইতে দৃঢ় মুষ্টি ও ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে ক্ষিপ্রহস্ততা শিক্ষা করিয়াছি। রুদ্রদেব হইতে রৌদ্রাস্ত্র, বরুণ হইতে বারুণাস্ত্র, অগ্নি হইতে আগ্নেয়াস্ত্র, বায়ু হইতে বায়ব্যাস্ত্র এবং দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বজ্র প্রভৃতি সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র প্রাপ্ত হই-য়াছি। তুমি কদাচ ভীত হইও না; প্রবল বায়ু যেমন শীর্ণ কূলস্থ পাদপ-সমূহকে উন্মূলন করে; তদ্রূপ আজি তোমার সমক্ষে ষষ্টি সহস্র পয়োনিধিপারবর্ত্তী হিরণ্যপুরবাসিগণকে পরাজয় করিয়া কুরু-কুল নির্ম্মূল করিব এবং ধ্বজবৃক্ষশালী, পত্তিতৃণসম্পন্ন, রথিসিংহসমাকীর্ণ কৌরব-বন অস্ত্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিব এবং অসহায় হইয়া আজি সমস্ত কৌরবসেনা এই বাণ সমূহ দ্বারা সংহার করিব।

অনন্তর উত্তর মহাবীর অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত হইয়া ভীষ্মরক্ষিত সেনামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ক্রূরকর্ম্মা ভীষ্ম জিগীষাপরবশ অর্জ্জুনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে, তিনি তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার ধ্বজদণ্ড ছেদন করিলেন।

অনন্তর মহাবল পরাক্রান্ত দুঃশাসন, বিকর্ণ, দুঃসহ ও বিবিংশতি ইঁহারা আসিয়া সহসা অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বারা উত্তরকে বিদ্ধ করিয়া অর্জ্জুনের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন। তখন অর্জ্জুন নিশিতধার শর দ্বারা কার্ম্মুক ছেদন করিয়া পঞ্চ সায়কে তাঁহার অতি বিশাল বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। পরে দুঃশাসন পার্থশরনিপীড়িত ও তৎক্ষণাৎ সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে সে স্থান হইতে অপসৃত হইলেন।

অনন্তর মহাবীর বিকর্ণ অর্জ্জুনের প্রতি অতি তীক্ষ্ণ শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন শাণিত সায়ক দ্বারা অবিলম্বে বিকর্ণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথ হইতে নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ ও বিবিংশতি, বিকর্ণের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের প্রতি অনবরত সুতীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় শর প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে একান্ত জর্জরিত করিয়া তাঁহাদিগের অশ্ব সকল বিনাশ করিলেন। অধিকৃত লোক সকল তাঁহাদিগকে অন্য রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে অপসারিত করিল। তখন অর্জ্জুন অপ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! তখন কৌরবপক্ষীয় সমুদায় মহারথগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয়ও শরজাল দ্বারা তাঁহাদিগকে আচ্ছাদিত করিলেন। অশ্বগণের হ্রেষা, করিকুলের বৃংহিত এবং ভেরী ও শঙ্খের নিনাদ একত্র হওয়াতে এক তুমুল শব্দ সমুপস্থিত হইল। অর্জ্জুননির্ম্মুক্ত শরনিকর অশ্ব ও করি সমুদায়ের দেহ এবং লৌহময় কবচ সকল ভেদ করিয়া বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎকালীন দিবাকর মধ্যাহ্ন সময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল নিক্ষেপ করেন; তদ্রূপ মহাতেজস্বী ধনঞ্জয় রণস্থলে অনবরত বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কৌরবপক্ষীয় রথী সকল রথ হইতে ও অশ্বারোহিগণ অশ্ব হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক ভয়চকিত মনে পলায়ন করিতে লাগিলেন। পদাতিগণ প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। অর্জ্জুনের সুশাণিত শরনিকরে বীর পুরুষগণের তাম্র, রজত ও লৌহময় বর্ম্ম সমুদায় ভিন্ন হওয়াতে কঠোর শব্দ সমুদিত হইতে লাগিল। গতজীবিত গজারোহী, অশ্বারোহী ও রথোপাস্থ হইতে নিপতিত জন সমুদায়ের কলেবরে রণক্ষেত্র একেবারে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তখন বোধ হইতে লাগিল; মহাবীর ধনঞ্জয় শরাসন হস্তে করিয়া যেন নৃত্য করিতেছেন। বজ্রনির্ঘোষসদৃশ গাণ্ডীবনিনাদ শ্রবণে সমুদায় সৈন্য বিত্রস্ত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিল। কুণ্ডলোষ্ণীষশোভিত দিব্য মাল্যবিভূষিত মস্তক সকল রণক্ষেত্রে নিপতিত রহিল। বিশিখচ্ছিন্নকায়, দিব্যাভরণভূষিত কার্ম্মুকসনাথ হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রণস্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সৈন্যগণের মস্তক সমুদায় নিশিত সায়কে ছিন্ন হইয়া নিপতিত হওয়াতে বোধ হইতে লাগিল যেন, আকাশমণ্ডল হইতে শিলাবৃষ্টি হইতেছে।

মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ বৎসর অবরুদ্ধ ছিলেন; এক্ষণে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মহাধনুর্দ্ধরগণ

অর্জ্জুনের শরানলে সৈন্য সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া দুর্য্যোধনের সমক্ষেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া উঠিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় এই রূপে মহারথগণকে ত্রাসিত ও বিদ্রাবিত করিয়া, প্রভূত সৈন্য সংক্ষয় করিয়া রণক্ষেত্রমধ্যে কবচোষ্ণীষসঙ্কুল, শ্বাপদগণনিনাদিত, ক্রব্যাদনিষেবিত, অতি ভয়ঙ্কর শোণিতনদী প্রবাহিত করিলেন; দেখিলে বোধ হয় যেন যুগান্তে কাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহাতে অস্থি সকল শৈবালের ন্যায়, শরাসন সকল ভেলার ন্যায়, মুক্তাহারজাল ঊর্ম্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্বলের ন্যায়, অলঙ্কারনিকর বুদ্বুদের ন্যায়, মাতঙ্গগণ কূর্ম্মের ন্যায়, তীক্ষ্ণ শস্ত্র সকল গ্রাহের ন্যায়, শর সমূহ আবর্ত্তের ন্যায় ও বৃহৎ বৃহৎ রথ সমূহ মহাদ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তৎকালে মহাবীর ধনঞ্জয় যে কখন্ শর গ্রহণ করিতেছেন, কখন্ শর সন্ধান করিতেছেন, কখন্ শর নিক্ষেপ করিতেছেন এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন; ইহা কেহই অবগত হইতে পারিল না।

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, বিবিংশতি, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও মহারথ কৃপাচার্য্য ইঁহারা ধনঞ্জয়কে বধ করিবার নিমিত্ত পুনঃরায় সুদৃঢ় শরাসন বিস্ফারিত করিয়া গমন করিলেন। ধনঞ্জয়ও বিকীর্ণপতাক রথে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহাদিগের প্রত্যুদ্গমন করিলেন। তখন মহারথ কর্ণ ও দ্রোণ অনতিদূর হইতে বর্ষাকালীন জলধরের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ শর সমূহ বর্ষণ করিয়া অর্জ্জুনকে এরূপ আচ্ছাদিত করিলেন যে, তাঁহার কলেবরে দুই অঙ্গুলিমাত্র স্থানও অনাচ্ছন্ন লক্ষিত হইল না।

তখন মহাবীর অর্জ্জুন হাস্য করিয়া গাণ্ডীবে সূর্য্যসঙ্কাশ ঐন্দ্র অস্ত্র সংযোজনা করিলেন। সেই অস্ত্র হইতে আদিত্যের ন্যায় অংশুমালা বিনির্গত হইতে লাগিল। তিনি তখন তাহা দ্বারা সমুদায় কৌরবগণকে সমাচ্ছন্ন করিলেন। গাণ্ডীব শরাসন মেঘমালাবিরাজিত সৌদামিনীর ন্যায়, পর্ব্বতবিকীর্ণ হুতাশনের ন্যায়, অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। যেমন বিদ্যুৎ বৃষ্টিসময়ে জলধরপটলে আবির্ভূত হইয়া সমুদায় দিক্, সমস্ত ধরামণ্ডল ও নভোমণ্ডল বিদ্যোতিত করে; সেই রূপ সমাকৃষ্ট গাণ্ডীব ধনুও দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিল। হস্তী ও রথী সকল মুগ্ধ হইল; ত্যক্তায়ুধ যোদ্ধৃগণ বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং অন্যান্য সৈনিক পুরুষেরা হতচেতন হইয়া সমরপরাঙ্মুখ হইল। এই রূপে সৈন্যগণ সমর পরিহার করিয়া স্ব স্ব জীবিত প্রত্যাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক দিক্ দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল।

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, নরনাথ! তখন কুরুকুলাগ্রগণ্য মহাবীর ভীষ্ম বহুসংখ্যক

যোদ্ধৃগণকে বিনষ্ট হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অতি পরিষ্কৃত মহাশরাসন ও মর্ম্মভেদী সুতীক্ষ্ণ শর সমুদায় গ্রহণপূর্ব্বক মহাবেগে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইলেন। সূর্য্যোদয়ে পর্ব্বতের যেরূপ শোভা হয়; তাঁহার মস্তকোপরি পাণ্ডুবর্ণ আতপত্র থাকাতে তদ্রূপ শোভা হইতে লাগিল। মহাবীর শান্তনুনন্দন শঙ্খনিনাদে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে হৃষ্ট করিয়া দক্ষিণ দিক্ দিয়া গমনপূর্ব্বক পার্থকে আক্রমণ করিলেন। অরাতিনিপাতন অর্জ্জুন ভীষ্মকে সমাগত দেখিয়া তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

তখন মহাবীর ভীষ্ম অর্জ্জুনের ধ্বজে শ্বসমান ভুজঙ্গমের ন্যায় অষ্টশর নিক্ষেপ করিলে, তত্রস্থ কপি ও অন্যান্য জন্তু সকল বিদ্ধ হইল। ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে রোষপরবশ হইয়া সুতীক্ষ্ণ ভল্ল প্রহার করিয়া ভীষ্মের ছত্র ও ধ্বজ ছেদনপূর্ব্বক ভূতলে পাতিত এবং বাণাঘাতে তাঁহার অশ্বগণ, পাষ্ণি ও সারথিকে সংহার করিলেন। ভীষ্ম তাঁহাকে অর্জ্জুন বলিয়া অবগত হইয়াছিলেন; তথাপি তৎকর্তৃক স্বীয় ধ্বজ প্রভৃতি বিনষ্ট হইল অবলোকন করিয়া রোষান্বিত চিত্তে তাঁহার উপর দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনও স্বীয় পিতামহের প্রতি শর সন্ধান করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। পূর্ব্বে বলি ও বাসবের যেরূপ সংগ্রাম হইয়াছিল; এক্ষণে অর্জ্জুন ও ভীষ্মের সেই রূপ তুমুল ও লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। যাবতীয় কৌরবগণ, যোদ্ধৃবর্গ ও সেনা সমুদায় বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন করিতে লাগিলেন। সেই বীর পুরুষদ্বয় কর্তৃক নির্মুক্ত ভল্লনিচয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া বর্ষাকালীন খদ্যোতমালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবীর পার্থ শর নিক্ষেপ সময়ে সত্বরে এক বার বাম ও এক বার দক্ষিণ হস্তে গাণ্ডীব গ্রহণ করাতে উহা অলাতচক্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইয়া উঠিল।

মেঘ যেমন বারিধারায় পর্ব্বতকে সমাচ্ছন্ন করে; তদ্রূপ মহাবীর ধনঞ্জয় শত সায়ক দ্বারা ভীষ্মকে আচ্ছাদিত করিলেন। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শান্তনুতনয় মুহূর্ত্তকালমধ্যে অর্জ্জুনের শরজাল ছেদন করিয়া তাঁহার রথসমীপে পাতিত করিলেন। তখন অর্জ্জুনের রথ হইতে পুনরায় শলভরাজিসদৃশ সুবর্ণপুঙ্খ শরনিকর বিনির্গত হইয়া ভীষ্মের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবীর ভীষ্ম তৎক্ষণাৎ নিশিত শত সায়ক নিক্ষেপ করিয়া তৎসমুদায় নিরাকরণ করিলেন। তখন সমুদায় কৌরবগণ ভীষ্মকে সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, মহাবল পরাক্রান্ত শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কি অসমসাহসিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন! মহাবীর ধনঞ্জয় বলবান্, যুবা, দক্ষ ও লঘুহস্ত। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, দেবকীসুত কৃষ্ণ ও ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ব্যতীত ঐ মহাবীরের সহিত যুদ্ধ করা কাহার সাধ্য!

অনন্তর সেই কুরুবংশাবতংস বীর পুরুষদ্বয় পরস্পর অস্ত্র নিয়োগপূর্ব্বক সমরক্রীড়া করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন। তাঁহারা প্রাজাপত্য, ঐন্দ্র, আগ্নেয়, রৌদ্র, কৌবের, বারুণ, যাম্য ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রয়োগ-পূর্ব্বক সমরাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে সমুদায় বীর বিস্মিত হইয়া কেহ কেহ সাধু পার্থ, কেহ বা সাধু ভীষ্ম বলিয়া তাঁহাদের প্রশংসা করিতে লাগিল এবং কহিল, আমরা মনুষ্যলোকে এতাদৃশ যুদ্ধ কদাচ নয়নগোচর করি নাই। সর্ব্বাস্ত্রবেত্তা ভীষ্ম ও অর্জ্জুন এই রূপে স্ব স্ব পরাক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক অস্ত্রযুদ্ধ করিলেন।

অনন্তর শরযুদ্ধ আরম্ভ হইল। অর্জ্জুন ক্ষুরধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদন করিলে, তিনি তখন ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্য চাপ গ্রহণ ও তাহাতে জ্যারোপণ-পূর্ব্বক অর্জ্জুনের প্রতি বহুসংখ্যক শর সন্ধান করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুনও তাঁহার উপর নিশিত শর সমুদায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ দুই মহাবল পরাক্রান্ত বীর পুরুষ এরূপ সত্বরে বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি অধিকতর লঘুহস্ত, তাহার কিছুমাত্র বিশেষ বোধগম্য হইল না। তাঁহারা পরস্পর অনবরত শর নিক্ষেপ করাতে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে তত্রস্থ সমুদায় লোক বিস্মিত ও চকিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন মহাবীর অর্জ্জুন ভীষ্মের রথরক্ষকগণকে নিহত ও পাতিত করিলেন। তাঁহার গাণ্ডীবনির্ম্মুক্ত কনকপুঙ্খবিভূষিত শর সমুদায় আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া হংসপংক্তির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

বাসবপ্রমুখ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ সকল অবলোকন করিতে লাগিলেন। প্রতাপশালী গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন পার্থের বিক্রম দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া দেবরাজকে কহিলেন, মহাশয়! ঐ দেখুন, পার্থনির্ম্মুক্ত দিব্যাস্ত্র সকল যেন সংহত হইয়াই ধাবমান হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! পার্থের কি শিক্ষানৈপুণ্য! মনুষ্যমধ্যে আর কেহই ঐ সমুদায় পুরাতন মহাস্ত্রের প্রয়োগ পরিজ্ঞাত নহে। মহাবল পরাক্রান্ত পার্থ যে কখন্ বাণ গ্রহণ করিতেছেন, কখন্ বাণ সন্ধান করিতেছেন, কখন্ বাণ পরিত্যাগ করিতেছেন; এবং কখনই বা গাণ্ডীব আকর্ষণ করিতেছেন; তাহা কিছুমাত্র লক্ষিত হইতেছে না। সৈন্যগণ মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের ন্যায় অর্জ্জুন ও ভীষ্মকে অবলোকন করিতে সমর্থ হইতেছে না। উঁহারা উভয়ে সমান বিশ্রুতকর্ম্মা, তীব্রপরাক্রম ও দুর্জ্জয়। সুররাজ ইন্দ্র চিত্রসেনের মুখে মহাবীর অর্জ্জুন ও ভীষ্মের প্রশংসা শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া উঁহাদিগের মস্তকে দিব্য পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শান্তনুনন্দন ভীষ্ম অর্জ্জুনের বাম পার্শ্বে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় তদ্দর্শনে সহাস্য বদনে

তীক্ষ্ণধার সায়ক দ্বারা ভীষ্মের শরাসন ছেদনপূর্ব্বক তাঁহার বক্ষঃ স্থলে দশ বাণ বিদ্ধ করিলেন। মহাবাহু শান্তনুতনয় অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথকূবর ধারণপূর্ব্বক বহু ক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া উপদেশ বাক্য স্মরণপূর্ব্বক রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া সত্বরে পলায়ন করিলে, রাজা দুর্য্যোধন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রচণ্ড সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া সহসা অর্জ্জুনের সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া সমরাঙ্গনচারী ধনঞ্জয়ের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন। অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হইয়া এক শৃঙ্গসম্পন্ন নীল পর্ব্বতের শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সুবর্ণপুঙ্খশোভিত ভল্লাস্ত্র একান্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অনন্তর মহাবীর্য্য অর্জ্জুন ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া গাণ্ডীব শরাসনে বিষাগ্নিসদৃশ শর সন্ধান করিয়া দুর্য্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্য্যোধনও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শর ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহাদের ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসন্নিভ এক মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া মহাবেগে অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুন সেই মাতঙ্গের কুম্ভমণ্ডল লক্ষ্য করিয়া আকর্ণ সন্ধানপূর্ব্বক এক শর পরিত্যাগ করিলেন। যেমন দেবরাজবিসৃষ্ট বজ্র পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ করে; তদ্রূপ অর্জ্জুনশর সেই করিবরের কুম্ভদেশ বিদারণপূর্ব্বক পৃথিবীতে প্রবেশ করিল। তখন সেই নাগরাজ নিতান্ত ব্যথিত ও কম্পিতকলেবর হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূপৃষ্ঠে নিপতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদ্দর্শনে বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহসা সেই করিরাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুত পদ সঞ্চারে এক শত অষ্ট পদ গমন করিয়া বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন সেই রূপ আর একটি শর দ্বারা দুর্য্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃগণের প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোদ্ধৃগণ অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষতকলেবর হইয়া সত্বরে তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্য্যোধন এই অদ্ভুত ব্যাপার সকল অবলোকন ও শ্রবণ করিয়া সহসা অর্জ্জুনশূন্য প্রদেশে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জ্জুন সেই ভীমরূপী বাণবিদ্ধ রুধিরোক্ষিতকলেবর দুর্য্যোধনকে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে দেখিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক কহিলেন, হে দুর্য্যোধন! তুমি সমরভূমি হইতে পলায়ন করিয়া কি নিমিত্ত মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ?

দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই এবং তন্নিমিত্ত তূর্য্যও সমাহত হয় নাই। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিদেশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে আগমন করিয়াছি; অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও; সেই সকল পূর্ব্ব কার্য্য একবার স্মরণ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ; তখন ভূমণ্ডলে তোমার দুর্য্যোধন নামটি নিতান্ত নিষ্ফল হইল, ঐ নামের আর গৌরব রহিল না। আজি তোমার অগ্র পশ্চাৎ কোন রক্ষক নিরীক্ষণ করিতেছি না; অতএব তুমি সত্বরে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যেমন মত্ত মাতঙ্গ অঙ্কুশাঘাতে প্রতিনিবৃত্ত হয়; সেই রূপ পলায়নোন্মুখ দুর্য্যোধন মহাত্মা অর্জ্জুনের বাক্যে আহূত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। ভুজঙ্গ যেমন পদাঘাত সহ্য করিতে পারে না; তদ্রূপ অর্জ্জুনের তিরস্কার তাঁহার নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। হেমমালী কর্ণ তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষত বিক্ষত গাত্র সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তর দিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিল। মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্য্যোধনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক অতি শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। হংস যেমন উদয়োন্মুখ মেঘরাজির সম্মুখীন হয়; সেই রূপ তরস্বী ধনঞ্জয় মহাপ্রবাহসদৃশ সেই সেনানিচয়কে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। যেমন ঘনঘটা পর্ব্বতোপরি বারিধারা বর্ষণ করে; সেই রূপ কৌরবসেনা অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া শর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অস্ত্র দ্বারা কৌরব অস্ত্র সকল প্রতিহত করিয়া, অনিবার্য্য সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত ও শর সমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আধ্মাত করিলে, দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক এক বারে চেষ্টাশূন্য হইয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিল; তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে কহিলেন, হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে; অতএব তুমি সত্বর হইয়া দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্ল বস্ত্রদ্বয়, কর্ণের পীত বস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্য্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় অপহরণ কর। ভীষ্ম এই অস্ত্রের প্রতিঘাতকৌশল অবগত আছেন; বোধ হয়, উনি চেতনাশূন্য হন নাই; অতএব উঁহার অশ্বগণকে বাম দিকে রাখিয়া সতর্কতাপূর্ব্বক গমন করিতে হইবে।

মহাত্মা বিরাটপুত্র রশ্মি পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারথিগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্ব রথে আরোহণ করিলেন। অনন্তর সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে, তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রম করিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময়ে তরস্বী ভীষ্ম পুরুষপ্রবীর অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন। অর্জ্জুন এই রূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করিয়া রথবৃন্দ হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালানিঃসৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞা লাভ করিয়া দেখিলেন, সুরেন্দ্রকল্প সব্যসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন; তখন দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উঁহাকে এরূপ আহত করুন যে, আর বিমুক্ত হইতে না পারে।

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া কহিলেন, দুর্য্যোধন! এতক্ষণ তোমার বলবুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা যখন হতচেতন হইয়া সমুদায় বাণ ও বিচিত্র ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়াছিলে; তখন মহাবীর পার্থ নৃশংসকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; ইঁহার মনঃ কদাচ পাপ কর্ম্মে সংসক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য লাভ হইলেও ইনি স্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্তই এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে প্রস্থান কর; অর্জ্জুন গোধন সকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থ বিঘাত না হয়; এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।

অমর্ষপরবশ দুর্য্যোধন পিতামহমুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাভীষ্ট বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারিতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হুতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া, দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে অবলোকন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে মুহূর্ত্ত কাল শর দ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও মান্যতম কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীবঘোষে সমস্ত লোক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খনিনাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারা সমুদায় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাটপুত্রকে কহিলেন,

উত্তর! এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর; তোমার পশু সকল প্রত্যাহৃত হইয়াছে; উহারা অগ্রে গমন করুক; পশ্চাৎ তুমি হৃষ্ট চিত্তে গমন করিবে।

অন্তরীক্ষে দেবগণ কুরুগণের সহিত অর্জ্জুনের অদ্ভুত যুদ্ধ অবলোকন-পূর্ব্বক মনে মনে তদ্বিষয়ের আন্দোলন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! বৃষভলোচন ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন। তখন ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর কতক গুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কহিল, আমরা আপনার কি করিব, অনুমতি করুন। অর্জ্জুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি; তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই; তোমরা পরম সুখে প্রস্থান কর; আমি কদাচ আর্ত্ত ব্যক্তির প্রাণ হিংসা করি না।

সৈনিকগণ অর্জ্জুনের অভয় বাক্য শ্রবণ করিয়া কীর্ত্তিবর্দ্ধন ও আয়ুঃপ্রদ আশীর্ব্বাদ প্রয়োগে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল। অনন্তর ধনঞ্জয় বিনিবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বিরাট নগরাভিমুখে গমন করিলে, কৌরবগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

এই রূপে মহাবীর অর্জ্জুন মেঘসঙ্কাশ কুরুসৈন্যগণকে অপসারিত করিয়া উত্তরকে কহিলেন, তাত! পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন; তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে; কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না; তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়বশতঃ তোমার পিতার প্রাণ নাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকটে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।

উত্তর কহিলেন, মহাশয়! আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন; আমি যে তাহা সম্পাদন করি; ঈদৃশ সামর্থ্য নাই; তবে এই মাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন; তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

এই রূপ কথোপকথনের পর শরবিক্ষতশরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী সেই শমীতরুসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তখন বহ্নিপ্রতিম মহাকপি ভূতগণও দৈবী মায়াসমভিব্যাহারে স্বর্গে গমন করিলেন; স্যন্দনে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের সমরবিবর্দ্ধন আয়ুধ, তূণ ও শর সমুদায় পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিলে, মহাত্মা ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণী বন্ধনপূর্ব্বক বৃহন্নলারূপে রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর পার্থ সারথি-সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে ফাল্গুন উত্তরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রাজপুত্র! অবলোকন কর, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিল পান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্ত চিত্তে নগরে গমনপূর্ব্বক প্রিয় সংবাদ প্রদান ও তোমার বিজয় ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্নে গমন করিব। উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যে ত্বরমান হইয়া দূতগণকে আজ্ঞা করিলেন, তোমরা নগরে গমনপূর্ব্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহৃত হইয়াছে, প্রচার কর। অনন্তর বিজয়পরিতৃপ্ত উত্তর ও পার্থ পূর্ব্বোৎসৃষ্ট স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এ দিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষণ্ণ বদনে দীন মনে হস্তিনা নগরে গমন করিলেন।

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক প্রভূত ধন ও সমস্ত গোধন অধিকার করিয়া পাণ্ডবচতুষ্টয়ের সহিত হৃষ্ট মনে স্ব নগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিগণ ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। বিরাট তাঁহাদিগকে প্রতিনন্দন করিয়া বিদায় প্রদানপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে? তখন তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে কহিল, মহারাজ! ভীষ্ম, কৃপ ও কর্ণ প্রভৃতি মহারথ কৌরবগণ আপনার উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে, শ্রবণ করিবামাত্র রাজকুমার অতিমাত্র ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে কেবল সহস সহকারে বিজয় লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। বিরাটরাজ এই কথা কর্ণগোচর করিয়া একান্ত সন্তপ্ত মনে মন্ত্রিগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিগণ! আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্ত্তদিগের প্রস্থানসংবাদ শ্রবণ করিয়া সে স্থানে কদাচ অবস্থান করিবেন না; যাহা হউক, যাহারা আমার রণস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে; এক্ষণে সেই সকল যোদ্ধৃগণ উত্তরের প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিপুল সৈন্যমণ্ডলী-সমভিব্যাহারে যাত্রা করুক।

এই রূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রয়াণের অনুমতি প্রদান করিয়া কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা ত্বরায় কুমার জীবিত আছে কি না, এই সংবাদ অবগত হইয়া আমার কর্ণগোচর কর; বোধ হইতেছে, যখন ক্লীব সারথি হইয়া তাহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছে; তখন সে কদাচ জীবিত নাই। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, মহা-

রাজ! আজি বৃহন্নলা রাজকুমারের সারথ্য স্বীকার করিয়া গমন করিয়াছে; অতএব অন্য কেহ আপনার গোধন হরণ করিতে পারিবে না। আজি আপনার আত্মজ সেই, একমাত্র সারথির সহায্যেই দেব, দানব, যক্ষ, সিদ্ধ ও সমস্ত কৌরবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

এই অবসরে দূত সকল রাজসভায় সমুপস্থিত হইয়া রাজকুমার উত্তরের বিজয়সংবাদ নিবেদন করিল। তখন মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন সকল গ্রহণ করিয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন। তখন রাজা যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ! আজি ভাগ্যবলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সকল আনীত হইয়াছে; যাহা হউক, আপনার আত্মজ যে, কৌরবগণকে পরাজয় করিয়াছেন; ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে; কারণ বৃহন্নলা যাহার সারথি; নিশ্চয়ই তাঁহার জয় লাভ হইয়া থাকে।

অনন্তর বিরাট নৃপবর হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, এক্ষণে রাজপথে পতাকা সকল উড্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা কর। যোদ্ধা, অলঙ্কৃত গণিকা, বালক ও বাদকেরা উত্তরের প্রতিগমন করুক। অধিকৃত লোকেরা মত্ত বারণে আরোহণ করিয়া চতুষ্পথে জয় ঘোষণা করুক; আর উত্তরা উজ্জ্বল বেশ বিন্যাস করিয়া কুমারীগণ সমভিব্যাহারে সত্বরে উত্তরকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করুক।

তখন রাজার আদেশক্রমে ভেরী, তূরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল; প্রমদারা উজ্জ্বল বেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল; সূত ও মাগধ সকল রাজকুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বিনির্গত হইল। তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্ল মনে সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সৈরিন্ধ্রি! এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর; আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব। অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মহারাজ! শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা নিতান্ত অন্যায্য ও গর্হিত; আজি আপনাকে সাতিশয় সন্তুষ্ট দেখিতেছি; অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যূতক্রীড়া করিব না; যদি অভিলাষ হয় বলুন, আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক! যদি আমার অভিলষিত দ্যূতক্রীড়াই না হইল; তবে অকিঞ্চিৎকর স্ত্রী, গো, হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার প্রয়োজন কি? দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্ব প্রদান করিলেও আমার কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না; অতএব আইস, আমরা উভয়ে ক্রীড়া করি। কঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! বহু দোষাকর দ্যূতক্রীড়া করিয়া আপনার কি উপকার দর্শিবে? বরং উহা পরিত্যাগ করাই বিধেয়। যোধ,

হয়, আপনি শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণ্ডু-নন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্যূতাসক্ত হইয়া সমস্ত রাজ্য ও অমরোপম ভ্রাতৃ-গণকে হারিয়াছেন ; অতএব দ্যূতক্রীড়া আমার নিতান্ত অপ্রীতিকর। অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, বলুন, আমি এই ক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইব।

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ রাজা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, কঙ্ক ! আজি আমার আত্মজ মহাবীর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজয় করিয়াছে। যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! বৃহন্নলা যাঁহার সারথি ; সংগ্রামে অবশ্যই তাঁহার জয় লাভ হইবে। মৎস্যরাজ বারংবার এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া কহিলেন, হে কঙ্ক ! আমার পুত্র উত্তর ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরব-গণকে কি নিমিত্ত পরাজয় করিতে অসমর্থ হইবে ? তুমি আমার পুত্রের সমান ক্লীবের প্রশংসা করিলে ; তোমার বাচ্যা-বাচ্য জ্ঞান নাই ; তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ; যাহা হউক, আজি বয়স্যভাব প্রযুক্ত তোমার এই অপ-রাধ মার্জ্জনা করিলাম ; কিন্তু যদি জীবিত লাভের অভিলাষ থাকে ; তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ কহিও না।

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্য্যো-ধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং সুরসমূহপরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণ-স্থলে উপস্থিত হন ; তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার তুল্য বাহুবলসম্পন্ন আর কেহ হয় নাই ও হইবে না ; ঘোরতর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাঁহার মনোমধ্যে সাতিশয় হর্ষসঞ্চার হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় ; তাহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে জয় লাভ না করিবে ?

বিরাট কহিলেন, কঙ্ক ! আমি বারং-বার তোমাকে নিষেধ করিতেছি ; তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিতেছ না ; বোধ হইতেছে, নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না ; যাহা হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। মৎস্যরাজ এই রূপ ভর্ৎসনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখ-মণ্ডলে অক্ষাঘাত করিবামাত্র তাঁহার নাসিকা হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল ; কিন্তু এ রুধিরধারা ধরাতল স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ব-বর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি এক বার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভি-প্রায় অবগত হইয়া বারিপূর্ণ এক সুবর্ণ-পাত্রে সেই শোণিতধারা ধারণ করিলেন।

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ পবিত্র গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রী পুরুষগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা

করিতে লাগিল। এই রূপে রাজকুমার স্বীয় ভবনদ্বারে সমুপস্থিত হইয়া পিতাকে সংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্ত দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন। দ্বারী রাজপুত্রের আদেশানুসারে সত্বরে মৎস্যরাজসমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা-সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

মৎস্যরাজ পুত্রের আগমনবার্ত্তা শ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, দ্বারপাল! সত্বরে উত্তর ও বৃহন্নলাকে আনয়ন কর; উহাদিগকে অবলোকন করিতে আমার নিতান্ত অভিলাষ হইতেছে। তখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দ্বারবানের কর্ণকুহরে কহিলেন, তুমি একাকী উত্তরকে আনয়ন কর; বৃহন্নলা যেন এস্থানে আগমন না করে। মহাবাহু বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, "সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত নিষ্কাষণ বা আমার অঙ্গ ক্ষত করিবে; সে তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবে না"; অতএব বৃহন্নলা যদি এস্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত সন্দর্শন করে; তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য, বল ও বাহনের সহিত সংহার করিবে।

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণ বন্দন করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত কলেবরে ব্যগ্র চিত্তে একান্তে ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন; সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া সত্বরে পিতাকে কহিলেন, মহাশয়! কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল?

বিরাট কহিলেন, বৎস! আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিল; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উহাকে প্রহার করিয়াছি।

উত্তর কহিলেন, মহারাজ! আপনি ইঁহাকে প্রহার করিয়া নিতান্ত অকার্য্য করিয়াছেন; শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ দারুণ ব্রহ্মবিষে সমূলে নির্ম্মূল হইবেন; তাহার সন্দেহ নাই।

মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য শ্রবণানন্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তিনি কহিলেন, মহারাজ! আমি অনেক ক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি; আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে নিপতিত হইত; তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বিনষ্ট হইতে; তোমার রাজ্যও উৎসন্ন হইয়া যাইত; তুমি আমাকে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে; কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত তোমার অণুমাত্রও অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত,

অপনীত হইলে, বৃহন্নলা তথায় প্রবেশপূর্ব্বক বিরাট ও তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই সংগ্রামসমাগত উত্তরকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হে বৎস! তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি; তোমার সমান পুত্র আমার আর হয় নাই ও হইবে না। যিনি অহোরাত্র যুদ্ধ করিয়া কদাচ শ্রান্ত বা ক্লান্ত হন না; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! এই মনুষ্যলোকে যাঁহার সমকক্ষ যোদ্ধা বিদ্যমান নাই; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর ভীষ্মের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যিনি সর্ব্বাস্ত্রবিশারদ; যিনি যাদব, কৌরব ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণের আচার্য্য; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দ্রোণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যিনি সমস্ত অস্ত্রধারীর অগ্রগণ্য; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর অশ্বত্থামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যাঁহাকে নিরীক্ষণ করিলে হৃতসর্ব্বস্ব বণিকের ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কৃপের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যিনি শর দ্বারা পর্ব্বত বিদীর্ণ করিতে পারেন; তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর দুর্য্যোধনের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে! যাহা হউক, বলশালী কৌরবগণ আমার যে সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল; তুমি আমিষহর ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাদিগকে দূরীকৃত করিয়া তৎ সমুদায় প্রত্যাহৃত করিয়াছ; অতএব অরাতিগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং সুখসেব্য অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে; সন্দেহ নাই।

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সকল বিপক্ষকে পরাজয় করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই; এক দেবপুত্র ঐ সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন; আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম; তিনি আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি একাকী শর সমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রথীকে সমরপরাঙ্মুখ করিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে, সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, "কুরুরাজ! কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনানগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে স্বীয় বলবীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক সংগ্রাম করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা কর; তুমি পলায়ন করিলেও কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব আজি যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; যদি তাহাতে জয় লাভ কর; তবে সমুদায় মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য সংস্থাপন করিবে; আর যদি নিহত হও; তাহা হইলেও পরলোকে স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে; সন্দেহ নাই"।

মানধন দুর্য্যোধন দেবপুত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া সচিবগণ-সমভিব্যাহারে অশনিসদৃশ শরনিকর নিক্ষেপ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও উরুকম্প হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহসদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীকে পরাজয় করিলেন; পরিশেষে অসংখ্য শরনিকর প্রহার দ্বারা সমুদায় কুরুগণ ও তাঁহাদিগের সৈন্য সমূহকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন অপহরণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শার্দ্দূল অনায়াসে বনচর মৃগগণকে বশীভূত করে, তদ্রূপ সেই মহাবল পরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্প কালমধ্যেই সসৈন্য কৌরবগণকে পরাজয় করিলেন।

বিরাট উত্তরের বাক্য শ্রবণানন্তর কহিলেন, বৎস! যে দেবপুত্র কৌরবগণের নিকট হইতে আমার গোধন ও তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁহাকে দর্শন ও অর্চ্চনা করিতে নিতান্ত অভিলাসী হইয়াছি।

উত্তর কহিলেন, হে তাত! তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন; কল্য হউক বা পরশ্বই হউক; পুনরায় আবির্ভূত হইবেন। তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বিরাটরাজের আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার সমীপে গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই অপহৃত বস্ত্র সমুদায় প্রদান করিলেন। রাজপুত্রী মহামূল্য বিবিধ নূতন বসন প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ধনঞ্জয় বিরাটপুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরসমীপে নিবেদন করিলেন; পরিশেষে পঞ্চ ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্ট মনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গোহরণ পর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বৈবাহিক পর্ব্বাধ্যায়।

সপ্ততিতম অধ্যায়।

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানানন্তর শুক্ল বসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাটরাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। যেমন মদমত্ত মাতঙ্গগণ দ্বারদেশে সুশোভিত হয়, যেমন গৃহমধ্যে অগ্নি সকল অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে, সেই রূপ মহাতেজাঃ পাণ্ডবগণ তথায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভায়,

আগমন পূর্ব্বক পাবকসন্নিভ পাণ্ডবগণকে নয়নগোচর করিয়া রোষাভিভূত হইলেন। পরে মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দেবগণপরিবৃত দেবরাজসদৃশ যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে কঙ্ক! আমি তোমাকে দ্যূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে কি নিমিত্ত অলঙ্কত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে?

অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে পরিহাস বাসনায় কহিলেন, হে রাজন্! এই মহাতেজাঃ দেবরাজের অর্দ্ধাসনে আরোহণ করিবার উপযুক্ত; ইনি অতি বদান্য, মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিশালী; এই ধরামণ্ডলে ইঁহা অপেক্ষা অস্ত্রবেত্তা আর কেহই নাই। ইনি পৌর ও জানপদগণের প্রীতিপাত্র; ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজের সমকক্ষ; মহাতেজাঃ মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক; ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির; ইঁহার কীর্ত্তি সমুদিত সূর্য্যপ্রভার ন্যায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিয়াছে। ইনি যৎকালে কুরুমণ্ডলে অধিবাস করিতেন, তখন দশ সহস্র মত্ত মাতঙ্গ, ত্রিংশৎ সহস্র অশ্বসংযোজিত ও সুবর্ণমণ্ডিত রথ ইঁহার অনুযাত্র ছিল; যেমন ঋষিগণ পুরন্দরের উপাসনা করেন, তদ্রূপ মণিকুণ্ডলমণ্ডিত অষ্ট শত সূত মাগধগণের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহার স্তুতিবাদ করিত; যেমন অমরগণ সর্ব্বদা কিঙ্করের ন্যায় কুবেরের উপাসনা করে, সেই রূপ কুরু ও রাজগণ ইঁহার উপাসনা করিত; ইনি স্বাধীন ও পরাধীন সমুদায় মহীপালকেই বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন; অষ্টাশীতি সহস্র স্নাতক ইঁহার নিকটে জীবিকা লাভ করিত; ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু, অন্ধ ও প্রজাগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন; ইনি দান্ত ও জিতক্রোধ; ইঁহার শ্রী ও প্রতাপে দুর্য্যোধন, তাহার অনুচরগণ, কর্ণ ও শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত হইতেছে। এই রূপ অসীম গুণসম্পন্ন রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না?

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাট কহিলেন, যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির; তাহা হইলে ইঁহার ভ্রাতা ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এবং সহধর্ম্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন; ইহা ত কেহই অবগত নহে।

অর্জ্জুন কহিলেন, হে নরাধিপ! যিনি আপনার সূপকারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বল্লব নামে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; তিনি এই ভীমপরাক্রম ভীম। ইনি দ্রৌপদীর নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে ক্রোধবশ যক্ষগণকে বধ করিয়া দিব্য সৌগন্ধিক কুসুম সকল আহরণ করিয়াছিলেন। যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন; ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব। ইনি আপনার অন্তঃপুরে ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও বরাহগণকে হনন করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্বপাল; তিনি এই নকুল এবং যিনি

আপনার গোপালক; তিনি এই সহদেব। ইঁহারা পরম রূপবান্ ও প্রত্যেকে সহস্র যোদ্ধার সমকক্ষ। এই অলোকসামান্য রূপসম্পন্না পতিপরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদ-নন্দিনী। কীচকগণ ইঁহার নিমিত্তই নিহত হইয়াছে। আর আমিই ভীম-সেনের অনুজ ও নকুল সহদেবের পূর্ব্বজ অর্জ্জুন; আপনি আমার বৃত্তান্ত সম্যক্ রূপে শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজন্! সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অব-স্থিতি করে, সেই রূপ আমরা আপনার আলয়ে পরম সুখে অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।

অর্জ্জুনের পরিচয়প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে, বিরাটতনয় উত্তর পুনরায় তাঁহা-দিগের পরিচয় প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাত! এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ, উন্নতনাসাসম্পন্ন ও লোহিতায়তনেত্র পুরুষকে দেখিতেছেন; ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গ-গামী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন; ইনি বৃকোদর। ইঁহার পার্শ্বে যে বারণযূথপতিসদৃশ, সিংহের ন্যায় উন্নতস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর, যুবা দণ্ডায়-মান আছেন; ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্রসদৃশ দুইটী পুরুষ রাজা যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া উপবিষ্ট আছেন; মনুষ্যলোকে যাঁহা-দিগের রূপ, লাবণ্য, বল, বিক্রম ও সুশী-লতার তুলনা নাই; ইঁহারাই নকুল ও সহদেব। আর ঐ মূর্ত্তিমতী পার্ব্বতীর ন্যায়, স্নিগ্ধদর্শন ইন্দীবরের ন্যায়, মনো-হারিণী সুরকামিনীর ন্যায়, বিগ্রহবতী লক্ষ্মীর ন্যায় যে রমণী ইঁহাদিগের পার্শ্বদেশে উপবেশন করিয়া আছেন; ইনিই দ্রুপদ-নন্দিনী কৃষ্ণা।

এই রূপে রাজকুমার উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে অর্জ্জুনের বলবিক্রম বর্ণন করিতে লাগিলেন। ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর ন্যায় অরাতিগণকে নিপাতিত করিয়াছেন; এবং রথ সমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধ চিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছিলেন; প্রকাণ্ডকলেবর মাতঙ্গগণ ইঁহারই একমাত্র বাণে আহত হইয়া বিশাল দশনদ্বয় ধরাতলে প্রোথিত করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; ইনিই গোসমস্ত প্রত্যানীত ও কৌরব-গণকে পরাজিত করিয়াছেন; ইঁহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।

মৎস্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করি-বার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে; অতএব যদি তোমার মত হয়, বল, আমি এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।

উত্তর কহিলেন, আমার মতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয়; এবং প্রকৃত সময়ও সমুপস্থিত হইয়াছে; অত-এব সৎকারোচিত মহাভাগ পাণ্ডবগণকে পূজা করুন।

বিরাট কহিলেন, আমিও শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলাম; ভীমসেন আমাকে মুক্ত করিয়া গোধন সকল প্রত্যানয়ন

করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা ইঁহাদিগেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু কহিয়াছি; বোধ হয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎসমুদায় ক্ষমা করিবেন; তাহার সন্দেহ নাই। বিরাটরাজ এই কথা কহিয়া প্রফুল্ল বদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ড, কোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন; এবং কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিয়া অর্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মস্তক আঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। অনন্তর রাজা বিরাট প্রীতিপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহাভাগ! ভাগ্যক্রমে আপনারা নির্ব্বিঘ্নে অরণ্য হইতে আগমন এবং দুরাত্মাদিগের অজ্ঞাতসারে অবস্থান করিয়াছেন। আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে; আপনারা নিঃশঙ্ক চিত্তে তৎ সমুদায় প্রতিগ্রহ করুন। সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা; এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে কহিলেন, হে রাজন্! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত সমুচিত; অতএব আজি আমি স্নুষার্থ আপনার কন্যাকে গ্রহণ করিলাম।

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

বিরাটরাজ কহিলেন, পাণ্ডবপ্রবীর! আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?

অর্জ্জুন কহিলেন, মহাশয়! আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতাম; তিনি কি রহস্য, কি প্রকাশ্য সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন; আমি তাঁহাকে পরম প্রযত্ন সহকারে নৃত্য গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া, তিনিও আমাকে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এই রূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি; এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি; তাহা হইলে আপনার ও অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দ্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্রবধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি কোন সন্দেহ করিতে সমর্থ হইবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাপবাদকে অত্যন্ত ভয় করি; অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমারসদৃশ, অস্ত্রকোবিদ আমার পুত্র অভিমন্যু আপনার

জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।

বিরাটরাজ কহিলেন, হে কৌন্তেয়! আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ; উত্তরার পাণি-গ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিলাম, তখন আমার সমুদায় কামনা সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধ-বন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসু-দেবকে এই সংবাদ অবগত করিলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, পাণ্ডব-গণ বিরাট নগরে অবস্থান করিতেছেন; ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জ্জুন জনার্দ্দন, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূত প্রেরণ করিলেন। কাশীরাজ ও শৈব্য যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদও অক্ষৌহিণী-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন তাঁহার সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন; ইঁহারা সকলেই অক্ষৌহিণী-নায়ক, যাগশীল ও বেদাধ্যয়নসম্পন্ন। পরম ধার্ম্মিক বিরাট নানা দিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারী-দিগকে সমুচিত সম্মানপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। অভিমন্যুকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর আনর্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাধৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব এবং বল-দেবনন্দন নিষঠ ইঁহারা অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। ইন্দ্রসেন-প্রভৃতি পাণ্ডব-সারথিগণ এক বৎসরের পর তাঁহাদিগের সেই সমস্ত রথ লইয়া আগমন করিল। দশ সহস্র হস্তী, দশ অযুত অশ্ব, অর্ব্বুদ রথ, নিখর্ব্ব পদাতি এবং বৃষ্ণি, অন্ধক, ভোজবংশীয় বহু ব্যক্তি বাসুদেবের সমভি-ব্যাহারে সমাগত হইলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য্য সমারম্ভ হইল। শঙ্খ, ভেরী, পণব প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। উচ্চাবচ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি প্রভূত সুরা সকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যা-য়ক, নট, বৈতালিক, সূত ও মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ আভরণ ধারণপূর্ব্বক ইন্দ্রসুতার ন্যায় অলঙ্কৃতা উত্তরাকে লইয়া সুদেষ্ণা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন; কিন্তু পাঞ্চালনন্দিনীর অসীম রূপ লাবণ্য ও উজ্জ্বল কান্তি সন্দর্শনে সকলেই পরাভূত হইলেন।

ধনঞ্জয় নিজ পুত্র অভিমন্যুর নিমিত্ত বিরাটকন্যা উত্তরাকে গ্রহণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরাকে স্নুষার্থ প্রতিগ্রহ পূর্ব্বক জনার্দ্দনকে পুরস্কৃত করিয়া মহাত্মা সৌভদ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রজ্বলিত হুতাশনে বিধিবৎ হোম ও দ্বিজগণকে অর্চ্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতিপূর্ব্বক সপ্ত সহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরি ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মাপর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

উদ্বাহক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে, রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে অচ্যুতপ্রদত্ত সমুদায় ধন, গোসহস্র, রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয়ন, রমণীয় ভোজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হৃষ্ট পুষ্টজনাকীর্ণ মৎস্যনগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

বৈবাহিকপর্ব্বাধ্যায় সমাপ্ত।

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।